ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

২য় বর্ষ। } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬০। সন ১৩২১, মাঘ। { ৯ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

পরম নির্ম্মল কৃষ্ণ শ্রীশ্যামসুন্দর,
শুদ্ধ প্রেমের মূরতি শোভার আকর,
তাঁহাতে কৌমুদিরূপে রাধা সুহাসিনী,
মহাভাব স্বরূপিণী, প্রীতি উল্লাসিনী।
বিমলা বার্ষভানবী শ্রীকৃষ্ণমোহিনী,
আভাময়ী অপরূপা শ্রীকৃষ্ণঅঙ্গিনী,
প্রেমবতী প্রভাবতী, হেমাঙ্গিনী হরিমতি,
পরম শ্রীরাসরসে রসতরঙ্গিণী,
প্রেমময়ী পরাবিদ্যা অবিদ্যাবারিণী।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত

যোগাচার্য্য
জ্ঞানানন্দ দেবের
উপদেশাবলী।

পরম প্রেমযোগ।

(১)

বহু শাস্ত্র প্রমাণে কোন প্রকার ভক্তি ভগবান নহেন। অদ্বৈততত্ত্বপ্রতিপাদক বহু গ্রন্থ মতে আত্মা বা অদ্বয়ব্রহ্মই অদ্বৈতজ্ঞান। প্রসিদ্ধ বহু শাস্ত্র প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণচিৎ। চিদর্থে জ্ঞান। প্রসিদ্ধ বহুশাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত ভক্তগণ অপূর্ব্ব শ্রীজ্ঞানকে অশ্রদ্ধা অথবা অবজ্ঞা করিতে পারেন না। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক দিব্যজ্ঞানমাত্র আছে তাঁহারাও শ্রীচিৎকে, শ্রীজ্ঞানকে অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা বা অভক্তি করিতে পারেন না। যে সকল শুদ্ধ প্রেমিকের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেম আছে তাঁহারাও শ্রীজ্ঞানকে অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা কিম্বা অভক্তি করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ নিজে জ্ঞান বা চিৎ বলিয়া শ্রীজ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হয়। ভক্তির অধিষ্ঠান শ্রীভক্তগণে। ভক্তিও এক প্রকার শক্তি। সেই ভক্তি-শক্তি দ্বারা শ্রীভগবানকে সম্ভোগ করিতে হয়। যে ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানকে সম্ভোগ করিতে হয়, সে ভক্তিকেও নিকৃষ্ট বলা যায় না। সে মহিয়সী ভক্তিদেবীর শ্রেষ্ঠতা আছে। সে ভক্তিদেবীরও অনন্ত মহিমা। যে ভক্তি-শক্তি দ্বারা শ্রীভগবানকে সম্ভোগ করা যায়, সেই ভক্তিভাবাত্মক দিব্য সম্ভোগেরও অনন্ত মহিমা। পরাভক্তি-শক্তিদ্বারা পরম ভক্তগণ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানকে যেরূপ সম্ভোগ করিয়া থাকেন তদ্রূপ পরম প্রেমিকগণ পরম মাধুর্য্যভাবাত্মক অনুপম নির্ব্বিকার পরমপ্রেমযোগ দ্বারা সেই পরমমাধুর্য্যবিলসিত নিত্যানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে সম্ভোগ করিয়া থাকেন। যে পরম পবিত্র পরম প্রেমযোগ দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি সম্পন্ন যোগাচার্য্যগণের আরাধিত শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভোগ করা যায়, সেই পরম পবিত্র পরম প্রেমাস্পদের তুলনা নাই।

সেই পরম পবিত্র পরমপ্রেমযোগ নিরুপম। সেই পরম পবিত্র পরম প্রেম যোগের অনন্ত মহিমা। সেই পরম পবিত্র পরম প্রেমযোগে অপ্রাকৃত পরম মাধুর্য্য। সেই পরম মাধুর্য্যের উপমা নাই। পরম পবিত্র পরমপ্রেমযোগ দ্বারা যে সম্ভোগ হইয়া থাকে, সে সম্ভোগের সহিত কোন প্রকার বিকারের সম্বন্ধ নাই। তাহা নিরতিশয় নির্ব্বিকার। তাহা সর্ব্বপ্রকার মায়িক পরিণাম শূন্য! সেই পরমপ্রেমযোগাত্মক পরম সম্ভোগের পরম মাহাত্ম্য। সেই পরম মাহাত্ম্যও অপ্রাকৃত। সেই পরম মাহাত্ম্য নিত্য মাহাত্ম্য।

(২)

অনেক সিদ্ধান্তবাদী বলেন পরমাত্মাই আত্মা। তাঁহাদের মতে পরমাত্মা জীব নহে। এক। যেরূপ একবস্তুর অনেক প্রকার নাম আছে তদ্রূপ এক পরমাত্মার অনেক নাম আছে, তদ্রূপ এক পরমাত্মারই নাম আত্মা। যেরূপ অনেক শাস্ত্র মতে এক শিবেরই নাম ঈশ্বর, মহেশ্বর, পরমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর এবং কাশীশ্বর প্রভৃতি তদ্রূপ এক পরমাত্মারই নাম আত্মা। যেরূপ প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসংহিতা মতে পরমকৃষ্ণই কৃষ্ণ

তদ্রূপ পরমাত্মাই আত্মা। যেরূপ পরমকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ পরস্পর পূর্ণরূপে অভিন্ন তদ্রূপ পরমাত্মা এবং আত্মা পরস্পর পূর্ণরূপে অভিন্ন। শিবই সদাশিব, শিবই পরমশিব। পরমাত্মাই আত্মা। পরমাত্মা এবং আত্মার অভেদত্ব বশতঃ পরমাত্ম-প্রেমই আত্মপ্রেম। নিত্য পরমাত্মার ন্যায় পরমাত্মপ্রেমও নিত্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পরমাত্মপ্রেমই আত্মপ্রেম। তজ্জন্য পরমাত্ম-প্রেমের ন্যায় আত্মপ্রেমও নিত্য।

(৩)

নিত্য যিনি তাঁহার প্রত্যেক অংশও নিত্য। নিত্যের অনেক অংশ। নিত্যের অনেক বিকাশ। নিত্যের প্রত্যেক বিকাশই নিত্য। যেরূপ নিত্য নির্ব্বিকার তদ্রূপ নিত্যের প্রত্যেক বিকাশই নির্ব্বিকার। যেরূপ নিত্য নির্ব্বিকার তদ্রূপ নিত্যের প্রত্যেক অংশও নির্ব্বিকার। নিত্য সত্য। নিত্য সত্য যিনি তিনিই বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্র মতে সৎ। তিনিই সৎচিৎ, তিনিই সদানন্দ। নিত্য সৎযিনি তিনিই পরমাত্মা, তিনিই আত্মা, তিনিই মহাত্মা, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই নারায়ণ, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহাবিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর শিব, তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই পরমশিব, তিনিই জেহোভা, তিনিই গড্, তিনিই আল্লা, তিনিই রহিম, তিনিই রহমন, তিনিই খোদা, তিনিই রাম। ঐ সকল ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য আখ্যা সকলও আছে। ভারতবর্ষীয় বিবিধ আর্য্যশাস্ত্র সকলে তাঁহারই বিবিধ নাম রহিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে তাঁহারই বিবিধ আখ্যা রহিয়াছে। তিনি নিত্য নির্ব্বিকার। তিনি অপ্রাকৃত নিত্য নিরাকার। তিনি নিরঞ্জন আখ্যায় আখ্যাত, তিনি জনার্দ্দন আখ্যায় আখ্যাত। তাঁহারই বহু নাম। তাঁহারই বহুশক্তি, তাঁহারই বিবিধ শক্তি। তাঁহারই বহুগুণ, তাঁহারই বিবিধ গুণ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণও তাঁহার। মিশ্রগুণ সকলও তাঁহার। অবিমিশ্র গুণ সকলও তাঁহার। তাঁহারই পরম তেজ, তাঁহারই পরমপ্রভাব। তাঁহার পরম-তেজ অনিত্য নহে, সে পরম প্রভাব অনিত্য নহে। তাঁহার পরমতেজ তাঁহারই ন্যায় নিত্য, তাঁহার পরম প্রভাব তাঁহারই ন্যায় নিত্য। অনেকশাস্ত্রে তাঁহারই নিত্যস্বরূপের বর্ণনা আছে। অনেক ভক্তি ও প্রেমবিষয়ক শাস্ত্র সকলে তাঁহারই নিত্যরূপের বর্ণনা আছে। কতিপয় শাস্ত্রে তাঁহার নিত্যরূপ সকলের বর্ণনা আছে। ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে সেই আত্মা 'সদাকার', সেই আত্মাই 'চিদাকার'। অনেকশাস্ত্রমতে সেই পরমাত্মা-শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য অবতার। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসনাতনগোস্বামী-প্রভুর মতে সেই শ্রীকৃষ্ণ অবতারী! ঐ মতের সমর্থন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণও করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের সম্মানিত সম্প্রদায়ের অনেক পরম ভক্তের মতে অবতারী শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আলোচনায় জানা যায় তিনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণের অবতার। তাঁহারই নাম শ্রীনিমাই, তাঁহারই নাম শ্রীবিশ্বম্ভর, তাঁহারই নাম শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁহারই নাম গৌর ও গৌরহরি, তিনিই গোরা ও গোরাচাঁদ। তাঁহার অনন্ত নাম, অনন্ত মহিমা। বিবিধশাস্ত্রে তাঁহারই অবতার প্রসঙ্গ প্রসঙ্গীত হইয়াছে। বিবিধশাস্ত্রে তাঁহারই অতুল ঐশ্বর্য্য ও অনুপম মাধুর্য্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যেরূপ সুবর্ণ বহু আকারে আকারিত হইলেও অসুবর্ণ হয়না তদ্রূপ নিত্যভগবান বহু আকারে আকারিত হইলেও তিনি অনিত্য হন না। মৃত্তিকা বহু আকারে আকারিত হইলেও অমৃত্তিকা হয় না তদ্রূপ নিত্য নারায়ণ বহু আকারে

আকারিত হইলেও অনিত্য হন না। কাঁচ বহু আকারে আকারিত হইলেও অকাঁচ হয় না। নিত্য নারায়ণ বহু আকারে আকারিত হইলেও অনিত্য হন না।

একই কাঁচ বহু বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া বহু প্রকার। একই নিত্য নারায়ণ বহু বর্ণ বিশিষ্ট বহু হইলেও তিনি অনিত্য হন না। ইক্ষু রসই চিনি, ইক্ষু রসই গুড়, ইক্ষু রসই মিশ্রি প্রভৃতি। ঐ প্রকারে একই নিত্যস্বরূপের বহু প্রকার বহু বিকাশ। ঐ প্রকারে একই পূর্ণ নিত্য ভগবানের সমস্ত পূর্ণ বিকাশই স্বরূপতঃ এক, স্বরূপতঃ অদ্বিতীয়।

একই অদ্বৈত। একই দ্বৈত। স্বর্ণের কৃষ্ণও স্বর্ণ, স্বর্ণের রাধও স্বর্ণ। ঐ প্রকারে দ্বৈতই অদ্বৈত। রাধাকৃষ্ণ একাত্মা। রূপের ভিন্নতা মাত্র। আত্মাই পুরুষ, আত্মাই প্রকৃতি। আত্মা পরমপুরুষ, আত্মা পরমাপ্রকৃতি। কেহবা পরমাপ্রকৃতিকে পরাপ্রকৃতি কহেন। সেই পরা প্রকৃতিই সতী, সেই পরা প্রকৃতিই দুর্গা, সেই পরাপ্রকৃতিই শ্রীকালী, সেই পরা প্রকৃতিই তারা, সেই পবাপ্রকৃতিই ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি। সেই পরাপ্রকৃতিই মহালক্ষ্মী, সেই পরাপ্রকৃতিই লক্ষ্মী, সেই পরাপ্রকৃতিই মহানারায়ণী, সেই পরা-প্রকৃতিই নারায়ণী। একই পরাপ্রকৃতির অনন্ত বিকাশ। ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসের মহাভাগবত পুরাণানুসারে পরাপ্রকৃতি শ্রীকালীই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। ঐ ভগবানকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাসের প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণানু-সারে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকালী। উক্ত পুরাণে কৃষ্ণ-কালীর বিবরণ আছে। প্রসিদ্ধ মহাভাগবতে কালী-কৃষ্ণের বিবরণ আছে। উক্ত উভয় প্রসিদ্ধ পুরাণেই প্রকৃতি পুরুষের অভেদত্ব বর্ণিত হইয়াছে। অভেদত্ব যাহা তাহাই ঐক্য, তাহাই অদ্বৈত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতানুসারেঃ—

"মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাই ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতেও স্বরূপতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মা। সেই জন্য অদ্বৈত।

অদ্বৈত সিদ্ধান্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকলের মতে আত্মাই স্বরূপ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নানা শাস্ত্রা-নুসারে স্বরূপগত পার্থক্য নাই বলিয়া স্বরূপতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন, পরস্পর অদ্বৈত। প্রসিদ্ধ চৈতন্য চরিতামৃতানুসারে অবগত হওয়া হইল শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন, স্বরূপতঃ একাত্মা। সেই জন্য বলি শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম তাহা নির্ব্বিকার আত্মপ্রেম, তাহা নির্ব্বিকার পরম পবিত্রপ্রেম। সেইজন্য বলি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার প্রতি যে প্রেম তাহাও নির্ব্বিকার পরমপবিত্র আত্মপ্রেম। যেহেতু নানা শাস্ত্রানুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মা। আপনাতে আপনার প্রেম হইলে সেই প্রেমে কোন প্রকার দোষের সম্পর্ক লক্ষিত হয় না, কোন প্রকার বিকৃতি লক্ষিত হয় না। সেই পরম পবিত্র বিশুদ্ধপ্রেমের সহিত বিকৃত ব্যভি-চারের তিলার্দ্ধ সম্পর্ক নাই। সেইজন্য বলি শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, সে প্রেমের সহিত বিকৃতি সম্পন্ন ব্যভিচারের সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য বলি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার প্রতি যে প্রেম সে প্রেমের সহিতও বিকৃতি বিশিষ্ট ব্যভি-চারের সম্বন্ধ নাই। প্রসিদ্ধ বিবিধশাস্ত্রমতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যেরূপ অভেদ তদ্রূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম পবিত্র পরম বিশুদ্ধ প্রেমও অভেদ। অত-এব ঐ প্রকার নির্ব্বিকার পরমপবিত্র অদ্বৈত-প্রেমের সহিত বিকৃতি বিশিষ্ট ব্যভিচারের সম্বন্ধ নাই। অতএব ঐ প্রকার নির্ব্বিকার আত্ম-প্রেমের সহিত বিকৃতি বিশিষ্ট ব্যভিচারের

সম্বন্ধ নাই। ঐ প্রকার নির্ব্বিকার আত্মপ্রেম অব্যভিচারিত। ঐ প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুপম পরমপ্রেম অব্যভিচারিত। সেই জন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরমপ্রেম পরম পবিত্র। এই পরম পবিত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম পবিত্র পরমপ্রেম পরম বিশুদ্ধ। সেই পরম বিশুদ্ধ পরম প্রেমই অপ্রাকৃত প্রেম। সেই অপ্রাকৃত পরমপ্রেম অনিত্য নহে। যেই অপ্রাকৃত পরমপ্রেম নিত্য-সত্য। সেই নিত্য সত্য পরমপ্রেমই নির্ব্বিকার আত্মপ্রেম। সেই নির্ব্বিকার আত্মপ্রেমের সহিত আত্মজ্ঞানের সম্বন্ধাভাব নহে। তোমার নিজ অস্তিত্ববোধকজ্ঞানাভাবে তুমি নিজে আছ এরূপ বোধও করিতে পার না। তোমার নিজ অস্তিত্ববোধকজ্ঞান অব্যক্ত রহিলে সর্ব্বতত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি অজ্ঞ রহ। সুতরাং তোমার সেই অজ্ঞানাবস্থায় তোমার প্রেমও অব্যক্ত রহে। সে অবস্থায় তোমার প্রেমাত্মক লক্ষণ সকলও অব্যক্ত রহে। সে অবস্থায় তোমার প্রেমিকত্ব আছে কিম্বা নাই বোধ করিতে পার না। সে অবস্থায় তোমার প্রেমাস্পদ কেহ আছেন কিনা, কেহ আছেন কিম্বা নাই তাহাও বোধ করিতে পার না। সে অবস্থায় তোমার প্রেমিকত্ব থাকিলেও তাহা বোধ কর না। সে অবস্থায় তোমার প্রেম থাকিলেও প্রেমের অস্তিত্ব বোধ কর না। সে অবস্থায় তোমার প্রেমাস্পদ থাকিলেও তাঁহার অস্তিত্ব বোধ কর না। সেই জন্যই বলি আত্মপ্রেমের সহিত আত্মজ্ঞান অসম্পর্কিত নহে। যদ্যপি আত্মজ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে অনুপম আত্মপ্রেম স্ফুরিত হইতে পারিত না। তাহা হইলে ঐ নির্ব্বিকার পরম পবিত্র আত্মপ্রেমসম্ভোগের প্রতিবন্ধক হইত। তাহা হইলে পরম পবিত্র নির্ব্বিকার অনুপম আত্মপ্রেমদ্বারা পরম প্রেমাস্পদ সেই পরমাত্মাকে সম্ভোগ করা অসম্ভব হইত। সেই পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মাকে সম্ভোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধক হইত। তাহা হইলে নির্ব্বিকার নিরুপম আত্মপ্রেমানন্দ সম্ভোগ করিতে পারা যাইত না। সেই জন্যই বলি আত্মপ্রেমের সহিত আত্ম জ্ঞানের সম্বন্ধ রাহিত্য নাই। সেই জন্যই বলি আত্মার অস্তিত্ববোধকজ্ঞানের সহিত আত্মপ্রেমের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ, সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠতা।

অনেক প্রসিদ্ধ-অভিধান মতে চিদর্থে জ্ঞান। অনেক শাস্ত্র মতেও চিদর্থে জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তগণ এবং শুদ্ধকৃষ্ণপ্রেমিকগণ সেই চিৎকৃষ্ণকে অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও অভক্তি করিতে পারেন না। কৃষ্ণসাধকেরও চিৎকৃষ্ণকে অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা অথবা অভক্তি করা উচিত নহে। ঐ প্রকার করিলে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী হইতে হয়। সেই জন্য কৃষ্ণসাধকগণের ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাবধান হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন।

(৪)

কাম প্রেম নহে। প্রধানতঃ প্রেম দ্বিপ্রকার। শুদ্ধপ্রেম ও অশুদ্ধপ্রেম। শুদ্ধ-প্রেম অপ্রাকৃত প্রেম। শুদ্ধপ্রেম নিত্যপ্রেম। শুদ্ধপ্রেম নির্ব্বিকার প্রেম। শুদ্ধপ্রেমের সহিত কখন কামের সম্বন্ধ হয় না ও হইতে পারে না।

যাঁহার শুদ্ধপ্রেম আছে তিনি পরমাসুন্দরী যুবতীর অপত্যপথের সহিত রহস্য করিয়া সংশ্রব করিলেও তাঁহার কামোদয় হয় না। কাম হইতে রেত ক্ষরিত হয়। শুদ্ধ প্রেমিক ও শুদ্ধ প্রেমিকা উভয়েই নিষ্কাম। তাঁহাদের শুদ্ধপ্রেম নিষ্কাম ও পরম নির্ম্মল। সে প্রেমের সহিত কামাত্মিকা আসক্তির সম্পর্ক নাই, কামাত্মিকা রতির সম্পর্ক নাই। তাহা পরম পবিত্র নির্ম্মলা আসক্তি সম্পন্ন। যাঁহার সে প্রেম আছে তিনি জৈব দেহধারী হইলেও অজীব। ঐ প্রকার পরম পবিত্র শুদ্ধপ্রেম প্রাকৃত মলিন জৈব

প্রেম নহে। প্রাকৃত জৈবপ্রেম মলিন। অতএব তাহা অপবিত্র। সে প্রেম নিত্যপ্রেম নহে, সে প্রেম নির্ব্বিকার প্রেম নহে। সে প্রেম অনিত্য এবং বিকারবিশিষ্ট। তাহা মলিন কাম সম্পর্কিত। সে প্রেম সকাম। সুতরাং অশুদ্ধ।

নিতপ্রেম দ্বিপ্রকার। নিত্য-অদ্বৈতপ্রেম এবং নিত্য-দ্বৈতপ্রেম। নিত্য-অদ্বৈতপ্রেম যাহা তাহাই আত্মপ্রেম। ঐ প্রেম দ্বারা আত্মা আত্মাকে সম্ভোগ করিয়া থাকেন। ঐ প্রেম-দ্বারা আত্মপ্রেমানন্দ সম্ভোগ হইয়া থাকে।

(৫)

যেরূপ একশব্দ বিবিধ বস্তু বাচক হইতে পারে তদ্রূপ এক কাম শব্দও বিবিধ বস্তু বাচক। কোন প্রেমবিষয়ক প্রসিদ্ধ আচার্য্যের মতে কাম অর্থে প্রেমও হয়। যেরূপ এক হরি অর্থে সিংহ, বানর এবং তস্কর প্রভৃতি তদ্রূপ কাম অর্থে প্রেম। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম তাহা শুদ্ধ প্রেম। সেইজন্য সে প্রেমবাচক যে কাম তাহা শুদ্ধ কাম।

কাম অর্থে অভীষ্ট বিষয় হইতে পারে। শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই অভীষ্ট বিষয়। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই কাম। কিন্তু সে কাম সাধারণ প্রেমাখ্য কাম নহে। সেই জন্য সে কাম অসাধারণ, সেইজন্য সে কাম শুদ্ধকাম।

সাধারণ প্রেমাখ্য কাম অশুদ্ধ। অসাধারণ প্রেমাখ্যকাম শুদ্ধ। সেই জন্য সে কাম পবিত্র।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার প্রতি যে প্রেম তাহার সহিত অপবিত্রতার সংস্রব নাই। সেই জন্য তাহা পবিত্র প্রেম। সেইজন্য তাহা শুদ্ধপ্রেম। সেইজন্য সেই প্রেমাখ্য যে কাম তাহাও পবিত্র ও শুদ্ধ। নানা শাস্ত্রমতে সেই শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই পরমাত্মপ্রেম। পূর্ব্বে কয়েকটী প্রেম প্রসঙ্গে পরমাত্মপ্রেমকেই আত্ম-প্রেমরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে। অতএব আত্মপ্রেম যাহা তাহাই পরমাত্মপ্রেম, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম।

আত্মপ্রেমের নিত্যত্ব হেতু সেই আত্ম-প্রেমের সহিত যে কৃষ্ণ প্রেমের অভিন্নত্ব সেই কৃষ্ণ প্রেমও নিত্য। বিবিধশাস্ত্রমতে পরমাত্মা কৃষ্ণ যেরূপ নিত্যনির্ব্বিকার তদ্রূপ সেই পরমাত্মা-কৃষ্ণের প্রেমও নিত্য নির্ব্বিকার। অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-প্রেমে পরম পবিত্রতা ও পরা-শুদ্ধি আছে বলিয়া তাহা নির্ব্বিকার এবং সেই জন্য সেই প্রেমে শাস্ত্রীয় ফলশ্রুতিও অসাধারণ এবং অপূর্ব্ব। সে প্রেমের নির্ব্বিকারত্ব হেতু সে প্রেম পরম নির্ম্মল। সেই কৃষ্ণের প্রেম যাহা, তাহাই শ্রীরাধার প্রেম তাহা শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেম যে সকল অপূর্ব্ব সুলক্ষণ সম্পন্ন শ্রীরাধার পরমপ্রেমও সেই সকল অপূর্ব্ব সুলক্ষণ সম্পন্ন। যে হেতু উভয় প্রেমেরই একত্ব। উক্ত উভয় প্রেমের একত্ব হেতু উক্ত উভয় প্রেমেই দিব্য সুমধুর ভাব রহিয়াছে। ঐ সুমধুর ভাব মহাভাব আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। ঐ মহাভাব দিব্য মহাভাব, ঐ মহাভাব অপ্রাকৃত মহাভাব, ঐ মহাভাব নির্ব্বিকার মহাভাব, ঐ মহাভাব নিত্যমহাভাব। সেই জন্য ঐ মহাভাবে পরা-শুদ্ধি ও পরম পবিত্রতা রহিয়াছে। ঐ অপূর্ব্ব মহাভাব যে পরম পবিত্র পরমপ্রেমে স্ফুরিত রহিয়াছে সে প্রেম নিঃস্বার্থ নিত্যপ্রেম। সে পরমপ্রেম পরিণামশূন্য। সেই জন্য সে পরমপ্রেমের পরিবর্ত্তন নাই।

(৬)

বিকৃতিবিহীন আত্মপ্রেম নিত্য। সেই নিত্য আত্মপ্রেমের অনন্ত মহিমা। সেই নিত্য আত্মপ্রেমের অনন্ত বিকাশ।

এ আত্মপ্রেমের অনন্ত বিকাশ।
নিত্যানন্দময় অপূর্ব্ব প্রকাশ ॥

শুদ্ধ পরমপ্রেমের অন্তর্গত দিব্য মধুর ভাব। সেই সুমধুর ভাবের সহিত বিকৃত কামের সম্বন্ধ নাই।

দিব্য সুমধুরভাব কাম সম্পর্ক বর্জ্জিত।
পরম পবিত্র প্রেমে আছে নিয়ত স্ফুরিত ॥

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে দিব্য মধুরভাব হইবার পূর্ব্বে অন্য কোন সামান্য পুরুষে মধুরভাব রহিলে তাহার বিরাম হয়।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে মধুর ভাব হইলে অন্য কোন সামান্য পুরুষে মধুরভাব সম্ভাবিত হয় না, সে পরম ভাব লাভ করিলে অন্য কোন পুরুষে মধুরভাব হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোত্তম, শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন, শ্রীকৃষ্ণ পরমসুন্দর। তাঁহার ন্যায় চিত্তাকর্ষক অন্য কোন পুরুষ নহে। তাঁহাতে পরম তেজ, তাঁহাতে পরম ঐশ্বর্য্য, তাঁহাতে পরম মাধুর্য্য, তাঁহাতে পরম-করুণা। তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি, তাঁহাতে অনন্ত শক্তি, তাঁহাতে পরা-শক্তি। পরা-শক্তি পরা-আহ্লাদিনী সুরঞ্জিনী শ্রীমতী শ্রীরাধা।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে মধুর ভাব হইবার পূর্ব্বে বিকার বিশিষ্ট কামের বিরাম হয়। শ্রীমতী শ্রীরাধার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে মধুর-ভাব, তাহা নিষ্কাম, তাহা অনুপম, তাহা নিত্যা-নন্দময়। সে অপূর্ব্ব মধুর ভাবের নিত্যত্ব। তাহার কখন ব্যতিক্রম হয় না। সে ভাব অনিত্য নহে, সে ভাব অসত্য নহে। সে ভাবে পরাসত্যবতী পরারতির বিলাস। তাহা নিত্য-সত্য। তাহা পরম পবিত্র সুনির্ম্মল।

আত্মা।

(১)

আত্মার কৈবল্যের প্রয়োজন হয় না। যে হেতু আত্মা নিত্য কেবল। কেবলত্ব জন্য আত্মার সাধনার প্রয়োজন নাই। আত্মার সাধ্য বস্তু নাই। আত্মার সেইজন্য কোন প্রকার সাধনার প্রয়োজন নাই। কেহ আত্মার আরাধ্য নয়। সেই জন্য আত্মার আরাধনার প্রয়োজন নাই। আত্মার উপাস্য নাই। সেই জন্য আত্মার উপাসনার প্রয়োজন নাই।

আছে যাহা তাহারই স্থিতি আছে। নাই যাহা তাহার স্থিতি নাই। অভাব যাহা, তাহা নাই। ভাব আছে। যাহার ক্ষয় হয় না, যাহার বৃদ্ধি হয় না, যাহার পরিবর্ত্তন হয় না, যাহা বিকৃত হয় না, যাহার কোন প্রকার পরি-ণাম নাই তাহাই নিত্য, তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা। তাহাই সর্ব্বপ্রকার পাপ ও সর্ব্বপ্রকার পুণ্যে লিপ্ত নহে। তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই পরমাত্মা।

আত্মার আত্মপ্রেমের কখন অভাব হয় না। সেই জন্য আত্মপ্রেমের সহিত বিরহের সম্বন্ধ নাই। বিশুদ্ধ পরমপবিত্র আত্মার অনাত্মপ্রেমে প্রয়োজন হয় না। ঐ প্রকার নিকৃষ্ট প্রেমে আত্মার কখন স্পৃহা হয় না। ঐ প্রকার অনাত্ম-প্রেম অনিত্য প্রেম। তাহা বিষয়ানন্দের মত অচিরস্থায়ী। আত্মপ্রেমই নিত্যপ্রেম। আত্ম-প্রেমই পরমপ্রেম। সেই অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত পরমপ্রেমে সর্ব্বদা নিত্যানন্দ স্ফুরিত রহিয়াছে। আত্মার সহিত অনিত্যানন্দের কখন সংস্রব হয় না। শোক, দুঃখ, বিড়ম্বনা এবং অবিদ্যা প্রভৃতি আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা ঐ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। আত্মার সহিত জন্ম এবং মৃত্যুর কখন সংস্রব হয়

না। আত্মা অজ এবং অমর। আত্মা অনাদি এবং অনন্ত। আত্মা নিত্যনির্ব্বিকার। আত্মা অপ্রাকৃত নিরাকার। সেইজন্য আত্মা নিত্য নিরাকার। প্রাকৃত নিরাকার যাহা, তাহাই অনিত্য নিরাকার। আকাশ, বায়ু, শব্দ প্রভৃতি অনিত্য নিরাকার।

আত্মাতে আত্মার কখন বিরাগ হয় না। আত্মাতে আত্মার নিত্য-অনুরাগ। সেই জন্য আত্ম-অনুরাগ ও আত্মা নিত্য।

আত্মার আত্মাতে বিরতি নাই। সেইজন্য আত্মরতিও নিত্যা। আত্মরতি আত্মপ্রেমাত্মিকা। আত্মপ্রেমাত্মিকা রতি অনিত্যা কামাত্মিকারতির ন্যায় নহে।

আত্মা নিত্য। আত্মার স্বভাব নিত্য। আত্মার চরিত্র নিত্য। আত্মার গুণ নিত্য। আত্মাতে যে ক্রিয়াশক্তি আছে তাহাও নিত্যা। আত্মার মাধুর্য্য নিত্য। আত্মার ঐশ্বর্য্য নিত্য। আত্মার জ্ঞান, বিজ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রেম প্রভৃতি নিত্য। আত্মাতে যে সমস্ত শক্তি আছে সে সমস্ত শক্তি নিত্যা। আত্মাতেঐ সকল নিত্য-যুক্ত বলিয়া আত্মা নিত্যযোগী। সেইজন্য আত্মা অযোগী কখন হন না। আত্মা সর্ব্বশক্তিমান। ঐ সর্ব্বশক্তিমান নিত্য বলিয়া সর্ব্বশক্তিও নিত্যা।

বন্ধন বিবিধ প্রকার। মুক্তি ও বিবিধ প্রকার। আত্মা নিত্য অবদ্ধ। সেইজন্য আত্মার কখন বন্ধন হয় না। আত্মার বন্ধন হয় নাই। আত্মার বন্ধন নাই। আত্মার বন্ধন হইবে না।

আত্মার মুক্তিতে প্রয়োজন হয় না। আত্মার জীবন্মুক্তিতে প্রয়োজন হয় না। আত্মার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার মুক্তি এবং জীবন্মুক্তি অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য।

নিত্য যাহা তাহা অনাদি। নিত্য চির-বিদ্যমান। মুক্তিনিত্যা নহে। কারণ বন্ধন না হইলে মুক্তি হয় না। বন্ধন হইলে মুক্তিতে প্রয়োজন হয়। অতএব মুক্তির আদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার আদি ও অন্ত আছে তাহা নিত্য নহে।

(২)

আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়। আত্মার কোন প্রকার পরিণাম নাই। আত্মা নির্ব্বিকার। আত্মা অদ্বিতীয়। এক আত্মা। দ্বিতীয় আত্মা নাই। আত্মার দ্বিতীয়ত্ব তৃতীয়ত্ব প্রভৃতি নাই। আত্মার বহুত্ব নাই। আত্মার দ্বিতীয়ত্ব তৃতীয়ত্ব প্রভৃতি মায়া কল্পিত। আত্মার বহুত্ব মায়া কল্পিত।

কল্পনা যাহা তাহা মিথ্যা। নির্ব্বিকার আত্মার মিথ্যার সহিত সম্বন্ধ নাই। সুতরাং মিথ্যা প্রসূত যে কল্পনা, সে কল্পনার সহিতও নির্ব্বিকার আত্মার সম্বন্ধ নাই।

আত্মা নিত্য সত্য। নিত্য অপ্রাকৃত। সত্য অপ্রাকৃত।

আত্মাতে নিত্য বিবেক, আত্মাতে নিত্য জ্ঞান। নিত্যজ্ঞান দ্বিপ্রকার। নিত্য-অদ্বৈত জ্ঞান এবং নিত্য-দ্বৈত জ্ঞান।

নিত্যজ্ঞান অপ্রাকৃত। সেইজন্য নিত্য-অদ্বৈতজ্ঞানও অপ্রাকৃত। সেইজন্য নিত্য-দ্বৈত জ্ঞানও অপ্রাকৃত।

আত্মা নিত্য অবদ্ধ। সেইজন্য আত্মা নিত্য-মুক্তনহে। আত্মার বন্ধন হয় নাই, আত্মার বন্ধন নাই। আত্মার বন্ধন ছিল না। আত্মার বন্ধন হইবে না।

আত্মা অস্তিত্ব বিহীন নহে। আত্মার নিত্য অস্তিত্ব। অতএব সেই অস্তিত্বও নিত্য। নিত্য-অস্তিত্ব যাহা, তাহা অপ্রাকৃত। অনিত্য-অস্তিত্ব যাহা, তাহা প্রাকৃত। নিত্য-অস্তিত্বের সহিত মায়ার সম্বন্ধ নাই। নিত্য-অস্তিত্ব-অমায়িক।

আত্মার অভাব হয় না। আত্মা অভাব

নহে। আত্মা ভাব। আত্মা নিত্য। সেইজন্য আত্মা নিত্যভাব।

বহু প্রকার সাধনা। বহু প্রকার সিদ্ধি। আত্মার কোন প্রকার সাধনার প্রয়োজন হয় না। আত্মার কোন প্রকার সিদ্ধিতে প্রয়োজন হয় না। আত্মা অসাধক। আত্মা অসিদ্ধ।

সাধনার ফল সিদ্ধি। আত্মা অসাধক এবং অসিদ্ধ বলিয়া আত্মার কোন প্রকার সিদ্ধি জনিত ফলের প্রয়োজন নাই।

নিত্যকল্পতরু। সেই নিত্য কল্পতরু অমায়িক। সেই নিত্যকল্পতরুর ফল সকল নিত্য। সেই নিত্য কল্পতরুর ফল সকল অমায়িক। অনিত্য প্রাকৃত তরুতে বিবিধ প্রকার ফল ফলে না। নিত্য আশ্চর্য্য নিত্য কল্পতরুতে বিবিধ প্রকার নিত্য ফল সকল ফলে। সেই নিত্য কল্পতরুতে ফল সকল ফলিলে তাহারাও নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

আত্মার নিজেকে কখন দ্বৈত বোধ হয় না। আত্মার আত্মা সম্বন্ধে নিত্য অদ্বৈতবোধ। নিত্য অদ্বৈতবোধই নিত্য-অদ্বৈতানুভূতি। নিত্য-অদ্বৈতানুভুতিই নিত্য-আত্মবোধ। ঐ প্রকার নিত্য-আত্মবোধই নিত্য-আত্মানুভূতি।

আত্মার ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন হয় না। আত্মার গার্হস্থ্যে প্রয়োজন হয় না। আত্মার বানপ্রস্থে প্রয়োজন হয় না। আত্মার সন্ন্যাসে প্রয়োজন হয় না। আত্মা অব্রহ্মচারী। আত্মা অগৃহস্থ। আত্মা অবানপ্রস্থ। আত্মা অসন্ন্যাসী।

আত্মা সন্ন্যাস অবলম্বন দ্বারা পরে উপযুক্ত হইলে পরমহংস হন না। আত্মা নিত্য-পরমহংস। নিত্যপরমহংস নিত্য অমায়িক, নিত্য অপ্রাকৃত।

আত্মা কোন আশ্রমী নহে। আত্মা সর্ব্বাশ্রমের অতীত। আত্মা সর্ব্বধর্ম্মের অতীত। আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত।

অধার্ম্মিকের ধর্ম্মে প্রয়োজন। আত্মা অধার্ম্মিক নহেন। সেইজন্য আত্মার কোন প্রকার ধর্ম্মে প্রয়োজন হয় না।

আত্মা কখন অবনত হন না। সেইজন্য আত্মার কোন বিষয়ে উন্নতিতে প্রয়োজন হয় না। আত্মা অবনতির এবং উন্নতির পরবর্ত্তী। আত্মা প্রয়োজন বিহীন। আত্মা নিষ্প্রয়োজন।

আত্মার কোন প্রকার আনন্দের প্রয়োজন নাই। আত্মা নিজে নিত্যানন্দ।

আনন্দ নানা প্রকার। প্রধানতঃ আনন্দ দ্বিভাগে বিভক্ত। অপ্রাকৃতানন্দ এবং প্রাকৃতানন্দ। প্রাকৃতানন্দ নানাপ্রকার। অপ্রাকৃত আনন্দও নানা প্রকার। প্রধানতঃ আনন্দ যে দ্বিপ্রকার তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। নিত্যানন্দ ও অনিত্যানন্দ। কেহ কহেন বিবিধ প্রকার নিত্যানন্দ।

অনাত্মা আত্মা হয় না। আত্মা অনাত্মা হয় না। অপ্রেম প্রেম হয় না। প্রেম অপ্রেম হয় না। অভক্তি ভক্তি হয় না। ভক্তি অভক্তি হয় না। শক্তি অশক্তি হয় না। অশক্তি শক্তি হয় না। অপদার্থ পদার্থ হয় না। পদার্থ অপদার্থ হয় না।

আত্মা অপুরুষ। আত্মা অপ্রকৃতি। সেইজন্য আত্মা আপনাকে পুরুষ বোধ করেন না। সেই জন্য আত্মা আপনাকে প্রকৃতি বোধ করেন না। সেইজন্য আত্মাতে পুরুষভাব নাই। সেই জন্য আত্মাতে প্রকৃতি ভাব নাই। আত্মা এবং আত্মতত্ত্ব পুরুষ প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব।

আত্মা অজীব। নির্ব্বিকার আত্মার কখন জীবত্বে প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য নির্ব্বিকার আত্মা কখন জীব হন না।

জীবতত্ত্ব শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব ব্যতীত অপর তত্ত্ব। জীবতত্ত্ব মলিন তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রাকৃত তত্ত্ব। আত্মতত্ত্ব নির্ম্মল তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব অপ্রাকৃততত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব নির্ব্বিকারতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব নাদিতত্ত্ব

আত্মতত্ত্ব সত্যতত্ত্ব। সেইজন্য আত্মতত্ত্ব নিত্যতত্ত্ব।

কোন প্রকার রূপ আত্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। কোন প্রকার সদ্গুণ আত্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। যৌবন আত্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। সৌন্দর্য্য আত্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। লাবণ্য আত্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। মোহ আত্মাকে মোহিত করিতে পারে না।

এক আত্মা। বহু আত্মা নাই। বহু-প্রকার আত্মা নাই। সেইজন্য অপর কোন আত্মার সহিত সেই একাত্মার যোগও হয় না। আত্মা নিত্যশুদ্ধ। সেইজন্য আত্মা অশুদ্ধ, অপবিত্র অনাত্মার সহিত যোগ ইচ্ছা করেন না। কতিপয় শাস্ত্রানুসারে ঐ আত্মাই পরমাত্মা।

শক্তি-শক্তিমানের অভেদত্ব।

(১)

শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়া থাকে। সেই জন্য তিনি সৎও বটেন। সেই সৎ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিও সতী। সেই সতী-শক্তি অনাত্মাশক্তি, সেই সতী-শক্তি পরাশক্তি, সেই সতী-শক্তি মূল শক্তি, সেই সতী-শক্তি কৈবল্য-দায়িনী কেবলাশক্তি। অনেক শাস্ত্র মতে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা শক্তি। নানা শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণ সৎ বলিয়া তাঁহার সেই রাধাশক্তিও সতী। সৎ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সেই রাধাশক্তির নিত্যত্ব আছে বলিয়া সেই রাধা-শক্তিও নিত্যা। সেই রাধাশক্তি নিত্যা বলিয়া সেই রাধাশক্তি অসতী নহে। অবিদ্যা মায়াই অসতী-শক্তি।

সতীশক্তি সর্ব্বদাই সৎ শ্রীকৃষ্ণে রহিয়াছেন। তাঁহার অসতে কখন অবস্থিতি হয় না। তাঁহার অসতে কখন গতি হয় না। তাঁহার অনন্য-ভাব। তাঁহার অসতে বিরতি, সতে রতি। সে রতি মলিন কামাত্মিকা নহে। তাহা শুদ্ধ পেমাত্মিকা রতি।

কতকগুলি শাস্ত্রমতে শিব সদানন্দ। ঐ সদানন্দে সৎ নিহিত। সেইজন্য শিবও সৎ। নানা শাস্ত্রমতে ঐ সৎশিবের শক্তি সতী। শ্রীকালী শ্রীশিবের শক্তি সেই জন্য শ্রীকালীই সতীশক্তি। শাস্ত্রানুসারে শ্রীকালীর সহিত শ্রীদুর্গার অভিন্নতা, সেইজন্য শ্রীকালীই শ্রীদুর্গা। নারদপঞ্চরাত্র মতে শ্রীদুর্গার সহিত শ্রীরাধার অভিন্নতা। সেইজন্য শ্রীদুর্গা-সতীই শ্রীরাধা-সতী। গৌতমীয় তন্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীদুর্গার অভিন্নতা। সেইজন্য সৎ শ্রীকৃষ্ণই সতী দুর্গা। অতএব সেইজন্য সৎ ও সতীর অভিন্নত্ব। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস-রচিত শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে কৃষ্ণ-কালীর অভেদত্ব। শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণ সৎ ও শ্রীকালী সতী। অতএব ঐ পুরাণ অনুসারে সৎ ও সতীর অভেদত্ব নির্ণিত হইয়াছে। উক্ত ভগবান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের মহাভাগবত পুরাণানুসারে শ্রীকালীই শ্রীকৃষ্ণ। অতএব ঐ মতেও সতীর সহিত সতের অভেদত্ব। উক্ত মহাভাগবত মতে শ্রীশিবই শ্রীরাধা। পূর্ব্বে শ্রীরাধাকে সতী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, পূর্ব্বে শ্রীশিবকেও সৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মহাভাগবত পুরাণানুসারে সেই সতী রাধা ও সৎশিব পরস্পর অভেদ। সৎ শক্তিমান। সতী শক্তি। পূর্ব্বকথিত বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা সৎশক্তিমান ও সতী-শক্তির অভেদত্ব নির্ব্বাচিত হইয়াছে। জল এবং তাহার শীতলতাশক্তি যেরূপে অভেদ সেই-রূপে সৎ ও সতী অভেদ। অগ্নি এবং তাহার দাহিকাশক্তি যেরূপে অভেদ সেইরূপে সৎ ও সতী অভেদ। দুগ্ধ এবং তাহার ধবলত্ব যে প্রকারে

অভেদ সেই প্রকারে সৎ ও সতী অভেদ। সতের সর্ব্বপ্রকার বিকাশই সৎ। সতীর সর্ব্ব-প্রকার বিকাশই সতী। সতীর অংশও স্বরূপতঃ সতী, সেইজন্য দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রত্যেক বিদ্যাই সতী। সতের অংশও স্বরূপতঃ সৎ।

(২)

সত্ত্বা নিত্যা। সত্ত্বা জাত নহে। সেইজন্য সত্ত্বার জাতি নাই। সত্ত্বাই আত্মা। আত্মারই অপর আখ্যা পরমাত্মা।

সত্ত্বা অশক্তি নহে। সত্ত্বাও এক প্রকার শক্তি। সত্ত্বা - অনাদ্যাশক্তি। সত্ত্বা নিত্যা-শক্তি। প্রসিদ্ধ পাতঞ্জল দর্শন মতে সেই সত্ত্বাই দৃক্‌শক্তি। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সেই দৃক্‌শক্তি-কেই 'দৃগেবাত্মা' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সত্ত্বাই আত্মা। সেইজন্য আত্মা অশক্তি নহে। আত্মাও শক্তি। তবে তিনি পরাশক্তি। অনেক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রমতে শ্রীকালীই পরাশক্তি, শ্রীকালীই আদ্যাশক্তি; শ্রীকালীই অনাদ্যাশক্তি।

পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে প্রসিদ্ধ পাত-ঞ্জল দর্শন মতে আত্মাকে শক্তি বলা হইয়াছে। উক্ত দর্শন শাস্ত্র মতে আত্মা দৃক্‌শক্তি। অনেক শাস্ত্র মতে আত্মাই পরমাত্মা। বিবিধ শাস্ত্র মতে পরমাত্মাই শ্রীকৃষ্ণ। অনেক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষ বলা হইয়াছে। অনেক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষ বলা হইয়াছে। অনেক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। অনেক শাস্ত্র মতে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবিষ্ণু। প্রসিদ্ধ বিষ্ণু-পুরাণে শ্রীবিষ্ণুকে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ অভিধান সকলের মতে মহাপুরুষ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বাচক নহে। পুরুষ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক নহে। পরমপুরুষ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক নহে। পুরুষোত্তম শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক নহে। ঐ সমস্ত শব্দের মধ্যে প্রত্যেক শব্দই পুংলিঙ্গ বাচক। অতএব বলিতে হয় মহাপুরুষ প্রকৃতি নহেন। পুরুষ প্রকৃতি নহেন। পরমপুরুষ প্রকৃতি নহেন। পুরুষোত্তম প্রকৃতি নহেন। নানা শাস্ত্রানুসারে অবগত হওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণ্বাখ্য মহাপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণই পরমপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম। অনেক শাস্ত্র মতে শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ শক্তি-সমন্বিত। অতএব বিবিধ শাস্ত্রমতে যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রকার শক্তি-বিশিষ্ট তিনিই নিশ্চিত সর্ব্বশক্তিমান। নানা শাস্ত্রানু-সারে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান। অথচ পরমপূজ্য ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ শ্রীবেদব্যাস প্রণীত প্রসিদ্ধ মহাভাগবত পুরাণানুসারে সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শক্তি ও শক্তিমান উভয়ই বটেন। উক্ত প্রসিদ্ধ পুরাণ মতে তিনিই শ্রীকালী, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। নানা পুরাণ এবং নানা উপ-পুরাণ মতে কালীই শক্তি। নানা তন্ত্র মতে কালীই শক্তি। অন্যান্য অনেক শাস্ত্র মতে কালীই শক্তি। প্রসিদ্ধ মহাভাগবত মতে সেই কালী-শক্তি শ্রীকৃষ্ণ। পরমপূজ্য ভগবান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ণ শ্রীবেদব্যাস প্রণীত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে সেই পুরুষোত্তম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান এবং শক্তি। উক্ত প্রসিদ্ধ পুরাণ মতে তিনি কৃষ্ণ, তিনি কালী। নানাশাস্ত্র মতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান। পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণানুসারে সেই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণই কালী-শক্তি। অবগত হওয়া হইল সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বশক্তির সমষ্টি আদ্যাকালী-শক্তি অভিন্না। প্রসিদ্ধ শাস্ত্র সকল মতে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ যিনি তিনিই শ্রীকালী। সুতরাং প্রকৃত কৃষ্ণ-ভক্তের প্রকৃত কালীভক্তের সহিত বিবাদ করিবার কোন কারণ রহিল না। প্রকৃত কালীভক্তের প্রকৃত কৃষ্ণভক্তের সহিত বিবাদ করিবার কোন কারণ রহিল না। কালীকৃষ্ণ স্বরূপতত্ত্বে অদ্বিতীয়। স্বরূপতঃ কালী কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কালী। অনুলোম বিলোম-ক্রমে অদ্বৈত।

শক্তিশক্তিমানের ঐক্য বিবরণ সুবিখ্যাত বাইবেল নামক ধর্ম্মশাস্ত্রেও বর্ণিত আছে। বাইবেলের নিউটেষ্টামেণ্ট অনুসারে 'God is Spirit'. 'Spirit' যাহা তাহাই শক্তি বা তেজ। বাইবেলীয় নিউটেষ্টামেণ্ট মধ্যে ঈশপুত্র ঈশা বাক্য দ্বারা ঐ প্রকার শক্তি শক্তিমানের অভেদত্ব নির্ণীত আছে। বাইবেলীয় ওল্ডটেষ্টামেণ্টের মধ্যে ঈশ্বর বা 'গড়্' শক্তিমান। সেই জন্যই তন্মধ্যে বলা হইয়াছে 'The Spirit of God moved on the water.'

প্রসিদ্ধ মহাভাগবত পুরাণ মতে শিবই রাধা। বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে শিব সর্ব্বশক্তিমান। রাধা-বিষয়ক সর্ব্বশাস্ত্র মতেই রাধা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। সর্ব্বশক্তিমান শিবই সেই রাধাশক্তি, সেইজন্য বলিতে হয় শক্তি শক্তিমান অভেদ। বিখ্যাত গৌতমীয় তন্ত্র মতে শ্রীদুর্গার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভেদত্ব। বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে শ্রীদুর্গা শক্তি। প্রসিদ্ধ গৌতমীয় তন্ত্র মতে সেই দুর্গাশক্তি শ্রীকৃষ্ণ। বহু শাস্ত্র মতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান। সেইজন্য বলিতে হইল শক্তি ও শক্তিমান পরস্পর অভিন্ন। বিবিধ প্রসিদ্ধ শাস্ত্র সকল প্রমাণে যিনি শক্তি তিনিই শক্তিমান।

প্রেমভক্তি।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার উপায় দ্বার। যাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করা যায় তাহাই দ্বারকা। শুদ্ধভক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করা যায়। আমাদিগের বিবেচনায় সেই ভক্তিকেও দ্বারকা বলা যায়। ১।

দ্বারকাবলম্বনে লবণ-সমুদ্রে যাওয়া যায়। ভক্তি দ্বারকা পার হইয়া তবে প্রেমরূপ লবণ-সমুদ্রে যাওয়া যায়। সেইজন্যই প্রেমকে লবণ সমুদ্র বলা হয়। প্রেমিক প্রেমে মগ্ন হইলে আত্মবিস্মৃত হন। লবণই প্রেমিক। লবণ-সমুদ্রে পতিত হইলে যেমন তাহা সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ প্রেমিক প্রেমে মগ্ন হইয়া প্রেমত্ব পাইয়া প্রেমময় হন। ২।

দাস্যভক্তি ও দাস্য প্রেম আছে। কতকগুলি লোকের শুদ্ধ দাস্য ভক্তি আছে এবং কতকগুলি লোকের কেবলমাত্র শুদ্ধ দাস্য প্রেম আছে। কোন কোন ব্যক্তির প্রেম মিশ্রিত দাস্য-ভক্তি। ৩।

ভক্তের মহা দৈন্য হয়। সুতরাং তিনিই সমস্ত বুঝিয়াছেন এরূপ তাঁহার ধারণা থাকে না। প্রকৃত জ্ঞানীরও ধারণা যে তিনি অখণ্ড এবং অনন্ত ব্রহ্মের কি বুঝিবেন? তাঁহার ধারণা অনন্ত ব্রহ্মের কিছুই তিনি অবধারণ করিতে সক্ষম নহেন। সুতরাং প্রকৃত ভক্ত এবং জ্ঞানী উভয়েরই ধারণা হইতে পারে না যে তাঁহারা সমস্তই বুঝিয়াছেন। ঐরূপ ধারণা অতি নীচ অতি হীন বুদ্ধি মূঢ়াত্মাদেরই হইয়া থাকে। তাহাদের সে ধারণা প্রকৃত ধারণা নহে। তাহাদের সে ধারণার উৎপত্তি তামস অহঙ্কার হইতে হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ঐ প্রকার ধারণা হয় না। ৪।

ভক্তি।

ভক্তি ভক্তের পরা সম্পত্তি। সে সম্পত্তি অপ্রাকৃত এবং অনুপম। কিঙ্কর কিঙ্করীগণের যেরূপ প্রভুর উপর আধিপত্য নাই তদ্রূপ শ্রীভক্তিদেবীরও শ্রীভগবানের উপর আধিপত্য অথবা প্রাধান্য নাই। যেহেতু শ্রীভক্তিদেবী শ্রীভগবানের পরমা কিঙ্করী। সেইজন্য শ্রীভক্তিদেবীর উপরই মহাপ্রভু শ্রীভগবানের পূর্ণ আধিপত্য, পূর্ণ প্রাধান্য আছে। শ্রীভক্তিদেবী শ্রীভগবানের সম্পূর্ণ অনুগতা। শ্রীভক্তিদেবীর

• শ্রীভগবান্ পরমপ্রভু। সেই পরমপ্রভুকে শ্রীমহাপ্রভুও বলা হইয়া থাকে।

শ্রীভক্তিদেবীর প্রভাব শ্রীভক্তগণের উপর আছে। যেহেতু শ্রীভক্তির দাস শ্রীভক্তবৃন্দ। শ্রীভক্তবৃন্দ শ্রীভক্তিদেবীর দাস বলিয়া শ্রীভক্তি-দেবীর শ্রীভক্তগণের উপর পরম প্রভুত্ব আছে। তজ্জন্য শ্রীভক্তিদেবী শ্রীভক্তবৃন্দকে যে ভাবে চালাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে তিনি সেই ভাবে চালাইতে পারেন ও চালাইয়া থাকেন। শ্রীভক্তগণ শ্রীভক্তিদেবীর পূর্ণ অনুগত। সেইজন্য শ্রীভক্তবৃন্দ শ্রীভক্তিদেবীর সম্পূর্ণ অধীন।

যে সকল ব্যক্তির মধ্যে ভক্তি নাই তাঁহারা ভক্ত নহেন। সেইজন্য তাঁহারা শ্রীভগবানকে শ্রীভক্তি শক্তি দ্বারা সম্ভোগ করিতে সক্ষম নহেন। অতএব সেই ভক্তিদেবীর অসাধারণ প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। যাঁহাদের প্রতি সেই ভক্তিদেবীর কৃপা নাই, তাঁহারা ভক্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের প্রতি শ্রীভক্তিদেবীর অকৃপা-বশতঃ তাঁহারা শ্রীভগবানের নিরুপমা করুণাশক্তিও লাভ করিতে পারেন নাই।

ভক্ত।

( )

যাঁহার জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি তাঁহাকে জ্ঞানী-ভক্ত বলা যাইতে পারে।

প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অবধূত জড়ভরতের জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি ছিল। তিনি জানিতেন সৃষ্ট সমস্ত পদার্থই শ্রীভগবানের নানা মূর্ত্তি। তিনি জানিতেন শ্রীভগবানই একরূপে নিত্যকৃষ্ণ এবং লীলায় তিনি বিবিধরূপ ধারণ করিয়া থাকেন এবং ধারণ করিয়াছেন। অবধূত ভরত ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে সম্যকপ্রকার অবগত ছিলেন। অথচ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। সেই জন্য তাঁহাকে জ্ঞানীভক্ত কহা যায়।

(২)

প্রধানতঃ ভক্ত দ্বিপ্রকার। সাধক এবং সিদ্ধ ভক্ত। ভক্তের যতদিন না ভগবদ্দর্শন হয়, ততদিন ভক্তকে সাধকভক্ত বলা যাইতে পারে।

যে ভক্তের ভগবদ্দর্শন হইয়াছে, তাহাকেই সিদ্ধ ভক্ত বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধ ভক্তের শ্রীভগবানের সেবাতেই বিশেষ রতি। সিদ্ধ ভক্তের অন্য নাম সেবানন্দ।

(৩)

পুরাকালে অনেক গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ রাজাও ছিলেন। একজন রাজার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সাধারণ কোন ধনীর ঐশ্বর্য্যের তুলনা হয় না। কোন ব্যক্তির অধিক ধন থাকিলেই তাহার ভক্তি হইতে পারে না এ কথা বলিতে পার না। ধন যদ্যপি ভক্তির বাধক হইত তাহা হইলে মহারাজ হংসধ্বজ, পরম ভক্তিমান মহারাজ বভ্রুবাহন এবং রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পুরাকালের রাজর্ষিগণ ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে স্বয়ং ভগবান্ ভক্ত বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে কত প্রসিদ্ধ মুনি-ঋষিও ভক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কত শাস্ত্রে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই ভক্ত নামে প্রসিদ্ধ। সেইজন্য তাঁহাদিগের মহিমা অদ্যাপিও ঘোষিত হইতেছে। সেইজন্য ধন এবং ধনী মাত্রকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। পূর্ব্বকালে ধনীদিগের মধ্যেও অনেক ভক্ত মহাপুরুষ, অনেক জ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন। শাস্ত্রানুসারে মহাত্মা ব্রহ্মবাদী জনকও রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি শাস্ত্রে রাজর্ষি নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি অষ্টাবক্র-সংহিতা প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রেই আত্মজ্ঞানী, অদ্বৈতজ্ঞানী

বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপনিষদের প্রসিদ্ধ নচিকেতাও রাজপুত্র ছিলেন। কিন্তু তিনিও ধর্ম্মরাজের কৃপায় আত্মবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছিল। তাঁহার ধন এবং সম্ভ্রম আত্মজ্ঞানলাভ বিষয়ে বাধক হয় নাই।

(৪)

ভক্তগণের প্রতি বিবিধ প্রেমাত্মক ভাব সকল হইলে সে সকল দ্বারা ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সে সকল দ্বারাও মঙ্গল হইয়া থাকে। ভক্ত হইতে ক্রমশঃ সে সকল ভাব ভগবানেও আরোপিত হইতে পারে। ভক্ত কোন সামান্য মনুষ্য নহেন বলিয়া, ভক্তের প্রতি প্রেম হইলে অজ্ঞান দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। ভক্তের প্রতি প্রেমও সংসার হইতে উদ্ধার হইবার উপায় হইয়া থাকে। রাজার কোন ভৃত্যকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তদ্দ্বারা রাজাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারা যায়। শ্রীভগবানের কোন ভক্তকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তদ্দ্বারা সেই ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায়।

(৫)

নির্ধন ভক্তের নিজের যথাসাধ্য আয়োজনে নিজের ইষ্টপূজা দোষণীয় নহে। ঐ আয়োজন ভক্তিময়। সুতরাং তাহা তাঁহার ইষ্ট-দেবতার গ্রাহ্য। তবে কোন নির্ধন নিজ সন্তান-সন্ততিগণকে দুর্গাপূজা প্রভৃতি মহোৎসব উপলক্ষে উত্তম পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার প্রভৃতি প্রদানাক্ষম হইলে, তাহার মনে যেমন অতিশয় কষ্ট হইতে পারে তদ্রূপ দরিদ্র-ভক্তের তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন শ্রীভগবানকে উত্তম পরিধেয় এবং উত্তম খাদ্য-সামগ্রী নিবেদন করিবার সামর্থ্য না হইলে, তাহার অধিক মনোকষ্ট হওয়া অসঙ্গত নহে।

গুরু ও গুরু-কৃপা।

যাঁহার প্রতি গুরু-কৃপা আছে, তিনি অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হন না। কলঙ্ক তাঁহার স্বভাব স্পর্শ করিতে পারে না। ১।

গুরু শিষ্যের মন্দ হইতে পারে যাহাতে তিনি শিষ্যকে তাহা করিতে কখনই বলেন না। যেহেতু শিষ্যের অনিষ্ট করা গুরুর কার্য্য নয়। ২।

মাতা কখন আপনার সন্তানকে বিষ দিতে পারেন না। গুরুও শিষ্যকে যাহা দিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা শিষ্যের কোন অনিষ্ট হয় না। যেহেতু গুরুই ইষ্টলাভের কারণ হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদ্বারা অনিষ্টলাভের কারণ হইতে পারে না। ৩।

শিবকেই জগদ্‌গুরু বলা হয়। তিনি নানা মহাপুরুষের মধ্য দিয়া পতিত জীবগণকে তারক-মন্ত্র প্রদান করিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন। ৪।

দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসা জন্য অনেক চিকিৎসক আছেন। মনব্যাধির চিকিৎসা করাইতে হইলে, তাঁহাদের কেহই চিকিৎসা করিতে পারেন না। স্বয়ং শিবগুরুই সে ব্যাধির চিকিৎসক। ৫।

উক্ত গুরুর গুণে সর্পের ন্যায় ক্রূরমতিরও সরল স্বভাব হয়। উপযুক্ত গুরুর গুণে ঐপ্রকার ব্যক্তিরও পরিত্রাণ হইতে পারে। ৬।

সৎগুরুর সাহায্য ব্যতীত সংযম ব্রত কেহই অবলম্বন করিতে পারে না। ৭।

মুমুক্ষু।

কোন পক্ষীকে সুবর্ণ-পিঞ্জরে রাখিয়া তাহাকে উত্তম ফল সকল ভক্ষণ করিতে দিলেও সে সেই বন্ধনদশায় থাকিতে ইচ্ছা করে না। সে পিঞ্জর হইতে পলাইবার সুযোগ পাইলে

অবশ্যই পলায়ন করে। মুমুক্ষু ব্যক্তি অতি সুন্দর দেহ-পিঞ্জরে অতি উত্তম খাদ্য-সামগ্রী সকল খাইতে পাইলেও তৃপ্তিলাভ করেন না তাঁহার ঐ সকল উত্তম আহার্য্য আহারেও আনন্দ হয় না, ঐ সকল উত্তম আহার্য্য আহারেও তাঁহার সন্তোষ হয় না। তিনি সততই মুক্ত হইবার চেষ্টা করেন। বিদেহকৈবল্য লাভই তাঁহার পক্ষে পরম মোক্ষ, পরম আনন্দের বিষয় হয়। বন্ধন তাঁহার পক্ষে মহা অশান্তির কারণ হইয়া থাকে।

মায়া।

মায়া মোহিনী শক্তি। তাহা সুন্দরী যুবতীতে এবং সুন্দর যুবকে অধিক পরিমাণে আছে। সেইজন্য প্রত্যেক যুবকের সুন্দরী যুবতীর নিকটে সাবধান হওয়া উচিত। সেইজন্য প্রত্যেক যুবতীর সুন্দর যুবকের নিকট সাবধান হওয়া উচিত।

কৃষ্ণভক্ত হইবার উপায়।

ইচ্ছা করিলেই জীব কৃষ্ণলাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণলাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। কৃষ্ণলাভ করিতে হইলে গুরুনির্দ্দেশানুসারে কৃষ্ণের অভিপ্রেত কর্ম্ম সকল করিতে হইবে। সেই সকল কর্ম্মই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ হইয়া থাকে। সেই সকল কর্ম্মই কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। ঐপ্রকার কর্ম্মযোগে যিনি সিদ্ধিলাভ করেন তিনিই যথার্থ কৃষ্ণভক্ত হইতে পারেন। তাঁহার বাহ্যিক কোন বস্তুর সঙ্গেও সংস্রব থাকে না, তাঁহার আভ্যন্তর কোন বস্তুর সঙ্গেও সংস্রব থাকে না। তাঁহার কাহারও প্রতি শত্রুভাব থাকে না। তিনি কৃষ্ণেতেই একান্ত অনুরক্ত হন এবং সেইজন্য তিনি কৃষ্ণলাভও করেন।

ভগবদ্বাক্যের শ্রেষ্ঠতা।

শ্রীভগবানের কোন কথার সহিত কোন বেদের কোন কথার সহিতও যদি অনৈক্য হয় তাহা হইলে শ্রীভগবানের কথাই শিরোধার্য্য ও গ্রাহ্য করিতে হইবে।১।

কোন বেদেই ভগবদ্বাক্য নাই। বিষ্ণুসংহিতা ব্যতীত কোন স্মৃতিতেই ভগবদ্বাক্য নাই। নানা পুরাণে, নানা উপপুরাণে এবং নানা তন্ত্রেই অনেক ভগবদ্বাক্য আছে। সুতরাং সেইজন্য পুরাণ সকল, উপপুরাণ সকল এবং তন্ত্র সকলই আমাদের বিশেষ পূজ্য। স্মৃতি সকলের মধ্যে আমরা বিষ্ণুসংহিতারই বিশেষ মহিমা আছে বলিয়া স্বীকার করি। যে হেতু ঐ স্মৃতিতে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপদেশ সকল নিহিত আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্যানুসারে চতুর্ব্বেদের মধ্যে সামবেদকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। যেহেতু ভগবদ্বাক্যানুসারে সামবেদ তাঁহার এক প্রকার বিভূতি। সত্যকালের মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনুও সামবেদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।২।

স্বধর্ম্মের শাশ্বতত্ত্ব।

স্বধর্ম্মার্থে আত্মধর্ম্ম। আমি আত্মা। আমার যাহা ধর্ম্ম তাহাই আত্মধর্ম্ম। তাহাই আমার স্বধর্ম্ম। অনাত্মার যাহা ধর্ম্ম তাহা আমার স্বধর্ম্ম নহে। আমি অনাত্মা নহি, তবে অনাত্মার ধর্ম্ম কি প্রকারে আমার স্বধর্ম্ম হইবে? অনাত্মার ধর্ম্ম আমার পরধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম আমার কখনই স্বধর্ম্ম হইতে পারিবে না। আমি অপ্রাকৃত। আমার ধর্ম্মও অপ্রাকৃত। আমার পক্ষে পরধর্ম্ম যাহা তাহাই প্রাকৃত। কারণ সে ধর্ম্ম প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। প্রকৃতির ধর্ম্ম যাহা, তাহা কখনই অপ্রাকৃত হইতে পারে না। প্রকৃত

ধর্ম্ম প্রাকৃত। আত্মার ধর্ম্ম অপ্রাকৃত। সেই ধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম। অনেকে সেই ধর্ম্মেরই নাম সনাতনধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। সনাতন ধর্ম্ম যাহা তাহাই শাশ্বতধর্ম্ম।

—*—

কৃষ্ণের আকারের নিত্যত্ব।

আম্রের খোসা বা ত্বক্ বাদ দিয়া আম্র নহে। আম্রের খোসা বা ত্বক্ সহিতই আম্র পূর্ণ বলিয়া পরিগণিত হয়। কৃষ্ণ যেন নিত্য ফল। তাঁহার দেহ বা আকার যেন তাঁহার খোসা বা ত্বক্। তাঁহার দেহ বা আকার ব্যতীত তিনি কৃষ্ণ নহেন। তাঁহার দেহ বা আকারের সহিত তিনি কৃষ্ণ। আম্র যদ্যপি নিত্য ফল হইত তাহা হইলে আম্রের খোসাও নিত্য হইত। কৃষ্ণরূপ পরম ফল নিত্য। সেই জন্য তাঁহার দেহরূপ বা আকাররূপ খোসা বা ত্বক্ নিত্য। ন্যায়তঃ আম্র ফলও যাহা ত্বক্ও তাহা যেমন, তদ্রূপ ন্যায়তঃ কৃষ্ণও যাহা এবং কৃষ্ণের দেহ বা আকারও তাহা। কৃষ্ণও চিৎ, কৃষ্ণের আকারও চিৎ। কৃষ্ণের আকার চিৎ সেইজন্য সেই আকারকে চিদাকারও বলা যায়। যেমন আম্রের খোসা এবং আম্র অভেদ বলিয়া সেই আম্র এবং তাহার খোসাও আম্র ঐ প্রকারে কৃষ্ণরূপ পরমফলও যাহা এবং সেই পরমফলের ত্বক্ বা খোসা দেহ বা আকারও তাহা। কৃষ্ণই কৃষ্ণাকার। যিনি কৃষ্ণরূপ দর্শন করেন তাঁহারই কৃষ্ণ দর্শন করা হয়। যেমন আম্রের ত্বক্ বা খোসা দর্শন করা হইলেই আম্রদর্শন করা হয় তদ্রূপ। অনেক শাস্ত্রানুসারেই কৃষ্ণ ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম সদাকার। সৎ অর্থে নিত্য। পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে কৃষ্ণই কৃষ্ণাকার, পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে সেই কৃষ্ণাকার নিত্য। অতএব সেইজন্যই কৃষ্ণের আকারও সদাকার এবং সেইজন্য সেই কৃষ্ণব্রহ্ম নিজেও সদাকার, নিজেও সৎ।

—*—

শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভেদত্ব।

অনেকে বলেন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আত্মপ্রেম ছিল না। আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহার অত্যন্ত আত্মপ্রেম ছিল। যেহেতু তিনি সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম করিতেন। অতএব তাঁহার আত্মপ্রেম ছিল না বলা যায় না। তিনি নিজেই শ্রীকৃষ্ণ। সেইজন্য তিনি আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও জানিতেন। সেই জন্যই তিনি ঐশ্বর্য্যভাবে 'মুই সেই' 'মুই সেই' বলিতেন। মুই সেই অর্থে 'সোঽহং'। সেই জন্য তাঁহার আত্মজ্ঞান ছিলনা বলা যায় না। তিনি আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বোধ করিতেন সেই জন্য অবশ্যই তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান ছিল বলিতে হইবে। যে হেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 'আপনি' ব্যতীত অন্য কিছু বিবেচনা করিতেন না। তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভেদত্ব বিষয়ক অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণও আছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যাহা, তিনিও তাহা।

—*—

বিবিধ।

প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে অথবা গৃহমধ্যে কোন আশ্চর্য্য জনক ঘটনা হইলে, কোন অপরূপ দৃশ্য থাকিলে সেই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের অথবা রুদ্ধ গৃহের বহির্ভাগের লোকেরা প্রাচীর এবং গৃহ ব্যতীত অপর কিছুই দর্শন করে না। পরিচ্ছদ দ্বারা অঙ্গও দৃষ্ট হয় না। অনেক মহাপুরুষের স্বভাব অনেক বাহ্যিক কার্য্যে আবৃত থাকে। তাঁহাদের অভ্যন্তরের ভাব

সকলে বুঝিতে পারে না। চকমকির পাথর দেখিলেই তন্মধ্যস্থ অগ্নি দর্শন করা হয় না। মহাপুরুষ দর্শন করিলেই তাঁহার আভ্যন্তরিক ব্যাপার সকল দর্শন করা যায় না। কোন ফল দর্শন করিলেই কি তাহার আভ্যন্তরিক শস্য দর্শন করা হয়? নারিকেল দর্শন করিলেই কি তন্মধ্যস্থ স্নিগ্ধ জল দর্শন করা হয়? ভক্ত মহাপুরুষ দর্শন করিলেই কি তন্মধ্যস্থ ভক্তি কি প্রকার অবগত হইতে পারা যায়।১।

সংসারে মুগ্ধ ব্যক্তির ব্রহ্মবোধ হইলে আর তাঁহাকে সংসারে মুগ্ধ রহিতে হয় না। সংস্কৃত বিদ্যা বোধের জন্য যেমন ব্যাকরণের বিশেষ প্রয়োজন তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যা বুঝিবার জন্য দিব্যজ্ঞানের প্রয়োজন। সংসারে মুগ্ধব্যক্তির পক্ষে দিব্যজ্ঞানই উৎকৃষ্ট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ।২।

আমি মূল শক্তি। আমার অনেক শাখা প্রশাখা শক্তি সকল আছে. সেই সকল শক্তি আমার বিভিন্ন বিকাশ সকল হইলেও সে সমস্তকে এক প্রকার বলিয়া বোধ হয় না। এক বৃক্ষ। তাহার শাখা, প্রশাখা, ফল, ফুল ও পত্র সকল তাহারই বিভিন্ন বিকাশ। অস্থি, মাংস, শোণিত ও নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একই দেহের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ। ঐ প্রকারে আমি-শক্তিরও বিবিধ বিকাশ আছে।৩।

শারীরিক বিকার অপেক্ষা মানসিক বিকারে অধিক কষ্ট হইয়া থাকে। শারীরিক বিকার যেমন শারীরিক অস্বাস্থ্যের কারণ মানসিক বিকার তদ্রূপ মানসিক অস্বাস্থ্যের কারণ। নানা প্রকার শারীরিক পীড়াই শারীরিক অস্বাস্থ্যের কারণ। নানা প্রকার মানসিক পীড়াই মানসিক অস্বাস্থ্যের কারণ। যতদিন পর্যন্ত মন বশীভূত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মানসিক বিকার দ্বারা অভিভূত হইতে হয়। মন বশ না হইলে আত্মবশ হয় না। আত্মবশ না হইলে শরীরও বশীভূত হইতে পারে না। শরীর বশ, মনোবশ এবং আত্মবশ করিতে পারিলে বিবিধ তীর্থ পর্য্যটন জনিত ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়াই বোধ হয় না, তীর্থপর্য্যটন জনিত কোন বিঘ্নকে, কোন বিপদকে—বিঘ্ন বিপদ বলিয়াই বোধ হয় না। তিনি অন্যান্য বিবিধ কষ্টকেও কষ্ট বোধ করেন না। যে হেতু উক্ত ত্রিবিধ বশীকরণ জন্য তাঁহার তিতিক্ষা শক্তি বিকাশিত হইয়া থাকে। ত্রিবিধ বশীকরণে যাঁহার অধিকার হইয়াছে তাঁহার চিত্তও নির্ম্মল হইয়াছে। যাঁহার নির্ম্মল চিত্ত তাঁহার চিত্তই পবিত্র, তাঁহার চিত্তই শুদ্ধ।৪।

আত্মশুদ্ধি জীবত্বরূপ বন্ধন হইতে মুক্তি। মানসী তপস্যা এবং ব্রহ্মচর্য্যা দ্বারা আত্মশুদ্ধি হইয়া থাকে।৫।

পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চারি প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমান আছে। অনুভব দ্বারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ হইতে পারে। পরমেশ্বরের বাক্য শ্রবণ দ্বারা পরমেশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে। পরমেশ্বর দর্শন দ্বারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে। পরমেশ্বর স্পর্শন দ্বারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে। ঐ চারি প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রভাবে পরমেশ্বর সম্বন্ধে যে জ্ঞানোদয় হয় সেই জ্ঞানকেই পরমজ্ঞান, দিব্যজ্ঞান ও নিত্যজ্ঞান কহা যায়। পরমজ্ঞানে, দিব্যজ্ঞানে বা নিত্যজ্ঞানে সংশয় থাকিতে পারে না, ভ্রান্তি থাকিতে পারে না, পরিবর্ত্তন থাকিতে পারে না। পরমজ্ঞান, দিব্যজ্ঞান বা নিত্যজ্ঞান স্ফুরিত হইলে পরাভক্তিও স্ফুরিত হইয়া থাকে। পরাভক্তিকেই দিব্যাভক্তি, নিত্যাভক্তি বা শুদ্ধভক্তি বলা যায়। পরাভক্তিকেই অহেতুকী ভক্তি বলা যায়। পরাভক্তিকেই অনন্যাভক্তি বলা যায়, পরাভক্তিকেই কেবলাভক্তি বলা যায়। পরাভক্তি

সাহায্যে পরমপ্রেম স্ফুরিত হইয়া থাকে। পরম প্রেমকেই দিব্যপ্রেম কহা যায়। দিব্যপ্রেমই নিত্যপ্রেম। সেই প্রেমই সত্যপ্রেম। ৬।

ঐক্য সুখশান্তির কারণ। অনৈক্য অসুখ এবং অশান্তির কারণ। ৭।

রুদ্রদেবের অংশাবতার শ্রীহনুমানের রাম জীবন ছিলেন। সেইজন্য হনুমানের এক নাম রামজীবন। হনুমানের রাম গতি ছিলেন, হনুমানের রাম তনু ছিলেন। হনুমানের রামগত প্রাণ ছিল। তিনি রামময় ছিলেন। সেইজন্য তিনি আপনাকে রামময় দর্শন করিতেন। পরম-রামভক্ত হনুমানের সেবাভক্তির তুলনা নাই। শ্রীহনুমানের ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি নিষ্ঠা-ভক্তি ছিল। তাঁহার সেই ভক্তির সহিত দাস্য-ভাবেরই বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। হনুমানের সেই নিষ্ঠাভক্তিকে অহেতুকী রামনিষ্ঠা-দাস্যভক্তি বলা যাইতে পারে। দাস্য ভক্তি এবং দাস্যপ্রেম উভয়ই হইতে পারে। সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং মধুরপ্রেমও হইতে পারে। কিন্তু সখ্য-ভক্তি, বাৎসল্যভক্তি এবং মধুরভক্তি হয় না। ৮।

সকল মনুষ্যের শারীরিক গঠন এক প্রকার হইলেও কেবলমাত্র ভক্তেই সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবান দেবের বিশেষ প্রকাশ। সৃষ্ট প্রত্যেক জাতীয় সামগ্রীর কোন কোনটীতে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ আছে। যে সকল জড় সামগ্রীতে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ আছে, সে সকল সামগ্রী অতি পবিত্র, সে সকল সামগ্রী বিশেষ বিশুদ্ধ। ৯।

বিষ্ঠা বারংবার ধৌত করিলেও তাহা শুদ্ধ হয় না। বারম্বার ধৌত করিলেও বিষ্ঠা পবিত্র হয় না। (শাস্ত্রানুসারেই) স্থূলদেহ অতি অপবিত্র —রক্ত ও রেত ঘনীভূত। তুমি সেই দেহকে কোন্ বাহ্য শৌচ দ্বারা পবিত্র করিবে? মলিনের মালিন্য রহিত করিতে পার কিন্তু যাহা নিজে মল তাহাকে অমল করিবে কি প্রকারে? তবে যিনি সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, তিনি ইচ্ছা করিলে মলকেও অমল করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে বিষ্ঠাকে চন্দন করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে প্রাকৃতকে অপ্রাকৃত করিতে পারেন। তাঁহার ইচ্ছায় পাপীও পাপশূন্য হইতে পারে। ১০।

ভগবান মহাপ্রভু কোন প্রকার সাধনা করেন নাই এবং তাঁহার তাহা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার ভাব কিম্বা মহাভাব কোন প্রকার সাধনার ফল নহে। ভাব এবং মহাভাব স্বভাবতঃ তাঁহা হইতে স্ফুরিত হইত, যেরূপ অগ্নি হইতে আলোক স্বভাবতঃ স্ফুরিত হয়। যেরূপ অগ্নির বিদ্যমানতা বশতঃ অগ্নিতে অগ্নির দাহিকা-শক্তি স্বভাবত স্ফুরিত হয় তদ্রূপ শ্রীমহাপ্রভুতে মহাভাবাদি স্বভাবতঃ স্ফুরিত হইত। ১১।

বায়ুময় হইয়া ধূম উত্থিত হয়, বায়ুময় হইয়া ধূলি উড়িতে থাকে। ধূম এবং ধূলি উড়িবার সময় ধূম এবং ধূলিময় বায়ু নির্লিপ্তভাবে সাকার হয়, অথচ বায়ু সে সময়েও নিরাকার রহে। ঐ প্রকারে শ্রীভগবান নির্লিপ্তভাবে সাকারত্ব সম্পন্ন নিরাকার। তিনি সাকারত্বসম্পন্ন নিরাকার বলিয়া তাঁহাকে সাকার, নিরাকার উভয়ই বলা যায়। ১২।

ব্রহ্মের সহিত একীভূত না হইলে আত্মা প্রসন্ন হন না। ব্রহ্মের সহিত যিনি একীভূত হইয়াছেন তাঁহাকেই প্রসন্নাত্মা বলা যায়। ১৩।

সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণাগত হইলে পরা-শান্তি এবং শাশ্বত স্থান লাভ করা যায়। তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে,—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি-
শাশ্বতম্॥" ১৪।

দুগ্ধও রস, শোণিতও রস এবং শুক্রও রস।

একই রস তিন প্রকার রূপবিশিষ্ট হইয়াছে। তিনের কার্য্যেরও স্বাতন্ত্র্য আছে। তিনের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে নির্ম্মল রস আছে! ঐ প্রকারে একই ব্রহ্ম বহুরূপবিশিষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্ম সকল রূপের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে আছেন। ১৫।

বহুপ্রকার শক্তি। সেই সমস্ত শক্তি যাঁহাতে আছে তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনিই নির্লিপ্ত ব্রহ্ম। ১৬।

নানাশাস্ত্রানুসারে যাঁহার ভক্তি আছে তিনিই ভক্তিমান। যাঁহার মুসল আছে, তিনি মুসলমান। শ্রীবলরামকেও মুসলমান বলা যাইতে পারে। মুসল দ্বারা বিপক্ষগণকে নিরস্ত করা হয়। শ্রীবলরামের যে মুসল, তাহা জ্ঞানরূপ মুসল। সে মুসল প্রভাবে তিনি নিজ ভক্তদিগের আভ্যন্তরিক রিপু সকলকে দমন করেন। তিনি সেই মুসল দ্বারা অজ্ঞান জীবকুলের মোহকে বিনাশ করেন। বিশ্বাসকেও মুসল বলা যাইতে পারে। সেই মুসল দ্বারাই অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস বিনষ্ট করা যাইতে পারে। সেই বিশ্বাসরূপ মুসল সম্পন্ন যিনি তিনিই প্রকৃত মুসলমান। তাঁহারই ঈশ্বরার্পিতচিত্ত। ১৭।

ভয়ানক ঝড়ের সময় সমুদ্রে কোন ব্যক্তির তরী মগ্ন হইলে সে ব্যক্তি সন্তরণপটু হইলেও আপনাকে আপনি উদ্ধার করিতে পারে না। ভব সমুদ্রে মগ্ন ব্যক্তি আপনাকে আপনি উদ্ধার করিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান যদি তাহাকে উদ্ধার করেন তবেই তাহার উদ্ধার হয়। তুমি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যাহাকে গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ তুমি তাহাকে মুক্ত না করিলে, সে নিজে মুক্ত হইবে কি প্রকারে? সংসার কারাগারে মায়াপাশে বদ্ধ ব্যক্তিকে শ্রীভগবানই মুক্ত করিতে পারেন। সে ব্যক্তি নিজে মুক্ত হইতে পারে না। ১৮।

শ্রীপত্রের নববর্ষ

এস শুভ নববর্ষ এস! আজ কত সুখের কথা শুনাইয়া, দুঃখের দিনে সান্ত্বনা দিয়া, সনাতন নিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব উপদেশ দিয়া তুমি আবার আসিয়াছ! আহা তোমার ঐ করুণ ছবি দেখিয়া আমাদের প্রাণ শীতল হইল। করে তোমার শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকা! ধর্ম্মের তত্ত্বরাশি জীবজগৎকে জানাইয়া অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানালোক জ্বালিয়া ক্লিষ্টজীবকুলকে শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া তুমি আবার আসিয়াছ! আজ কত ভাগ্যে তোমার দর্শন পাইলাম! হে নববর্ষ! যে পরমদয়াল প্রেমের ঠাকুর তোমার সহিত মিলন করিয়া দিলেন সর্ব্বাগ্রে সেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের শ্রীচরণে শতকোটী প্রণিপাত করি। সংসারের কণ্টকিত পথে কত বিঘ্ন, কত বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আজ তুমি আসিয়াছ! তোমাকে কতই না কষ্ট সহিতে হইয়াছে! সব সহিয়া তুমি আজ হাঁসিমুখে 'শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম' লইয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়াছ! আজ তোমায় কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব! হে প্রিয়! তুমি যে রত্ন বিলাইতে আসিয়াছ তাহার ত মূল্য নাই—তাহা অমূল্য। তুমি যে সুধামদিরা ঢালিয়া এই ভবরোগক্লিষ্ট তাপিত প্রাণকে শীতল করিতে আসিয়াছ তাহা যে অমরবাঞ্ছিত শান্তিসুধা! তা'র বিনিময়ে আজ তোমায় কি দিয়া অভ্যর্থনা করিব। আজ তোমায় কি ভাষায় আদর

জানাইব ! হে প্রিয় ! তুমি যে প্রিয়তমের সংবাদ বহিয়া প্রেমিকের দ্বারে দ্বারে আনন্দ ধারা ঢালিতে চলিয়াছ তাহার কি বিনিময় আছে ? হায় ! পার্থিব পদার্থের বিনিময় হয়। এজগতে প্রাকৃত বস্তুর বিনিময়ে প্রাকৃতবস্তু পাওয়া যায়। কিন্তু হে নববর্ষ—হে প্রিয় ! তুমি যে অপ্রাকৃত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় রূপ রত্নসম্ভার শ্রীপত্র-ডালিতে সাজাইয়া দ্বারে দ্বারে বিলাইতে চলিয়াছ তাহার কি বিনিময় আছে ? এস তবে—তোমার সেই চিরনূতন—চির অমৃতময়, মধুর বীণানিস্বন আবার শুনাও। আবার সেই উপদেশছলে, আধ্যাত্মিকার ভাষায়, প্রবন্ধ ছলে চিরসত্যের উজ্জ্বল প্রসঙ্গ আবার বল—আমরা আবার শুনি। আবার সেই নিত্যলীলার মধুর বর্ষণে—চির-পিপাসিত ভক্ত চাতকের নবীন মেঘাম্বুধারায় ভক্তহৃদয় শীতল কর। আবার তোমার সেই প্রেমিকের মনহরা—শ্রবণের অমৃত ধারারূপ ভগবল্লীলাময়ী নব নব প্রসঙ্গে প্রাণ মাতাইয়া দেও।

হে নববর্ষ ! তোমার সঙ্গে আজ শ্রীপত্রের গ্রাহক, অনুগ্রাহকবর্গকে প্রীতিসম্ভাষণ না জানাইয়া থাকিতে পারিতেছি না। হে প্রিয় ! তুমি আমাদের যে সকল ধর্ম্মবন্ধুকে এই শ্রীপত্র আদর করিয়া বিলাইতেছ আজ এই শুভ বর্ষের প্রারম্ভে তাঁহাদিগকে সাদরালিঙ্গন জানাইতেছি। আশা করি তুমি জগতে এই রত্নরাশি বিলাইয়া নব নব জীবনে ধর্ম্মের সনাতন পথ দেখাইয়া শান্তির দেশে লইয়া যাইবে। দেখ আমাদের যেন ভুলিয়া যাইওনা। তুমি প্রতিবৎসর এইরূপ নব নব অপ্রাকৃত রত্ন লইয়া সখার করে উপহার দিও। এ উপহারের আশা করি কেন ? এ যে বিভুচরণে নিবেদিত নির্ম্মাল্য। তুমি সেই নির্ম্মাল্য বহন করিয়া আজ তাপিতকে শীতল করিতে আসিয়াছ ! তৃষার্ত্তকে শান্তিসলিল দিতে আসিয়াছ ! তাই বলি ভুলিওনা ! বর্ষে বর্ষে এম্নি করিয়া আসিও। তোমার বিভুচরণনিবেদিত অর্ঘ্য আমরা যেন শিরে বহন করিয়া কৃতার্থ হই !

হে প্রিয় নববর্ষ ! বড় সাধ হয় আবার তোমার সঙ্গে ধর্ম্মের কথা কহিয়া কালের স্রোতে জীবন তরণী বাহিয়া যাইব। দেখ যেন বিঘ্নরূপ শৈল, বিপদরূপ ঝঞ্ঝাবাতে রক্ষার জন্য সেই বিপদের বন্ধু, অনাথের নাথ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ ভরষা করিতে পারি। প্রিয় হে ! সেই জগদ্গুরু জ্ঞানানন্দদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিও যেন আমরা তাঁহার 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়'রূপ পরম সত্যের সনাতন তথ্য প্রকাশে তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থার প্রকৃষ্টরূপ অনুসরণ করিতে পারি। প্রার্থনা করিও যেন সর্ব্বসময়ে, সর্ব্বাবস্থায় আমরা সেই অসহায়ের সহায়, সর্ব্বধর্ম্মময়, প্রত্যক্ষ পরম-দেবতা, দয়ার সাগর, প্রেমের ঠাকুর শ্রীনিত্যগোপাল দেবের শ্রীচরণ ভরসা করিয়া চলিতে পারি।

শ্রীনিত্যগোপালার্পনমস্তু।

শ্রীনিত্যপদাশ্রিত—জনৈক সেবক।

স্তব।

নমোনমঃ নিত্যরূপ শ্রীনিত্যগোপাল।
পতিতপাবন প্রভু পরম দয়াল ॥
অগতির গতি জ্ঞানানন্দ গুণাকর।
গুরুরূপে অবতীর্ণ অবনী ভিতর ॥

প্রণমহ পরম পুরুষ প্রেমময়।
জগন্ময় জগন্নাথ জয় জ্যোতির্ম্ময় ॥
জগত জনক যোগাগম্য যোগেশ্বর।
জলজাক্ষ যোগারাধ্য অজেয় অজর

যোগীন্দ্র যতনে যোগে জপে যাঁর নাম
যে নাম জপিয়া জীব যায় যোগাধাম ॥
সর্ব্বরূপ স্বরূপ সুরূপ সনাতন।
শ্বেত-পদ্মাসন-স্থিত সুন্দর শোভন ॥
স্বভাবজ শেষশায়ী শুদ্ধ-সত্ত্বময়।
সনক শৌনক শুক সুরেন্দ্র সেবয় ॥
বনমালা বিলম্বিত বিভু বিশ্বেশ্বর।
বাসবাদি বিরিঞ্চি বন্দিত বিশ্বম্ভর ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবন-বনবাসী।
বেণুবাদ্য-বিশারদ গোপীকা-বিলাসী ॥
পাপীর বিনাশ সাধু পরিত্রাণ তরে।
ধর্ম্মের স্থাপন রক্ষা হেতু বারে বারে ॥
অবনীতে অবতীর্ণ গোলকের ধন।
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ স্বীয় পরিকরগণ ॥
এবে নবভাবে লীলা কৈলে লীলাময়।
পাপী পরিত্রাণ সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় ॥
মোক্ষমন্ত্র উপদেশ করেন শ্রবণে।
জাতিকুল ধন মান কিছুই না গণে ॥
আরে রে অবোধ জীব কি ভাব বসিয়া।
শ্রীনিত্যগোপাল পদে পড়না আসিয়া ॥
শ্রীনিত্যগোপাল পদে প্রণমে যে জন।
সফল মনুষ্যদেহ সার্থক জীবন ॥
শ্রীনিত্যগোপাল নাম যে বলে বদনে।
পরম মঙ্গল লাভ শুনিলে শ্রবণে ॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
মহাশক্তি-মন্ত্র নাম জপ বারে বার ॥
পাপতাপ নাহি রবে যাবে যমভয়।
নামের প্রসাদে হবে নিত্য-প্রেমোদয় ॥
চারিদিকে নিত্যভক্ত সিদ্ধভক্তগণ।
শ্রীনিত্যগোপাল রূপ যে করে দর্শন ॥
তাঁহার চরণে আমি নমি শতবার।
দেবরূপী সেইজন সন্ধ নাহি আর ॥
শ্রীনিত্যপ্রসাদ লাভ ক'রেছে যে জন।
শতবার বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥
সুবাসিত পুষ্প সহ তুলসী চন্দন।
শ্রীনিত্যগোপাল পদে যে করে অর্পন ॥
তাঁহার ভাগের সীমা কহনে না যায়।
দেবগণ শতমুখে তাঁ'র গুণ গায় ॥
নিত্যভক্তগণ বাস করে যেই স্থানে।
শতবার বন্দি তাহা বারানসী জ্ঞানে ॥
নিত্য নিত্য নিত্যপূজা যেই স্থানে হয়।
বৃন্দাবন সম তাহা নাহিক সংশয় ॥
নিত্যভক্ত পদরেণু হৃদে করি আশ।
করজোড়ে নিবেদয় শ্রীনিত্যদাস দাস ॥

শ্রীবটুক নাথ ভট্টাচার্য্য
চটকাবেড়িয়া।

শ্রীশ্রীনিত্যচৈতন্য।

"দ্বিজ কহে এই শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হইতে হইবে সর্ব্বধর্ম্ম সংস্থাপন ॥"

দয়ারসাগর, পতিতপাবন, কাঙ্গালের বন্ধু, গৌরাঙ্গদেব শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অধমতারণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীবের দ্বারে দ্বারে, যেচে যেচে, ডেকে ডেকে, সেধে সেধে, 'তোরা কে নিবি' ব'লে সেই নিত্যধন প্রেমভক্তি, যাহা গোলোকের সার রত্ন তা'ই জীবগণকে প্রদান পূর্ব্বক জীবের দুর্ব্বার বিষয় পিপাসা দূর করিয়াছিলেন। সেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য

জীবের মত হইয়া আইসেন, জীবের গলা ধরিয়া হরিনাম লইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন, জীবগণকে কত অভয় দেন, দেবদুর্ল্লভ আনন্দ জীবগণকে সম্ভোগ করান। জীব! দেখ দেখি তাঁর কত দয়া! মরি মরি! এ দয়ার কি তুলনা আছে! এমন জগদ্বন্ধু সংসারী জীবের সুখের জন্য অবতীর্ণ হন। দুর্ভাগ্যবান জীব ইহাতে ঈশ্বরের নিকট কোথায় তুমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে তাহা না হইয়া তুমি মিথ্যা রটনায় প্রস্তুত! ধন্য তোমাকে! ধন্য তোমার বুদ্ধিকে!

যাঁহার আগমন কোটী কোটী জীব অহঃ রহঃ বাঞ্ছা করিয়া শত শত ব্রতাদি উদ্‌যাপন করে, যোগী ঋষির ধ্যানের অগম্য সেই নিত্যধনকে মনুষ্যরূপে দেখিতে দেবতারাও সতত ইচ্ছা করিয়া থাকেন, এমন সুখময় বস্তুর আগমনে জীবের সৌভাগ্য স্বীকার না করিয়া অম্লানবদনে হতভাগ্য জীব কেমন করিয়া বল 'অবতার মানি না'! হতভাগ্য জীব! তুমি মান আর নাই মান আমি সত্যস্বরূপ বলিতেছি এই সংসারে যাঁহারা অবতার স্বীকার করেন তাঁহারা এক অপূর্ব্ব সুখে সুখী হন। আর যে সব হতভাগ্য জীব ভগবানের অবতার স্বীকার না করেন তাহারা সেই সুখে চির বঞ্চিত। হে হতভাগ্য জীব! অবিশ্বাসে এমন অমূল্য ধন সেই নিত্যধনে কেন বঞ্চিত হও? তোমার ত বুদ্ধি আছে, বিচার করিয়া দেখ যদি তুমি ঈশ্বর স্বীকার কর তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার বাক্য স্বীকার করিতে তুমি বাধ্য। অতএব অবতার সম্বন্ধে ভগবদ্বাক্য কি আছে কেন দেখনা! যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের আধিক্য হয় সেই সময়ে সাধুদিগকে পরিত্রাণ করিতে, দুর্জ্জন ব্যক্তিদিগের দুর্ম্মতি নষ্ট করিতে ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে যুগে যুগে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন। এই শ্লোকে ভগবান কতবার অবতীর্ণ হইবেন তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিয়া কিছু বলেন নাই। ধর্ম্ম বিপ্লবাদি কারণ সকল উপস্থিত হইলেই তাঁহার প্রয়োজন মত তিনি অবতীর্ণ হন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মুসলমান রাজাদিগের পীড়নে, বৌদ্ধের গর্জ্জনে, চার্ব্বাকের নাস্তিকতায়, তান্ত্রিকের স্বেচ্ছাচারে, অদ্বৈতবাদীর তার্কিকতায় সর্ব্বধর্ম্মেতেই এত মলিনতা উপস্থিত হইয়াছিল যে সর্ব্বধর্ম্মের উদ্দেশ্য সর্ব্বজনগণই ভুলিয়া গিয়া জীবসকল ধর্ম্মধ্বজি হইয়া উঠিয়াছিল। বিচার করিয়া দেখ সর্ব্বধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য ঈশ্বর, অনীশ্বর কোন ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য নয়। জীবগণ স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মযাজন পূর্ব্বক ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম লাভ করেন ইহাই সর্ব্বধর্ম্ম যাজনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য জীবের ভুল হইলেই সর্ব্বধর্ম্মেতেই জটিলতা, মলিনতা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। কাজেই জীবের হৃদয়েতেও জটিলতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। অমনি দয়ার সাগর ভগবানের হৃদয় জীবের তরে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল—আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। কেন না জীব যে তাঁহার সন্তান, সন্তানের দুঃখ কি কখন পিতামাতা দেখিতে পারেন? কাজেই শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ভুবন আলো করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের বীজ হরিনাম লইয়া সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপনের জন্য গঙ্গাকূলে শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া যে প্রকারে জীবহৃদয়ে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা চৈতন্য চরিতামৃতে, চৈতন্যভাগবতে, চৈতন্যমঙ্গলে ও চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে বিশেষরূপে

বর্ণিত আছে তাহা এ স্থলে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপনার্থে আসিয়াছিলেন ও সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপনই তাঁহার আগমনের কারণ তাহাই কেবল দেখান হইবে।

এই ভারতে বহুধর্ম্ম সংস্থাপিত আছে। তন্মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান ও ইহুদি। আবার হিন্দু ধর্ম্ম প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব ও গাণপত্য। এই প্রকারে প্রত্যেক ধর্ম্ম হইতে শাখা, শাখা হইতে প্রশাখা ইত্যাদি ক্রমে বহু প্রকার ধর্ম্মের পথ সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে যদ্যপি বলা হয় ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ও কেবল বৈষ্ণবদিগকে প্রেম ভক্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যদি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আগমনোদ্দেশ্য ইহাই বুঝিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণত্বে দোষ পড়ে, তিনি পরমাদয়াল, এই দয়াল নামে তাঁহার কলঙ্ক হয় ও ভগবত্তায় দোষ পড়ে। কারণ জগজ্জীব তাঁহার প্রেমের সন্তান—পিতৃধনে সকলেই সমান অধিকারী। সেই সময়ে সকলেরই প্রেমভক্তির দারিদ্র্য ঘটিয়াছে এমন সময়ে কেবল বৈষ্ণবদিগের উপরেই তিনি কৃপা বর্ষণ করিলেন, অন্যে এক বিন্দুও পাইল না—জগৎ পিতার নিকট এত অবিচার অসম্ভব। কারণ পাঁচজন ক্ষুধার্ত্ত আছে তন্মধ্যে একজনকে তিনি চোব্য-চুস্য-লেহ্য-পেয় করিয়া ভোজন করাইলেন অবশিষ্ট জন ক্ষুধার্ত্ত রহিল ইহা কি সম্ভব? কখনই নয়। সেই উদারচেতা পরম কারুণিক মঙ্গলময় ভগবানের হৃদয় কি ক্ষুদ্র? তাই কেউ পাইবে আর কেউ নিরাশ হইবে? তাঁ'র দয়া সাগরোপম! এমন অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের পিপাসা মিটিলেও তাহা পূর্ণ! তাঁহার কৃপাবারি অফুরান! সেই দয়াল পতিতপাবন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপাবারি জাতি, কুল, বিধি, নিষেধ এই সমস্তকে অতলজলে নিমজ্জিত করিয়া আচণ্ডালাৎ ব্রহ্মকুলঃপর্য্যন্ত ভাসাইয়াছিল। সেই দয়ার নিধি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপাবারিলহরীর গর্জ্জন **'হরিবোল'**। ভাই যদি হরিনামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পার তাহা হইলে বুঝিবে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম ইত্যাদি বহু নাম থাকিতে কেন সদাই হরিবোল বলিতেন। ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। কালী বলিলে কালিকা মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেবতাকে বুঝায়, শিব বলিলে শিবকেই বুঝায় ইত্যাদি কিন্তু হরি বলিলে সকলকেই বুঝায় যথা,—

"ভক্তানাং পালকো যো হি স হরিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ ভক্তদিগের যিনি পালক তিনিই হরি। তাহা হইলে এমন দেবতা কে আছেন যে তাঁহার নিজের ভক্তকে পালন বা রক্ষা না করেন? তাহা হইলে সর্ব্বদেবতাই হরি—হরি বলিলে সব দেবতাকেই বুঝায়। তাহা হইলে যে উপাসক যেখানে যেনামেই কেন সাধনা করুন না সবাই হরি-উপাসনা করিতেছেন। আর এই কলিকালে হরিনামই একমাত্র ভবসিন্ধুপারের তরণী। যথা বৃহন্নারদীয় পুরাণে,—

"হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

১২।৩।৫২

কলিকালে হরিনাম ভিন্ন গতি নাই, তাই ভাগবত বলিলেন "কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ" অর্থাৎ কলিকালে একমাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারাই জীব সমুদায় সংসার সমুদ্র হইতে পার পাইবে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের হরিবোল বলার তাৎপর্য্য—এই 'হরিবোল' ছলে এই শিক্ষা।

দিলেন যাঁহার যেই ইষ্টনাম সে ব্যক্তি সেই নামই কীর্ত্তন করুন তাহাতেও হরিকীর্ত্তন হইবে কিম্বা ভগবানের যে কোন নামেরই কীর্ত্তন হউক তাহাই হরিকীর্ত্তন হইবে ও তদ্দারা নাম কীর্ত্তনের ফল যে প্রেমভক্তি লাভ তাহাও হইবে যথা চৈতন্য গীতা,—

"কালী বল কৃষ্ণ বল সকলই সমান।
ভক্তির বিষয় মাত্র এক ভগবান॥"

অতএব ভগবানের যে কোন নামই কীর্ত্তিত হউক তাহাই হরিকীর্ত্তন বলিয়া সিদ্ধ। এখন বিচার করিয়া দেখ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক কার্য্যই সর্ব্বধর্ম্মকে লক্ষ্য করিতেছে কি না? অতএব সর্ব্বধর্ম্মী জনসমূহকে প্রেমভক্তি দিবার জন্যই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার ইহাই সিদ্ধান্ত। এতদ্বিষয়ে চৈতন্যভাগবতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে,—

"ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্বধর্ম্ম"।

একটী কি দুইটী ধর্ম্ম লইয়া সর্ব্বধর্ম্ম নয়। সর্ব্বধর্ম্ম শব্দে ধর্ম্মসমূহ—ইহা দ্বারা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর, খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদি, বৌদ্ধ ইত্যাদি সকলকেই লক্ষ্য করিতেছে। এই নিদর্শন বাক্য দ্বারা জানা যায় যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপনার্থে অবতীর্ণ। আর তিনি চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে তান্ত্রিকী, বৈদিকী, পৌরাণিকী সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিজভক্তজনকে ৫ খান ছলে ভক্তগণকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে 'হে ভক্তগণ তোমরা কোন ধর্ম্মকেই উপেক্ষা বা নিন্দা করিওনা, কারণ দেখ সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তিই আমি' (অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ)। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাটী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তিটী কেবল রাধাকৃষ্ণ নন—সর্ব্বদেবদেবীর সমষ্টি। চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত আছে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পূর্ণ-প্রকাশের দিন সর্ব্বভক্তগণ যুগপৎ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দেহে প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় ইষ্ট দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। যথা,—

"যার যেই মত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার॥"

তাহা হইলে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শাক্তের চক্ষে কালী অথবা দুর্গা, শৈবের চক্ষে মহাদেব, সৌরের চক্ষে সূর্য্যনারায়ণ, গাণপত্যের চক্ষে মঙ্গলপ্রদ গণেশ, বৈষ্ণবের চক্ষে বিষ্ণু, মুসলমানের চক্ষে আল্লা বা খোদা, খৃষ্টানের চক্ষে যিশু, বৌদ্ধের চক্ষে বুদ্ধ ইত্যাদি। হে বৈষ্ণবাভিমানি! এখন কেমন করিয়া বলিবে যে কেবল বৈষ্ণবাচারে শ্রীবৈষ্ণবগণই একমাত্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনার অধিকারী ও কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম রক্ষার্থে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার? এখন তুমি বলিতে বাধ্য যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সর্ব্বসাধারণের। এই জগতে যে কোন আচারেই হউক, যে ভাবেই হউক 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া প্রাণ যাহার কাঁদিবে সে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, যে কোন জাতিই হউক, আচারীই হউক আর অনাচারীই হউক, হবিষ্যান্ন ভোজনই করুক আর মদ্য মাংস ভোজনই করুক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাহার ইহা নিশ্চয়ই। যদি তুমি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপার এক বিন্দু আস্বাদন পাইয়া থাক তাহা হইলে বুঝিবে 'না হইয়াছে না হ'বে হেন অবতার'। আরও 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" এই ভগবদ্বাক্য দ্বারা ভগবদ্ প্রাপ্তির কোন নির্দ্দিষ্ট ভাব নাই। বড়ই উদার কথা যে, যে প্রকারে যে কোন ভাবেই ভগবানকে যে কেহ স্মরণ করুক তদ্দারাই শ্রীভগবান লভ্য। আহা! ভগবান জীবের উপর যে কত দয়া প্রকাশ করিয়া এই বাক্যটী বলিয়াছেন তাহা সামান্য লেখনী কি লিখিবে! আর এই শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপনের মূল ভিত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একদা কোন শিবের গায়ক শিবগুণগান করিতে করিতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটীতে আসিলে মহাপ্রভু শিবকীর্ত্তন শুনিয়া হুঙ্কার পূর্ব্বক 'মুই মহেশ' বলিতে বলিতে গায়কের স্কন্ধে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইহা দ্বারা মহাপ্রভু স্বয়ংই স্বীকার করিলেন, তিনি মহাদেব। আবার শ্রীবাসের বাটীতে মহালক্ষ্মী-দুর্গারূপে নিজ ভক্তগণকে স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। তখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণ বেশ বুঝিয়াছিলেন তিনি জগন্মাতা দুর্গা। যথা চৈতন্যভাগবতে— 'আদ্যাশক্তিরূপে নাচেন প্রভু গৌরসিংহ।' এই বাক্যদ্বারা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শিব-দুর্গা ইহা সিদ্ধান্ত। তখন যে সকল আচারে শিব দুর্গার উপাসনা হইয়া থাকে সেই আচারেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে উপাসনা করিলেই বা দোষ কেন হইবে? আবার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণবিরহ স্বয়ং ভোগ করিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিরহের উদ্দীপন দেখাইয়া ভক্তগণকে সেই বিরহে বিরহান্বিত করিয়া, রাধাকৃষ্ণ যুগল প্রেমরস আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে প্রেমরস আস্বাদন করাইয়াছিলেন। ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু সর্ব্বযুগাবতার। পণ্ডিতাগ্রগণ্য বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে যেদিন ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন তদ্দ্বারা সার্ব্বভৌম মহাশয়কে ইহাই জানাইয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুই ত্রেতাযুগাবতার, তিনিই দ্বাপর যুগাবতার, তিনিই এই কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গাবতার। শাস্ত্রে 'এক দেবত্রয়ো মূর্ত্তিঃ' এই যে বাক্য আছে ইহার প্রত্যক্ষতা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুতে সিদ্ধ। অতএব এই সমস্ত দ্বারা জানা যায় শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু পূর্ণ পরমব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

যথা সাধনোল্লাস তন্ত্রে,—

"শচীসুতচ্ছলাৎ কৃষ্ণ কলাববতরিষ্যতি।
যা কালী সৈব তারা স্যাৎ যা তারা ত্রিপুরা হি সা॥
ত্রিপুরা যা মহাদেবী সৈব রাধা ন সংশয়ঃ।
যা রাধা সৈব কৃষ্ণ স্যাৎ যঃ কৃষ্ণ স শচীসুতঃ॥"

ইহা দ্বারা সর্ব্বধর্ম্মাধিষ্ঠিত দেবতাই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু। অতএব সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্মী জনসমূহকে প্রেমভক্তি দানই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর দেহে প্রধানতঃ তিনটী ভাবের বিকাশ দেখা যাইত। যথা— ভক্তভাব, প্রেমোন্মাদ ভাব ও জ্ঞানভাব। ভক্তভাবে 'আমার কৃষ্ণভক্তি হোল না' বলিয়া কেঁদে আকুল হইতেন, দীনের দীন হইতেন, ভক্তের পদধূলি গ্রহণ করিতেন ইত্যাদি। প্রেমোন্মাদভাবে নিজে স্বয়ং রাধাকৃষ্ণাঙ্গের আধা রাধা হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অহেতুকী ভালবাসিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলে কি দশা হয় তাহা নিজে যাজন করিয়া অন্যকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আর জ্ঞানরূপে দত্তাত্রেয় ভাবে শচীমাতাকে অদ্বৈতজ্ঞানের কথা বলিয়াছিলেন, যথা চৈতন্য ভাগবতে,—

"ভাল মন্দ কিছু মাতা না দেখে নয়ন।
সর্ব্বত্র স্ফুরে মোর এক অদ্বৈত জ্ঞান॥"

যখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরীকে বিচারে পরাস্ত করেন তখনই জানা যায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মহাজ্ঞানী বা জ্ঞানাবতার। পণ্ডিতাভিমানী বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ করেন তখনই বুঝা যায় যে মহাপ্রভু মহাজ্ঞানী বা জ্ঞানাবতার। মহাপ্রভু সিংহসদৃশ পণ্ডিতদ্বয়কে পরাস্ত করিয়া জগতে এই দেখাইলেন 'দেখ, ভক্ত কখন অজ্ঞানী নয়, আর জ্ঞানও কখনও প্রেমভক্তি বিরোধী নহে।" যেখানে জ্ঞান সেইখানেই প্রেমভক্তি। জ্ঞান অমার্জ্জিত রাখিবার বা ত্যাগের বস্তু নয়। যেখানে জ্ঞান

সেইখানেই প্রেম ও ভক্তি। জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তি একাধারে থাকে ও থাকিতে পারে এবং থাকিলেও ভক্তি ও প্রেমের কোন হানি হয় না। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, খৃষ্টান এবং মুসলমান ইত্যাদি সর্ব্বধর্ম্মীদিগের হৃদয়ের মলিনতা দূর করিয়া হৃদয়কে উদার করিবার জন্য, একই ঈশ্বরের বহু রূপ, বহু গুণ, বহু কার্য্য জ্ঞাপনার্থে ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিয়া, জ্ঞানী, প্রেমী ও ভক্ত-দিগকে প্রেমসূত্রে বন্ধন করিয়া ইহাদিগের চিরবিবাদ ভঞ্জন করিতে ও অচেতন জীবহৃদয়ে চৈতন্য প্রদান পূর্ব্বক সংসার মোহ দূর করিতে এবং সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপন করিতে আরও দুইবার আসিবেন মহাপ্রভু শ্রীমুখের এইরূপ উক্তি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু আরও দুইবার আসিবেন এই কথা তাঁহার ভক্তগণকে বলিয়া কিছুদিন শ্রীক্ষেত্রে ভক্তগণ সমভিব্যাহারে থাকিয়া শ্রীমূর্ত্তি অপ্রকট করিলেন। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি অপ্রকট হইয়া প্রায় চারি শত বৎসর গত হইবার কিছু পূর্ব্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নামে কোন মহাপুরুষ কঠোর তপস্যা দ্বারা সর্ব্বধর্ম্ম যাজন পূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্মময় দেবতা সেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুকে জ্ঞান ও প্রেমের অবতার হইয়া প্রকট করাইবার মানসে দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাকূলে সাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সেই দয়াময় প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রেমের ঘনীভূত রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সঙ্গে মহাকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইলেন। সেই সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস দেবই কেবল তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং কোন সময়ে ভক্ত মহাত্মা রামচন্দ্রকে এইরূপ ভাবায় তাহা জানাইয়াছিলেন,—

"যারে ধ্যানে পায় না মুনি।
তারে ঝ্যাটায় ঝেঁটোয় রাণি॥

তোর ঘরে কি জিনিষ চিন্‌তে পাল্লিনে। নিত্যকে নারায়ণের মত সেবা করিস্।"

সেই সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহিমা বিস্তার হওয়ায় বহু জনসমাগম হইয়াছে। এমন সময় নরেন্দ্র দত্ত নামক পরমহংসদেবের জনৈক ভক্ত নবাগত এই মহাপুরুষকে প্রেমোন্মাদ অবস্থায় সর্ব্বদাই মত্ত থাকিতে দেখিতেন। কখন কখন সদাই ভাবাবেশে মগ্ন দেখিতেন কিন্তু কাহারও সহিত বেশী বাক্যালাপ করিতে কি কাহারও সন্নিকটে বসিতে কখনই দেখিতেন না। ইহা দেখিয়া সেই ভক্তটী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকটে গিয়া কহিলেন 'মহাশয় এই যে নবাগত মহাপুরুষ আসিয়াছেন ইনিত সদাই প্রেমোন্মত্ত বা ভাবাবিষ্ট দেখিতে পাই, ইহা দ্বারা বোধ হয় ইনি ভগবানের পরম ভক্ত। কিন্তু ইঁহার কোন তত্ত্বজ্ঞান কি ব্রহ্মজ্ঞান আছে কি না বুঝিতে পারি না। আর যদি জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে ইনি নিশ্চয়ই আমাদের সহিত কখন না কখন একটী আধটী জ্ঞানের কথা বলিতেন। তাহাত কিছু বলেন না। কেবল দেখিতে পাই মনুষ্য সঙ্গ হইতে দূরেই অবস্থান করেন। তবে কি ইঁহার কোন জ্ঞান নাই।" এই কথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শুনিয়া জিহ্বা কর্ত্তন পূর্ব্বক কহিলেন,—"ওরে নিত্য জ্ঞানী নয় জ্ঞানের অবতার। নিত্য জ্ঞানী নয় জ্ঞানের অবতার। নিত্য জ্ঞানী নয় জ্ঞানের অবতার।" তিনিই এই মহাপুরুষ জ্ঞানানন্দ।

নিত্যপদাশ্রিত

শ্রী:—

অহেতুকী কৃপা

পরমকারুণিক পরমেশ্বর জীবের প্রতি যে কৃপা করেন তাহাই প্রকৃত অহেতুকী ; তাহার কারণ, জন্য বা হেতু নাই । এই ভগবৎ প্রদত্ত অহেতুকী কৃপা বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন বা দেশ, কাল, পাত্র কাহারও মুখাপেক্ষা করে না ; ইহা ঘটনা পরম্পরার সমবায় নহে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্যই জীবের প্রতি বর্ষিত হয় । আমার প্রভুর নর-লীলায় মাদৃশ-নগণ্য জীবের প্রতি তিনি যে অযাচিত, অপার্থিব কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই অদ্য নিত্যপদাশ্রিত ভক্ত ভ্রাতা-ভগ্নীগণের নিকট প্রকাশ করিব । দয়া করিয়া যেন ইহা আমার সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রকাশ মনে না করেন । প্রভুর লীলাকাহিনী শুনিতে ও বলিতে বড় ভাল লাগে, তাই কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রভু আমার কেমন পতিত-পাবন বলিয়া কৃতার্থ হইব ।

আমি যে ঘটনা বলিব তাহা প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল । তখন আমার বয়স ২০ বৎসর । মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আমলাগুড়া গ্রামে আমার নিবাস । আমাদের সংসারে তখন আমার পিতা, বিমাতা, তিনটী ভগ্নী ও বালিকা স্ত্রী বর্ত্তমান । আমরা কোন-রূপে পল্লীজীবন অতিবাহিত করি । একে সামান্য পল্লীগ্রামে বাস, তা'তে অল্প শিক্ষা, সেই জন্য কোনরূপ ধর্ম্মালোচনা বা সাধুসঙ্গ আমার তৎকালিক জীবনে ঘটে নাই । পূজ্যপাদ সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদের প্রতিবাসী । আমি তাঁহাকে কাকা বলিয়া সম্বোধন করি । তিনিও আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন । শুনিয়া-ছিলাম সতীশ কাকা সদ্গুরুর আশ্রয় পাইয়াছেন ও সাধন-ভজনেই দিন অতিবাহিত করেন । একদিন সন্ধ্যার সময় সতীশ কাকা আমাকে ডাকিয়া লইয়া আমাদের গ্রামের শ্মশানের সম্মুখে পোলের উপরে বসিলেন । তিনি ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে লাগি-লেন, আমিও শুনিতে লাগিলাম । ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে আমার মনের কিছু পরিবর্ত্তন হইল না । কিছুক্ষণ পরে কি কারণে জানি না, হঠাৎ চীৎকার করিয়া ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম । সতীশ কাকা আমাকে সান্ত্বনা করিলেন । সে দিন এইরূপেই গেল । তদবধি মধ্যে মধ্যে অবকাশ পাইলেই সতীশ কাকার নিকট ঠাকুরের অনেক কথা শুনিতাম । আমার তখন তাহা বড়ই মধুর লাগিত । এইরূপে কিছু-দিন অতিবাহিত হইল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে মনে হইত যদি এইরূপ কোন মহাপুরুষের আশ্রয় পাইতাম তাহা হইলে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতাম । ইতিমধ্যে একরাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম একজন শুভ্রকায় মহাপুরুষ আসিয়া আমাকে মন্ত্র লইতে বলিলেন । তারপর আমি আসনে বসিলে তিনি কতকগুলি প্রক্রিয়া করিয়া আমাকে মন্ত্র দিলেন । তৎপরে সেই মহাপুরুষ আমাকে প্রসাদ দিতে বলিলেন । একটী বৃদ্ধা নারীমূর্ত্তি আমাকে প্রসাদ আনিয়া দিলেন । এই স্বপ্ন-দর্শনের পর হইতেই আমি যেন কেমন একরূপ হইয়া গেলাম । আমার আর কিছুই ভাল লাগে না, সাংসারিক কাজকর্ম্মে মোটেই আস্থা নাই ; এমন কি বাটীতেই থাকিতে আর ইচ্ছা হয় না । কেবল, কিরূপে তাঁহার দর্শন পাই, কিরূপে তাঁহার নিকটে যাই সর্ব্বদা এই চিন্তাই হইত । আমার ভাগ্যক্রমে সতীশ কাকাও বাড়ীতে নাই যে তাঁহার নিকট মনের কথা বলিব । তিনি তখন কলিকাতায় ঠাকুরের নিকট ছিলেন ।

আমি কখনও কলিকাতায় যাই নাই, কলিকাতার কোন স্থানও চিনি না। প্রাণের এরূপ ব্যাকুলতা যে, কলিকাতায় ঠাকুরের নিকট না গেলেই নয়। তখন আমার একদণ্ড এক বৎসর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমার প্রতিবাসী 'হরেকৃষ্ণ' ঠাকুরের নিকট আসিতে চাহিয়াছিল। ভাবিলাম দুইজনেএক সঙ্গেই যাইব। ঘটনাক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিনে হরেকৃষ্ণ আসিতে পারিল না। সে আমাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিল "আজ থাক কাল যাইব।" যদিও আমি কখন কলিকাতায় যাই নাই, আবার ঠাকুর তখন কালীঘাটে থাকেন, তথাপি মনে মনে ভাবিলাম যেরূপেই হউক, যাহাই হউক, হরেকৃষ্ণ যা'ক আর নাই যা'ক আমি ঠাকুরের নিকট যাইবই। কোনমতে পথ খচর চৌদ্দ আনা সংগ্রহ করিয়া আমি কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমাদের বাড়ী হইতে কলিকাতা আসিতে হইলে রাণীচক আসিয়া ষ্টীমারে উঠিতে হয়। রাণীচক আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ। এই পথ আমাকে হাঁটিয়া যাইতে হইবে। আমি ঠাকুরের কৃপা সম্বল করিয়া রাত্র ভোরে কলিকাতায় রওনা হইলাম। সমস্ত দিন হাঁটিয়া, যখন অপরাহ্ন তখন বাঁকার ঘাট পার হইলাম। যদিও সমস্ত দিন অনাহারে হাঁটিয়া আমার অত্যন্ত যাতনা হইতেছিল তথাপি আমি এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারিতেছিলাম না। বাঁকার পর পারে কতকগুলি গাড়োয়ান ছিল। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহারা ঘাটাল যাইবে। আমার রাণীচক যাইতে তাহাদের সঙ্গে যাওয়াই সুবিধা। একে রাত্রিকাল তা'তে অপরিচিত পথ। পাছে পথভ্রান্ত হই সেইজন্য তাহাদের সঙ্গে যাইবার মনস্থ করিলাম। তাহাদের তখনও ঘাটাল রওনা হইতে বিলম্ব ছিল। আমার কিন্তু বিলম্ব করা কষ্টবোধ হইতেছিল। গাড়োয়ানেরা আমাকে অনাহারক্লিষ্ট দেখিয়া আহারের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল এবং নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া আমার আহারের যোগাড় করিল। আমি কেবল অন্নের হাঁড়িটী নামাইয়া আহার করিলাম। পরে গাড়োয়ানদের গাড়ীতেই ঘাটাল পর্য্যন্ত আসিলাম। বলা বাহুল্য, গাড়োয়ানেরা দয়াপরবশ হইয়া আমার নিকট গাড়ীভাড়া লইল না। ঘাটাল যাইবার পথে একটী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনিও আমাদের সহিত ঘাটালে গেলেন। ঘাটালে পৌঁছিয়া নিজের আহারের জন্য তিনি লুচি প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেন এবং আমাকেও খাইতে বলিলেন। ভোজনের পর তিনি আমাকে ছোট ভাইটীর মত নিজের কাছেই শোয়াইয়া রাখিলেন। পরদিন প্রাতে নিজেও খাইলেন এবং আমাকেও খাওয়াইলেন। তারপর আমরা টিকিট করিয়া ষ্টীমারে কলিকাতায় রওনা হইলাম। পথিমধ্যে ভদ্রলোকটী আমাকে কালীঘাট পৌঁছিবার সমস্ত বিবরণ বলিয়া দিয়া মাঝের একটী ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর্ম্মাণি ঘাটে ষ্টীমার লাগিল। আমি ঘোড়ার ট্রামে চড়িয়া কালীঘাটে পৌঁছিলাম। ঠাকুর তখন কালীঘাটে ২৭ নং পাথুরিয়া পটিতে অভয় মজুমদারের বাড়ীতে ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া বাড়ীর খোঁজ লইলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাটীর নম্বর খুঁজিয়া ২৭ নং বাড়ী দেখিয়াই মনে করিলাম এই বাড়ী। উচ্চৈঃস্বরে সতীশ কাকাকে ডাকিলাম। তারপর কি হইল জানি না। চেতনা পাইয়া দেখি সতীশ কাকা আমার পাশে বসিয়া আমাকে সুস্থ করিতেছেন। আমি চৈতন্যলাভ করিয়াই ঠাকুরকে দর্শন করিতে চাহিলাম। সতীশ কাকা ঠাকুরকে দর্শন করাইতে স্বীকৃত হইলেন। পূর্ব্বেই তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় ঠাকুর

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,—"তোমাদের দেশের অক্ষয় নামে একটি ছেলে এখানে আসিতে চাহিয়াছে কি ?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে,—"তাহা হইলে হরেকৃষ্ণ অবশ্যই পত্রদ্বারা জানাইত।" কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের নিকটে গেলেন। গিয়া যাহা দেখিলাম তাহার কি তুলনা আছে! চতুর্দ্দিকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মণ্ডলী-পরিব্যাপ্ত সুধাধবলিত রজতকান্তি আমার স্বপ্নদৃষ্ট সেই মহাপুরুষ! দর্শন করিয়া নয়নযুগল সার্থক হইল। অনবদ্যাঙ্গ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন অনুপম দিব্য-কান্তি, সেই রূপের কি সীমা আছে! সেই বিশ্বপ্লাবী অমৃতবর্ষী আয়তলোচনযুগলে সুকোমল সকরুণ দৃষ্টি, বিম্বাধরে সুমধুর হাসি। আমি অবিমিশ্র, অভূতপূর্ব্ব, অননুভূত আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। জানি না কোন্ অনির্দ্দেশ্য কারণে আমার অজ্ঞাতসারে নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। চক্ষু পালটিয়া পরক্ষণেই দেখি, সেই জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতমূর্ত্তি সহসা গৌরকান্তি গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইলেন এবং তক্তপোষ হইতে আমার মাথায় হাত দিয়া বীণানিন্দিতস্বরে, সুন্দর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"আচ্ছা বেশ,, ভাল।" আমাকে প্রসাদ দিতে বলায় একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক লুচি প্রসাদ আনিয়া দিলেন। স্বপ্নে প্রসাদ পাওয়ার কথা যথাযথ মনে পড়ায় আমি স্তম্ভিত হইলাম। রাত্রিতে ঠাকুর সতীশ কাকাকে আমার দীক্ষার জন্য উদ্যোগ করিতে বলিলেন। পরদিন প্রাতে (আমার দীক্ষার দিন) ঠাকুর আমায় বলিলেন,—"গঙ্গাস্নান ক'রে এস, সকালে কিছু খেয়ো না।" আমি তাহাই করিলাম। এদিকে ঠাকুর সতীশ কাকাকে দীক্ষার জন্য সমস্ত যোগাড় করিতে বলিয়াছেন। যথাসময়ে ঠাকুর আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকট গেলাম। এক এক করিয়া আমার স্বপ্নের সমস্ত বৃত্তান্ত মনে হইল। এক একটী করিয়া প্রায় সমস্ত প্রক্রিয়াই মিলিয়া গেল। তাহাতে আমি একেবারে বিস্মিত, আনন্দিত ও আত্মহারা হইয়া গেলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ আমার সম্মুখে। ইনিই সাক্ষাৎ গোলকবিহারী হরি, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত--অনন্ত-পর্য্যঙ্ক--কমলাসেবিত--পদ ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ। ইনিই সেই ভূতভাবন ভবেশ। ইনিই সেই জগন্মাতার ঘণীভূত দশমূর্ত্তি, নিত্যানন্দাদ্বৈত-মধ্যস্থ কলিকলুষহারী, নদীয়াবিহারী শচীসুত। যদিও আমি অশিক্ষিত তথাপি আমার কত স্তবস্তুতি মনে আসিল। যে মন্ত্র স্বপ্নে দিয়াছিলেন সেই মন্ত্রই ঠাকুর আমাকে দিলেন। কিন্তু একটী ঘটনা মিল না হওয়ায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সবই ত হইল, একটী মিল হইল না কেন ?" তাহাতে তিনি মৃদুমন্দ হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার সতীশ কাকাকে জিজ্ঞাসা করলে জান্‌তে পার্‌বে।" এস্থলে বলা আবশ্যক স্বপ্নে দীক্ষার সময় ঠাকুর আমার সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু এখন সেরূপ করেন নাই। সতীশ কাকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঠাকুর বিভূতির জন্য বলিয়াছিলেন কিন্তু সতীশ কাকা তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এ সময় আমার যে আনন্দ হইতেছিল তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। আমিত এইরূপে ধন্য হইলাম। এখন বল দেখি জগদ্বাসী! আমার এই মন্ত্রদাতা, পরিত্রাতা কেমন পরম-দয়াল, কেমন অভক্তবৎসল, কেমন পতিতপাবন, কেমন পরমপ্রেমিক ? সমগ্র বিশ্ববাসী আমার প্রতিদ্বন্দী হইলেও আমি কি তাহা অস্বীকার করিতে পারি ? ইনিই আমার গুরুদেব, এই পরমপুরুষই আমার শিবকালী-সম্মিলিত যুগলমূর্ত্তি, এই মহাপুরুষই আমার নিকুঞ্জবিহারী, গোপীমধ্যস্থ

রাধালিঙ্গিত-নন্দ-নন্দন, ইনিই আমার ভক্ত-মণ্ডলীস্থিত, মহাভাবসমন্বিত নৃত্যপরায়ণ হেমাঙ্গ গৌরাঙ্গ, ইনিই আমার মীন-কূর্ম্মাদি অবতার সকল, ইনিই আমার সর্ব্বদেবদেবীময় সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম।

"জয়দেব জ্ঞানানন্দ জয় পরম কারণম্।
অনাদির আদি আদিনাথ ব্রহ্ম সনাতনম্॥
গোলোকবিহারী হরি কৌস্তুভ হৃদিভূষণম্।
ক্ষীরোদশায়ী নীরদকায় নমো নমো নারায়ণম্॥
শঙ্খঘাতী প্রলয়জলে বেদছন্দধারণম্।
জয় তারা মীনরূপ জয় বিপদ বারণম্॥
মন্দরাচল পৃষ্ঠে দধান সিন্ধুমথন কারণম্।
জয়দেব কূর্ম্মরূপ বগলমূর্ত্তি ধারণম্॥
সাগর-কাঞ্চি সরিত-মেখলা ধরণী দন্তে ধারিণম্।
জয় দেব বরাহ মূর্ত্তি ধূমাবতী কারণম্॥
সুর রিপু নাশকারী ভক্ত আর্ত্তি নাশনম্।
জয় জয় ছিন্নমস্তা নরসিংহরূপিণম্॥
ভুবনেশ্বরী অভেদরূপে অদিতিপ্রিয়নন্দনম্।
বলিরে ছলিতে ত্রিপাদ লইতে হইলে ব্রহ্মবামনম্॥
ক্ষত্রকুল অন্তকারী ভার্গবকুলপাবনম্।
জয় জয় পরশুরাম ষোড়শীরূপধারিণম্॥
লঙ্কেশ্বরবিনাশকর সেতুবন্ধকারণম্।
জয় মাতঙ্গী মহাবিদ্যা জয় জানকী-জীবনম্॥
নিন্দি রজত ভূধরকান্তি বিশালহলধারিণম্।
ভৈরবী বলভদ্ররূপ রোহিণীপ্রিয় নন্দনম্॥
যজ্ঞীয়যুপপার্শ্বপতিতরুধিরস্রোতদর্শিনম্।
করুণাময়ী কমলাত্মিকা বুদ্ধরূপধারিণম্॥
জয় খড়্গ চর্ম্মধারী ম্লেচ্ছ কুল নাশনম্।
দুর্গারূপী কল্কীদেব জয় জগতজীবনম্॥
জয় বৃন্দাবিপিনচন্দ্র নন্দকুলনন্দনম্।
পরম দয়াল নিত্যগোপাল নিত্যকালীকারণম্॥"

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতরো নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণামপূর্ব্বক পরিশেষে নিত্যভক্তগণ সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন, আমার প্রভুর অহেতুকী কৃপাই আমার এইরূপ অভাবনীয়, অভিনব পরিবর্ত্তনের কারণ। কিন্তু সতীশ কাকা যে পথ-প্রদর্শক, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। আমার মনে হয়, নিত্যভক্ত কৃপাব্যতীত নিত্য-ধামে 'নিত্যমূর্ত্তি' দর্শনে অধিকার হয় না। নিত্যভক্ত কৃপাই নিত্যধাম প্রবেশের সুপ্রসস্ত উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ। তাই কোন ভক্ত গাহিয়াছেন,—

"নিত্যভক্ত যেই জন, সেই মোর আত্মজন,
তাঁর পদে শতেক প্রণতি।
নিত্যভক্ত কৃপাবলে, অসাধ্য সাধন ফলে,
লভ্য যাহে শ্রীনিত্যভকতি॥"

শ্রীনিত্যভক্তবৃন্দ চরণে করযোড়ে প্রণামান্তর আমার আখ্যায়িকা শেষ করিলাম।

ভজ নিত্যগোপাল প্রাণারাম।
জপ গুরু জ্ঞানানন্দ নাম॥

শ্রীশ্রীনিত্যচরণাশ্রিত—
শ্রীঅক্ষয়কুমার গুঁই।

দত্ত ঠাকুরের মেয়ে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর মহাশয় আবির্ভূত হন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদের আবির্ভাবে দেশ পবিত্র হইল—ধরণী ধন্যা হইল। যে দেশে তিনি আবির্ভূত হন তাঁহার নাম সপ্তগ্রাম। পরমবৈরাগী রঘুনাথ

দাস গোস্বামীও এই পুণ্যভূমির অধিবাসী ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪০৩ শকে শ্রীকর দত্ত মহাশয়ের ঔরসে ভদ্রাবতীর গর্ভে এই মহাত্মা আবির্ভূত হন। শ্রীকর দত্ত একজন অর্থশালী বণিক্—তাঁহার দেহত্যাগে উদ্ধারণ স্বীয় পিতৃসম্পত্তি যথাযথ রক্ষা করিয়া নিজে হোসেন সার নিকট হইতে একটী জমিদারি খরিদ করেন। তাহাই উদ্ধারণপুর। কাটোয়ার সন্নিকটে উহা আজও তাঁহার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

প্রেমদাতা পরমদয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় উদ্ধারণ দত্ত মহাশয় পরমধন ভক্তিধনে ধনী হইলেন। বিষয় বৈভব তুচ্ছ বিষ্ঠাবৎ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে কাঙ্গালবেশে গমন করেন। তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া ভজনানন্দে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। বংশীবটে আজিও তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সমাধি বিদ্যমান আছে।

সপ্তগ্রামে দত্তঠাকুর মহাশয়ের বাস। ঐ গ্রামটী তৎকালে বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল। ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠে জানা যায় তখন ঐ স্থানটী সরস্বতী নদী তীরে অবস্থিত থাকায় বিবিধ স্থানের বণিক্ সমূহ তথায় বিবিধ পণ্যসম্ভার লইয়া বাণিজ্য করিতে আসিত। নব নব নিত্য উৎসবে সেই নগরী লক্ষ্মীর লীলানিকেতন বলিয়া মনে হইত।

শরৎ কাল। বর্ষার গগনের ঘনঘটা অপসারিত—নির্ম্মল সুন্দর সুনীল গগন প্রাণ মন উদাস করিয়া দিতেছে। সকলেই বুঝিল এইবার মা আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। বালক বালিকারা নূতন পরিচ্ছদ পরিবার আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে সরস্বতী নদীর তীরে একজন শাঁখারী শাখা বিক্রী করিবার জন্য 'কে শাঁখা নেবে গো' বলিয়া হাঁকিয়া যাইতেছে। একটী সুন্দরী বালিকা দৌড়াইয়া আসিল—বালিকাটীর বর্ণ গৌর, মুখে সুন্দর হাঁসি যেন ফুটন্ত কমল ঢল ঢল করিতেছে। অঙ্গের অনুপম লাবণ্য দর্শনে ও মধুর হাঁসি মাখা কথায় শাঁখারী দাঁড়াইল। তখন বালিকা বলিল 'আমায় একজোড়া শাঁখা দে।' শাঁখারী বলিল 'তুমি কাদের মেয়ে গা? চল তোমাদের বাড়ী যাই তারপর শাঁখা পরিয়ে দেব।' মেয়েটী তাহাতে রাজি হইল না। বড় আব্দার ধরিল। তখন শাঁখারী সুন্দর একজোড়া শাঁখা পরাইয়া মূল্যের কথা বলিল। মেয়েটী উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহ দেখাইয়া বলিল 'ঐ বাড়ীতে যা—আমার বাবার কাছে পয়সা চেয়ে নিবি। যদি বাবা পয়সা না দেয় তবে বলিস্ পূর্ব্বদ্বারীর ঘরের পশ্চিমদিকের কুলিঙ্গার উপর পয়সা আছে তাই যেন দেয়—দাম না পেলে এখানে আসিস্ আমি শাঁখা ফেরৎ দোবো।' শাঁখারী বলিল 'সে কথা হবে তুমি সঙ্গে এস মা'। বালিকা কিছুতেই রাজি হইল না দেখিয়া অগত্যা শাঁখারী একাকী গমন করিল।

দত্ত মহাশয় একমনে গুণ গুণ করিয়া শ্রীভগবানের নাম করিতেছিলেন এমন সময় শাঁখারী যাইয়া তাঁহার নিকট বলিল 'মহাশয় আপনার মেয়ে শাঁখা প'রেছে—সেই দামটা দিন।' দত্ত মহাশয় কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন 'সে কি গা আমার ত মেয়ে নাই।' শাঁখারী অতীব বিস্মিত হইয়া বলিল 'মশাই আপনার মেয়ে বলে দিয়েছে যে পূর্ব্বদ্বারী ঘরের পশ্চিমদিকের কুলিঙ্গার উপর পয়সা আছে তাই আমাকে এনে দিন।' উদ্ধারণ দত্ত পরমভক্ত—জগজ্জননীর কৃপাপাত্র। একটু স্তম্ভিত হইয়া কি চিন্তা করিলেন তৎপর সেই ঘরে যাইয়া দেখেন তথায় পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে। তখন তিনি সমস্তই বুঝিলেন। মায়ের অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত স্নেহ স্মরণ করিয়া তাঁহার অঙ্গ পুলকিত

হইল—চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া শাঁখারীর নিকট আসিয়া বলিলেন 'হাঁ বাপু তোমার শাঁখার মূল্য দিতেছি কিন্তু মেয়েটীকে না দেখিয়া আমি দিব না। শাঁখারী কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল 'চলুন মশাই মেয়ে দেখ্‌বেন ভাল শাঁখা পরিয়েছিলুম।' দুই জনে সেই স্থানে গেলেন কিন্তু মেয়ে ত সেখানে নাই। অনুসন্ধান করিয়াও সেইরূপ একটী বালিকা শাঁখারী দেখিতে পাইল না। তখন দত্ত মহাশয় শাঁখারীকে সমস্ত ব্যাপারটী খুলিয়া বলিলেন। অহো! মহামায়ার মায়া ধরা দিয়েও পালায়—দেখা দিয়েও চেনা দেয় না। শাঁখারীর সমস্তঃশরীর পুলকিত হইল—ধুলিতে লুটাইয়া সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "মাগো যদি দেখা দিলি তবে চেনা দিলি না কেন? মা! ছেলেকে কি এম্নি কোরে ফাঁকি দিতে হয়? মা আমার শাঁখা যে ফেরৎ দিতে চেয়েছিলি। মা এখন তুই কোথায়?" এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল। এমন সময় সরস্বতীজল হইতে জগদম্বা সুন্দর শাঁখা পরা হাত দু'খানি তুলিয়া দেখাইলেন। প্রভায় সরস্বতী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আহা স্নেহময়ী জগজ্জননীর স্নেহসিন্ধুর এক বিন্দু পাইয়া আজ দত্ত মহাশয় জগৎ ভুলিয়াছেন। সেই এক বিন্দুতেই শাঁখারী আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। মা আমার জগন্ময়ী। মা কত রূপে কত ভাবে কত জনকে দেখা দিয়াছ। তুমিইত মা শিবরূপে, কৃষ্ণরূপে, বিষ্ণুরূপে, গিরিরাজ হিমালয়কে দর্শন দিয়াছিলে! তুমিইত বৃষভানুরাজার প্রার্থনায় নানা প্রকার মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলে। তুমিই ত মা ছোট্ট মেয়েটী হোয়ে রাম প্রসাদের বেড়া বাঁধিতে আসিয়াছিলে। তবে আয় মা একবার তোর ঐ ভুবনমোহন স্বর্ণকান্তি নিত্যগোপাল রূপে আয় মা—সেই পীযুষপূরিত সুন্দর ছবি একবার নয়ন ভরিয়া হেরি প্রেমময়ী একবার দেখা দে—মা তুই কি ভুলে গেলি—স্নেহের কথা ক'য়ে আদর কোরে আর কে ডাক্‌বে মা—এ তপ্ত-কঙ্করময় বালুকা ভূমিতে আর কত দিন লুটাইব মা—একবার দেখা দে—একটীবার তোর মুখখানি দেখি। সেই নিত্যগোপালরূপে একবার আয় মা—আমায় একবার দেখা দে।

কাঙ্গাল শ্রী—

ত্রুটী স্বীকার।

গত অগ্রহায়ণ মাসের শ্রীপত্রে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রমণী ভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত বৈরাগ্য প্রতিবাদ প্রবন্ধে ফুট নোটে উক্ত প্রতিবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ঐ ফুট নোট সম্বন্ধে কেহ বোধ করেন যে উহা দ্বারা রমণী বাবুকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। রমণী বাবু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের ঠাকুরের শিষ্য না হইলেও তিনি ঠাকুরকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং আমরা ভ্রাতায় ভ্রাতায় যেরূপ রহস্য করি সেই ভাবে উক্ত ফুট নোটের উপসংহার কালে "সমাস-রহস্যে" একটু পরিহাস রসের অবতারণা করিয়াছি নতুবা অন্য কোন স্থলেই ব্যক্তিগত লক্ষ্য নাই। যাহা হউক আমাদের ঐ লেখায় যদি রমণী বাবুর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণের ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে তবে রমণী বাবুর নিকট আমরা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

বিনীত—
সম্পাদক।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

২য় বর্ষ। } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬০। সন ১৩২১, ফাল্গুন। { ২য় সংখ্যা।

শ্রীরাধা।

পরম শ্রীরাসরসে রসতরঙ্গিণী,
উল্লাসকর আবেশে মতি উন্মাদিনী।
ভাতিছে তারকারূপে কত কন্যকা গোপিকা,
বিমল শ্রীকৃষ্ণানন্দে রাধিকা চন্দ্রিকা,
নিরুপমা লীলাবতী, মনোরমা মধুমতী,
অপূর্ব্ব বিলাসবতী কৃষ্ণ বিলাসিনী,
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণমতী কৃষ্ণ-আমোদিনী।

(তাঁ'র) কমনীয় শ্রীকপোল স্বরাগে চুম্বিত,
পরম সঙ্গম সুখে চিত আবেশিত,
মহাভাবে প্রমোদিত, আবেশিত পুলকিত,
শ্রীকৃষ্ণ প্রমোদসুখে কৃষ্ণ-প্রমোদিনী,
পরাশান্তিমতী সতী পরা-আহ্লাদিনী।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত।

যোগাচার্য্য
শ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের
উপদেশাবলী।

যোগদর্শন।

আত্মার সহিত আত্মজ্ঞানের নিয়ত সম্বন্ধ। আত্মার সহিত আত্মজ্ঞানের নিত্যযোগ। সেই জন্য আত্মা নিত্য-আত্মজ্ঞানী-যোগী। নিত্য-আত্মজ্ঞান-যোগ দ্বারা আত্মার সহিত আত্মার নিত্য সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধের কখন অভাব হয় না। সেই জন্য আত্মার সহিত আত্মার বিচ্ছেদ হয় না। বিচ্ছেদই বিরহ। আত্মজ্ঞানের সহিত আত্মার নিত্য-সম্বন্ধ। সেই জন্য কখনও আত্মজ্ঞানের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ হয় না। আত্মার সহিত আত্মজ্ঞানের নিত্যমিলন বা নিত্য যোগবশতঃ আত্মাকে আত্মজ্ঞানের বিরহজনিত নিরানন্দ ভোগ করিতে হয় না। আত্মার সহিত আত্মজ্ঞানের নিত্যযোগ বা নিত্যমিলন বশতঃ আত্মার নিয়ত নিত্যানন্দ সম্ভোগ হইয়া থাকে। আত্মা স্বয়ং নির্ব্বিকার। আত্মজ্ঞান নির্ব্বিকার। আত্মজ্ঞানযোগে কখন নিরানন্দ নাই। আত্মজ্ঞানযোগে আত্মার যে নিত্যানন্দ সম্ভোগ হইয়া থাকে সেই নিত্যানন্দ নির্ব্বিকার। কেহ সেই নিত্যানন্দকে আত্মানন্দ কহিয়া থাকেন। আত্মাকে যাঁহারা ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন তাঁহারা সেই আত্মানন্দকেই ব্রহ্মানন্দ বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মই পরমাত্মা। সেই জন্য ব্রহ্মানন্দ যাহা তাহাই পরমাত্মানন্দ। অনেক অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রতিপাদক গ্রন্থাধ্যয়নে জানা যায় ব্রহ্মই শিব, ব্রহ্মই আত্মা, ব্রহ্মই পরমাত্মা, ব্রহ্মই মহাত্মা। ব্রহ্মই শিব! সেই জন্য ব্রহ্মানন্দই শিবানন্দ। এরূপ অনেক শাস্ত্র আছে, যে সকলের মতে ব্রহ্ম। সেই জন্য কৃষ্ণানন্দ যাহা, তাহাই ব্রহ্মানন্দ। অদ্বৈতমত প্রতিপাদক প্রসিদ্ধ অনেক গ্রন্থ মতে ব্রহ্মই বিষ্ণু। অতএব ব্রহ্মানন্দই বিষ্ণ্বানন্দ। আনন্দ বহু প্রকার। ব্রহ্মানন্দ যাহা তাহাই অপ্রাকৃত। সেই ব্রহ্মানন্দকে আত্মানন্দ, পরমাত্মানন্দ, শিবানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, বিষ্ণ্বানন্দ এবং নিত্যানন্দ প্রভৃতি বলা হয় বলিয়া আত্মানন্দও অপ্রাকৃত, পরমাত্মানন্দও অপ্রাকৃত, শিবানন্দও অপ্রাকৃত, কৃষ্ণানন্দও অপ্রাকৃত, বিষ্ণ্বানন্দও অপ্রাকৃত, নিত্যানন্দও অপ্রাকৃত। আত্মবিষয়ক জ্ঞানজনিত যে আনন্দ, তাহাই আত্মজ্ঞানানন্দ। আত্মপ্রেমজনিত যে আনন্দ, তাহাই আত্মপ্রেমানন্দ। আত্মপ্রেমানন্দ শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট। সেই জন্য তাহাই পরমানন্দ, কেহ বা তাহাকেই মহানন্দ বলেন। আত্মা যেরূপ নিত্য তদ্রূপ আত্মপ্রেমও নিত্য। তজ্জন্য সেই আত্মপ্রেম হইতে যে আনন্দ স্ফূরিত হয় সেই আনন্দও নিত্য-আত্মপ্রেমানন্দ। আত্ম-প্রেমানন্দও নিত্য যেরূপ তদ্রূপ আত্মাজ্ঞানানন্দও নিত্য। আত্মার সহিত আত্মজ্ঞানের নিত্য যোগ বশতঃ যে যোগানন্দ স্ফূরিত হয় সেই যোগানন্দও নিত্য। নিত্য যাহা তাহাই সত্য। সেই জন্য সেই নিত্যযোগানন্দও সত্যানন্দ। আত্মার সহিত আত্মপ্রেমের নিত্যযোগ সূচিত হইয়াছে। সেই জন্য নিত্য-আত্মপ্রেম হইতে যে যোগানন্দ স্ফূরিত হইয়া থাকে সেই যোগানন্দও অনিত্য নহে, তাহাও নিত্য। তাহার নিত্যত্ববশতঃ তাহাও সত্য। সেই নিত্য-আত্মপ্রেম-যোগানন্দের সত্যত্ব

জন্য তাহাও অসত্যানন্দ নহে, তাহাও সত্যানন্দ। নিত্য-প্রেমযোগ ভাববর্জ্জিত নহে। নিত্য-প্রেমযোগ হইতে বিবিধ ভাব স্ফুরিত হইয়া থাকে। সেই সকল ভাবের মধ্যে কোন ভাবই অনিত্য নহে, সেই সকল ভাবের মধ্যে কোন ভাবই অসত্য নহে। সেই সকল ভাবের মধ্যে প্রত্যেক ভাবই নিত্যসত্য। সেই সকল ভাবের মধ্যে প্রত্যেক ভাবই বিকারবর্জ্জিত ও অনুপম। নিত্য-প্রেমযোগের অন্তর্গত যেরূপ বিবিধ নিত্যভাব আছে তদ্রূপ সেই নিত্য-প্রেমযোগের অন্তর্গত বিবিধ নিত্য-মহাভাব। প্রত্যেক নিত্য-মহাভাবই পরমভাব। পরম ভাবই দিব্যভাব। যতপ্রকার পরমভাব তত প্রকার দিব্যভাব। প্রত্যেক মহাভাবের নিত্যত্ববশতঃ প্রত্যেক মহাভাবই সত্য বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক মহাভাবই অবিকৃত, প্রত্যেক মহাভাবই অনুপম ও নিত্যানন্দময়।

আত্মা, আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রেমের অভেদত্ব।

নানা শাস্ত্রমতে আমি আত্মা, আমি পরমাত্মা, আমি মহাত্মা। নানা শাস্ত্রমতে আত্মার সহিত ব্রহ্মের অভিন্নতা। নানাশাস্ত্রমতে আত্মার সহিত শিবের অভিন্নতা। নানা শাস্ত্রমতে আত্মার সহিত বিষ্ণুর অভিন্নতা। অনেক শাস্ত্রমতে কৃষ্ণই আত্মা, কৃষ্ণই পরমাত্মা। অবিদ্যা অনাত্মা। অথচ ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে সেই অবিদ্যার অনাদিত্ব। বহুশাস্ত্রে আত্মাকে অনাদি বলা হইয়াছে। বহুশাস্ত্রমতে আমিই অনাদি আত্মা। আত্মাতে আত্মজ্ঞানের যেরূপ নিত্যযোগ তদ্রূপ আত্মাতে আত্মপ্রেমের নিত্যযোগ। স্বরূপতঃ যেরূপ বৃক্ষই বৃক্ষফল তদ্রূপ আত্মাই আত্মজ্ঞান। স্বরূপতঃ যেরূপ বৃক্ষই বৃক্ষফল তদ্রূপ আত্মাই আত্মপ্রেম। স্বরূপতঃ যেরূপ বৃক্ষ ও বৃক্ষের ফল পরস্পর অভেদ তদ্রূপ স্বরূপতঃ আত্মা ও আত্মজ্ঞান অভেদ, তদ্রূপ স্বরূপতঃ আত্মা ও আত্মপ্রেম অভেদ। যেরূপ স্বরূপতঃ দেহ, অস্থি ও মাংস পরস্পর অভেদ তদ্রূপ স্বরূপতঃ আত্মা, আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রেম পরস্পর অভেদ। যেরূপ সিন্ধু, সিন্ধুজল ও সিন্ধুর ফেন পরস্পর অভেদ তদ্রূপ আত্মা, আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রেম পরস্পর অভেদ। যেরূপ স্বরূপতঃ মৃত্তিকা, কলসী ও হাণ্ডিকা পরস্পর অভেদ তদ্রূপ স্বরূপতঃ আত্মা, আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রেম পরস্পর অভেদ। যেরূপ স্বরূপতঃ লৌহ, লৌলদাত্র ও লৌহশলাকা পরস্পর অভেদ তদ্রূপ স্বরূপতঃ আত্মা, আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রেম পরস্পর অভেদ।

আত্মাই আত্মজ্ঞান, আত্মাই আত্মজ্ঞানী আত্মাই আত্মজ্ঞেয়। আত্মাই আত্মপ্রেম, আত্মাই আত্মপ্রেমিক, আত্মাই আত্মপ্রেমাস্পদ। আত্মপ্রেম নিত্যপ্রেম, আত্মপ্রেম পরমপ্রেম, আত্মপ্রেম দিব্যপ্রেম, আত্মপ্রেম নির্ব্বিকার প্রেম, আত্মপ্রেম অবিনশ্বর প্রেম, আত্মপ্রেম অনাদি প্রেম, আত্মপ্রেম অনন্ত প্রেম, আত্মপ্রেম মহাপ্রেম, আত্মপ্রেম অপ্রাকৃত প্রেম, আত্মপ্রেম শুদ্ধপ্রেম। আত্মপ্রেমে বিবিধ নিত্যগুণ সকল আছে, আত্মপ্রেমে বিবিধ নিত্যকর্ম্ম সকল আছে। আত্মপ্রেমাত্মক কর্ম্মসকলের সহিত অজ্ঞানের, কুভাব সকলের ও সন্দেহের সম্পর্ক নাই। আত্মপ্রেমের সহিত যে সকল কর্ম্মের সম্পর্ক সে সকল কর্ম্ম শুদ্ধ কর্ম্ম, সে সকল কর্ম্ম নিত্য কর্ম্ম। যে সকল কর্ম্মের সহিত অহংকারে সম্বন্ধ নাই।

ধ্যানযোগ।

ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় সচ্চিদানন্দকে স্মরণ করা হয়। ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় সচ্চিদানন্দকে মনন করা হয়। ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় সচ্চিদানন্দকে সম্ভোগ করা যায়। কোন অজ্ঞাত বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইলে দিব্য ধ্যানযোগ দ্বারা জানা যায়। সেই জন্য দিব্য ধ্যানযোগদ্বারা সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞান হয়। দিব্যধ্যানযোগ দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে বিজ্ঞান লাভ করা যায়। সেইজন্য দিব্য ধ্যানযোগ সর্ব্ববিষয়ক বিজ্ঞানেরও কারণ। সেই দিব্য ধ্যানযোগ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানেরও কারণ। ধ্যানাত্মিকা পরাসিদ্ধি লাভ করিলে দূরস্থ ব্যবহিত অদৃষ্ট যে কোন বস্তু দর্শন করিবার ইচ্ছা করিলে দর্শন করা যায়। ঐ অবস্থায় শ্রীভগবানকে পরাভক্তি-শক্তি দ্বারা আকর্ষণ করা যায়, ঐ অবস্থায় যাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা হয় তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করা যায়। ঐ অবস্থায় শ্রীভগবানকে সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা হইলে সম্ভোগ করা যায়। ধ্যানাত্মিকা পরাসিদ্ধিতে সর্ব্ববস্তু বিষয়ক জ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে। অপূর্ব্ব বস্তু বিষয়ক জ্ঞানের স্ফুরণে অপূর্ব্ব জ্ঞানানন্দের।স্ফুরণ হইয়া থাকে। দিব্য ধ্যানযোগের সহিত পরম জ্ঞানানন্দের সম্বন্ধ। দিব্য ধ্যানযোগের সহিত অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানানন্দের সম্বন্ধ। দিব্য ধ্যানযোগের সহিত অপূর্ব্ব সম্ভোগানন্দের সম্বন্ধ।

পরম প্রেমাস্পদের অদর্শনে দিব্য-ধ্যানযোগ দ্বারা সেই পরম প্রেমাস্পদকে দর্শন ও স্পর্শ করা যায়। দিব্য-ধ্যানযোগ দ্বারা সেই পরম প্রেমাস্পদকে সম্ভোগ করা যায়। সেই জন্য অপূর্ব্ব দিব্য-ধ্যানযোগের সহিত শুদ্ধ প্রেমের এবং শুদ্ধ প্রেমানন্দেরও সম্বন্ধ আছে। অপূর্ব্ব দিব্য-ধ্যানযোগের সহিত অনির্ব্বচনীয় কেবলা-পরাভক্তিরও সম্বন্ধ আছে। উক্ত ত্মক দিব্যভাব সকলের সহিতও সম্বন্ধ আছে, দিব্য-মহাভাব সকলেরও সম্বন্ধ আছে।

—*—

দিব্যভাব।

দিব্যজ্ঞানের অন্তর্গত বহুপ্রকার ভাব। দিব্য-ভক্তির অন্তর্গত বহু প্রকার ভাব। দিব্য প্রেমের অন্তর্গত বহু প্রকার ভাব। দিব্য-জ্ঞান যেরূপ নিত্য তদ্রূপ দিব্য-জ্ঞানাত্মক ভাব সকলও নিত্য। দিব্য-ভক্তির নিত্যত্ব থাকায় দিব্য-ভক্তির অন্তর্গত যে সকল ভাব আছে সে সকলেরও নিত্যত্ব রহিয়াছে। দিব্য প্রেম নিত্য। সেই জন্য সেই দিব্য প্রেমের অন্তর্গত সমস্ত ভাবও নিত্য।

নিত্য যাহা, তাহা অসত্য নহে। তাহা সত্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগে অনেকগুলি ভাবের সমষ্টি জ্ঞান।

—:*:—

অভেদতত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ। সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এক প্রকার না হইলেও ঐ তিনই শ্রীকৃষ্ণ। ঐ প্রকারে সর্ব্ব প্রকার জীবই স্বরূপতঃ অভিন্ন। ঐ প্রকারে পরমাত্মা, আত্মা, ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বর, মহেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, পরমশিব, শিব, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ, জনার্দ্দন ও শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতি স্বরূপতঃ অভিন্ন, স্বরূপতঃ অদ্বিতীয়।

যেরূপ বহু প্রকার বহু জৈবাকার সকল স্বরূপতঃ তাহারা সকলেই দেহ, স্বরূপতঃ তাহারা সকলেই যেরূপ প্রকৃতি তদ্রূপ বহু প্রকার বহু জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন। তজ্জন্য স্বরূপতঃ তাহারা অদ্বিতীয়। যেরূপ অস্থি দেহের অংশ

দেহ, যেরূপ শোণিত দেহের অংশ দেহ, যেরূপ মাংস দেহের অংশ দেহ তদ্রূপ স্বরূপতঃ সর্ব্ব জীব অভিন্ন। যেরূপ বৃক্ষের পত্র সকল, শাখা সকল, পুষ্প সকল এবং ফল সকল স্বরূপতঃ তাহারা সকলেই এক বৃক্ষ তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বজীব স্বরূপতঃ অভিন্ন। কতিপয় ভক্তিতত্ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রমতে জীব চিৎপরমাণু। সে সকল শাস্ত্রে অসংখ্য চিৎপরমাণুর উল্লেখ আছে। স্বরূপতঃ সেই অসংখ্য চিৎপরমাণু পরস্পর অভিন্ন। যেরূপ অসংখ্য জলবিন্দু স্বরূপতঃ অভিন্ন তদ্রূপ অসংখ্য চিৎপরমাণু স্বরূপতঃ অভিন্ন, স্বরূপতঃ অদ্বিতীয়। যেরূপ বহু অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সকল আছে তদ্রূপ বহু চিৎপরমাণু সকল আছে। অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সকলের সহিত যে প্রকারে অগ্নি অভেদ সেই প্রকারে চিতের সঙ্গে চিৎপরমাণু সকলের অভেদত্ব, সেই প্রকারে চিতের সঙ্গে চিৎপরমাণু সকলের অদ্বিতীয়ত্ব। অনেক ভক্ত জীবকে চিৎপরমাণু বলেন, অথচ তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ শাস্ত্রানুসারে সচ্চিদানন্দ বলিয়া তিনি অচিৎ নহেন। নানা শাস্ত্রানুসারে সেই শ্রীকৃষ্ণ চিৎ। তিনি চিৎ বলিয়া প্রত্যেক চিৎপরমাণু জীবের সঙ্গে তিনি স্বরূপতঃ অভিন্ন। কারণ চিৎপরমাণু যাহা, তাহাও চিদংশ, তবে তাহা ক্ষুদ্রাংশ বটে। প্রসিদ্ধ শাস্ত্র সকলে শ্রীভগবানের সহিত জ্ঞানের অভিন্নত্ব নির্ণীত আছে। যেহেতু প্রসিদ্ধ শাস্ত্র সকল মতে শ্রীভগবান চিৎ। চিদর্থে জ্ঞান। প্রসিদ্ধ নারদসূত্রে এবং শাণ্ডিল্য সূত্রেও শ্রীভগবানকে ভক্তি বলা হয় নাই। ঐ দুই প্রকার ভক্তিযোগদর্শনে ভক্তির স্বরূপ প্রেম বা পরানুরক্তি। ঐ দুই ভক্তিপ্রতিপাদক দর্শন শাস্ত্রে প্রেম বা পরানুরক্তি ব্যতীত ভক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই যেরূপ অদ্বৈত মত প্রতিপাদক অনেক শাস্ত্রের মতে মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সে সকল শাস্ত্র মতে মায়ার সত্তা স্বয়ং ব্রহ্ম। ঐ প্রকারে ভক্তির সত্তা পরমপ্রেম বা পরানুরক্তি। কেহ কহেন ভক্তি পরমপ্রেম বা পরানুরক্তির এক প্রকার বিকাশ। যেরূপ এক বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে তাহার বিবিধ প্রকার বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে তদ্রূপ এক পরম প্রেমরূপ নিত্যবীজ হইতে নানাপ্রকার ভাবরূপ বিকাশ এবং নানাপ্রকার মহাভাবরূপ বিকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। ভক্তি সেই পরম প্রেমের এক প্রকার নিত্য ভাবরূপ বিকাশ।

গুরু।

সকলের মস্তকেই সহস্রার আছে। সকলের মস্তকেই গুরুদেব বিদ্যমান। তিনিই বিপন্ন মনের ত্রাণকর্ত্তা, তিনিই স্বয়ং মন্ত্র, তিনিই দিব্যজ্ঞান-মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। তোমার সেই পরম শিবগুরু সততই তোমার সহিত রহিয়াছেন। তাঁহার প্রসন্নতা লাভ না করিলে তোমার মুক্তিই হইবে না। তোমার নিজ মস্তকেই তোমার গুরু রহিয়াছেন, বাহিরে কোথায় গুরুর অন্বেষণ কর?

এই সন্তান ঐ নারীর গর্ভে ছিল। এখন ইহার প্রতি ঐ নারীর যেরূপ বাৎসল্য তাহার গর্ভে অবস্থান কালে ইহার প্রতি সেরূপ স্নেহ, বাৎসল্য ও যত্ন ছিল না। গর্ভে থাকিতে উহার এই সন্তান উহাকে মা বলিয়া ডাকিতও না, তখন সন্তানের প্রতি উহার স্নেহ, যত্ন ও বাৎসল্য করিবার উপায়ও ছিল না। গুরুর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং তাঁহার পূজা করিবার সুবিধার জন্যই তিনি শিষ্যের দেহ ব্যতীত কোন নরাকারে প্রকাশিত হন। সেই জন্যই তাঁহাকে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' বলা হইয়াছে।

প্রকৃত গুরুর উদ্ধার করিবার ক্ষমতা আছে, প্রকৃত গুরুর জ্ঞান দিবার ক্ষমতা আছে, প্রকৃত গুরুর মন্ত্র দিবার ক্ষমতা আছে। যিনি প্রকৃত গুরু তিনিই দীক্ষাদাতা। তাঁহারই দীক্ষা দিবার শক্তি আছে।

'ওঁ নমো শিবায়'ও একটী মন্ত্র। এই মন্ত্র যাঁহার কাছে শিখিয়াছ তিনি তোমার এক প্রকার শিক্ষক। কিন্তু তিনি তোমার গুরু নহেন। তিনি যদ্যপি তোমার গুরু হইতেন তাহা হইলে তোমার অজ্ঞানও থাকিত না, তাহা হইলে নানা প্রকার সাংসারিক বন্ধন হইতে, নানা প্রকার শারীরিক বন্ধন হইতে, নানা প্রকার মানসিক বন্ধন হইতেও তোমার মুক্তি হইত। যাঁহার কৃপায় তোমার অজ্ঞানের লোপ হইবে তিনিই তোমার গুরু, যাঁহার কৃপায় সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে তিনিই তোমার গুরু। তিনিই শিব, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সচ্চিদানন্দ। তাঁহাকেই প্রকৃত মন্ত্রদাতা বলিয়া জানিবে।

কেহ কেহ ইষ্টার্থে অভিলাষ এবং মনস্কামনা বলিয়া থাকেন। তাই ইষ্টদেব অর্থে অভিলষিত দেবতা, তাই ইষ্টদেব অর্থে মন দ্বারা যাঁহার কামনা করা হয় তিনি সেই কাম্য দেবতা। যাঁহার প্রতি অধিক ভালবাসা তিনিই প্রকৃত অভিলাষের বস্তু, তিনিই প্রকৃত মনস্কামনার সামগ্রী। গুরুর কৃপায় যাঁহার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে, সেই দিব্যজ্ঞান প্রভাবে যাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি হইয়াছে তাঁহারই যথার্থ ইষ্টদেব আছেন। তাঁহার সেই ইষ্টদেব অপেক্ষা অন্য কাহারও প্রতি অধিক ভালবাসাও নাই। তিনি সেই ইষ্টদেবকেই পরম প্রেমাস্পদ মনে করেন।

ঐ মলিন অঙ্গারখানি অগ্নি সংস্রবে অগ্নি হইয়াছে। এখন ঐ মলিন অঙ্গারের অগ্নির সহিত অন্য অঙ্গারের সংস্রব হইলে সে অঙ্গারও অগ্নি হইবে। আবার সে অঙ্গারের অগ্নির সংস্রবে অপর অঙ্গারও অগ্নি হইবে। শিব আদি গুরু। তাঁহার জ্ঞানাগ্নির সংস্রবে যাঁহার মনরূপ মলিন অঙ্গার অগ্নি হইয়াছে তিনিই তাঁহার প্রকৃত শিষ্য। সেই শিষ্যের মনোময় জ্ঞানাগ্নির সংস্রবে অন্য যাঁহার মন জ্ঞানময় হয় তিনিও সেই আদিগুরু শিবেরই শিষ্য। জ্ঞান শিবের। সেই জ্ঞান অনেক ব্যক্তির মধ্যে থাকিতে পারে। সেই জ্ঞান এক ব্যক্তি দ্বারা অপর ব্যক্তি পাইলে সে ব্যক্তি তাঁহার গুরু নহেন, গুরু স্বয়ং শিব। এইজন্য যে কোন ব্যক্তি দ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া হউক এক শিবেরই ধ্যান করা হয়। সকলেরই এক শিব গুরু। সকলেই এক শিবগুরুর ধ্যান করেন। আমি এক ব্যক্তির মারফৎ অন্য ব্যক্তিকে কোন সামগ্রী পাঠাইলে সে ব্যক্তি আমারই সামগ্রী পাইল বলিতে হইবে। শিব গুরু। যখন তিনি তোমাকে মন্ত্র দিবেন তখনই তোমার জ্ঞান হইবে। শিব ব্যতীত অন্য কাহারও মন্ত্র দিবার ক্ষমতাই নাই। সেইজন্য অন্য কেহ গুরু হইতেও পারেন না।

এক মূর্খ অপর মূর্খের নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যস্ত হন না। যাঁহার দিব্যজ্ঞান নাই তিনি তোমার গুরু হইবারও যোগ্য নহেন। অজ্ঞানীর জ্ঞান দিবার ক্ষমতা নাই। পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রের শব্দার্থ বোধ হয়। পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বোধ হয় না। সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত তুমি শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিবে না। মায়া প্রভাবে অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে জীবকে নানাপ্রকার পাপে রত করে। সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতীত মায়ার ঐ দুর্জ্জেয় চাতুর্য্য বুঝিবার ক্ষমতা হয় না। রজক মলিন বস্ত্র ধৌত করিয়া মালিন্য-বিহীন করে। গুরুদেব মনরূপ মলিন বস্ত্র ধৌত করিয়া মালিন্যবিহীন করেন।

গুরুগীতায় মনুষ্যের রূপের ন্যায় গুরুর রূপের বর্ণনা নাই। তুমি গুরুগীতার গুরুর রূপের বর্ণনা অনুযায়িক নিজ গুরুর রূপ দর্শন কর না। তবে তাঁহাকে গুরুগীতার শিবগুরুর সঙ্গে অভেদ বলিয়া পূজা কর কোন্ সাহসে? গুরুগীতার বর্ণিত শিবগুরুই গুরুব্রহ্ম।

বেদব্যাসের যিনি গুরু ছিলেন, বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবের তিনিই গুরু ছিলেন না। ব্রহ্মার-গুরুই সনক, সনাতন, সনন্দ এবং সনৎকুমারের গুরু ছিলেন না। উত্তানপাদ রাজার গুরুই ধ্রুবের গুরু ছিলেন না। মহারাজ হিরণ্যকশিপুর গুরুই প্রহ্লাদের গুরু ছিলেন না। শচী-জগন্নাথ মিশ্রের গুরুই গৌরাঙ্গ-নিমাইয়ের গুরু ছিলেন না। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব গয়াক্ষেত্রে ঈশ্বরপুরী নামক একজন প্রেমিক সন্ন্যাসীকে দীক্ষাগুরু করিয়াছিলেন। তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা যে বংশীয়দিগের দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছেন তোমাকেও সেই বংশীয়দিগের দ্বারাই দীক্ষিত হইতে হইবে এরূপ মনে করিও না। তোমার দীক্ষাগুরু হইবার যিনি যোগ্য হইবেন তিনিই তোমার দীক্ষাগুরু হইতে পারিবেন।

গৃহস্থের পক্ষেও সন্ন্যাসী গুরু।

কত শাস্ত্রে গুরুকে শিব বলা হইয়াছে। কত শাস্ত্র মতে গুরু ধ্যানে শিবের রূপের ন্যায় গুরুর রূপের বর্ণনা আছে। মুণ্ডমালা তন্ত্রে 'অবধূত সাক্ষাৎ শিবঃ' বলা হইয়াছে। সুতরাং যিনি অবধূত তিনিই যথার্থ গুরু হইবার যোগ্য, প্রকৃত পক্ষে অবধূতই গুরু। সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থই অবধূত কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইতে পারেন। অবধূত-সন্ন্যাসী শিব। শিবই গুরু। সুতরাং অবধূত-সন্ন্যাসীর গৃহস্থকে দীক্ষিত করিবার অধিকার আছে এবং গৃহস্থেরও অবধূত-সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইবার অধিকার আছে। ১।

গুরুগীতায় বলা হইয়াছে,—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুগু রুর্দেবঃ মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

গুরুগীতায় গুরুকে পরংব্রহ্ম বলা হইয়াছে। কোন কোন উপনিষৎ এবং বেদান্ত অনুসারেও সন্ন্যাসী পরংব্রহ্ম। সুতরাং সন্ন্যাসীই গৃহস্থের প্রকৃত গুরু। গুরুগীতায় গুরুকে বিষ্ণুও বলা হইয়াছে। বিষ্ণুই নারায়ণ। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র মতে অবধূত-সন্ন্যাসীকে গৃহস্থ নারায়ণ বোধ করিয়া তাঁহার পূজা করিবেন। সুতরাং ঐ তন্ত্রানুসারে স্বীকার করিতে হইবে অবধূত-সন্ন্যাসীই নারায়ণ। নারায়ণ যিনি তিনি গুরু হইবার অযোগ্য বলিতে পার না। দত্তাত্রেয় নারায়ণের এক অবতার ছিলেন। তাঁহার কতই শিষ্য ছিল। অদ্যাবধি সেইজন্যই তাঁহাকে অনেকেই গুরুদত্তাত্রেয় বলিয়া থাকেন। কপিলদেবও বিষ্ণুনারায়ণের এক অবতার। তিনি নিজ জননী দেবহুতির গুরু ছিলেন। এ বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। ২।

কাশীর সুবিখ্যাত পরমহংস বিশুদ্ধানন্দ স্বামীও সন্ন্যাসী, কাশীর পরমহংস ভাস্করানন্দ স্বামীও সন্ন্যাসী। তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই গৃহস্থ। যদ্যপি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসীর গৃহস্থ শিষ্য করা দোষণীয় হইত তাহা হইলে ঐ দুই মহাত্মা কখনই কোন গৃহস্থকে শিষ্য করিতেন না। বিশেষতঃ বিশুদ্ধানন্দ স্বামী কাশীর মধ্যে সর্ব্ব-শাস্ত্রদর্শী, সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে অন্য পণ্ডিতেরা কোন বিষয় মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইলে সে বিষয় ঐ মহাত্মা বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর দ্বারা মীমাংসা করিয়া লওয়া হয় এবং তাঁহার মীমাংসা যিনি শুনিয়াছেন তিনিই সে মীমাংসার প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব সেই সর্ব্বশা।

মীমাংসক বিশুদ্ধানন্দ স্বামী কখনই শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বয়ং সন্ন্যাসী হইয়া কোন গৃহস্থকেই মন্ত্র প্রদান করেন না। তাঁহার অকর্ত্তব্য কার্য্যে কখনই প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কাশীর ঐ বিশুদ্ধানন্দ এবং ভাস্করানন্দ ব্যতীত আরও কত কত সন্ন্যাসীর গৃহস্থ শিষ্য সকল আছে। তোমার মতে তাঁহারা সকলেই কি অবিধি অনুসরণ করিয়া থাকেন ? ৩।

সন্ন্যাসী গৃহস্থের গুরু হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে অবস্থায় গৃহস্থ ছিলেন তিনি সেই অবস্থাতেই সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গৃহস্থের সন্ন্যাসীকে গুরু করা যদি অবৈধ হইত তাহা হইলে রাধাকৃষ্ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কখনই গৃহস্থাশ্রমী হইয়া সন্ন্যাসীকে গুরু করিতেন না। পরমেশ্বর জগতে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেই অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরমেশ্বর। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মলোপ করিবার জন্য ধরণীতে আগমন হয় নাই। তিনিও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্যই ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে বলিয়াছেন,—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনিও অনেক গৃহস্থকেই দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল গৃহস্থকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের নামই শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে, শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে এবং চৈতন্য সম্প্রদায়ের অন্যান্য কত গ্রন্থেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অদ্যাবধি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গৃহস্থ শিষ্য সম্প্রদায়ের বংশধরগণ আপনাদিগকে নিত্যানন্দপরিবারস্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। [illegible]ম সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভু গৃহস্থদিগকে দীক্ষা প্রদানে অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিয়াছেন বলা যায় না। কারণ তিনি এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম্মসংস্থাপনার্থই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে স্বয়ং ভগবান কিম্বা তাঁহার কোন পারিষদ জগতে আসেন না ইহা নিশ্চিত কথা বলা যাইতে পারে। ৫।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক গৃহস্থ শ্রীকমলাক্ষ-অদ্বৈত প্রভুরও সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রপুরী দীক্ষাগুরু ছিলেন। অদ্বৈতপ্রভু মহাপণ্ডিত হইয়াও সন্ন্যাসীকে গুরু করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীকে গুরু করা সম্বন্ধে যদি কোন প্রত্যবায় হইবার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে অদ্বৈত প্রভু কখনই সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইতেন না। অদ্বৈত প্রভু কেবল যে মহাপণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল এবং চৈতন্যচরিতামৃতানুসারে তিনি শিব এবং মহাবিষ্ণুর অবতার। অতএব সেই জন্যই তাঁহার গুরুকরণ সম্বন্ধে ভ্রম হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। ৬।

সন্ন্যাসীর পূজায় অধিকার।

সন্ন্যাসীর কোন প্রকার পূজা করা অবিধি বলিতে পার না। প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসীই ঈশ্বর কিম্বা ঈশ্বরী পূজার অধিকারী। পূজা ভক্তি ভাবেই করা উচিত। প্রকৃত সন্ন্যাসীই পরম ভক্ত। প্রকৃত সন্ন্যাসীরই পরা-ভক্তি আছে। উপবীতধারী গার্হস্থ্যাশ্রমী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা পুত্র কলত্র এবং নানা আত্মীয় বন্ধুবান্ধবসম্পন্ন। তাঁহাদিগের ঐ সকলের প্রতি অনুরাগও আছে। সম্পূর্ণরূপে ঐ সকলে বিরাগ না হইলে ঈশ্বরে পূর্ণানুরাগ হয় না। প্রকৃত সন্ন্যাসীরই ঐ সকলে

বিরাগ। প্রকৃত সন্ন্যাসীর ঈশ্বরে পরা-ভক্তি। কারণ প্রকৃত সন্ন্যাসীরই ঈশ্বর সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান। ঈশ্বর সম্বন্ধে যাঁহার পূর্ণ জ্ঞান তাঁহারই ঈশ্বরে পূর্ণ ভক্তি আছে। পূর্ণ ভক্তিই পরা-ভক্তি। বৈরাগ্যবশতঃ ঈশ্বরে পূর্ণ ভক্তি হইলে অপর কিছুতেই আর ভক্তি থাকে না। সেই জন্য সেই ভক্তির সহিত অন্য কাহারও প্রতি ভক্তির সংস্রব নাই; সেইজন্য সেই ভক্তিকেই শুদ্ধভক্তি বলা যাইতে পারে। সেই শুদ্ধভক্তিই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী পূজার প্রধান উপকরণ। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পূজাকালে দক্ষিণা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইবার কামনা রাখেন। কিন্তু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ শুদ্ধ ভক্তিভাবে, নিষ্কাম ভাবেই সেই ঈশ্বর বা ঈশ্বরীর পূজা করিয়া থাকেন। কোন বাহ্য উপকরণই তাঁহার পূজার প্রধানাবলম্বন নহে। তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ পরা-ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি। সেই সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ ঈশ্বরানুরাগী বলিয়া তাঁহারই সম্পূর্ণ ঈশ্বর পূজায় অধিকার। মীমাংসকদিগের মতে সন্ন্যাসীরও যজ্ঞ, দান এবং তপস্যাকর্ম্ম পরিত্যজ্য নহে। ঐ বিষয়ের সমর্থনও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীমদ্ভবদ্গীতোক্ত সন্ন্যাসসম্বন্ধীয় মোক্ষযোগে বলা হইয়াছে। কেবল উপবীতসম্পন্ন হইলেই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী পূজায় অধিকার হয় না। কারণ উপবীত ঈশ্বরে বা ঈশ্বরীতে ভক্তি দিতে পারে না, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে পারে না, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম দিতে পারে না। সেইজন্য কেবলমাত্র উপবীতই ঈশ্বর পূজার প্রধান অবলম্বন নহে। উপবীত পরিধান সহজেই করা যায়, উপবীত সংগ্রহও সহজে করা যায় কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ সহজে হওয়া যায় না। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রধান প্রয়োজন। সেই ব্রহ্মজ্ঞান অতি দুর্লভ। অতএব ব্রাহ্মণও সেই-জন্য অতি দুর্লভ। কারণ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত নিরালম্বোপনিষদ্ মতে 'ব্রহ্ম জানাতি যঃ সঃ ব্রাহ্মণঃ'। নানা উপনিষদ, বেদান্ত এবং বেদান্ত সম্বন্ধীয় সমস্ত গ্রন্থমতেই সন্ন্যাসীরই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হয়। নিরালম্বোপনিষদ্ প্রভৃতি মতে ব্রহ্মজ্ঞানীই ব্রাহ্মণ। অতএব সেইজন্য প্রকৃত সন্ন্যাসীকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। সেই সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণেরই পুত্র কলত্র প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ বিরাগ। সেইজন্য ঐ প্রকার শুদ্ধ ব্রাহ্মণেরই সম্পূর্ণ ঈশ্বর কিম্বা ঈশ্বরী পূজায় অধিকার আছে। যদ্যপি বল কোন বিগ্রহে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ঈশ্বর কিম্বা ঈশ্বরীর পূজা করিলে তাঁহাকে দ্বৈতবাদী বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে তাহাও তুমি বলিতে পার না। কারণ শ্রুতিমতে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। অতএব সমস্তই ব্রহ্ম। সেইজন্য আপনি ব্যতীত অন্য বিগ্রহে ঈশ্বরের পূজা করিলেও দ্বৈতবাদী হইতে হয় না। তাহা হইলেও অদ্বৈততা স্বীকার করা হইয়া থাকে। অপর বিগ্রহে পূজা করিলেও নিজের পূজাই নিজের করা হইয়া থাকে। গীতাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥"

ঐ শ্লোকানুসারে অর্পণও ব্রহ্ম, হবিঃও ব্রহ্ম, অগ্নিও ব্রহ্ম, হোমও ব্রহ্ম। ঐ প্রকারে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর পক্ষে পূজাও ব্রহ্ম, পূজ্যও ব্রহ্ম, পূজকও ব্রহ্ম, পূজার উপকরণ সকলও ব্রহ্ম। অতএব শ্রুতি অনুসারে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের পক্ষে পূজাই বা নিষিদ্ধ বলা যাইবে কেন? দ্বৈতভাবেও যদি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ পূজা করেন, তাহা হইলেও দোষণীয় হইতে পারে না। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও শ্রুতিসম্মত দণ্ডী সন্ন্যাসী হইয়াও দাস্যভাবেই অনেক সময়ে থাকিতেন, তিনি

অধিকাংশ সময়েই দ্বৈতভাবাত্মক ভক্তিভাবে থাকিতেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও রাধাকৃষ্ণের, শ্রীবিষ্ণুর নানা মূর্ত্তির এবং তুলসী প্রভৃতির পূজা করিতেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও তুলসী প্রদক্ষিণ, তুলসী প্রণাম, তুলসীর স্তব প্রভৃতি করিতেন। তাঁহার পর্য্যটনকালে অনেক সময়েই তাঁহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া কোন ভক্তকে তুলসী বৃক্ষ লইয়া যাইতে হইত। শ্রৌত সন্ন্যাসী চৈতন্যও কর্ম্মকাণ্ডকে অবহেলা করেন নাই। সন্ন্যাসীর পক্ষে সংকর্ম্ম মাত্রই উপেক্ষণীয় নহে বরঞ্চ তাহাই তিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ আচরণ দ্বারা বরঞ্চ ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসীমণ্ডলীকে সংকর্ম্মকাণ্ড উপেক্ষণীয় নহে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারে ভগবান সংস্থাপনার্থেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের প্রশ্রয় কখনই প্রদান করেন না। সেইজন্য চৈতন্য ভগবান দ্বৈতভাবে, ভক্তিভাবে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির যে পূজা করিয়াছিলেন তাহা অসঙ্গত এবং অশাস্ত্রসম্মত নহে। শঙ্করাচার্য্যও সন্ন্যাসী হইয়া চণ্ডালরূপী বিশ্বনাথকে ভক্তিভাবে স্তব করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই স্তবও সংকর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া যে সময় মহাত্মা কুমারীল ভট্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখনও তিনি ত্রিবেণীতে স্নানকালে ত্রিবেণীর স্তব করিয়াছিলেন। তৎকৃত সেই স্তবও কর্ম্মকাণ্ডের পরিচায়ক। প্রমাণ করা হইল সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্যও কর্ম্মকাণ্ডে রত হইয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসাবস্থায় স্বীয় মাতার অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়া প্রভৃতিও করিয়াছিলেন। তাহা সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও গীতার মতে নিষ্কামভাবে যাঁহারা কর্ম্ম করিবেন তাঁহারাই যথার্থ কর্ম্মী। সন্ন্যাসী ব্যতীত নিষ্কামভাবে কেহ কর্ম্ম করিতে পারে না। সন্ন্যাসীই 'নিষ্কামভাবে পূজা করিতে সমর্থ। সেইজন্য সন্ন্যাসীই প্রকৃত পূজার অধিকারী। গীতার মতে নিষ্কামভাবে যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই প্রকৃত কর্ম্মী। গীতাতে সকাম কর্ম্মীকে অকর্ম্মী বলা হইয়াছে গীতার মতে নিষ্কামভাবে সর্ব্বকর্ম্ম করিলেও কোন প্রকার কর্ম্মী বলিয়া পরিগণিত হইতে হয় না।

যাঁহাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ সকল আছে, তাঁহার উপবীত না থাকিলেও গীতানুসারে ক্ষতিজনক হইতে পারে না। গীতার মতে ব্রাহ্মণের যে সকল লক্ষণ থাকার প্রয়োজন সেই সকল লক্ষণের সহিত ব্রাহ্মণের উপবীত থাকার প্রয়োজন তাহা ঐ গীতার কোন স্থানেই বলা হয় নাই।

বিবিধ।

সম্পূর্ণ পরমার্থ লাভ হইলে তাহার সঙ্গে অর্থও লাভ হয়। অনেক লোকে প্রকৃত পরমার্থবানকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত অর্থ প্রদানও করিয়া থাকেন। কিন্তু পরমার্থপরায়ণ মহাত্মাদিগের সে সকল লাভে আনন্দ বোধ হয় না। তাঁহারা সেই অর্থকে অতি তুচ্ছ পদার্থ বলিয়াই বোধ করিয়া থাকেন। ১।

তুমি ঈশ্বরের সৃজিত দেহে বাস করিতেছ। তুমি ঈশ্বরের সৃজিত বলবুদ্ধি ও নানা মনঃবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ, তুমি পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ, তুমি ভগবানের সৃজিত কত প্রকার কত বস্তুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ তবু তুমি বল তুমি নিরাশ্রয়? আশ্রয়বিহীন হইয়া কি জীব জীবিত থাকিতে পারে? অবলম্বনশূন্য হইয়া কি জীব জীবিত থাকিতে পারে? নিরালম্ব স্বয়ং পরমেশ্বর। প্রকৃত নিরাশ্রয় স্বয়ং ভগবান। ভগবান নিজে সর্ব্বাশ্রয়। অতএব তাঁহার

আশ্রয় হইবে কে? তাঁহার আশ্রয়ে প্রয়োজন কি?

নিজে পরমেশ্বর নিরাশ্রয়। তিনি ব্যতীত নিরাশ্রয় হইতে পারে কে? সমস্ত জীবজন্তুই পরমেশ্বরের আশ্রিত। কিন্তু পরমেশ্বর কাহারও আশ্রিত নহেন।

আশ্রিত কখনও স্বাধীন হইতে পারে না। আশ্রিত পরাধীন। আশ্রিত একেবারে দুঃখ-বিহীন হইতে পারে না। আশ্রিতের সুখও আছে, দুঃখও আছে। তবে তাহার দুঃখের ভাগটাই অধিক। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভগবানের আশ্রিত হইলে দুঃখকেও দুঃখবোধ হয় না। সে অবস্থায় ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসও নির্ভর থাকে।

জীবজন্তু কখনও নিরাশ্রয় হইবে না। যে ব্যক্তি 'আমি নিরাশ্রয়' বলে সে মিথ্যা কথা বলে। সে মুখেই ঈশ্বর স্বীকার করে! প্রকৃত পক্ষে সেও এক প্রকার নাস্তিকের মতন। ২।

সকল প্রকার তৈলের আলোক হইতে যে ধূম উত্থিত হয় তাহাতে আলোকাবরক কাঁচে কালি পড়ে। মোমবাতির, চর্ব্বির বাতির, গ্যাসের ও বৈদ্যুতিক আলোকে কৃষ্ণবর্ণ ধূম হয়। সেইজন্য সেই সকল আলোকাবরক কাঁচে কালিও পড়ে না। সকামভাবরূপ আলোকে তাহার আবরক মনোরূপ কাঁচ মলিন হয়। কিন্তু নিষ্কাম ভাবালোকে মনোরূপ কাচ মলিন হয় না। জ্ঞানালোকও তাহার আবরক মনের মালিন্যের কারণ হয় না।৩।

চকমকির পাথরে অগ্নি রহিয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যস্থ অগ্নি তাহাকে দাহ করিতে পারে না। বরঞ্চ অগ্নি তন্মধ্যে থাকা প্রযুক্ত অগ্নিও নিগুণ নিষ্ক্রিয়ভাবে আছে। নিগু ণ-নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে গুণকর্ম্মও নিগু ণ-নিষ্ক্রিয় ভাবে আছে।৪।

ব্রহ্মের সহিত তুলনায় আকাশ অতি সামান্য। সেই আকাশই সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত থাকিয়াও কিছুতেই লিপ্ত নহে। ব্রহ্মও সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত থাকিয়াও তাঁহাতে গুণকর্ম্ম নিহিত থাকিলেও তিনি সে সকলে লিপ্ত নহেন। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে সমভাবে ব্যাপ্ত থাকিলেও সর্ব্বজন্তুর সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই। তাঁহার মধ্যে গুণকর্ম্ম থাকিলেও তাঁহার সেই গুণকর্ম্মের সহিত কোন সংস্রব নাই।৫।

আলোকিত গৃহের দ্বার এবং গবাক্ষ সকল রুদ্ধ থাকিলে বহির্দ্দেশে আলোক আসিতে পারে না। তবে বহির্দ্দেশ হইতে জানিতে পারা যায় যে সেই গৃহে আলোক আছে। যাঁহার দেহরূপ গৃহের অভ্যন্তর জ্ঞানালোকে আলোকিত, তাঁহার নিরোধরূপ অর্গল দ্বারা যদ্যপি তাঁহার সেই দেহ-গৃহের নবদ্বার রুদ্ধ থাকে তাহা হইলেও সেই গৃহমধ্যে যে জ্ঞানালোক আছে তাহা বহির্দ্দেশ হইতে দিব্যচক্ষু বিশিষ্ট প্রত্যেক মনুষ্যই বুঝিতে পারেন।

দেহগৃহের মনোরূপ কবাট অনর্গলিত এবং তজ্জন্য মুক্ত থাকিলে সংসারে থাকিয়াও সেই গৃহস্থ মহাত্মার ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভক্তি প্রভৃতি থাকিতে পারে। তাঁহার প্রেম ভক্তি যেন দুইটি আলোক স্বরূপ। তাহার সংসারের অজ্ঞান রূপ ঝঞ্ঝাবাতে নির্ব্বাণ হয় না।৬।

এই দেহ শক্তিমান। আমি এই দেহ ত্যাগ করিলে আর ইহাকে শক্তিমান বলা যাইবে না। কারণ তখন ইহা শক্তিবিহীন হইবে। ইহা শক্তিবিহীন হইলে ইহাকে শব বলা হইবে। তখন এই দেহ নিষ্ক্রিয় হইবে। সুতরাং তখন এ দেহ হইতে কোন গুণের প্রকাশও হইবে না। তখন এ দেহ নিগু ণ হইবে। আমি নিগু ণ-নিষ্ক্রিয় নহি। আমার সহিত আমার এই স্থূল জড় দেহের, আমার এই প্রাকৃত দেহের যখন সম্বন্ধ থাকিবে না তখনই এই স্থূল জড়

প্রাকৃতিক দেহ নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয় হইবে। প্রসিদ্ধ পাতঞ্জলদর্শনমতে আমি দৃক্ শক্তি। বেদান্ত দর্শনমতে আমিই আত্মা। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট মতে যিনি গড্ তাঁহাকেই শক্তি বা Spirit বলা যাইতে পারে। কোন সময়ে ঈশার কোন শিষ্য ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণে মহাত্মা ঈশা 'God is spirit' বলিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সিদ্ধ রাম-প্রসাদও ব্রহ্মকে শক্তি বলিয়া জানিতেন। সেই-জন্যই কোন সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"তুমি ব্রহ্ম বল যাঁ'রে।
আমি মাতৃভাবে বলি কালী তাঁ'রে॥"

মহাভাগবত, দেবীভাগবত, দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণাদির মতেও শক্তিকে ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবার কারণ আছে। অনেক তন্ত্রমতেও শক্তি ব্রহ্ম। শ্রুতি বেদান্তাদি মতে ব্রহ্মই আত্মা।৭।

আমি শক্তি। আমি আকার নই, আমি রূপ নই। আমি নিরাকার। যতক্ষণ আমি দেহবিশিষ্ট ততক্ষণ আমিই সাকার।

আমি শক্তি। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণসকল মতে শক্তিশব্দ স্ত্রীলিঙ্গবাচক বলিয়া আমি স্ত্রীলোক নই। শক্তিশব্দ স্ত্রীলিঙ্গবাচক বলিয়া কেবল সমস্ত স্ত্রীলোককেই শক্তি বলিতে পার না। স্ত্রীলোকেরাও শক্তি, পুরুষেরাও শক্তি। প্রত্যেক জীবও শক্তি, প্রত্যেক জন্তুও শক্তি।

আমি শক্তি, তুমি শক্তি, প্রত্যেক জীবজন্তু শক্তি। যত জীব তত শক্তি, যত জন্তু তত শক্তি।

আমি শক্তি। শক্তি পুরুষ প্রকৃতি নয়। সুতরাং আমিও পুরুষ-প্রকৃতি নই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমি একটী শক্তি। আমি পুরুষও নই, আমি প্রকৃতিও নই। দেহানুসারে শক্তির পুরুষপ্রকৃতিত্ব। সেইজন্য শক্তির দেহানুসারে পুরুষপ্রকৃতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। কোন বিশেষ চিহ্নসমন্বিত দেহবিশিষ্ট যে শক্তি, তাহাকে পুরুষ বলা হয়। সেই বিশেষ চিহ্নের বিপরীত কোন চিহ্নসমন্বিত দেহবিশিষ্ট যে শক্তি, তাহাকে প্রকৃতি বলা হয়। পুরুষ-প্রকৃতি শরীরীনী শক্তির দ্বিপ্রকার উপাধি মাত্র।

পুরুষ-প্রকৃতি উভয়ই শক্তি হইলেও শক্তি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গবাচক বলিয়া কোন কোন মতে কেবলমাত্র স্ত্রীলোককে বা প্রকৃতিকে শক্তি বলা হয়। শক্তি কি যিনি জানেন, তিনি শক্তিকে পুরুষও বলেন না, প্রকৃতিও বলেন না। শক্তির স্বরূপতত্ত্বজ্ঞের পক্ষে অপুরুষ, অপ্রকৃতি।

আমি মূল শক্তি। আমার অনেক শাখা প্রশাখা শক্তিসকল আছে। সে সকল শক্তি আমার বিভিন্ন বিকাশ সকল হইলেও সে সমস্তকে একপ্রকার বলিয়া বোধ হয় না। এক বৃক্ষ। তাহার শাখা, প্রশাখা, ফল, ফুল ও পত্র সকল তাহারই বিভিন্ন বিকাশ। অস্থি, মাংস, শোণিত ও নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই দেহের বিভিন্ন বিকাশ। ঐ প্রকারে আমি-শক্তিরও বিবিধ প্রকার বিকাশ আছে।৮।

কয়েকখানি উপনিষদ্ ও বেদান্তানুসারে নিত্য যাহা, তাহা সত্য। নিত্যের বিপরীত অনিত্য। সেইজন্য অদ্বৈতমতানুসারে অনিত্যকে অসত্য বলিতে হয়। অদ্বৈতমতানুসারে অসত্যকে অবিদ্যার অন্তর্গত বলা হইয়া থাকে।

একই পৃথিবীর কোন স্থলে উর্ব্বরা শক্তি এবং কোন স্থলে বা অনুর্ব্বরা শক্তি নিহিত আছে। একই মায়ার বিদ্যা এবং অবিদ্যানাম্নী দ্বিপ্রকার বিকাশ আছে।৯।

তুমি নিজে সাকারনিরাকার। তোমার ক্ষুধা শক্তি নিরাকারা। অথচ স্থূল জড় খাদ্য দ্বারা তুমি পরিতৃপ্ত হও। স্থূল জড় পুষ্পচন্দন

প্রভৃতি দ্বারা সাকারনিরাকার ভগবানের উপাসনা করিলেও তিনি সন্তুষ্ট হন।

তোমার চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তি আছে। চক্ষু আকার। সেই চক্ষুবিশিষ্ট দৃষ্টিশক্তি। সেইজন্য সেই দৃষ্টিশক্তিও সাকারা। হস্তে যে শক্তি আছে, তাহা হস্তবিশিষ্টা। সেইজন্য সেই শক্তিও সাকারা। পদে যে শক্তি আছে, সেই শক্তিবিশিষ্ট পদ, সেইজন্য পদস্থ শক্তিও সাকারা। ঐ প্রকারে দেহের যে যে অংশে যে যে শক্তি আছে সেই সেই দৈহিক শক্তিও সাকারা। কারণ সেই সেই শক্তি দৈহিক। সেই সেই শক্তি অঙ্গবিশিষ্ট।১০।

আদ্যাশক্তি পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন। আদ্যাশক্তি প্রকৃতি নহেন। সেইজন্য তাঁহার ধব অর্থাৎ পতি নাই বলিতে হয়। তিনি চিরকালই বিধবা। তাঁহার পতি কখন হয় নাই এবং কখনও হইবে না বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।১১।

কালী শক্তি সাকারা নিরাকারা। তাঁহার মূর্ত্তি শক্তিমতী। তাহা সাকারও নহে, নিরাকারও নহে। তাহা আকারা।১২।

গাঢ় নিদ্রাবস্থা অস্তি নাস্তির পরাবস্থা। সে অবস্থায়, নিজের, সৃষ্টির ও স্রষ্টার অস্তিত্ব বোধ থাকে না। সামান্য নিদ্রায় যদ্যপি অস্তি নাস্তির পরাবস্থা হয় তাহা হইলে ঐ অবস্থাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠাবস্থা কি প্রকারে বলিব?

জীব যদ্যপি নিদ্রাতে, মহানিদ্রাতে, দীর্ঘ নিদ্রাতে বা মৃত্যুতে নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয় হইতে পারে তাহা হইলে ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলিলে তিনি কি বাড়িবেন? ঐ প্রকার বলায় কি তোমার মতে তাঁহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হইবে? ১৩।

নিদ্রিতাবস্থায় আমি নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় হইলে আমি শক্তিমান ও আমি-আছি-বোধ শক্তি অভেদ হয়। সে অবস্থায় আমি-জ্ঞাতা, আমি-জ্ঞেয় ও আমি আছি এবম্বপ্রকার বোধক জ্ঞান শক্তি অভেদ হয়। সেই অবস্থাই অদ্বৈতাবস্থা। সে অবস্থায় আমার জ্ঞান অব্যক্ত থাকে। সেইজন্য সে অবস্থা জ্ঞানগোচর নয়। অদ্বৈতাবস্থা হয়। কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞান কাহারও হইতে পারে না ইহাই শাস্ত্রদেবের মত।

নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় আমি বাক্যমনের অগোচর। নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়াবস্থা জ্ঞানের অগোচর। আমি নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নিদ্রিতাবস্থা ও যোগনিদ্রাবস্থায় হই।

আমি প্রত্যহ যে নিদ্রায় নিদ্রিত হই, সে নিদ্রা ভঙ্গ করা যায়। যোগনিদ্রারও জাগরণ আছে। কিন্তু সে নিদ্রা হইতে সহজে জাগ্রত করা যায় না। মহাযোগনিদ্রায় জাগরণ নাই। মহাযোগনিদ্রার অপর নাম নির্ব্বাণ দেওয়া যাইতে পারে। ১৪।

জন্মান্ধ ব্যক্তি নিকটস্থ পুষ্পোদ্যানের পুষ্পনিচয়ের সৌরভ আঘ্রাণ করে। অথচ সে পুষ্প দেখিতে পায় না বলিয়া কি সে সাকার পুষ্পের সৌরভাঘ্রাণ করে না? ঐ পুষ্পের সৌরভ আঘ্রাণের ন্যায় নিরাকার উপলব্ধি। নিরাকাররূপে যাহা উপলব্ধি করা যায় তাহা সাকারের শক্তি মাত্র।

শক্তিমান সাকার। শক্তি নিরাকার। সুগন্ধ কুসুম সাকার। তাহার সৌরভ নিরাকার। ব্রহ্ম সাকার, তাহার শক্তি নিরাকার। ১৫।

বাৎসল্য কি, তাহা কেহই বাক্যে প্রকাশ করিতে পারে না। এরূপ কোন সামগ্রী নাই, যাহার স্বরূপ বাক্যে প্রকাশ করা যায়। কোন জড় পদার্থের স্বরূপই বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। তবে অজড় অপ্রকৃতি ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকারে বাক্যে প্রকাশ করিবে? কোন মানসিক বা অন্য কোন প্রকার শক্তিই বাক্যে

প্রকাশ করা যায় না। বাক্যে প্রত্যেক পদার্থের স্বরূপের আভাস মাত্র দেওয়া যায়। বাক্যে ব্রহ্মের স্বরূপেরও আভাস মাত্র দেওয়া যায় ইহাই অনেক ব্রহ্মবাদীর মত। ১৬।

এক ব্যক্তির মৃত্যুর নাম দেহত্যাগ। মৃত্যুর নাম দেহত্যাগ স্বীকৃত না হইলে সে ব্যক্তি নূতন দেহবিশিষ্ট কি প্রকারে হইবে কিম্বা কোন লোকে বা কোন প্রকার নরকে কি প্রকারে গমন করিবে? এক ব্যক্তির মৃত্যু অর্থে তাহার নাশ স্বীকার করিলে তদন্তে তাহার অস্তিত্ব থাকে স্বীকার করা হয় না। তুমি জন্মগ্রহণ একবারই করিয়াছ। একদেহ তোমার নিয়ত থাকে না। তুমি বারে বারে নূতন দেহবিশিষ্ট হও। অনেকের মতে এক এক বার নূতন দেহবিশিষ্ট হওয়াকে এক এক জন্ম বলিয়া পরিগণিত করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক নূতন দেহ ধারণ সময়ে জীবের নূতন জন্ম হয় না। যেরূপ কোন ব্যক্তি এক গৃহ পরিত্যাগে অপর গৃহে প্রবেশ করে তদ্রূপ জীব এক দেহ পরিত্যাগে অপর দেহবিশিষ্ট হয়। ঐ প্রকার দেহবিশিষ্ট হইলে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় স্বীকার করা যায় না। জীবের বারম্বার বহু দেহ পরিগ্রহ জীবের বারম্বার জন্ম নহে। তুমি নানা সময়ে নানাগৃহে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার কর্ম্ম করিলে তুমি কি দেহের নানাত্বের ন্যায় নানা প্রকার হইয়া থাক? ঐ প্রকারে জীব নানা প্রকার দেহবিশিষ্ট হইলেও সে নানা প্রকার হয় না।

জীবের নাশই জীবের নির্ব্বাণ। সমস্ত পাপপুণ্যের ক্ষয় ব্যতীত জীবের নির্ব্বাণ হয় না। একবার দেহধারণে জীবাত্মার সমস্ত পাপপুণ্য ক্ষয় হয় না। সেইজন্য জীবকে বারম্বার দেহ ধারণ করিতে হয়। ১৭।

অগ্নির যেমন দাহিকাশক্তি আছে তদ্রূপ আত্মারও জ্ঞান শক্তি আছে!

জলের শীতলতা শক্তি! অগ্নি সংস্পর্শে জল উষ্ণ হয়। তখন জলের শীতলতা শক্তি অব্যক্ত হয়। তখন জলে অগ্নির শক্তি প্রকাশিত থাকে। আত্মার জ্ঞান শক্তি। অনাত্মা সংস্রবে আত্মাতে অনাত্মার শক্তি অজ্ঞান সঞ্চারিত হয়। তখন আত্মাতে জ্ঞান অব্যক্ত ভাবে থাকে। সে অবস্থাতেও আত্মা হইতে জ্ঞানের লোপ হয় না ১৮।

শ্রীশ্রীদোল।

আজি কি আনন্দ হে শ্রীবৃন্দাবন বিপিনে,
সেজেছে নবীন সাজে তরুলতাগণে,
কিশোরী কিশোর সনে
ব'সেছেন একাসনে,
দুলিছেন দুঁহুকর দুঁহুকরে বাঁধি
দুঁহ আঁখি দুঁহ পানে চাহে নিরবধি॥

আনন্দে হেরিছে ঐ যত সখিগণ,
রাধাকৃষ্ণ একাসনে মধুর মিলন,
আবির কুঙ্কুম কত
মারিতেছে অবিরত,
আবিরেতে মাখামাখি কিশোর কিশোরী,
আহা কি অতুল শোভা মরি মরি মরি।

৩

কেহ বা পিচকারী মারে কিশোরের গায়,
কেহ বা নাচিয়ে রাধাকৃষ্ণগুণ গায়,
কেহ দিয়ে করতালী
জয় রাধা গোবিন্দ বলি
আনন্দে দোঁহার মুখ করে নিরীক্ষণ,
কেহ বা করিছে কভু চামর ব্যজন।

৪

কেহ বা আবর আনে অগুরু চন্দন,
কেহ বা গাঁথিছে মালা করিয়ে যতন,
কেহ নানাবিধ ফুলে
সাজাইছে শ্রীযুগলে,
কেহ বা তাম্বুল দেয় সুবাসিত জল,
কেহ বা প্রেমেতে মুগ্ধ আঁখি ছল ছল।

৫

সখীগণ প্রাণে আজ আনন্দ অপার,
আবির-রঞ্জিত বস্ত্র হয়েছে সবার,
শ্রীবৃন্দা বিপিনে আজ
পড়েছে নূতন সাজ,
আবিরে হয়েছে লাল যমুনার জল,
নাচিছে যমুনা প্রেমে হইয়ে বিহ্বল।

৬

উঠিছে আনন্দ ধ্বনি বৃন্দাবন ভরি,
আনন্দে নাচিছে কত ময়ূর ময়ূরী;
শুকসারী ডালে বসি
মিলন-আনন্দে ভাসি,
রাধাকৃষ্ণগুণগান করিছে কীর্ত্তন,
স্থাবরজঙ্গম সবে আনন্দে মগন।

৭

আজি কত আনন্দিত ব্রজবাসিগণ,
রাধাকৃষ্ণ গুণগানে সবে নিমগন;
ব্রজকুল-বধূ যত
তারা কত প্রফুল্লিত
হেরিতে শ্রীদোল-লীলা করিছে গমন,
লইছে আবির কত সুগন্ধ চন্দন।

৮

স্বর্গের দেবতা যত আনন্দে বিভোর
হেরিছে শ্রীদোল-লীলা দিব্যমনোহর,
করে পুষ্প বরিষণ
গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ,
আনন্দে নাচিছে ঐ স্বর্গের নর্ত্তকী,
ত্রিভুবন আনন্দিত দিব্য শোভা দেখি।

৯

চতুর ভকত আজি হৃদি-বৃন্দাবনে
বসা'য়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণ হৃদয়-আসনে,
সাজায়ে মোহন সাজে
দোলাইছে হৃদি মাঝে,
যে দোল খেলিছে ঐ শুদ্ধ ভক্তগণ
তাহা দিব্য প্রাণারাম শান্তির কারণ।

১০

চল সখি! ত্বরা করি সেই বৃন্দাবনে
যেথায় দুলিছে প্যারী শ্রীকৃষ্ণের সনে,
আবির কুঙ্কুম ল'য়ে
দিব সেই রাঙ্গা পায়ে,
হেরিব যুগল শোভা যুগল নয়নে,
"জয় রাধা গোবিন্দ জয়" গা'ব একতানে

কাঙ্গাল—
বিনয়।

শ্রীমীরাবাই।

মারোয়ার প্রদেশের অন্তর্গত মেরতা গ্রামবাসী এক রাঠোর বংশীয় সামন্তের কন্যা-রূপে মীরাবাই জগতে আগমন করেন। ইনি অপূর্ব্ব রূপবতী ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই ইহাঁর অদ্ভুত রূপলাবণ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁর সুমধুর কণ্ঠ হরিগুণগানে মানবজগৎকে উন্মত্ত করিতে আরম্ভ করে। কেন না হইবে? একে অসামান্য রূপবতী, কলকণ্ঠি, তাহার উপর হরিনাম সুধা।

বাল্যকালে ইনি ফুল বড় ভাল বাসিতেন। চন্দন-চর্চ্চিত সুন্দর অঙ্গে সুবাসিত কুসুম মালায় সাজিয়া সঙ্গিনিগণের মধ্যে বসিয়া মীরা যখন মধুর তানে প্রেমময়ের প্রেমলীলা গানে আত্মহারা হইতেন তখন প্রকৃতি দেবী স্তম্ভিত হইতেন—এই অপূর্ব্ব দৃশ্য কালিন্দীকূলের মহাভাবময়ীর রসলীলা স্মরণ করাইয়া দিত। বনকুসুম অজানিত নিবিড় কাননে প্রস্ফুটিত হইলে কি হয় সৌরভ লুকাইবার যো নাই—ভক্ত মধুকরকুল সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া শ্রবণ ও নয়ন সার্থক করিবার জন্য দলে দলে এই মেরতা কাননের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। শুধু ভক্তমধুকর কেন? মীরার অলৌকিক রূপ ও সুমধুর কণ্ঠ যেন তৎকালে ভারতের সমগ্র মানবসমাজকে আকর্ষণ করিতে লাগিল—সকলেই যেন পৃথিবীতে অমরাবতী দর্শনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মীরার অপার্থিব গুণ-সৌরভ ক্রমে চিতোরের যুবরাজ রাণাকুম্ভের নিকট উপস্থিত হইল।

যুবরাজ নিজে সঙ্গীত বিশারদ ও কবি ছিলেন। সুতরাং মীরার যশ-সৌরভে তাঁহাকে অধিক ব্যাকুল করিয়া তুলিল; তিনি ছদ্মবেশে সেই সামন্তকন্যার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং মীরার অপূর্ব্বরূপ মাধুরী দর্শনে ও গন্ধর্ব্বনিন্দিত সঙ্গীত-লহরী শ্রবণে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন। এখন মীরাও বয়স্থা হইয়াছেন সুতরাং চিতোরাধিপতি তাঁহার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মীরা ও তাঁহার পিতা উভয়ের নিকটই মনোভাব প্রকাশ করিয়া এই অপূর্ব্ব রত্নকে পত্নীরূপে প্রার্থনা করিলেন।

মীরার জনক একজন সাধারণ সামন্ত সুতরাং চিতোররাজের প্রস্তাবে আপনাকে পরম ভাগ্যবান মনে করিয়া মীরাকে কুম্ভের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মীরা দেবীও পিতৃবাসনা তরঙ্গে ক্ষুদ্র জীবনতরণী ভাসাইয়া দিলেন।

মীরা রাজমহিষী হইলেন বটে কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীর মত সচ্চিদানন্দ আকাশে মুক্ত পক্ষে বিচরণ করিবার জন্য তাহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল; অতুল ঐশ্বর্য্য—প্রভূত সম্মান—বহুসংখ্যক দাস দাসী—সবই যেন তাঁহার বিষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মীরা সত্বরেই পীড়িত হইয়া পড়িলেন। রাণা মীরার পীড়ার কারণ অনুভব করিলেন এবং মীরার মনকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য তাঁহাকে কবিতা রচনা করিতে শিখাইলেন। মীরা কথঞ্চিত সুস্থ হইয়া কুলদেবতা শ্রীবালগোপালের লীলাকাহিনী অবলম্বনে সুমধুর কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন—জয়দেব রচিত শ্রীগীতগোবিন্দের একখানি টীকা লিখিলেন; কিন্তু কিছুতেই যেন তাঁহার প্রাণের উৎকট পিপাসার পূর্ণশান্তি হইল না—মনের অসুখ যেন সম্পূর্ণ দূর হইল না। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামীর নিকট বলিয়া ফেলিলেন,—"মহারাণা, আমার প্রাণের ইচ্ছা আমি স্বাধীনভাবে মুক্ত-

কণ্ঠে দিবা নিশি হরিগুণ গান করি। সংসারের সকল লোকের জন্যই আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়।"

বিষয়সাগরগর্ভস্থ মহারাণা রাজমহিষীর ঈদৃশ বাসনা শ্রবণে প্রথমে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু মীরার শরীর ও মনের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে লাগিল দেখিয়া অন্তঃপুর মধ্যে শ্রীবালগোপালের এক বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া তথায় মীরাকে প্রকাশ্যভাবে হরিগুণগানে প্রাণের পিপাসা মিটাইবার আদেশ দিলেন। ক্রমে মীরার আদেশে মন্দির-প্রাঙ্গনে বৈষ্ণবগণের সমাবেশ হইতে লাগিল; হরি সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চরোল উঠিয়া গোলোক স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিল মীরাদেবীও আত্মবিস্মৃত হইয়া সাধারণ মানবীর ন্যায় সমাগত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে মিশিয়া সুমধুর হরিকীর্ত্তনে যোগ দিয়া অমৃত পান করিতে লাগিলেন। মোহমুগ্ধ মহারাণা ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না,—চিতোরের মহারাণার অঙ্কলক্ষ্মী প্রকাশ্য জনসমাজে সাধারণ মানবীর ন্যায় সাধারণ বৈষ্ণব সঙ্গে নৃত্যগীতে উন্মত্তা! —রাণা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ক্রমে মীরার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া রাণা পুনরায় বিবাহ করিয়া মীরাকে পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিলেন। মীরাকে বলিলেন,—"দেখ মহিষী তুমি দিবারাত্র হরিসঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত, আমি আবার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি, তুমি কি বল? মীরা আনন্দিত মনে সম্মতি দিলেন। মীরার চরিত্রে রাণার আরও সন্দেহ হইল; দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের অসহ্য যন্ত্রণায় প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। রাত্রিকালে রাণা স্বপ্ন দেখিলেন চিতোরের রাজকুলদেবতা বলিতেছেন "রাজন্ মীরা কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী, পরমসতী, ভক্তির সজীব নিঝরিণী।"

নিদ্রাভঙ্গের পর রাণা আপনাকে ধিক্কার দিয়া যথেষ্ট অনুতাপ করিলেন এবং সেই দিন হইতে মীরার স্বেচ্ছাচারে বিন্দুমাত্রও বাধা দিলেন না। কিন্তু ভগবদর্পিত মীরাদেহে তাঁহার পার্থিব ভোগ-বাসনা পূর্ণ হইবে না ভাবিয়া ঝালবার রাজকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য আনয়ন করিলেন। এই বালিকাটি পূর্ব্বেই মন্দর রাজকুমারকে প্রাণসমর্পণ করিয়াছিলেন —উভয়েই উভয়ের প্রণয়াকৃষ্ট সুতরাং রাণা উক্ত রাজকুমারীকে বলপূর্ব্বক আনিয়া স্বীয় অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

এদিকে মীরার অন্তঃপুর বৈষ্ণবগণের পক্ষে অবারিত দ্বার। বলপূর্ব্বক প্রণয়িনীর অপহরণে মন্দর রাজকুমার মৃতবৎ হইয়া জন্মের মত একবার সেই রাজকুমারীকে দর্শন জন্য রাজমহিষী মীরার শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা করিলেন; তিনি বৈষ্ণববেশে রাজ-অন্তপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক মীরার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং মীরাদেবী তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন স্বীকার করিলে পর তবে সেবা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক মীরাদেবীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার প্রাণের প্রিয়-মূর্ত্তিটী একবার দেখিতে চাহিলেন। রাজকুমারের অবস্থা দর্শনে স্নেহ ও দয়ায় পরম ভক্তিমতী মীরাদেবীর কোমল প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি রাজ-অন্তপুরের গুপ্ত দ্বার খুলিয়া রাজকুমারকে সঙ্গে করিয়া সেই কুমারীর নিকট চলিলেন। এদিকে মহারাণা সমস্ত ব্যাপার অবগত হওয়ায় তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। মহারাণা মীরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহিষী! গুপ্ত দ্বার কে খুলিল?" মীরাদেবী নির্ভয়ে সরলভাবে উত্তর করিলেন "আমি, মহারাজ! বলপূর্ব্বক কি প্রেমলাভ হয়? পরাসক্ত রমণীকে আবদ্ধ করিয়া ফল কি?" রাণা ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন "অন্তঃপুরের গুপ্তদ্বার খুলিলে কি শাস্তি হয় জান?" মীরা বলিলেন "মহারাজ ক্ষমা করিবেন কিন্তু শিশোদীয় কুলে কলঙ্ক আমার অসহ্য।" মহারাণা মীরাদেবীকে দৈহিক

কোন দণ্ড না দিয়া অত্যন্ত ভৎসনা করিয়া রাজবাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু মীরার গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাজভবন নিরানন্দময় ভীষণ শ্মশান হইয়া উঠিল। মহারাণার আবার চৈতন্য হইল—ভ্রম বুঝিলেন ; মীরাকে গৃহে আনিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। অভিমানশূন্যা সরলা মীরাদেবী আবার করযোড়ে পতি-পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন।

রাণা সজল-নয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সতীকুলরত্ন মীরাদেবী অমনি পতিপদতলে লুণ্ঠিত হইয়া করযোড়ে বলিলেন "মহারাজ! আমি আপনার পদাশ্রিতা দাসী ; আমাকে অপরাধিনী করিবেন না।" একটু স্থির হইয়া রাণা কহিলেন "দেখ মহিষী, আজ হইতে তুমি গোবিন্দজীর (বালগোপালের) শ্রীমন্দিরে ও চিতোরের প্রকাশ্য রাজপথে প্রাণ ভরিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ কর—দেখি ইহাতে আমার অপরাধের মোচন হয় কি না—দেখি প্রাণে শান্তি পাই কি না। মীরার বাসনা পূর্ণ হইল ; স্বচ্ছন্দমনে শ্রীহরিদাসগণের সঙ্গে স্বাধীনভাবে সঙ্কীর্তনযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। চিতোরনগরী শ্রীগোলোক-ধামে পরিণত হইল।

একদিন আকবর বাদসাহ মীরার কীর্ত্তি-কাহিনীতে আকৃষ্ট হইয়া সঙ্গীত-বিশারদ তানসেনের সঙ্গে মীরার সঙ্গীত-সুধা পান করিবার জন্য ছদ্মবেশে আগমন করিলেন এবং মীরাদেবীর অপার্থিব আশ্চর্য্য সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। দিল্লীর সম্রাট ছদ্মবেশে আসিলেও অচিরেই সমস্ত রাজধানীতে এই সংবাদ প্রচারিত হইল। কুম্ভের বৃদ্ধ জনকজননী বড়ই অপমান ও লজ্জা বোধ করিয়া অন্তঃপুরে সাধুবৈষ্ণবের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিলেন এবং রাজবধুর ধৃষ্টতায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র প্রহারে ও বিষ প্রয়োগে মীরাদেবীর প্রাণনাশের ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু সাধ্য কি শ্রীভগবানের প্রিয় দাস-দাসীর জীবন গ্রহণ করে? সকল উপায়ই ব্যর্থ হইল, মীরার জীবন কেহই নষ্ট করিতে পারিল না। রাণাকুম্ভের মন আবার সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল—মীরার চরিত্র সম্বন্ধে আবার তাঁহার ঘোর সংশয় উপস্থিত হইল—প্রাণে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। এদিকে মীরার রূপরাশি ও গুণাবলী তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। মনোমধ্যে বহু আন্দোলনের পর বলপূর্ব্বক মীরার প্রীতি বিস্মৃত হইয়া রাণা স্থির করিলেন মীরাকে জন্মের মত বিদায় করিবেন কিন্তু রাজভবন হইতে বিতাড়িত করিলেও মীরার সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস স্রোত বন্ধ হইবে না এই ভাবিয়া মীরার এ মর্ত্তলোক পরিত্যাগ ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই বুঝিয়া একখানি পত্র লিখিয়া লোক দ্বারা মীরাকে দিলেন। পত্রে লিখিলেন "মীরা! তোমার জন্য আমি দিবানিশি অসহ্য অশান্তি ভোগ করিতেছি। তুমি রাত্রিতে নদী-গর্ভে প্রাণত্যাগ কর তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। মীরার চরিত্রে কুম্ভের সংশয় হইলেও তাঁহার অচল বিশ্বাস ছিল যে মীরা তাঁহার আজ্ঞা নিশ্চয়ই পালন করিবে। পত্র পাইয়া মীরা স্বামীর সহিত একবার মাত্র দর্শন বাসনা করিলেন কিন্তু পত্রবাহকের নিকট শুনিলেন স্বামীর সে আদেশ নাই। অগত্যা পতিপরায়ণা শ্রীহরি-কিঙ্করী গভীর নিশীথে উঠিয়া প্রাণের প্রাণ শ্রীগোবিন্দজীর চরণে জন্মের মত বিদায় লইয়া রাজভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক তরঙ্গসঙ্কুল স্রোতস্বতী নদীগর্ভে ঝাঁপ দিলেন আর তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া যেন নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন যে তিনি এক নবনীরদশ্যাম বনমালাবিভূষিত শিখী-পুচ্ছধারী কুণ্ডলকর্ণ গোপ-বালকের ক্রোড়ে শায়িত। গোপাল বলিতেছেন "মীরা, প্রাণাধিকে! যথেষ্ট হইয়াছে—জীবদেহে যথেষ্ট

কষ্ট পাইয়াছ—পতিভক্তিরও চরম পরীক্ষা দিয়াছ—আর কেন? এ জীবন কি তোমার না তোমার পতির? তাই তুমি পরিত্যাগ করিবে? এ জীবন যে ব্রজেশ্বরীর সম্পত্তি! এ বাসনা পরিত্যাগ কর। সংসার মরুভূমিতে দগ্ধীভূত জীবকুলকে তোমার মধুকণ্ঠ-নিঃসৃত হরিনাম-সুধা দান করিয়া শীতল কর। যে কার্য্যের জন্য তুমি এ জগতে আসিয়াছ তাহা যে এখনও সমাধা হয় নাই। তুমি আর গৃহে যাইও না। আমার নিত্যলীলা-নিকেতন কালিন্দীকূলে যাও। তথায় তোমার অনেক কাজ আছে"। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর মীরা দেখিলেন তিনি নদীর সৈকতপুলিনে; শ্রীগোবিন্দ অঙ্গস্পর্শন ও চন্দ্রবদনের মধুর বচন স্মরণ করিয়া মীরা অধীর হইলেন—নয়নজলে বুক ভাসিয়া গেল—কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণাদি সাত্বিক-ভূষণে রূপসার রূপরাশি অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শান্তভাব লাভ করিয়া ব্রজেশ্বরীর সাধের বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন। অপ্সরা-নিন্দিত রূপরাশি, চিতোরের রাজমহিষী, মুখে হরিনাম-সুধা, বাহুযুগল-উত্তোলিত, সঙ্গে গোপবালকবেশে শ্রীনন্দনন্দন পথপ্রদর্শক; মরি মরি কি অপরূপ রূপ!—কি অদ্ভুত দৃশ্য!!

ধর্ম্মপ্রাণ দর্শক মাত্রেই এই অমৃত সম্ভোগে ব্যাকুল হইয়া মীরাদেবীর সঙ্গী হইল—অল্পকাল মধ্যেই দেবী এই প্রেমতরঙ্গ লইয়া নিত্য-বৃন্দাবনের প্রেমসাগরে মিলিত হইলেন। ব্রজবাসীগণ মূর্ত্তিমতী দ্বিতীয় ব্রজেশ্বরীর উদয় সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কালিন্দী-কূলে শ্রীরাধাগোবিন্দের কেলি-নিকেতন দর্শনে মীরা-দেবীর প্রেমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; অশ্রুকম্পাদি প্রেম-বিকারে দেবীর বাহ্য-স্মৃতি লোপ হইয়া আসিল; এই নবীনা নব গোপীকা শ্রীবৃন্দাবনের গোপবালিকাবেষ্টীতা হইয়া ব্রজধামে যেন এক নবযুগের উদয় করিলেন।

এদিকে মহারাণাকুম্ভের আবার চমক ভাঙ্গিল; রাজলক্ষ্মীকে রাজসিংহাসনে আনিবার জন্য আবার লোক পাঠাইলেন; কিন্তু এবারে আর ফল হইল না। গোলোকবিহারীর শ্রীঅঙ্গস্পর্শে মীরাদেবীর ভৌম দেহ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পৃথিবীর রাণাকুম্ভের সমস্ত অধিকার লোপ হইয়াছে। দূতগণ দেখিলেন মীরার দেহ যেন প্রতপ্ত অগ্নিশিখা—অসহ্য তাপ বিকীর্ণ করিতেছে। মীরার বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়। অগত্যা দূতগণ ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সবিশেষ সংবাদ দিলেন। রাজার আবার চৈতন্য হইল; তিনি বুঝিলেন তাঁহার মহিষী মীরা তাঁহার নহেন, গোলোকের সম্পত্তি। নিত্য-বৃন্দাবনে নিত্যানন্দময়ীকে পুনরায় লাভ করিবার জন্য ছদ্মবেশে ব্রজধামে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবন-প্রাপ্তির নব অনুরাগ কিছু শান্তভাব ধারণ করিলে মীরাদেবীর ক্রমে বাহ্য-চৈতন্য প্রকাশিত হইল। তখন মহারাণাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া আবার অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই একত্রে কিছুকাল ব্রজধামে বাস করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমমাধুরী সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। মহা-রাণার সকাতর প্রার্থনায় মীরাদেবী আরও এক-বার চিতোরনগরীতে পদার্পণ করিয়া নগরবাসি-গণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন কিন্তু রাজ-সংসারে তিনি আর স্থায়ী হইতে পারিলেন না। ভারতে শ্রীভগবানের লীলাভূমি সকল দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। চিতোরে অবস্থান কালে রাজকুলদেবতা গোবিন্দজীউর শ্রীচরণ সেবা করিয়া প্রাণের পিপাসার শান্তি করিতেন। সমগ্র ভারতভূমি মীরাদেবীর চন্দ্রবদন-নিসৃত অমৃতময়ী হরিনাম গাথায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়-

পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎ কাহিনীও অপূর্ব্ব মধুরতায় পূর্ণ। গোস্বামী প্রভু পরমবিরক্ত, বিজনবাসী। মীরাদেবী তাঁহার সন্ধান পাইয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া সংবাদ পাঠাইলেন। গোস্বামী প্রভু প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন "আমি পুরুষ, গৃহত্যাগী বৈরাগী। নির্জ্জন বাসই আমার সাধনার অন্তর্গত। স্ত্রীলোকের সহিত আমি আলাপ করি না, সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্ভাবনা নাই।" মীরা দেবী শুনিয়া একটু হাসিলেন এবং আবার লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন "গোস্বামী প্রভুর মুখে একটী নূতন কথা শুনিলাম। শ্রীবৃন্দাবনে এক বৃন্দাবনচন্দ্রই পুরুষ, আর সবই তো প্রকৃতি ইহাই আমার ধারণা ছিল কিন্তু আজ নূতন কথা শুনিলাম। শ্রীরাসমণ্ডলীতে পুরুষ কোকিল, পুরুষ ভ্রমর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না—পুরুষ অভিমানী গোস্বামী প্রভু কি প্রকারে এ স্থানে প্রবেশ লাভ করিলেন? শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর প্রিয় সখী ললিতা-সুন্দরী জানিতে পারিলে প্রমাদ উপস্থিত হইবে।"

এত দিন শুনি নাহি শ্রীমন্ বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে॥
পুরুষ কোকিল ভ্রমরাদি যে অগম্য।
তেঁহ যে আইলা হেথা নাহি বুঝি মর্ম্ম॥
প্যারীজীর প্রিয় সখী ললিতা জানিলে।
কেমনে রহিবে তেঁহ অন্তঃপুর স্থলে॥

প্রহেলিকা শুনিয়া গোস্বামী প্রভুর চৈতন্য হইল—তিনি বুঝিলেন কোন্ রমণীকে তিনি দর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। গোস্বামী লজ্জিত হইয়া সসম্ভ্রমে দেবীর সহিত সাক্ষাৎ বাসনা করিলেন। দেবী আগমন করিলেন। উভয়ের দর্শনে উভয়েই বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য। গোপী-উদ্দীপনে গোস্বামীর যেন পূর্ব্বজন্মস্মৃতির উদয় হইয়া প্রেমাবেশে বিবশ হইলেন। দেবীও ব্রজেশ্বরীর অদ্ভুত পুরুষদেহে শ্রীনবদ্বীপ লীলার প্রিয়পার্ষদ পুরুষরূপী অন্তরঙ্গা সখার সন্দর্শনে প্রেম-পুলকে বিভোরা হইলেন। ক্ষণকাল পরে বাহ্য-চৈতন্যলাভ করিয়া উভয়ে একত্রে শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগল-প্রেমরস প্রসঙ্গে পরমানন্দ উপভোগ করিয়া দেবী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যের প্রেমবন্যায় যখন জগৎ প্লাবিত প্রায় তখন দেবীও সেই প্রেমবারিধির একটী প্রবল তরঙ্গরূপে মোহদগ্ধ চিতোরাদি প্রদেশ সকলকে সুস্নিগ্ধ, সুশীতল করিয়া নিত্যধামে গমনে উদ্যত হইলেন। শ্রীদ্বারকাধামে দ্বারকা-পতির শ্রীমূর্ত্তি দর্শনকালে শ্রীমদনমোহন-বিগ্রহ দুই হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক মীরাদেবীকে আলিঙ্গন বাসনায় আহ্বান করিয়া কহিলেন "আয় মীরা আয়।" অমনি দেবী মূর্চ্ছিত হইয়া শ্রীমূর্ত্তির চরণতলে পতিত হইয়া মহাসমাধি অবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন পূর্ব্বক নিত্যলীলায় যোগ দিলেন। (১)।

মীরাদেবীর অসংখ্য অমৃতময়ী ভক্তিগাথা ভূলোকে বর্ত্তমান। তাহার মধ্যে কতকগুলি দোঁহা নামে খ্যাত; সেই সমস্ত অমূল্য রত্নগুলি কণ্ঠে ধারণ করিবার সৌভাগ্য এই অধম লেখকের হয় নাই কেবল একটি মাত্র উল্লেখ করিয়া ধন্য হইতেছি।

(১) শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ও "বিশ্বকোষ" অবলম্বনে লিখিত। ঐ দুই গ্রন্থের মধ্যে মতভেদ স্থলে শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থেরই মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে। লেখক।

নিত্ নাহ্‌-নে সে হরি মিলে তো
জলজন্তু হোই
ফল্‌মূল্ খাকে হরি মিলে তো
বাহুর্ বাঁদরাই ॥
পত্থর্ পূজকে হরি মিলে তো
মায় পূজে পাহাড় । (১)
তুল্‌সী পূজকে হরি মিলে তো
মায় পূজে উস্‌কা ঝাড় ॥ (১)
তিরণ ভখন্‌সে হরি মিলে তো
বহুৎ মৃগী অজা ।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো
বহুৎ রহে হ্যায় খোজা ॥
দুধপিকে হরি মিলে তো
বহুৎ বৎস বালা ।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে
নহি মিলে নন্দলালা

প্রেমময়ী প্রিয় সহচরী দেবী মীরা, আজ তুমি কোথায় ? মায়া মোহের অসহ্য-দাহনে যে সমগ্রজগৎ আবার দগ্ধপ্রায়। আবার কি তোমার সুকণ্ঠ-নিসৃত প্রেমসুধা বর্ষণে জগৎ শীতল হইবে না ? আর কি তোমাদের এ জগতে আসিবার সময় হয় নাই ? দেবি এ অকৃতী অধম ক্ষুদ্র লেখককে তোমার পদধূলি দাও—এই অতিক্ষুদ্র হৃদয়টুকুকে তোমার দেবতাযুগলের প্রেমতরঙ্গে মগ্ন করিয়া রাখ।

ভক্তিভিক্ষু—
শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

(১) অন্তরশূন্য, শ্রদ্ধাশূন্য, ভক্তিশূন্য পূজায় শ্রীভগবান প্রাপ্তি হয় না ইহাই মীরা দেবীর উদ্দেশ্য। শ্রীভগবানের পাষাণময় শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবৃন্দাবন বিলাস সহায়-ভূতা শ্রীবৃন্দাদেবীর বৃক্ষরূপের অর্চ্চনার কোন ফল হয় না মীরা দেবীর এরূপ মনোভাব নহে। —কুলদেবতা শ্রীমদনমোহনের—শ্রীবিগ্রহ সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

লেখক।

ওঁ রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

পরমেশ।

ওহে পরমেশ ! বিষম বিপাক
এ দুর্গম ভব পাথারে ;
সৃজি জীব সবে, পুনঃ লয়ে যাও
তোমারি শান্তির আগারে। ১

কৃপাময় তুমি, নিরাকারাকার
অচিন্ত্য সবার বিধাতঃ।
বিশ্বের রচনা, তোমারি ইচ্ছায়
সত্ত্বরজস্তম জড়িত। ২

পুরুষ প্রকৃতি, নিয়তি দেবতা
যত কিছু সব নেহারি,
বৈরাগ্য বিভূতি, ধরম করম
সকলিতো বিভো ! তোমারি। ৩

ভূধর কানন, যত কিছু আছে
কল্পনা স্বপন আকুতি,
সকলিতো তব, জগদীশ ভবে
অনন্ত তোমার শকতি। ৪

আমি যাহা করি, যে ইচ্ছার বলে
যে করম্ ফলে জগতে,
উৎপত্তি তাহার, তোমারি ইচ্ছায় (ক)
তবু কেন ভাবি মোহেতে। ৫

মোহ হেন তব, অপূর্ব্ব কৌশল
আমার চিন্তার বাহিরে,
যাহা করি তাই, ইচ্ছা তাহা তব
ভাবি সদা থাকি বিভোরে। ৬

গুণগ্রাহী যা'রা, তা'রা গুণ চায়
নির্গুণ তোমারি আদেশে,
আঁধার আলোক, জীবের সম্বল
তব পদাম্বুজ পরশে। ৭

শ্রীরমণীভূষণ শাস্ত্রি, বিদ্যারত্ন,
কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

(ক) শ্রীভগবানের সত্তায় সাধক যখন আপন সত্তা হারাইয়া ফেলেন অথবা শ্রীভগবানের শ্রীচরণে জীব যখন 'আত্মসমর্পণ করিতে ।সক্ষম হন তখন তিনি যাহাকিছু করেন তৎসমুদয়ই শ্রীভগবানের ইচ্ছা-সম্ভূত। এস্থলে লেখকেরও বোধ হয় সেই অভিপ্রায়। সম্পাদক।

ভক্তবীর কৈলাস চন্দ্র

ভক্ত, সাধক ও বাঙ্গলার প্রবীণ সাহিত্যিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ আর ইহলোকে নাই। ১৩২১ বাং ২৪শে পৌষ শুক্রবার রাত্রি ৭ঘটিকার সময় তিনি নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া জগজ্জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৫৭ বাং ১৮ই আষাঢ় তারিখে ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপাতী কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ত্রিপুরার মহারাজের সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কৈলাসচন্দ্র যখন কুমিল্লার গবর্ণমেণ্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি নিজে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া তাঁহাকে অল্প বয়সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং স্কুল ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ কৈলাসচন্দ্রের ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন কৈলাসচন্দ্র নিজে নিজে অধ্যয়ন করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের বিস্তৃত আলোচনা করা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে আমরা সংক্ষেপে তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সম্বন্ধে দুই একটী কথামাত্র উল্লেখ করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের কাহিনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব। কৈলাসচন্দ্র প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাঙ্গলাভাষায় পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিয়া মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট এবং ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল' মিত্র ইংরেজী ভাষায় পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে

বাঙ্গলার যে সকল কৃতী সন্তান মাতৃভাষায় ঐতিহাসিক সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করিয়া মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৈলাসচন্দ্র সিংহের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত "রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস", "সেনরাজগণ" "দারুব্রহ্ম" প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি বঙ্গদর্শন, ভারতী, বান্ধব, নব্যভারত, সাহিত্য, ঢাকা রিভিউ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যে চিরকাল স্থায়ী হইবে। "শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল," "বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিক," "উড়িষ্যার ইতিহাস," "ইউয়েন সাঙ্গের বাঙ্গলা ভ্রমণ," "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত," "টেবার্ণিয়ারের ভ্রমন বৃত্তান্ত," "শ্রীহট্টের তাম্র ফলক," "কাছার রাজবংশাবলী," "মণিপুরের বিবরণ," "চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব," "রাজতরঙ্গিনী," "কুচবিহারের রাজাদিগের ইতিহাস," "হলায়ুধ," "লিচ্ছিবি রাজগণ," "পালরাজগণ," "বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র," "দীপঙ্কর" প্রভৃতি প্রবন্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যে কৈলাসচন্দ্রের স্মৃতি চিরকাল জাগরূক রাখিবে।

কৈলাসচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে শাঙ্কর ভাষ্য, শ্রীধর স্বামীর টীকা, আনন্দগিরির টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ মূল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বাঙ্গলা অক্ষরে প্রকাশ করেন। "সাধকসঙ্গীত" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তিনি ৺রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, রামদুলাল নন্দী প্রভৃতি সাধকদিগের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত সমূহ বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দকে উপহার দিয়াছিলেন। কৈলাসচন্দ্র বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া তিনি এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই কিন্তু তিনি বাঙ্গলার ইতিহাসের যে সুবৃহৎ উপক্রমণিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মূল্যবান্ ও গবেষনা পরিপূর্ণ।

কৈলাসচন্দ্র অতি নির্ভীক ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা অতি প্রবল ছিল। তিনি শেষ বয়সে ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁহার ধর্ম্মমতের কোন ঠিকানা ছিল না। যখন তাঁহার বয়স ৪৯ কি ৫০ বৎসর তখন আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও ব্যাকুলতা জন্মে। এই সময়ে তিনি ৺ কাশীধামে গমন করেন। তাঁহার সোদরপ্রতিম খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশ চন্দ্র সিংহ এই সময়ে মানভূমে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কৈলাসচন্দ্র ৺কাশীধাম হইতে ফিরিয়া পুরুলিয়া আগমন করেন। পুরুলিয়া আসিয়া তিনি শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর প্রকাশ বাবু নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত ফেণী নামক স্থানে বদলী হন, এবং সেই সময়ে তিনিও ফেণী চলিয়া আইসেন। ফেণীতে কয়েক মাস অবস্থান করিয়া তিনি শ্যামাবিষয়ক অনেক সঙ্গীত এবং "কাঙ্গাল গীতা" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কয়েকমাস পর তিনি দেশে গমন করেন এবং তথায় কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পর কৈলাসচন্দ্র কুমিল্লায় আগমন করেন এবং কয়েকটী বন্ধুর নিকট শুনিলেন যে সদ্‌গুরুর কৃপালাভ না হইলে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ হয় না। তখন মহাপুরুষের কৃপালাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং 'হা গুরু'! 'কোথা গুরু'! বলিয়া দুই বৎসর কাল কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ান। তখন ঘটনাক্রমে ফেণীতে পরমারাধ্যতম যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত মহারাজের শিষ্য শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দত্ত

ডাক্তারের সহিত কৈলাস চন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার মুখে তিনি অনেক গুণানুবাদ শ্রবণ করেন। অতঃপর শারদীয়া পূজার সময় তিনি নিজ জন্মভূমি কালীকচ্ছ গ্রামে গমন করেন এবং তথায় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য নামক একটী ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইনি বারদীর ব্রহ্মচারী বাবার প্রশিষ্য। ইঁহার মুখেও কৈলাসচন্দ্র যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত মহারাজের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন। ত্রৈলোক্য বাবু, রামকৃষ্ণ-কথামৃত নামক গ্রন্থ খুলিয়া দেখাইলেন যে জ্ঞানানন্দদেবকে লক্ষ্য করিয়া পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন **"তুইও এসেছিস্, আমিও এসেছি"**। এই কথার যাথার্থ্য কৈলাসচন্দ্র ও ত্রৈলোক্য বাবু এই বুঝিয়াছিলেন যে ইঁহারা উভয়েই অবতীর্ণ। কৈলাসচন্দ্র এই প্রবন্ধ লেখককে বলিয়াছেন যে এই কথাটী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহা পশ্চাৎ তিনি দৃঢ়রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্য বাবুর কথা শুনিয়া এই মহাপুরুষের কৃপালাভের জন্য কৈলাসচন্দ্রের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই ঘটনার পূর্ব্বে কি পরে তিনি একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। স্বপ্নটীর সম্বন্ধে তিনি নিজ ভাষায় বলিয়াছেন "আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে আমি এক দিবস অপরাহ্ন ২।৩ ঘটিকার সময় কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তে সহরতলীর পূর্ব্ব পশ্চিম দীর্ঘ একটী রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছিলাম। তৎকালে একটী লোক আমায় বলিল 'তুমি মহাপুরুষ খুজিতেছ? এই বাড়ীতে একটী মহাপুরুষ থাকেন, 'তুমি তাঁহার কাছে যাও'। সেই বাড়ীখানা একতালা পুরাতন একটী দালান। আমি সেই বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক একটী ফরসা বিছানায় বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে কিছুতেই সাধু বলিয়া চিনিতে পারিলাম না। তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কি চাও'? আমি তাঁহাকে মহাপুরুষ কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়া ফেলিলাম 'আপনিত অন্তর্য্যামী, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তদুত্তরে তিনি একটী পেন্সিল দিয়া শ্লেটে লিখিয়াছিলেন আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম 'এ'ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না'। তিনি বলিলেন 'তুমি পশ্চিমে যাইয়া ভ্রমণ করিয়া আইস। ৺বৃন্দাবনধাম গেলে ইহা বুঝিতে পারিবে'। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার মর্ম্মোদ্ধার হইল না। তৎপর আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল"।

ত্রৈলোক্য বাবুর সহিত আলাপের পর কৈলাসচন্দ্র পুনরায় ফেণী গমন করিলেন এবং যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট হইতে যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ মহারাজের ঠিকানা জানিয়া লইলেন। কয়েকদিন পর তিনি কলিকাতায় গমন করিয়া তাঁহার পুরাতন বন্ধু কলিকাতা নিবাসী বাবু হরমোহন মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহাকে লইয়া রামকৃষ্ণ কথামৃত রচয়িতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবুর নিকট যান। অতঃপর তাঁহার উপদেশ অনুসারে দক্ষিণেশ্বর যাইয়া পরমহংসদেবের বাসগৃহে এক রাত্রি অবস্থান করেন। তৎপর দিন হরমোহন বাবু তাঁহাকে বলিলেন যে 'পরমহংসদেব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন এবং তাঁহার কল্যাণ হইবে'। তৎপর হরমোহন বাবুকে লইয়া কৈলাস চন্দ্র কাঁকুড়-গাছির যোগোদ্যানে গিয়া একদিন প্রসাদ পাইয়াছিলেন। এই সময়ে যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত মহারাজের নিকট যাইবার জন্য তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। সকলই সময় সাপেক্ষ। তিনি বহুদেশ ভ্রমণ ও অনেক তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের কৃপা-

প্রাপ্তির আশায় বহু লোকের সহিত মিশিয়াছিলেন, কত সাধুমহাপুরুষের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তের শান্তি কিছুতেই হয় নাই। এইবার তাঁহার সেই শুভদিন সম্মুখে; বহুদিনের আশা পূর্ণ হইবার শুভ সুযোগ উপস্থিত। এইবার তাঁহার শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। প্রকৃত ব্যাকুলতা হইলেই শ্রীশ্রীদেবের দর্শনের আর বিলম্ব থাকে না। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; কোথায়, কোন দিনে কখন তিনি দর্শন পাইবেন এই চিন্তায় অস্থির হইলেন। অসহায় শিশু মায়ের জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, তিনি সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া একদিন অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় কালীঘাটস্থিত ২৯ নং মনোহরপুকুর রোডস্থ ভবনে আমাদের পরমারাধ্য ঠাকুরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া কেবলমাত্র তিনটী স্ত্রীলোকের দর্শন পাইলেন। তন্মধ্যে দুইটী গেরুয়া বসন পরিহিতা এবং এক জনের পরিধানে শ্বেত বসন। তিন জনই প্রাচীনা। কৈলাসচন্দ্র তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর কোথায়?" তাঁহারা বলিলেন,—"কিছু দিন হইল ঠাকুর বজরাপুর গিয়াছেন"। এই কথা শুনিয়াই কৈলাস চন্দ্র সিঁড়িতে বসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। একজন প্রাচীন সাহিত্যিক, একজন মহাগম্ভীর পুরুষ আজ স্বীয় স্বভাবজ গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া, দেশ কাল ভুলিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি বড় আশায় আশ্বস্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। তিনি স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন বটে কিন্তু তাঁহার উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। স্ত্রীলোক তিনটী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, —"বাবা! তুমি কাঁদিও না। তোমার বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তুমি বজরাপুরে গমন কর"। তখন কৈলাসচন্দ্র একটু স্থির হইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বজরাপুরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন এবং নিতান্ত মনোকষ্টের সহিত কলিকাতার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। পরদিবস ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল রেলওয়ের পথে চুয়াডাঙ্গা চলিয়া গেলেন। তথা হইতে শিবনিবাস ষ্টেশনে আসিয়া গো-শকটে বজরাপুর অভিমুখে রওনা হইলেন। প্রাতে অনুমান ৯ ঘটিকার সময় তিনি বজরাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দলাল গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গাড়ী হইতে নামিয়াই কৈলাসচন্দ্র শুনিলেন যে, ঠাকুর তথায় নাই তিনি সাধুহাটী গমন করিয়াছেন। তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি মনে করিলেন, চুয়াডাঙ্গা ফিরিয়া যাইয়া সাধুহাটী গমন করিবেন। ভক্ত লইয়া ঠাকুরের এই এক খেলা। ভক্ত তাঁহাকে যতই ধরিতে চেষ্টা করে, তিনি ততই সরিয়া যান। এই ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারে না বটে, কিন্তু ভক্ত নিরুৎসাহ হয় না। যত নিকটবর্ত্তী হয় ততই ব্যাকুলতা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ঠাকুর ভক্ত কাঁদাইতে ভাল বাসেন, এ খেলা না খেলিলেই হয়। তবে এ খেলা খেলেন কেন? ধরা দিতে দিতে দেন না কেন? অবশ্যই ইহার কারণ আছে। স্নেহময়ী জননী কি শিশু সন্তানকে কাঁদাইতে পারেন? শ্রীশ্রীঠাকুরত' শ্রীমুখে স্বীকার করিয়াছেন, ভক্ত তাঁহাকে পাইতে যেমন ব্যাকুল হয়, তিনিও ভক্তকে ধরা দিতে তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যাকুল হন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? যে পর্য্যন্ত ভক্ত তাঁহাকে প্রকৃত দর্শনের যোগ্য না হয়, যে সময়ে দর্শন দিলে ভক্ত আর তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, যে সময়ে দর্শনের

প্রকৃত অধিকারী হইবে, ভক্ত তখনই তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন পাইবে তাহার সন্দেহ নাই। সিংহ মহাশয়েরও সেই সময় বুঝি এখনও হয় নাই, তাই এই খেলা। মুকুন্দ বাবু তাঁহাকে সে সঙ্কল্প হইতে বিরত করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি সেই স্থানেই ঠাকুরের দর্শন পাইবেন। তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি গাড়ী বিদায় করিয়া দিলেন, এবং মুকুন্দ বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবস প্রাতে একটী ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর "জয়দিয়া" গ্রামে আসিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে একদিন যাইয়া দর্শন করিয়া আসিতে পারেন, কিন্তু কয়দিন তাঁহাকে বজরাপুর গ্রামেই থাকিতে হইবে। এই সংবাদ শুনিয়া কি কৈলাসচন্দ্র আর অপেক্ষা করিতে পারেন? উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া অপরাহ্নে ৪টা কি ৪॥ টার সময় জয়দিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার সময় কৈলাসচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলেন; দর্শন করিয়া কৈলাসচন্দ্র আত্মহারা হইলেন। সেই সময়ে তিনি উন্মত্তের ন্যায় অস্থির হইয়া ঘণ্টাধিক কাল রোদন করিয়াছিলেন। ভক্ত ভাই, বল দেখি এই দিন কি শুভদিন? আজ ভক্তের সর্ব্বার্থসিদ্ধি, আজ ভক্ত ধন্য,—ভক্তাধীন ত' চিরদিনই ধন্য, আজ কিন্তু ভক্ত ধন্য। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দর্শনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত, বীণাবিনিন্দিত বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ, শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাফল্য, শ্রীঅঙ্গের সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিপূর্ণ, আর আজ যিনি সে রস আস্বাদন করিতেছেন তাঁহার মর্ম্ম অন্যে না বুঝিতে পারেন কিন্তু ভক্তভাই সকল বেশ বুঝেন। আজ শ্রীপ্রসাদ ভক্ষণ "প্রসাদস্ত প্রসন্নতা" আর কি বাকী আছে? মনুষ্য জীবনে পাইবার আর কি বাকী আছে? আজ সিংহ মহাশয়ের সেই দিন! আজ তাঁহার চক্ষুদিয়া বুঝি শরীরের জলভাগ বাহির হইল এমন কান্না কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই রোদন দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"এই প্রকৃত আর্ত্তির অবস্থা"। ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন। তিনি রাত্রি ৯ কি ১০ ঘটিকার সময় প্রসাদ পাইয়া নিদ্রা গেলেন; পর দিবস প্রাতে ঠাকুরের আদেশে বজরাপুর ফিরিয়া আসিলেন। ইহার ২।৩ দিন পর শ্রীশ্রীঠাকুর বজরাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যে দিন আসিলেন তাহার পর দিবস প্রাতে কৃপাবিন্দুবারি বরিষণ করিয়া তাঁহার জীবন সার্থক করিলেন।

কৈলাসচন্দ্র নিজ ভাষায় তাঁহার গুরুকৃপালাভের কাহিনী যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার গুরুকৃপালাভের বিবরণ বিবৃত করিলাম। তিনি গুরুকৃপা লাভ করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্নেহাস্পদ কয়েকটীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকেও ধন্য করিয়াছিলেন। গুরুর প্রতি তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। তেজস্বী, নির্ভীক, কর্ম্মবীর কৈলাসচন্দ্র গুরুকৃপালাভের পর ঠিক বালক-স্বভাব হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতি কোমল ও স্নেহ-প্রবণ ছিল; যিনি তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন তিনিই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন।

কৈলাস চন্দ্র গয়া, কাশী, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, হরিদ্বার, পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, শেষ সময়ে তিনি কুমিল্লা নগরীতে অবস্থান করিতেন। এইখানেই তাঁহার জীবন-লীলা-সাঙ্গ হয়। ২৪শে পৌষ তাঁহার মহাযাত্রার দিন। ঐ দিন মধ্যাহ্নে কৈলাসচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুর আসিয়াছেন"। একদিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পাইবার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত-

চিত্তে ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলেন, আর আজ তাঁহার নিকটে ঠাকুর আসিয়াছেন। যে দিন তাঁহার আরও অনেকে ছিলেন সেইদিন তিনি ঠাকুরের নিকটে গিয়াছিলেন, আর আজ তাঁহার কেহ নাই তাই আজ ঠাকুর স্বয়ং আসিয়াছেন। তাই ত হয়, যাহার কেহ নাই তাহার ঠাকুর আছেন! তাই আজ তিনি আসিয়াছেন, আজ অসহায় বালকের জন্য মা আসিয়াছেন, আজ সব বিপরীত। তিনি যে দিন ঠাকুরের নিকট বজরাপুর গিয়াছিলেন তাঁহার দর্শন পাইয়া কতই কাঁদিয়াছিলেন, আজ দর্শন দিতে ঠাকুর আসিয়াছেন, আজ আর রোদন নাই, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে হাঁসির রেখা দেখা দিয়াছে। তিনি স্বীয় খুল্লতাত-ভ্রাতা প্রকাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়কে সত্বর কোর্ট হইতে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। তিনি একদৃষ্টে ঠাকুরের ফটোর প্রতি চাহিয়া প্রশান্ত ভাবে, নির্ভীক চিত্তে দেহত্যাগ করিয়া জগজ্জননীর শান্তিময় কোলে আশ্রয় লাভ করিলেন।

নিত্যপদাশ্রিত—

শ্রী—

প্রার্থনা।

অন্তরীক্ষ হ'তে করহে শ্রবণ
অথবা হৃদয়-মাঝারে আসি;
আজি গো এখানে শ্রীগুরু-চরণে
প্রার্থনা করিতে এসেছে দাসী।

কতদিন আর থাকিব জানি না;
থাকিতে বাসনা নাহিক আর,
পাইয়া তোমাকে হেলায় হারানু,
এহ'তে যাতনা আছে কি আর?

অনেকের কাছে আছ বর্ত্তমান,
অনেকে তোমাকে দেখিতে পায়;
আমি হতভাগী, সে দেখা কখন
আমার কপালে হ'লো না হায়!

পাতকী বলিয়া ঘৃণা হয় যদি—
তা হ'লে এস না থাক ঐখানে;
দূর হ'তে করি শত নমস্কার,
যদি নাহি পাই হৃদয়-আসনে।

কত দোষে দোষী, হৃদয় আমার,
প্রভু হে, কুকাজ করেছি কত
নতুবা কি প্রভু মানুষ পরাণে
যাতনা সহিতে পারিত এত?

করিয়াছি পাপ, করিতেছি যত
সে সকল ক্ষমা কর গো তুমি
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম কিবা তার মর্ম্ম,
সে সব কিছুই জানি না আমি।

সংসার সমরে রণবেশ ধরে
এ যুদ্ধ করিতে পারি না আর,
হয়েছি আহত, দেহ শত-ক্ষত,
শুধু অপযশ হইল সার।

ভঙ্গ দিয়া এতে চাহি পলাইতে
কোথাও যাইলে নিস্তার নাই,
ভগ্ন-সৈন্য-সম হায় নিরুৎসাহ,
তব দ্বারে এবে এসেছি তাই।

দেহ দরশন দাসীরে এখন
দয়াময়! এস অভয় দিতে,
দেখ অন্তর্য্যামী আমার সদাই
মনের অনলে পুড়িছে চিতে।

মায়ার বন্ধন কর গো মোচন
শান্ত কর যত ভবের রোগ,
এ রোগেতে দেখি কত বিভীষিকা
বিষয়-প্রলাপ বিষম ভোগ।

বাসনার শ্লেষ্মা বসেছে বুকেতে
আশা-পিপাসার ধরেছে টান;
কুবৈদ্য মনের ব্যবস্থা শুনিয়া
বিকারে আচ্ছন্ন যায় যে প্রাণ।

ধন্বন্তরি হয়ে এস পরমেশ,
নিদানে বিধান কর এইবার;
নিজ করুণায় রাখ রাঙ্গাপায়
নতুবা পাপিনী যায় ছারেখার।

ভিখারিণী-

শ্রীজন্মতিথি।

আগামী ১০ চৈত্র বুধবার বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে **যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদব-ধূত জ্ঞানানন্দ দেবের** শুভ জন্মতিথি। তদুপলক্ষে ১৪ই চৈত্র রবিবার কালীঘাট ২৯নং মনোহরপুকুর রোডস্থ **মহানির্ব্বাণ মঠে** মহামহোৎসব হইবে। এই মহোৎসব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য ভক্তগণের নিকট আমরা বিশেষভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। নিবেদন ইতি।

নিত্যপদাশ্রিত

সেবক-মণ্ডলী।

পূর্ব্ব স্মৃতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

ভক্তগণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমেই কেশবানন্দ অঞ্জলি ভরিয়া ফুল লইতে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেশব! হাত ধুয়ে এসেছ?" কেশবানন্দ বোধ হয় অত্যধিক আনন্দে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে ঠাকুর-ঘরে হাত ধুইয়া আসিতে হয়। একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে না"। বাহিরে যাইয়া হাত ধুইয়া আসিবেন এতটা বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। অগত্যা রামদাকে বলিলেন—"রাম! আমি বাবার পায়ে মাথা রাখি, তুমি কিছু ফুল নিয়ে আমার মাথার উপর থেকে ঢেলে দাও"। এই বলিয়াই কেশবানন্দ শ্রীনিত্যচরণে মস্তক স্পর্শ করাইলেন; রামদা কিছু ফুল লইয়া তাঁহার মস্তকোপরি রাখিলেন; ফুলগুলি মস্তক বাহিয়া শ্রীনিত্যপদারবিন্দে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ঠাকুর হাঁসিয়া উঠিলেন। কেশবানন্দের এই অদ্ভুত পূজাপদ্ধতি অবলোকন করিয়া ভক্তগণ হাস্যবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দ-কলতানে কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিল। কেশবানন্দের পূজা শেষ হইলে অন্যান্য ভক্তগণ সকলেই একে একে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। মাত্র একজন যিনি ষষ্ঠীর রজনীতে রোগভিক্ষা করিয়াছিলেন,—সপ্তমীর

দিনে ক্ষুন্নমনে গাহিয়াছিলেন,—"কি দিয়ে পূজিব তোমায় হে ;" আজও তিনিই একমাত্র অবশিষ্ট রহিলেন। কে বলিবে—তাহার অজ্ঞাতসারে অশ্রু-চন্দন-সিক্ত তাহার হৃদয়-পুষ্প শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল অঞ্জলি-রূপে গ্রহণ করেন নাই? কে বলিবে—শ্রীহরিদাসের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন ঘটে নাই? কে বলিবে—এই ভক্তবরের ভাগ্যে শ্রীনিত্য-পূজা ঘটিয়া উঠে নাই?

এখন কোন কোন নিত্যসেবকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে—কি মন্ত্রে এই শ্রীনিত্যপূজা সমাধা হইয়াছিল? মহাসপ্তমী দিবসে ভক্তগণ এ বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। কোন ভক্ত বলিয়াছিলেন—"স্বীয় স্বীয় ইষ্টমন্ত্রেই শ্রীনিত্যপূজা কর্ত্তব্য।" তৎকালে ইহার কোন প্রতিবাদ শ্রুতিগোচর হয় নাই। ইহা হইতে ধারণা করা যায়—অধিকাংশ ভক্তই স্বীয় ইষ্টমন্ত্রে ঠাকুর-পূজা করিয়াছিলেন। এরূপ ধারণার আরও একটী বিশেষ কারণ এই যে অনেকেই শ্রীনিত্য-দেহে স্বিয় ইষ্ট-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন সুতরাং তাঁহারা যে গুরু-ইষ্টে ভেদ-জ্ঞান-বিরহীত হইয়া ঠাকুরকে পূজা করিয়াছিলেন ইহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি থাকিতে পারে?

পূজা সমাপনান্তে ভক্তগণ ঠাকুর-প্রদত্ত শ্রীমাল্যে পরিশোভিত হইলেন। তৎপরে ঠাকুর শ্রীহস্তে প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। নানাবিধ মিষ্ট সামগ্রা বিতরণ করিয়া ঠাকুর অপর দুইটি ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করিতে বলিলেন। ভক্তগণ প্রচুর প্রসাদ উপভোগ করিয়া পরমানন্দলাভ করিলেন। এইবারে যাহারা ফল প্রসাদ বিতরণ করিতেছিলেন ঠাকুর তাহাদিগকে প্রসাদ পাইতে ডাকিলেন। ঠাকুর তাহাদিগের হস্তে প্রচুর প্রসাদ প্রদান করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাহারা একটু সঙ্কুচিত হইলেন—একটু দূরে সরিয়া অথচ ঠাকুর দেখিতে পান এরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া প্রসাদ পাইলেন। ভক্তগণ আর অধিক সময় ঠাকুরঘরে বসিতে পাইলেন না—ভক্তমহীলাগণ পূজার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা বাহিরে চলিয়া আসিলেন। এইবারে ভক্তমহীলাগণ প্রাণ ভরিয়া শ্রীনিত্যগোপালরূপ দেখিতে লাগিলেন—আর শ্রীচরণে ফুলরাশী ঢালিতে লাগিলেন।

এদিকে রন্ধন-শালায় বিরাট ব্যাপার! তৈলের নাম নাই বলিলেও চলে—রঙ্গপুর হইতে প্রায় দেড় মন উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত আনয়ন করা হইয়াছে। তাহাতেই রন্ধন-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। লুচি, মহাপ্রসাদ, পোলাও নানাবিধ ব্যঞ্জন, পরমান্ন, দধি, সন্দেশ। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রন্ধন-কার্য্য শেষ হইল। পরিবেশন-কারিগণ তাবত আহার্য্য-সামগ্রী ঠাকুরের কাছে আনিলেন। ঠাকুর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী শ্রীমুখে স্পর্শ করিয়া প্রত্যেক পাত্রে ডুবাইতে লাগিলেন এইরূপে সমস্ত সামগ্রীই প্রসাদি হইল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ভক্তগণ প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেলেন। ঠাকুর স্বীয় কক্ষে বসিয়া পরিবেশন কারীগণের নিকট ভক্তগণের আহারের সংবাদ লইতেছেন—এবং পরিবেশন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন।

ভক্তগণ প্রসাদ পাইতেছেন—ইতিমধ্যে রাজকুমার বাবু ভাবাবিষ্ট হইয়া বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট-দ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতসমন্বয়বাদের অতিসুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ অনেকেই মুগ্ধমনে এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং গুরু-কৃপার জলন্ত প্রভাব প্রত্যক্ষীভূত করিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন।

ভক্তগণ আনন্দোৎসবে মত্ত আছেন—এদিকে সরিষার শশীখুড়া "ড্রাই কলেরায়" আক্রান্ত হইয়া

ছেন—সেদিকে কাহারও লক্ষ্য পড়ে নাই। সপ্তমীর শেষ রাত্রেই রোগের সূচনা হইয়াছে—কিন্তু রোগী নিজেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। রোগের প্রাথমিক যন্ত্রণা আনন্দের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিল—কিন্তু রাত্রি প্রায় ১১॥ টা, ১২ টার সময় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তখন রোগলক্ষণ পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট, নাড়ী অতিক্ষীণ, দারুণ পিপাসায় রোগী ছট ফট করিতে লাগিলেন। আর পিপাসা-শান্তির জন্য মুহুর্মুহু কাতর-কণ্ঠে একটু জল চাহিতে লাগিলেন। যাঁহারা নিকটে বসিয়াছিলেন তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। সরিষার সতীশ মিত্র মহাশয় রোগীর এই মুমুর্ষাবস্থা অবলোকন করিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইলেন। কারণ তিনি, শশিখুড়া এবং আরও দুই একটী ভক্ত দ্বিপ্রহরে যখন মহাপ্রসাদ প্রস্তুত করিতেছিলেন—তখন শশীখুড়া তাঁহাকে একবার বলিয়াছিলেন,—"সতীশ আমার শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্ছে। আমি আর বস্‌তে পাচ্ছিনে।" শশীখুড়া তখন বুঝিতে পারেন নাই কি মরনান্তিক ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। সতীশ বাবুও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন—শশীখুড়া কাজে ফাকি দেওার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আরও জিদ করিয়া তাঁহাকে খাটাইতে লাগিলেন। শশীখুড়াও ঠাকুরের কাজ মনে করিয়া নিজের শরীরের দিকে না চাহিয়া প্রাণ-পণে মহোৎসবের কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন সতীশ বাবু এক্ষণে মনে করিতে লাগিলেন তিনি যদি তৎকালে শশীখুড়াকে এ প্রকার অন্যায় জিদ্ না করিতেন তাহা হইলে হয় ত শশীখুড়া এই আকস্মিক রোগাক্রমন হইতে রক্ষা পাইতেন! এই সব চিন্তা করিয়া তিনি বড়ই অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন।

ঠাকুরও এযাবত এ সম্বন্ধে কোন সংবাদই প্রাপ্ত হন নাই। রোগী পিপাসার তীব্র তাড়নায় অস্থির হইয়া বারবার কাতরকণ্ঠে ঔষধির সরবতের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ নিরুপায়—এতরাত্রে কোথায় ডাক্তার ডাকিতে যাইবেন? তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার কবিরাজের অভাব ছিলনা বটে কিন্তু তাঁহারা অস্ত্রহীন সিপাহি! তাঁহারা যদি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতেন যে শশীখুড়া "ড্রাই ·কলেরায়" আক্রান্ত হইবেন তাহা হইলে বরং কিছু ঔষধ সঙ্গে লইয়া আসিতেন। এমতাবস্থায় ভক্তগণ স্থির করিলেন—নিরুপায়ের উপায় যিনি তাঁহাকেই একবার ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া রামদাদা ঠাকুরকে তাবত বৃত্তান্ত জ্ঞাপণ করিলেন, ঠাকুর একটী প্রসাদী দৈ'এর হাঁড়ি দেখাইয়া রোগীকে একগ্লাস দৈ খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। অবিলম্বে ঠাকুরের আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। ভব-রোগবৈদ্যের এই অপার্থিব ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগী অৰ্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সুস্থ হইলেন। রোগী আবার সেই পরম উপাদেয় ঔষধের প্রার্থনা করিলেন। রামদাদা পুনরায় বৈদ্যনাথের আজ্ঞা লইয়া আর একটি গ্লাস ঔষধ রোগীকে সেবন করাইলেন। অচিরে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শশীখুড়ার এই আকস্মিক রোগাক্রমণে সতীশ বাবু বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন! আরও ভাবিতেছিলেন—এই আনন্দের দিনে, বিশেষতঃ আশ্রমে থাকিয়া যদি শশীখুড়ার দেহত্যাগ হয় তবে স্থূলদৃষ্টির নিকটে তাহা আশ্রমেরই কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। এই সব চিন্তা করিয়া কাতর প্রাণে ঠাকুরের নিকট শশীখুড়ার জীবন ভিক্ষা করিতেছিলেন। আজ একটি গান মনে পড়িতেছে,—

"ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়!
চাহে ধন যশঃ আয়ু আরোগ্য বিজয়॥
আহা ওরা জানে না ত,
তুমি করুণা-নির্ঝর নাথ!
অবিরত প্রেমধারা ঝর ঝর বয়॥
শান্তির সমুদ্রকূলে
বসিয়া মনের ভুলে,
এক বিন্দু বারি তুলে মুখে নাহি লয়॥
তারা, তীরে করি ছুটাছুটি
ধূলি মাথে মুঠামুঠি,
পিয়াসে আকুল হিয়া ফিরে নাহি চায়॥"

—ইত্যাদি।

চাহিতে জানিলে কি আর এ অশান্তির অনলে পুড়িয়া মরি? কৈ, একদিনও ত' প্রার্থনা করিতে পারিলাম না—নাথ! তোমার শ্রীচরণে অচলা ভক্তি হউক! পরন্তু বার বার তোমার সমীপে 'ধন, জন, যশ, আয়ু আর বিজয়' প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। দেব! এদুর্ম্মতি কবে তিরোহিত হইবে?

জানিনা, রোগী কি প্রার্থনা করিতেছিলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন—রোগীর একটীবর্ষ পরমায়ু বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। পর বৎসর ঠিক এই দিনে শশী-খুড়া ঠাকুরপ্রদত্ত একবর্ষ পরমায়ু উপভোগ করিয়া শ্রীনিত্যধামে চলিয়া গেলেন। পরম দয়াল শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণ ব্যাপদেশে কাল-কবলিতের আয়ু বর্দ্ধিত করিয়া মহাষ্টমীর লীলা সাঙ্গ করিলেন।

ঠাকুর! জানিনা কি লিখিয়াছি! তবে মনে হইতেছে—এও এক অঞ্জলি! সেবারে শারদীয়া মহাষ্টমীতে তোমার রাঙ্গাচরণে অঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম—আর এবারে শ্রীনিত্যাষ্টমীতে (বাসন্তী অষ্টমীতে) এই অঞ্জলি লইয়া তোমার চরণান্তিকে দাঁড়াইয়াছি! কীটদষ্ট কুসুম তোমার চরণে স্থান পাইবে কি?

নিত্যচরণাশ্রিত—

শ্রীউপেন্দ্র নাথ পাল।

গীত।

ঝিঝিট খাম্বাজ—একতালা

করি বন্দনা ওহে দীন তারণ, অজ্ঞান তম নাশন
তুমি শক্তিস্বরূপ মুক্তিদাতা, ভকত-হৃদয়রঞ্জন।
তুমি নিত্য নূতন চির সুখ,
চিরশান্তি অশান্ত প্রাণে,
তুমি সত্য অভীষ্টদাতা,
ত্রাতা পূর্ণ পরম জ্ঞানে;
জয় মঙ্গলময় করুণাসাগর অধমজন তারণ,
জয় নিত্যগোপাল নিরঞ্জন,
নিখিল জগৎ পালন॥
প্রণাম চরণে করি, করে কুসুমাঞ্জলি ধরি,
চন্দনে করি চর্চ্চিত তব রাজীব চরণে,—
সাধনা নাম স্মরণে, ভরসা করি ও চরণে,
মহাতীর্থক্ষেত্র তোমারি আলয়,
ধর্ম্ম আদেশ পালনে॥

গিরীন্দ্র।

সমন্বয় তত্ত্ব।

ঈশ্বর এক। তিনিই সকলের উপাস্য। সেই এক উপাস্যের বহু উপাসক। জলাশয়ে পৌঁছিবার বহু পথ আছে। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি সেই পন্থাবলম্বনে জলপানে তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতেছে। তৃষ্ণানিবৃত্তিরূপা তৃপ্তি সকলের বা প্রত্যেকেরই সমান। ঐ জলকে কেহ পাণি, কেহ অপ, কেহ বা water বলায় তৃপ্তির কোন ব্যতিক্রম হইতেছে না। জলাশয়ে কেহ পূর্ব্বদিকের পন্থাবলম্বনে, কেহ বা পশ্চিমদিকের, কেহ বা অপরাপর পন্থাবলম্বনে জল লইতেছে, তাহাতে তৃপ্তির কোন পার্থক্য নাই। বিবিধ সাধনপন্থাবলম্বনে, বিবিধ নামে এক সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানকে বিবিধ জীব লাভ করিতেছে। প্রশান্ত, অক্ষুব্ধ সচ্চিদানন্দরূপ অমৃতসাগরে নানা নদীরূপা পন্থা বহিয়া বিবিধ জীবরূপ প্রবাহ আসিয়া মিলিতেছে, সাগরে লয় হইয়া সে প্রবাহও সাগর হইয়া যাইতেছে।

হিন্দী ভাষার ক একরূপ, আবার বঙ্গভাষার ক অন্যরূপ। উভয়েই ক। উভয়েই ব্যঞ্জন বর্ণের প্রথম অক্ষর। শিব এবং কৃষ্ণ একই সচ্চিদানন্দ। একই দুই—দুইই এক। এই স্বর্ণ। ঐ স্বর্ণ বলয়াকার হইলেও তাহা স্বর্ণ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। ঐ সুবর্ণ কঙ্কণাকারে আকারিত হইলেও তাহা স্বর্ণ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। স্বর্ণ কুণ্ডলাকারে আকারিত হইলেও তাহা স্বর্ণ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। তদ্রূপ কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম একই সচ্চিদানন্দ। বস্তুতপক্ষে নরাকারের নর-সংজ্ঞা, নারী আকারের নারী-সংজ্ঞা, কূর্ম্ম আকারের কূর্ম্ম-সংজ্ঞা হইয়াছে। একই সচ্চিদানন্দ। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাকালে তাঁহার নরাকার গৌরবিগ্রহই স্তনমণ্ডলভূষিতা নারী আকারে স্বীয় প্রিয় ভক্তগণকে স্তন্য দান করিয়াছেন। সেই একই সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ জটাজুটভূষিত শিব হইয়াছিলেন।

নানাশাস্ত্রে সেই পরম উপাস্যদেবকে লক্ষ্য করিয়াই কত স্তুতি, কত তত্ত্ব, বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার অনন্ত নাম। ব্রহ্মও তাঁহার একটী নাম। ব্রহ্ম সগুণও বটেন, নির্গুণও বটেন। কঠোপনিষদে নির্গুণ স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

> অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্
> তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ।
> অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
> নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও 'অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে' বলা হইয়াছে। আবার তাঁহার সগুণত্ব বিষয়ক উক্তি সকলও দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা তৈত্তিরিয়োপনিষদে, "সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।" (ছা·উঃ) তিনি অরসংও বটেন আবার 'রসো বৈ সঃ।' তিনি নির্গুণও বটেন আবার সগুণও বটেন। যিনি সৃজন করেন নিশ্চয়ই তিনি শক্তিমান। এই শক্তির বিকাশেই ব্রহ্ম সগুণ। যখন ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার তখন শক্তিও নির্গুণা নিরাকারা। তাই পরমোদার মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে এই ব্রহ্মশক্তি বা কালশক্তিকে 'অতস্তস্যা কালশক্তের্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ' ১৩।৬— বলা হইয়াছে। আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মশক্তিকে—'নির্গুণাচ নিরাকারা নির্লিপ্তাত্ম স্বরূপিনী' বলা হইয়াছে। ক্রমশঃ

হরিপদানন্দ অবধূত।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

২য় বর্ষ। } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬০। সন ১৩২১, চৈত্র। { ৩য় সংখ্যা।

শ্রীরাধা।

হেরি পরমা সুন্দরী কৃষ্ণবিনোদিনী,
কৃষ্ণপ্রেমময়ী রাধা কৃষ্ণবিলাসিনী।
শ্রীভক্তিযমুনাকূলে সুরাগ কদম্ব,
উল্লাসময় সলিলে দিব্য প্রতিবিম্ব,
মোহন চাঁদ বিম্বিত, সে সলিলে উদ্ভাসিত,
সে সলিলে সুখময়ী রাধা সুরঙ্গিনী,
প্রেমময়ী পরাশক্তি কৃষ্ণপ্রমোদিনী।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

নিরাকার তত্ত্ব।

প্রধানতঃ দ্বিপ্রকার নিরাকার। প্রাকৃত নিরাকার এবং অপ্রাকৃত নিরাকার। কেবল ব্রহ্মকে অপ্রাকৃত নিরাকার বলা যাইতে পারে ইহাই অনেকের মত। আকাশ, বায়ু, শব্দ, মন, মনোবৃত্তিগণ, বুদ্ধি এবং অহংকারাদিকেই প্রাকৃত নিরাকার শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। কোন মতানুসারে জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে এক বস্তু বলা যাইতে পারে না। অতএব সেইজন্য জীবাত্মাকেও একশ্রেণীর নিরাকার বলা যাইতে পারে। জীবাত্মার জীবত্ব প্রাকৃত। তাহাও দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য তাহাকে প্রাকৃত বলা যাইতে পারে অনেকের মত। জীবাত্মার আত্মত্বও নিরাকার। অনেকের মতে তাহাকেও অপ্রাকৃত বলা যায়। তবে তাহার পরমাত্মার সহিত অভেদত্ব আছে, তাহা অনেকে স্বীকার করেন না। তবে অনেকের মতে পরমাত্মার সহিত ব্রহ্মের অভেদত্ব আছে। অনেকের মতে জীবাত্মা শুদ্ধ নিরাকার নহে। তাঁহারা বলেন জীবাত্মা মিশ্র নিরাকার। কারণ তাহাতে প্রাকৃতত্ব এবং অপ্রাকৃতত্ব উভয়ই নিহিত আছে।

ব্রহ্মের সগুণত্ব।

ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিলে, তিনি সগুণ নহেন বুঝিবার কোন কারণ নাই। ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিলে তিনি গুণ নহেন ইহাই বুঝিতে হয়। কারণ ব্রহ্মের কোন প্রকার গুণ আছে বলিয়া স্বীকার না করিলে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হইতে পারে না। ঐ সকল দ্বারা ব্রহ্মের যে গুণ আছে তাহাই প্রমাণিত হয়। নির্গুণদ্বারা ঐ সকল ব্যাপার সুসম্পন্ন হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। সেইজন্য ব্রহ্মকে গুণশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

অব্রহ্মের অস্তিত্ব।

নিরাকারের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, আকারের অস্তিত্বও স্বীকার করা হয়। যদ্যপি আকার না থাকিত, তাহা হইলে নিরাকার শব্দের এবং নিরাকারের বিদ্যমানতা বুঝিতাম না। আকার আছে বলিয়া নিরাকার আছে। আকার শব্দ আছে বলিয়া নিরাকার শব্দ আছে। আকারের সহিত নিরাকারের স্বাতন্ত্র্য দেখাইবার জন্যই নিরাকার যাহা তাহাকে নিরাকার বলা হয়। যেরূপ সত্য এবং মিথ্যা এক নহে বলিয়া সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যা যদ্যপি বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে সত্যের বিদ্যমানতা রহিত না, তাহা হইলে সত্য শব্দও থাকিত না। ক্ষুদ্র আছে বলিয়া বৃহতের বিদ্যমানতা। ক্ষুদ্র না থাকিলে বৃহৎ থাকিত না। ক্ষুদ্র না থাকিলে নির্দ্দিষ্ট কোন বস্তুকে বৃহৎ বলিবারও প্রয়োজন হইত না। ক্ষুদ্রের সহিত তুলনা জন্যই বৃহৎ। বৃহৎকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, ক্ষুদ্রকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্ম শব্দের মধ্যে বৃহৎ ধাতু আছে। সেইজন্য ব্রহ্মকে বৃহৎ বলা হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ক্ষুদ্রের অস্তিত্ব বশতঃ বৃহতের অস্তিত্ব। অব্রহ্ম অবশ্যই ব্রহ্মের সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র। সেই অব্রহ্মের অস্তিত্ব বশতঃ ব্রহ্মের

অস্তিত্ব। ব্রহ্ম যদ্যপি সত্য হন তাহা হইলে অব্রহ্মও সত্য।

প্রকৃত বেদান্ত।

প্রকৃত পক্ষে নানা উপনিষদই বেদের অন্তর্গত। সেইজন্য উপনিষদ্ সমূহকে বেদান্ত বলা উচিত। তবে বেদান্তদর্শন নামে যে গ্রন্থ আছে কাহারো কাহারো মতে তাহাকে বেদান্ত বলা যায় না। তবে তাহার দ্বারা বেদের অন্তভাগ দর্শন অর্থাৎ জানা যায় বলিয়াই তাহার নাম বেদান্তদর্শন। তাহার দ্বারা উপনিষদ্ সকলের মত জানা যায়, দেখা যায় বা বোঝা যায়। সেই জন্যই তাহা বেদান্তদর্শন। ১

বেদান্তদর্শন বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত। সেইজন্য সেই নামে যে গ্রন্থ আছে তাহাকে বেদের অন্তভাগ বলা যায় না। নানা শাস্ত্রানুসারে, অদ্বৈতবাদী অনেক মহাত্মার মতানুসারে বেদ অপৌরুষেয়। তাঁহাদের মতে তাহা কোন পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত নহে। সুতরাং বেদান্তদর্শন নামক গ্রন্থকে সেই অপৌরুষেয় বেদের অংশ বলা যায় না। ২

বেদান্ত নামক গ্রন্থ আত্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞান নহে। বেদান্ত আত্মাও নহে। আত্মা অনন্ত। তিনি বেদাদিও নহেন। তিনি বেদান্তও নহেন। যিনি বেদাদি এবং বেদান্তের অতীত তিনিই আত্মা, তিনিই সত্য, তিনিই নিত্য, তিনিই অনাদি। ৩

আত্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞান সম্বলিত অহং-কারের সহিত যখন আত্মার সংস্রব থাকে না তখনই আত্মাকে নিরহংকার, নির্ম্মম এবং জ্ঞানাতীত বলা যাইতে পারে। ৪

নানা বিষয়ক জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বলিতে পার না। বেদান্তানুসারে নানা বিষয়ও মায়িক। সুতরাং বেদান্তানুসারে নানা বিষয়ও সত্য নহে। নানা বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা নানা বিষয়কে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। তদ্দ্বারা নানা বিষয়কে সত্য বলিয়াই বোধ হয়। যদ্দ্বারা অসত্যকে সত্য বোধ হয়, তাহা অভ্রান্ত নহে। নানা বিষয়ক অসত্যজ্ঞান দ্বারা নানা বিষয়কে সত্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং নানা বিষয়ক জ্ঞানও অভ্রান্ত নহে। নানা বিষয়ক জ্ঞান অভ্রান্ত নহে সুতরাং তাহা আত্মজ্ঞান নহে। যদি তাহাকেই আত্মজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আত্মাই যে সত্য তাহা কি প্রকারে নিশ্চয় করা যাইবে? তাহাই যদি আত্মজ্ঞান হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে নানা বিষয়ক জ্ঞান হয়, সেই নানা বিষয়ও সত্য এবং আত্মাও সত্য বলিতে হয়। যদি বল তদ্দ্বারা যে নানা বিষয়ে জ্ঞান হয় সেই নানা বিষয় মিথ্যা কিন্তু আত্মা সত্য, তাহা বলিতে পার না। চক্ষু দ্বারা দুই প্রকার দুই পদার্থ দেখিতেছ। তুমি দুইটীই পদার্থের মধ্যে একটীকে সত্য এবং অন্যটীকে মিথ্যা বলিতে পার না। ৫

ব্রহ্ম।

সমুদ্রে জলও আছে এবং বাড়বানলও আছে। অথচ উভয়ে পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ। ঐ প্রকারে একাধারে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অবস্থিতি অসম্ভব হয় না। ঐ প্রকারে এক ব্রহ্মের সাকার নিরাকার হওয়াও অসম্ভব হয় না। ঐ প্রকারে একই ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণ, ব্যক্তাব্যক্ত হওয়াও অসম্ভব নহে।

এক সঙ্গে দ্বৈতাদ্বৈতের প্রকাশ।

সময়ে সময়ে বৃষ্টি এবং রৌদ্র যেমন এক সঙ্গে প্রকাশিত হইয়া থাকে তদ্রূপ জ্ঞান এবং ভক্তিও এক সঙ্গে প্রকাশিত থাকিতে পারে। ঐ প্রকারে সাকার নিরাকারও এক সঙ্গে

প্রকাশিত থাকিতে পারে। ঐ প্রকারে দ্বৈতাদ্বৈত এক সঙ্গে প্রকাশিত থাকিতে পারে।

আত্মা।

মুদিত চক্ষু উন্মিলিত করিবার সময় চক্ষু চক্ষুকে দর্শন করে না। চক্ষু চক্ষু-ব্যতীত অন্যান্য অনেক সামগ্রী দর্শন করিয়া থাকে। আত্মার জ্ঞান স্ফুরিত হইলে আত্মা আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন না। তিনি জড়ই দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মার সহিত মায়ার সংস্রব হইলেই আত্মাকে জীবাত্মা বলা যাইতে পারে। আত্মার সহিত যখন মায়ার সংস্রব থাকে না তখনই আত্মাকে কেবলাত্মা বলা যায়।

কালী।

কয়েকটী লোকের মতে কালী পৌরাণিকী শক্তি নহেন। কিন্তু আমাদের মতে কালী পৌরাণিকী শক্তিও বটেন। আমাদের মত সমর্থন জন্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে কালী সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক প্রদর্শিত হইতেছে ;—

"হা তাত বন্ধো দৈবেতি আসীদার্ত্তস্বনস্তথা।
থর্পরেন পপৌ রক্তং কালী কমললোচনা॥
দশ লক্ষ গজেন্দ্রানাং শতলক্ষঞ্চ ঘোটকম্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ লীলয়া॥
রথানাং দশসাহস্রং রথী সারথিনা সহ।
তুরগৈপৃষ্ঠপাঙ্ক্ত্যাং গৃহিত্বা মালয়েক্রমা।
আস্যে চিক্ষেপ তান্ কালী হসন্তী শনকৈরিব॥"

উক্ত শ্লোকগুলি ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কালী সম্বন্ধে আরও কয়েকটী শ্লোক আছে। কালিকা-পুরাণেও কালী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। মহাভাগবত পুরাণও কালীমাহাত্ম্যপ্রতিপাদক। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও কালী সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। অন্যান্য অনেক পুরাণেও কালী সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। তবে কিপ্রকারে কালী পৌরাণিকী শক্তি নহেন বলা যাইতে পারে? কালী পৌরাণিকী শক্তিও বটেন, কালী তান্ত্রিকী শক্তিও বটেন এবং কালী বৈদিকী শক্তিও বটেন। যেহেতু বেদের অন্তর্গত কালিকোপনিষদে কালীর বিষয় বর্ণিত আছে, অতএব কালীকে অবৈদিকী শক্তি বলা যায় না। কালী আদ্যা-শক্তি। কালী-শক্তি হইতেই সমস্ত শক্তি বিকাশিত হইয়াছেন। মহাকবি সিদ্ধ রামপ্রসাদের মতে কালী এবং ব্রহ্ম অভেদ। তাই তিনি বলিয়াছেন ;—

"তুমি ব্রহ্ম বল যাঁ'রে।
আমি মাতৃভাবে কালী বলি তাঁ'রে॥"

ঈশ্বর ও তাঁহার বহুত্ব।

একে বহুদর্শন, একে বহুবোধ গুণদ্বারা হইতে পারে। এক বৃক্ষে বহু শাখা প্রশাখা, বহুপত্র, বহুপুষ্প এবং বহু ফল দেখি। এক বহু হয়। এক বীজ বৃক্ষরূপে বহু হয়। একটী মনুষ্যে কত গুণ দেখি। একজন মনুষ্যের কবিত্ব, গায়কতা, বাদ্যবাদকতা শক্তি থাকিলে আমরা তাহাকে কবি, গায়ক ও বাদ্যকর দেখি এবং বোধ করি। ঐ প্রকারে একেশ্বরকে আমরা গুণে বহু বোধ করি এবং দেখি।

অবতার তত্ত্ব।

রাজপুত্র চৌরের অভিনয় করিলে, প্রকৃত পক্ষে তিনি চৌর হন না। তিনি অভিনয় সময়েও আপনাকে চৌর বোধ করেন না। ব্রহ্ম সাকার, সগুণ ও সক্রিয় হইয়া অবতীর্ণ হইলেও, সে অবস্থায় তিনি আপনাকে কখন কখন ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় পরিচয় দিলেও তিনি অভ্রান্ত। কারণ সেটাও তাঁহার অভিনয় করা। তিনি প্রকৃত জীব নহেন। তবে জীবের দেহের ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া জীবের ন্যায় অভিনয় করেন

মাত্র। সেইজন্য তাঁহাকে জীবের ন্যায় ভ্রান্ত বলা যায় না। তিনি যে কালে জীবের ন্যায় দেহ ধারণে অবস্থান করেন তখনও তাঁহাকে ভ্রান্তি স্পর্শ করিতে পারে না, তখনও তাঁহাকে অজ্ঞান স্পর্শ করিতে পারে না, সেইজন্য তখনও তাঁহাকে মোহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয় না। সেইজন্য তাঁহাকে মোহদ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। পর্ব্বতের অনেক গহ্বরে কত হিংস্র পশু সকলও বাস করে। পর্ব্বতের কত গহ্বরে প্রাচীন কালে কত মুনি ঋষিগণও বাস করিয়াছিলেন। সেই সকল মহাপুরুষ গিরিগুহায় বাস করিয়া কি গিরিগুহাবাসী হিংস্র পশুগণের ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? গিরিগুহায় বাস করিয়াও তাঁহাদিগের দিব্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয় নাই, গিরিগুহায় বাস করিয়াও তাঁহাদিগের অতুল যোগৈশ্বর্য্যের ব্যতিক্রম হয় নাই। সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান কোন প্রকার জৈব দেহ অবলম্বন করিলেও তাঁহার সর্ব্বশক্তির বিলোপ হয় না, তাঁহার ঈশ্বরত্বের বিলোপ হয় না। অতএব সেইজন্য তাঁহাকে সামান্য জীবের ন্যায় বিকার সম্পন্ন হইতে হয় না। তিনি সর্ব্বকালে, তিনি সর্ব্বাবস্থায়, তিনি সর্ব্বদেশে, তিনি সর্ব্বলোকে নির্ব্বিকারভাবে নিরত অবস্থান করিতেছেন। প্রকৃত অভ্রান্ত তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নহে। জীব অভ্রান্ত নহে। প্রকৃত জীবই ভ্রান্ত

বুদ্ধ ও তাঁহার দয়া।

অনেক জীব নাস্তিক হয়। তাহারা অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী হয়। সেইজন্য জীবের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারে নিজে নাস্তিক হইয়া, নাস্তিকতার মধ্য দিয়া সর্ব্বজীবে দয়া করিবার পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নাস্তিকতার মধ্যে অবস্থান করিয়াও কি প্রকারে পরম বৈরাগী হইতে হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নাস্তিক হইয়াও কি প্রকারে হিংসা বিবর্জ্জিত হইতে হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নাস্তিক হইয়াও কি প্রকারে সর্ব্বসদ্‌গুণ বিমণ্ডিত হইতে হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নাস্তিকদিগের প্রতিও কৃপাপরতন্ত্র হইয়া নাস্তিকতার মধ্য দিয়া কি প্রকারে নির্ব্বাণ প্রাপ্তির উপায় হইতে পারে তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যে নাস্তিক বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন সকল অনুসরণ পূর্ব্বক নাস্তিক হইয়াছেন আমরা তাঁহারও প্রশংসা করিয়া থাকি। যে হেতু তাঁহারা নাস্তিকতার মধ্য দিয়াও আদর্শ ধার্ম্মিকের ন্যায় অনেক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দয়াময় বুদ্ধদেব নাস্তিকতার মধ্যদিয়াও জীবকে ধর্ম্মের উচ্চতম অনুষ্ঠান সকল করিবার রীতি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

নির্ব্বাণ।

অগ্নির আকার আছে, অগ্নির রূপ আছে, অগ্নির বর্ণ আছে। অগ্নি সগুণ ও সক্রিয়। অগ্নি স্থূলদাহ্য সংযোগে স্থূল হয়। দাহ্য ভষ্ম হইলে আর তাহাতে অগ্নি দেখি না। তখন তাহা নিরাকার, নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, অরূপ ও অবর্ণ হয়। তাহা যথা নির্ব্বাণ হয়, তথা হইতে তাহাকে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করা যায় না। সাকার অগ্নি ঐ প্রকারে নিরাকার হয়, ঐ প্রকারে অদৃশ্য হয়। জীবের শিবে নির্ব্বাণও ঐ প্রকারে হয়। ১

এক জাতীয় অগ্নি নানা স্থানে রহিয়াছে। এক স্থানের অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, অন্যান্য স্থানের অগ্নি থাকে। এক জাতীয় আত্মা অনেক আছেন। সেই সকলের মধ্যে একের নির্ব্বাণ হইলে অবশিষ্টগুলি থাকেন ইহাই শান্তদেবের মত। ২

ঐ কাষ্ঠে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল তাহা নিভিয়া গিয়াছে। এমন কোন রাসায়ণিক নাই যিনি আবার সেই অগ্নি ঐ কাষ্ঠ হইতে বাহির করিতে পারেন। যে জীবাত্মা-রূপ অগ্নির নির্ব্বাণ হইয়াছে তাহা আর পুনঃ প্রজ্জ্বলিত হয় না। ৩

শিব সাগর। জীবরূপ অল্পাগ্নি সেই সাগরে পতিত হইলে তাহা নির্ব্বাণ হয়, আর তাহা জ্বলে না। যে অগ্নি নির্ব্বাণ হয় তাহার আর প্রকাশ হয় না। যে জীবরূপ অগ্নি শিব সাগরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় তাহারও আর প্রকাশ হয় না। ৪

সমুদ্রে অল্প মসি নিক্ষিপ্ত হইলে, মসি স্ব-রূপ স্ব-গুণ হীন হইয়া সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। জীবরূপ মসি শিবরূপ সমুদ্র সঙ্গমে স্ব-রূপ এবং স্ব-গুণ হীন হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫।

আত্মজ্ঞানী।

যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার অনাত্মা সম্বন্ধেও জ্ঞান আছে। তবে আত্মজ্ঞানীর দ্বৈতজ্ঞান নাই কি প্রকারে বলিবে? আত্মজ্ঞানীর কেবল আত্মা সম্বন্ধেই অদ্বৈত জ্ঞান। আত্মজ্ঞানের সাহায্যেই আত্মজ্ঞানী জানিয়াছেন, দুই আত্মা কিম্বা বহু আত্মা নাই। তিনি জানিয়াছেন কেবল একই আত্মা আছেন।

গুরু।

ঐ ব্যক্তিকে তুমি যাহা জপিতে বলিয়াছ তাহাও শাস্ত্রীয়, যে ধ্যান বলিয়া দিয়াছ তাহাও শাস্ত্রীয়, ধ্যান এবং পূজা করিবার যে যে পদ্ধতি বলিয়া দিয়াছ সেগুলিও শাস্ত্রীয়। ঐ ব্যক্তিকে যে সকল সাধনা করিতে বলিয়া দিয়াছ সেগুলির মধ্যে কোনটীও তোমার নিজের নহে। ঐ ব্যক্তি যে গুলি জানিত না তুমি উহাকে শিখাইয়াছ মাত্র। সেজন্য তোমাকে উহার একজন শিক্ষক বলিতে পারি মাত্র। সেজন্য তোমাকে উহার গুরু বলিতে পারি না। কখনও যদি তোমার দ্বারা উহাতে দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হয় তাহা হইলে তখনই তোমাকে উহার গুরু বলিব। আর তখন সে বলাও সঙ্গত হইবে। ১

যে ব্যক্তির কাছে কিছু শিক্ষা করিয়াছ তাঁহাকেও শ্রদ্ধা করিবে। ২

ধর্ম্ম সম্বন্ধে যিনি শিক্ষা দিয়া থাকেন তিনিই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। ৩

কিছু না কিছু সকলের কাছেই শিক্ষা করিতে পার। সেইজন্য কাহাকেও তাচ্ছিল্য করিবে না। ৪

গুরু দুই প্রকার। শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। ৫

গুরুই জ্ঞানমূর্ত্তি। গুরুরই অপর নাম মন্ত্র বলা যাইতে পারে। ৬

যে সকল ব্যক্তি কোন প্রকার কঠোর সাধনায় অক্ষম তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে গুরুর শরণাপন্ন হওয়া উচিত। গুরুর শরণাপন্ন হইলে গুরুর কৃপা হয়। গুরুর কৃপা হইলে মোক্ষ লাভ হয়। গুরুগীতায় "মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা" বলা হইয়াছে। ৭

গুরুর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করে না এরূপ গুরুভক্ত শিষ্য অতি অল্পই আছেন। প্রকৃত গুরুভক্তের গুরুকে কিছুই অদেয় নাই। ৮

স্বয়ং ঈশ্বর গুরু। যখন যাহা জানিবার আবশ্যক হয় তিনিই স্বীয় ভক্তকে তাহা জানান। ৯

গুরু ও মন্ত্র।

প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক সূক্তে একাধিক মন্ত্র আছে। কোন বৈদিক মন্ত্র যাঁহার নিকট শিখিয়াছ তিনি তোমার গুরু নহেন, তিনি

তোমার এক প্রকার শিক্ষক। বৈদিক মন্ত্রের ন্যায় পৌরাণিক মন্ত্র নহে। বৈদিক মন্ত্র এক প্রকার স্তব। বেদে সমস্তই মন্ত্র। যে পুরাণে মন্ত্র আছে সে পুরাণের সমস্তই মন্ত্র নহে। সে পুরাণে মন্ত্র অতি অল্পই আছে। কোন কোন পুরাণে যেমন কতকগুলি মন্ত্র আছে তদ্রূপ কোন কোন তন্ত্রেও পৌরাণিক মন্ত্রের মতন প্রায় কতকগুলি মন্ত্র আছে। পৌরাণিক কিম্বা তান্ত্রিক মন্ত্রদাতাও শিক্ষক শ্রেণীর অন্তর্গত। যাঁহার কৃপায় মনের ত্রাণ হয় কেবল একমাত্র তিনিই গুরু। মনের ত্রাণ জ্ঞান লাভ ব্যতীত হইতেই পারে না। জ্ঞান প্রভাবে মনের ত্রাণ হয়, এইজন্য জ্ঞানকেই মন্ত্র বলা যায়। জ্ঞানপ্রভাবে মঙ্গলমূর্ত্তি বিশ্বনাথ প্রকাশিত হন। এইজন্য জ্ঞানেরই একনাম কাশী। সেই কাশী বিশ্বনাথ-শম্ভুর একটী শক্তি। এইজন্য কাশীকে শাম্ভবী শক্তিও বলা যায়।

গুরু ও গুরুকৃপা।

শাস্ত্রমতে শিব গুরু। সেইজন্য শাস্ত্রে সেই শিবগুরু পূজারই বিধি আছে। ১

জ্ঞান সঞ্চারিণী শক্তি যাঁহার আছে তিনি অজ্ঞানীর মধ্যেও জ্ঞান সঞ্চারিত করিতে পারেন। গুরুদেবেরই জ্ঞানসঞ্চারিণী শক্তি আছে। ২

যেমন কঠিন পর্ব্বত হইতে নির্ম্মল উৎস উৎপন্ন হইয়া মহাসমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া সেই মহাসমুদ্রে সম্মিলিত হয় তদ্রূপ গুরুকৃপায় কঠিন মন হইতে প্রেম-উৎস প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণসাগরে সম্মিলিত হয়। ৩

প্রেম।

(১)

কৃষ্ণপ্রেমিকের কৃষ্ণদর্শনে আনন্দ হইয়া থাকে, কৃষ্ণস্পর্শনে আনন্দ হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রেমিকের কৃষ্ণসেবায় আনন্দ হইয়া থাকে, কৃষ্ণের কথা শ্রবণে আনন্দ হইয়া থাকে। ১

প্রেমবশতঃ প্রেমাস্পদের অদর্শনে বিরহ বোধ হয়। বিরহবশতঃ একাগ্রতা স্ফুরিত হইয়া থাকে। যাঁহার কৃষ্ণের প্রতি প্রেম আছে, কৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহারও বিরহ বোধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য তাঁহার একাগ্রতাও হইয়া থাকে। সেই একাগ্রতা বশতঃ তাঁহার কৃষ্ণ-স্মরণ হইতে থাকে। ২

বিরহজনিত একাগ্রতার ন্যায় অন্য একাগ্রতা নহে। ৩

একাগ্রতা হইলে তবে প্রকৃত মনঃস্থির হইয়া থাকে। ৪

কোন প্রকার অবলম্বন ব্যতীত মনঃস্থির হয় না। ৫

মনঃস্থির হইলে অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। ৬

যখন যে বিষয়ে মনঃস্থির হয় তখন সে বিষয়ে মনোযোগ হয়। ৭

বিরহবশতঃ অধিক মনোযোগ হইতে পারে। ৮

যাঁহার জন্য বিরহ বোধ হয়, তাঁহার প্রতি অধিক মনোযোগ থাকে। যাঁহার কৃষ্ণবিরহ বোধ হয়, তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি অধিক মনোযোগ থাকে। সে মনোযোগে তাঁহার কখন কখন দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত থাকে না। সে অবস্থায় তিনি সম্পূর্ণ কৃষ্ণার্পিতচিত্ত হন। সে অবস্থায় তাঁহার কৃষ্ণগত প্রাণ হয়। সে অবস্থায় তিনি কেবল-মাত্র কৃষ্ণানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকেন। ৯

(২)

জীবের প্রেম অতি সংকীর্ণ কূপবৎ, তাহা অল্প সংখ্যক লোকের প্রতি হইতে পারে। জীবরূপী শ্রীভগবানের অনন্ত সমুদ্রবৎ প্রেম।

তাহা সকলের প্রতি সমভাবে আছে। তাহাই universal love। ১

অল্প জলে লহরী কিম্বা তরঙ্গ সকল উত্থিত হয় না। বন্যাতে ও বর্ষাতে নদনদী প্রভৃতির জল বৃদ্ধি হয় এবং সেই সকলে বৃহৎ তরঙ্গ সকল উত্থিত হয়। প্রেম বৃদ্ধি হইলে নানা প্রকার শারীরিক বাহ্যবিকাররূপ তরঙ্গ সকল উত্থিত হয়। ২

(৩)

অতি কষ্টে ভগবান লাভ হইলে তাঁহার প্রতি অধিক প্রেমভক্তি হইয়া থাকে। সেই জন্যই তিনি অতি দুর্লভ পদার্থ। ১

বিনাকষ্টে যাহা পাওয়া যায় তাহার প্রতি অধিক ভালবাসা হয় না। সেই জন্যই অতিকষ্টে সাধকগণ শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অতিকষ্টে শ্রীভগবানকে লাভ করিলে তাঁহারা শ্রীভগবানের পরম দুর্লভতা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের শ্রীভগবানের প্রতি বিশেষ ভালবাসা হইয়া থাকে। ২

সংসার কষ্টজনক বলিয়া যাঁহার নিশ্চয় বোধ হইয়াছে, তাঁহার নিশ্চয়ই সংসারে বিরাগ ও শ্রীভগবানে অনুরাগ হইয়াছে। শ্রীভগবানে যাঁহার অনুরাগ হইয়াছে তাঁহার কোন ক্রমেই শ্রীভগবানে বীতরাগ হইতে পারে না। সংসারে বিরাগ বশতঃ যাঁহার শ্রীভগবানে অনুরাগ হইয়াছে তাঁহার পুনর্ব্বার সংসারে অনুরাগ হইতে পারে না। যাঁহার ভগবানে অনুরাগ আছে তাঁহার সংসারেও অনুরাগ থাকিতে পারে না। আলোক এবং অন্ধকার একসঙ্গে যেমন প্রকাশিত থাকিতে পারে না তদ্রূপ সংসারে অনুরাগ এবং শ্রীভগবানে অনুরাগ উভয়ই এক সঙ্গে হইতে পারে না। ৩

(৪)

একের গুণকর্ম্মমহিমা শ্রবণ করিয়াও তাঁহার প্রতি অপরের প্রেম হইতে পারে। একজন যুবকের রূপবর্ণনা শ্রবণ করিয়াও তাঁহার প্রতি অপর একজন যুবতীর প্রেম হইতে পারে। শ্রীভগবানের অসাধারণ রূপ, গুণ শ্রবণেও, শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তন শ্রবণেও তাঁহার প্রতি প্রেম হইতে পারে।

দারিদ্র্য মধ্যে কৃপা।

ধন থাকিলে প্রায়ই ভোগবিলাসে ইচ্ছা হয়। ধন থাকিলে ধনের আশা ভরসাই প্রায় করা হয়। ধন থাকিলে প্রায়ই তামসিক অহংকার স্ফুরিত হয়। দারিদ্র্য ঐ সকল প্রশ্রয়ের কারণ হয় না। সেইজন্য অনেক ধনীর বৈরাগ্য উদিত হইলে ধন পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রতাকে হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। তিনি নিরহংকারভাবে থাকিবার জন্য দরিদ্রতাকে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবানের রূপ-সনাতন প্রভৃতি অনেক অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ভক্তমহাত্মাগণ অতুল ঐশ্বর্য্য এবং পদমর্য্যাদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দারিদ্র্যকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান যাঁহাকে দারিদ্র্য প্রদান করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি সেই ব্যক্তির প্রতিও কৃপা করিয়াছেন। যেহেতু তিনি সেই ব্যক্তির নিরহংকার ভাবে, দীনভাবে থাকিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

ঈশ্বর ও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি।

তুমি সামান্য মানব। তোমার বাক্‌শক্তিও সামান্য। তোমার সেই সামান্য বাক্‌শক্তিও ঈশ্বর উপাসনার অবলম্বন হয়। তোমার স্থাপিত সভাও ঈশ্বর উপাসনার অবলম্বন হয়। মুসল-

মানের মস্‌জিদ্‌ মুসলমানের ঈশ্বর উপাসনার অবলম্বন হয়। খৃষ্টানদিগের চার্চ্চও ঈশ্বর উপাসনার অবলম্বন হয়। তবে কোন প্রতিমূর্ত্তিই বা ঈশ্বর উপাসনার অবলম্বন হইবে না কেন? তুমি নিজ মুখাবলম্বনে ঈশ্বরের নাম কর, ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন কর, ঈশ্বর সম্বন্ধে কত কথাই বল। তুমি সামান্য। তোমার মুখত অসামান্য নহে। তুমি সামান্য মুখাবলম্বনে যদ্যপি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পার তাহা হইলে প্রতিমূর্ত্তি অবলম্বনেও ঈশ্বরের উপাসনা অবশ্যই করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণের মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তির অভেদত্ব।

শ্রুতি মতে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলিয়া নিজে ব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মের আকার ব্রহ্ম এবং সেই আকারের চিত্রকেও সেই কৃষ্ণব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই মূর্ত্তিমান কৃষ্ণ, মূর্ত্তিমান কৃষ্ণের মূর্ত্তি এবং মূর্ত্তিমান কৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তিকে পরস্পর অভেদ বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই চিৎকৃষ্ণ, চিৎকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং মৃৎকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি পরস্পর অভেদ বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের সত্তাকার অভেদ বলা যাইতে পারে। সেইজন্য শালগ্রাম শিলাও কৃষ্ণাকার। সেইজন্য সেই কৃষ্ণাকার পাষাণ শালগ্রাম শিলাকেও ব্রহ্মাকার, কৃষ্ণাকার বা ব্রহ্মশিলা বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই গঙ্গাকেও কৃষ্ণ বলা যাইতে পারে। কৃষ্ণ ব্রহ্ম-গঙ্গা বলিয়া গঙ্গাকেও ব্রহ্মবারি বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মের প্রাকৃতরূপাদি কল্পনার আবশ্যকতা।

প্রকৃতির বহু প্রকার বিকাশ। প্রকৃতির প্রত্যেক বিকাশও প্রকৃতি। ১

বাক্যেরও নানা প্রকার বিকাশ। সে বাক্যও প্রাকৃত বলিতে হয়। ব্রহ্মশব্দও একটী বাক্য। সুতরাং ব্রহ্মশব্দকেও প্রাকৃত বলিতে হয়। ব্রহ্মশব্দ প্রাকৃত স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মশব্দও সৎ নহে সহজেই বুঝা যায়। তুমি যাঁহাকে ব্রহ্ম বল তাঁহাকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া যদি পরিমিত প্রাকৃত নাম কিম্বা উপাধিবিশিষ্ট করিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিই বা তাঁহার একটী পরিমিত রূপ কল্পনা করিতে পারিবেন না কেন? তুমি তাঁহার পরিমিত নাম কল্পনা কর, অন্যে না হয় তাঁহার পরিমিত রূপ কল্পনা করে। ২

তোমার মতে ব্রহ্ম অনন্ত কিন্তু সেই ব্রহ্মের 'ব্রহ্ম' এই নাম অনন্ত নহে। ব্রহ্মের ব্রহ্ম এই নাম ব্রহ্মের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। তোমার তাঁহাকে ক্ষুদ্র, পরিমিত, প্রাকৃত এই ব্রহ্মনাম বা উপাধি দেওয়া যদি অসঙ্গত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্য কর্ত্তৃক তাঁহার ক্ষুদ্র, পরিমিত, প্রাকৃত রূপ কল্পনাও অসঙ্গত নহে। তাঁহার ক্ষুদ্র, পরিমিত, প্রাকৃত, সামান্য প্রতিমূর্ত্তি করাও অসঙ্গত নহে। ৩

তুমি যাঁহাকে আত্মা বল, তোমার মতে তিনি নিত্য। তুমি যাঁহাকে আত্মা বল তাঁহার 'আত্মা' এই যে উপাধি বা নামও তোমার মতে নিত্য কি না? তোমার মতে আত্মা শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে অন্যের সকল শব্দকেই নিত্য বলিবার অধিকার থাকিবে না কেন? আত্মা শব্দে বর্ণমালার আ, তকার, মকার ও আকার আছে। ঐগুলি সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালার অন্তর্গত তিন প্রকার অক্ষর মাত্র। বেদান্তানুসারে বলা যাইতে পারে যাহা কেবলমাত্র এক প্রকার অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু নহে, তাহাই প্রাকৃত। আত্মা শব্দে তিন প্রকার বর্ণ আছে। সুতরাং আত্মা শব্দ এক অপরিবর্ত্তনীয় এক প্রকার নিত্য

পদার্থ নহে। ঐ আত্মা শব্দে তিন প্রকারতা আছে বলিয়া ঐ আত্মা শব্দও প্রাকৃত। সুতরাং ঐ আত্মা শব্দকেও সৎ বলা যায় না।

বিবিধ।

নিরাকারেই আকার রহিয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে নিরাকারেই আকার থাকে। ব্রহ্মও নিরাকার। অবশ্য সেইজন্য তাঁহারও আকার আছে। জীবের জীবত্ব অনিত্য। সেইজন্য জীবের আকারও অনিত্য। ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব নিত্য। সেইজন্য তাঁহার আকারও নিত্য। সেই জন্যই ভগবান শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে 'সদাকারং' বলিয়াছেন। সদাকার অর্থে নিত্যাকার বুঝিতে হয়। যেহেতু সৎ অনিত্য নহে। যিনি নিত্য তাঁহার সমস্তই নিত্য। ১

নিত্য যাহা তাঁহার কোন কারণ নাই। ব্রহ্ম নিত্য। তাঁহার কোন কারণ নাই। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে অজ্ঞানেরও কোন কারণ নাই। সেইজন্য তাঁহার মতানুসারে অজ্ঞানকেও নিত্য বলিতে হয়। অজ্ঞানকে নিত্য বলিতে হইলে, অজ্ঞানকে সত্যও বলিতে হয়। কারণ নিত্যকে অসত্য কোন মতেই বলা যায় না। শ্রুতি বেদান্তানুসারে ব্রহ্ম নিত্য, ব্রহ্ম সত্য। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে অজ্ঞানও নিত্য, অজ্ঞানও সত্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্মও নিত্য, অজ্ঞানও নিত্য। ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তণীয় নিত্য। অজ্ঞান পরিবর্ত্তণীয় নিত্য।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে অজ্ঞানও অনাদি অনাদি যাহা, তাহা অনিত্য নহে। অনাদি যাহা, তাহা অসত্যও নহে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থের মতে জানা যায় ব্রহ্মও অজ্ঞানের কারণ নহেন। যে মতে অজ্ঞানের কোন কারণ নাই, সে মতে অজ্ঞান অনাদি ও অনির্ব্বচনীয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে,—"অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ? ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্য-নির্ব্বচনীয়ম্।" নানা অদ্বৈতমত গ্রন্থ সকল মতে আত্মাকে যেরূপ নিত্য বলিতে হয় তদ্রূপ ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে অনাত্মা মায়াকেও নিত্যা বলিতে হয়। ২

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যত্ব সম্পন্ন নির্ব্বিকার পরম প্রেমে নিরত যে নিত্য মহাভাব রহিয়াছে সে মহাভাবও নির্ব্বিকার। সে মহাভাবের সহিত অজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই।

অজ্ঞান নির্ব্বিকার নহে। অজ্ঞান সবিকার। অজ্ঞান সম্ভূত সর্ব্বপ্রকার গুণ সকল ও কর্ম্ম সকল বিকার বিশিষ্ট। ২

শ্রীভগবানের অনন্ত বিকাশ। সে সকল বিকাশ এক প্রকার নহে। তাঁহার বিবিধ প্রকার বিকাশ আছে। যেরূপ একবীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে সেই একেরই বিবিধ বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ঐ প্রকারে শ্রীভগবানেরও বিবিধ বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের এক প্রকার বিকাশও অনেক হইতে পারে ও হইয়া থাকে। আম্রবৃক্ষের সমস্ত আম্রই এক প্রকার অথচ স্বরূপতঃ সেই সমস্ত আম্রই অভিন্ন। ঐ প্রকারে শ্রীভগবানের সমস্ত বিকাশই স্বরূপতঃ অভিন্ন, স্বরূপতঃ অদ্বিতীয়।

এক বস্তুর এক প্রকার বিকাশ অনেক হইলে সেই বিকাশ সকলকেও প্রকাশ বলা হয়। শ্রীরাসে একই শ্রীকৃষ্ণের এক প্রকার বহু বিকাশ হইয়াছিল। সেই সমস্ত বিকাশকে প্রকাশ বলা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের এক প্রকার সমস্ত প্রকাশই স্বরূপতঃ পরস্পর অভিন্ন। সুতরাং অদ্বিতীয়। তবে সে সমস্ত প্রকাশ সংখ্যায় এক নহে। ২

ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের

আবির্ভাব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে এক নব যুগের আবির্ভাব হইল। পাশ্চাত্যদেশবাসীগণ শিক্ষা, বাণিজ্য, শিল্প বিস্তারদ্বারা ভারতবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বদ্ধ হইল। বিদ্যালয়ে, ব্যবসায়ে, রাজনৈতিক আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এমন সময়ে ঐ পরিবর্ত্তন সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের উপরেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিল। জেতৃবর্গের সভ্যতা, আচার, ব্যবহার, শিক্ষা ও সভ্যতাকে আদর্শ মনে করিয়া ভারতের অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানও অবিচারে সেই সকলের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। এই পরিবর্ত্তনের যুগে মহাত্মা রামমোহন রায় দেশের যে উপকার করিয়াছেন তাহার স্মৃতি প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়েই চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। ঔপনিষদিক জ্ঞান লইয়াই তিনি তাঁহার প্রবর্ত্তিত পন্থার মূল ধর্ম্মতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপনা করেন। পরমোদার মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনাই তাঁহার সম্প্রদায়ের উপাসনার ক্রম। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই এই নূতন প্রচারের পক্ষপাতী হইলেন। পাশ্চাত্যশিক্ষার ব্যবহারাদি এই ধর্ম্মযাজনের প্রতিকূল না হওয়ায় অনেকেই ইহাকে বরণ করিল। এক কথায় অনেক আর্য্যসন্তান এই স্রোতে পড়িয়া স্বীয় জাতীয় জীবন ও ধর্ম্ম বিনা প্রযত্নে রক্ষা করিতে পারিলেন। এদিকে দেশের অবস্থা তখন এরূপ যে কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও সনাতন আর্য্যধর্ম্মের যে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের উপাসকবৃন্দ ছিলেন তাঁহারা নিজ নিজ পন্থানুসারে ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল সাধনপথও বিবিধ কল্পিত মতে কণ্টকিত হইয়া পড়িয়াছিল। পতিত কলির জীবের পরমগতি, পরম উদার তন্ত্র। তন্ত্রের ধর্ম্ম মারণ, উচাটন, বশীকরণাদি কতকগুলি অভিচার কর্ম্মেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তান্ত্রিক বলিলে অতিরিক্ত কারণসেবী কোন উপাসক বিশেষকেই বুঝাইতে লাগিল। বৈষ্ণবতা কেবল বাহ্য চিহ্ন ধারণ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল, দেবীর প্রসাদ, শিবের প্রসাদ ত্যাজ্যরূপে পরিগণিত হইল। পরমজ্ঞানের সিন্ধু অদ্বৈত-তত্ত্বের আলোচনা কেবলমাত্র শুষ্ক তার্কিকতাতেই পর্য্যবসিত হইল। যদিও ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল কিন্তু দেশের অন্তরস্থ এই সনাতন পন্থাগুলির কোনই সংস্কার সাধিত হইল না। কিছু দিন এই ভাবে চলিল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মেও বিবিধ দলের সৃষ্টি হইয়া উঠিল। এমন সময় দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার উপকূলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেব শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া সর্ব্ব-ধর্ম্মের সমন্বয় জগৎকে জানাইয়া যান।

এক সত্যই বেদে, বাইবেলে, পুরাণে, কোরাণে, তন্ত্রে, উপপুরাণে কীর্ত্তিত হইতেছেন। সেই সত্য উপলব্ধির ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাই বিভিন্ন সম্প্রদায় নামে উক্ত হয়। সেই যুগে সকল সম্প্রদায়েই মালিন্যের ছায়া দেখা দিয়াছিল। শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি যে সকল পন্থা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাই চলিতভাষায় শাক্তধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মমতে গ্লানি উপস্থিত হইলে সর্ব্বধর্ম্মের রক্ষা-কর্ত্তা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাহার সংস্কার করেন। যখন ধর্ম্মমত সমূহ অপধর্ম্মে আবৃত করিয়া ফেলে তখন শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া জীবের প্রতি

অহেতুকী ভালবাসা বশতঃ শরীর ধারণ করেন, মানুষের মত হইয়া পতিত জীবকে শান্তির দেশে লইয়া যান। ধর্ম্মই জীবমাত্রের আশ্রয়স্থল। পতিত জীবের ধর্ম্ম ভিন্ন শান্তিসুখের দ্বিতীয় উপায় নাই। সেই ধর্ম্মস্বরূপ শ্রীভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ না হইলে কে জীবকে প্রকৃত ধর্ম্মের পন্থা দেখাইতে পারে? কে'ই বা জীবকে যুগোপযোগী আচরণ শিখাইতে পারে? আজ দেশের যে অবস্থা তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদি, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সকল প্রকারের ব্যক্তিকেই কার্য্যের অনুরোধে হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক বিদ্যালয়ে, বিচারালয়ে, ব্যবসাক্ষেত্রে, রাজনৈতিক চর্চ্চায় পরস্পর সম্মিলিত হইতেছেন। বাস্তবিক এই সকল মানব বিবিধ সম্প্রদায়স্থ হইয়া ধর্ম্মযাজন করিতেছেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষে কিম্বা পরোক্ষে নিজ নিজ ধর্ম্মমতের উৎকৃষ্টতা খ্যাপন করিতেছেন। কেহ কেহ বা প্রকাশ্যভাবে স্বীয় সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার কুহকে অপরের আচরিত প্রকৃত ধর্ম্মমতকেও না বুঝিতে পারিয়া তাচ্ছিল্য করিতেছেন। প্রকৃত ধর্ম্ম লাভে দ্বেষ ভাব থাকে না। প্রকৃত ধর্ম্মলাভে দ্বেষভাব দূর হইয়া পরস্পর প্রীতি ও প্রেম সংস্থাপন হইলেই সুখের বিষয় হয়। বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে একেরই উপাসনা করা হইতেছে। আজ এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়রূপ মহান্ জ্ঞানের প্রয়োজন। ইহাতেই বিশ্বপ্রেম ও পরাশান্তি নিহিত রহিয়াছে। ইহা উপনিষদের, পুরাণের, তন্ত্রের চিরপ্রচারিত অনাদি সত্যধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম কালবশে পৃথিবীর সংস্কার জালে আবৃত হয়। অবতার আসিয়া নূতন পন্থায় তাহারই পুনরুদ্ধার করেন। অবতার সকল সম্প্রদায়েরই সংস্কার করেন। তিনি শাক্ত, বৈষ্ণব কিম্বা অন্য কোন সম্প্রদায় বিশেষের উৎকর্ষ সাধন করিতে অপর সম্প্রদায়কে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন না। অবতার সম্প্রদায় বিশেষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অপর সম্প্রদায়কে তাচ্ছিল্য করেন না। এক পিতার পঞ্চসন্তান—পিতা কাহাকে অবজ্ঞা করিবেন? তাঁহার হৃদয়ের স্নেহধারা সকল সম্প্রদায়স্থ শিশুর প্রতিই সমান ভাবে রক্ষিত হইতেছে। এক ঈশ্বর। যখনই তিনি অবতীর্ণ হন তখনই তিনি সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপন করেন। বর্ত্তমান যুগেও অবতার সর্ব্বধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগোপযোগী সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়রূপ মহান্ জ্ঞান লইয়া উদয় হইলেন। অরূপের রূপধারণ—ব্রহ্মের মানুষ হওয়া, সত্য বটে বড় অসম্ভব কথা। কিন্তু সকল অসম্ভবের যাঁহাতে সম্ভব হইয়াছে—সকল অসামঞ্জস্যের যাঁহাতে সামঞ্জস্য হইয়াছে সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। বিবিধ শাস্ত্রে ভূরি ভূরি বাক্যে অবতার বিষয়িণী বর্ণনা আছে। যুগে যুগে সেই পরম প্রেমিক পতিতপাবন শ্রীহরি অবতীর্ণ হন। শাস্ত্রমতে তাঁহার দশটী অথবা চব্বিশটী মাত্র অবতার নহে—অনন্ত অবতার। বিশ্বাসী অবতার বিশ্বাস করিয়া অপূর্ব্ব প্রেমামৃত পান করেন, অমর হন। বিশ্বাসী অবতার চক্ষে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। বিশ্বাসীকে দয়াময় প্রভু বুঝাইয়া দেন যে তাঁহার অবতারত্বে বিশ্বাস এক মহান্ ভাগ্যের ফল। যে বিশ্বাস করিল সে অমৃতের অধিকারী হইল।

ভগবানই সত্য। তিনি নিত্য। তাঁহারই এক নাম গোপাল। তিনি নিত্যগোপাল। যে দয়ার সাগর প্রেমের ঠাকুর নিত্যগোপাল সমন্বয় পন্থায় জীবকে সনাতন ধর্ম্মদান করিয়াছেন আজ সেই দেবাদিদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে কিছু বিবরণ দিব।

কলিকাতার আহিরীটোলায় এক ধনাঢ্য পরিবারের বাস। প্রসিদ্ধ দেওয়ান ৺রামকান্ত বসু এই পরিবারস্থ। রামকান্তের

পুত্র পূজ্যপাদ জন্মেজয়। জন্মেজয়ের তিনটী বিবাহ। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা ভার্য্যা সাধ্বী শিরোমণি মাতা গৌরমণি। ইঁহারই গর্ভে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব জন্মরূপ পরিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। পিতামহ দেওয়ান রামকান্ত পরমভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজ নামে কোন্নগরে রামকান্তেশ্বরী কালীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। পিতা জন্মেজয় নিজেও জনৈক অবধূত সন্ন্যাসীর শিষ্য ছিলেন। প্রভূত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইলেও তিনি জগ-জ্জননীর ক্রীড়ামঞ্চে নির্লিপ্ত ভাবেই বিহার করিতেন। মাতা গৌরমণির উপর্য্যুপরি ছুইটী কন্যা হইল। প্রথমা কৃষ্ণকামিনী—দ্বিতীয়া নিত্যকালী। উপর্য্যুপরি ছুইটী কন্যা হওয়ায় মাতা গৌরমণির জননী অর্থাৎ দিদিমা একটী দৌহিত্র কামনা করিলেন। দিদিমা ৺কাশী-ধামে দেবাদিদেব বীরেশ্বর মহাদেবের সেবা করিয়া স্বীয় কন্যার একটী পুত্র সন্তান প্রার্থনা করিলেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যহ গঙ্গাবারি দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইতেন। স্বয়ং মাতা গৌরমণিও স্বর্ণনির্ম্মিত বিল্বপত্রদ্বারা পুত্র কামনায় বীরেশ্বর দেবকে পূজা করিলেন। পুত্রকামনায় বীরেশ্বরের পূজা করিলে স্বয়ং বীরেশ্বরই পুত্র-রূপে জন্মিয়া থাকেন—এরূপ প্রবাদ আছে। যাহা হউক নিয়মমত এক মাস বীরেশ্বরের স্নান পূজা সমাপ্ত হইলে দিদিমাকে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বলিলেন,—"তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। তোমার দুহিতা এক অপূর্ব্ব পুত্রের মাতা হইবেন। সেই পুত্রকে কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজ্য দিবে না এবং কখনও বামহস্তে আঘাত করিবে না।" দিদিমা এই কথা শুনিয়া পরমপ্রীতমনে দেবাদিদেব বীরেশ্বর দেবকে প্রণাম করিয়া গৃহে চলিলেন।

এই ঘটনাটীর প্রায় এক বৎসর পরে ১৭৭৬ শকাব্দায় বঙ্গাব্দ ১২৬১ সালে চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমী তিথিতে রবিবারে ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব "গৌরীমাতার গর্ভেজন্ম" উপলক্ষ করিয়া পানিহাটী গ্রামে মাতুল মহাত্মা নবীনকৃষ্ণ ঘোষের গৃহে আবির্ভূত হন।

বসন্তকাল—চারিদিকে বসন্তের নবশোভায় ধরণী সজ্জিত। প্রকৃতি রাণীর মালিকারূপে কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত; চূতমুকুলের মধুর সৌরভে মধুপ-কুল উন্মত্ত; পিককুলের কুহু কুহু তানে কানন ঝঙ্কৃত। প্রকৃতিরাণী বসন্তের নব-পুষ্প-মালা পরিয়া পরম পতির বরণ করিতেছে। পানিহাটি গ্রামের প্রান্ত বহিয়া ধীরে ধীরে পতিতপাবনী সুরধুণী প্রবাহিতা। সন্ধ্যা প্রায় সমাগতা। এখনও সূর্য্যদেব অস্ত যান নাই। দেখিতে দেখিতে গগনমণ্ডল মেঘসমাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। কুলনারীগণ আকাশের অবস্থা দেখিয়া ব্যগ্রভাবে গঙ্গাবারি লইবার জন্য আসিতে লাগিল। দুই চারি ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িল। এমন সময়ে মাতা গৌরমণি গঙ্গাস্নান করিতে আসিলেন। তিনি ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করিতেন। মাতা গৌরমণি সর্ব্বদাই জপ, ধ্যান, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি লইয়া দিবা নিশি যাপন করিতেন। তিনি নিজে সর্ব্বদেবদেবীর সম্মান করিতেন। মুসলমান পীরকেও অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি-তেন। মাতা স্নানের জন্য গঙ্গায় অবতরণ করি-লেন। সাক্ষাৎ শান্তির মূর্ত্তি! গৌরী যেন গঙ্গামিলনে আগতা। যাঁহার গর্ভজাত এই বলিয়া স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম যাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিলেন আজ ব্রহ্মময়ী জাহ্নবী সেই দেবারাধ্যা, ত্রিভুবনবন্দ্যা মাতা গৌরমণির সহিত মিলন ইচ্ছা করিলেন। মাতা স্নানসমাপনান্তে তন্ময় হইয়া গঙ্গাস্তব পাঠ করিতেছিলেন এমন সময় গঙ্গার চোরাবান্ আসিল। গঙ্গাতীরে দোলন কালীর পূজারী মহাশয়ের বাস। পূজারী-পত্নী মাতা

গৌরমণির প্রিয় সখী! পূজারী-পত্নী তাঁহার এক পুত্রকে কহিলেন,—"তোমার সইমা গঙ্গা স্নান করিতে গিয়াছে। দেখত এখনও ফিরিয়া আসিল না কেন?" পূজারী-পুত্র সত্বর গঙ্গা-তীরে যাইয়া দেখিলেন সইমা তথায় নাই। কেবল মস্তকের কেশমাত্র দূরে জলের উপর দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার মনে সন্দেহ হইল চোরাবানে মাতা গৌরমণি ভাসিয়া চলিয়াছেন। অবিলম্বে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় সইমাতার কেশরাশি ধরিয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞা-শূন্য সইমাতাকে লইয়া তিনি তীরে উঠিলেন। এদিকে পূজারী-পত্নী ও অন্যান্য নারীগণ সত্বর আসিয়া সেবা শুশ্রূসায় নিযুক্ত হইলেন। কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর তাঁহার চেতনা সম্পাদিত হইল। সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিলে পূজারী-পত্নী মাতাকে একখানি লাল কস্তাপেড়ে নূতন কাপড় পরাইয়া দিদিমার কাছে লইয়া গেলেন। সেদিন বাসন্তী সপ্তমীতিথি। যেন সপ্তমীতিথিতে মা জগদম্বা গৌরী গিরিরাজ ভবনে আসিলেন।

এই ঘটনার পরদিন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের আবির্ভাব তিথি। পানিহাটী গ্রামে ঐ সময় শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে বাসন্তী পূজা হইত। সন্ধ্যা সমাগত, আকাশ ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন। ক্রমেই ঝঞ্ঝা বহিতে লাগিল ও বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল, মেঘে মেঘে কড় কড় শব্দে বিদ্যুৎ চমকাইল। রাত্রির প্রথম যামেই মাতা গৌরমণি প্রসববেদনা অনুভব করিলেন। এদিকে সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হয় নাই। কারণ তখন গর্ভের অষ্টম মাস মাত্র। কেহই এরূপ হঠাৎ প্রসবকাল উপস্থিত হইবে মনে করেন নাই। বর্ষা এবং ঝড়ের প্রকোপে অন্য কোন স্থানে সুবিধা না হওয়ায় সিঁড়ীঘরের পশ্চিমপার্শ্বের প্রকোষ্ঠই প্রসবঘররূপে নির্ণীত হইল। ক্রমে ক্রমে প্রসববেদনা তীব্রতর হইল। ধীরে ধীরে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তখনও বাত-বর্ষা পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। এদিকে শ্রীকণ্ঠদত্তের বাড়ীতে বাসন্তী অষ্টমীর ঢাক বাজিয়া উঠিল। এই মহাষ্টমী তিথিতে ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-দেব জগৎকে ধন্য করিতে, ভক্ত ও প্রেমিককে সম্ভোগ দান করিতে, পাপীকে উদ্ধার করিতে ও যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে আবির্ভূত হইলেন। মাতা গৌরমণি সূতিকাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। সঙ্গে ধাত্রী। (সূতিকা গৃহটী এখনও ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান।) আমরা শুনিয়াছি ঐ গৃহটী সুন্দররূপে সজ্জিত ছিল। গৃহটী সম্পূর্ণ নূতন। দেওয়ালে আব (অভ্র, Mica) দ্বারা রঞ্জিত থাকায় ঘরটী উজ্জ্বল দেখাইত। প্রসব বেদনার সঙ্গে সঙ্গে সন্তান প্রসবের পরিবর্ত্তে বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া গেল। ধাত্রী এই ব্যাপারে স্তম্ভিত হইলেন। দিদিমা পুত্র কি কন্যা জন্মিয়াছে জানিতে চাহিলে ধাত্রী যে উত্তর করিল তাহা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন। তাঁহার কত আশা কত উৎসাহ সব ফুরাইল। "হায় বাবা বীরেশ্বর এ কি করিলেন! হায়! সন্ন্যাসী নারায়ণ, তিনিই বা এমন কথা কেন বলিলেন!"—এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং রক্তাক্ত-বস্ত্র-রাশির দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়াতে দেখিলেন তাহার মধ্যে কি যেন নড়িতেছে। তাঁহার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। যেন হারানিধি ফিরিয়া পাইলেন। দেখিলেন অর্দ্ধহস্ত পরিমিত সুন্দর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ একটী শিশু। দিদিমা সন্ন্যাসীর কথা মনে ভাবিলেন, বুঝিলেন ইনি সামান্য কোন মানুষ নহেন। শিশুর অঙ্গের উজ্জ্বলবর্ণে সূতিকাগৃহ সত্যই আলোকিত হইয়া উঠিল। অঙ্গের সৌরভে দিক আমোদিত হইল। সদ্যোজাত শিশু কি এরূপ নির্ম্মল হয়? ইনি নিশ্চয়ই কোন মহা পুরুষ। এই অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ পুষ্পের ন্যায়

শিশুর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, শিশিরস্নাত বিমল কমল সদৃশ মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া দিদিমা স্নেহে, হর্ষে, বিস্ময়ে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এমন সময় মায়া শিশুর রোদনে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি তখন শিশু ও প্রসূতির তত্ত্বাবধানে তৎপর হইলেন। দিদিমার আনন্দ-কোলাহলে বাটীস্থ সকলেই সূতিকাগৃহের দ্বারে আসিলেন এবং তাঁহার কোলে অপূর্ব্ব শিশু দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দে আপ্লুত হইলেন। দোলন কালীর পূজারী-পত্নী সংবাদ পাইয়া স্বীয় প্রিয়সখীর সন্তান-দর্শন-মানসে ছুটিয়া আসিলেন। ক্রমে ক্রমে পল্লীতে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসিনী নারীগণ দলে দলে আসিতে লাগিল। স্বর্গের দেবতারা মানুষরূপ ধারণ করিল। উমা ভগবতী, বাণী সরস্বতী, পদ্মালয়া লক্ষ্মী প্রভৃতি মহাদেবীগণ সর্ব্বসম্পদনিকেতন অপ্রাকৃত নরশিশু দেখিবার জন্য মানুষী হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি মানবাকার ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব নরব্রহ্ম দর্শন করিতে আসিলেন। পানিহাটীবাসিনী কুলকামিনীগণ মাতা গৌরমণির কোলে এই অপরূপ শিশু দেখিয়া সকলেই একবাক্যে কহিতে লাগিল, এমন সুন্দর শিশু কেহ কখনও দেখে নাই। শিশু মায়ের কোলে সুন্দর রক্তবর্ণ হাত দুইখানি নাড়িতেছে, কখনও বা রক্তকোকনদ সদৃশ পদযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া মাতার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুমধুর হাসিতেছে, দর্শনে সকলেই মোহিত হইল।

পরদিন জন্মোৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। একদিন গোকুলের পুণ্যভূমিতে যে লীলার অভিনয় হইয়াছিল আজ পুণ্যভূমি পানিহাটীতেও সেই লীলানন্দস্রোত প্রবাহিত। দিদিমা ও পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তির আনন্দের সীমা নাই। ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও দান করা হইল। সমাগত ব্যাক্তগণের অভ্যর্থনা এবং ভিক্ষুকগণকে অন্ন ও বস্ত্রদ্বারা তুষ্ট করা হইল। এইবার জন্মোৎসবের পালা পড়িল। ভারে ভারে দধি দুগ্ধ আনীত হইল। কেহ কেহ ঐ সকল দ্রব্য ও হরিদ্রাদির জলদ্বারা ভূমি সিক্ত করিয়া তদুপরি পরস্পর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই-রূপে জন্মোৎসব শেষ করিয়া সকলেই গঙ্গা-স্নান করিলেন। তৎপর ভোজনোৎসব। ব্রাহ্মণ, অতিথি, সমাগত ভিক্ষুক, ভিক্ষুকীকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও সুতৃপ্তি সহকারে ভোজন করান হইল। সকলেই প্রীতমনে শিশুর মঙ্গল কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

আজিও সেই পানিহাটী গ্রাম রহিয়াছে—ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের বাল্যলীলাভূমি সেই পানিহাটীর গঙ্গাতীর, বটবৃক্ষতল সকলই রহিয়াছে। যাট বৎসর পূর্ব্বে সেই পুণ্যভূমিতে পরব্রহ্ম নরাকার ধরিয়া যে লীলা করিয়াছিলেন সেই পূতক্ষেত্রে আজিও তাহার নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে। ধন্য তুমি পুণ্যভূমি পানিহাটী! তোমার রেণুতে রেণুতে পবিত্রতা, প্রীতি ও প্রেম রহিয়াছে। তোমার ঐ পবিত্র রজোরাশি আমি ভূয়োভূয়ঃ শিরে ধারণ করি। আর অয়ি শুভে শ্রীনিত্যজন্মাষ্টমী তিথি! তোমার উদ্দেশেও কোটী কোটী প্রণাম জানাইতেছি।

"শ্রীনিত্য-অষ্টমী তিথি! নমি গো জননি!
সর্ব্ব শুভক্ষণময়ি! পরম কল্যাণি!
তোমার উদরে মাগো! গৌরীর দুলাল
পানিহাটে আবির্ভূত শ্রীনিত্যগোপাল!
প্রেমরূপা পরাশক্তি, তুমি মাগো পরামুক্তি,
শুভঙ্করী পরাভক্তি জীব নিস্তারিনী।
ব্রহ্ম-আবির্ভাব-তিথি! ব্রহ্ম-স্বরূপিনী॥

—০—

ওঁ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালার্পণমস্তু।

শ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

জন্মতিথি উপলক্ষে।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিবইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ
কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যোহথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোহয়ং নো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং
শ্রীনিত্যগোপালোহি ॥

শ্রীদাশরথি স্মৃতিতীর্থ।

গু ষ্টকম্ স্তোত্রম্।

(১)

ভবশঙ্কর দেব স্বরূপধরম্
জনচিত্তশুভঙ্কর পূজ্যতমম্
প্রণবাদিদকামদ কালদমম্
প্রণতোহস্মি গুরুং ভবতারণকম্।

হে যুগাবতার শঙ্কররূপধারী ভগবান্! জ্ঞানানন্দময় নিত্যগোপালরূপে আপনি আজ অবতীর্ণ হইয়া কলিকল্মষপরাহত মানবের চিত্তে অভীষ্টফলপ্রদ, জরামৃত্যুনাশকারী প্রণবাদি মন্ত্র দান করতঃ সংসার সমুদ্রের যে একমাত্র কাণ্ডারী হইয়া জীবের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছেন, সেই আপনার শ্রীচরণে আমি কোটী কোটী প্রণিপাত করিতেছি।

(২)

বহুবেদপুরাণসুতন্ত্রযুতম্
শ্রুতিগোচরসারতরপ্রবরম্
কৃপয়ৈব জনং প্রতি শান্তিকরম্
প্রণতোহস্মি গুরুং ভবতারণকম্।

ব্রহ্মমুখ নির্গলিত বেদাদি নিত্য শব্দের ন্যায়, "অধ্যয়ন না করিলেও যাঁহার মুখ হইতে অবিরল ঐ নিখিল শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ প্রতিপন্ন হইত, যিনি অনুগ্রহ করিয়া জগতে নবশক্তি বিধানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই ভবসমুদ্রত্রাণকারী সচ্চিদানন্দ ভগবান্ জ্ঞানানন্দ দেবকে কোটী কোটী প্রণিপাত করি।

(৩)

ভবসাগরকাতরপারকরম্
জিতমার পরাৎপর সত্ত্বপরম্
করুণাময়দীনদয়ালবরম্
প্রণতোহস্মি গুরুং ভবতারণকম্

যিনি ভবসমুদ্রপারের জন্য ব্যথিত মানবকেই অতি সযতনে কোলে করিয়া পার করেন যিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা যথার্থ সত্যনিষ্ঠ হইয়াছেন সেই কামজয়ী করুণাময় দীনদয়ালবর মহাপুরুষকে আমি করযোড়ে কোটী কোটী প্রণিপাত করি।

(৪)

শুভশারদপূর্ণশশাঙ্কমুখম্
গললম্বিতসুন্দরপুষ্পযুথম্
দ্বিজরাজবিখণ্ডিতভালতটম্
প্রণতোহস্মি গুরুং ভবতারণকম্।

যাঁহার বদনমণ্ডল শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রিমা ছটায় দেদীপ্যমান, যাঁহার গলদেশে আকটিলম্বিত বিচিত্র পুষ্পমাল্য সুশোভিত, যাঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা ধবলতরঙ্গার ফেন রেখার ন্যায় বিরাজিত সেই ভুবনপাবনকারী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে আমি কোটী কোটী প্রণিপাত করি।

(৫)

ঋজুদীপশিখোপমসূক্ষ্মতনুং
ভবভাব্যবিভাবকভাব্যবরম্
ননু শাশ্বতহাস্য করাস্যবরম্
প্রণতোঽস্মি গুরুং ভবতারণকম্॥

যিনি ভক্তদের অধিকার বিশেষে অণু হইতেও অণু ও মহৎ হইতেও মহৎ হইয়া জ্ঞেয় বা ধ্যেয় হইয়া থাকেন, যিনি নিত্যভক্তদের আজ এক-মাত্র জ্ঞেয় অথবা ধ্যেয় হইয়াছেন, যাঁহার নিত্য-শুদ্ধ হাসিতে তমোময় ভক্তহৃদয়েও তড়িচ্ছটার স্নিগ্ধ জ্যোতি নির্গলিত হইয়া থাকে, সেই সদানন্দ ময় নিত্য-মহাপুরুষকে নিত্য নিত্য প্রণিপাত করি।

(৬)

অভিকামস্বরূপবিকাশকরম্
জনরঞ্জননির্গুণনিত্যপরম্
চিরবল্কলকল্পদুকূলধরম্
প্রণতোঽস্মি গুরুং ভবতারণকম্॥

যিনি ভক্তগণের মনোবিনোদনার্থ শুদ্ধবুদ্ধ নিত্যগোপালরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞে আহুত বহ্নির ন্যায়, নিত্যভক্তে পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন, যাঁহার সগুণ বা নির্গুণ কোনই আখ্যা হইতে পারে না সেই নগ্নকৌপিনাবশেষ গৈরিক বসন-ধারী মহাপুরুষকে আমি নিত্য কোটি কোটি প্রণিপাত করি।

(৭)

কুপথান্বিয়তং বিনিবারণকম্
কিমু ভক্তগণপ্রতিপালনকম্
চিরভক্তনিষেবিতপাদযুগম্
প্রণতোঽস্মি গুরুং ভবতারণকম্॥

রূপরসাদি কণ্টকাকীর্ণ বিষয়পথে স্খলিতপদ ভক্তবৃন্দকে যিনি সতত ব্যগ্রতার সহ রক্ষা করিতে-ছেন, যাঁহার পাদপদ্ম সহস্র সহস্র নিত্যভক্তদ্বারা ধৌত ও পূজিত হইতেছে সেই বিশুদ্ধ-প্রেমভক্তি দাতা নিত্যগুরুকে সহস্র সহস্র প্রণিপাত করি।

(৮)

সুসমৃদ্ধিসমাদিসমাধিযুতম্
অবিভূতিকদান্তমহৎপুরুষম্
শুভশিক্ষণদীক্ষণকামতরুম্
প্রণতোঽস্মি গুরুং ভবতারণকম্।

যাঁহার সমস্ত বিভূতি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, যিনি নিয়ত আত্মপ্রেমে বিভোর হইয়া গভীর সমাধিতে আত্মহারা হইয়া রহিয়াছেন, ভক্তশিক্ষার জন্য যাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গলিত হইতেছে সেই শুভ শিক্ষা দীক্ষাদাতা কামবীজ ভগবান্ নিত্যগোপালরূপী জ্ঞানানন্দময় জ্ঞানানন্দদেবকে সাষ্টাঙ্গে অজস্র প্রণিপাত করি।

গুর্ব্বষ্টকমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ নিয়তং শুচিঃ।
সর্ব্বকামাৎ বিনির্ম্মুক্তঃ স নিত্যপ্রেমভাক্ ভবেৎ॥

যিনি এই গুর্ব্বষ্টক স্তোত্র নিরত সমাহিত হইয়া পাঠ করেন ও ধ্যান করেন তিনি সমস্ত বাসনাজাল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়েন ও বিশুদ্ধ প্রেমলাভ করিয়া আত্মানন্দে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করেন।

ইতি শ্রীদাশরথিকৃতং গুর্ব্বষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীদাশরথি স্মৃতিতীর্থ।
"জ্ঞানানন্দ চতুষ্পাঠী"
দারহাট্টা।

—

শ্রীসধনা।*

—*—

পুরাকালে পশুঘাতক-(কসাই) বংশে সধনা নামক এক পূতহৃদয় মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব সংস্কারবশে জীবহিংসা-কার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ বিরক্তি ছিল; কিন্তু মাংস বিক্রয় তাঁহার জাতীয় ব্যবসা সুতরাং সধনা স্বহস্তে জীবহিংসা না করিয়া অন্যস্থান হইতে মাংসাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া উহা বিক্রয় করতঃ যাহা কিছু লাভ পাইতেন তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীবৈষ্ণব সেবায় ও শ্রীহরি-গুণগানে তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল। দোকানে বসিয়া মাংসবিক্রয় করিতেন আর অবসর পাইলেই প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া প্রেমময়ের নামসুধারস পান করিতেন।

দৈবযোগে একদিন তাঁহার দোকানের নিকট দিয়া একটি বৈষ্ণব গমন করিতেছিলেন। সেই সময়েই সধনা তুলাদণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক মাংস বিক্রয় করিতেছিলেন। লীলাময়ের ইচ্ছাক্রমে সধনার তুলাদণ্ডের দিকে বৈষ্ণবটির দৃষ্টি পড়িল। বৈষ্ণব বিস্মিত হইয়া আগ্রহ সহকারে তুলাদণ্ড লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, দেখিলেন সধনা যে প্রস্তরখণ্ড সাহায্যে মাংস ওজন করিতেছেন সে খানি প্রস্তর নহে—একটি "শালগ্রাম"। বৈষ্ণবের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল, নয়ন দ্বয়ে জলসঞ্চার হইল; তিনি মনোভাব গোপন করিয়া সধনার নিকট ঐ শিলাটি ভিক্ষা চাহিলেন। সধনা প্রথমে অত্যন্ত আপত্তি করিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন, "মহাশয় ঐ শিলাখণ্ডের এক অদ্ভুতগুণ দেখিয়াছি আমি যে পরিমাণ মাংসই ওজন করিতে ইচ্ছা করি ঐ শিলাখণ্ড দ্বারাই তাহা সম্পন্ন হয় সুতরাং এমন বস্তু আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারি না, আপনি অন্য কিছু গ্রহণ করুন।" বৈষ্ণবও নাছোড়; তিনি ঐ শিলাখণ্ডের জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ ও অনুনয় বিনয় পর্য্যন্ত আরম্ভ করিলেন। সধনা অগত্যা বৈষ্ণবের বাসনা পূর্ণ করিলেন। বৈষ্ণব পরমানন্দে শালগ্রাম শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজবাসস্থানে আসিয়া অভিষেক পূর্ব্বক তুলসী চন্দনাদি দ্বারা শ্রীশিলাবিগ্রহের অর্চ্চনা করিয়া আপনাকে পরমকৃতার্থজ্ঞান করিতে লাগিলেন। রাত্রিযোগে শঠশিরোমণি বৈষ্ণবের প্রতি স্বপ্না-দেশ করিলেন—ঠাকুর বলিলেন, "বাপু হে, আমি সধনার কাছে বেশ ছিলাম, তুমি আমাকে এখানে কেন আনিলে? সধনার মুখে হরিনাম শ্রবণে আমার পরম আনন্দ হইত, তুমি আমাকে সেইখানেই রাখিয়া আইস।" স্বপ্নদর্শনে বৈষ্ণব বিস্মিত হইয়া আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া শালগ্রাম গ্রহণ পূর্ব্বক সধনার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। সধনার নয়নযুগল হইতে অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল—ভাব বিকারে অঙ্গ অবশ হইয়া উঠিল। কিয়ৎকাল পরে ভাব সম্বরণ করিয়া প্রাণের ঠাকুরটি গ্রহণ পূর্ব্বক যে ঘৃণিত ব্যবসার জন্য তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্বের এত অনাদর করিয়াছেন—চিনিতেও পারেন নাই—সেই জাতি ব্যবসায় সেইদিন হইতে পরিত্যাগ করিয়া এক নির্জ্জনস্থানে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা ঠাকুরের সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীপুরুষোত্তমধাম দর্শন জন্য সধনার

---

* শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। লেখক।

প্রাণে এক উৎকট বাসনা উপস্থিত হইল। লীলাময়ের আবার কোন এক নূতন খেলার সূত্রপাত বুঝিয়া সধনা শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ দর্শনে যাত্রা করিলেন। পথমধ্যে স্বদেশীয় যাত্রীগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল কিন্তু তাহারা "কশাই" বলিয়া তাঁহার প্রতি স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণা প্রদর্শন করিতে লাগিল; সধনা অগত্যা তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরমানন্দে একাকী পর্যটন আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া একদিন সধনা ভিক্ষা জন্য একগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সমাজের অতি নীচবংশে জন্ম হইলেও সধনা অতি সুপুরুষ ছিলেন। দৈবক্রমে ঐ গ্রামে তিনি এক দুষ্টা রমণীর চক্ষে পড়িলেন। পাপিনী ভিক্ষা দিবার ছলে সধনাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার পাপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। সধনা শিহরিয়া উঠিলেন, ব্যাকুল প্রাণে মনে মনে ইষ্টদেবকে ডাকিতে লাগিলেন। কামুকী সধনার রূপমোহে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে সে অপর কক্ষে নিদ্রিত স্বামীর মস্তক ছেদন করিয়া আনিয়া সাধুর সম্মুখে রাখিয়া কহিল, "দেখ হে পথিক! আমি তোমার জন্য কি করিলাম, তোমাকে আমি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি আমাকে গ্রহণ কর—প্রত্যাখ্যান করিও না।" সাধুবর ভয়ে ও বিস্ময়ে বজ্রাহত মানবের ন্যায় ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া পরে সাহস অবলম্বন করিয়া প্রাণের প্রাণ শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ পূর্ব্বক বীরের ন্যায় অটলভাবে চরিত্র গরিমা রক্ষা করিয়া পাপীয়সীর পাপ প্রলোভনে পদাঘাত করিলেন। অভিপ্রায় ব্যর্থ হইল দেখিয়া কলুষিতা কুলটা আর এক নূতন ফাঁদ পাতিয়া বসিল—রাক্ষসী উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া "চোর আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে" বলিয়া পল্লীবাসীদিগকে একত্র করতঃ সাধুকে শান্তিরক্ষকদের হস্তে সমর্পণ করিল। সাধু মনে মনে ভাবিলেন "আমি এই দোষ অঙ্গীকার না করিলে হয়ত পিশাচীকে শূল যন্ত্রের অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হইবে। আহা! যাহাদের দেহের সুখে এত লালসা দেহের সেই অতি-ভীষণ কষ্টভোগ তাহারা কি প্রকারে সহ্য করিবে?" দুর্ব্বৃত্তার পরিণাম চিন্তা করিয়া করুণায় তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল, চক্ষে জল আসিল। সাধু সেই কুলটার জীবনরক্ষার সঙ্কল্প করিলেন। ব্যাজ সত্য অবলম্বন করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "হে বিচারপতি! আমিই এই নরহত্যাদি সমস্ত অপরাধের হেতু আমাকেই দণ্ড দিন।"

অহো হরিভক্তের করুণার অবধি নাই! জীবের দুঃখে ব্যথিত এই সকল করুণ হৃদয়ের করুণ রোদনের রোল যখন গোলকনাথের আসন স্পর্শ করে তখনই জীব জগতের পরম সৌভাগ্যের উদয় হয়—তখনই সেই প্রেমনিধির প্রেমতরঙ্গে জীবজগৎ প্লাবিত হয়। একটি জীবের কষ্ট নিজে সহ্য করা তো সামান্য কথা হরিদাস যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুলের পাপভার স্কন্ধে লইয়া অনন্তকাল যন্ত্রণা ভোগের কল্পনাতেও পশ্চাৎপদ নহেন। এত না হইলে কি শ্রীভগবান "ভক্তাধীন" নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

সাধুবর সেই পাপীয়সীর জীবনরক্ষা জন্য নিজ জীবন দানে সঙ্কল্প করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার জীবন যে শ্রীগোবিন্দের সম্পত্তি। সামান্য কাঁচখণ্ড বিনিময়ে এই বহুমূল্য কাঞ্চন দান শ্রীভগবানের অভিমত হইল না। সেই দীননাথের অপূর্ব্ব কৌশলে সেই পাপিনী আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। সে তাহার পাপসহচরী বয়স্যগণের সমক্ষে স্পর্দ্ধা করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল যে পুরুষজাতি অতি ধূর্ত্ত, অতি শঠ। সে স্বহস্তে তাহার পতি হত্যা করিয়াও সেই সাধু পথিকের মনস্তুষ্টি করিতে পারে নাই।

পথিক যেমন তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া অপমান করিয়াছে সে তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইয়াছে—ভুজঙ্গিনীর প্রাণে কষ্ট দিয়া পথিককেও এইবার প্রাণে মরিতে হইবে। এইরূপে নানাপ্রকার দম্ভপূর্ণ বাক্যদ্বারা সেই রাক্ষসী আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। লীলাময়ের ইচ্ছায় এই সংবাদ বিচারপতির নিকট উপস্থিত হইল ; তিনি কৌতূহলী হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই পাপিনীকে আবদ্ধ করিয়া বিচারসভায় আনয়ন করাইলেন ; হতভাগিনী অতঃপর আর তাহার পাপকাহিনী গোপন করিতে পারিল না ; যথাযথ সমস্তই প্রকাশ করিয়া ফেলিল। বিচারপতি শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া অতি সমাদরে সসম্মানে সাধুকে অব্যাহতি দিলেন। সধনা তাঁহার দয়ানিধির অপার দয়া, অনন্ত করুণা স্মরণ করিয়া সজলনয়নে প্রেমানন্দে দুই বাহু তুলিয়া শ্রীহরিগুণগান করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমের পথে অগ্রসর হইলেন। এ দিকে ঠাকুরটি আর এক খেলা খেলিলেন। তিনি স্বপ্নযোগে পাণ্ডাদিগকে আদেশ দিলেন, "সধনা নামে আমার এক ভক্ত আসিতেছে তাহাকে শিবিকারোহণ করাইয়া আমার সম্মুখে অতি যত্নে আনয়ন কর।" পাণ্ডাগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া সধনাকে প্রভুর আদেশ জানাইল। সধনা অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রভুর আদেশ পালন করিলেন। প্রভুভৃত্যে মিলন হইল। প্রেমতরঙ্গে ভক্তহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আনন্দময়ের আনন্দসাগরে সধনা-তরঙ্গ জনমের মত মগ্ন হইয়া রহিলেন। এদিকে যে সকল যাত্রী পথিমধ্যে অস্পৃশ্য সধনার সঙ্গ পর্য্যন্ত ঘৃণা করিয়াছিলেন তাঁহারা সধনার সৌভাগ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া তদীয় পদপ্রান্তে পতিত হইয়া নিজ নিজ অপরাধ মোচন করিলেন। ধন্য সধনা ! ধন্য তোমাদের প্রেমভক্তি রহস্য, ধন্য তোমাদের লীলাময়ের অদ্ভুত লীলা ! এই অধম ক্ষুদ্র লেখককে তোমার পদরজ দানে কৃতার্থ কর।

ভক্তিভিক্ষু শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

নিত্যচন্দ্র

কি অপূর্ব্ব শোভা আজি হ'য়েছে ভূতলে,
উদিত শ্রীনিত্যচন্দ্র শ্রীগৌরীমায়ের কোলে।
কিছার গগন চাঁদ, অকলঙ্ক নিত্য চাঁদ,
সে চাঁদের তুলনা নাহি এই ভূমণ্ডলে।
সে চাঁদ হেরিতে কত, দেব দেবী সমাগত,
হেরিছে আনন্দে সবে শ্রীনিত্যগোপালে॥
শুদ্ধ ভকত চকোর, সদা উল্লাস অন্তর,
হইয়াছে উন্মত্ত সুধা পিবে ব'লে।
ত্রিভুবন আলোকিত, রূপে জগত মোহিত,
হয় দিব্য উদ্বোধন সেরূপ হেরিলে॥
এ নহে সামান্য ধন, এযে নিত্য নিরঞ্জন।
(কত) যোগীঋষি ডুবে আছে সেরূপ সলিলে

(শ্রীগৌরীদুলালে)

এই কবিতাটি "শ্রীগোবিন্দমুখারবিন্দ হেরে মন বিচারে" এই সুরে গান করা যায়।

লেখক।

শঙ্কর শিবসুন্দরী, আনন্দিত মুখ হেরি,
আনন্দে প্রমথগণ নাচে তালে তালে ॥
হাসে প্রকৃতি সুন্দরী, হেরি সে রূপ-মাধুরী,
পতিতপাবনী গঙ্গা নাচে হেলে দুলে।
বহে দিব্য সমীরণ, করে গোপালে ব্যজন,
অলক্ষ্যে আরতি করে দেবতা সকলে ॥
প্রফুল্লিত বিশ্ব আজি, হাসিতেছে তরুরাজি,
সাজিল মোহন সাজে নানা ফল ফুলে !
ধন্য জন্মেজয় পিতা, ধন্য ধন্য গৌরী মাতা,
হ'য়েছে ধরণী ধন্য পেয়ে শ্রীগোপালে।

বিনয়।

অসহায়ের সহায়।

কোন স্থানে রামদাস নামক একব্যক্তি বাস করিতেন। সংসারে তাঁহার আপনার জন একমাত্র পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী। পত্নী বড়ই পতিব্রতা ছিলেন। সম্পদে, বিপদে সর্ব্ব সময়ে স্বীয় পতির অনুবর্ত্তিনী হইতেন। তাঁহার (রামদাসের) সামান্য বিষয় মাত্র ছিল; তাহাতে দুঃখে কষ্টে কোন রকমে উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। প্রথম হইতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সাধু-ভক্ত সেবা দ্বারাই শ্রীভগবচ্চরণ লাভ হইয়া থাকে। তিনি শাস্ত্রের মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া তাহাই একান্ত মনে যাজন করিতেন।

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্‌ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

—হে পার্থ, যাঁহারা কেবল মদীয় ভক্ত তাঁহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহেন; যাঁহারা মদীয় ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত রূপে কথিত।

সাধুসেবা সাধনার একটী প্রধান অঙ্গ মনে করিয়া পতিব্রতা সতীর সহিত মিলিত হইয়া একপ্রাণে তাহাতে নিযুক্ত থাকিতেন। রামদাস ধর্ম্মশাস্ত্রের আর একটী বিশেষ মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন যে "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ"—অর্থাৎ পরিণীতা ধর্ম্মপত্নীর সহিত ধর্ম্ম আচরণ করিবে। গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মপত্নীর সহিত ধর্ম্ম আচরণ করাই এই আশ্রমের সাধু-সম্মত কার্য্য।

প্রতিদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া সাধুভক্ত-সঙ্গ লাভ জন্য তিনি তাঁহার বাটীর দরজায় অপেক্ষা করিতেন। সাধু ভক্তেরা রামদাস ও তাঁহার স্ত্রীর নিষ্ঠায় ও পরিচর্য্যায় একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া প্রায়শঃই তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইতেন। তাঁহারা উভয়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সাধুসেবায় কালক্ষেপ করিতেন। ক্রমান্বয়ে যত অধিক সাধুদিগের সমাবেশ হইতে লাগিল তত অধিক অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় রামদাস উত্তমর্ণদিগের নিকট অর্থের জন্য ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ঋণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তবে দম্পতীযুগল সর্ব্বদা মনে করিতেন তাঁহারা প্রভু শ্রীভগবানের ইচ্ছামত সাধু সেবার জন্য এই ঋণ করিতেছেন। আর মনে করিতেন তাঁহা-দিগকে নিজের সুখের জন্য যখন এই অর্থের ঋণ করিতে হইতেছে না, তখন তাঁহারই কৃপাতে সময়ে তাহা পরিশোধ হইয়া যাইবে। কখনও তাঁহাদিগের হৃদয় এ জন্য বিক্ষোভিত হইত না।

"সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকম্।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥"

—শ্রীভগবানের ও সাধু-ভক্ত-সেবার জন্য তাঁহারা

দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া তিতিক্ষা শিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু অর্থের অভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক একনিষ্ঠ হইয়া সাধুসেবা করিতে লাগিলেন।

একদিন এমন হইল গৃহে আর কিছুই নাই। সেদিন স্ত্রীপুরুষের আহারেরও কোন সংস্থান নাই। তাঁহারা চিন্তা করিতেছেন যদি কোন সাধু আগমন করেন তবে কি দিয়া তাঁহাদিগের সেবা-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। তাঁহারা এই ভাবিয়া ভিক্ষায় বাহির হইবেন এমন সময় ত্রয়োদশটী সাধু রামদাসের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান-প্রদর্শন পূর্ব্বক রামদাস পদধৌতির জন্য জল ইত্যাদি দিয়া, বিশ্রাম করিতে বলিয়া, বাটীর অভ্যন্তরে গিয়া পতিব্রতা পত্নীকে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন ও কেমন করিয়া সেদিন সাধুসেবা-ধর্ম্ম-পালন করিবেন ও নিজ-ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন ভাবিয়া কাতর হইয়া স্ত্রীর নিকট বসিয়া পড়িলেন। পতিব্রতা রমণী কি আর পতির কষ্ট সহ্য করিতে পারেন? তিনি তখনই তাঁহার একমাত্র শিশু পুত্রের হস্ত হইতে অতি সামান্য রৌপ্য বলয় দুইটী খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই দুইটী বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা দ্বারা অদ্যকার কার্য্য সমাধা করুন।"

রামদাস অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে তাঁহার একটী উত্তমর্ণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিনয়, আদি অন্ত খুলিয়া বলিয়া সেই বালা দুই গাছি রাখিয়া কিছু অর্থ সাহায্য করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। উত্তমর্ণ কিন্তু তাঁহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া অত্যন্ত তাড়না ও ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বালা দুইটী রাখিয়া তাঁহাকে সে স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তিনি নিজে অপমানিত ও তিরস্কৃত হইতেছেন তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই, কিন্তু সাধু-সেবার ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব হওয়ায় রোদন আরম্ভ করিলেন। উত্তমর্ণের দয়া হইল না, কারণ উত্তমর্ণের নিকট তিনি অনেক টাকা ঋণী ছিলেন।

রামদাস নিজে সাধু। সাধু সেবার জন্য তাঁহাকে এই যাতনা সহ্য করিতে হইতেছে, শ্রীভগবান আর কি থাকিতে পারেন? নিজ সুখের জন্য যাঁহারা ক্ষণমাত্র আশা প্রাণে রক্ষা করেন না এবং পরার্থে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন, শ্রীভগবান্ যে সর্ব্বদার জন্য তাঁহাদিগের সহায় থাকিয়া তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

"যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ।
তবু যদি না ছাড়ে আশ, তবে হই আমি তার
দাসের দাস॥"

মহাজনেরা পতিত জীবকে উপদেশছলে বলিয়া থাকেন, যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের আশায় জীবন অতিবাহিত করেন, যাহা ভ্রান্ত জীবে দুঃখ বলিয়া পরিগণিত করেন, শ্রীভগবান তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ জাগতিক মায়াবদ্ধতা নাশ করিয়া দেন। এই অবস্থায় যদি জীবে তাঁহার আশা ত্যাগ না করে তবে শ্রীভগবান সেই জীবের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে থাকেন ও তাহাকে অমূল্য অপার্থিব জিনিস, তাঁহার রাতুল চরণ দান করিয়া সর্ব্ববিধ আপদ হইতে রক্ষা করেন।

এ স্থলে তাহাই হইল। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনিতে উত্তমর্ণের জননীর হৃদয় গলিল। তিনি রামদাসের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঁচটী মুদ্রা দিলেন। তিনি শ্রীভগবানের করুণা মনে করিয়া উত্তমর্ণের তিরস্কার বিস্মৃত হইয়া হৃষ্টমনে স্ত্রী সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মুদ্রা কয়েকটী দিয়া, সাধুসেবার জন্য আয়োজন করিতে বলিয়া, বাহিরে সাধুদিগের নিকট গমন করিলেন। যথা

সময়ে সাধুদিগের আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইল। সাধুগণ পরিতোষ সহকারে ভোজন পূর্ব্বক রামদাসকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। এত তিরস্কারের পর তাঁহাদিগের এখন যে আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইল, সেই আত্মপ্রসাদই শ্রীভগবানের করুণা স্মরণ করাইয়া দিল। তিনি এখন উত্তমর্ণের তিরস্কারকে তুচ্ছ মনে করিলেন।

শ্রীগীতা বলেন—

"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্য নিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥"

—যাঁহারা শত্রু ও মিত্রতে (প্রারব্ধানুসারে এ জগতে কেহ তাঁহার শত্রু ও কেহ তাঁহার মিত্র সংজ্ঞামাত্র ধারণ করিয়াছে ইহা বুঝিয়া শত্রু ও মিত্র সমজ্ঞানসম্পন্ন) এক দৃষ্টি, মান ও অপমান এতদুভয়ই যাঁহার নিকট সমান; শীত উষ্ণ ও সুখ দুঃখে যাঁহার সমবুদ্ধি এবং যিনি সঙ্গ রহিত, নিন্দা ও স্তুতি (কার্য্যেরই ভাল বা মন্দ বিচার করিয়া লোকে স্তুতি বা নিন্দা করে তজ্জনিত হর্ষ বা দুঃখ যদি কার্য্যেরই হয় হউক তাহাতে 'আমি' সুখী বা দুঃখী হইব কেন?) এতদুভয়ই যাঁহার নিকট সমান; যিনি মৌনী, যিনি যে কোন প্রকারে হউক *—অন্ন বস্ত্র লাভে সন্তুষ্ট, যিনি গৃহ-বর্জ্জিত ও স্থির-মতি, সেই ভক্তিমান পুরুষই আমার প্রিয়।

দুই একমাস পরেই পূর্ব্বকথিত উত্তমর্ণ রামদাসকে তাঁহার ঋণ পরিশোধের জন্য অত্যন্ত তিরস্কার, গালাগালি ও নির্য্যাতন ইত্যাদি আরম্ভ করিলেন। রামদাস নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। যখন ঋণ পরিশোধের জন্য রামদাসের নির্য্যাতন-মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া চলিল তখন প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া মরণ সঙ্কল্প করিলেন। স্ত্রীপুরুষে উভয়ে বিষ খাইয়া মরিবেন স্থির করিয়া রাত্রে বিষের শিশি মাথার নিকট রাখিলেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন যে শিশু পুত্রটী যখন নিদ্রা যাইবে সেই সময়েই তাঁহারা বিষ ভক্ষণ করিবেন। এই মনে করিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে ভাবিতে উভয়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার গ্রন্থে যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব বলিয়াছেন, "ঈশ্বর থেকে আমাদের উৎপত্তি সুতরাং ঈশ্বরই আমাদের পিতা। বিপদকালে তিনি রক্ষা করেন, তাঁহাকেই প্রকৃত বন্ধু বলা যায়। তবে ঈশ্বর ভিন্ন আর আমাদের প্রকৃত বন্ধু কে আছে?"

এ স্থলে রামদাস সম্বন্ধে তাহাই ঘটিল। শ্রীভগবান ভক্তের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করিয়া সেই বিপদ হইতে রামদাসকে রক্ষা করিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন।

ধন্য তোমার দয়া! ধন্য তোমার অলৌকিক কার্য্য কুশলতা! বুঝিনা আজ রামদাস মৃত্যু সঙ্কল্প করিয়া ন্যায় করিলেন কি অন্যায় করিলেন। তবে আজ রামদাস ভগবানের যে করুণা লাভ করিলেন তাহা দ্বারা এই ন্যায় অন্যায়ের বিচার সিদ্ধান্ত হইবে। Imitation of Christ বলেন, "Thou must be willing for the love of God, to suffer all things, viz, labours and sorrows, temptations and vexations, anxieties, necessities, sicknesses, injuries, detractions, reprehensions, humiliations, confusions, corrections

* তাহা বলিয়া অসদুপায়ে সংগৃহিত নহে, সাধু পথে থাকিয়া যাহা প্রাপ্ত হওয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে লেখক।

and contempts." শ্রম, দুঃখ, প্রলোভন, বিরক্তি, উৎকণ্ঠা বা চিত্তোদ্বেগ, অভাব, পীড়া, অপকার বা ক্ষতি, অপবাদ, লাঞ্ছনা, অপমান, লজ্জা, সাজা ও ঘৃণা, এই গুলি সহ্য করিয়াও শ্রীভগবানের প্রীতিলাভের জন্য অবশ্য আকাঙ্ক্ষিত হইবে। অবিরত দুঃখ কষ্ট পাইয়াও এবং মৃত্যু সঙ্কল্প করিয়া রামদাস শ্রীভগবানকে ভুলেন নাই। তবে যাতনায় তীব্ররূপে ক্লেশ পাইয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়ে দেহান্তর হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিলেন।

প্রভু আজ ভক্তের জীবন রক্ষার জন্য অর্থের ভার মস্তকে লইয়া রামদাসের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উত্তমর্ণদিগের বাটীতে সেই রাত্রেই উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আপনারা আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইয়া এতদিন আপনাদিগের প্রাপ্য টাকা আমার নিকট রাখিয়াছেন। আজ শ্রীভগবানের কৃপায় সেই অর্থ সমস্ত পরিশোধ করিতে আসিয়াছি।" উত্তমর্ণেরা একটু বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এত রাত্রেই ঋণ পরিশোধের কারণ বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। রামদাস উত্তর করিলেন "যদি কাল প্রাতে জীবন যায় তবে তো আপনাদের ঋণভার স্কন্ধে লইয়াই মরিতে হইবে, তজ্জন্যই এত অধিক রাত্রে আপনাদের ঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছি।" উত্তমর্ণেরা তখনই রামদাসের সমস্ত প্রাপ্য টাকা বুঝিয়া পাইয়া দলিল, হাত চিঠা ইত্যাদি ফেরৎ দিলেন। রামদাসরূপী শ্রীভগবান ভক্ত রামদাসের ঘরের এক কোণে দলিল ও হাত চিঠা গুলি রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

প্রভু! তুমি ভক্তের জন্য এত ঘুরিয়া কষ্ট পাও কেন? তোমাকে যে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে শিখিয়াছে সে তোমার এইরূপ কার্য্যের জন্য প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভব করে। হে ভক্তজনের একমাত্র গতি শ্রীনিত্যদেব! তোমার এইরূপ ঘুরিয়া বেড়ান দেখিয়া সময় সময় তোমার উপর রাগও হয়, দুঃখও হয়। কেন তুমি এত কষ্ট করিয়া আসিয়াছিলে? কেন তুমি আবার তোমার নিত্যস্থানে চলিয়া গিয়াও তোমার জীবের জন্য ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াও। তোমারি স্বভাব তুমি জান। তুমি ভক্তের ভগবান, তজ্জন্য ভক্তকে সর্ব্বদা রক্ষা করণ বাসনায় এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও ঘুরিয়া বেড়াও। ধন্য তোমাকে—আজ মন প্রাণ ভরিয়া রাতুল চরণে প্রণামপূর্ব্বক একমাত্র প্রার্থনা করি যেন কোটী যুগযুগান্তরেও তোমার শ্রীপাদপদ্ম হইতে অন্যস্থানে আর না যাইতে হয়। কর্ম্মবিপাকে বা তোমার কৃপা-যুক্ত ইচ্ছাতে, যে যোনিতেই জন্ম হউক না কেন তোমাকে যেন মুহূর্ত্তকালের জন্যও বিস্মৃত না হই।

উষা-কাল উপস্থিত হইতেই উত্তমর্ণদিগের মনে রামদাসের সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইল। গত রাত্রের বিষয় মনে হইয়া রামদাসকে দেখিবার জন্য তাঁহারা রামদাসের বাটীর দরজায় আসিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। সেই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে রামদাস ও তাঁহার পত্নীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহারা যে বিষ খাইয়া মরিবেন সংকল্প করিয়াছিলেন সে কথা মনে হইল, আবার এদিকে উত্তমর্ণদিগের নির্যাতন-কথাও মনে হইল। কিন্তু কি করিবেন ডাকাডাকিতে বাধ্য হইয়া বাটীর দরজায় গিয়া দেখেন যে উত্তমর্ণেরা সকলেই উপস্থিত। উপস্থিত বিপদ দেখিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্থির হইয়া রহিলেন।

উত্তমর্ণদিগের কিন্তু আজ আর সে কর্কশ-মূর্ত্তি নাই। তাঁহারা সকলে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামদাস, তুমি ভাল আছ তো? গতরাত্রে আমাদের নিকট হইতে

ফিরিয়া আসিতে তো কোন কষ্ট হয় নাই? রামদাস তাঁহাদিগের এইরূপ মিষ্ট কথা অনেক দিন শুনিতে পান নাই, তজ্জন্য তাঁহাদিগের এই-রূপ পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন না। চুপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। উত্ত-মর্ণেরা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "রামদাস তুমি এত অধিক রাত্রে টাকা পরিশোধ জন্য ব্যস্ত হইয়া আমাদের বাটীতে কেন গিয়াছিলে? এই প্রাতে সংবাদ দিলে আমরা আসিয়াই আমাদের প্রাপ্য টাকা লইয়া যাইতাম।" রামদাস প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, মনে করিলেন উত্ত মর্ণেরা তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বিদ্রূপাত্মক কথা আরম্ভ করিয়াছেন। যখন বারম্বার সকলেই এক প্রশ্ন করিলেন তখন রামদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা আমাকে কি বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমার কপর্দ্দক মাত্র নাই, আমি রাত্রে গিয়া আপনাদের ঋণ পরিশোধ করিলাম এ কিরূপ কথা বলিতেছেন?" রামদাসের কথা শুনিয়া উত্তমর্ণেরাও কিছু বুঝিতে পারিলেন না। রামদাস তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। তিনিও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হঠাৎ যেমন ঘরের মধ্যে কোণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, দেখিতে পাইলেন কতকগুলি খাতাপত্র কাগজ ইত্যাদি পড়িয়া রহিয়াছে। রাম-দাস দেখেন তাঁহারই দত্ত দলিল ও হাত-চিঠা ইত্যাদি। রামদাস 'সেইগুলি দেখিয়াই' ইহা প্রভুর কার্য্য বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া স্ত্রীর কোলে পড়িয়া গেলেন। খানিক পরে উঠিয়াই সেই সমস্তগুলি মাথায় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে উত্তমর্ণদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন। জগজ্জীবন শ্রীভগবানের কি অদ্ভুত ও অলৌকিক কার্য্য। রামদাস-মূর্ত্তিতে যাইয়া রামদাস-ভক্তের ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া উত্ত-মর্ণেরাও কাঁদিতে লাগিলেন। তখন একটা কান্নার রোল, দয়ালের নাম, গুণ স্মরণের পালা পড়িয়া গেল। উত্তমর্ণেরা আপনাদিগকে অপ-রাধী মনে করিয়া রামদাসের চরণে আসিয়া পড়ি-লেন। রামদাস আজ জগতের বাথা ভুলিয়া বাহজ্ঞান শূন্য হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রেমাশ্রুতে তাঁহার বসন সিক্ত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে রামদাস প্রকৃতিস্থ হইলে উত্ত মর্ণেরা তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। শেষ কালে রামদাসের মত ভক্ত-সাধুর নিরাপদে জীবিকা-নির্ব্বাহ ও সাধু-সেবার জন্য তাঁহারা মাসিক সাহায্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাঁহাদিগের অপরাধ-ক্ষালন করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীভগ-বানের আশায় তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে জগতে যাহারা অসহায় অবস্থা মনে করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন তাঁহাদের কোন অভাব থাকে না; কারণ দয়াময় প্রভু আমার যে

"অসহায়ের সহায়।"

নিত্যপদাশ্রিত শ্রীমুকুন্দলাল গুপ্ত।

আগমনী।

—*—

আজি, কেন গো কুসুমকানন মাঝারে
ভ্রমর করিছে গান ?
আজি, কেন গো মলয় মারুত বহিছে
শীতল করিয়া প্রাণ ?
আজি, কেন গো চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে
জগৎ মধুর হাসিছে ?
আজি, কেন গো তটিনী ধীরে ধীরে ধীরে
সাগরের পানে ছুটিছে ?
আজি, কোন্ মদিরায় প্রমত্ত হইয়া
আবেশে বিহ্বলা ধরা ?
আজি, কেন কমলের পানে ছুটিছে ভ্রমর
হইয়ে পাগল পারা ?
আজি, মধুর প্রভাতে কেন সরসিতে
বিকচ নলিনী হাঁসে ?
আজি, কেন গো মধুর গোলাপ সুবাস
পবনের সনে ভাসে ?

আজি, কেন গো শেফালী টপ্‌টপ্ করি
পড়িছে ভূতলে লুটিয়া ?
আজি, কেন দেববালা হ'য়ে কুতুহলা
আবেগে তুলিছে খুটিয়া ?
আসিবে মোদের জগদ্ধাত্রী
সন্তান-জন-পালিনী।
ভারত বাসীর দুঃখ নাশিতে
ত্রিতাপ-ভয়-হারিণী ॥
তাই বসুন্ধরা পাগলের পারা,
প্রেমেতে বিকলা আজি ॥
নব নব বেশে মনের হরষে
কনক ভূষণে সাজি ॥
এস মা ! তবে দীনের কুটীরে,
ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িণি।
দশভুজারূপে উজলিয়া নিশি
এস মা আনন্দ-দায়িনি ॥

শ্রীঅনন্ত কুমার হালদার।

সমন্বয় তত্ত্ব।

—০—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যখন ব্রহ্ম সগুণ তখন শক্তিও সগুণা। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" শ্রুতি, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যাদি বাক্যে এক সময়েই এই ব্যক্ত জগৎ ব্রহ্মের একপাদ মাত্র স্বীকার করিতে হয়। এজন্য একই সময়ে ব্রহ্ম ব্যক্ত ও অব্যক্ত বলা যায়। অব্যক্ত বা নিগুর্ণ ব্রহ্ম শক্তির বিকাশে সগুণ।

"সিসৃক্ষুরাশ্রিতঃ শক্তৌ নিগুর্ণঃ সগুণো ভবেৎ।" ব্রঃ বৈঃ পুরাণ।

শক্তির বিকাশে "নির্গুণঃ সগুণো ভবেৎ" অর্থাৎ নির্গুণ সগুণ হন। সগুণ ব্রহ্মের যাহা কিছু বিকাশ তৎসমস্তই শক্তির বিকাশ। যেহেতু ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্নভাবে চিরবর্ত্তমান। যখন ব্যক্ত তখন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্নভাবে ব্যক্ত। যখন অব্যক্ত তখন ব্রহ্মও অব্যক্ত ব্রহ্মশক্তিও অব্যক্ত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

'তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।'

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে এই স্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"দেবস্য দ্যোতনাদিযুক্তস্য মায়িনো মহেশ্বরস্য পরমাত্মন আত্মভূতামস্বতন্ত্রাং ন পৃথগভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং কারণমপশ্যন্।" ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অপৃথগ্‌ভূত অর্থাৎ অভিন্ন। বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্বই নির্দ্দেশিত আছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যথা হরির্জগদ্ব্যাপী তস্য শক্তিস্তথা মুনে।
দাহশক্তির্যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি॥

পুনশ্চ দেবী ভাগবতে

যথাগ্নৌ দাহিকা চন্দ্রে পদ্মে শোভা প্রভা রবৌ।
শশ্বদ্ যুক্তা ন ভিন্না সা তথা প্রকৃতিরাত্মনি॥

শশ্বৎ যুক্তা অর্থাৎ নিত্যযুক্তা। ন ভিন্না অর্থাৎ অভিন্না। অগ্নিতে অগ্নিশক্তি নিত্যযুক্তা। অগ্নি ও অগ্নিশক্তি অভিন্নভাবে বা অপৃথগ্‌ভাবে নিয়ত বর্ত্তমান। চন্দ্রে ও পদ্মে শোভা অভিন্নভাবে নিয়ত বর্ত্তমান। প্রভাকরে প্রভা অভিন্নভাবে বা অপৃথগভাবে নিত্য বর্ত্তমান। অগ্নি ও অগ্নিশক্তি যেরূপ অভেদ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি তদ্রূপ অভেদ। অগ্নিশক্তি প্রকাশে অগ্নির প্রকাশ। অরণি মধ্যে অগ্নি আছে। এখন ঐ অগ্নি অব্যক্ত। অগ্নিশক্তিও অব্যক্ত। অরণিমন্থন দ্বারা অগ্নিশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিও ব্যক্ত হন। এইরূপে দেখিতে পাইতেছি অগ্নি ও অগ্নিশক্তি অভেদ। দুগ্ধ ও দুগ্ধের ধাবল্য যেরূপ অভেদ শক্তি ও শক্তিমান তদ্রূপ অভেদ। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। অনাদি ব্রহ্মে অনাদ্যা শক্তি ওতপ্রোতভাবে চিরবর্ত্তমান। এজন্য যে শব্দ দ্বারা, যে নাম দ্বারা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইতেছে সেই শব্দ দ্বারা সেই নাম দ্বারাই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তিকে অভিন্নভাবেই লক্ষ্য করা হয়। ব্রহ্ম অরূপ। ব্রহ্ম পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন। তদ্রূপ ব্রহ্মশক্তিও অরূপা। যথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে

'অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ।'

ব্রহ্মশক্তি পুরুষও নহেন প্রকৃতিও নহেন। আবার ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বরূপ ব্রহ্মশক্তিও তদ্রূপ সর্ব্বরূপা। অগ্নি ও অগ্নিশক্তির ন্যায় অভিন্নভাবে বর্ত্তমান। এজন্য পুংসংজ্ঞা ভগবান বলিতে ও যাঁহাকে বুঝি স্ত্রী সংজ্ঞা ভগবতী বলিলেও সেই তাঁহাকেই বুঝিতে হয়; যথা শ্রীমহাভাগবতে, ব্রহ্ম কি ?

"যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
যদাহুস্তৎ পরং তত্ত্বং সাদ্যা ভগবতী স্বয়ং॥ ১।২৩

পুমান্‌বাচক নাম সকল দ্বারা অভিন্ন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি বুঝায়। স্ত্রীসংজ্ঞাবাচক নাম সকল দ্বারাও অভিন্ন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি বুঝায়। কৃষ্ণ নাম দ্বারা অভিন্ন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি বুঝায়। কালীনাম দ্বারাও অভিন্ন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি বুঝায়। যেহেতু ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্নভাবে চিরবর্ত্তমান। শিব, দুর্গা, আল্লা, গড্ নাম দ্বারাও অভিন্ন ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম শক্তি বুঝায়।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। এজন্য স্বীকার করিতে হয় ব্রহ্ম সৎ, ব্রহ্ম চিৎ ও ব্রহ্ম আনন্দ। অদ্বৈত তত্ত্বপ্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্রে ব্রহ্মকে জ্ঞান বলা হইয়াছে। চিৎ অর্থে জ্ঞান। বৈষ্ণব গোস্বামী মহাশয়দিগের গ্রন্থমতেও ব্রহ্ম জ্ঞান। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্"

ভগবানই ব্রহ্ম। শ্রুতিতে জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ' 'আনন্দং ব্রহ্ম' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে আনন্দই ব্রহ্ম। ঋগ্বেদীয় মহাবাক্য 'প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।' জ্ঞানও ব্রহ্ম আনন্দও ব্রহ্ম। বৈদিক 'চিৎ' বা জ্ঞানকেই তন্ত্রে এবং পুরাণে কালীশক্তি বলা হইয়াছে। বৈদিক 'আনন্দই' পৌরাণিকী রাধা-শক্তি। সৎ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। চিৎ ব্রহ্মও শ্রীকৃষ্ণ। চিৎ ব্রহ্ম শ্রীকালী; কালীকৃষ্ণ অভেদ। সৎ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। আনন্দ ব্রহ্মও শ্রীকৃষ্ণ। আনন্দ ব্রহ্ম শ্রীরাধা। রাধাকৃষ্ণ অভেদ। সদানন্দই শিব। সৎ শ্রীকৃষ্ণ রাধা আনন্দ। সদানন্দ রাধাকৃষ্ণ। এজন্য রাধাকৃষ্ণই শিব। রাধাকৃষ্ণই গৌরাঙ্গ এজন্য শিবই গৌরাঙ্গ। শিবের শক্তি গৌরী। এজন্য গৌরের শক্তিও গৌরী। গৌরাঙ্গই বিষ্ণু। চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবিষ্ণু উক্তিতে শাক্ত ও শৈবের যে একই আদ্যাশক্তি তাহা অবগত হওয়া যায়। যথা—

তুমি মোর আদ্যাশক্তি তুমি সে জ্ঞানহ ভক্তি,
তুমি মোর প্রকৃতি স্বরূপা।
তোমা বিনা আমি নহি, তুমি আমা বহি কহি,
যে করহ তোমারি সে কৃপা॥

চিৎকালী ও আনন্দ রাধা অভেদ। বৃষভানু-রাজার প্রার্থনায় কাত্যায়নী জগদম্বাই রাধারূপে তাঁহার কন্যা হইয়াছিলেন। শতস্কন্ধ রাবণবধ সময়ে রামবিষ্ণুর শক্তি সীতালক্ষ্মীই অসিতা কালী হইয়াছিলেন।

শ্রীকালীর বীজ ক্রীং বিশ্লেষণ করিলে ক+র+ঈ+ম্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ বীজ ক্লীং বিশ্লেষণ করিলে ক+ল+ঈ +ম্ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্যাকরণানুসারে 'রলয়োরভেদঃ' হওয়ার কালীবীজ ও কৃষ্ণবীজ অভেদ। এজন্য কালী ও কৃষ্ণ অভেদ। শ্রীদুর্গাবীজ বিশ্লেষণ করিলে হ+র+ঈ+ম্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এজন্য দুর্গা, হরি, রহিম অভেদ। ঐরূপে কালী ও করিম অভেদ। আল্লাই হ্লাদিনী রাধা। এজন্য রাধা ও খোদা অভেদ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাত্মা হরিদাস ঠাকুরের উক্ত যথা,—

শুন বাপ্ সভারই একই ঈশ্বর।
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥

গঙ্গার বীজও গাং গণেশের বীজও গাং এজন্য গঙ্গা ও গণেশ অভেদ। রামের বীজও রাং রাধার বীজও রাং। এজন্য রাম ও রাধা অভেদ। ঈশ্বরের বীজ নাই। তিনিই আদি অনাদি সর্ব্বকারণ সর্ব্ববীজ সনাতন। যেরূপ বিশেষ বিশেষ নাম দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য করা হয় তদ্রূপ যুক্তাক্ষর বা বিন্দুযুক্ত ঐ বীজ নামধের বর্ণ দ্বারাও তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হয়। ভাষা দ্বারা কালীর বীজ, কৃষ্ণের বীজ বলা হয় মাত্র।

ইংরাজী গড্ শব্দ গুড্ শব্দের অপভ্রংশ। ইংরাজী গুড্ শব্দের অর্থ উত্তম। যাহা উত্তম তাহাকে সৎ কহা যায়। যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

'সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।"
১৭।২৬

অতএব গুড্ বা গডই সৎ। সৎ ব্রহ্মই খৃষ্টান মহাত্মাগণের গড্। অ+উ+ম্=ওম। উ+অ+ম্=বম্ এজন্য ওম্ ও বম্ অভেদ।

দেবী ভাগবতের মতে কৃষ্ণকালী অভেদ। গৌতমীয়তন্ত্র মতে দুর্গা, কৃষ্ণ অভেদ। নারদ পঞ্চরাত্রমতে দুর্গা রাধা অভেদ। মহাভাগবত মতে কালীই কৃষ্ণ শিবই রাধা। এজন্য রাধা-কৃষ্ণই শিবকালী। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে, কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাধা, অম্বিকা, বিষ্ণু, ত্রিপুরা, গুরু

পরস্পর অভেদ। স্কন্দ পুরাণমতে শিব, রাম, গঙ্গা অভেদ। অধ্যাত্ম রামায়ণ মতে সীতা কালী অভেদ এবং রাম কৃষ্ণ শিব অভেদ। অদ্ভুত রামায়ণে সীতা কালী অভেদ। মুণ্ডমালা তন্ত্র মতে হরি, হর, শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কালী পরস্পর অভেদ। কাশীখণ্ডের মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গৌরী, গঙ্গা পরস্পর অভেদ। শ্রীমদ্ভাগবতমতে শিব, সূর্য্য ও বিষ্ণু অভেদ। গায়ত্রীতন্ত্র, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণমতে শিব কৃষ্ণ অভেদ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণমতে রাধাকৃষ্ণই গঙ্গা, দুর্গাই রাধা, দুর্গাই বিষ্ণু, কার্ত্তিকই বিষ্ণু, বিষ্ণুই কৃষ্ণ, রাধাই কৃষ্ণ, শিব বিষ্ণু। অনন্ত সংহিতা মতে গৌরী, রাধা, হরি, কৃষ্ণ, গৌর পরস্পর অভেদ। সাধনোল্লাস তন্ত্র মতে কালী, তারা, ত্রিপুরা, মহাদেবী রাধা, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ পরস্পর অভেদ। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীমতে কালী, দুর্গা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নৃসিংহ, বরাহ পরস্পর অভেদ। বৃহন্নারদীয় পুরাণমতে হরিহর অভেদ এবং মহালক্ষ্মী, কালী, রাধা অভেদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীচৈতন্য ভাগবতমতে কৃষ্ণ ও খোদা অভেদ। গৌর, কৃষ্ণ, মহালক্ষ্মী, চণ্ডী, কালী পরস্পর অভেদ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মতে গৌরাঙ্গ, রাধা, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, সীতা, রাম, শিব, কালী পরস্পর অভেদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিসৃত সেই অপূর্ব্ব প্রণাম মন্ত্র এইরূপ—

রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব !
যাঽসি সাঽসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি
নমোঽস্তুতে ॥

ঐ শ্রীগ্রন্থমতে বেদ পুরাণ কোরাণ অভেদ। বিবিধ পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অভেদ। মহাত্মা কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় রচিত গোবিন্দলীলামৃত মতে কৃষ্ণ ও সূর্য্য অভেদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামী পাদ মতে মধ্যাহ্ন লীলায় চণ্ডীপূজাকালে শ্রীকৃষ্ণই চণ্ডী হইয়াছিলেন। এজন্য গৌরী ও কৃষ্ণ অভেদ। হরিভক্তিবিলাস মতে শিব ও কৃষ্ণ অভেদ। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মতে বিষ্ণু ও গৌরী অভেদ, খোদা ও কৃষ্ণ অভেদ, কোরাণ পুরাণ অভেদ। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শিবরাম গোবিন্দ বলিয়া কত সময় কীর্ত্তন করিতেন।

কলিসন্তারণি উপনিষৎ, রাধাতন্ত্র ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণোক্ত কলিকালের তারকব্রহ্ম নাম সমন্বয়সূচক। সেই হরিনাম বা ব্রহ্মনামকে নামব্রহ্ম বলা হয়। তাহা এইরূপ—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে !
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে !"

এক ব্রহ্মকেই পৃথক্ পৃথক্ নাম দ্বারা আহ্বান করা হইতেছে। হরি শব্দের সম্বোধনের একবচনে হরে। হর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে হরা। হরা শব্দার্থ হরের শক্তি কালী, দুর্গা। হরা শব্দের সম্বোধনের একবচনে হরে। এজন্য হরে বলিলে হে হরি, হে কালি বুঝায়। অতএব হরি ও কালী অভেদ। সেই হরি, কালী কৃষ্ণ ও রাম পরস্পর অভেদ। পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে রাধা, কৃষ্ণ, কালী, শিব, খোদা, গড পরস্পর অভেদ। এজন্য রাধা, কৃষ্ণ, কালী, শিব, হরি, রাম, সীতা, গণেশ, সূর্য্য, ব্রহ্ম, আল্লা, গড, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা অভেদ।

বেদ বেদান্ত যাঁহাকে ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিতেছেন, তিনি এক—অদ্বিতীয়। সাধকের মনোবাসনাপূরণ জন্য, বিবিধ লীলা সম্পাদন জন্য বিশেষ বিশেষ আকার ও নাম অবলম্বন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা,—

তাস্তেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তথা।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ ॥৩।২৪।৩১

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অহেতুকী কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন,—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরমোদার মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে প্রকাশ আছে,—
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনুঃ ॥

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ বলিয়াছেন, "বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুকে ব্রহ্ম, শিব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকলে শিবকে ব্রহ্ম, মহাভাগবতে শক্তিকে ব্রহ্ম, শ্রীমদ্ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম এবং অন্যান্য মতের নানা গ্রন্থে একই ব্রহ্মের নানা নাম আছে। যাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার অভেদবুদ্ধি হইয়াছে। তিনি বিষ্ণুপুরাণের বিষ্ণুকে, শৈবগ্রন্থ সকলের শিবকে, মহাভাগবতের শক্তিকে, শ্রীমদ্ভাগবতের, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কৃষ্ণকে অভেদ বোধ করেন।"

পৃথিবীস্থ জনসমূহ মধ্যে কেহ আকারের উপাসনা করেন, কেহ সাকারের উপাসনা করেন, কেহ নিরাকারের উপাসনা করেন। তদর্থে যে ভাবেই উপানা করা হউক সেই এক ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে সদাকার বলিয়াছেন এজন্য ব্রহ্ম আকারও বটেন। শ্রুতিবেদান্তাদি মতে ব্রহ্ম নিরাকার। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি প্রমাণে ব্রহ্ম সাকার। বস্তুতঃ পক্ষে আকার সাকার এবং নিরাকার ব্রহ্ম অভেদ। যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ এ সম্বন্ধে অপূর্ব্ব সমন্বয় গ্রন্থ সিদ্ধান্ত দর্শনে এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন,— "যেমন নানা আর্য্যশাস্ত্রানুসারে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী পরস্পর অভেদ, সেই প্রকারেই নিরাকার সাকার এবং আকার পরস্পর অভেদ। কোন কোন গ্রন্থমতে আকাশ ও বায়ু নিরাকার। কিন্তু কাহার কাহার মতে আকাশের বিকাশ বায়ু নিরাকার বলিয়া পরিগণিত হইলেও, বায়ুও সাকার বলা যাইতে পারে। বায়ু হইতে জলের প্রকাশ। সেইজন্য সেই জলবিশিষ্ট-বায়ু নিরাকার ও সাকার বলিয়াও অবধারিত হইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের মতেও ঐ সাকার-নিরাকার বায়ুই জল হইয়াছে বলিয়া, বায়ুকেও আকার বলা যায়। কারণ জল বায়ুরই এক প্রকার বিকাশ। সেইজন্য বায়ুও যাহা,— জলও তাহা। ঐ প্রকারে সাকার, নিরাকার ও আকার ব্রহ্মও অভেদ বলা যাইতে পারে। ঐ প্রকারে নিরাকার ও আকার-ব্রহ্মও অভেদ বলা যাইতে পারে। আকাশের কোন ক্রিয়া নাই। অথচ নানা আর্য্যশাস্ত্র মতে আকাশই সক্রিয় বায়ু। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকেও ঐ দৃষ্টান্তানুসারে সক্রিয় ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। কাহার কাহার মতে সক্রিয়-বায়ু নিরাকার বলিয়া পরিগণিত হইলেও, সেই সক্রিয়-বায়ু হইতেই আকার জল বলিয়া, সেই সক্রিয়-নিরাকার বায়ুও ঐ আকার-জল-বিশিষ্ট বলিতে হয়। সেইজন্য ঐ সক্রিয়-নিরাকার-বায়ুকে সক্রিয় সাকারও বলিতে হয়। ঐ প্রকারে সক্রিয়-নিরাকার-ব্রহ্মকেও সক্রিয়-সাকার-ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। নিরাকার-বায়ুই সক্রিয়-আকার জল যে প্রকারে,—সেই প্রকারে নিরাকার-সক্রিয়-ব্রহ্মই সক্রিয়-আকার-ব্রহ্ম।" এই অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত সিদ্ধান্তরত্ন হইতে আমরা সাকার, আকার এবং নিরাকারের অভেদতত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অতএব স্বীকার করিতে হয় সাকার, আকার, নিরাকার যিনি যে ভাবেই উপাসনা করুন সেই একেরই উপাসনা করিতেছেন।

এ জগতে কেহ অভেদভাবে কেহ বা প্রভেদভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করেন। যে ভাবেই হোক সেই একেরই ভজনা করা হয়। কেহ স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপতা বোধে শ্রীভগবানকে অভেদভাবে ভজনা করেন। ভগবান যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ বলিয়াছেন,

"তদীয়তা, তন্ময়তা বা তৎস্বরূপতা বশতও ভক্তিচিহ্ন সকল প্রকাশিত হইতে পারে।··· ··· তদীয়তাসম্পন্ন পরমব্রহ্মবাদী পরমহংস গোবিন্দ পাদাচার্য্য ও পরমহংস শঙ্করাচার্য্যে তদীয়তা-বশতও ভক্তিভাবচিহ্ন সকল বা লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল।" "পরমদানশীল মহাত্মা বলিরাজারও তদীয়তা বা তন্ময়তা সম্বন্ধে কোন কোন শাস্ত্রে বর্ণনা আছে।" উপরিচর বসুও তদীয়তাসম্পন্ন ছিলেন। এজন্য পৃথক্ ভাবেই হৌক আর অপৃথক্ ভাবেই হৌক সেই এক শ্রীভগবানই ভজনীয়।

এখন বলা যাইতে পারে যে কেহ, যে কোন ভাবে, যে কোন দেশে ঈশ্বরের ভজনা করেন তিনি এক ঈশ্বরেরই ভজনা করেন। তাই বলি সকল সম্প্রদায়ের উপাস্যই এক। সেইজন্য প্রকৃতপক্ষে জগতের কোন ধর্ম্মের সহিত কোন ধর্ম্মের বিরোধ নাই। যে যে ভাবেই ভজনা করুক দয়াময় শ্রীহরি, প্রেমময় নিত্যগোপাল তাঁহাকে সেই ভাবেই ভালবাসিয়া থাকেন। তাই তিনি মহাত্মা অর্জ্জুনকে অতি উদারভাবে বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

ওঁ তৎসৎ।

হরিপদানন্দ অবধূত

স্বরোদয়।

—*—

পিলু ঝাঁপ।

অনন্যা বেদ-বিদ্যা লভিবি যদিরে মন।
'স্বর'-পরিচয় তরে কর নিত্য প্রাণপণ॥ ১

বেদাঙ্গের মূল 'শিক্ষা' স্বরের শুভ সন্ধান,
ব্যঞ্জনের মূল 'স্বর'—বাক্যের পরাণ,
প্রতি চক্রে দলে দলে স্বরেরি সদা সংস্থান,
'স্বর'-ময় মহামন্ত্র হরি-নাম সংকীর্ত্তন॥ ২

শ্বাস-বায়ু-বহির্গতি স্বভাবে দ্বাদশাঙ্গুল,
কৌশলে জিনিলে তা'রে কামাদি হ'বে নির্ম্মূল,
জ্ঞানানন্দ-রসে মজি' লভিবি সুখ অতুল,
পবন-বিজয়ে যবে হ'বে স্বরের উদয়ন॥ ৩

দক্ষিণে 'পিঙ্গলা-'সূর্য্য,-যমুনা বা কেহ কয়,
ঈড়া-'ইন্দু' বাম ভাগে,—গঙ্গা নামান্তর হয়,
সত্ত্বময়ী সরস্বতী 'সুষুম্না' মেরুতে বয়,—
তারি মাঝে 'বজ্রা' 'চিত্রা' 'ব্রহ্মনাড়ী' বিরচন॥৪

শুক্লা প্রতিপদ হ'তে বাড়ে ইন্দু তিথি সনে,
সেই দিন সূর্য্যোদয় ইন্দু-নাড়ী-সংক্রমণে,
বাম হ'তে দক্ষিণেতে পালাক্রমে নিশি-দিনে,
এক এক ঘণ্টা কাল রহে নিত্য নিরঞ্জন॥ ৫

তিন তিন তিথি ধরি' প্রতি নাকে সূর্য্যোদয়,—
প্রতিপদাদি তৃতীয়া বাম নাসাপুটে হয়,
চতুর্থী-পঞ্চমী-ষষ্ঠী পিঙ্গলাতে সুনিশ্চয়,
পর্য্যায়ক্রমেতে হেন করে প্রাণ বিচরণ॥ ৬

প্রতি নাসাপুটে 'প্রাণ' এক ঘণ্টা কাল রয়,
প্রথম বিংশতি তা'র পীত পৃথ্বীতত্ত্ব বয়,
ষোল মিনিট লাল জল, বার নীল বহ্নি হয়,
আট মিনিটে শুভ্র বায়ু ক্রমে করে সঞ্চরণ॥ ৭

শেষ চারি মিনিট তা'র দুই নাসাপুটে বহে,
সূর্য্য-চন্দ্র-নাড়ী তখন যুগল-মিলনে রহে,—

(তারে)

মুক্তিপদা 'মনোন্মনী' সুষুম্না বা 'সন্ধ্যা' কহে,
ব্যোম-তত্ত্ব রাজে যাহে বিচিত্র নানা বরণ ॥ ৮
'সুষুম্না' চিনিবি যবে হ'বে 'স্বরে' অধিকার,
পরে পর 'বজ্রা' 'চিত্রা'-ভেদি' পশি ব্রহ্মদ্বার,
'সহস্রার-' চ্যুতামৃত পানে মাতি' অনিবার,
মহানন্দে নেহারিবি জ্ঞানানন্দ-সম্মিলন ॥ ৯

জনৈক ব্রহ্মচারী।

নিত্যলীলা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

ব্রাহ্মণ বলিলেন "না আর না, আর বাসায় যা'ব না। আমার দুঃখিনী গৃহলক্ষ্মী কলাবতী, তার অন্তরে ব্যথা দিয়েছি, দুগ্ধের শিশু নিমাই-চাঁদ, তা'র পরিণামে জলাঞ্জলি দিয়েছি, জন্মদাতা পিতামাতা; তাঁ'দের পিণ্ডে ছাই দিয়েছি। তাঁদের আত্মশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত নিয়মমত করি নাই। পিতৃমাতৃহীন কনিষ্ট ভ্রাতা গুণময়ের ভাবী উন্নতির সুবিধা পর্য্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছি। আমি কারুর মুখ তাকাই নাই। ধনরত্ন সমস্তই ঐ অবিদ্যা-রূপিণী প্রমীলার রূপসাগরে ঢেলে দিয়েছি। তবু মন পাই নাই। গত রাত্রে অঙ্গাভরণটি পর্য্যন্ত আত্মসাৎ ক'রে মাতালাবস্থায় আমাকে বের করে দিয়েছে। তারপর পরিণাম ফল আপনি সকলই স্বচক্ষে দেখেছেন। প্রভু! আর না, আর আমায় বাসায় যেতে বল্‌বেন না। আমার দ্বারা বাড়ীর অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হবার আর সম্ভাবনা নাই। আপনি আমার ত্রাণকর্ত্তা এবং আত্মা-রাম। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই বৈরাগ্যই আমার স্থায়ী হয়। গুরুদেব বলিলেন "যতক্ষণ তণ্ডুল সিদ্ধ না হয় গো, ততক্ষণ মনুষ্যের খাদ্যোপযোগী হয় না, সিদ্ধ হবার হেতুই হচ্ছে প্রজ্বলিত অগ্নি। সেই অগ্নিই যখন তোমাতে সংযোগ হ'য়েছে, তখন আর তোমার ভয় কি? এবার কত লোক তোমাকে আদর ক'রে নেবে।"

ব্রা—"প্রভু! সংসার সুখ আর আমি চাই এখন সে সমস্তই অলীক বোলে বোধ হ'য়েছে, দয়াময় আর আমাকে ছলনা কর্‌বেন না। আমি আপনাকে চিনেছি। গঙ্গা মধ্যে যেরূপে আমায় দর্শন দিয়েছেন সেইরূপে একবার এখানে দর্শন দিন, আমি এ পাপ জীবন তাতে লয় করি।" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গুরুদেব বলি-লেন "মন বৈরাগী হ'লে সংসার কোন ক্ষতিই কর্ত্তে পরে না। পাকা গুরুর ভরসা পেলে মন উপরতলা থেকে কখনই নীচে নামে না। সেই গুরু যদি সন্তুষ্ট না থাকেন তবে অন্যথা হয়। তোমার গুরু সর্ব্বদাই তোমার কাছে কাছে থাক্‌বেন। আর তোমাকে দয়ে পড়তে দিবেন না। আত্মগ্লানিতে তোমার পাপের ক্ষয় হ'য়েছে। তোমার সংসারে আরও কিছু দরকার আছে, এখন তুমি বাসায় যাও। সময়ে আবার আমার দেখা পাবে। আমি আশীর্ব্বাদ করচি, তুমি অচিরেই মুক্তি লাভ কর্‌বে।"

ব্রা—জীবের কর্ম্মবন্ধনই অধঃপতন। একবার কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হইলে জীবের মুক্তির সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। তখন গুরু-শিষ্যের দেখা সাক্ষাৎ মিলে না।" গুরুদেব—"নিষ্কাম কর্ম্মে বদ্ধ হতে হয় না। কামনাই বন্ধনের সূত্র। যদি কামনা ক'রে কোন কাজ না কর, তবে

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

২য় বর্ষ। } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬১। সন ১৩২২, বৈশাখ। { ৪র্থ সংখ্যা।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

ব্রহ্ম।

(ক)

সরোবরতীরে আলোকিত প্রাসাদ থাকিলে, তাহার প্রতিবিম্ব সরোবরের জলে পতিত হয়। দেখিলে বোধ হয় জলমধ্যে সেই প্রাসাদ রহিয়াছে। বায়ুতে জল নড়িলে বোধ হয় ঐ প্রাসাদ ও তাহার গায়ের আলোক সকলও নড়িতেছে। কিন্তু বাস্তবিক জলমধ্যে দৃষ্ট

প্রাসাদ ও তাহাতে সংলগ্ন দীপমালা প্রতিবিম্ব ব্যতীত প্রকৃত নহে। সরোবরতীরের আলোকিত প্রাসাদ অটল-অচল ভাবে আছে, তাহা নড়ে না। তাহা যেন নিত্যব্রহ্ম। সরোবরের নীর যেন মায়া। তাহার চঞ্চলতায় বোধ হয় প্রাসাদের প্রতিবিম্ব-রূপ-জীবাত্মা নড়িতেছে, প্রাসাদও নড়িতেছে। জলের মধ্য দিয়া দেখিলে বোধ হয় প্রাসাদ নড়িতেছে কিন্তু অমনি দেখিলে বোধ হয় তাহা নড়িতেছে না। তাহা নিত্য, অটল এবং অচল ভাবে রহিয়াছে।

(খ)

শূন্য বা আকাশ নিরাকার, অরূপ, অস্পর্শ, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বলিলে, তিনি নিরাকার শূন্যময়ও বটেন। তিনি যে নিরাকার শূন্যময় তাহা কেহই কোন প্রকারে বোধ করেন না। অথচ বলা হয় তিনি সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্বব্যাপী যিনি তিনি শূন্যময়ও বটেন। তিনি শূন্যময় নন উপনিষদ্ ও বেদান্তমতাবলম্বীরা অস্বীকার করিতে পারেন না যেমন তদ্রূপ দেবদেবীগণের প্রতিমূর্ত্তিময় ও ব্যাপী নহেন তাহাই বা কি প্রকারে অস্বীকার করিবেন ?

(গ)

আমি নিরাকার। আমি আহার করি, আমার নানা প্রকার ভোগ হয়। ব্রহ্মকে নিরাকার বল তিনিই বা আহার করিবেন না কেন ? তাঁহারই বা নানা প্রকার ভোগ হইবে না কেন ?

নানা উপনিষদ্ এবং বেদান্তানুসারে আমি-আত্মা-নিরাকারই ব্রহ্ম। আমি-আত্মা আহার করিয়া থাকি, তাহা নিজেই জানি। তবে ঐ সকল গ্রন্থানুসারে আমি-আত্মাই ব্রহ্ম তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম-নিরাকার আহার এবং কোন বস্তু ভোগ করেন না তাহা কি প্রকারে প্রমাণিত হইবে ?

সাকার ব্রহ্ম।

(ক)

প্রত্যেক জীবই সগুণ। জীব সকলের মধ্যে প্রত্যেকেই সাকার। সগুণ জীব শ্রবণ প্রভৃতি নানা শক্তিবিশিষ্ট, সুতরাং জীব সক্রিয়। সগুণ নিরাকার নয়। নির্গুণ নিরাকার। স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা সাকার-সগুণ-সক্রিয় ব্রহ্মেরই করা হয়। নিরাকার-নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের উদ্দেশে স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা চলে না। কারণ নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের শ্রবণ শক্তি নাই। সুতরাং, তাঁহার নিকট আমাদের প্রার্থনা প্রভৃতি করিয়া কোন ফল নাই। শ্রবণ-শক্তি গুণ ও ক্রিয়ার অন্তর্গত। যদ্যপি ব্রহ্মের শ্রবণ করিবার শক্তি আছে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে সগুণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সগুণ যিনি তিনিই সক্রিয়। সক্রিয় যিনি, তাঁহাকেই সাকার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু শ্রবণাদি ক্রিয়া আকার অবলম্বনে সম্পাদিত হইয়া থাকে। আকার যাঁহার আছে অবশ্য তিনিই সাকার।

(খ)

রাজার রাজ্য যত বড় তাঁহার শরীর তত বড় নহে। তিনি নিজ-রাজ্যব্যাপীও নহেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে নিজ রাজ্যের সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। তাঁহার নিজ রাজ্যের সকল পদার্থের উপরই ক্ষমতা আছে। তিনি নিজ রাজ্যে নিজ ক্ষমতানুসারে কি না করিতে পারেন ? তাঁহার প্রদত্ত ক্ষমতায় প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারীই নিজ কর্ত্তব্যাচরণ করে। রাজা নিজে কতকগুলি কার্য্য করেন এবং তাঁহার প্রদত্ত ক্ষমতায় তাঁহার কর্ম্মচারিগণ কতকগুলি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। রাজা ইচ্ছা করিলে একজন কর্ম্মচারীর ক্ষমতা অপরকেও প্রদান করিতে পারেন। সগুণ-সক্রিয় সাকার ব্রহ্মের বিষয় উক্ত উদাহরণে

কিঞ্চিৎ বুঝা যায়। উক্ত উদাহরণে বুঝা যায় ব্রহ্ম অন্তবিশিষ্ট হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। অধিক বড় হইলেই যে তাঁহার অধিক ক্ষমতা হয় এরূপ বোধ করিও না। অনেক গাছ এবং অনেক পর্ব্বত খুব বড়, অথচ ক্ষুদ্র মনুষ্যের তাহাদের অপেক্ষা কত অধিক ক্ষমতা আছে।

সাকার-নিরাকারের সক্রিয়ত্ব।

সাকার-নিরাকার যে সগুণ-সক্রিয়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। তদ্বিষয়ে আর অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না। প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর অন্য কি অভ্রান্ত প্রমাণ হইতে পারে? তোমার শরীর তুমি দর্শন করিতেছ, তাহা যেমন তুমি ভ্রম বলিতে পার না তদ্রূপ তুমি যে বিবিধ-গুণ-সম্পন্ন তাহাও তুমি অস্বীকার করিতে পার না। যেহেতু সেই সকল গুণ তোমা হইতে প্রকাশ হয়, তাহা তুমি বুঝিতে পার। অতএব তুমি সেই সকলকে কি প্রকারে অস্বীকার করিবে? তুমি অনেক প্রকার অনেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাক। তুমি যখন যে ক্রিয়া সম্পন্ন কর তখন তদ্বিষয়ে তোমার জ্ঞানও থাকে। অতএব তুমিই যে বিবিধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাক তদ্বিষয়ে তোমার ভ্রম হইতে পারে না। তুমি সাকার-নিরাকার, অথচ তুমি গুণ-কর্ম্মশীল। অতএব সাকার-নিরাকার যে নিগুর্ণ-নিষ্ক্রিয় নহেন তাহা বুঝিবার পক্ষে তোমার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে বুঝিতে হইবে যে সাকার-নিরাকার পরমেশ্বরও সগুণ ও সক্রিয়। যেহেতু পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে সাকার-নিরাকার সগুণ-সক্রিয় হইয়া থাকে।

সাকার যাহা, তাহাই নিরাকার। কিন্তু কেবল মাত্র নিরাকার যাহা, তাহা সাকার নহে। সাকার-নিরাকার সগুণ এবং সক্রিয়। শ্রুতি-বেদান্তমতে কেবল মাত্র নিরাকার যাহা, তাহা নিগুর্ণ এবং নিষ্ক্রিয়। নিরাকারের ন্যায় আকারও নিগুর্ণ-নিষ্ক্রিয়। আকার জড় বা অচৈতন্য। নিরাকারই চৈতন্য। সাকার-নিরাকার পরমেশ্বরও চৈতন্য। সাকার-নিরাকার চৈতন্য হইলে, আকারও চেতন হয়।

আকার।

শ্রবণশক্তি নিরাকার বটে। কিন্তু সেই শ্রবণশক্তি যে কর্ণে থাকে তাহাত নিরাকার নহে। তাহা যে আকার। শ্রবণশক্তির অবস্থিতির স্থানও আকার। দর্শনশক্তির অবস্থিতির স্থানও আকার। ঘ্রাণশক্তির অবস্থিতির স্থানও আকার। বাক্‌শক্তির অবস্থিতির স্থানও আকার। গমনশক্তির অবস্থিতির স্থানও আকার। শারীরী সমস্ত শক্তির অবস্থিতির স্থানই আকার। প্রসিদ্ধ পাতঞ্জল দর্শনোক্ত দৃক্‌শক্তির অবস্থিতির স্থানও আকার। পাতঞ্জলদর্শনের দৃক্‌শক্তিই আত্মা। আত্মা নিত্য। তিনি যখনই ধর্ম্ম পালন করেন, তখনই তাঁহাকে ধর্ম্মপাল বলা যায়। ধর্ম্মপালের অপর প্রতিশব্দ গোপাল। কারণ অভিধানানুসারে গো অর্থে ধর্ম্মও বলা যাইতে পারে।

পরমেশ্বর।

(ক)

যাঁহার সম্বন্ধে মঙ্গল মঙ্গল নয়, মঙ্গল অমঙ্গলও নয়, যাঁহার সম্বন্ধে অমঙ্গল অমঙ্গল নয়, অমঙ্গল মঙ্গলও নয় তিনি পরমেশ্বর। তিনি সর্ব্বাবস্থার অতীত।

(খ)

তুমি পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাক। তোমার প্রার্থনা তাঁহার শুনিবার যদি ক্ষমতা না থাকিত তাহা হইলে তুমি তাঁহার নিকট প্রার্থনাও করিতে না। তুমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর বলিয়াই বুঝিতেছি তিনি তোমার

প্রার্থনা শ্রবণ করেন ইহাও তুমি বিশ্বাস কর। তিনি তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করেন বিশ্বাস কর বলিয়াই তুমি তাঁহার শ্রবণশক্তি আছেও বিশ্বাস কর। তুমি তাঁহার শ্রবণশক্তি আছে বিশ্বাস কর বলিয়াই তুমি তাঁহার কর্ণ আছেও বিশ্বাস কর। কারণ শ্রবণশক্তির অবস্থিতির স্থান কর্ণ। যাঁহার শ্রবণশক্তি আছে তাঁহার অবশ্যই কর্ণ আছে। যাঁহার কর্ণ আছে তাঁহার আকারও আছে। যাঁহার আকার আছে, তাঁহার আকারের অন্তর্গত সমস্ত ইন্দ্রিয়ও আছে, তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও হইয়া থাকে। যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইয়া থাকে তিনি অবশ্যই সক্রিয়। যিনি সক্রিয় তিনি অবশ্যই সগুণ। কারণ ক্রিয়া দ্বারাই গুণ বিকাশিত হইয়া থাকে।

ঈশ্বর।

যে প্রকারে নর নরের দাস, নর নরের প্রভু, নর নরের পিতা, নর নরের ভ্রাতা, নর নরের সখা, নর নরের গুরু, নর নরের শিষ্য, নর নরের শত্রু এবং নর নরের নানা প্রকার সম্বন্ধীয় হয়, সে প্রকারে নারী নারীর দাসী, নারী নারীর কর্ত্রী, নারী নারীর মাতা, নারী নারীর ভগ্নী, নারী নারীর সখী এবং নারী নারীর নানা প্রকার সম্বন্ধীয়া হয় সেই প্রকার ঈশ্বর ঈশ্বরের ঐ সকল সম্বন্ধীয় হন। ঈশ্বর ঈশ্বরকে প্রহার করেন, ঈশ্বর ঈশ্বরকে দয়া করেন এবং ঈশ্বর ঈশ্বরকে ভালবাসেন।

সাধক।

সাধকের অবস্থানুসারে নিষেধ ও বিধি হয়। সাধকের এক অবস্থায় যাহা নিষিদ্ধ ছিল তাহার পরবর্ত্তী কোন অবস্থায় তাহাই বিধেয় হইয়া থাকে। ১।

যাঁহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে চিকিৎসক তাঁহার পক্ষে অন্ন-ভোজন নিষিদ্ধ বলিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তির জ্বর আরোগ্য হইলে, সেই চিকিৎসকই তাঁহাকে অন্নভোজনের বিধি দিয়া থাকেন। সাধকের এক অবস্থায় যাহা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তাঁহার অন্য অবস্থায় তাহাই বিধেয় হইয়া থাকে। ২

সাধকের ভয় থাকিলে, অহংকার প্রবল হইতে পারে না। সাধকের ভয় থাকিলে, সহজে রাগের উদ্রেক হইতে পারে না। ভয়ও সাধকের পরম উপকার করিয়া থাকে। ৩।

জ্ঞানলাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন। যিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই জ্ঞানজনিত আনন্দ লাভ হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহাকেই জ্ঞানানন্দ কহা যায়। যাঁহার জ্ঞানজনিত আনন্দ লাভ হইয়াছে, তিনিই জ্ঞানানন্দ। কেবল জ্ঞানানন্দ উপাধি পাইলে, কেহ প্রকৃত জ্ঞানানন্দ হইতে পারে না। ৪।

জপ।

রাধাতন্ত্র-মতে তমাল বৃক্ষ কালীর একরূপ। সেইজন্য তমাল কাষ্ঠের মালায় কালীমন্ত্র জপ করা যাইতে পারে। অশ্বথ বৃক্ষ নারায়ণ। সেইজন্য অশ্বথ কাষ্ঠের মালায় নারায়ণমন্ত্র জপ করা যাইতে পারে। ধাত্রী-বৃক্ষ জগদ্ধাত্রীর একরূপ। সেই-জন্য ধাত্রীবৃক্ষের কাষ্ঠমালায় জগদ্ধাত্রীমন্ত্র জপ করা যাইতে পারে। নিজে ভগবতী বিল্বাত্মিকা। তাঁহাকে বিল্বরূপও বলা হয়। বিল্ববৃক্ষে শিবের অধিষ্ঠান। তান্ত্রিক মতানুসারে বিল্বপত্রে ত্রিদলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অধিষ্ঠান আছে। সেইজন্য মহাভাগবতাদি শাস্ত্রানুসারে বিল্ববৃক্ষের বিশেষ মাহাত্ম্য। নানা শাস্ত্রানুসারে স্বয়ং বিশ্বনাথ শিব মৃত্যুঞ্জয় বিল্বপ্রিয়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণানুসারে বিল্বফল বা শ্রীফল কমলার স্তন। সেইজন্য বিল্ব কমলানন্দন জীবগণের বিশেষ প্রিয়। যেহেতু মাতৃস্তনই সন্তানগণের পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

স্বয়ং শিবেরও কমলার প্রতি মাতৃভাব। সেইজন্য বিল্ববৃক্ষ, বিল্বফল এবং বিল্বপত্র সকল শিবের বিশেষ প্রিয়। সেইজন্যই বিল্বকাষ্ঠ-মালায় শিবমন্ত্র জপ করা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা তাঁহার বিশেষ প্রীতি হইয়া থাকে। তুলসী কাষ্ঠমালায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকল মন্ত্রই জপ করা যাইতে পারে। নিম্ব কাষ্ঠমালায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকল নামই জপ করা যাইতে পারে। নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা দারুব্রহ্ম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রকটিত হইয়া থাকেন। নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কতপ্রকার মূর্ত্তিরই প্রতিমূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে। গঙ্গা-মৃত্তিকা-মালা দ্বারা শিবমন্ত্র এবং গঙ্গামন্ত্র জপ করা যাইতে পারে। শ্রীবৃন্দাবনের রজনির্ম্মিত মালিকা দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকল নামই জপ করা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মৃত্তিকার-মালা দ্বারা রাধামন্ত্র এবং রাধাকৃষ্ণমন্ত্র জপ করা যাইতে পারে। শ্রীশ্যাম-কুণ্ডের মৃত্তিকা নির্ম্মিত মালা দ্বারা কৃষ্ণমন্ত্র জপ করা যাইতে পারে। শ্বেতপদ্মবীজের মালা দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অথবা শ্রীকৃষ্ণের সকল মন্ত্র জপ হইতে পারে। স্ফটিকের মালা দ্বারা, প্রবাল-মালা দ্বারা, শঙ্খমালা দ্বারা, মহাশঙ্খমালা দ্বারা, বিল্বকাষ্ঠ নির্ম্মিত মালা দ্বারা, লোহিত-চন্দন কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা দ্বারা, রুদ্রাক্ষ-মালা দ্বারা এবং মণিমালা দ্বারা কালীমন্ত্র এবং তাঁহার অন্যান্য দেবীমূর্ত্তি সকলের মন্ত্র সকল জপ করা যাইতে পারে। রুদ্রাক্ষ মালা দ্বারা শিবমন্ত্র জপিত হইলে শিবের বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে। গণেশ এবং সূর্য্যমন্ত্র জপ করিবার পক্ষে লোহিত-চন্দনকাষ্ঠের মালাই প্রশস্ত। জবাকাষ্ঠের মালা দ্বারাও সূর্য্যমন্ত্র জপ করা যাইতে পারে। শিবের ভৈরবমূর্ত্তি সকলের নাম জপ করিতে হইলে চণ্ডালের অস্থিমালাই প্রশস্ত। ঐ প্রকার মালা অঘোরীদিগের বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহারা কণ্ঠেও ঐ প্রকার মালা ইচ্ছা করিলে ধারণ করিতে পারেন। অনেক পূর্ণাভিষিক্ত সৎ কৌল জপকালে বিধিবোধিত চণ্ডালের অস্থিনির্ম্মিত মালাও ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেহেতু অনেক তন্ত্রানুসারে তাঁহারাও উক্ত মালাদ্বারা বৈধ জপ করিতে পারেন। কোন কোন তন্ত্রানুসারে বামাচারীদিগের পক্ষেও ঐ মালা অপ্রশস্ত নহে।

ধ্যানযোগ।

(ক)

শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সহিত জপ করিতে হয়। রূপ, গুণ, কর্ম্ম, চরিত্র এবং স্বভাব চিন্তনীয়। স্বরূপ অচিন্ত্য। তন্ময়ী চিন্তাই ধ্যান। একাগ্রতা সেই ধ্যানের জীবনীশক্তি। যে সময় মনে কেবল এক ভাবই স্ফুরিত হইতে থাকে, যে সময় মনে কেবল এক প্রকার আলোচনা থাকে, সেই সময় একাগ্রতার সময়। সেই সময়ে মনে একাগ্রতা থাকে। তজ্জন্য সেই সময়ে ধ্যান করিবার উত্তম সুযোগ।

(খ)

সকল উপনিষদই বেদের অন্তর্গত। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় ধ্যানবিন্দূপনিষৎ মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে ধ্যান করিবার পদ্ধতিও আছে। ঐ উপনিষদে বিষ্ণুর ধ্যান করিবার এই প্রকার পদ্ধতি,—

"অতসীপুষ্পসঙ্কাশং নাভিস্থানে প্রতিষ্ঠিতম্।
চতুর্ভুজং মহাবীরং পূরকেণ বিচিন্তয়েৎ॥ ১১"

ব্রহ্মার ধ্যান করিবার এই প্রকার পদ্ধতি,—

"কুম্ভকেন হৃদিস্থানে চিন্তয়েৎ কমলাসনম্।
ব্রহ্মানং রক্তগৌরাঙ্গং চতুর্ব্বক্ত্রং পিতামহম॥ ১২"

ত্রিলোচন মহেশ্বরের ধ্যান এই প্রকার কথিত হইয়াছে,—

"রেচকেন তু বিশ্বাত্মা ললাটস্থং ত্রিলোচনম্।
শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশং নিষ্কলং পাপনাশনম্॥" ১৩

অনেকের ধারণা উপনিষদ মতে সাকার পরমেশ্বরের উপাসনার ব্যবস্থা নাই। তাঁহাদের মতে সেইজন্য কোন উপনিষদ মধ্যে সাকার উপাসনার পদ্ধতিও নাই। কিন্তু যাঁহারা ধ্যান-বিন্দূপনিষদ প্রভৃতি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা উপনিষদ অনুসারেও যে সকল সাকার উপাসনার পদ্ধতি আছে, তাঁহারা সে সকলও স্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে বৈদিক উপনিষদ সকলে কেবলমাত্র নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বই আছে, তাঁহাদিগের প্রবোধ জন্য আমরা এই প্রস্তাবের আদিভাগে ধ্যানবিন্দূপনিষদোক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ধ্যান-পদ্ধতি লিখিয়াছি। তাঁহারা মনোনিবেশ-পূর্ব্বক সাকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ধ্যান-পদ্ধতিত্রয় দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে অনেক উপনিষদ সাকারবাদও সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিবেন উপনিষদনুসারেও সাকারবাদের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।

যজ্ঞার্থে পশুবধ।

অনেক স্মৃতিমতে কত প্রকার জন্তুর মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে। প্রসিদ্ধ গৌতম-সংহিতার মতে শল্যক, গোধা, শশক, গণ্ডার, শ্বাবিধ এবং কূর্ম্ম-মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ঐ সমস্ত জন্তুর মাংস কোন বর্ণীর মাংসভোজীর পক্ষেই নিষিদ্ধ নহে। ঐ সমস্ত জন্তুর মাংস কোন প্রকার যজ্ঞজন্য ব্যবহৃত হইলে ঐ সমস্ত বিশেষ পবিত্রতাজনক হইয়া থাকে। ঐ সকল জন্তুর পঞ্চনখ থাকিলে স্মার্ত্তমতানুসারে ঐ সকলের মাংস অখাদ্য নহে। মহাত্মা গৌতমের মতে ঐ সকল পঞ্চনখী জন্তু ব্যতীত অন্যান্য যে সকল জন্তুর পঞ্চনখ আছে তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই অখাদ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা গৌতমের মতানুসারে ভক্ষ্যাভক্ষ্য পঞ্চনখী স্থলজন্তুগণের বিষয় বর্ণিত হইল। তাঁহার মতানুসারে সর্ব্বপ্রকার জলজন্তুগণই ভক্ষনীয় নহে। তাঁহার মতে যে সকল জলচর বিহঙ্গের পদদ্বয় রক্তবর্ণ এবং যে সকল জলচর বিহঙ্গের মস্তক রক্তবর্ণ-সম্পন্ন, সে সকল জলচর বিহঙ্গের মাংসও অভক্ষ্য। তাঁহার মতানুসারে যে সকল স্থলচর জন্তুগণের মুখমধ্যে দন্তসকল দ্বিশ্রেণীসম্পন্ন, যে সকল স্থলচর জন্তুগণ লোম এবং কেশসম্পন্ন, এবং যে সকল স্থলচর জন্তুর পায়ে ক্ষুর দ্বিভাগে বিভক্ত নহে তাহারাও অভক্ষ্য। গৌতমমতে বারস, হংস, কলবিঙ্ক, কঙ্ক, গৃধ্র, প্লব, শ্যেন এবং চক্রবাকের মাংসও অভক্ষ্য। তিনি গ্রাম্য শূকর, অনডুহ বা বৃষ, ধেনু এবং গ্রাম্য কুক্কুট বধ করিয়া ভক্ষণ করিবার ব্যবস্থা দানও করেন নাই। তাঁহার মতানুসারে বক, মান্ধাতৃ, দার্ব্বাটন বা কাঠঠোক্‌রা ও টিট্টিভের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যে সমস্ত পক্ষী দিবাভাগে আহার্য্যাহরণ করে না, যাহারা নিশাচর নামে খ্যাত মহাত্মা গৌতমের বিবেচনায় তাহা-দিগের মাংসও শ্রেষ্ঠবর্ণদিগের ভক্ষণযোগ্য নহে। গৌতম ঐ সকল জীবের মাংসের ন্যায় লোসুনকেও অভক্ষ্য বলিয়াছেন। তবে তাঁহার মতে পলাণ্ডু-ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে। যেহেতু তিনি ঐ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন নাই। তিনি কথিত জন্তুগণের মাংস ভক্ষণে যেরূপ নিষেধ করিয়াছেন তদ্রূপ তিনি অন্যান্য কতকগুলি দ্রব্য ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে সর্ব্বপ্রকার বৃথামাংস ভোজনও নিষিদ্ধ। তবে তাঁহার অ-বৃথা-মাংস-ভোজন সম্বন্ধে নিষেধ নাই, বরঞ্চ তদ্বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থা

আছে। গৌতম সংহিতার সপ্তদশাধ্যায়ানুসারে তাঁহার ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে,—

"ভক্ষ্যাঃ প্রতুদা বিষ্কিরা জালপাদা মৎস্যাশ্চাবিকৃতা বধ্যাশ্চ ধর্ম্মার্থে ব্যালহতা দৃষ্টদোষবাক্ প্রশস্তান্য-ভুক্ত্যোপযুঞ্জীতোপযুঞ্জীত।"

গৌতমের মতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে পিতৃলোকের তৃপ্তিজন্য নানা প্রকার মাংস প্রদান করিবারও ব্যবস্থা আছে। তাঁহার মতানুসারে পিতৃ-লোকোদ্দেশে মৎস্য মাংস, কূর্ম্ম মাংস, মেষমাংস, হরিণ-মাংস, বরাহমাংস, রুরুমাংস, বার্দ্ধীনস্-মাংস, শশ-মাংস, কৃষ্ণছাগ-মাংস এবং গণ্ডার-মাংস দিবার পদ্ধতি আছে। পিতৃলোকোদ্দেশে ঐ সমস্ত মাংস সকাম ভাবে কিম্বা নিষ্কামভাবে দিতে হয়, সে বিষয়ে গৌতমের কোন প্রকার ব্যবস্থাই দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ঐ সমস্ত মাংস পিতৃলোকোদ্দেশে প্রদান জন্য পাতকী হন না। সেজন্য তাঁহার জীবনান্তেও তাঁহাকে কোন প্রকার দণ্ডভোগ করিতে হয় না। তিনি ঐ সমস্ত পশু বধ করিয়া পিতৃলোকোদ্দেশে দিবার জন্য পরকালে ঐ সমস্ত পশুও তাঁহাকে বধ করে না বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করে না। যেহেতু কোন স্মৃতিতেই তাহাদের ঐ প্রকার করিবার উল্লেখ নাই। কোন স্মৃতি-মতানুসারেই পিতৃলোকোদ্দেশে কোন প্রকার বৈধ পশুদান-জন্য তাহাকে বধ করিলে, তজ্জন্য সেই বধকর্ত্তাকে কোন প্রকার পাতক স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। ঐ প্রকার বধকার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করেন সর্ব্বস্মৃতির সম্মতি-অনুসারেই তাঁহাদেরও পাপী হইতে হয় না। বরঞ্চ পিতৃ-লোকোদ্দেশে স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট পশুমাংস সকল দিলে দাতার পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া থাকে। যেহেতু ঐ সকল দান পিতৃলোকের তৃপ্তিরই কারণ হইয়া থাকে। ঐ সকল মাংস পিতৃলোকোদ্দেশে দান করিলে যে পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়, তদ্বিষয়ে গৌতম সংহিতার পঞ্চদশাধ্যায়ে প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই স্থলে লিখিতেছি,—

"তিলমাষব্রীহিযবোদকদানৈর্ম্মাসং পিতরঃ প্রীণান্ত মৎস্যহরিণরুরুশশকূর্ম্মবরাহমেষমাংসৈঃ সংবৎসরাণি গব্যপয়ঃপায়সৈর্দ্বাদশবর্ষাণি বার্দ্ধ্রীণসেন মাংসেন কালশাকচ্ছাগলৌহখড়্গমাংসৈর্ম্মধুমিশ্রৈ-শ্চানন্ত্যাম্।"

গৌতম সংহিতা ব্যতীত অন্যান্য অনেক স্মৃতির মতেও বৈধ-মাংস দ্বারা পিতৃপুরুষগণের অধিক তৃপ্তি। পিতৃপুরুষগণের ফল, মূল গোধূম, তিল, যব, শ্যামাক, ব্রীহি, নীবার, মাষ, প্রিয়ঙ্গু, দুগ্ধ এবং জল দ্বারাও তৃপ্তি হইবার বিবরণ আছে। তবে অনেক স্মৃত্যনুসারে ঐ সকল বস্তু দ্বারা তাঁহাদের দীর্ঘকাল জন্য অথবা অক্ষয় তৃপ্তি হয় না। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা তাঁহাদের কেবল মাত্র একমাস জন্যই তৃপ্তি হইয়া থাকে।

ব্যাস সংহিতার তৃতীয়াধ্যায় মতে,—

"নাশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণো মাংসমনিযুক্তঃ কথঞ্চন ॥ ৫৫
ক্রতৌ শ্রাদ্ধে নিযুক্তো বা অনশ্নন্ পততি দ্বিজঃ।
মৃগয়োপার্জ্জিতং মাংসমভ্যর্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ৫৬
নিরয়েষ্বক্ষয়ং বাসমাপ্নোত্যাচন্দ্রতারকম্।
সর্ব্বান্ কামান্ সমাসাদ্য ফলমশ্বমেধস্য চ ॥ ৫৮
মুনিসাম্যমবাপ্নোতি গৃহস্থোঽপি দ্বিজোত্তমঃ ॥"

উশনা-সংহিতার তৃতীয়াধ্যায় মতে,—

"দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে প্রযত্নেন শৃঙ্গাং গজগুকৈর্ব্বকান্।
দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রিমাসান্ হারিণেন চ ॥
ঔরভ্রেনাথ চতুরঃ শাকুনেনেহ পঞ্চ তু।
ষণ্মাসাংশ্ছাগমাংসেন রৌরবেণ নবৈব তু ॥
দশমাসাংস্তু তৃপ্যন্তি বরাহ মহিষামিষৈঃ।
পশোর্নরকয়োর্ম্মাংসৈর্ম্মাসানেকাদশৈব তু ॥
সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।
বার্দ্ধ্রীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশ বার্ষিকী ॥

কালশাকং মহাশাকং খগলোহামিষং মধু।
অনন্তান্যেব কল্পন্তে মূলান্যন্যানি সর্ব্বশঃ॥"

বশিষ্ঠ-সংহিতানুসারে ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় অতিথির বা অভ্যাগতের তৃপ্তিজন্য মহাছাগল কিম্বা মহাবৃষ বধ করিয়া রন্ধন করা যাইতে পারে। ঐ প্রকারে বধ করায় বশিষ্ঠ-সংহিতানুসারে বধকর্ত্তার কোন প্রকার পাপ হইতে পারে না। বশিষ্ঠ সংহিতা অনুসারে ঐ প্রকার কার্য্য দ্বারা বরঞ্চ পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। ঐ প্রকার বধকর্ম্ম বশিষ্ঠের মতানুসারে বৈধ বলিয়াই পরিগণিত। তদ্বিষয়ে বশিষ্ঠ সংহিতায় আছে,—

"অথাপি ব্রহ্মণায় রাজন্যায় বা অভ্যাগতায় বা মহোক্ষং বা মহাজং বা পচেদেবমস্যাতিথ্যং কুর্ব্বন্তীতি।" বশিষ্ঠ দেব দেবদেবীর পূজোপলক্ষে পিতৃযজ্ঞে ও আতিথ্যকর্ম্মোপলক্ষে পশুহত্যা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যজ্ঞ, মধুপর্ক প্রভৃতিতে পশুহনন সম্বন্ধে মনুরও মত আছে। তাহাও বশিষ্ঠ কর্তৃক বশিষ্ঠ সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—

"মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবত্যকর্ম্মণি।
অত্রৈব চ পশুং হিংস্যান্নান্যথেত্যব্রবীন্মনুঃ॥"

কথিত হইল যে ভগবান মনুর মতানুসারে মধুপর্কে, যজ্ঞে, পিতৃ এবং দৈবকর্ম্ম সকলে পশুহিংসা করা যাইতে পারে। ঐ সকল কর্ম্ম ব্যতীত বৃথা পশু হিংসা করা নিষিদ্ধ। ঐ সকল ব্যাপার ব্যতীত কোন প্রকার পশুহিংসা করিলে, তাহাকে হিংসা বলা যাইতে পারে। তজ্জন্য তাহা স্বর্গ প্রাপ্তিরও কারণ হইতে পারে না। কিন্তু যজ্ঞ প্রভৃতি জন্য পশুহত্যা দ্বারা নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয়। যেহেতু ঐ প্রকার হত্যাকে বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাত্মাগণ হিংসা বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাঁহাদের মতানুসারে ঐ প্রকার হত্যাকে অহিংসাই বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের মতে যজ্ঞাদি উপলক্ষে যে সকল প্রাণীবধ করা হইয়া থাকে, সে সমস্ত প্রাণীবধ-কার্য্য দ্বারা হিংসা করা হয় না বলিয়া সে সমস্ত পশুবধ দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে যজ্ঞাদি-জন্য পশুবধ হিংসার কার্য্য হইলে, সে সকল স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ হইত না। ঐ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ জন্য বশিষ্ঠ-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায় হইতে বশিষ্ঠের উপদেশ বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মাদ্ যাগে বধোঽবধঃ॥"

পরম পূজ্য বশিষ্ঠদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"পিতৃদেবাতিথিপূজায়াং পশুং হিংস্যাং।"

বশিষ্ঠ দেবের মতানুসারে অবধারিত হইল যে পিতৃলোকের তৃপ্তি জন্য, দেবতার পূজা জন্য এবং অতিথির পূজা-জন্য পশু-হিংসা করা যাইতে পারে। ঐ সকল অনুষ্ঠানে পশু-হিংসা করিলে অপরাধী হইতে হয় না। যে হেতু বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের মতানুসারে ঐ প্রকার হিংসাকে অহিংসাই বলিতে হয়, ঐ প্রকার বধকে অবধই বলিতে হয়। অনেক তন্ত্রানুসারেও নানা প্রকার দেবীর এবং মহাদেবীগণের পূজোপলক্ষে পশুবধ করিবার ব্যবস্থা আছে। কোন তন্ত্র মতেই দেবী এবং মহাদেবীগণের উদ্দেশে পশুবধ করিয়াই পাতকী হইতে হয় না। নানা তন্ত্রানুসারে ঐ প্রকার বধ কার্য্যে দেবী এবং মহাদেবীগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সেইজন্য নানা তন্ত্রানুসারে ঐ প্রকার বধ কার্য্যদ্বারা পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া থাকে। সকল বৈদিকী সংহিতার মতেই যজ্ঞার্থে পশুবধের ব্যবস্থা আছে। কোন বেদের কোন সংহিতানুসারেই যজ্ঞার্থে পশুবধ করিলে অপরাধী বা পাতকী হইতে হয় না। বৈদিক অনেক যজ্ঞেই পশুবধের ব্যবস্থা আছে। যে অনুষ্ঠান সম্বন্ধে চতুর্ব্বেদেই ব্যবস্থা আছে তাহা মনীষিগণের পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য। যে হেতু অনেক স্মৃতিকর্ত্তা

এবং শিবাবতার পরমহংস শঙ্করাচার্য্য স্বামীও বেদ সকলকে অপৌরুষেয় বলিয়াছেন। বৈদিক মতের সহিত স্মার্ত্তমতের কিম্বা পৌরাণিক মতের অনৈক্য হইলে পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে বৈদিক মত গ্রহণ করিবারই প্রথা আছে। কিন্তু যে বিষয়ে সর্ব্ববেদ এবং নানা স্মৃতির, নানা তন্ত্রের এবং কতিপয় পুরাণেরও পরস্পর ঐক্য আছে অবশ্যই সে বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। যজ্ঞার্থে পশুবধ সম্বন্ধে কোন্ বেদের না মত আছে? ঐ বিষয়ে অনেক স্মৃতিরও মত আছে। ঐ বিষয়ে কোন কোন পুরাণেরও মত আছে। ঐ বিষয়ে বহু তন্ত্রেরও মত আছে। অতএব যজ্ঞার্থে পশুবধ অবশ্যই কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের অন্তর্গত চতুর্থাধ্যায়ানুসারে প্রসিদ্ধ দক্ষযজ্ঞেও পশুবধ হইয়াছিল। ঐ অধ্যায়ে আছে,—"তথায় যজ্ঞীয় পশুবধের কোলাহল বেদ পাঠের শব্দে মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব মধুর ভাবে শ্রুতিগোচর হইতেছিল।" শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে চতুর্থ-স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,—"ব্রাহ্মণগণ এই প্রকার স্তুতি করিয়া অঙ্গরাজার পুত্রোৎপত্তি নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়া পশুদিগের অভ্যন্তরে যজ্ঞরূপে প্রবিষ্ট শ্রীহরির উদ্দেশে হোম করিলেন।" শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের উন-বিংশ অধ্যায়ে আছে,—"পৃথু যখন শেষ অশ্বমেধ দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করেন, সেই সময়ে ইন্দ্র প্রচ্ছন্ন-বেশে ঈর্ষা-বশতঃ যজ্ঞ-পশুটী চুরি করিয়া লইয়া গেলেন।" ঐ অধ্যায়ের অন্য কোন স্থলে এই প্রকার বর্ণিত আছে, "ইন্দ্রের এখনও যজ্ঞ-বিঘ্ন করিবার বাসনা সম্পূর্ণ রহিল। সেই অশ্ব যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইলে তিনি নিবিড় অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া প্রচ্ছন্ন-বেশে যূপকাষ্ঠ হইতে তাহা পুনর্ব্বার চুরি করিয়া লইয়া গেলেন।" শ্রীমদ্ভাগবতের মতানুসারেও যজ্ঞার্থে অশ্বাদি বৈধ পশু সকলের প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং যজ্ঞ-সে সকলকে বধও করা যাইতে পারে তাহাও অবগত হওয়া হইল। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগণের মতে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণকে মহাসাত্ত্বিক ভাবের গ্রন্থ বলিয়া নির্ণয় করা হয়। সে গ্রন্থ মতেও যজ্ঞার্থে পশু আহরণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেমতেও যজ্ঞার্থে পশুবধ অপ্রশস্ত নহে। নানা শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞার্থে পশুবধকে হিংসা বলা হয় নাই বলিয়া ঐ প্রকার কার্য্যকে তামসিক কার্য্যও বলা যায় না। প্রকৃত বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু-কথিত উপদেশ সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা। অনেক বৈষ্ণবের ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপদেশ-বাক্য সকলে বেদবাক্যাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা আছে। ভগবান বিষ্ণু-কথিত যে স্মৃতিশাস্ত্র তাহার নাম বিষ্ণু-সংহিতা। তন্মধ্যে প্রায় সমস্তই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপদেশ। অতএব প্রকৃত বৈষ্ণবের পক্ষে সেই সমস্ত উপদেশের মধ্যে কোনটীই অবজ্ঞার যোগ্য হইতে পারে না। প্রসিদ্ধ বিষ্ণু-সংহিতার মতেও মাংস-ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে। তবে সে মতে সমস্ত পশুর মাংস ভক্ষণ করিবারই ব্যবস্থা নাই। সেমতে পঞ্চনখ-বিশিষ্ট পশুগণের মধ্যে কেবল কচ্ছপ, শল্লক, গোধা, শশক, এবং গণ্ডারের মাংস ভোজন করিবার ব্যবস্থা আছে। ঐ সংহিতায় তদ্বিষয়ে এই প্রকার বর্ণনা আছে,—

"শশকশল্লকগোধাখড়্গকূর্ম্মবর্জ্জং পঞ্চনখ-মাংসাশনে সপ্তরাত্রমুপবসেৎ॥"

উক্ত শ্লোক বিষ্ণু সংহিতার একোপঞ্চাশোঽ-ধ্যায়ে আছে। উক্ত শ্লোকে যে পঞ্চ প্রকার পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে, সে সমস্ত জন্তুকে যজ্ঞার্থে হনন করিতে বলা হয় নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয়, বিনা-যজ্ঞ সর্ব্ববর্ণই ঐ সমস্ত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে পারেন। বিষ্ণু-সংহিতার মতানুসারে কয়েক প্রকার মৎস্যাশনেরও ব্যবস্থা আছে। বিষ্ণু-সংহিতার মতানুসারে সর্ব্ববর্ণই যজ্ঞে অনিবেদিত

রোহিত মৎস্য, সিংহতুণ্ডমৎস্য, পাঠীন মৎস্য, শকুল মৎস্য এবং রাজীব মৎস্য ভক্ষণ করিতে পারেন। ঐ পঞ্চ প্রকার মৎস্যই অভক্ষ্য নহে। তদ্বিষয়ে এই প্রকার বিষ্ণু-বাক্য আছে,—

"পাঠীনরোহিতরাজীবসিংহতুণ্ডশকুলবর্জ্জং
সর্ব্বমৎস্যমাংসাশনে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ॥"

কিন্তু অধুনা চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অনেকেই বিধি-সম্মত পঞ্চ প্রকার মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র অনেক প্রকার মৎস্যও অতি আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকেন। সেজন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে অনেকেই বিষ্ণু সংহিতার একোপঞ্চাশোঽধ্যায়োক্ত একবিংশ শ্লোকানুসারে প্রায়শ্চিত্তও করেন না। সে সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজনও বোধ করেন না। বিষ্ণু-সংহিতায় ময়ূরের, লাবকের, তিত্তিরির, বর্ত্তিকার এবং কপিঞ্জলের মাংস-ভক্ষণ-জন্য কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলা হয় নাই। সেই জন্যই ঐ সমস্ত পক্ষীর মাংস অভক্ষণীয় নহে বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

"তিত্তিরিকপিঞ্জললাবকবর্ত্তিকাময়ূরবর্জ্জং
সর্ব্বপক্ষিমাংসাশনে চাহোরাত্রম্ ॥"

বলা হইয়াছে বলিয়া কথিত পঞ্চ প্রকার পক্ষীর মাংসকে অখাদ্য বলা যায় না। বিষ্ণু সংহিতার একপঞ্চাশোঽধ্যায়োক্ত একত্রিংশ শ্লোকানুসারে ঐ সকল পক্ষীর মাংস যজ্ঞে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিলেও কোন প্রকার পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যেহেতু ভগবান বিষ্ণু ঐ সমস্ত পশু যজ্ঞে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিতে বলেন নাই। পূর্ব্বে বিষ্ণু-সংহিতার একোপঞ্চাশোঽধ্যায়ের ষষ্ঠ, একবিংশ ও একত্রিংশ শ্লোকে যে সমস্ত প্রাণীমাংস যজ্ঞে অর্পণ না করিয়াও বিষ্ণু-সম্মত বিধিমতেই ভক্ষণ করিতে বলা হইয়াছে। বিষ্ণুর মতানুসারে সে সমস্ত প্রাণীর মাংসকে বৃথা মাংস বলা যায় না। সে সমস্ত প্রাণীর মাংস ব্যতীত কতকগুলি প্রাণীর মাংসকে বৃথা মাংস বলা যায়। যে হেতু সে সমস্ত প্রাণীর মাংস যজ্ঞার্থেও নিবেদন করা যায় না। সেইজন্য সেই সমস্ত প্রাণীর মাংসকে বৃথা মাংসই বলা যায়। বৃথা মাংস যাহা ভগবান বিষ্ণুর মতানুসারে তাহাই নিষিদ্ধ। ভগবান বিষ্ণুর মতে যে ব্যক্তি ধন লাভ জন্য কোন প্রকার পশু বধ করে, বৃথা মাংস ভোজনশীল ব্যক্তিকে তদপেক্ষাও অধিক পাপ ভোগ করিতে হয়। পরলোকে তাঁহাকে বৃথা মাংস ভোজন জনিত পাতক বশতঃ বিশেষ যন্ত্রণা পাইতে হয়।

বিবিধ।

এক বস্তুর অনেক অংশ হইতে পারে। সেই বস্তুর বৃহৎ অংশের সহিত ক্ষুদ্র অংশের পরিমাণের তারতম্য আছে। কিন্তু স্বরূপতঃ সেই বস্তুর বৃহদংশ সেই বস্তুর ক্ষুদ্রাংশের সহিত অভিন্ন। শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রকার অংশই স্বরূপতঃ অভিন্ন, স্বরূপতঃ সেই সকল অংশ শ্রীভগবান। শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রকার অংশাবতারই স্বরূপতঃ অভিন্ন, স্বরূপতঃ শ্রীভগবান। ১

একই ভগবানের নানা পদার্থে আবেশ হইতে পারে। রন্ধনকালে ব্যঞ্জনের অন্তর্গত সমস্ত পদার্থই উষ্ণ হইয়া থাকে। সেই সমস্ত পদার্থের পরস্পর ভেদ থাকিলেও সেই সমস্তেই এক উষ্ণতা শক্তি বিরাজিত রহে। ঐ প্রকারে একই ভগবানের বহুপ্রকার পদার্থে, বহুপ্রকার জীবে আবেশ হইতে পারে। কথিত হইল একই ভগবানের বহু পদার্থে এবং বহু জীবে ঐ প্রকার আবেশ হইতে পারে। নানা শাস্ত্রে এক ভগবানের বহু প্রকার আবেশেরও বর্ণনা আছে।

আবেশের আবির্ভাব যাঁহাতে হইয়া থাকে, তাঁহাকে আবিষ্ট বলা হইয়া থাকে। ২।

শ্রীভগবানের আবির্ভাব বিবিধ পদার্থে ও বিবিধ ব্যক্তিতে হইতে পারে।

যে পদার্থে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয় সে পদার্থকে ভগবান বলা হয় না। যে ব্যক্তিতে ভগবানের আবির্ভাব হয় সে ব্যক্তিকে ভগবান বলা হয় না। ৩।

অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তর্গত কৈবল্য নহে একথা অনেক আচার্য্য বলেন। পাতঞ্জল দর্শন মতে তপও যোগের অন্তর্গত। অনেক আচার্য্য তাহা অস্বীকার করেন। উক্ত পাতঞ্জল দর্শনে যোগ এবং কৈবল্য উভয়ই আছে। শান্তদেব অষ্টাঙ্গ যোগের শেষ অবস্থাকে কৈবল্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

যেরূপ অনিত্যবস্তু অনেক প্রকারের অনেক আছে তদ্রূপ অনেক প্রকারের অনেক নিত্যবস্তু আছে। পরমাত্মা বা আত্মা ব্যতীত অনেক প্রকার অনেক নিত্য বস্তু আছে। তবে সে সকল পরমাত্মা বা আত্মার ন্যায় সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে। পরমশ্রেষ্ঠত্ব আত্মা বা পরমাত্মাতে আছে। অনিত্যবস্তু সকলের মধ্যে যেরূপ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বস্তু সকল আছে তদ্রূপ নিত্য পদার্থ সকলের মধ্যেও সকল পদার্থ এক শ্রেণীর নহে। সে সকল পদার্থের মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট এবং কতকগুলি নিকৃষ্ট। সে সকলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম পরমাত্মা বা আত্মা। ৪।

বাইবেলীয় নিউ টেষ্টামেণ্ট God is Love বলা হইয়াছে। বাইবেল মতে গড্‌কে Love বা প্রেম বলা অসঙ্গত না হইলে তাঁহাকে জ্ঞান বলাই বা দোষের হইবে কেন?

বাইবেল মতে God is Spirit এবং God is Love. বাইবেল অনুসারে এই উভয়ই গড। কেহ কহেন Spirit এর সহিত Love এর বিশেষ বৈপরীত্য আছে। অথচ ঐ প্রকার Spirit এবং Love উভয়ই গড্‌। ঐ প্রকারে অনেক আর্য্যশাস্ত্রে এক ঈশ্বরের বহু প্রকারত্ব আছে। ৩।

Love বা প্রেম শূন্য কোন জীবই নহে। জীবগণ এই পৃথিবীতে রহিয়াছে। তাহাদের সকলের মধ্যে প্রেম-ঈশ্বর রহিয়াছেন। প্রকৃতিগণ মধ্যেও প্রেম-ঈশ্বর এবং পুরুষগণ মধ্যেও প্রেম-ঈশ্বর। ৪।

ভাবদ্বারা সম্বন্ধ হয়। সম্বন্ধ যোগ। যাঁহার কোন ভাব নাই তিনি ভাবাতীত নিরঞ্জন। ভাবাতীত নিরঞ্জন ব্রহ্ম। কেহ বলেন নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের কোন প্রকার ভাব নাই। ঐ প্রকার ব্রহ্মের কোন প্রকার ভাবে প্রয়োজন নাই। ৫।

ভাব আগে অস্তিত্ব হয়। সেইজন্য ব্রহ্ম স্বয়ং ভাব। সকলের অস্তিত্ব সেই ভাব-ব্রহ্ম। ৬।

দিব্যমহাভাবাত্মক শুদ্ধপ্রেমযোগ যাঁহার শ্রীকৃষ্ণের সহিত, তিনিই প্রকৃত সতী, তিনিই পরা-সতী। যাঁহার মধুর ভাব দ্বারা কখনও অন্য কোন পুরুষের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই, তিনিই প্রকৃত সতীত্বের পূর্ণতা সম্পন্ন সতী। যাঁহার কখন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যকোন পুরুষের প্রতি মধুর ভাবাত্মিকা রতি-মতি দ্বারা সংস্রব হয় নাই, তিনিই প্রকৃত পূর্ণসতীত্বসম্পন্না সতী। যাঁহার অন্য কোন পুরুষের সহিত আভাস মধুর ভাব দ্বারাও সম্বন্ধ হয় নাই, তিনিই প্রকৃত সতীত্ব সম্পন্না সমর্থা সতী। ৭।

কামত্যাগ হইলে নিষ্কাম হইতে পারা যায়। নিষ্কাম হইলে তবে পূর্ণরূপে সর্ব্বতোভাবে কামিনী ত্যাগ হয়। যিনি নিষ্কাম হইয়াছেন তাঁহার কামিনীতে আসক্তি নাই। তাঁহার সুন্দরী কামিনীর সৌন্দর্য্যে আসক্তি নাই। তাঁহার কামিনীর রূপযৌবনে আসক্তি নাই। তাঁহার সেই কামিনীর সেই দুর্গন্ধ রতিমন্দিরে আসক্ত

বা রতি নাই। তাঁহার কামিনীর অঙ্গসঙ্গ করিবার ইচ্ছা নাই। সেইজন্য তাঁহার কামিনীর অঙ্গসঙ্গ করিবার প্রয়োজন হয় না। যে দ্রব্যে প্রয়োজন নাই, সে দ্রব্য প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। সে দ্রব্য দূরে থাকিলে মনের যে অবস্থা থাকে, তাহা অতি নিকটে থাকিলেও মনের সেই অবস্থা থাকে। ক্ষুধা না থাকিলে খাদ্যদ্রব্য সকলে আসক্তি হয় না। কাম না থাকিলে কামিনীতে আসক্তি থাকে না।

যিনি নিষ্কাম হইয়াছেন, তাঁহারই মন হইতে কাম ও কামিনী ত্যাগ হইয়াছে। ঐ প্রকার মন হইতে কাম ও কামিনী ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। তাহাই পূর্ণ ত্যাগ। বাহ্যত্যাগ আনুসঙ্গিক ত্যাগ। কেহ বলেন বাহ্যত্যাগ ত্যাগ নহে। তাঁহার মতে মানসিক ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। সেই মানসিক ত্যাগই পূর্ণ ত্যাগ। ৮।

শ্রীভগবান সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার ইচ্ছা-শক্তিতে সর্ব্বশক্তিত্ব সঞ্চারিত আছে। শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিময়ী ইচ্ছা প্রভাবে কি না হইতে পারে? সেই সর্ব্বশক্তিময়ী ভগবতী ইচ্ছা প্রভাবে অসংখ্য জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। অদ্যাপি কত জীব সেই শক্তি প্রভাবে সৃষ্ট হইতেছে। পরেও সেই সর্ব্বশক্তিময়ী শ্রীভগবানের ইচ্ছা প্রভাবে কত জীব সৃষ্ট হইবে। স্বরূপাচার্য্যের মতে জীব চিৎপরমাণু নহে। চিৎপরমাণু চিদংশ। নানা শাস্ত্রানুসারে চিৎ শ্রীভগবান। সেই জন্য ভগবানের ন্যায় তাহাও নির্ব্বিকার। চিৎ নির্ব্বিকার বলিয়া তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশও নির্ব্বিকার বলিতে হয়। সিদ্ধজীবের বিকারীত্ব-প্রসঙ্গ জন্য কোন উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। জীব কি নিজেকে বোঝে না? কত প্রকার কত বিকার দ্বারা নিজে বিকৃত। জীবের স্বরূপ নির্ব্বিকার হইলে কোন প্রকার বিকারই তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের ইচ্ছায় জীবও নির্ব্বিকার হইতে পারে। সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান ইচ্ছা করিলে জীবকেও আপনাতে বিলীন করিতে পারেন।

জীব অনিত্য। শ্রীভগবান ইচ্ছা করিলে সেই অনিত্য জীবকেও নিত্য করিতে পারেন। স্বভাবতঃ জীব অনিত্য ও বিকার-বিশিষ্ট। সেই-জন্য জীবের স্বরূপ অশুদ্ধ। জীবের স্বরূপ অপবিত্র। জীবের উপর মায়া হইতে স্ফুরিত অজ্ঞান প্রভৃতির সম্যক্ আধিপত্য আছে। ৯।

কোন ব্যক্তির একজন আত্মীয় বিনষ্ট হইলে যত শোক বোধ হয়, সেইরূপ পরিমাণানুসারে তাঁহার বহু-আত্মীয়-বিয়োগ হইলে যদ্যপি শোক হইত তাহা হইলে সেই শোকার্ত্তের যে কি দুর্গতি হইত তাহা বলিয়া জানান যায় না। কোন ব্যক্তির অনেক আত্মীয়-বিয়োগ হইতে থাকিলে কৃপাময় পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া শোক সহ্য করিবার জন্য তাঁহাকে এক প্রকার ক্ষমতা দিয়া থাকেন। সেই ক্ষমতা জন্য শোকা-বস্থায় তাঁহার মনে শোকজবিবেক উপস্থিত করেন। সেই বিবেক দ্বারা সেই শোকার্ত্ত ব্যক্তির বোধ হইতে থাকে যে তাঁহার যে সকল আত্মীয় বিনষ্ট হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাঁহার শোকাবেগ বশতঃ ফিরিবে না। তাঁহার সেই সকল আত্মীয় বিনষ্ট হওয়ায় বিধির নিয়মানুসারে আর তাঁহার তাহাদিগের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই এবং তাহারা নিত্যও নহে। তবে তাহাদিগের জন্য তিনি কেন বিচলিত হইতেছেন তাঁহার চিত্তে এবম্প্রকার আলোচনা হইতে থাকে। তদ্দ্বারা তাঁহার শোক সহ্য কবিবার ক্ষমতা হইয়া থাকে।

পরমেশ্বরীর নিয়মানুসারে ক্রমান্বয়ে অনেক আত্মীয়, স্বজন বিনষ্ট হইলে এক প্রকার

বিবেক হইয়া থাকে। সেই বিবেকের নাম শোকবিবেক দেওয়া যাইতে পারে। সেই বিবেক স্থায়ী হইলে ঈশ্বরের দিকে চিত্ত ধাবিত হইতে পারে। তজ্জন্য বৈরাগ্য লাভও হইতে পারে। সংসারে বৈরাগ্য হইলে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হইয়া থাকে। ১০।

প্রত্যেক বলকারক বস্তুই তমোগুণ বৃদ্ধি করে। তমোগুণ হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কুবৃত্তি সকল প্রবল হয়। সেই জন্য বলকারক বস্তু সকল সাধকের অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত।

শারীরিক বল বৃদ্ধি হইলে তমোগুণের বৃদ্ধি হয়। মানসিক বল বৃদ্ধির সঙ্গে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল হইলে তাহাকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ বলা যায়। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতে দিব্যজ্ঞান বিকাশিত হয়। দিব্যজ্ঞানে ঈশ্বরকে জানা যায়। ১১।

লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও সঙ্কোচ অনেক সময়ে সতীর সতীত্ব রক্ষা করে। অতি দুশ্চরিত্র মহা লম্পট নরাধমের নিকট সুন্দরী যুবতী সতীর নির্লজ্জভাবে, ঘৃণাবিরহিত হইয়া, নির্জ্জন স্থানে, অসঙ্কোচে গমন করা উচিত নহে। সুবিধা পাইলে ঐ নরাধম শ্রীধনুর্দ্ধর ঠাকুরের সাহায্যে বল প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে পারে। ঐ প্রকার কাণ্ডজ্ঞান রহিত, অব্যবস্থিত-চিত্ত নরাধমের নিকট প্রত্যেক যুবতী সতীরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সুন্দরী যুবতী সতীর নিজ সচ্চরিত্র পিতা এবং পরমাত্মীয়গণ ব্যতীত এবং নিজ স্নেহাস্পদ বিকৃতিবিহীন পুত্রগণ ব্যতীত অন্যকোন পুরুষের সহিত নির্জ্জন প্রদেশে কথা কহা উচিত নহে, ঐ প্রকার নির্জ্জন প্রদেশে কোন প্রকার আলাপ করা উচিত নহে। ঐ প্রকার সতীর নির্জ্জন প্রদেশে ধার্ম্মিক পিতার সহিত ও সিদ্ধ জ্ঞানদ জনকের সহিত অবস্থান ও সদালাপ দোষনীয় নহে।

লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও সঙ্কোচ অনেক অন্যায় কার্য্য হইতে যুবতী সুন্দরীকে রক্ষা করে। ঐ সকল হিতকর ভাব তাঁহাকে অনেক সময়ে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করে। প্রত্যেক সুন্দরী যুবতীর নির্লজ্জ দুশ্চরিত্র ব্যক্তির নিকট যাইতে ও সংসর্গ করিতে লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, ভাবনা ও সঙ্কোচ হওয়া উচিত। ১২।

শিবই শক্তিমান, শিবই শক্তি। কালীই শক্তিমান, কালীই শক্তি। পরমেশ্বর শিবরূপে শক্তিমান, পরমেশ্বর শিব রাধারূপে শক্তি। পরমেশ্বরী কালীরূপে শক্তি, পরমেশ্বরী কালী কৃষ্ণরূপে শক্তিমান। ১৩।

ব্রহ্মসংহিতার মতে গোবিন্দকে রুদ্র বলা হইয়াছে। ঐ মতে গোবিন্দ ও রুদ্রের অভেদত্ব সূচিত হইয়াছে। কোন মহাত্মা কহেন আর্ত্তভাব-যুক্ত রোদন দ্বারা যিনি দ্রবীভূত হন তিনিই রুদ্র। ঐ মহাত্মা কহেন রুদ্রশব্দ সদাশিববাচক, রুদ্রশব্দ শিববাচক। অনেক অভিধান অনুসারে এক প্রকার শব্দের বিবিধ অর্থ হয়। কখন রুদ্রশব্দ পূর্ণ শিববাচক, কখন বা ঐ রুদ্র ঐ শিবের অংশবাচক। একই শিবের একাদশ প্রকার অংশকে একাদশ রুদ্র বলিয়া কতিপয় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যেরূপ কতিপয় গ্রন্থে অবতারী কৃষ্ণের বিবরণও বর্ণিত আছে, তদ্রূপ কতিপয় শাস্ত্রে ঐ পূর্ণকৃষ্ণের অংশকৃষ্ণের কথাও শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্রানুসারে জানা যায়, পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীরূপগোস্বামী প্রণীত লঘুভাগবতামৃতানুসারে জানা যায় নর-নারায়ণের কোন ভ্রাতার নাম কৃষ্ণ ছিল। ঐ কৃষ্ণ শ্রীভগবানের একটী অংশ। শ্রীভগবানের অংশী প্রত্যেক রুদ্রকে ঐ প্রকারে অংশ বলা যায়। নানাশাস্ত্রানুসারে পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পূর্ণ রুদ্রও আছেন। বেদে ঐ রুদ্রের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। শতরুদ্রীয় বৈদিক স্তোত্র দ্বারা

অনেক মহাত্মা কর্ত্তৃক তিনি স্তুত হইয়া থাকেন।

অপর কোন মহাত্মা কহেন যিনি সকরুণ রোদন দ্বারা অতি কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত করিতে সক্ষম তিনিই রুদ্র। রুদ্রবিষয়ক অনেক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রমতে সেই রুদ্র পূর্ণ ভগবান। যিনি শুদ্ধ প্রেমাত্মক রোদন দ্বারা স্বীয় প্রেমাস্পদগণকে দ্রবীভূত করেন তিনিই পরম প্রেমিক মহাদেব রুদ্র। বৈদিক নানা স্তোত্র দ্বারা, নানা প্রসঙ্গ দ্বারা এবং বৈদিক শতরুদ্রীয় স্তোত্র দ্বারা পরম মঙ্গলকারণ সেই রুদ্রই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ১৪।

জগতে অনেক প্রকার সামগ্রী আছে। তোমার জগতের সকল সামগ্রী চেনা দূরে থাকুক তুমি সেই সকল সামগ্রীর মধ্যে অনেকের নাম পর্য্যন্ত জান না। তবে তুমি কিরূপে সিদ্ধান্ত করিতেছ ব্রহ্ম নাই? যে ব্যক্তি সম্যক্ প্রকারে জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই, যে ব্যক্তি সম্যক্ প্রকারে জড় সামগ্রী সকলের বিষয় অবগত নহে, সে ব্যক্তি কি প্রকারে ব্রহ্মতত্ত্ব অবধারণ করিবে? সে ব্যক্তি কি প্রকারেই বা অনাদি ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবে? ১৫।

শাস্তদেবের মতে যেমন পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগে পুত্রকন্যা উৎপন্ন হয়, যেমন পুরুষ প্রকৃতি এবং পুত্র কন্যা পরস্পর অভেদ তদ্রূপ পরমেশ্বর পরমেশ্বরী এবং মানব মানবী পরস্পর অভেদ। কারণ প্রথমতঃ মানব মানবী পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরী হইতে বিকাশিত!

যিনি মাতা তিনিই পিতা, তিনিই পুত্র এবং তিনিই কন্যা। মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা পরস্পর একাত্মা। তাঁহারা পরস্পর অভেদ। একেই চার এবং চারেই এক। বাইবেলের মতে একেই তিন, তিনেই এক। বৈদান্তিক মতানুসারে সর্ব্ব জীবেরই একাত্মা। তাহারা পরস্পর সকলেই স্বরূপতঃ অভেদ। ১৬।

যে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ এবং অন্যান্য অবতারে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছায়ই কি দেবতারা অথবা দেবতাদিগের অংশ সকল নানাপ্রকার বানররূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছায় কি না হইতে পারে? বাইবেলের মতেও পবিত্রাত্মা কপোতাকার হইয়াছিলেন। ১৭।

ভগবদ্বিষয়ক সমস্ত কথাই ভাগবত। জগতের পূর্ব্বতন মহাপুরুষেরা শ্রীভগবান সম্বন্ধে যত উপদেশ দিয়াছেন, বর্ত্তমান মহাপুরুষেরা যত উপদেশ দিতেছেন, ভবিষ্য মহাপুরুষেরা যত উপদেশ দিবেন আমাদিগের বিবেচনায় সে সমস্তই ভগবতী কথা। সেইজন্য সে সকলের মধ্যে প্রত্যেক কথাই ভাগবত। সে সমস্ত কথার মধ্যে প্রত্যেক কথাই অভ্রান্ত। সেইজন্য সে সমস্ত কথার প্রত্যেক কথাই সত্য কথা। ১৮।

শ্রীশ্রীদেবের শত-নাম-স্তুতি

জয় নিত্য শ্রীগোবিন্দ সুন্দর গোপাল।
শ্রীনিত্যগোপাল গৌরী দেবীর দুলাল॥
জয় জয় শ্রীনিত্যগোপাল গৌরীসুত।
শ্রীনিত্য-চৈতন্য জ্ঞানানন্দ অবধূত॥

জয় জয় জয় জন্মেজয়ের নন্দন।
শ্রীনিত্যগোপাল দেব পতিত-পাবন
জয় বিশ্বম্ভর-রূপ বিশ্ব-পরকাশ।
জয় জয় জয় নিত্য-চৈতন্য-বিকাশ॥

অভক্ত আশ্রয় দাতা ভকত জীবন।
শ্রীগৌর-গোপাল রূপ ভুবন মোহন॥
নিত্যানন্দ ধাম নিত্যচন্দ্র দয়াময়।
নির্ম্মলাত্মা নিরঞ্জন নিত্য-সুখময়॥
জগত জীবন জয় জগতের গুরু।
ভকতের প্রিয় ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু॥
অধম তারণ নাম অগতির গতি।
পাপ নিবারণ নিত্য জগতের পতি॥
দুর্জ্জন দলন আর সজ্জন রক্ষণ।
বৈকুণ্ঠের নাথ নিত্যরূপে প্রকটন॥
কোটী প্রভাকর যিনি রূপ অনুপম।
অখিলের নাথ হরি সর্ব্ব গুণধাম॥
ভুবন বিজয়ী সর্ব্বজন মুগ্ধকর।
অপ্রমেয় নিত্যরূপ পরম সুন্দর॥
অনন্ত জ্ঞানের নিধি গুরু জ্ঞানানন্দ।
সর্ব্ব-জীবানন্দ-ধাম ভুবন আনন্দ॥
নাম রূপাতীত প্রভু স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ।
ভকত-চকোর সদা হেরিতে সতৃষ্ণ॥
প্রেমময় প্রেমদাতা প্রেমানন্দ সার।
বিধুবিনিন্দিত রূপ প্রেমের পাথার॥
ভকতি-চন্দনাঙ্কিত ভক্তি-রত্নাকর।
নির্গুণ নির্ব্বাণ-দাতা গুণের সাগর॥
দয়ার ঠাকুর দয়াময় দীনবন্ধু।
অজ ভব শেষ নাম করুণার সিন্ধু॥
অনন্ত রূপেতে স্থিতি নাম শ্রীঅনন্ত।
মহামোহ নাশকারী মহান মোহান্ত॥
ভব রোগ বিনাশক বিভু বিশ্বেশ্বর।
সর্ব্ববিঘ্ন হর দেব জয় দামোদর॥
অনন্ত শ্রীনামে নামী অনন্ত শ্রীরূপ।
সৃষ্টি স্থিতি লয় স্থান জয় নিত্যরূপ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন সেই শচীর দুলাল।
গৌরীসুত এবে হন শ্রীনিত্যগোপাল॥
সর্ব্ব জীবোদ্ধার প্রভু সর্ব্ব সুনায়ক।
সর্ব্বজনারাধ্য প্রাণ জগত পালক॥

আনন্দ অভয় দাতা সর্ব্ব সুখ-সিন্ধু।
প্রেমানন্দ-ঘন দেব দীন-জন-বন্ধু॥
ভকতের প্রিয় পূজ্য শ্রীনিত্যগোপাল।
প্রেম-কল্পতরুবর প্রভু প্রেমলাল॥
যোগেশ্বরারাধ্য দেব যোগিজন-প্রাণ।
নাম প্রেমদাতা হন সর্ব্বজীব ত্রাণ॥
শান্ত-রসাত্মিকা সেবে সর্ব্বারাধ্য হরি।
যার যেন ভাব, তোমা সেই রূপে হেরি॥
দাস্য ভাবে প্রভু দেব জগন্নাথ হন।
সখ্য রসে মজি কেহ প্রাণ-সখা কন॥
মধুরে মজিয়া কেহ হৃদয়েশ বলে।
বাৎসল্য-রসিকা হেরে শ্রীবাল-গোপালে॥
সর্ব্বাস্য সর্ব্বেশ প্রভু সর্ব্ব সুখদাতা।
সর্ব্ব-বীজ-প্রদ সর্ব্ব-বীজ-অধিষ্ঠাতা॥
সর্ব্ব সনাতন পরা-প্রকৃতির পর।
পূর্ণানন্দ ঘন-রূপ সত্য সারাৎসার॥
শ্রীবংশীবাদন সর্ব্ব চিত্ত বিনোদন।
শ্রীরাধা মোহনারাধ্য আনন্দ-বর্দ্ধন॥
অশেষ পাপেতে মজি কোটী কল্প ভ্রমি
চরণে শরণ প্রভু লইয়াছি আমি॥
অগণণ পাপীতাপী করিলে উদ্ধার।
মো সমাপরাধী নাথ না পাইবে আর॥
পরমাত্মা পরাৎপর পুরুষ-প্রধান।
স্বতন্ত্র পুরুষ তুমি অনন্ত মহান॥
ক্ষুদ্র জীবে দয়া কর আপনার বলি।
এ হেন অধমে দিলে শ্রীচরণ-ধূলি॥
তিন লোকে আর কেহ নাহি যে আমার
প্রাণ-প্রিয়-নাথ মোরে করহ নিস্তার॥
মহা রৌরবেতে মজি তোমাকে ভুলিয়ে।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ রহিব পড়িয়ে॥
এ মিনতি রাঙ্গা পায় দে'খ ভুলনাক।
তব ভকতের পদরেণু ক'রে রাখ॥
তব ধ্যান-নাম-গানে মাতাও পরাণ।
জীবনে মরণে যেন নাহি ভাবি আন॥

তুমি ত নিয়েছ এই মন-প্রাণ-কায়।
তোমার করুণা বিনা কিছু নাহি ভায়
নিজ গুণে কৃপা কর আপনার বলি।
তুমি বিনা ত্রিজগত আধার সকলি॥
তোমার ভকত-পদ-রেণু করি মাথে।
থাকিব হে চিরদিন চরণ তলেতে॥
ভকতের পদরেণু হৃদে করি আশ।
প্রভু-নাম-গুণ-গানে মনের উল্লাস॥
পাপ-তাপ দূরে যায় শ্রীনাম লইলে।
অশেষ পাপীও তরি যায় কুতূহলে॥
শ্রীনাম-মহিমা আমি বলিব কেমনে।
অজ ভব মোহ পায় যাঁহার কীর্ত্তনে॥
শরণাগতের প্রাণ শ্রীগৌরীদুলাল।
আমায় রেখ হে পায় ওহে প্রেমলাল॥
নমো নমঃ নিত্যরূপ নিত্যানন্দ প্রদায়ক।
নমো নিত্য-গোপালায় সর্ব্বধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক॥
ভক্তিভরে যেই করে এই স্তুতি পাঠ।
ভক্ত আশীর্ব্বাদে তার ঘুচে কামনাট॥
শ্রীনিত্যগোপাল হয় হৃদয়ে উদয়।
ব্রজবালা-প্রেমসুধা আস্বাদন পায়॥

শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা রায়।

মানব জীবন

(শব্দ-ব্রহ্ম।)

সংকীর্ত্তন

—*—

জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা। ভিন্ন ভিন্ন মানবের মনে এত বিভিন্ন ভাব দৃষ্ট হয় যে, যে কোন বিষয়ে দুইজন মানুষের অভিমত সর্ব্বতোভবে এক হইতে দেখা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপাত-প্রতীয়মান এত বৈষম্যের মধ্যেও সাম্য দৃষ্ট হয়। শত সহস্র বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন পদার্থ যেন একটী সূত্রে গ্রথিত আছে। জগতের সমস্ত শোক-তাপের কারণ বৈষম্য; এই হেতু প্রাচীন কাল হইতে ঋষিগণ সাম্যের অনুসন্ধানে ধাবিত হইয়াছেন। যদি জগতের সমক্ষে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়;—মানুষের বাঞ্ছনীয় কি? বহু ভাবে বহু উত্তর প্রদত্ত হইলেও, সকল উত্তরেই 'শান্তি' এই ভাবটী অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি যাহাই আকাঙ্ক্ষা করুন না কেন, আকাঙ্ক্ষিত বিষয় আকাঙ্ক্ষানল নির্ব্বাপিত করিয়া শান্তি প্রদান করিবে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে। লোক-নয়নের অন্তরালে অবস্থিত অথচ সর্ব্বব্যাপী সেই শান্ত-সূত্র জগতের আদিতে অবস্থিত, চরমেও সেই শান্তি। বর্ত্তমান কাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা ভূত ও ভবিষ্যৎ বুঝিতে চেষ্টা করি। কোন নির্দ্দিষ্টকালের আদ্যন্ত ও মধ্য আলোচনা করিয়া তাহা হইতে জগতের আদ্যন্ত মধ্য বুঝিতে চেষ্টা করা স্বাভাবিক। এই হেতু আমাদের বর্ত্তমানজ্ঞানে যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের আদ্যন্ত ও মধ্য আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত সকল পরিণামই সসীম।

আমরা যত পদার্থের পরিণাম দেখি, সকল পদার্থই পরিণামের এক চরম সীমায় উপনীত হইয়া আবার পূর্ব্বের অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হয়। জলের পরিবর্ত্তনশীলতার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, কি বাষ্পীয় আকারে পরিবর্ত্তন, কি তুষারের আকারে পরিবর্ত্তন উভয়েরই সীমা আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, পরিবর্ত্তনের গতি এক দিকে অনন্ত নহে, পরিবর্ত্তনে পুনঃপৌনিকতা আছে। বৃত্তের ধারণায় এই পুণঃপৌণিকতার ভাবটী অতিশয় বিশদভাবে প্রদর্শিত হয়। আমরা যদি জগতের পরিবর্ত্তনশীতলতাকে বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি, তবে ইহাকে বৃত্তাকারে কল্পনা করিতে হয়।

আমরা জগতের মধ্যে থাকিয়া এই উৎপত্তি-প্রলয়াত্মক ধারণার বাহিরে যাইতে পারি না। জগতের আদিতে যে অবস্থাই থাকুক না কেন, পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্য দিয়া চরমে আবার সেই অবস্থা উপস্থিত হইবে। এইরূপে অনন্ত-সৃষ্টি-প্রবাহ অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অতএব পরিবর্ত্তন-শীল-সৃষ্টির চরমে লয়, বৈষম্যের চরমে সাম্য, বিকারের চরমে নির্ব্বিকার, অশান্তির চরমে শান্তি—ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ভিতর একটা সামঞ্জস্য-সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরিবর্ত্তন-শীল জগৎ, শৃঙ্খলা নিয়ম ও সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। এই সামঞ্জস্য-সূত্র ও পরিবর্ত্তনের অন্তরালে অবস্থিত এই অপরিবর্ত্তনীয় শৃঙ্খলাবিধায়িনী শক্তি,—ভক্তের হৃদয়ে ভগবান্, জ্ঞানীর ব্রহ্ম আর সর্ব্ব :সাধারণে চৈতন্যময় নিত্যানন্দ স্বরূপে অবস্থিতি প্রার্থনা করে কারণ আনন্দই সকলের লক্ষ্য; এইহেতু সকলের পক্ষেই উনি সচ্চিদানন্দ।

সাধাণভাবে জগতের সহিত মানুষের সম্বন্ধ ও মানব-জীবনের উদ্দেশ্য।

মানুষ জগতে বাস করে, অতএব জগতের সহিত মানুষের সম্বন্ধ আছে। জগতের পরিবর্ত্তনে মানুষের পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। মানুষের জ্ঞান আছে বলিয়া বুঝিতে পারে, সে জগতে বাস করে এবং ইন্দ্রিয়-গ্রামের ভিতর দিয়া মনের সহযোগে সুখ-দুঃখ ও পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করে। বুঝিতে, অনুভব করিতে, ইচ্ছা করিতে ও তদনুসারে কাজ করিয়া আপন আপন সুখ-স্বচ্ছন্দ বিধান করিতে পারে বলিয়া, জগতে থাকিয়াও মানুষ জগতের উপর কিয়ৎপরিমাণে কর্ত্তৃত্ব অনুভব করে। এই জন্য জগতে বাস করিলেও জগতের পরিবর্ত্তনাদির উপর মানুষের কিয়ৎ-পরিমাণ কর্ত্তৃত্ব আছে। সর্ব্বতোভাবে জগতের অবস্থা তাহার আয়ত্ত নহে এবং জগতের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদনুসারে তাহাকে চলিতে হয়, এই কারণে জগতে জীবের অধীনতা। এইরূপে তাহার অবস্থা অধীনতা ও স্বাধীনতার মধ্যস্থল! সম্পূর্ণ যে অধীন, সে যন্ত্রবৎ তাহার স্বাধীনতার ধারণা অথবা স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা আসিতে পারে না। সম্পূর্ণ যে স্বাধীন তাহার আর বাধ্য হইয়া কিছু করিবার প্রয়োজন হয় না। মানুষ অধীনভাবে স্বাধীন এই হেতু তাহাকে কাজ করিয়া অর্থাৎ স্বাধীন-শক্তি দ্বারা যতদূর সম্ভব অধীনভাবেকে বশীভূত রাখিয়া সংসারে চলিতে হয়। আর এই অধীন ভাব নিবন্ধন সাধারণতঃ বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা জন্মে; মনে হয় অভুক্ত ও অপ্রাপ্ত বিষয় কতই মনোহর। আর স্বাধীনভাব-নিবন্ধন কিয়ৎ পরিমাণে আকাঙ্ক্ষা পরিপুরণের শক্তি আছে মনে হয় বলিয়া, পুনঃ পুনঃ বিষয় বাসনা ও তাহার ভোগের চেষ্টা। মানুষ অধীন সেইজন্য সকল সময়ে

আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের উপস্থিতি ও ভোগ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের অনুপস্থিতি ও ত্যাগ সম্ভবপর হয় না। আর এই জন্য অভাব বোধ হইতে থাকে। এইরূপ অভাব বোধই দুঃখ। অতএব দেখা গেল অধীনতা দুঃখের কারণ। এ অধীনতা জগতের উপর নির্ভর-শীলতা। বীতস্পৃহ নগ্ন সন্ন্যাসী অপেক্ষা, অসীম ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ভোগ-সুখ-প্রিয় নৃপতি শত-সহস্র গুণে জগতের অধীন। আজ পুত্রের বিয়োগ, ভৃত্যের অসুখ, শত্রুর আক্রমণ, গৃহে কলহ, শরীরে ব্যাধি, পরকৃত অপমান, কাল প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চারিতার্থ করণে অক্ষমতা, সংসারে শান্তিঃস্বরূপা পত্নীর ইহলোক ত্যাগ, ভবিষ্যৎ দুঃখ শোক ও দৈব-দুর্ব্বিপাকের চিন্তা—মানুষকে কতই না পীড়িত করিতেছে। আসক্তিনিবন্ধন, কত দুঃখ কত শোক-তাপ কত বিপদ। আসক্তিই অধীনতা। তাই জিজ্ঞাসা করি প্রকৃত স্বাধীনতা ব্যতীত সুখ কোথায়? আর আত্মানন্দ ব্যতীত প্রকৃত স্বাধীনতাই বা কোথায়? আপনাতে আপনার তুষ্টির নাম আত্মানন্দ।

জগতের সহিত মানুষের বিশেষ সম্বন্ধ।

নরশরীরের ভিতর দিয়া ঐ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব কি না, আর মানবের স্বরূপই বা কি তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিতে প্রয়াস পাইব। পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, লতা, গৃহ, পশুপক্ষী ও অন্যান্য জীব-জন্তু, বহুবিধ শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এবং বস্তুর আস্বাদ—এইগুলি সাধারণতঃ নর-জ্ঞানের বিষয়। জাগ্রত সুস্থ স্বাভাবিক ও সাধারণ অবস্থায়, মানুষ মাত্রেই এ সকলের অস্তিত্ব আছে এরূপ অনুভব করে। বুদ্ধি-বৃত্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে 'আমি' অনুভব করিতেছি এইরূপ জ্ঞান হয়। অনুভব কর্ত্তা 'আমি' এইরূপে জগতের সংস্পর্শে থাকিয়া জগতের পদার্থে অনুভব করিয়া উহার জন্য লালায়িত হয়। উহার অভাবঅসহ্য বোধ হয়। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক জগতের ভিতর থাকিয়া সাধারণ অবস্থায় জগতের অস্তিত্ব অনুভবে সে বাধ্য। যাহার প্রতিদিন বেলা দশটার সময় আহারের অভ্যাস, সে যেমন সময়-মত আহার না পাইলে চঞ্চল হইয়া উঠে, তেমনি মানুষ বাঞ্ছনীয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে না থাকিতে পারিলে চঞ্চল হইয়া উঠে। স্ত্রী-পুত্র, মাতা, পিতা, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, স্বদেশ ও স্বজন ত্যাগ করিয়া যদি সংসারাসক্ত ব্যক্তিকে মহাশূন্য মণ্ডলে বাস করিতে অনুরোধ করা যায়, সে তাহাতে সম্মত হইবে কি? তাহার চক্ষু নানালঙ্কার-ভূষিতা ধরণীর মোহিনী মূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িবে। ভূতলের মধুর কল-কণ্ঠ-ধ্বনির আশায় কর্ণ উৎসুক হইয়া থাকিবে। নাসিকাদির দশাও কম শোচনীয় হইবে না। জগতের সহিত মানুষের সম্বন্ধ আছে, আর সে সম্বন্ধ বড় প্রিয়। সুখের আশায়, ভোগের আশায়, চিত্তবৃত্তি-পরিতৃপ্তির আশায় সম্বন্ধ; সে সম্বন্ধ যতই প্রিয় হউক না কেন, সেরূপ সম্বন্ধ করিলেই সম্বন্ধীর বাধ্য হইতে হয়। যে সম্বন্ধে আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, সেরূপ সম্বন্ধসংস্থাপন করা আর অধীন হওয়া একই কথা। রাজা প্রভু হইলেও, যদি তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে ভৃত্যের উপর নির্ভর-শীল হইতে হয় তবে তিনি অধীন। যাহা হউক মানুষ যে সম্বন্ধ নিবন্ধন জগতের অধীন সে সম্বন্ধ কিরূপ? ইহা ছেদনের অযোগ্য অথবা ছেদনের যোগ্য ও নশ্বর? সৃষ্টি-বিষয়ক আলোচনায় যখন পরিবর্ত্তনশীল জগতের প্রলয় অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিণাম স্বীকার করা গিয়াছে তখন জগতের সহিত মানুষের নিত্য সম্বন্ধ, ইহা হইতে পারে না। জগতের পরিণামের ফলে সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া

যাইবেই যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যখন আমাদের কর্ত্তৃত্ব-বোধ আছে অর্থাৎ স্বাধীন-ইচ্ছা-শক্তির বোধ আছে তখন সেই ইচ্ছা-শক্তি-সম্ভূত চেষ্টার ফলে আমরা প্রকৃতির সহায়তা করিতে পারি। আর এইরূপ ভাবে জগতের ক্রিয়ার সহায়তা করাই মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য। মানুষ সম্বন্ধ করে সুখের আশায়; আর সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে প্রয়াস পায় যখন দুঃখ পায়। কেহ সংসারের সুখে তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারে না, অধিকতর সুখের আকাঙ্ক্ষায় সকলেই ধাবিত। এইরূপ ধাবমান হওয়ার ফলে অল্প-বিস্তর দুঃখ সকলেই ভোগ করিয়াছেন। সকলেরই একদিন না একদিন অন্ততঃপক্ষে এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করিতে হইয়াছে, হায়! এ অবস্থায় না পতিত হইতাম। দুঃখ-বিহীন সুখ জগতে কোথাও কোন দিন মিলিতে পারে না অথবা মিলিবে না। তাই, জগতে একমাত্র শান্তির উপায় আত্মার শরণাগত হইয়া আত্ম-তৃপ্তি লাভ করা। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ইহা বুঝিয়াছেন ও চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারেন।

জগতের সহিত মানুষের সম্বন্ধ কিরূপ তাহাই দেখা যাউক। পরস্পরের ভিতর কতকগুলি ভাব সামান্যত্ব না থাকিলে সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা যেমন জগতে পাঁচটী বিভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব জানিতে পারি, তেমনি ইন্দ্রিয়গুলিও উক্ত পঞ্চ-পদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন ইহা দেখিতে পাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের বিষয়। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় যথাক্রমে উক্ত বিষয়ের বাহক। আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটী পদার্থ যথাক্রমে উক্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের কারণ নামে অভিহিত। আমরা এই ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও উহার তথা-কথিত কারণের মধ্যে কি পার্থক্য আছে জানি না। তবে আমরা ব্যবহারিক পার্থক্য রাখিয়াছি। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও উহার তথা-কথিত কারণের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। একেরই তিন বিভিন্ন প্রকাশ। এক পদার্থই তিন বিভিন্ন ভাবে বুঝি এই মাত্র, ইহা ছাড়া কোন পার্থক্য নাই। যেমন জল তৃষ্ণার্ত্তের নিকট পিপাসা শান্তির কারণ আর বৈজ্ঞানিকের নিকট উহা বাষ্প-দ্বয়ের সম্মিলন। আর উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের একশ্রেণীর পদার্থ অপর দুই শ্রেণীর পদার্থ ব্যতিরেকে আমাদের অবোধ্য। অতএব তিন শ্রেণীর পরস্পর মিলনে উহারা অস্তিত্বশীল। কাহাকেও ত্যাগ করিয়া কাহাকেও বুঝিবার উপায় নাই। বাস্তবিক পক্ষে যখন আমরা একশ্রেণীর পদার্থ আলোচনা করি তখন অপর দুই শ্রেণীর পদার্থের আলোচনা উহার অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর যখন যাহাই অনুভব বা আলোচনা করি, মনই সে অনুভবের বা আলোচনার কর্ত্তা। মন ব্যতিরেকে উক্ত পদার্থের শ্রেণিত্রয়ও অর্থবিহীন ও অপূর্ণ। মনের সহযোগে উহারা স্বার্থক, বোধগম্য ও আলোচ্য। এখন আমরা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান উৎপাদনের কারণনামে অভিহিত আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ জল ও পৃথিবীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ভৌগোলিকেরা কহিয়া থাকেন, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার পূর্ব্বে উহা জলময় অবস্থায় ছিল আর সেই জলময় অবস্থার পূর্ব্বে উহা অগ্নি-বাষ্পময় অবস্থায় ছিল। ভৌগোলিকের এই বাক্য বিজ্ঞান-সম্মত ও সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির অভিমত। ভৌগোলিকেরা অগ্নি বাষ্প-ময় অবস্থা হইতে অগ্রসর হইয়া আকাশময় অবস্থার কথা কহিয়া থাকেন। আমাদের সহজ ও সাধারণ জ্ঞানেও জগতের আদিতে এইরূপ আকাশময়, অবস্থা ছিল, তাহা জগতের আলোচনা হইতে আপনিই উদিত হয়। আর এ ধারণা বৈজ্ঞানিক

দার্শনিক অথবা ভৌগোলিকের ধারণার বিরোধী ত নহেই পরন্তু তাঁহাদের মতের সমর্থক। কি হিন্দু-শাস্ত্র কি বাইবেল—ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকলও এ বিষয়ে একমত। শাস্ত্রে কহে মহাকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি আবার মহাকাশে উহার লয়।

মনের সহিত জগতের সম্বন্ধ কি তাহা যুক্তি-বলে প্রকাশের চেষ্টা করা যায়। পঞ্চভূত একই ভূতের বিবর্ত্তনের ফলে উৎপন্ন তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু আমরা এই পাঞ্চ-ভৌতিক জগতের সহিত মনের পঞ্চ ভাবের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। মনের সহিত যে গূঢ় সম্বন্ধ জগতের থাকুক না কেন কিন্তু একটী সর্ব্বজন-বিদিত সম্বন্ধ আছে। মন ও জগৎ যেন দুইটী সমান্তরাল প্রবাহ। ঐ সমান্তরাল প্রবাহদ্বয় যেন পরস্পরকে পাঁচটী বিভিন্ন স্থানে স্পর্শ করিয়াছে। প্রথম স্পর্শস্থান আকাশে, ফল শব্দজ্ঞান। তাহার পর মিলন বায়ুতে ফল স্পর্শ-জ্ঞান। জ্যোতিতে তৃতীয় মিলনের ফল রূপ-জ্ঞান। তাহার পর জলে ও পৃথিবীতে চতুর্থ ও পঞ্চম মিলনের ফলে যথাক্রমে রসের ও গন্ধের জ্ঞান হয়। ক্রমশঃ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

লয়-সিদ্ধি-যোগ

প্রেম-শান্ত-সুধাময় সচ্চিত-প্রবাহে,
আমরি! অস্তিত্ব আজি হইল বিলয়।
প্রকৃতির প্রলোভনে,—বিষয়ের মোহে,
অবিকৃত সত্ত্বা আর কলুষিত নয়,
সবীজ বাসনা-রাজি আত্মতার সনে,
ভেদ-বুদ্ধি, হ'ল দগ্ধ জ্ঞানের আগুনে।

২

কি অপূর্ব্ব যোগ আজি, কেমন মিলন,
'আমি নাই,' 'তুমি নাই,' 'আমি' 'তুমি' এক,—
(আলোক বহ্নিতে নাই বিচ্ছেদ যেমন;)
চৈতন্য আত্মস্থ আমি, সংসারে বিবেক,
অতুল-অমৃত-ভরা; মহান সত্ত্বায়
দুঃখের পার্থক্য লোপ হ'ল পুনরায়।

৩

মেঘরূপে পরিণত সাগরের জল
ভীম ঝঞ্ঝাবাতাঘাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া,
বহিয়া শীতল বক্ষে বিদ্যুত-অনল
সন্তাপে চঞ্চল সদা, চরমে গলিয়া,
পশে সুখে পারাবারে, তেমতি আবার
তোমাতে বিরাম আজি হইল আমার।

৪

তোমা ছাড়া হ'য়ে পিতঃ! হায় অনিবার
অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ আদি দুঃখে,
ছিলাম প্রতপ্ত হ'য়ে; অনিত্য সংসার
নিত্যভাবে নিরন্তর ভাসিয়াছে চখে!
বুঝিয়াছি এবে ভ্রান্ত; ভেঙ্গেছে স্বপন,
জ্ঞানানন্দে চিত্ত মোর হ'য়েছে মগন।

৫

নিয়ত পার্থিব বস্তু আনিয়া প্রকৃতি
ধরিত সম্মুখে মোর, ইন্দ্রিয়-সংযোগে
অন্তরে বৃত্তির স্রোত বহির্ম্মুখ-গতি
বহিত সবেগে, পিতঃ! কর্ম্মফল ভোগে
আসক্ত করিয়া তাই তোমা হ'তে দূরে
ভুলাইয়া দিবানিশি রাখিত আমারে।

৬

পরিণাম-ধর্ম্ম-শীলা প্রকৃতি যখন
ধারণ করিত নব যে চারু মুরতি,
বিমুগ্ধ হইয়া তাহে মজিত নয়ন;
ভাবিতাম সে আমার, ভ্রান্ত ছিল মতি,
কাঁদাইলে কাঁদিতাম, হেসেছি হাসালে,
নেচেছি তাঁহার(ই) সঙ্গে, তাঁর(ই) তালে তালে।

স্নেহামৃতময় তব উৎসঙ্গ হইতে
টানিয়া অবিদ্যা মোরে স্থাপিলা যে দিন
প্রকৃতির ক্রোড়ে, দেব! কান্দিতে কান্দিতে
তোমার বিরহে মুখ হইল মলিন।
ক্রীড়ার সামগ্রী রাশী স্বভাব আনিয়া
অমনি হাসিয়া দিল হৃদয়ে ধরিয়া।

ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে প্রকৃতিরসনে
পরিচয় ঘনিষ্ঠতা বাড়িল যখন,
তাঁহার স্বভাব আসি মিশিল পরাণে;
অনন্ত তোমার প্রেম হ'ত না স্মরণ!
ভবের বন্ধন দৃঢ় হইল তখন,
শতবার করিলাম সংসার ভ্রমণ।

প্রকৃতি করিত নৃত্য ভিতরে বাহিরে,
বাহ্য-জড়-প্রকৃতির শত পরিণামে
জনমিত বৃত্তি-ভঙ্গে বিকৃত অন্তরে,
সুখ আদি পরিবর্ত্ত, বুদ্ধির বিভ্রমে—
জীব জড় একসঙ্গে, হরিহর যেন,
জীব প্রকৃতির হ'ল এ রূপে সৃজন।

১০

ছিলাম প্রতপ্ত এত, তথাপি বারেক,
চাহিলে ও মুখ, মনে হইত প্রসাদ;
প্রকৃতির হৃদে হ'ত লজ্জার উদ্রেক,
আপনার পাপে যেন মনেতে বিষাদ;
নিরখিয়া পদতলে মহেশে যেমন
চামুণ্ডা নিজের কার্য্যে স্তিমিত-নয়ন।

১১

সত্য বটে অনুক্ষণ স্বভাব আমারে
রাখিত ভুলায়ে দূরে, তোমার কৃপার
জীবন তাঁহার, তাই সস্নেহ আদরে
নিয়ত অনন্ত মনে তোষিত আমায়;
তোমার প্রণয়ে মুগ্ধা, তাই অসম্ভ্রমে
তোমাতে আসিতে শিক্ষা দিয়াছে চরমে।

১২

ঘটাকারে পরিণত মৃত্তিকা আবার
বসুধার দেহে ঘরে পাইতে বিলয়,
লভিতাম অহোরাত্রি কি শিক্ষা উদার,
আকাশ-উৎপন্ন শব্দ হ'লে শূন্যময়,—
"পিতার হৃদয়ে হ'য় পুত্রের বিশ্রাম,"
প্রকৃতি এ উপদেশ দিত অবিরাম।

১৩

ভাল-মন্দ-জ্ঞান-হীনা তথাপি বিমাতা
তব প্রেম-আকর্ষণে এত কাল পরে
পুত্র-স্নেহে সমাদরে পালিয়া সর্ব্বদা
তুলিয়া তোমার অঙ্কে দিয়াছে আমারে।
স্বচ্ছ স্থির হাস্যময় চৈতন্য-প্রবাহে
মিশিলাম আসি আজি আপনার গেহে।

১৪

জীবজড়-প্রকৃতির আলিঙ্গন হ'তে
বিমুক্ত হয়েছি আমি; হেরি বহুদূরে
দাঁড়ায়ে বিমাতা আজি, তোমাতে আমাতে
কি সুখের সম্মিলন, আমরি! আমরি!
সংসারের সুখ-দুঃখ গিয়াছে পাসরি।

১৫

নিস্তরঙ্গ জ্ঞানানন্দে ডুবিয়াছে মন—
কোটী তারা, কোটী রবি, অকলঙ্ক শশী,
কত কোটী কোটী গ্রহ, জ্যোতিষ্ক শোভন,
শান্তি-স্পর্শ-স্নিগ্ধালোক বিতারিছে হাসি!
তোমাতে আমাতে, যথা জলধিতে বারি,
কি সুখের সম্মিলন, আমরি, আমরি!

জনৈক ব্রহ্মচারী, তত্ত্বার্ণব।

ভজন বিষয়ক।

সর্ব্বশাস্ত্রসারাংসার ভগবদ্হৃদয়া ব্রহ্মরূপা পরমবিদ্যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে গোপনীয়ের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, বিদ্যার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান তাহাই উপদেশ করিলেন। ঐ অধ্যায়ের ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে শ্রীভগবানের গোপনীয় স্বরূপতত্ত্ব বর্ণিত হইল। অধ্যায়ের শেষ ভাগে শ্রীভগবান মহাত্মা অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়াছেন,—'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥' অর্থাৎ * এই অনিত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা কর। ইহলোককে অনিত্য বলিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এই অনিত্যবস্তুতে উদাসীন হইয়া নিত্যবস্তুর জন্য যত্ন কর ইহাই তাৎপর্য্য। অনিত্য সংসারে আসিয়া পড়িয়াছি শ্রীভগবানের ভজনা করাই কর্ত্তব্য ইহাই কথিত হইল। ঐ শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ আনন্দগিরি মহাশয় লিখিয়াছেন,—'মনুষ্যদেহাদিরিক্তেষু পশ্বাদিদেহেষু ভগবদ্ভজন-যোগ্যতাভাবাৎ' অর্থাৎ মনুষ্যদেহ ব্যতীত যে পশ্বাদিদেহ তাহা ভগবদ্ভজনের অযোগ্য। এজন্য মনুষ্য জন্মের বিশেষত্বই ভজনা। সাহেবেরা বলেন মানুষের মধ্যে পশুত্ব ও দিব্যত্ব উভয়ই আছে। তাঁহারা animality (পশুস্বভাব) ও rationality (বিচারপরায়ণতা) এই উভয়ের সংযোগকে মনুষ্যত্ব কহেন। বাস্তবিক শ্রীভগবানের ভজন জন্য যে নরদেহ ধারণ ইহাই তদ্বিষয়ে প্রকৃত বিচারপরায়ণতা। যে ভজন করিল না সে animality র পশুত্বের) চর্চ্চাই করিল, তাহার মনুষ্য নাম বৃথাই হইল।

ভজনাই গৌণীভক্তি। পরাভক্তি লাভ জন্য গৌণী ভক্তি অবলম্বনীয়। ভগবান যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ বলিয়াছেন,—"পরম জ্ঞান লাভ হইলে পরাভক্তি হয়। পরাভক্তির পরে প্রেমাভক্তি হয়। প্রেমাভক্তির পর শুদ্ধপ্রেম হয়।" (সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার।) পুনশ্চ তদীয় 'সাধনা ও মুক্তি'তে উক্ত হইয়াছে,—"কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীগণের যে মহতী প্রেমা-ভক্তি ছিল তাহা কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগাপেক্ষা প্রধান। তাহা সর্ব্বোত্তম শ্রেষ্ঠযোগ।" ব্রহ্মর্ষি নারদরচিত-নারদ সূত্রে'র চতুর্থ অনুবাকে পঞ্চ-বিংশ সংখ্যক সূত্রে এই কথাই বলা হইয়াছে।

এই ভক্তিলাভ বিষয়ে গুরুকৃপাই মুখ্য অব-লম্বন। "শ্রীহরির কিঞ্চিৎ কৃপা ও ভক্তিসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তির কৃপাই ভক্তি প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান অবলম্বন" নারদ-সূত্র। ৩৮। 'যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ং' নিত্যতন্ত্র। এজন্য হরি ও গুরু অভেদ। এজন্য ভক্তিযোগাবলম্বন পক্ষে গুরু-কৃপাই মুখ্য। "গুরুকৃপা ব্যতীত মন্ত্রযোগ হয় না। মন্ত্রযোগ ব্যতীত জ্ঞানযোগ হয় না, জ্ঞানযোগ না হইলে ভক্তিযোগ হয় না।" সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার। এজন্য সর্ব্ব প্রযত্নে সেই শ্রীগুরুহরির ভজনা কর—শ্রীগুরুহরির ভজনা কর।

* "মর্ত্ত্যলোকে নিত্য সুখ নাই। মর্ত্ত্যলোকে অনেক সময়ে শোক এবং দুঃখ ভোগ করিতে হয়। মর্ত্ত্যলোকে যে সমস্ত ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ হয়, সে সমস্ত ব্যক্তি নিত্য নহে। সেইজন্য সে সমস্ত ব্যক্তির সহিত যে সম্বন্ধ হয়, তাহাও নিত্য নহে। কেবল মাত্র শ্রীভগবানের সহিত ভক্তিভাবাত্মক এবং প্রেমাত্মক সম্বন্ধ হইলে তাহার লোপ হয় না। ভক্তি ভাবাত্মক সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া অনন্তভাবে, নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তিভাবে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য—শ্রীভগবানের ভজনা করা কর্ত্তব্য।"

ভক্তিযোগ দর্শন ১২৫ পৃঃ

গৌণীভক্তি অবলম্বনে ভজনা করিতে হয়। ঐ ভজন-কালে "মন্দ সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যজ্য" সাধনা ও মুক্তি। উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুবাকে ভজনার প্রকার বিবৃত হইয়াছে। শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি দ্বারা নিয়তই শ্রীহরির ভজনা করা বিধেয়। হরি-ভজন জন্য উপযুক্ত দেশ ও কালের অপেক্ষায় না থাকিয়া ক্ষণমাত্র বৃথা অতিবাহিত না করিয়া নিয়তই তাঁহার ভজনা করা বিধেয়। কখন মৃত্যু হইবে তাহার স্থিরতা নাই তবে আর কাল-প্রতীক্ষার কি প্রয়োজন? যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেব বলিয়াছেন,—"পরম প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রকারে—সর্ব্বভাবে ভজনা হইতে পারে। যিনি তাঁহার যে প্রকারে ভজনা করিতে সক্ষম হইবেন, তিনি তাঁহার সেই প্রকারে সেই ভাবেই ভজনা করিবেন। নিষ্কাম ভক্তিভাবেও ভগবানের ভজনা হইতে পারে, সকাম ভক্তিভাবেও ভগবানের ভজনা হইতে পারে। ভক্তিবিমিশ্রিত সর্ব্বভাব দ্বারাই তাঁহার ভজনা হইতে পারে। প্রেমাত্মক সর্ব্বভাব দ্বারাই তাঁহার ভজন হইতে পারে। দিব্যজ্ঞান দ্বারাও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ-দ্বারাও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার তপস্যা দ্বারাও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। তাঁহার ভজনোপযোগী সৎকর্ম্ম সকল দ্বারাও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার পূজা দ্বারাও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার বন্দনা দ্বারাও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। তদ্বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার জপ দ্বারাও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। তদ্বিষয়ক স্বাধ্যায় দ্বারাও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। তদ্বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার যোগ দ্বারাও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। তাঁহার স্বরূপাবলম্বনেও ভজনা হইতে পারে। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার রূপাবলম্বনেও ভজনা হইতে পারে। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার শক্তিকে অবলম্বন করিয়াও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার বিভূতিকে অবলম্বন করিয়াও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার প্রতিমূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়াও তাঁহার ভজনা হতে পারে তাঁহার অবতার সকলকে অবলম্বন করিয়াও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। আকার ভগবানকে অবলম্বন করিয়াও ভজনা হইতে পারে। সাকার ভগবানকে অবলম্বন করিয়াও ভজনা হইতে পারে। ব্রহ্মাখ্য নিরাকার ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। আকার সাকার নিরাকারের অতীত অজ্ঞেয় তূরীয়াতীত ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াও তাঁহার ভজনা হইতে পারে। ভগবানের সর্ব্বপ্রকার নামাবলম্বনেও ভজনা হইতে পারে।" ভক্তিযোগ দর্শন ৫৩ পৃঃ।

ভজনার অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় ত্যাগ করিতে হয়। যে সমস্ত দেহসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ হরিভজনার অনুকূল নহে তাহাদের সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ প্রয়োজন। "ঐ প্রকার সাধকের পক্ষে অভিমান দম্ভ বর্জ্জনীয়" সাধনা ও মুক্তি। দৈন্যই ঈশ্বরের প্রিয়। দীনতা লইয়াই ইশ্বরের নিকট যাওয়া যায়। মোসলেম-সাধুশিরোমণি মহাত্মা বায়েজিদকে খোদাতাল্লা কহিয়াছিলেন,—"বায়েজিদ্! যাহা আমার নাই এমন কোন দ্রব্য লইয়া আমার নিকট এস।"

বায়েজিদ্ কহিলেন,—"প্রভু তোমার নাই এমন বস্তুটী কি?"

খোদাতাল্লা,—"দীনতা"।

সাধনা ও মুক্তি নামক গ্রন্থে ভগবান যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেব বলিয়াছেন,—"কেবল প্রেমরূপা-ভক্তিসম্পন্ন-ভক্ততেই দীনতা বা দৈন্যের আশ্রয় বলিয়া, তাঁহার দীন ভক্তই প্রিয়। দীনতা ভক্তির এক প্রকার শাখা।" যাহা দীনতা বৃদ্ধি করে তাহা ভক্তির অনুকূল। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ভক্তি-

সাধনার বিষম প্রতিকূল কেন না তাহারা দীনতার বিঘ্নকারী। এ বিষয়ে সর্ব্বসাধনাময়ী ভিক্ষাবৃত্তি বিশেষ বিশেষরূপে অনুকূল। ভিক্ষা দ্বারা অভিমান নষ্ট হয়, দীনতা বৃদ্ধি হয়, ভক্তিলাভের বিশেষ সহায়তা করে। ভিক্ষুকই 'তৃণাদপি সুনীচ' সাধনার অবসর প্রাপ্ত হন। সন্তরণ দিতে হইলে জলাশয়ের প্রয়োজন। সাধনারও তদ্রূপ যথাযোগ্য অবসর চাই। ভিক্ষুকের তিতিক্ষা স্বতই হইয়া থাকে। যিনি সকলের দুয়ারের ভিখারী তিনিই সকলকে মান দিতে পারেন। অতএব দেখা যায় ভক্তিসাধনার পক্ষে ভৈক্ষ্যচর্য্যা বিশেষ অনুকূল। বৈরাগীগণ এ সাধনার প্রকৃত অবসর পান কিন্তু পরমভক্তি-সম্পন্ন দিব্যগৃহস্থগণ নিত্য সাধুসেবা সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি দ্বারাও দীনতা লাভ করিয়া থাকেন।

"ভগবানের ভজনা সময়ে মনের স্থিরাবস্থার প্রয়োজন। মনোস্থির না হইলে ভজনশীল পুরুষের ভজনার সুবিধা হয় না। মনোস্থির না হইলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সংসারে অসাক্তি থাকিতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। ভগবান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিতে আসক্ত থাকিতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। নিশ্চিন্ত ভাব প্রাপ্তি দ্বারাই ভগবদ্ভজনার সুবিধা হইয়া থাকে। সেই জন্যই ভক্তাচার্য্য নারদ কর্ত্তৃক বলা হইয়াছে,—

"সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবানেব ভজনীয়ঃ" ভক্তিযোগ দর্শন।

হরিপদানন্দ অবধূত।

অশ্রু বিন্দু।

আমার ইহকাল পরকালের বন্ধু পরমার্থ ভাই শ্রীশ্রীনিত্যপদাশ্রিত—ললিতচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের দেহত্যাগ উপলক্ষেই আমার এই এক বিন্দু অশ্রু-বিসর্জ্জন; তাই অশ্রু-বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি অন্ততঃ আমাদের পরমার্থ ভাই ভগ্নীগণ ইহা পাঠ করিয়া কথঞ্চিত সুখী হইবেন।

শকাব্দা ১৮০০ সনের বৈশাখ মাসে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃর্গত 'কদমিকান্দর'গ্রামে ললিত বাবু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম —নবীনচন্দ্র দাস গুপ্ত। ইঁহারা চারি সহোদর, ললিত, শরৎকুমার, হেমন্তকুমার ও অশ্বিনী কুমার। ললিতবাবু প্রথমে স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়া পরে বাখরগঞ্জ কলেজেই এফ, এ, পাশ করেন। এবং কলিকাতা আসিয়া বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করেন কিন্তু ক্রমে দুই বারই ফেল হন। শেষে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর রংপুর জেলার অন্তর্গত তাজাহাট এণ্ট্রেন্স স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি রংপুর নবাবগঞ্জ তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাসায় থাকিতেন। টেপার স্বনামধন্য জমিদার নিত্যভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদামোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রদিগকে প্রাইভেটও পড়াইতেন। এই ভাবে ৫।৬ বৎসর কাটিয়া যায়। ললিত বাবুর পূর্ব্ব হইতেই বেশ ধর্ম্মভাব ছিল; শ্রীভগবানের মাতৃরূপে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সম্ভবতঃ ১৩১৫ সালে ললিতবাবু জগদগুরু কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দদেবের আশ্রয় লাভ করেন। উক্ত জমিদার মহাশয় এবং তাহার ষ্টেটের এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার মহাশয়ও কিছুদিন পূর্ব্বেই উক্ত কাঙ্গালের-ঠাকুর শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দদেবের আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। কাজেই ললিত বাবু ইঁহাদের সঙ্গে আনন্দে দিন অতি বাহিত করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি অনেক সময় অন্যান্য

পরমার্থ ভ্রাতাদের সঙ্গে নিত্যানন্দে কালাতিপাত করিতেন। কিছুদিন এই ভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর ললিতবাবু স্কুলের মাষ্টারীপদ ত্যাগ করিলেন এবং উক্ত জমিদার মহাশয়ের এষ্টেটে এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং সুচারুরূপে কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। উক্ত জমিদার মহাশয় ৺কাশীধামে একটি বাটী খরিদ করিলেন এবং তথায় শ্রীমন্দির-আদি নির্ম্মাণ করিয়া বিগ্রহাদি স্থাপনের সংকল্প করিলেন। যথাসময় এই শ্রীমন্দিরাদি প্রস্তুতের ভার ললিতবাবুর উপর ন্যস্ত হইল। ললিতবাবু ৺কাশীধামে গেলেন এবং শ্রীমন্দির আদির কার্য্যাদি যথারীতি করিতে লাগিলেন। কাশীধামে তাঁহার আরও পরমার্থ ভাই-ভগ্নীগণ আছেন, বিশেষতঃ তাঁহার স্নেহময়ী জগজ্জননী মা অন্নপূর্ণা সেখানে বিরাজমানা, তাই ললিতবাবু ৺কাশীধামে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন; কাশীবাস করিয়া ললিত বাবু নিজকে খুব ধন্য মনে করিতে লাগিলেন এবং সেই বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীগুরুদেবের অহেতুকী কৃপা অনুভব করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন।

ললিতবাবু উক্ত জমিদার মহাশয়ের ক্রীত বাটীতেই অবস্থান করিতেন। এই বাটীতে তাঁহার আরও পরমার্থ ভাই ভগ্নীগণ ২।৩ জন থাকিতেন কাজেই প্রতিদিন শ্রীশ্রীনিত্যপ্রসাদ লাভ করিয়া নিত্যানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কখনও বা শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর দর্শন কখনও বা শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দর্শন ইত্যাদি নানা ভাবে আনন্দে দিন যাইতে লাগিল। ললিতবাবুর পরমার্থ ভ্রাতাগণ শ্রীধামবৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ স্থানে যাইবার সময় সকলেই একবার কাশীধামে অবতরণ করিতেন তাই ললিতবাবু তাঁহার অতি আদরের অতি স্নেহের সন্ন্যাসী ও গৃহী পরমার্থ ভ্রাতাদিগকে পাইয়া সময় সময় অতুল আনন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। এইভাবে ২।১ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর, গত ১৩২১ সালের ভাদ্র মাসের শেষে শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ অবধূত ও কালীপদানন্দ অবধূত কাশীধামে অবতরণ করিলেন এবং ললিতবাবুর নিকটই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ললিতবাবুর পরমার্থ ভাই অবিনাশ বাবুও কার্য্যবশতঃ সেখানে উপস্থিত হইলেন। (অবিনাশবাবুও এই জমিদার মহাশয়ের এষ্টেটে কার্য্য করেন) ঘটনাক্রমে ঠাকুর দয়ানন্দের ২ জন শিষ্যও সেখানে উপস্থিত হইলেন; সকলে মিলিয়া শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনে ও শ্রীশ্রীভগবৎ আলোচনায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এবং সকলে মিলিয়া পরমানন্দে শ্রীশ্রীনিত্য-প্রসাদও পাইতে লাগিলেন। ২রা আশ্বিন বৈকালে ললিতবাবু বলিলেন আমার ক্ষুধা নাই, আমি কিছু খাইব না। ঐ দিন আশ্রম হইতে আগত বসন্তবাবু ঠাকুরভোগ দিয়াছিলেন, সকলের অনুরোধে ললিতবাবু কিছু প্রসাদগ্রহণ করিলেন। রাত্রিতে ২ বার বাহ্যি হইল, মল স্বাভাবিক। ৩রা প্রাতেও কয়েকবার বাহ্যি হইল, মল স্বাভাবিক। বেলা আন্দাজ ৮টা ৯টার সময় হোমিও-প্যাথিক ঔষধ দেওয়া হইল; এবং একটী গুরু-ভগ্নী (কুমুদের মা) হজমের জন্য ভাঙ্গের সরবৎ দিলেন তাহাও সেবন করিলেন। দ্বি-প্রহরে কিছু খাইলেন না, বেলা প্রায় ১৷৷০ টার সময় ললিতবাবু অবিনাশ বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন যে আটবার বাহ্যি হইয়াছে, ৪ বার জলের মত, এই কথা শুনিয়াই অবিনাশবাবু একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিলেন। বেলা ২টা ২।০ টার সময় আর একবার পাতলা দাস্ত হইল। তাহার পর বমি, এযাবৎ নিজেই পায়খানায় যাইতেছিলেন কিন্তু এই দাস্তের পর

আর পায়খানায় যাইতে পারেন নাই। এ অবস্থায়ও প্রাতে ৯।১০টা পর্য্যন্ত সরকারী কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এখন ক্রমশঃ দাস্ত, বমি বেশী হইতে লাগিল, আরও একজন ডাক্তার ডাকা হইল, এখন সকলেরই কলেরা সন্দেহ হইল। এই সময় গুরুভগ্নী (কুমুদের মা) এবং অবিনাশবাবুর ঠাকুমা, ললিতবাবুর নিকট তাঁহার স্ত্রীপুত্র পরিবারের কথা উথাপন করিলেন, ললিতবাবু বলিলেন, আপনারা আমার নিকট ও সব কথা বলিবেননা, এবং এই সময় অবিনাশবাবু অন্যান্য গুরু ভাইদিগকে কেবল শ্রীনাম শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে নাম করিতে করিতে পরমার্থ ভাই কালীপদানন্দ নাম ছাড়িয়া অন্য মনস্ক হইয়াছিলেন, ললিতবাবু অমনি তাহার গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। পুনরায় নাম কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। সাংসারিক এব বৈষয়িক কথাবার্ত্তার মধ্যে কেবল তাহার উপর যে কার্য্যের ভার ছিল, সেই সম্বন্ধে ২।১ কথা বলিয়াছিলেন। নতুবা কেবল সর্ব্বদাই বলিতে লাগিলেন নাম কর, নামকর। মধ্যে একবার শরীরের অনিত্যতা সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিয়াছিলেন। ৪ঠা আশ্বিন বেলা প্রায় ১১ টার সময় শ্যামসুন্দর, কালীপদ প্রভৃতি পরমার্থ ভ্রাতাগণ প্রসাদ পাইতে গেলেন, কেবল অবিনাশবাবু ললিত বাবুর নিকটে রহিলেন, অবিনাশ বাবুকে নাম করিতে অনুরোধ করিলেন, অবিনাশ বাবু মনে করিলেন, একটু তামাক খাইয়া পরে নাম করি এই মনে করিয়া তামাক সাজিতে গিয়াছেন একটু পরে আসিয়াই দেখেন উর্দ্ধশ্বাস, ভক্তগণ আহারে বসিয়াছেন বলিয়া অবিনাশ বাবু কাহাকে ডাকিলেন না নাম করিতে বলার ২০।২৫ মিনিট পরেই ললিতবাবু দেহত্যাগ করিলেন।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১। কলেরার পূর্ব্ব রাত্রিতে শ্যামসুন্দরানন্দকে ললিতবাবু বলিয়াছেন "সেই সময় কাছে থাক তবে তো" শ্যামসুন্দর বলিলেন, "ডাকিও তবেই পাইবে"। ললিতবাবু বলিলেন "যাহাকে ডাকিবার তাহাকেই ডাকিব, তোমরা তার নোকর, ঘাড়ে ধরিয়া আনিবেন।"

২। কলেরার অবস্থায় বলিয়াছিলেন "এই শরীর পোষণের জন্য কত চেষ্টা করিলাম, এখনতো এর এই অবস্থা! শরীরই পাপী! যে শরীরের জন্য ব্যস্ত হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া থাকে তাহার তো এই পরিণাম!

৩। পীড়িত অবস্থায় পরমার্থ ভাই অবিনাশ বাবুকে টানিয়া লইয়া গিয়া গালে চুমা খাইয়া বলিয়াছিলেন "বড় সাধ ছিল শেষ জীবনে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দুজনে একত্র সাধন ভজন করিব, কিন্তু তাহা হইলনা"।

৪। সর্ব্বদাই বলিতেন নাম কর নাম কর তাহার শেষ কথাও নাম কর। অবিনাশ বাবু বলিয়াছিলেন আপনি নিজেই নাম করুন ললিতবাবু বলিলেন "অসহ্য যন্ত্রণা আমি পারি না আপনারা করুন, আমি শুনি"।

৫। দেহ ত্যাগের সময় ললিতবাবুর দক্ষিণ কর্ণ উপরে ছিল।

৬। মৃত্যুর পূর্ব্বে ললিতবাবু তাহার দূরসম্পর্কীয় একটি আত্মীয়কে (রংপুর মাহিগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত) স্বজাতি ডাকিয়া তাহার দেহের সৎকার করার জন্য অনুরোধ করেন এবং তদনুসারে তাঁহার শবদেহ মনিকার্ণিকায় দাহ করা হয়।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ দেবের শ্রীচরণাশ্রিত হওয়ার পর ললিতবাবুর হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব ঢেউ খেলিতেছিল, তাহা তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী পাঠ করিলেই পাঠকপাঠিকাগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন।

(আমার) প্রাণ-রমণ, হৃদয়-ভূষণ
করুণাময় স্বামি।
(আমি) পাপে কলঙ্কিত, মোহে অভিভূত
তথাপি তোমারি আমি॥
(দয়াময় দীনবন্ধু, আমার তা'র কেহ নাই)
(হরি) তুমিহে আমার, জীবন-আধার
চিরদিন তোমারি আমি।
(তুমি আমার) নয়নের জ্যোতি, শ্রবণের শ্রুতি
কণ্ঠমাঝে মম বাণী,
শরীরে শকতি, হৃদয়ে ভকতি
মম মাঝে চিন্তামণি,
দর্শন শ্রবণ, পরশ মনন
সকলেরই মূলে তুমি,
(তবু) তোমায় না হেরিয়ে, মোহে অন্ধ হ'য়ে
করি শুধু আমি আমি,
(দাও খুলে আঁখি) (অন্ধজনে দয়া ক'রে)
(আমায়) দাও খুলে আঁখি প্রাণ ভরে দেখি
তুমি প্রাণ আমি প্রাণী।
(যেন) অন্তরে বাহিরে, নিরখি তোমারে
শুনি বলি তব বাণী॥

ললিত বাবুর পার্থিব সম্বন্ধে তাঁহার দুটী পুত্র ও একটী কন্যা আছে। তাঁহার স্ত্রী ও মাতা বর্ত্তমান। আর এক তাঁহার নিত্য পরমার্থ সম্বন্ধে ভাইভগ্নীর অভাব নাই।

"অশ্রুবিন্দু"

ললিত দা! প্রাণের ললিত দা! তুমি আজ কোথায়? নিত্যধামে? যাইবেইতো, নিত্যলীলার সাহায্য জন্যই তোমাদের আগমন, নতুবা নিত্যময়ী মাকি তোমাদিগকে ছেড়ে থাকিতে পারেন। এবারের নিত্যলীলায় তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা সুসম্পন্ন করিয়া, শ্রীনিত্যধামে নিত্যময়ী মায়ের অভয় কোলে গিয়াছ, ভালই। জীব-উদ্ধারের জন্য, জীব-শিক্ষার জন্য, প্রভুর সঙ্গে ধরায় অবতীর্ণ হ'য়ে তোমাদিগকে কতই না নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। তাই আজ শ্রীনিত্য-ধামে নিত্যময়ী মায়েরকোলে উঠিয়া, মায়ের হাসিভরা সোহাগভরা মুখ-পানে চেয়ে চেয়ে কতই না আনন্দিত হইয়াছ। আনন্দের কথা বটে; কিন্তু দাদা! আমরা যে সংসারের মায়া-মোহিত জীব, আমরা যে আজ তোমার সুখে সুখী হইতে পারিতেছি না। মনে হয় আর তোমার সেই হাসিভরা মুখ আমি দেখিব না, আর তোমার মুখে সেই প্রাণমন-মুগ্ধকর মধুর সঙ্গীত শ্রবণে প্রাণ জুড়াইবেনা, তোমার মুখের সেই মধুর "প্রাণ-রমণ, হৃদয় রতন, করুণাময় স্বামী" গানটী তোমার মুখের সেই "দাঁড়ারে দাঁড়ারে দাঁড়ারে নিমাই, বড় আশা করে এসেছিরে ভাই" গানটী এখনও যেন শ্রবণে মধুর ঝঙ্কার দিতেছে। আহা! তুমি ভাবে বিভোর হইয়া যখন ঐ গানগুলি গাইতে, তখন তোমার ভাব-মাখা মুখে তাহা কতই না মধুর শুনিতাম! আমাদের পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইত। দাদা! আর ইহ জীবনে তোমাকে দেখিবনা, আর দাদা ব'লে ডেকে প্রাণ জুড়াইবনা। আমাদের অযত্নে অনাদরে প্রাণের নিত্যগোপালকেও হারাইয়াছি; তুমিও বুঝি আমাদের অযত্নে অনাদরে চলিয়া গেলে! ভাইরে! আমরা যে সংসারের মোহান্ধ জীব; তোমরা না বুঝাইলে, আমরা যে তোমাদিগকে চিনিতে পারি না। তাই অমূল্য রত্ন-রাশি লাভ করিয়াও হেলায় হারাইতেছি। দাদা!

আজ যদিও তোমার বিরহানল আমাদের হৃদয় দগ্ধ করিতেছে তথাপি তোমার দেবতা-বাঞ্ছিত দেহত্যাগে প্রাণে যেন কি এক অপূর্ব্ব সুখানুভব করিতেছি। আহা! বহুদিন—কাশী-ধামে বাস, নিয়ত গঙ্গাস্নান, অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর দর্শন, পরে কাশীধামেই ঐহিক পরমার্থিক বন্ধুগণের সমক্ষে শ্রীভগবানের নাম শুনিতে শুনিতে দেহ

ত্যাগ, এ সৌভাগ্য কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, দাদা! তোমার বড় সাধ ছিল যে শেষ সময় গুরু-ভ্রাতাগণ নিকটে থাকেন, ইহা লইয়া আমার সঙ্গে কতইনা আলোচনা করিয়াছিলে। আহা! শ্রীভবানের কি দয়া, তিনি তোমার বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। এত দয়া না থাকিলে তাঁহাকে পতিতপাবন, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু নিত্যগোপাল বলিবে কেন?

দাদা! তুমি নিত্যধামে যাইবার কিছু দিন পূর্ব্বে আমার মনে হইয়াছিল, যে তোমার নিকটে অভিমান করিয়া একখানা চিঠী লিখিব; লিখিব যে "তুমি কাশীধামে মায়ের কাছে যাইয়া একেবারে আমাদিগকে ভুলে গেছ! ঐ, মা কেবল তোমার নয়, আমাদেরওমা" কিন্তু তাহা আর ঘটিলনা, সে অভিমান মনে মনেই মিশিয়া গেল! যাহা হউক ভাই! তুমি এখন দিব্য নিত্যধামে; তোমার অগোচর কিছুই নাই; নিত্য-ধামের দিব্যালোকে সমস্তই তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাই বলি আমার আদরের ললিত দাদা! তোমার স্নেহের বিনয়ের এই একবিন্দু অশ্রু গ্রহণ কর। নিত্যধামে গেছ ব'লে যেন এ কাঙ্গাল ছোট ভাইটীকে ভুলিও না। এ কাঙ্গালের যে তোমরা বিনে ধরামাঝে কেহ নাই, তোমাদের স্নেহই যে তাহার একমাত্র আশা ভরসা। তাই পুনরায় বলি যেন কাঙ্গাল ভাইটিকে ভুলিও না।

তোমার স্নেহের ছোট ভাই

বিনয়।

শ্রীশ্রীনিত্যলীলা।

ঠাকুর শ্রীধাম নবদ্বীপবিহারকালে প্রথমে বঙ্গ পাড়ায় রামচন্দ্র সাহার ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকি-তেন তৎপরে নবদ্বীপ আমপুলিয়াপাড়ার আশ্রমে বাস করিবার সময় পূজ্যপাদ শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তনলীলায় ঠাকু-রের সহিত মধ্যে মধ্যে মিলিত হইতেন। ইনি ঠাকুরকে স্বামীজী বলিতেন। ঠাকুর একদিন এই মহাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া আশ্রমস্থ রমণী ভক্তগণকে বলিলেন "ওরে আজ আমার বাঁকা সিতি কাটিয়া দে, আজ আমার বউ আসিবে।" জানিনা ঠিক সেইদিন কিনা ঠাকুর আশ্রমের বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন; সন্ধ্যার প্রাক্কালে, ভক্তগণ সম্মুখে বসিয়া শ্রীমুখের বচনামৃত পান করিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত কণ্ঠে সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিয়া ভূলোকে গোলকের আবির্ভাব করাইতেছেন এমন সময় বাবাজী মহাশয় ভক্তবৃন্দসহ মধুর সংকীর্ত্তনে চারিদিক মাতাইয়া ঐ বহির্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; অমনি ঠাকুরটি আবিষ্ট অবস্থায় বাবাজীর সহিত সংকীর্ত্তনে মিলিত হইলেন; কিছুকাল উভয়ে অদ্ভুত নৃত্যানন্দ-লীলায় বিভোর থাকিয়া ঠাকুরটি চিত্র পটের শ্রীগোবিন্দজীর মত একহস্ত ঊর্দ্ধে ও অপর হস্ত নিম্নে রাখিয়া নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইলেন; অমনি বাবাজী মহাশয়ও হস্তদ্বয় সেইভাবে রাখিয়া আবিষ্ট অবস্থায় ঠাকুরের বামে গিয়া দাঁড়াইলেন। অনেকক্ষণ (দুইঘণ্টার কম নহে) উভয়ে এই-ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। উপস্থিত দুইদলের ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবনলীলা স্মরণ করিয়া শ্রীশুক সারিকার পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক দুই দলে বিভক্ত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর ব্যাজস্তুতি-লীলার অভিনয় করিতে লাগিলেন; একদলের উক্তি যথা—"তোদের গোয়ালিনী কিসে এত গরব করে?" অপর দলের উক্তি যথা—"তোদের কালা হ'লো পাগল (এই) গোয়ালিনীর তরে।" ইত্যাদি প্রকার।

এই সুমধুর রসলীলার অবসানকালে

ঠাকুর আবিষ্ট-অবস্থায় বাবাজী মহাশয়ের হস্ত ধারণ করিলেন; অমনি বাবাজী মহাশয়ের প্রকাণ্ড উন্নত দেহ বাতাহত কদলীবৃক্ষের মত ভূমিতে পতিত হইল; মস্তকটী ইষ্টক-নির্ম্মিত পৈঠার উপর এত বেগে পতিত হইল যে আমাদের বড়ই শঙ্কা হইল কিন্তু পরে দেখা গেল যে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় মস্তকটিতে কোন প্রকার ক্ষত হয় নাই। বাবাজী মহাশয় ভূমিতলে পতিত হইবামাত্র ঠাকুরটি তাঁহার বক্ষদেশে পদার্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে ভক্তগণ ঠাকুরের আসন জন্য একখানি 'চেয়ার' আনিলেন। ঠাকুর একটু পরে তাহাতে উপবেশন করিলেন। পরে বাবাজী মহাশয়ের বাহ্যচৈতন্য লাভ হইলে ঠাকুর তাঁহাকে কোলে বসাইয়া পৃষ্ঠদেশে হস্তমার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। কিছুপরে উভয়ে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল; অনেক কথার পর ঠাকুর বলিলেন "কাজ কর, আমার শরীর ভাল নহে।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন "মায়াপুর দেখিয়া যে বড় ভয় হয়।" ঠাকুর বলিলেন" কোন ভয় নাই, আমি বলছি, কাজকর।" অতঃপর হরিলুট প্রসাদ বিতরণাদির পর বাবাজী মহাশয় সদলে কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজ আবাসে গমন করিলেন, ঠাকুরও কিছু পরে আশ্রমবাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

এই লেখক স্বচক্ষে এই সুমধুর মিলনলীলা দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছে। অপর কোন্ কোন্ ভক্ত তথায় উপস্থিত ছিলেন লেখকের তাহা স্পষ্ট মনে নাই। ঠাকুরের অবর্ত্তমানে জীবিত থকিয়া ঠাকুরের লীলা বর্ণনা করিতে হইবে লেখকের তখন সে ধারণা ছিল না তজ্জন্য এই লীলাকাহিনী তৎকালে যথাযথ লিপিবদ্ধ করি নাই সম্ভবতঃ অপর কোন কোন ভক্ত তাহা করিয়াছেন—তবে যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে বোধ হয় নিম্নলিখিত ভক্তগণ তৎকালে শ্রীধাম নবদ্বীপে ঠাকুরের সঙ্গ-সুখ-সম্ভোগ করিতেছিলেন। যথা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায়, শ্রীযুক্ত দৈবচরণ দে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন, শ্রীমৎ কেশবানন্দ, নিত্যধাম গত রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীযুক্তা নিত্যকালী দেবী, বড় পিসীমা প্রভৃতি।

ভক্তিভিক্ষু—
শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

প্রার্থনা।

শুনেছি তোমার পুরী নিখিলসংসার,
তোমার সুন্দর বিশ্ব সুখ-শান্তিময়,
তোমার করুণা-নদী অনন্ত অপার,
তুমি নাকি প্রেমময় পতিত আশ্রয়?
শুনেছি উন্মুক্ত তব প্রেমের আগার,
যে আসে সে তথা কভু হয় না নিরাশ,
দূরে যায় শোকতাপ ঘুচে আঁখিধার,
মিটে হৃদয়ের ক্ষুধা প্রেমের তিয়াস।
সবে বলে তুমি নাথ অসীম সুন্দর,
সে রূপের কণা ল'য়ে প্রকৃতি সুন্দরী,
সাজায় রূপের ডালা—ফুল্ল শশধর
পূর্ণ পূর্ণিমার রাতে বিকাশে মাধুরী।
সংসারের অন্ধকারে হ'লে পথহারা,
সে রূপের আলো না কি স্থির ধ্রুবতারা
তবে কেন দয়াময় হইয়ে নিঠুর,
দিয়াছ ভরিয়া মোর দুঃখের পসরা;
কেন নাথ কেন মোরে ক'রেছ আতুর,
তোমার সুখের ধামে সুখ-শান্তি-হারা?
কঠোর এ পৃথিবীর নিঠুর শাসন
অসহ্য হ'য়েছে মোর—দহে অবিরাম,

স্বার্থ-সার মানবের ক্রূর নির্য্যাতন,
দুর্ব্বিসহ দারিদ্রের দারুণ সংগ্রাম।
দুর্দ্দাম বাসনা তীব্র করে কশাঘাত,
জাগায় হৃদয়ে নিত্য জ্বলন্ত পিপাসা,
মরীচিকা অন্বেষণে বৃথা প্রাণপাত,
মিটে না সে তৃষা হায়—শুধুই নিরাশা।
সুখশান্তি কোথা হেথা ?—নিঠুর সংসার
চাহে নিত্য হৃদয়ের তপ্ত রক্তধার।
এসেছি শান্তির আশে—অশান্ত হৃদয়,
কোথা তুমি শান্তিদাতা অনাথ-আশ্রয়।
চিরদিন আমি নাথ ছিনু তোমা ভুলে,
তা ব'লে কি দীন হীনে তুলিবে না কোলে ?
সাঙ্গ ক'রে দাও দেব জীবনের রণ,
আমার—সকলি নাথ হ'ক অবসান,
নিভাও প্রাণের জ্বালা—কর গো নীরব
বাসনার অবিশ্রান্ত মত্ত কলরব।
ফুটাও বিজলি হৃদে সরায়ে কুয়াশা।
তৃপ্তকর তব রূপে সর্ব্বরূপ তৃষা॥
সংসার কারায় যদি বাঁধিবে আমারে,
একটুকু ক্ষুদ্রদান দিও দয়া ক'রে ;
দাও নাথ হৃদিভরি হৃদয়ের বল,
তোমার কৃপায় আমি সহিব সকল।
সুখ দুঃখ শোকতাপ সকলই আমার।
তোমারই চরণ প্রান্তে দিব উপহার॥

শ্রী—বি, এ,।

নিবেদন।

১

শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণাশ্রিত কোন ভক্ত ইচ্ছা করেন যে ঠাকুরের যে সকল ভক্ত ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের জীবনকাহিনী শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; অতএব ভক্তগণের নিকট করযোড়ে নিবেদন তাঁহারা যেন উক্ত বিষয়ে স্বীয় স্বীয় সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন।

২

ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণ সর্ব্ববিষয়ে পরস্পর সাহায্য করেন ইহাই তাঁহার আদেশ। এদিকে তাঁহার অদ্ভুত লীলারহস্যে তাঁহার দাসগুলির মধ্যে কাহার কাহারও সাংসারিক অবস্থা খুবই মন্দ, কেহ কেহ বা সময়ে সময়ে বিষম অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ অভাবগ্রস্ত বা বিপন্ন সেবকগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য কালীঘাট নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কুমার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে একটি ভাণ্ডার সংস্থাপিত হইয়াছে—উক্ত ভাণ্ডারটির উৎকর্ষ কল্পে আমরা নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিতে চাই ; ভরসাকরি ঠাকুরের সন্তানগুলি আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন।

(ক) সকলেই ঘরে একটি করিয়া হাড়ি রাখিবেন এবং প্রত্যহ একমুষ্টি চাউল ভিক্ষাস্বরূপ ঐ হাঁড়িতে রাখিবেন। মাসের শেষে চাউলগুলি ওজন করিয়া উহার সঙ্গত মূল্য জমা রাখিবেন অথবা বিক্রয় করিয়া মূল্য জমা করিয়া উক্ত ভাণ্ডারে প্রেরণ করিবেন। প্রত্যেক গ্রামে একজন সেবক ঐ কার্য্যের ভার লইয়া মূল্যগুলি হয় কোন অবস্থাপন্ন সেবকের নিকট জমা করিবেন অথবা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা দিবেন।

(খ) বিবাহ অন্নপ্রাশনাদি ব্যয়বহুল কর্ম্মোপলক্ষে সকলেই ব্যয়ের টাকার উপর শতকরা অন্ততঃ এক টাকা ঐ ভাণ্ডারে জমা দিবেন।

(গ) সৌখীন বস্ত্র, তৈল বা অলঙ্কারাদি ক্রয়কালে টাকায় অন্ততঃ চারি পয়সা হিসাবে ঐ ভাণ্ডারে জমা দিবেন। অসম্ভাবী হঠাৎ

কোন লাভের টাকার উপরও ঐ হিসাবে জমা দিবেন।

(ঘ) হীনাবস্থা-বিশিষ্ট কোন ভক্তের বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ব্যয়-বহুল কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে তিনি ঠাকুরের সমগ্র ভক্তমণ্ডলীকে জানাইবেন এবং ভক্তগণ অবস্থানুযায়ী অন্ততঃ এক টাকা সাহায্য করিবেন। এইরূপ হইলে পরস্পরে খুবই সাহায্য হইবে।

(ঙ) ঠাকুরের ভক্তগণ সকলেই ধর্ম্মজগতে একজাতি হইলেও সাংসারিক হিসাবে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিশিষ্ট এবং শাস্ত্রবাক্য, মহাজন পন্থা প্রভৃতি অনুসারে তাঁহাদের পুত্র কন্যাদির বিবাহ সকলের মধ্যে পরস্পর হইবার উপায় নাই—তাহা হইলে কিন্তু বড়ই সুখের বিষয় হইত। যাহা হউক সমাজনীতির অধীনে থাকিয়া আমরা ঐ সম্বন্ধে যতদূর অগ্রসর হইতে পারি তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য—যথা সমাজে রাঢ়ী, বারেন্দ্র কুলীন, মৌলিক প্রভৃতি যে সকল শ্রেণী-বিভাগ দৃষ্ট হয় উহা কোন শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নহে—সম্পূর্ণ লৌকিক অতএব ঐ সকল সংস্কার-বন্ধন উঠাইয়া পরস্পরের পুত্রকন্যাগুলিকে যদি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারা যায় তাহা হইলেও সুখের বিষয় হয়। ঐরূপ বন্ধন উঠাইয়া দেওয়া বর্ত্তমানে সমাজপতিগণেরও অভিমত। অতএব ঐ বিষয়ে কিছু কিছু আন্দোলন করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

ঠাকুরের আশ্রমে উৎসবাদি উপলক্ষে কেবল পুরুষ-ভক্তগণেরই অধিক সমাবেশ দেখা যায়। ইহার একটি কারণ আশ্রমে ভক্তরমণীদের অবস্থানোপযোগী স্থান এখনও হইয়া উঠে নাই। এদিকে ঠাকুরের আদেশ অনুসারে রমণীদিগের বাসস্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। আপাততঃ ঐ উভয় প্রকার ভক্তের অবস্থানোপযোগী আবাস নির্ম্মাণে অন্ততঃ ১০ হাজার টাকার আবশ্যক। ঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও ঠাকুর বিশেষ উদ্দেশ্যে কমলার বরপুত্র করিয়াছেন; পদ্মাদেবীর ভাণ্ডারের দুই একটী চাবি তাঁহাদের হাতে আছে—ঐ ভাণ্ডারের দ্বারোন্মোচনের এই একটী অবসর নয় কি ?

৪

(সাধু কল্পনা।)

বর্ত্তমান কালের বিদ্যালয় গুনিতে যে কোন কারণেই হউক ধর্ম্মশিক্ষা দিবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত মনুষ্য যে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারেনা তাহা শ্রীভগবানের কৃপায় অধুনা পদস্থ ভদ্রসন্তানেরাও বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। অতএব সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের শিক্ষাকল্পে কোন বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমাদের কল্পনা এই যে শ্রীশ্রীদেবের ভক্তগণের বালক বালিকা ও সেই সঙ্গে অপর বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য ঠাকুরের আশ্রমে বা তাহার সন্নিকট কোন স্থানে একটী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঠাকুরের সন্ন্যাসী, উদাসী, ও অবসর প্রাপ্ত গৃহীভক্তগণ উহার তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রতি জিলায় ঐ বিদ্যালয়ের একটি শাখা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে এবং যে যে গ্রামে ঠাকুরের ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই সেই গ্রামে এক একটি প্রশাখাবিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া পুস্তকাদি প্রণীত হইবে। অবশ্য এই কল্পনা বহু ব্যয়সাধ্য তাহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই আমাদের মা রাজরাজেশ্বরী। কোন সময়ে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী কোন এক মহিলা এইরূপ একটী বহু-ব্যয়সঙ্কুল অনুষ্ঠানের কল্পনা লইয়া তাঁহার একটী বন্ধুর নিকট গমন পূর্ব্বক উহা

প্রকাশ করেন। বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কত সঞ্চয় আছে?" মহিলা উত্তর করিলেন "তিন পেনি" বন্ধু হাসিয়া বলিলেন "তবে?" মহিলা সগর্ব্বে উত্তর করিলেন "শুধু তাহা নহে—উহার সহিত শ্রীভগবান আছেন।" আমরাও ঠাকুরের ভক্তগণের নিকট করযোড়ে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা এই আকাশ কুসুমের কল্পনাটি তাঁহাদের অন্তরে গ্রহণ পূর্ব্বক হৃদয়েশ্বরের শ্রীচরণ কমলে অর্পণ করুণ। ভট্টপল্লী নিবাসী ভক্তবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ পাল মহাশয় ইতি পূর্ব্বেই কার্য্যক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হইয়াছেন।

শ্রীজন্মতিথি।

বিগত ১৪ই চৈত্র রবিবার কালীঘাট "মহানির্ব্বাণ" মঠে যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের জন্মোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রভাত হইতে রাত্রি প্রায় ১১ ঘটীকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনানন্দে সমাগত অভ্যাগত মণ্ডলী পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। এবং স্থানীয় ও দূরস্থ, আহূত ও অনাহূত, ভদ্র ও কাঙ্গালী বহুসংখ্যক লোককে প্রসাদ ভোজনে পরিতৃপ্ত করান হইয়াছিল।

জ্ঞানানন্দ চতুষ্পাঠী।

বিগত ৫ই বৈশাখ রবিবার দ্বারহাট্টা "জ্ঞানানন্দ" চতুষ্পাঠীর ২য় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে মহা মহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এচ, পি, ডি, ও মহামহোপাধ্যায় লক্ষণচন্দ্র শাস্ত্রী ও সিতিকণ্ঠ বাচষ্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়া সকলকেই আনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে কার্য্য বিবরণী পাঠ, চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিত্যভক্ত শ্রীযুক্ত দাশরথি ব্যাকরণ-স্মৃতি-তীর্থ-রচিত জ্ঞানানন্দ স্তোত্র পাঠ, সঙ্গীত, ঐক্যতান-বাদন ও পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়। পরিচালকগণের ও পৃষ্ঠপোষকগণের সদ্ব্যবহার উল্লেখ যোগ্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত চতুষ্পাঠীর মঙ্গল কামনা করি।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপাল

শ্রীশ্রী

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

২য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬১। সন ১৩২২, জ্যৈষ্ঠ। } ৫ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিলাস।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের নহে বিকৃত বিলাস,
সে দিব্য বিলাসে শুদ্ধ প্রেমের প্রকাশ।
সে বিলাস-সরোবরে মানসমোহিনী,
নিরুপমা মনোরমা প্রীতি পঙ্কজিনী,
সে বিলাস সরোবর, হেরি পরম সুন্দর,
সে বিলাস-সরোবরে অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস,
প্রেমানন্দ বিলসিত পরম উল্লাস।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

ব্রহ্ম।

(ক)

বাক্য জ্ঞান নহে। সেইজন্যই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না। মনও জ্ঞান নহে। সেইজন্য মন দ্বারাও ব্রহ্মকে জানা যায় না। ১।

ব্রহ্মকে ওম্ বলিলে ওম্ই ব্রহ্মের নাম স্বীকার করিতে হয়। অদ্বৈতমতে নাম রূপ উভয়ই মায়িক। সেইজন্য তুমি যাঁহাকে ব্রহ্ম বল তিনি ওম্‌ও নহেন। ২।

ওম্ শব্দ সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত। বাক্‌শক্তির সাহায্যে তাহা প্রকাশিত হয়। তাহা সীমাবিশিষ্ট। তাহারও বিকাশ মায়া হইতে হইয়াছে। কারণ ওম্ শব্দই ব্রহ্ম নহে। সে শব্দ ধ্বংস করা যায়। সেইজন্য তাহাও মায়িক। ৩।

ওঙ্কার শব্দও নিত্য নহে। তাহা যদি নিত্য হইত তাহা হইলে অগ্নি দ্বারা তাহাকে দাহ করা যাইত না, তাহা হইলে তাহাকে কোন প্রকারেই নষ্ট করা যাইতে পারিত না। ৪।

বেদান্তে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যত উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে সে সমস্তই পাঞ্চভৌতিক। পঞ্চভূত প্রাকৃতিক। সেইজন্য পঞ্চভূতই অনিত্য। সেই পাঞ্চভৌতিক কোন অনিত্য উপমা দ্বারা নিত্যব্রহ্মকে বোঝান সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনিত্য দ্বারা নিত্য বোঝাইবার যিনি প্রয়াস পান তিনি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ৫।

(খ)

ব্রহ্ম অজ। তাঁহার জন্মই নাই। জন্ম যাঁহার নাই তাঁহার মৃত্যুও নাই। ১।

বাক্যের অগোচর ব্রহ্ম। কতকগুলি বাক্য দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই তিনি গোচর হন না। ২।

(গ)

ব্রহ্ম আকার-শূন্য, রূপ-শূন্য, গুণ শূন্য, ক্রিয়া-শূন্য। ব্রহ্ম পুরুষও নন, প্রকৃতিও নন। ১।

কোন কোন শাস্ত্রে ব্রহ্মকে আকাশবৎ বলা হইয়াছে। আকাশ নিরাকার। তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই নিরাকার বলিতে হইবে। ব্রহ্মের পঞ্চভূত হইতে বিকাশ নহে। সেইজন্য ব্রহ্ম ভৌতিক নিরাকার নহে। ব্রহ্ম অভৌতিক নিরাকার। অভৌতিক যাহা তাহাই অপ্রাকৃত নিরাকার। আকাশ প্রাকৃতিক নিরাকার। ব্রহ্ম চৈতন্য নিরাকার। ব্রহ্ম চৈতন্য নিরাকার বলিয়াই তিনি নিত্য নিরাকার। ৩।

ব্রহ্ম চৈতন্য নিরাকার। আকাশ অচৈতন্য নিরাকার। ব্রহ্ম অচৈতন্যাকাশ নহেন। ব্রহ্ম চিদাকাশ। ৩।

ব্রহ্ম এক। ব্রহ্ম বহু নহেন। এক বাক্‌শক্তিরই বহু বিকাশ। সেইজন্য বাক্য বহু। বাক্য বহু বলিয়া ব্রহ্মকে বাক্য বলা যায় না। ৪।

(ঘ)

ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় নিরাকার নহেন। এবং স্থূল কোন সাকারের ন্যায় সাকারও নহেন।

তিনি অপরূপ নিরাকার, তিনি অপরূপ সাকার। ১।

ব্যঞ্জনবর্ণাত্মক অব্যক্ত অকারের ন্যায় ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে রহিয়াছেন। ব্যঞ্জনবর্ণাত্মক অব্যক্ত অকারের ন্যায় সাকার ব্রহ্মই নিরাকার হন। ২।

পুরুষ প্রকৃতিযোগে জীবজন্তুর জন্ম হয় দেখিয়া ব্রহ্মেরও প্রকৃতি আছেন স্বীকার করিতে হয়। ৩।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে যে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই ব্রহ্ম শব্দ অর্থে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণও প্রকৃতি করিয়াছেন। ব্রহ্মই পুরুষ, ব্রহ্মই প্রকৃতি। ৪।

সূর্য্য যেন ব্রহ্ম আর তাহার আভ্যন্তরিক কিরণ যেন সেই ব্রহ্মের শক্তি। ৫।

যেমন মৃত্তিকা এবং মৃৎপাত্র একই তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত বিকাশিত হইয়াছে বলিয়া সমস্তই ব্রহ্ম। ৬।

স্বভাবতঃ আকাশের বর্ণ নীল। নীলাকাশ যেন নিত্য। সেই নীলাকাশে অন্যান্য বর্ণ স্থায়ী হয় না বলিয়া সে সকল যেন নানা প্রকার লীলা। ৭।

(ঙ)

ক্ষুদ্র আম্রবীজের মধ্যে বৃহৎ আম্রবৃক্ষ অব্যক্ত থাকে। সেই বীজ পুতিলে ক্রমে বৃহৎ বৃক্ষ হয়। তখন বীজ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন বীজ হয় অব্যক্ত এবং বীজ মধ্যস্থ অব্যক্ত বৃক্ষ হয় ব্যক্ত। ব্রহ্মরূপ বীজের মধ্যে সৃষ্টির সমস্ত পদার্থই ছিল। সে অবস্থায় সে সকল অব্যক্ত ছিল। এখন সে সমস্ত ব্যক্ত হইয়াছে এবং ব্যক্ত ব্রহ্ম সেই সকলের মধ্যে অব্যক্তরূপে আছেন। ১।

তোমার স্তবস্তুতি প্রার্থনা যদি ব্রহ্মের শ্রবণ করিবার শক্তি না থাকে তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশে ঐ সকল করিবারও প্রয়োজন নাই। আর যদি তাঁহার ঐ সকল শ্রবণ করিবার শক্তি থাকে তাহা হইলে তিনিও তোমাদের মতন একাদশেন্দ্রিয় বিশিষ্ট সাকার, সগুণ ও সক্রিয় পুরুষ অবশ্যই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। ২।

শক্তি।

(ক)

শক্তি শব্দে সকল শক্তির সমষ্টি বুঝিতে হইবে। শিব শব্দে সর্ব্বশক্তিমান বুঝিতে হইবে। ১।

যত প্রকার কার্য্য করা হয় সে সমস্তই শক্তির পরিচায়ক। ক্রন্দন করাও শক্তির পরিচায়ক। হাস্য করাও শক্তির পরিচায়ক। কথা কহাও শক্তির পরিচায়ক। ২।

ঈশ্বর সম্বন্ধে যত সম্প্রদায় চলিতেছে সে সমস্তই ঈশ্বরের শক্তির প্রভাবে চলিতেছে। ৩।

শক্তি যদি না থাকিত তাহা হইলে কোন কার্য্যই হইত না। ৪।

বেদব্যাসের মতে শরীরে ত্রিবিধ শক্তি আছে। ঊর্দ্ধশক্তি, মধ্যশক্তি এবং অধোশক্তি। অধোশক্তি কৃষ্ণবর্ণা। সে শক্তি তামসী শক্তি। মধ্যশক্তি রক্তবর্ণা। সে শক্তি রাজসীশক্তি। ঊর্দ্ধশক্তি শ্বেতবর্ণা। সে শক্তি সাত্বিকী শক্তি। ৫।

যোগমায়া জ্ঞানশক্তি চিৎ প্রভাবেই সৎ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ রাধা সম্ভোগ হয়। জ্ঞানের সাহায্য বিনা সৎ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ সম্ভোগ হইতেই পারে না। ৬।

এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলিয়া থাকে 'এ কার্য্য করিলে তোমার শক্তির পরিচয় পাইব।' এক ব্যক্তির শক্তির পরিচয় পাইলে সে ব্যক্তিরও

পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বর কিরূপ জানিবার উপায় তাঁহার শক্তি। ৭।

কালের কর্ত্রী কালী। কালেতে যাহা ঘটিতেছে তাহাই সেই কালী করিতেছেন। সেইজন্য সেই কালীকে সকলেরই ভক্তি করা উচিত। ৮।

নিরাকার আত্মার শক্তিও নিরাকারা। ৯।

শক্তির আকার নাই। শক্তি নিরাকারা। কোন প্রকার শক্তিরই আকার নাই। সকল প্রকার শক্তিই নিরাকারা। ১০।

শক্তি অজড়া। কোন প্রকার জড়ে যে শক্তি আছে তাহাও অজড়া। ১১।

শক্তির গুণকর্ম্ম দ্বারা শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ১২।

দর্শন স্পর্শন দ্বারা জড়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ১৩।

(খ)

শক্তিমান পুরুষ। শক্তিমতী প্রকৃতি। শক্তি পুরুষও নন, শক্তি প্রকৃতিও নন। ১।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ও যোগিনীতন্ত্রে জ্ঞানশক্তিকেই আদ্যাশক্তি কালী বলা হইয়াছে। সুতরাং আদ্যাশক্তি কালী ও জ্ঞান অভেদ। আদ্যাশক্তি কালী ত্রিগুণাত্মিকা ও সর্ব্বক্রিয়াময়ী। ২।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মতে আদ্যাশক্তি কালী সাকারাও বটেন নিরাকারাও বটেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে তাঁহাকে বহুরূপিণী বলা হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের চতুর্থ উল্লাসের ৩৪ শ্লোকে সদাশিব বাক্যে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়,—

"সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।" ৩।

(গ)

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের বিবেকচূড়ামণির মতে অব্যক্তই পরমেশ্বরের শক্তি। আর্য্যদিগের অনেক পুরাতন গ্রন্থের মতে সেই অব্যক্তকেই মায়া বলা হইয়াছে। মনুসংহিতা অনুসারে সেই অব্যক্ত মায়াশক্তি নারায়ণেরও উৎপত্তি-কারণ। তিনি নিত্য এবং সদসদাত্মক তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মা নামক পুরুষও সৃজিত হইয়াছেন। সে সম্বন্ধে মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে এই শ্লোক আছে,—

"যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি
কীর্ত্ত্যতে॥ ১১।"

যিনি নিত্য এবং সদসদাত্মক অব্যক্ত নাম্নী মায়াশক্তি তিনিই সেই নারায়ণেরও উৎপত্তি-কারণ। যে পুরুষ ত্রিলোকে ব্রহ্মা নামে বিখ্যাত তিনিও তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। ১।

ব্রহ্মের অব্যক্ত নাম্নী শক্তিকেই প্রধান বলা যায়। সেই শক্তি হইতে যে সমস্ত শক্তি বিকাশিত হয় তাহারাই অপ্রধান। ২।

(ঘ)

কালীই চিৎশক্তি, কালীই জ্ঞানশক্তি। সেই কালীরই মাহাত্ম্য কত তন্ত্রে, পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১

পতিত জীবের পক্ষে অভিনিবিষ্ট চিত্তে কালীচরণ ভাবনা ব্যতীত অন্য শ্রেয়ঃ নাই। কালীই পতিতপাবনী, কালীই দীনতারিণী, কালীই মা আনন্দময়ী। শুভঙ্করী কালীকে পরিত্যাগ করিলে কোন জন্মেই মঙ্গল হয় না। কালীই সর্ব্বমঙ্গলা পরম কল্যাণী। রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি কালীরই নানারূপ। কালী অনন্তরূপিণী। ২।

প্রকৃত শক্তি অর্থে যিনি পুরুষ প্রকৃতির অতীত। শক্তি যিনি তিনি পুরুষও নন, তিনি প্রকৃতিও নন। ৩।

আত্মজ্ঞান।

(ক)

মাংসের আবরণে আবৃত ঐ অস্থি-পঞ্জর-সম্বলিত দেহে কতই যত্ন করিতেছ, উহাতে তোমার কতই আদর। উহার প্রতি তোমার যে আদর, যে যত্ন, সে আদর, সে যত্ন তোমার আত্মার প্রতি নাই। আত্মার আদর, আত্মার যত্ন কর, মুক্ত হবে।

(খ)

ক্ষণভঙ্গুর জীবনের প্রতি তোমার এত মমতা কেন? জীবন ত অনিত্য। নিত্য সত্তা আত্মার মমতা কর। তুমি আত্মা, আত্মা তোমার এই অভ্রান্ত আত্মজ্ঞান লাভ কর। ১।

আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়। প্রকৃতিই নানা পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া নূতন নূতন আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া কত অভিনব পরিচ্ছদে, কত অভিনব অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া মন মোহিত করে। প্রকৃতির মোহিনীশক্তিতে যিনি বিমোহিত হন না তিনিই প্রকৃত আত্মজ্ঞানী। ২।

লিখিবার উপকরণ ব্যতীত কে লিখিতে পারে? আত্মজ্ঞানই আত্মাকে জানিবার উপকরণ। ৩।

ঐ অগ্নিতে লোহিত দাহচূর্ণ দিয়াছ বলিয়া অগ্নিও লোহিত হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে অগ্নির লোহিততা থাকিবেনা, কেবল অগ্নিই থাকিবে। মায়া প্রভাবে আত্মা জীব হইয়াছেন। আত্মার জীবত্বের নির্ব্বাণ হইলে কেবল আত্মাই থাকিবেন। আত্মার জীবত্বের নির্ব্বাণ হইলে আত্মাকে আর জীবাত্মা বলা হইবেনা। ৪।

(গ)

আত্মা জাত হয় না অথচ আত্মার কত প্রকার জাতিই কল্পনা করিয়াছ। আত্মজ্ঞান হইলে জানিতে পারিবে আত্মা ব্রাহ্মণও নন্, আত্মা ক্ষত্রিয়ও নন্, আত্মা বৈশ্যও নন্, আত্মা শূদ্রও নন্, আত্মা কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতির অন্তর্গতও নন্, আত্মা যবনও নন্, আত্মা ম্লেচ্ছও নন্। আত্মা নিত্যশুদ্ধ। তাঁহার কোন উপাধিই নাই। তিনি জড় নহেন। অথচ অজড়া শক্তিও নহেন। তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতাও নহেন।

(ঘ)

মনও প্রকৃতির এক প্রকার বিকাশ। মনই আত্মার বিষম বন্ধন। মনেই নানা প্রকার কুপ্রবৃত্তি উদিত হয়, মনেই তোমার অনিষ্টকর কত কুপ্রবৃত্তি, কত কুবাসনা রহিয়াছে। মনের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়াই তোমাকে শোক, দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়। আত্মজ্ঞান প্রভাবে সেই মনের সঙ্গে নিঃসম্বন্ধ হও। ১।

তুমি আত্মা। মনের সঙ্গে নিঃসম্বন্ধ হওয়াই তোমার পরিত্রাণ, মনের সঙ্গে নিঃসম্বন্ধ হওয়াই তোমার মুক্তি। ২।

জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ নয় যে বোধ তাহাই আত্মা সম্বন্ধে দ্বৈতজ্ঞান। জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ এই যে জ্ঞান তাহাই আত্মা সম্বন্ধে অদ্বৈতজ্ঞান। বহু জীবাত্মা এবং এক পরমাত্মা বোধ যখন করিবেনা তখনই তোমার আত্মা সম্বন্ধে অদ্বৈতজ্ঞান হইবে। ৩।

নানা উপনিষৎ, বেদান্ত এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নানা গ্রন্থানুসারে একাত্মা। সে আত্মার কোন জাতিও নাই। ৪।

(ক)

আত্মজ্ঞান প্রভাবে দেহী ত্রিবিধ দেহে অবস্থিতি করিয়াও যখন বিদেহী হন তখন তাঁহাকে দৈহিক কোন বন্ধনেরই অধীনে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় না, তখন তিনি সুখ দুঃখের অধীনেও থাকেন না। সুতরাং তিনি ঐ ত্রিবিধ দেহে

অবস্থান করিয়াও তাঁহার ঐ ত্রিবিধ দেহ হইতে ত্রাণ হয়। সেই ত্রাণই জীবন্মুক্তি নামক তত্ত্ব। ১।

জীবন্মুক্তির পরিচায়ক কোন জড় চিহ্ন নহে। দণ্ড, কমণ্ডলু, কৌপীন জীবন্মুক্তির চিহ্ন নহে। ২।

আহার নিদ্রা বিবর্জ্জিত হইলেও যাঁহার মৃত্যু হয় না তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। ৩।

(খ)

সদসৎ কর্ম্মের ক্ষয়ই জীবন্মুক্তি। ১।

বিবেক।

(ক)

ঘৃণিত হইলে অহঙ্কার কমে, তিরস্কৃত হইলে অহঙ্কার কমে, অবমানিত হইলে অহঙ্কার কমে, উৎপীড়িত হইলে অহঙ্কার কমে, কাহারও অধীন হইতে হইলে অহঙ্কার কমে। সেইজন্য বলি পরমেশ্বর ঘৃণাও জীবের মঙ্গলের জন্য সৃজন করিয়াছেন, তিরস্কারও জীবের মঙ্গলের জন্য সৃজন করিয়াছেন, অবমাননাও জীবের মঙ্গলের জন্য সৃজন করিয়াছেন, উৎপীড়নও জীবের মঙ্গলের জন্য সৃজন করিয়াছেন, অধীনতাও জীবের মঙ্গলের জন্য সৃজন করিয়াছেন। ১।

পরমেশ্বর মঙ্গলময়। তিনি অমঙ্গলের ভিতরদিয়াও মঙ্গল করিয়া থাকেন। ২।

(খ)

পুত্র মরিলে পুত্র পাওয়া যায় না। অথচ অধিক স্নেহ-মমতা বশতঃ পুত্রের মৃত্যুতে শোকে কাতর হইতে হয়। তবে অপুত্রক পুত্রলাভ না হওয়ায় আক্ষেপ করেন কেন? পুত্রলাভ যাঁহার হয় নাই, তাঁহাকে পুত্রশোক পাইতে হইবে না। অতএব সেইজন্য তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের দয়া আছে বলিতে হইবে। ১।

স্নেহময়ী মমতা অনেক কষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে। যাঁহার প্রতি স্নেহময়ী মমতা আছে তাঁহার বিয়োগে কতই কষ্ট পাইতে হয়, কতই শোক পাইতে হয়। ২।

জীবের মৃত্যু যদি না হইত তাহা হইলে জীবের যে পরিমাণে মমতা আছে তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক মমতাই থাকিত। ৩।

এক জীব অন্য জীবের মৃত্যু দেখিয়া বুঝিতে পারে পুত্র-কলত্র প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ নিত্য নহে। ৪।

পুত্র কলত্র প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ অনিত্য বোধ হইলে তাহাদের প্রতি মমতা অত্যন্ত অধিক থাকে না। ৫।

তোমার যাহাদের প্রতি মমতা আছে তোমার মৃত্যু হইলে তাহাদের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধও থাকিবে না। সুতরাং সেইজন্যই তাহাদের প্রতি তোমার মমতাও থাকিবে না। ৬।

(গ)

সচ্চিদানন্দ দর্শনে, সচ্চিদানন্দ স্পর্শনে, সচ্চিদানন্দের সেবায় যে সুখ হয় সে সুখের সঙ্গে সাংসারিক ভোগবিলাসের কোন সম্বন্ধই নাই। ১।

ভোগবিলাসের সঙ্গে যে সুখের সম্বন্ধ আছে তাহা দিব্য সুখ নহে। সে সুখে পরমভক্তের বীতরাগ। ২।

যে সুখের হ্রাস বৃদ্ধি নাই তাহাই নিত্য সুখ। ৩।

বৈরাগ্য।

(ক)

যাহাদের প্রতি তোমার অতিশয় মমতা তাহাদের কেহই তোমার সঙ্গে আসে নাই। তুমি বিশেষ চেষ্টা করিলেও তাহাদের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না। ১।

যখন তোমার সংসার অরণ্য বলিয়া বোধ হইবে, যখন তোমার জনপূর্ণ নগরীকেও অরণ্য বলিয়া বোধ হইবে তখনই তোমার প্রকৃত বৈরাগ্য হইবে। তখন তোমাকে কোন সাংসারিক আশক্তিই আকর্ষণ করিতে পারিবে না, তখন নাগরীক সৌন্দর্য্যেও তোমার মন বিমোহিত হইবে না। ২।

শ্মশানে কোন পরমাত্মীয়কে দাহ করিতে গেলে অতি পাষণ্ড, অতি দুশ্চরিত্র, অতি মন্দস্বভাব ব্যক্তিরও বৈরাগ্য হয়। যতক্ষণ সেই শ্মশানে থাকা হয় ততক্ষণই প্রায় বৈরাগ্য থাকে। সে বৈরাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া অতি অল্প লোকই গার্হস্থ্য পরিত্যাগে সক্ষম হইয়া থাকেন। ৩।

কোন সাত্ত্বিক প্রেমিকের যাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ প্রেম আছে সেই প্রেমাস্পদ ব্যক্তি যদি অন্যে অত্যন্ত রত হয়, তাঁহার প্রতি যদি সম্পূর্ণ বিরত হয় তাহা হইলে সেই প্রেমিকের বৈরাগ্য হইতে পারে। ৪।

অনুরাগ-ত্যাগ ও বৈরাগ্য আরম্ভের মধ্য-বর্ত্তিনী অবস্থাতে প্রেমিকের অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। বৈরাগ্যের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলে সে কষ্টে আর অভিভূত হইতে হয় না। ৫।

যদি বনবাস করিতে হয় যেন বৈরাগ্যবনে বাস করিতে পার। সে বনে কোন হিংস্র জন্তু নাই। সে বন যে নিরাপদ। সেজন্য সে বনে কোন ভয়ও নাই। সে বনে প্রবেশ করিলে কোন জৈব ভাবই থাকে না। ৬।

(খ)

ঈশ্বরের প্রতি প্রবল অনুরাগ বশতঃ বৈরাগ্য হইয়া থাকে। ১।

সর্ব্বত্যাগই পূর্ণ বৈরাগ্য। ২।

প্রকৃত বৈরাগ্যে মমতার লেশমাত্র নাই। তাহা ত্রিগুণের অতীত। ৩।

সত্ত্বগুণ হইতে বৈরাগ্য। বিষ্ণু সত্ত্বগুণের আধার। সেইজন্য বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবেরও সত্ত্বগুণ আছে। সেইজন্য বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব বৈরাগীও হইয়া থাকেন। ৪।

বৈরাগ্যদুর্গে যিনি অবস্থান করিতেছেন ষড়রিপু তাঁহার কি করিতে পারে? বৈরাগ্য-দুর্গ-দ্বারে জ্ঞান প্রহরী। সেইজন্য তথায় কোন রিপুরই অগ্রসর হইবার সামর্থ্য নাই। ৫।

প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় যাঁহার বিরাগবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাঁহার মমতাও ভস্মীভূত হইয়াছে। ৬।

পুরুষের বৈরাগ্য হইলে তাঁহাকে বৈরাগী বলা হয়। স্ত্রীলোকের বৈরাগ্য হইলে তাঁহাকে বৈরাগিণী বলা হয়। ৭।

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবে যাঁহারমমতা নাই তিনিই প্রকৃত বৈরাগী, তিনিই পরমেশ্বর দর্শনের উপযুক্ত। যাঁহার ধনসম্পদে মমতা নাই তিনিই বৈরাগী, তিনিই পরমেশ্বর দর্শনের উপযুক্ত। যাঁহার নিজ জীবনে পর্য্যন্ত মমতা নাই তিনিই প্রকৃত বৈরাগী, তিনিই পরমেশ্বর দর্শনের উপ-যুক্ত। যাঁহার সম্ভ্রমে স্পৃহা নাই, যাঁহার সম্ভ্রমে মমতা নাই তিনিই বৈরাগী, তিনিই পরমেশ্বর দর্শনের উপযুক্ত। ৮।

সাগর রাজার পুত্র অসমঞ্জ মহা সাধু ছিলেন। তিনি পিতৃরাজ্য-প্রাপ্তি আশা পরি-ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাত্মাগণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। তাঁহার মহাবৈরাগ্য ছিল। ৯।

দারিদ্র্যে যাঁহার কষ্ট বোধ হয় তিনি বদ্ধ জীব। ১০।

বৈরাগ্য বশতঃ যিনি দারিদ্র্য আশ্রয় করেন তাঁহার সে দারিদ্র্য ক্লেশ দায়ক হয় না। তাঁহার সে দারিদ্র্য বন্ধনও নহে। ১১।

রূপ-সনাতনের অনেক ধন ছিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই সে সমস্ত ধন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই সে সমস্ত ধন পরিত্যাগ করিয়া দারিদ্র্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। ১২।

পরমায়ু না থাকিলে ঔষধে পীড়া আরোগ্য হয় না। এ জন্মে যাহার বৈরাগ্য হইবার নয় সে অতি কঠোর সাধনা করিলেও তাহার বৈরাগ্য হইবে না। ১৩।

অজ্ঞান।

অগ্নি দাহ করে জানিলে তবে অগ্নিদাহ হইতে অব্যাহতি পাইবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা হইয়া থাকে। অজ্ঞান অনিষ্ট করে বোধ হইলে তবে অজ্ঞানজনিত অনিষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা হইয়া থাকে।

কৃপা।

তোমার সর্ব্বাঙ্গ বন্ধন করিয়া তোমাকে একটী গৃহে রুদ্ধ করিয়া সেই গৃহে অগ্নি প্রদান করিলে তুমি সেই অগ্নি হইতে অব্যাহতি পাইবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিলেও অব্যাহতি পাও না। তোমার সেই বিপন্নাবস্থায় কেহ যদি তোমার প্রতি কৃপা করিয়া তোমাকে উদ্ধার করেন তাহা হইলেই উদ্ধার হইতে পার। তোমাকে মায়ারজ্জু দ্বারা সম্যক প্রকারে বন্ধন করা হইয়াছে। তোমার সেই অবস্থায় তোমাকে মোহ-অর্গলিত সংসারগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। তোমাকে দগ্ধ করিবার জন্য অজ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা তোমার সেই বাসগৃহ দাহ করা হইতেছে। সেই অগ্নি হইতে তোমার বিশেষ ইচ্ছা এবং চেষ্টা দ্বারাও অব্যাহতি পাইতে পারিবে না। তবে যদি কেহ কৃপা করিয়া তোমাকে উদ্ধার করেন তবেই উদ্ধার হইতে পারিবে।

দিব্য অনুরাগ।

(ক)

প্রবৃত্তিরই অপর নাম অনুরাগ। নিবৃত্তিরই অপর নাম বিরাগ। ১।

ঈশ্বরে বিরাগ ব্যতীত অন্য কিছুতে অনুরাগ হয় না। ঈশ্বরে বিরাগ যাঁ'র তিনিই দুঃখী। ২।

ঈশ্বর ব্যতীত যে কোন বস্তুতে অনুরাগ হয় তাহাই দুঃখের কারণ হয়। ঈশ্বর ব্যতীত যে কোন বিষয়ে অনুরাগ হয় তাহাই দুঃখের কারণ। ৩।

অনেকেই দারিদ্র্যপ্রযুক্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বশতঃ ধনে যাঁহার বিরাগ হইয়াছে তিনি স্বেচ্ছায় নির্ধন হইয়া কি সুখেই আছেন! ১।

ঈশ্বরে অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার কর্ত্তা ঈশ্বর। ২।

(গ)

সচ্চিদানন্দ ব্যতীত যখন অন্য কাহারো প্রতি অনুরাগ থাকে না তখনি শান্তি লাভ হয়। কারণ সচ্চিদানন্দ অমর। তাঁহার মৃত্যুতে শোকজনিত অশান্তি ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। সচ্চিদানন্দে অনুরাগ থাকিলে কাহারো তিরস্কারজনিত অশান্তিও ভোগ করিতে হয় না। সচ্চিদানন্দের প্রতি অনুরাগ থাকিলে যে সকল কারণে অশান্তি হইয়া থাকে তেমন অসংখ্য কারণ বিদ্যমান থাকিলেও অশান্তি বোধ হয় না। ১।

এই অনুরাগই যদি ভগবানের প্রতি হয় তাহা হইলে এই অনুরাগকেই দিব্য অনুরাগ বলা যাইতে পারে। ২।

ভগবানের প্রতি যাঁহার অনুরাগ আছে তাঁহার অন্য কাহারও প্রতি অনুরাগ হইতেই পারে না। ৩।

কেবল ঈশ্বরেই যাঁহার অনুরাগ আছে ঈশ্বর ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য সকল বিষয়েই বিরাগ আছে। ৪।

পার্থিব সমস্ত বিষয়ে বিরাগ ব্যতীত পরমেশ্বরে অনুরাগ হয় না। "ঈশা অনুসরণ" নামক গ্রন্থেও ঐ মতের পোষকতা আছে। "Turn thee with thy whole heart unto the Lord, and forsake this wretched world, and thy soul shall find rest" ৫।

প্রেম।

প্রেমাশ্রুজলে যাঁহার চক্ষুদ্বয় সর্ব্বদাই আতট পরিপূর্ণ নদীর ন্যায় পরিপূর্ণ থাকে তাঁহাকেই পরম প্রেমিক বলিয়া জানিবে। ১।

সচ্চিদানন্দ বিষয়ক কথাতেই যাঁহার আনন্দ তাঁহারই সচ্চিদানন্দে বিশেষ প্রেম আছে। তাঁহার সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধীয় কথা ভিন্ন অন্য কথা অকথা বলিয়াই বোধ হয়। ২।

হরির প্রতি যাঁহার প্রেম আছে তাঁহার হরি নামেও আনন্দ। ৩।

(খ)

যাঁহার প্রতি স্নেহ আছে তাঁহারই প্রতি মমতা আছে। ১।

শ্রীকৃষ্ণে মমতা হইলে অন্য কিছুতেই মমতা থাকে না। ২

শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কাহারো উত্তম রূপ-গুণ নাই। তাঁহার রূপ-গুণে যিনি মোহিত হইয়াছেন তিনি অন্যের রূপ-গুণে মোহিত হন না। ৩।

অপার্থিব যে প্রেম তাহাই দিব্যপ্রেম, তাহাই শুদ্ধ প্রেম। ৪।

সৌন্দর্য্য, যৌবন এবং কোন সদ্‌গুণের প্রতি অনুরাগ বশতঃ যে প্রেম স্ফুরিত হয় নাই তাহাই প্রকৃত প্রেম, তাঁহাই নিত্যপ্রেম। ৫।

(গ)

জীবের জীবের প্রতি মোহময় প্রেম। ১।

প্রেমে মমতা, যত্ন, আদর আছে। ২।

শুদ্ধ প্রেম বশতঃ যে মততা তাহা সাধারণ নহে। সে মমতা ঈশ্বরের প্রতিই হইয়া থাকে। ৩।

শুদ্ধ প্রেমিক প্রেমাস্পদের প্রতি রাগ করেন না। ৪।

যাঁহার কৃষ্ণে প্রেম নাই তিনি কৃষ্ণপ্রেমের মর্ম্ম গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ। কৃষ্ণদর্শনে যে কি অপূর্ব্ব ভাবোদয় হয় তাহাও তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় না। ৫।

শ্রীকৃষ্ণকে যিনি ভালবাসিয়াছেন তাঁহার অন্য কাহারও প্রতিই ভালবাসা হয় না। ৬।

(ঘ)

এইবার দেহধারণে তোমার ভগবানের প্রতি প্রেম হইয়াছে। তুমি বারম্বার দেহধারণ করিলেও তোমার ভগবানের প্রতি প্রেম থাকিবে। ভগবান যে তোমার প্রেমাস্পদ, তোমার বারম্বার দেহত্যাগ হইলেও বিস্মৃত হইবে না। ১।

ভগবানের প্রতি যে প্রেম তাহা দিব্যপ্রেম, তাহা শুদ্ধপ্রেম, তাহা নিত্যপ্রেম। ২।

প্রেম ও বিরহ।

প্রেমাস্পদের অভাব বোধই বিরহ। ১।

বিরহ বোধ না হইলে প্রেম বৃদ্ধি হয় না। ২

পুত্র কলত্র প্রভৃতির বিরহে যে ক্রন্দন তাহা মায়িক ক্রন্দন। সচ্চিদানন্দ এবং তাঁহার ভক্তগণের বিরহে যে ক্রন্দন তাহা অমায়িক ক্রন্দন। ৩।

যে প্রেমের সঙ্গে বিরহের সংস্রব আছে সে প্রেম হইতে নিরানন্দও স্ফুরিত হয়। ৪।

যখন প্রেমবশতঃ বিরহ বোধ হয় তখনই নিরানন্দ বোধ হয়। যখন প্রেমিক-প্রেমাস্পদের পরস্পর সম্মিলন হয় তখনই আনন্দ সম্ভোগ হইতে থাকে। ৫।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহার প্রেম আছে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহারও বিরহ বোধ হয়। ৬।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম হইলে সেই প্রেমকেই দিব্যপ্রেম বলা যায়। সেই দিব্যপ্রেমের অন্তর্গত দিব্যধ্যান। ৭।

প্রত্যক্ষ যে প্রেমাস্পদের দর্শন করা হইতেছে তাঁহার জন্য বিরহই হইতে পারে না। অতএব তাঁহাকে ধ্যান করিবারই প্রয়োজন হয় না। ৮।

রাস।

(ক)

যে ব্যক্তি কুলে অবস্থান করিতেছে সেই ব্যক্তিই মায়াবরণে আবৃত। কোন বস্তু আবৃত থাকিলে তাহা দৃষ্ট হয় না। তোমার শরীর অন্ধকারে আবৃত হইলে তাহা তোমার দৃষ্টি-গোচর হয় না। অন্ধকাররূপই বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত থাকিলে দৃষ্টিগোচর হয় না। মায়ারূপ অন্ধকারবস্ত্রে আত্মা আবৃত থাকিলে তিনিও আপনাকে দর্শন করিতে সক্ষম হন না। আত্মার জীবত্বই তাঁহার আপনাকে জানা সম্বন্ধে বিশেষ আবরণ। আত্মার জীবত্বকেই আত্মার মায়ারূপ আবরক বস্ত্র বলা যায়। সেই স্বরূপগুপ্ত আত্মাগোপী যখন কুল পরিত্যাগে আত্মসংযমনী ভক্তি-যমুনাতে অবতরণ করিতে সক্ষম হন তখনই তিনি মায়ারূপ আত্মাবরক বস্ত্র ও কুল পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন। ভক্তিযমুনাতে অবতরণের পরে আর যদি না কুলস্থ হইতে হয় তাহা হইলে আর মায়াবস্ত্রে আবৃত হইতেও হয় না। কুলের যোগ্য মায়াবস্ত্র সেই কুলেই পড়িয়া থাকে। আর তার অনুসন্ধানও করিতে হয় না। ১।

শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় কৃপা ব্যতীত কোন আত্মগুপ্ত জীবাত্মাগোপীই সংযমনী ভক্তিযমুনার কুলে আত্মার আবরক মায়াবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সংযমনী ভক্তিযমুনা নদীতে চিরকালের জন্য অবগাহন করিতে পারে না। ২।

অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যে যমও একটী অঙ্গ। সেই যোগাঙ্গ যমে যে শক্তি অধিষ্ঠিত ও ব্যাপৃত তাহাই যমুনা। ৩।

প্রেমে মত্ততা আছে। কদম্ববৃক্ষও মত্ততার কারণ। কদম্ব বৃক্ষের অংশ যে কদম্বপুষ্প তাহা হইতে যে কাদম্বরীসুরা ক্ষরিত হয় তাহাতে মত্ততা আছে। সেই জন্যই রূপক স্বরূপ প্রেমকে কদম্ব বৃক্ষ বলা যাইতে পারে। ৪।

প্রেমকে কেলিকদম্ব বলিবার কারণ কেলি অর্থে বিহারও বলা যাইতে পারে। প্রেমে কৃষ্ণ বিহার করেন। সেই জন্যই রূপকে প্রেমকে কেলিকদম্ব বলা হইতে পারে। ৫।

কৃষ্ণ প্রেমবিহারী পরমপুরুষ। ৬।

যে কৃষ্ণের প্রেমে বিহার তিনি প্রেমময়ও বটেন। লৌহতে অগ্নির বিহার হইলে লৌহ অগ্নিময়ই হয়। ৭।

(খ)

শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের রাসের বিবরণ আছে তাহাও সত্য এবং তিনি পরমাত্মারূপে জীবাত্মা-রাধার সহিত যে রাস করেন তাহাও সত্য। শুদ্ধভক্তের মধ্যেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিত্যরাস করিয়া থাকেন। তাহা সেই ভক্ত উপলব্ধিও করেন। ১।

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে রাসবিহারও করিয়া ছিলেন। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ

মানব শরীরী হইয়া অমানবের মতন কত কার্য্যই করিয়াছিলেন।

পুরুষ পরমেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। সেই জন্য তিনিই পুরুষ। পুরুষের অধীন প্রকৃতি। প্রকৃতির স্বাধীনতা নাই। সেইজন্য পুরুষকেই স্বামী, পতি ও নাথ বলা হইয়া থাকে। পুরুষের সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন না। যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার শক্তি যাহার বা যাহাদের নাই তাহাকে বা তাহাদেরই প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। জীব সম্পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অধীন। সেইজন্য সেই অধীনতানিবন্ধন প্রত্যেক জীবকেই প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। জীব পুরুষ-শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান ও নহে। সেই জন্যও জীবকে প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। জীবকে প্রকৃতি কেন বলা যাইতে পারে তাহা প্রমাণ করা হইল। কিন্তু জীবকে গোপী কেন বলা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। গোপন শব্দ হইতে গোপী শব্দ। যিনি গুপ্তা অথবা যিনি গোপনবিশিষ্টা তিনিই গোপী। আত্মা মায়ারূপ আবরণে গুপ্ত। সেইজন্য তিনি নিজের পক্ষে পর্য্যন্ত গোপী। সেই আত্মা-গোপী যখন কুলে মায়াবস্ত্র বা আবরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযমনী ভক্তিযমুনাতে অবগাহন করেন তখনই তিনি প্রেমরূপ কেলিকদম্ব আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। অথচ মায়ার আবরণে দীর্ঘকাল থাকা প্রযুক্ত মায়িকতা সংস্কার বশতঃ সেই ভক্তিযমুনা হইতে উঠিয়া প্রেমাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণপরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না। মায়িকতা সংস্কার বশতঃ কৃষ্ণের কাছে যাইতে ভীত ও লজ্জিত হন। কৃষ্ণ যখন নিজ প্রভাবে সেই ভীতা ও লজ্জিতা জীবাত্মা-গোপীর ভয় ও লজ্জা তিরোহিত করেন তখনই তাহার পূর্ব্বসংস্কারের লোপ হয় ও অনাবৃতভাবে সেই প্রেমকদম্বপাদপাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় ও প্রাপিকা আরাধনাশক্তি প্রভাবে সেই জীবাত্মা-গোপী রাধিকা হইয়া সেই ব্রহ্মকৃষ্ণের সহিত একীভূত হন। সেই উভয়ের একীভূতঅবস্থাই রাধাকৃষ্ণের সম্মিলন, সেই উভয়ের একীভূতাবস্থাকেই "unification with the Deity" বলা হইয়া থাকে, সেই একীভূতই রাধাকৃষ্ণ মিলিত চৈতন্য। সেই চৈতন্য-লীলা যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই রাধাকৃষ্ণের মধুর রাসবিহার কি তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। ৩।

(গ)

দেহ-সম্বন্ধে যে পতি তাহার পতিত্ব ঘোচে। কৃষ্ণ আমার আত্মা সম্বন্ধীয় পতি, কৃষ্ণ আমার আত্মার পতি। শ্রীকৃষ্ণ যে "Supreme Lover of my Soul." তিনি যে পরমাত্মারূপে নিয়ত আমাতে রহিয়াছেন। আমি-আত্মার সেই পরমাত্মা-কৃষ্ণের সহিত যে তন্ময়তা হইয়াছে। তাঁহার সহিত যে আমি নিত্য সম্মিলিত। আমি যেমন আমার বিরহ বোধ করি না আমি তদ্রূপ তাঁহার বিরহও বোধ করি না। ১।

পাতঞ্জলদর্শনের মতে আত্মা দৃক্‌শক্তি অভিধান এবং ব্যাকরণ অনুসারে শক্তি স্ত্রীলিঙ্গ সেইজন্য পাতঞ্জলীয় দৃক্‌শক্তিও অস্ত্রীলিঙ্গ নহেন। ইংরাজী ভাষায় জীবের মধ্যে যে আত্মা আছেন তাহাকে সোল্ (Soul) বলা হয়। 'Of the Imitation of Ohrist' নামক গ্রন্থ অনুসারে সেই সোল্ (সেই আত্মা) স্ত্রী লিঙ্গ।

রাধাকৃষ্ণ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের হেরি অপূর্ব্ব মিলন।
বিশুদ্ধ মধুর ভাবে হয় আলিঙ্গন,
(তাহা) কাম সম্পর্করহিত, শুদ্ধপ্রেমে সম্পর্কিত,
সে পরম প্রেমযোগে শ্রীরাধা যোগিনী;
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅঙ্গসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনী।
(তাঁর) শ্রীযৌবনসিন্ধুনীরে আনন্দলহরী,
(কত) মহাভাবের তরঙ্গ মোহিনী মাধুরী!
সে মাধুরী মনোরমা, পরেশেরও প্রিয়তমা,
তাহাতে পরাসুষমা নয়নরঙ্গিণী!
শান্তিমতী কান্তিমতী মতি উন্মাদিনী!
মনোহর শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব লাবণ্য,
সে মোহন শ্রীলাবণ্য শ্রীভক্ত শরণ্য,
মনোহরা মধুমতী, বিনোদিনী বিভাবতী,
সে লাবণ্যে পরাসতী পরমশিবানী,
পরমা সুন্দরী গৌরী শিবস্বরূপিণী।
(তাঁর) শ্রীপদ পরিসেবিত অমল অনিল,
তাপিত হৃদয় প্রাণ করে সুশীতল,
পরম ভাব কুসুম, শ্রীমতীতে নিরুপম!
পরম শ্রীপদরাজে ভক্তিসরোজিনী,
পরিমলে পূর্ণ তাহা প্রাণ প্রমোদিণী।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎজ্ঞানানন্দ অবধূত।

রাধা।

অপ্রাকৃত শ্রীমদনে সুরতিসঙ্গিনী,
পরম সুপ্রেমযোগে পরমা যোগিনী।
সে মদন উন্মাদন, শুদ্ধ প্রেমে নিমগন,
সে মদনে উন্মাদিনী কৃষ্ণবিনোদিনী,
তাহা সুরতি সংযোগে কৃষ্ণ আকর্ষিণী।
সুন্দর সুপ্রেমযোগ, নহে বিকৃত সম্ভোগ,
সে পরম প্রেমযোগে পরা-আহ্লাদিনী,
শ্রীমতী শ্রীপরাভক্তিপতিতপাবনী।
মদনকদনে নহে শ্রীরাধা কদিত,
প্রফুল্লকুসুম সম সদা বিকসিত।
সুপ্রেম মধুপূরিত, কৃষ্ণানন্দে আবেশিত,
মোহন শ্রীমধুকর তাহে আকর্ষিত,
পরম পুলকে প্রাণ কোকিল কূজিত।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎজ্ঞানানন্দ অবধূত।

বিবিধ।

অবিদ্যাবতী, অধনবতী, অসম্ভ্রমবতী এবং অসদ্গুণবতী যুবতী নারী মহাবিদ্বান, মহাধনবান, মহাসম্ভ্রমশালী অত্যুচ্চপদস্থ কোন রাজকর্ম্মচারী নানা সদ্গুণসম্পন্ন স্বীয় পতিকে মহা বশীভূত করে, ক্রীতদাস করে, মহাবাধ্য করে। সে আপনার পতিকে ধন প্রদান করে না। বরঞ্চ সে আপনার পতির সমস্ত ধনের—সমস্ত সম্পত্তির এমন কি পতির মন, প্রাণ এবং দেহ প্রভৃতির অধীকারিণী পর্য্যন্ত হয়। সে ঐ প্রকার অধিকারিণী হয় কোন্ গুণে? অবশ্য তাহার ঈশ্বর প্রদত্ত কোন প্রভাব আছে। সেই প্রভাবে তাহার ঐ প্রকার শক্তি। সেই জন্যই কোন কোন শাস্ত্রে প্রকৃতিকে মহাশক্তির অংশ বলা হয়। সেই জন্য প্রচলিত বঙ্গভাষায় প্রকৃতিকে বা নারীকে 'মেয়ে' অর্থাৎ মায়া বলা হয়। প্রকৃতি বা নারী প্রকৃত মায়ারূপী সে

বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যেহেতু নারীতে অনেক পুরুষেরই মন আবদ্ধ, সেহেতু নারী বা প্রকৃতি অনেক অবিবেকী পুরুষেরই মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। সেই জন্য নারী বা প্রকৃতি মায়ার অংশ মায়া। ১।

কোন প্রদীপ একস্থলে থাকিলে, সে প্রদীপের চতুষ্পার্শ্বে কি সেই প্রদীপস্থ শিখা হইতে আলোক ব্যাপ্ত হয় না? সেই দীপশিখাপেক্ষা তাহা হইতে নিসৃত আলোককে বৃহৎ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমদীপ গোলোকে রহিয়াছেন। তাঁহার আলোকে বা জ্যোতিরূপ শক্তি সর্ব্বত্রে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

উপরের গৃহে একটা দীপে অগ্নি-শিখা প্রকাশিত রহিয়াছে। সেই একই শিখা হইতে বহু দীপে বাহু শিখা প্রকাশিত হইতে পারে। সেই সকল শিখা-সমন্বিত দীপ সমূহের মধ্যে কোন দীপ সর্ব্ব নীচের গৃহেও আনীত ও স্থাপিত হইতে পারে। অথচ সেই আনীত দীপশিখার সহিত উর্দ্ধ গৃহের দীপশিখার কোন সম্বন্ধ থাকে না। ঐ প্রকারে গোলোকরূপ উপরের গৃহের কৃষ্ণরূপ পরম দীপশিখা হইতে বহু পরম দীপশিখা প্রকাশিত হইতে পারেন। সে সকলের কোনটি এই পৃথিবী বা ভূলোকরূপ নিম্ন গৃহে অবতীর্ণ হইতে পারেন অথচ সেই উর্দ্ধস্থ গোলোক নামক পরম গৃহের সেই কৃষ্ণরূপ পরম দীপের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। ২।

শ্রীমদ্ভাগবতে এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দোল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। ঐ দুই গ্রন্থে রাস সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। ৩।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশ্য ভাবে রাধা নাম নাই, তাঁহার কোন সখীর নামও নাই। রাধা এবং তাঁহার সঙ্গীগণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তর খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের রাস বিষয়ে বিশেষ বিবরণ নাই। রাস সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সংক্ষিপ্ত রাস বিবরণ আছে মাত্র। ৪।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে গঙ্গাই সে চন্দ্রাবলী। শিবরূপে রাধা সেই গঙ্গা-চন্দ্রাবলীকে নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য প্রকৃত পক্ষে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কৃষ্ণের গমনে রাধার অভিমান, দুঃখ এবং হিংসা হইতে পারে না। তবে লীলা বশতঃ তিনি অনেক প্রকার ভাব এবং কার্য্যই প্রদর্শন করিতে পারেন। ৫।

কত লোকের রচিত পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিয়া, কত শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হইয়া, তবে বিদ্যালাভ হয়। অধিক বিদ্যালাভ হইলে, যে সকল গ্রন্থ পড়িয়া বিদ্যালাভ হইয়াছে, সে সকল গ্রন্থ হইতেও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বা গ্রন্থসকল রচনা করা যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও প্রথমত অনেক ধার্ম্মিকের নিকট অনেক ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে হয়। ঐ সকল ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়া, ঐ সকল ধার্ম্মিকের নিকট শিক্ষিত হইয়া জ্ঞান লাভ হইলে আর কোন ধর্ম্ম পুস্তক পড়িবারও আবশ্যক হয় না এবং কোন ধার্ম্মিকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিবারও আবশ্যক হয় না। নিজেই কত ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন। শাস্ত্রীয় জ্ঞান সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান। সে জ্ঞানে শাস্ত্র ব্যতীত উপদেশ দিবার উপায় নাই। ব্রহ্মজ্ঞান অনন্ত জ্ঞান। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীতে সে জ্ঞান-সম্ভূত কত দিব্য উপদেশ সকল স্ফুরিত হয়। সে সকল উপদেশ কোন শাস্ত্রে নাই। নানা শাস্ত্রে ঐ জ্ঞান সম্ভূত কতকগুলি উপদেশ আছে মাত্র। শাস্ত্র সকলও ব্রহ্মজ্ঞান-সম্ভূত! অনন্ত জ্ঞান সম্ভূত সমস্ত কথা কোন একখানি বা বহু সীমা-বিশিষ্ট শাস্ত্রে থাকিতে পারে না। এইজন্য বলি শাস্ত্র সমূহ ব্যতীত আরও অনেক কথা

বলিবার আছে এবং আরও অনেক কথা চিরকাল বলিবার থাকিবে। অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞান-সম্ভূত সকল কথাই, সকল বিবরণই, কোনকালে বলা শেষ হইবে না। ৬।

ঐ বনে কত প্রকার বৃক্ষ রহিয়াছে। ঐ সকল বৃক্ষের মধ্যে এরূপ কতক বৃক্ষ আছে, যে সকল দ্বারা কত উৎকট পীড়া আরোগ্য হয়। যাঁহারা ঐ বৃক্ষ সমষ্টির মধ্যে কোন্‌গুলি উৎকৃষ্ট, পীড়া-নিবারক জানেন না, তাঁহারা সেগুলিকেও সাধারণ বৃক্ষ সকলের মতন জানেন। মনুস্য সমূহের মধ্যে কত গুপ্ত মহাপুরুস সকল রহিয়াছেন। তাঁহাদের চিনিতে পারিলে মানসিক উৎকট পীড়া সকল নিবারিত হইতে পারে। যদ্যপি তাঁহারা কৃপা পরতন্ত্র হইয়া পতিত জীবদিগের প্রতি কৃপা করেন তাহা হইলে জীবগণের ভবরোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য হইতে পারে। তাঁহারা নিজগুণেও কত জীবের মানসী পীড়া নিবারণ সম্বন্ধে সাহায্য করেন। সেইজন্য তাঁহাদিগের দয়ার তুলনা নাই। কোন প্রকারে তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির শরণাপন্ন হইতে পারিলে শ্রীভগবানও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কোন রাজার মন্ত্রীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে সেই রাজার প্রসন্নতাও লাভ করা যায়। ভগবানের ভক্ত কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ কোন জীবের প্রতি প্রসন্ন হইলে, সেই প্রসন্নতা দ্বারা শ্রীভগবানকেও প্রসন্ন করা যায়। ভগবান সুপ্রসন্ন হইলে অন্য কোন প্রকার পার্থিবী চিন্তাই থাকে না। যেহেতু ভগবানের একটী নাম যে "চিন্তাহরণ"। সেই চিন্তাহরণ ভগবানের অহেতুকী দয়ালাভ করিলে অবশ্যই নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়। যিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন তাঁহার অসুখ এবং অশান্তর সহিত কোন সংস্রবই নাই। ৭।

অদ্বৈতবাদের মধ্যেও দ্বৈতবাদ দেখাইতে হইলে, সেই অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন না করিলে, তন্মধ্যস্থ দ্বৈতবাদ দেখাইবার সুবিধা হয় না। আমরা সেইজন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রণীত অপরোক্ষানুভূতিনামক গ্রন্থে এবং তাঁহার আত্মবোধনামক গ্রন্থে দ্বৈতবাদ দেখাইবার সময়ও আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐ গ্রন্থদ্বয় খণ্ডন করিতে হইয়াছে। আমরা ঐ প্রকার খণ্ডন ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রতি অশ্রদ্ধা কিংবা অভক্তিবশতঃ করি নাই। তাঁহাকে আমাদের ভ্রান্ত বলিয়াও বিশ্বাস নাই। তাঁহার সকল গ্রন্থই যে সত্যে পরিপূর্ণ আমাদের তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। তাঁহার সময় হইতে তাঁহার গ্রন্থাবলী কেবল মাত্র অদ্বৈতবাদীদিগের উপযোগী হইয়া আসিতেছে। আমরা ঐ সকল গ্রন্থকে দ্বৈতবাদীদিগের পক্ষেও উপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে, আমরা ঐ সকল গ্রন্থকে ভক্তগণের পক্ষেও উপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সকল গ্রন্থের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া, ঐ সকল গ্রন্থেও যে দ্বৈতবাদ, ঐ সকল গ্রন্থেও যে ভক্তিভাবের পরিচয় আছে আমরা সাধ্যমত তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। আমাদের ইচ্ছা ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অদ্ভুত গ্রন্থাবলী দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর পক্ষেই সমানোপযোগী হয়। আমাদের ইচ্ছা সেই সকল অমূল্য নিধি যেন শুদ্ধজ্ঞানী এবং শুদ্ধভক্তগণের পক্ষে সমভাবে উপযোগী হয়। তাঁহার রচিত গঙ্গা প্রভৃতি দেবীগণের স্তবে আকারোপাসনার বিশেষ মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য-বিষয়ক 'শঙ্করদিগ্বিজয়ম্' গ্রন্থ পাঠ করিলে তিনি যে সাকারোপাসনার অবজ্ঞা করিতেন না তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি সাকার চণ্ডালরূপ-বিশিষ্ট বিশ্বনাথকে কাশীধামে পূজা করিয়াছিলেন, স্তব করিয়াছিলেন, একথা যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা কখনও তাঁহাকে কেবল নিরাকারবাদী বলিয়া উল্লেখ করেন না। তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে এবং তাঁহার

'আত্মবোধ' নামক গ্রন্থেও তাঁহার সাকার-বাদিত্বের পরিচয় আছে। আকার এবং সাকারের সত্যতা সম্বন্ধে মৎ-প্রণীত **"সিদ্ধান্ত দর্শন"** নামক গ্রন্থে অনেক কথাই প্রকাশিত আছে। প্রসঙ্গ-বাহুল্য-ভয়ে তৎসম্বন্ধে এই স্থলে কহা হইল না। ৮।

যে সময়ে যে প্রকার ধর্ম্মমত প্রচারের আবশ্যক হয়, সেই সময়ে সেই মত প্রচার করিতে হয়। ভগবান শঙ্করারার্য্যের সময়ে জগতে অদ্বৈত'মত প্রচারেরর প্রয়োজন হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি সেই সময়ে অদ্বৈতমতই বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার অদ্বৈতমতের গ্রন্থাবলীর মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে দ্বৈতবাদ রাখিয়াছিলেন। সেইজন্যই আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতেও দ্বৈতবাদের পরিপোষক শ্লোক সকল আমাদের নানা প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিতে সক্ষম হইয়াছি এবং পরেও সক্ষম হইতে পারি। ত্রিকালদর্শী ভগবান শঙ্করাচার্য্য জানিতেন যে জগতে কোন সময়ে অদ্বৈতবাদের মধ্যেও দ্বৈতবাদ দেখাইতে হইবে, তিনি জানিতেন যে বর্ত্তমান কালে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ও প্রদর্শন করিতে হইবে। সেই জন্যই সেই পরমকারুণিক শঙ্কর ভগবান ঐ প্রকার সমন্বয় করিবার উপযোগী শ্লোক সকলও কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার অদ্ভুত গ্রন্থ সকলে নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। ৯

কোন প্রকার মতকে খণ্ডন করিতে হইলে, তাহাকে নানা প্রকারে খণ্ডন করিতে পারা যায়। সেই মতকে খণ্ডন করিতে হইলে, সেই মত দ্বারাই খণ্ডন করিতে পারিলে উত্তম হয় কোন মতের গ্রন্থ খণ্ডন করিতে হইলে, সেই গ্রন্থ হইতেই নানা যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া, তাহা খণ্ডন করিতে হয়। তদ্দ্বারা সেই খণ্ডিত গ্রন্থপাঠকবর্গের অধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। সেই গ্রন্থকে খণ্ডন জন্য, সেই গ্রন্থ হইতেই খণ্ডন করিবার যোগ্য নানা প্রকার যুক্তি না হইলে, সেই গ্রন্থ যাঁহার রচিত, তাঁহার যদ্যপি অন্যান্য গ্রন্থ থাকে, তাহা হইলে সেই সকল গ্রন্থ হইতে যুক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সেই গ্রন্থকে খণ্ডন করিতে হয়। সেই সকল গ্রন্থ হইতেও খণ্ডন করিবার উপকরণ সকল না পাইলে, সেই গ্রন্থে যে মতের সমর্থন আছে, সেই মতের অন্যান্য গ্রন্থ সকল হইতে খণ্ডনোপযোগিনী যুক্তি সকল গ্রহণ করিয়াও সেই গ্রন্থকে খণ্ডন করা যাইতে পারে। অভাবে অন্যান্য মতের গ্রন্থ সকল হইতে খণ্ডনোপযোগিনী যুক্তি সকল সংগ্রহ করিয়া সেই গ্রন্থকে খণ্ডন করা যাইতে পারে। অভাব পক্ষে খণ্ডনকর্ত্তা নিজের মতানুসারেও সেই গ্রন্থকে সঙ্গত যুক্তি সকল দ্বারা খণ্ডন করিতে পারেন। ১০।

নানা প্রকার লোকের সংসর্গ করিলে সরলতা থাকিলেও ক্রমে সেই সরলতার হ্রাস হইতে থাকে। অবশেষে তাহা লুপ্তও হইতে পারে। যে যে প্রকার লোক, তাহার মনোমত কথা বলিতে হইলে, সরলতা রক্ষা হয় না। আবার তাঁহাদের নিকটে নিজের সরলতানুসারে কথা কহিতে হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট, অনেকেই ক্রুদ্ধ অথবা অনেকেই দুঃখিত হইতে পারেন। সেইজন্য আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে হইলে কেবলমাত্র নিজ গুরুদেবের সংসর্গ হইলেই ভাল হয়। তাহা হইলেই প্রকৃত

উন্নতি হইয়া থাকে। তাহা হইলেই নিজের স্বভাব বিকৃত হয় না। তাহা হইলেই নিজের স্বভাবকে প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কালিমা দ্বারা রঞ্জিত করিতে হয় না। ১১।

সুর অর্থে দেবতা। মানব সুর নহে। সেই জন্য মানবকেও অসুর বলা যায়। বাস্তবিক মানবদিগের মধ্যে অনেকেরই আসুরিক স্বভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের সেইজন্য আসুরিক সম্পদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য। সেইজন্য তাঁহাদের সেই সম্পদেই বিশেষ অনুরাগ। তাঁহাদের আসুরিক স্বভাব বশতঃ দৈবসম্পদে আস্থা হয় না। ১২।

—*—

"বিরাম"

বিরাম-বিহীন এ দীরঘ যাত্রা,
হবে কি কখনো শেষ ?
লক্ষ্য বিহীন ছুটেছি কোথায়,
জানিনা কোথা সে দেশ।
চারি দিকে আর দেখিনা কোথায়,
একটু আলোর লেশ।
অন্ধকার ক্রমে আসিতেছে ঘিরে,
পরিয়া নিজের বেশ ॥
জানিনা কোথা সে আলোক লভিব,
কতদূরে কোন খানে।
যে আলোক মোরে লয়ে যাবে ধীরে,
আমার গন্তব্য স্থানে ॥

সহে নাতো প্রাণে আর এ প্রবাস,
রয়েছি অনেক দিন।
শুধু অন্ধ কারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
হতেছি শকতি-হীন ॥
কোথা প্রেম-ময় এস দয়া করে
জ্ঞানানন্দ রূপ ধরি।
গিয়ে নিজ ধামে লভিব বিরাম,
স্মরি ও চরণ তরি ॥

অভাগা।

শ্রীঅমূল্যমোহন চৌধুরী।

শ্রীশ্রীনিত্যনাম মাধুরী। (১)

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত ॥ ছান্দোগ্য ১।১।

হে আমার প্রিয়তমের প্রাণারাম পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্যমুক্ত স্বপ্রকাশ নাম! তুমি স্বকীয় কৃপাবলে যাঁহাদের প্রাণে তোমার মাধুর্য্য প্রকটিত করিয়াছ, যাঁহারা তোমার প্রাণাকর্ষী আহ্বানে তোমার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারাই তোমাকে ধরিতে, বুঝিতে ও আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন। শ্রীভগবান ও তুমি অভিন্ন; তাই তোমার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ অনুভব করিয়া রসিক ভক্ত আনন্দে আত্মহারা হন। তুমি যে আমার প্রিয়তমের লীলারসে ডুবিবার একমাত্র সহায়; তোমাকে কত আদর করিয়া তিনি সর্ব্বাঙ্গে চন্দনবৎ মাখিয়া রাখিয়াছেন তাই তিনি "স্বনামপ্রিয়"। তোমাকে না হইলে যে তাঁহার জীবের প্রাণের ভিতর উকি দেওয়া সম্ভব হয় না আবার জীবও যে তোমার পথ্যর অন্তর্নর্ত্তনব্যতীত তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে

(১) শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রে শ্রীযুক্ত রূপগোস্বামী লিখিয়াছেন "বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং"। ইহার টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন "বাচ্যঃ বিভুচৈতন্যানন্দাত্মকো বিগ্রহঃ পরেশঃ। বাচকঃ কৃষ্ণগোবিন্দেত্যাদিকো বর্ণপ্রচয়ঃ।" অর্থাৎ হে নামন্! বাচ্য অর্থাৎ বিভুচৈতন্যানন্দাত্মক বিগ্রহ এবং বাচক অর্থাৎ কৃষ্ণগোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক আপনার দুইটী স্বরূপ এই জগন্মণ্ডলে শোভা পাইতেছে। শ্রীভগবানের জ্ঞানানন্দময় তনুও নামময়। নাম ঘনীভূত হইলেই রূপ ও লীলাকারে প্রকাশ পায়। নাম সূক্ষ্ম, রূপ স্থূল। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা সমস্তই ক্লীংবীজময়; যথা :—

"ককারঃ নায়কঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
ঈকারঃ প্রকৃতিঃ রাধা মহাভাবস্বরূপিণী ॥
লকারানন্দাত্মকঃ প্রেমসুখঞ্চ পরিকীর্ত্তিতং।
চুম্বনাশ্লেষ মাধুর্য্যং বিন্দুনাদং সমীরিতং ॥

অর্থাৎ ক-কার সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ, ঈকার মহাভাব স্বরূপিনী প্রকৃতি রাধা, ল-কার এই নায়ক-নায়িকার মিলনাত্মক প্রেমসুখ এবং নাদ ও বিন্দু উভয়ের বিলাস-ভাবদ্যোতক মাধুর্য্যামৃতসিন্ধু।

নাম হইতে বিশ্বসৃষ্টি, যথা :—"গোপালতাপনীশ্রুতৌ নামময়-অষ্টাদশাক্ষর-প্রসঙ্গে ব্রহ্মবাক্যম্। তেম্বক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রকাশয়মিতি। অত্রাবরকালজাত-শব্দাদিময়জগৎকারণত্বেন তদ্বৈলক্ষণ্যাৎ স্বতঃসিদ্ধত্বং তথা ভগবৎ-স্বরূপাভিন্নত্বঞ্চ তদ্বৈলক্ষণ্যং নাম্নঃ"—শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ।

ইহার অর্থ :—গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে ব্রহ্মা নামময় অষ্টাদশ অক্ষর-(শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র) প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "এই সমস্ত অক্ষরেতে আমি ভবিষ্যদ্ জগদ্রূপ প্রকাশ করিয়াছিলাম" শ্রীভগবানের নাম, পশ্চাৎ উৎপন্ন শব্দাদিময় জগৎকারণ বলিয়া প্রাকৃতকল্পনাময় নাম হইতে বিলক্ষণ অতএব স্বতঃসিদ্ধ। নাম শ্রীভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন ইহাও প্রাকৃত বস্তু হইতে বিলক্ষণ।"

ক্লীঁ বীজ হইতে বিশ্ব-সৃষ্টি; যথা :—

লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জল-সম্ভবঃ।
ঈকারাদ্বহ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুঃ প্রজায়তে।
বিন্দোরাকাশসম্ভূতিরিতি ভুতাত্মকং বীজম্ ॥

ক-কার হইতে জল, ল-কার হইতে পৃথিবী, ঈকার হইতে বহ্নি, নাদ হইতে বায়ু ও বিন্দু হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে।

পারেনা ; তুমি জীব ও শ্রীভগবানের মিলন-সূত্র। হে আমার লীলাময়ী, জীবের একমাত্র শরণ্যা দূতী! তুমি জীবের সঙ্গে শ্রীভগবানের ও শ্রীভগবানের সঙ্গে জীবের পরিচয় করাইয়া দিয়া নিত্যমিলনানন্দ সম্ভোগ করাইতেছ। তুমি মলিন জীবের কাণে কাণে শ্রীভগবানের অনন্ত গুণের কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া উন্মাদ করিতেছ আবার জীবের সামান্য একটু প্রীতিকেও অনন্তগুণিত করিয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রচার করতঃ তাহাকে আপনার বলিয়া অঙ্গীকার করাইতেছে। এমন কৃপাময়ী তোমাকে যে আপনার বলিয়া বুঝিলনা তাহার নিকটত এই অপূর্ব্ব সহজ যোগসূত্র চিরদিনই অপ্রকাশিত রহিয়া গেল। হে আমার হরিবক্ষোবিলাসিনি! তুমি চিরদিনই শ্রীহরিপ্রিয়া, তুমি শ্রীহরির বাঞ্ছা-পূরণের জন্য নিজ নৃত্য-ভঙ্গীতে বিশ্বরূপবৈচিত্র্য প্রকাশিত করিয়াছ। (২) তুমি জ্ঞানানন্দময়ী, তোমার প্রত্যেক স্পন্দনে বিশ্বে অপরিসীম আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে আর রাসরসিক ঠাকুর আমার তোমার সেই আনন্দে নিজ পরমানন্দ রূপ আস্বাদন করিতেছেন। স্পন্দনাত্মিকা লীলাময়ী নামশক্তি! তুমি পরম-ব্যোমে শ্রীহরির সহিত রসলীলায় মগ্ন থাকিয়াইত এই আনন্দময় বিশ্বের প্রকাশ করিয়াছ ; তোমাদের লীলারসাস্বাদনতরঙ্গ হইতেই এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয় সংসাধিত হইতেছে। হে রসলীলার আদিবীজ! তুমি আমাদের হৃদয়ে তোমার পরাণবঁধু শ্রীহরিকে লইয়া প্রকাশিত হও ; আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়গুলি তোমার মধুর ও সত্য আনন্দপ্রদস্পন্দনে নাচিয়া নাচিয়া প্রাণপ্রিয় শ্রীহরিচরণমুখী হয় ; আমাদের দেহমনের এক-টুকুও যেন তোমার কৃপায় ও সাহচর্য্যে জড়ের মত অস্পন্দিত অবস্থায় না থাকে ; তোমার নৃত্যের তালে তালে যেন আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় তোমার রস সঞ্জীবনমন্ত্রে আপনা আপনি ঝঙ্কার দিয়া উঠে। কবে এমন দিন হইবে যেদিন আমরা তোমারই অনুগ হইয়া আমাদের প্রাণ প্রিয়তম সেই নিত্যধন লাভে সক্ষম হইব ?

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধনিত্যমুক্তঃ অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

---

(২) ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্‌ভবিষ্যদিতি সর্ব্বম্ ওঙ্কার এব যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব॥ ১॥ মাণ্ডুক্যোপনিষদ্॥

ওঁ এই অক্ষরই সমুদয়। উহার স্পষ্ট ব্যাখ্যান এই—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই ওঙ্কার। ত্রিকালাতীত অন্য যাহা কিছু, তাহাও ওঙ্কারই। ১॥

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধি-মাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকার মকার ইতি॥৮॥

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্বাৎ॥৯॥

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্॥ ১০॥

সুষুপ্তিস্থানং প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতেঃ॥১১॥

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব॥১২॥

অর্থাৎ সেই এই আত্মা ওঁ এই অক্ষরকে অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ওঙ্কার মাত্রাত্রয়কে অধিকার করিয়া আছেন। আত্মার যাহারা পাদ, তাহারাই ওঙ্কারের মাত্রা বলিয়া অকার উকার ও মকার এই তিনটী ওঙ্কারের মাত্রাই আত্মার পাদ॥৮॥

জাগ্রদধিষ্ঠানভূত বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা অকার ; ব্যাপ্তি ও আদিমত্বই উহার কারণ॥ ৯॥

স্বপ্নস্থান তৈজস দ্বিতীয়া মাত্রা উকার, উৎকর্ষ বা মধ্যবর্ত্তিত্বই উহার কারণ॥ ১০॥

সুষুপ্তস্থান প্রাজ্ঞ তৃতীয়া মাত্রা মকার, পরিমাণ বা একীভাবই উহার কারণ॥ ১১॥

মাত্রা-রহিত, চতুর্থ, অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, শিব, অদ্বৈত যথোক্ত ওঙ্কারই আত্মা॥ ১২॥

প্রিয়তম নাম আমার, তুমি চিন্তামণি ; তোমার সঙ্গলাভে নিতান্ত অপদার্থ, দুরাচার জীবও মলিনতা পরিহার পূর্ব্বক সুবর্ণত্ব লাভ করে ; যাহাদের সাধন সম্পদ নাই, যাহারা ঘোর তামসিকতার ভিতর ডুবিয়া আছে, কৃপাময়ি ! তাহারাও ত তোমার কৃপায় বঞ্চিত হয়না। অন্যান্যসাধনে অনেকেরই সৌভাগ্যলাভ হয় না, কিন্তু তোমার আশ্রয় গ্রহণেত দেশকাল পাত্রের কোন বাঁধা-বাঁধি নিয়ম নাই। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার কৃপা, ধন্য তোমার পতিতপাবনী লীলাশক্তি ! তোমার প্রসাদে অতি নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তিও দ্বিজত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইতেছে ; এই সংসারে শ্রীহরিকথা শুনাইতে যাহাদের কেহই নাই তুমিই তাহাদিগকে আপনার বুকে রাখিয়া সেই নিত্যধন সাধিয়া বিলাইয়া দিতেছ। তুমি যে নিত্যশক্তি, তাই তুমি নিত্যধন দিতে সক্ষমা ; তুমি নির্গুণা তাই কোন গুণের ভিতরই অবতরণের কোন বিধি নিষেধ নাই। তোমার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম।

হে নিত্যনাম আমার, তুমি নিজেই যে শ্রীহরি ; "নাম নামী দেহ দেহীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ," তুমিইত শ্রীহরির প্রকাশশক্তি, তোমার আদরে তাঁহারই আদর। তোমাকে ছাড়িয়া ঠাকুর আমার এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না ; তোমার ভাবে ও নৃত্যে তিনি নিত্য-মাতোয়ারা আর তুমিও তাঁহার ভাবে নিত্য পাগলিনী (৩) যে জন তোমার ভিতর নিজকে বিষয়রূপে (৪) দেখিতে চায়, যে জন শ্রীহরির নামের পরিবর্ত্তে নিজের নাম স্থাপন করিতে চায়, তাহার মত হতভাগ্য আর কে আছে ? তুমি শ্রীহরিতে নিত্যযুক্তা, শ্রীহরিচরণই তোমার একমাত্র গতি ; যে এই গতিকে বক্র করিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া আত্মপ্রতিপাদন করিতে চায়, যে জন নিজে নামের ভিতর ডুবিয়া নামময় না হইয়া নামের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে চায়, সে যে নিতান্ত ভ্রান্ত তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার বিষয় তিনি এবং তাঁহার আশ্রয় (প্রকৃতি) তুমি ; তাই শ্রীহরির প্রাণ-

(৩) শ্রীশ্রীনিত্যনাম স্বরূপতঃ প্রকৃতি বলিয়া কখনও তাঁহাকে প্রকৃতিভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে।

(৪) বিষয় ও আশ্রয়, যথা :—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ;—

সেই প্রেমের শ্রীরাধিকা পরম 'আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল "বিষয়" ॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর প্রেমের 'বিষয়' (রমণ) ; শ্রীশ্রীরাধারাণী প্রেমের আশ্রয় (রমণী) ইহাই প্রেমের সরল স্বাভাবিক রীতি ; কিন্তু প্রেম ঘনীভূত হইলে এই রতিই বিপরীত রতিতে পরিণত হয়। তখন শ্রীশ্রীরাধারাণী প্রেমের বিষয় (পুরুষ-ভাবাপন্ন কাজেই স্বাধীন) আর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের আশ্রয় (প্রকৃতিভাবযুক্ত কাজেই প্রকৃতির প্রেমে আত্মহারা ;) তখনই মানলীলা, "দেহি মে পদপল্লবমুদারম্।" ও "ঐ যে মাধবীতলে বঁধু আমারি লাগিয়ে যোগী যেন সদাই ধেয়ায়"। শ্রীশ্রীব্রজগোপীরা যে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের নিগূঢ় প্রেমভাজন ইহাই এখানে সুব্যক্ত হইয়াছে। গোপীরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চরণদাসী বলিয়া অভিমান করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে হৃদয়ের রাণী করিয়া কত সোহাগ করিয়াছিলেন ও তাহাদের প্রেমে কাঙ্গাল সাজিয়াছিলেন। প্রেমের বক্রমধুর গতি এইরূপই বটে "অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ"। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজগোপীদের লইয়া যে সব মধুর লীলা অভিনয় করিয়াছেন পরাপ্রকৃতি রাধা-রাণীর অংশভূত প্রেমিকও যে সেই সেই লীলায় ডুবিতে পারে ইহা ব্রজলীলার বিশেষ শিক্ষা।

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥"

স্বরূপ শ্রীনিত্যনাম! তোমাকে আমার কোটি প্রণাম।

হে জ্ঞানানন্দ-স্বরূপিণি, যে তোমার শরণ মাগে, তুমি যে তোমার সর্ব্বোপাধিনাশিনী জ্ঞানঘনমূরতি শ্রীশ্রীকালীশক্তি-প্রভাবে তাহার ভেদবুদ্ধিপ্রসূত জ্বালা, যন্ত্রণা ও মলিনতা দূর করতঃ শুদ্ধ তনু প্রদান করিয়া নিত্যলীলা উপযোগী করিয়া দাও. তুমি তাহার চিত্ত-দর্পণ এমন ভাবে মার্জ্জিত করিয়া দেও যে স্বচ্ছ মলিন দর্পণে শ্রীহরির মনোহারিণী শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ হইতে কোন বাধা না হয়। চিত্তের যাবতীয় মলাই শ্রীহরিকে প্রকাশ করিতে দিতেছে না; তুমি সেই মলিনতাকে মুছিয়া ফেলিয়া সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মারূপে বিরাজমান শ্রীহরিকে লইয়া সেই স্থানে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতেছে। তুমি প্রতি জীব-হৃদয়ে শ্রীহরির আসন স্থাপন করিয়া তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার হইয়া যাইতেছ। তুমি তোমার জ্ঞানশক্তি-প্রভাবে ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া ও যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া নিত্যলীলা-নিকেতনের পথ ধরাইয়া দেও। হে দেবি, তুমি যে বিদ্যা-রাণীর প্রাণ; তোমার প্রকাশেইত বিদ্যারাণী তাহার শুষ্কতা ও একঘেয়ে (৫) ভাব পরিত্যাগ করিয়া রসতরঙ্গায়িত তনু লাভ করেন। তাই তুমি "চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনং" তোমাকে নমস্কার; আবার জীবের সর্ব্ববিধ মায়িক উপাধি জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলে তুমি আনন্দঘন শ্রীশ্রীরাধামূরতিতে তাহাকে আনন্দসাগরে ডুবাইয়া প্রেমলীলার উপযোগী আনন্দময় নিত্যকলেবর দান কর এবং তোমার প্রতি পদ-বিক্ষেপে তাহাকে পূর্ণামৃতরস আস্বাদন করাইয়া কৃতার্থ কর, এই ভাবে তোমার চমৎকারিণী হরিলীলাপ্রচারিণী নৃত্যভঙ্গীতে

অর্থ:—শ্রীভগবান্ মানুষদেহ ধারণ করিয়া ভক্তদের অনুগ্রহ করিবার জন্য যাদৃশী লীলা অভিনয় করেন তাই শুনিয়া সাধকও সেই লীলায় যোগদান করিতে আকাঙ্ক্ষা করিবে। প্রেমের যে নিয়ম, নামেরও তাহাই। নামের 'বিষয়' শ্রীভগবান, 'আশ্রয়' ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে বলিতেছেন,—

"জপিতে তোমার নাম, বংশীধারী অনুপম
তোমার বরণের পরি বাস॥"

নাট্যাচার্য্য গিরীশবাবু কৃত বিল্বমঙ্গল নাটকে ছদ্মগোপালবেশী শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

"আমি কৃষ্ণকে পাব কেন? আমি 'কাণা' 'কাণা' কচ্ছি 'কাণাকে' (অন্ধ বিল্বমঙ্গলকে) পাব।" ইহাই ক্লী বীজে বংশী বাদন। প্রেমিক নিজকে শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলি বলিয়া মনে করতঃ "শ্রীকৃষ্ণের নাম জয়যুক্ত হউক", ছিদ্রকুম্ভে জলানয়ন সময়ে শ্রীশ্রীরাধারাণীর মত নিশিদিন বলিবে। প্রেমিকা চিরদিনই কাঙ্গালিনী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রাণী করিতে পারেন, সে তাঁহার রসরাজস্বরূপের পরিচয়। নাম শ্রীভগবানের, ভক্তের আবার নাম কি? প্রেমিক নিজের নাম লোপ করিয়া দিয়া সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের নাম স্থাপন করিতে লালায়িত থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু রাস লালসায় মত্ত হইয়া প্রেমিকার নাম জপমন্ত্র করিয়া—

রাতি দিন চোখে চোখে বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখ পানি-মাজে।
উলটি পালটি চায়, সোয়াস্তি নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়া-মাঝে॥

প্রেমিকও আবার জানে নাম শ্রীভগবানের। "নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু"—"আমির" নাম নাই', নাম "তুমির"।

(৫) নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্" অর্থাৎ কর্ম্ম-রহিত, নিরঞ্জন ব্রহ্মজ্ঞানও অচ্যুত-প্রেমবর্জ্জিত হইলে সুন্দর শোভা পায় না॥

আমাদের সবটুকু তোমার আনন্দসাগরে স্নান করিয়া মনোমোহন সাজে তাহার শীতলতা, কমনীয়তা ও মধুরিমায় শ্রীহরির চিত্তবিনোদন করে; তাই "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং"। হে নামরূপিণি দেবি! তোমার জয় হউক; তোমার দেবঋষিবাঞ্ছিত-চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

হে আমার পূর্ণশুদ্ধ নিত্যমুক্ত নাম-রতন, তুমি হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্রের সহবাসে পূর্ণ, কমনীয় ও আনন্দদায়ী; এই সংসারের যাবতীয় পদার্থ ক্ষণিক আনন্দ দান করতঃ আনন্দময়ের রাজ্যের একটু আভাস দিয়া নিজের রূপ সম্বরণ করে কিন্তু তুমি তোমার শ্রীহরির নিত্যমিলনের বার্ত্তা জীবকে শুনাইয়া এমন ভাবে মাতাইয়া তোল যে জীব সরল স্বাভাবিকগতিতে আপনার অজ্ঞাতসারে তোমার সঙ্গে সঙ্গে সেই পূর্ণরসময়ের দিকে অগ্রসর হয়। তোমার গতি বিশ্বের নিম্নস্তর হইতে সেই পূর্ণ-পরাৎপর শ্রীহরির পাদপদ্ম পর্য্যন্ত প্রসারিত। (৬) তোমার অবাধ গতি; তোমার কৃপা ও স্নেহ লাভ না করিতেছে এমন কিছুই নাই;—তোমার তালে না নাচিয়া থাকিতে ও তোমার স্নেহ প্রসারিত হস্ত হইতে এড়াইতে পারে এমন কোন পদার্থই নাই। তুমি তোমার নাচুনিতে সমগ্রবিশ্বকে মাতাইয়া আপনার কোলে স্থান দিতেছ। ধন্য তোমার লীলাকৌশল। তুমি যে শ্রীহরির নিত্যসঙ্গিনী; তুমি বিশ্বের সমগ্রতার ভিতর সেই এক প্রাণ স্বরূপ শ্রীহরির আবিষ্কার করিতেছ। হে শুদ্ধে, অপাপবিদ্ধে! তোমার বুকে বিশ্রাম লাভ করিয়াইত বিশ্ব শুদ্ধত্ব ও সজীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; এই বিশ্বে এমন কোন্ বস্তু আছে যাহা তোমার স্নেহপরশে সেই ময়ের লীলাকীর্ত্তন না করিতেছে? এই বিশ্ব যে তোমারই রূপ; তুমিই না এই জগদাকারে আকারিত হইয়াছ? (৬) সেই আদিকারণ রসস্বরূপ শ্রীভগবান তোমার নৃত্যে মত্ত হইয়াই না এই বিশ্বের প্রকাশ করিয়াছেন? তোমার বিশ্বব্যাপী নৃত্যে জগৎ নাচিতেছে; এই নৃত্যে যোগদান করিতে অভিলাষী হইয়া যিনি ইহার মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছেন এবং সেই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব (সৎ), জ্ঞান (চিৎ) ও আনন্দটুকু নাচাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন তিনিই শুধু তোমার ন্যায় হরিলীলার প্রচার করিয়া নিত্যশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাই হে শুদ্ধস্বরূপিণি, আমাদিগকে তোমার সঙ্গিনী করিয়া লও, তোমাকে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম।

হে চিরমুক্তে অথচ জীবের প্রেমে নিত্যবদ্ধে, জীবের প্রাণস্বরূপিণি দেবি, এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ও ব্যাপারই তোমার একাংশে বিলসিত তাই তাহারা খণ্ড; আর তুমি জড়, চেতন, সদসৎ সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্বকেই নিজের ভিতর প্রকাশিত দেখিতেছ; বিশ্ব তোমার পাদপদ্মে চঞ্চল শিশুর মত খেলা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল কিন্তু তুমি চিরজাগ্রত! তোমার নিদ্রা নাই, তন্দ্রা নাই, সেই অনাদি কাল হইতে শ্রীহরির সন্তোষের নিমিত্ত কতই না নৃত্য করিতেছ! প্রেমে পাগলিনী সাজিলে বুঝিবা এমন করিয়াই নিদ্রা-তন্দ্রাহীন হইতে হয়! তুমি যখন নাচ তখন শ্রীহরি নিজকে জ্ঞানানন্দরূপে আস্বাদন করেন আবার তোমার নৃত্যের বিরামে শ্রীহরি তোমাকে বুকে লইয়া সৎস্বরূপে যোগনিদ্রায় মগন! এই বিশ্ব তোমাকে ধরিতে গিয়া ও

(৬) ফুটনোটে (১) ও (২) সংখ্যক

তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়াই কিঁ জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে? বিশ্বের জড়ত্ব প্রেমে (৭); প্রেমে জড়ত্ব কতই না মধুর! তুমি জড়, চেতন সর্ব্বাবস্থাতেই নৃত্য করিতেছ, তোমার রাগিণী না বাজিয়া উঠিতেছে এমন কি আছে? সকলেই তোমার সুরে পাগল কিন্তু কেহই তোমাকে ইয়ত্তা করিতে পারিল না, তুমি ধরা দিলেনা তাই কেহই ধরিতে পারিল না; আবার একটু একটু করিয়া ধরা দিতেছ্ত আছ অথচ তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে একথা বলিতে কেহই সাহসী হইলনা।

(৭) যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥৭॥ ঈশোপনিষৎ॥

শ্লোকার্থঃ—যিনি সর্ব্বভূতকে আত্মাতেই দর্শন করিয়াছেন এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করেন তিনি কাহারও নিন্দা করেন না॥ ৬॥ যখন সর্ব্বভূত আত্মাই, এইরূপ অনুভব হয় তখন তাদৃশ সর্ব্বাত্মদর্শীর পক্ষে মোহই বা কি আর শোকই বা কি?

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীব্রজগোপীরা এই ভাবে পশু, পক্ষী, বৃক্ষনদ্যাদি যাবতীয় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণরসে ভাবিত "ঈশা বাস্যং ইদং সর্ব্বম্" দেখিতেন। তাঁহাদের প্রেমরঞ্জিত দৃষ্টিতে সর্ব্বভূত চৈতন্যানন্দময় বলিয়া প্রতিভাত হইত বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের বনভ্রমণকালীন ও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণাদর্শনজনিত বিরহের সময় সর্ব্বভূতকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে জীবিত ও প্রাণিত বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রেমের লক্ষণগুলি প্রত্যক্ষ জানিতে পাইয়া তাহাদের সৌভাগ্য বর্ণনা করিয়াছিলেন।

প্রায় বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচির প্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥ ভাগবত॥ ১০।২১।১৪।

এই শ্লোকের "মীলিতদৃশো" ইহার টীকায় সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন:—

"মহাপ্রেমসম্পত্ত্যা অলসদৃষ্টয় ইত্যর্থঃ। আবার 'মুনয়ঃ' ইহার টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন "বিহগাঃ মুনয় এব ভবেয়ু রিত্যর্থঃ। বনবাসদৃঙ্মীলনমৌননৈশ্চল্যাদ্যসাধারণধর্ম্মদর্শনাৎ"। অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনের বিহঙ্গদল শ্রীকৃষ্ণদর্শনে মহাপ্রেম-সম্পত্তিতে অলসদৃষ্টি ও বনবাস, দৃঙ্মীলন, মৌন ও নৈশ্চল্যাদি গুণদ্বারা মুনি আখ্যা পাইবার যোগ্য। শ্লোকার্থ এই:—গোপীরা বলিতেছেন "হে অম্ব! এই বনে যে সকল বিহগ আছে তাহারা প্রায় মুনি হইবার যোগ্য। যে হেতু যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হয় সেইরূপ করিয়া মনোহর প্রবালশালী তরুশাখায় আরোহণ পুরঃসর শ্রীকৃষ্ণেরবাদিত মধুর বংশীগীত শ্রবণ করিতেছে। ঐ দেখ কোন প্রকার অনির্ব্বচনীয় সুখোদয় হওয়ায় উহাদের নয়ন নিমীলিত হইয়াছে। উহাদের বদনে বাক্য নাই।" অলসতা, জড়তা, স্তম্ভ ইত্যাদি ভাবগুলি তমোগুণের অন্তর্ভূত হইলেও আবার প্রেমের লক্ষণও বটে। শ্রীব্রজগোপীরা সর্ব্বভূতের জড়তাকে অপ্রাকৃত বলিয়াই আস্বাদন করিয়াছিলেন। প্রাকৃতজড় চির-পুরাতন; প্রেমের জড়ত্ব "নিতুই নবনব" তাই হৃদয়ে কত আনন্দতরঙ্গ তোলে, আমরা অল্পদৃষ্টি; আমরা মূর্ত্তিকে জড় বলিয়াই বুঝি কিন্তু জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেম ঘনীভূত হইলেও মূর্ত্ত্যাকারে প্রকাশিত হয়, 'ঘন মূর্ত্তৌ'। শ্রীশ্রীব্রজগোপীরা আমাদের বৃন্দাবনের পথপ্রদর্শক; তাহারা যে চক্ষে সর্ব্বভূতকে দেখিতেন তাঁহাদের অনুগ হইয়া সেই ভাবে দর্শন অভ্যাস সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য। "কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজেসদা" সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবে। "স গোলোকঃ সর্ব্বগতঃ শ্রীকৃষ্ণবৎ সর্ব্বপ্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিক বস্তুব্যাপকঃ" শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ॥ অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী শ্রীশ্রীগোলোকধাম পরিচ্ছিন্ন মনে হইলেও প্রপঞ্চ মধ্যস্থ কিম্বা প্রপঞ্চ অতীত সর্ব্ববস্তুকেই শ্রীকৃষ্ণ-তনুবৎ ব্যাপিয়া আছেন এই জন্য শ্রীগোলক সর্ব্বগত এই ব্রজবাসসাধনা সাধকদের শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক আবশ্যক বাঞ্ছনীয়।

তুমি যে চিরমুক্ত, তোমাকে ধরিয়া রাখিতে যাওয়া বাতুলতা বই আর কি? তুমিত কাহারও ভোগ্যা হইলেনা, তুমি একমাত্র শ্রীহরিরই ভোগ্যা। হে জগদ্গুরু! তোমার অনুগমন করিয়া তোমাতে আত্মসমর্পণ শিখাও; তোমাকে আমার কোটি কোটি প্রণাম।

হে জ্ঞানময়ি রসতরঙ্গিণি শ্রীনামরূপিণি শ্রীহরিপ্রিয়ে! হে জ্ঞানময় রসসাগর শ্রীনিত্য-গোপাল! তোমাদের যুগলরূপ আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ কর; তোমরা অভিন্ন কলেবর; তোমাদের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি আমাদের বড়ই প্রীতিকর। যে তোমাদিগকে ভেদভাবে দর্শন করিবে তাহাকে যে রসহীন হইয়া থাকিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? হে শ্রীনামশক্তি! তুমি শ্রীহরিতে নিত্যযুক্তা; তুমি ও শ্রীহরি যে অভেদ-মূরতি। তুমি ক্ষণিকের জন্য নিতান্ত মলিন হৃদয়েও প্রকাশিত হইলে শ্রীহরি সেই সময়ে প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারেন না, তুমি যে শ্রীহরির প্রাণসর্ব্বস্ব। নাম ও নামীতে, বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরে যে একত্ব দর্শন করিতে পারিল, তাহার শোক ও মোহের সম্ভাবনা কই? "একত্বমনুপশ্যতঃ কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ। বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের যুগলমূর্ত্তি আমাদের দেখাও। হে আমার প্রাণ-ময়ি শ্রীশ্রীনিত্যনামশক্তি! তোমার প্রকাশে বিশ্বের প্রাণ; তোমার মহানৃত্যের মধ্যে যে যার ভাবে নাচিয়া যে এক মহালীলার অভিনয় করিতেছে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া কৃতার্থ কর। আর কত দিন ভেদদর্শন করিব? বিশ্বরূপিণী শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী তাঁহার পরাণপ্রিয়ের প্রেমে নিত্য মুগ্ধ থাকিয়া কতই না প্রীতিসম্ভারের আয়োজন করিতেছেন! তোমার নৃত্যের তালে তালে বিশ্ব নাচিতে আরম্ভ করিল কিন্তু ঠাকুরাণী! আমার প্রাণত সেই নৃত্যে যোগদান করিলনা। সে যে সর্ব্বদাই জড় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে চায়; যদি বা কখনও নাচিবার বাসনা করে তাহাও তোমার অনুগমন না করিয়া সে স্বাধীন ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে নাচিতে থাকে। (৮) বলত, আমি এমন প্রাণ লইয়া কি করিব? মধুর আনন্দধাম শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলানিকেতন শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে দেখিলাম তোমার প্রেমপরশে শ্রীশ্রীরাধারাণী পাগলিনীবেশে কতই না নাচিয়াছিলেন! সেই উন্মাদিনী সাজে আমার রাধারাণী যে নৃত্যলীলার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন এতযুগ চলিয়া গেল কই কয়জন তাঁহার সেই লীলায় নিজে মাতোয়ারা হইল? তুমি শ্রীকৃষ্ণরঙ্গিনীর কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ লাভ করিয়া যে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিলে, তাহা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ছাপিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উপর বিজয় লাভ করিল। "চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্"। ৯) তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সকলই এমন ভাবে নাচিয়াছিল যে আজিও এই নাম গ্রহণের পূর্ণাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বিশ্ব শিখিতেছে কেমন করিয়া তোমার পরশে নৃত্য করিতে হয়। তাই হে দেবি, তোমার আবির্ভাবে আমাদিগকে মাতাইয়া দাও; তুমি যখন প্রকাশিত হইবে তখন যেন শ্রবণেন্দ্রিয়

(৮)　বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
বিশ্বং গৌর-রসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ॥ ৪৬॥　　শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতং।

পরিব্রাজক-চূড়ামণি শ্রীশ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিতেছেন;—"শ্রীগৌররসে বিশ্ব নিমগ্ন হইল, আমার স্পর্শও হইল না; আমি বঞ্চিত হইলাম, আমি বঞ্চিত হইলাম, আমিবঞ্চিত হইলাম, ইহার সংশয় নাই।

(৯) "কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয়ী চিত্তপ্রাঙ্গণের সঙ্গলাভ করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের উপর বিজয় লাভ করে। বিদগ্ধমাধব।

হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বতত্ত্বগুলি তোমার স্পন্দনে স্পন্দিত হয় ; সকলেই যেন শ্রীকৃষ্ণময়ী তোমার ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়ে। তুমি যখন আমাদের কর্ণ-যুগলে প্রবিষ্ট হইয়া তোমার নৃত্য আরম্ভ করিবে তখন আমার প্রাণকে মাতাইয়া দিয়া তৎ সঙ্গে সঙ্গে বাগিন্দ্রিয়কেও তোমার আয়ত্ব কর, মনকে অনন্যভাবে তাহার জ্ঞানাত্মিকা ও কর্ম্মাত্মিকা বৃত্তির সহিত শ্রীহরির স্মরণ, মনন ও সেবনে নিযুক্ত কর ; এই ভাবে কেহই যেন সেই শুভ সময়ে অবশ থাকিয়া নিজবৃত্তিরূপ পুষ্পাঞ্জলি তোমার প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশিত সেই অপূর্ব্ব নটবরের শ্রীচরণে ঢালিয়া দিতে কুন্ঠিত না হয়। হে প্রাণময়ী, সর্ব্বস্বরূপিণি দেবি, এই ভাবে আমাদিগকে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীশ্রীনিত্য-সেবার মাধুর্য্য শিখাইয়া দেও। দোহাই তোমার! এই ঘোর দুর্দ্দিনে কলিহত জীবের তোমার চরণাশ্রয় ব্যতীত অন্য পন্থা নাই। তাই আমরা তোমার দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে তোমার কৃপা-ভিক্ষা করি। জয় শ্রীশ্রীনিত্যনাম, জয় শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল, তোমাদের কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হউক ; তোমাদের কৃপাবৃষ্টিতে আমাদের হৃদয় নীরসতা পরিত্যাগ করতঃ সরস হইয়া তোমাদের প্রেমলীলায় যোগদান করুক। জয় নিত্যগোপাল, জয় শ্রীনিত্যগোপাল, জয় প্রাণগোপাল, আমরা তোমারই, তোমারই, তোমারই। তুমিই আমাদের একমাত্র

"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণংসুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং॥

ওঁ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালার্পণমস্তু।

নিত্যসেবক
শ্রীশরৎকুমার ঘোষ দাস।

শ্রীশ্রীকরমেতি বাই।

পুরাকালে খড়েল্যা গ্রামে পরশুরাম নামে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তিনি রাজ পুরোহিত। তাঁহার সন্তান সন্ততির মধ্যে এক-মাত্র দুহিতা ; নাম করমেতি। বালিকা সচ্চরিত্রা ও ধর্ম্মপ্রাণা। অতি অল্প বয়সে তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু বিবাহের পর তিনি পিতৃভবনেই অবস্থান করিতে থাকেন। এই রমণীর চরিত্র অতীব অদ্ভুত। বাল্যকাল হইতেই বালিকা কৃষ্ণপ্রেমে অনুপ্রাণিতা। বালিকা সমবয়স্কা সহচরীগণের সহিত বড় মিশি-তেন না। সর্ব্বদা নির্জ্জনে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে ও কৃষ্ণলীলা-চিন্তনে নিমগ্ন রহিতেন। ক্রমে এই বালিকার হৃদয় এরূপ উন্নীত হইল যে, সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। এই উদাসিনী কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে উন্মত্তা হইয়া পড়িলেন। বালিকা ক্ষণে হাসেন—ক্ষণে রোদন করেন। এই ভাবেই তাঁহার দিবস-যামিনী অতিবাহিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে বালিকা কৈশোরে উপনীত হইলেন। তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যে দশদিক আলোকিত হইল। চিত্তের স্বর্গীয় জ্যোতি ও তেজরাশি তাঁহার অঙ্গে প্রতিফলিত হইল। কিশোর বয়সে মানব-অন্তঃকরণ স্বতঃই উচ্চ-তম পবিত্রপথে প্রধাবিত হয়। কৈশোরেই মানবের ভবিষ্যৎ জীবনের রেখা অঙ্কিত হয়। সেসময় অন্তঃকরণের স্তরে স্তরে যে সকল উচ্চ-ভাব অঙ্কিত হয়, যদি যৌবনের প্রবল প্রবাহে তাহা বিলীন হইয়া না যায় তবে মানব-স্বভাব যথার্থই দেবত্বে পরিণত হয়, সন্দেহ নাই।

করমেতি বাই ত্রিদিব-সম্পদ কৈশোর কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে এখন বাল্যের চঞ্চলতা নাই। চিত্ত প্রশান্ত ও এক মহান ভাবে আবিষ্ট। যৌবনের উদ্দাম ও উশৃঙ্খল ভাব তাঁহার চিত্তে এখনও প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। এখনও কৈশোর নবীন অতিথি যৌবনের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া কিশোরীবালার দেহে ও মনে বিরাজ করিতেছে। এ হেন সময় পরশুরাম কন্যাকে আর স্বীয় ভবনে রাখা যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলেন না। অচিরে স্বামীগৃহে পাঠাইবার মনস্থ করিলেন। করমেতির শ্বশুর-ভবন হইতে লোক আসিল। আগামী কল্যই করমেতি গৃহলক্ষ্মীরূপে পতিভবনে গমন করিবেন স্থির হইল। এই চিন্তায় তিনি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মনের বেদনা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। রোদন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন। "হে কৃষ্ণ, আমার কি গতি হইবে? হে পতিত পাবন! এই অবলার প্রতি প্রসন্ন হও। তাহাকে সংসার-বন্ধনে নিবদ্ধ করিওনা।" করমেতি স্বামী-সঙ্গ বিষতুল্য জ্ঞান করিলেন। তিনি যে সংসারে—তিনি যে বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণকে হারাইবেন এই চিন্তায়ই আকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহ মন যেন জ্বলন্ত অনলে বিদগ্ধ হইতে লাগিল। বিবশারমণী অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, গৃহ হইতে পলায়ন ব্যতীত তাঁহার আর গত্যন্তর নাই। তিনি তখন নিজের চিত্তকে বলিতে লাগিলেন :—

"ওরে মন মোর কিছু অনুকূল হও।
কৃষ্ণ অন্বেষণে মোরে শীঘ্র নিয়া যাও॥
কমল বদন শুভ সুখময় ধাম।
রসের সাগর রূপ গুণে অনুপম॥
তাহারে মিলাও মোরে এই হিতকর।
চল তবে এই অভাগীর কর ধর॥"

প্রেমোন্মত্তা করমেতি ধন, মান, কুল, শীল, সুখ-সম্ভোগ সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে সংসার ত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে তিনি আবার মায়ায় পতিত হন, আবার সংসার-প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন মনে মনে এই শঙ্কা গণিতেছেন। তিনি নিজের সংযত চিত্ত বৃত্তি সকলকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। সেই জন্য বিনয় করিয়া মনকে বুঝাইতেছেন ;—

"লইয়া যাইয়া পাছে আছাড় মারহ।
পুনর্ব্বার গৃহ ফাঁসে ফিরিয়া আনহ॥
* * * * *
তোমার চরণ ধরি নিবেদন করি।
হেমন মোর সহ পাছে করহ চাতুরী॥
যে পথে যাইবে দৃঢ় সেই পথে যাবে।
পুন পাছুপানে নাহি ফিরিয়া চাহিবে॥
সুখ মান অর্থ আর জীবনের আশা।
ত্যজিয়া করহ কৃষ্ণ আশালতা বাসা॥
প্রাণ সমর্পণ কর কৃষ্ণ অন্বেষণে।
কৃষ্ণ বিনে অনর্থক কি কাজ জীবনে॥
দৃঢ়কর প্রতিজ্ঞা যে, যে পর্য্যন্ত শ্বাস।
যে সাধনে পাই সেই যোগে কর আশ॥"

এরূপে মন স্থির করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর নাম স্মরণপূর্ব্বক করমেতি রজনী দ্বিপ্রহরে আপন গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ভবন-বেষ্টিত উচ্চ প্রাচীর তাঁহার পলায়ন পথের প্রথম এবং প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু "তরঙ্গিত কৃষ্ণপ্রেমের গতিরুদ্ধ করা যায় না। তাহা কোন বাধা মানে না। যেরূপ বর্ষাকালে স্রোতস্বিনী পদ্মা নদীর স্রোত নিরুদ্ধ হইবার নহে, তদ্রূপ উচ্ছ্বসিত প্রেম-স্রোতস্বিনীর স্রোত ও নিরুদ্ধ হইবার নহে।" করমেতি অনায়াসে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক উর্দ্ধশ্বাসে বৃন্দাবন অভিমুখে ছুটিলেন।

। প্রভাত হইল। পরশুরাম প্রাণ তুল্যা দুহিতাকে গৃহে না দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও শোকাভিভূত হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের রোদন করিবারও যে সময় নাই। তিনি লোক ধর্ম্ম-ভয়ে ভীত হইয়া ত্বরিত গতিতে রাজ-সদনে উপস্থিত হইলেন। এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। করমেতি এক প্রান্তরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন কতিপয় ব্যক্ত ব্যস্ত ভাবে আসিতেছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্যই লোক প্রেরিত হইয়াছে। করমেতি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কোথাও লুক্কায়িত হইবার স্থান পাইলেন না। অদূরে একটি মৃত উষ্ট্র তাঁহার নয়ন গোচর হইল। তিনি তন্মুহূর্ত্তে তথায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন উষ্ট্রের উদরস্থ মাংসপিণ্ড গলিয়া একটি গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি ইতঃস্ততঃ না করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। করমেতি নিয়ত কৃষ্ণপ্রেমে বিভোরা। জাগতিক বাহ্য-বিষয়ে তাঁহার কোন লক্ষ্য বা দৃষ্টি নাই। তিনি দেহ এবং আত্ম বিস্মৃত হইয়া মৃত উষ্ট্রের উদর-গহ্বরে লুক্কায়িত হইলেও বিগলিত কীটদষ্ট মাংসের পূতিগন্ধ, তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট চিত্তকে কিঞ্চিন্মাত্র বিক্ষিপ্ত করিতে পারিল না। এইরূপে করমেতি আত্মদেহ বিস্মৃত অবস্থায় শুদ্ধ কৃষ্ণনামামৃত পানে মৃত উষ্ট্রের উদর-গহ্বরে তিন দিবস অতিবাহিত করিলেন। তিনদিন পর্য্যন্ত অনুচরবর্গ নানা স্থানে খুজিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন করমেতি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন। তৎপর কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্তা, প্রেমাশ্রু-সিক্তা করমেতি সুমধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনধামে উপনীত হইলেন। সেই চির-ঈপ্সিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা-নিকেতন দর্শন মাত্রই তিনি প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং চির অভিলষিত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দদেবের যুগলরূপ-সুধাপানে তাঁহার বহু দিনের পিপাসিত প্রাণ পরিতৃপ্ত করিলেন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মকুণ্ডতীরে ঘোর বন-মধ্যে অবস্থান করিয়া প্রেম-বিহ্বলচিত্তে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করিতে লাগিলেন। পরশুরাম আপন গৃহে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি কন্যার অন্বেষণে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বনে বনে বহু অন্বেষণ করিয়াও কন্যার দর্শন পাইলেন না। অবশেষে তিনি এক বনপ্রান্তরের উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া এক যোগিনী মূর্ত্তির দর্শন পাইলেন। দেখিলেন যোগিনী আর কেহই নহেন—তাঁহারই প্রাণ-তুল্যা কন্যা করমেতি। কন্যা ধ্যানস্থ; দু'নয়ন বহিয়া প্রেম-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ চিত্র দর্শন করিয়া আত্মহারা হইলেন; ভক্তিমতী ধ্যান-নিরতা কন্যাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন। বহুক্ষণ পরে প্রেমিকার বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি সম্মুখে পিতৃদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। এবং যুক্তকরে আনতবদনে রহিলেন। পিতারও এতক্ষণে চৈতন্য হইল। তিনি দুহিতার হাত ধরিয়া রোদন করিতে করিতে কন্যাকে বাটীতে ফিরিয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। পিতা-পুত্রীর কথোপকথন আমরা শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীর ভাষায় বলিতেছি।

"নমস্কার করি হেঁট মাথে বসিরহে।
বিনয় পূর্ব্বক তবে পিতা কিছু কহে॥
মাতা মোর গৃহে চল বনেতে কি কাজ।
ঘরে বসি কৃষ্ণ ভজ করিয়া বিরাজ॥
তুমি মোর কুলের দীপক গৃহলক্ষ্মী।
অমৃতাভিসিক্ত হৈনু তোমারে নিরখি॥

তেঁহ কহে পিতা কেনে এতস্তুতি কর।
মোরলাগি এত কেনে আগ্রহ বিস্তার॥
শ্যাম-সুন্দর-সিন্ধু তরঙ্গ-পাথারে।
ডুবিয়াছে মোরমন উঠিতে না পারে॥

*　　*　　*

কালিয়া পাঁথারে যেই ডুবিয়া মরিল।
সংসারের কর্ম্মে সেই অযোগ্য হইল॥
অতএব পিতা শুন, ঘরে চলি যাহ।
ঘরে গিয়া কৃষ্ণ-প্রেম আস্বাদ করহ॥

*　　*　　*

বড় সুখ পাবে দুঃখ যাইবেক দূর।
দিনে দিনে প্রেমানন্দ বাড়িবে প্রচুর॥

পিতা কন্যার এই ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন। তিনি ভাবিলেন গগনবিহারী বিহঙ্গিনীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা অতীব নির্ম্মম হৃদয়ের পরিচায়ক। তিনি এই নবীনা বৈরাগিনীকে আর ধর্ম্মপথে বাধা প্রদান করিতে সাহসী হইলেন না। ধীরে ধীরে সাশ্রুনয়নে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এবং রাজসদনে সমস্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন। মহারাজ ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে বৃন্দাবন আসিয়া করমেতিকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। তিনি ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে তাঁহার জন্য এক পাকা কুটির নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে প্রেমময়ী করমেতি তাহাতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইলেই মৃত্তিকা খনন করিতে হইবে, ইহাতে বহুজীব বিনষ্ট হইবে"। কিন্তু মহারাজ তাহাতে নিরস্ত হইলেন না। ব্রহ্মকুণ্ডের অদূরে এক কুটীর নির্ম্মিত হইল। প্রেমোন্মত্তা করমেতি দিবস যামিনী কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে ও রাধাকৃষ্ণ যুগল লীলারস আস্বাদনে জীবনের অবশিষ্ট কাল শ্রীধাম বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়া নিত্য-গোলোক ধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলায় নিত্য-সহচরী হইলেন।

বালিকা করমেতির মহান শিক্ষা জগতের আদর্শ। ভগবৎ-লাভের জন্য কিরূপে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের আদর, ভ্রাতা ভগ্নীর সোহাগ, পিতা মাতার স্নেহ, পতির ভালবাসা ও ধন রত্ন বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হয়, কোমলমতি অসহায়া করমেতির বালিকা জীবনের ছত্রে ছত্রে তাহা জ্বলন্ত অক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে। করমেতির বৈরাগ্য-কাহিনী বর্ণনা করিতে হইলে এক বিরাট গ্রন্থেও তাহার শেষ হয় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে অতি অল্প কথায় তাঁহার যে জীবন-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অক্ষয় ও অপূর্ব্ব। আমরা ভক্তমাল গ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীশ্রীকরমেতি বাইর জীবন চিত্র প্রদর্শন করিলাম। ভক্তিমান পাঠক ও ভক্তিমতী পাঠিকা সেই চিত্র মানস-নেত্রে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইবেন এবং প্রত্যেকের জীবন করমেতির আদর্শে গঠিত করিতে সচেষ্ট হইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

শ্রীমনীন্দ্রকিশোর সেন।

মানব জীবন।

(শব্দ ব্রহ্ম)।

সংকীর্ত্তন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)।

এইরূপে জগতের সহিত আমাদের বিদিত মনের সূক্ষ্মতম মিলন আকাশে আর স্থূল-তম মিলন পৃথিবীতে। এইরূপ নর-শরীরের ভিতর দিয়া পঞ্চপাশে মনের সহিত জগৎ আবদ্ধ। কিন্তু

এই পাশ কি ছিন্ন হইতে পারে না? মন এক সময়ে একাধিক বিষয়ে সম্পুর্ণভাবে লিপ্ত থাকিতে পারে না। মনের এই গুণের জন্য আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয় না। মন যখন এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে নিবিষ্ট হইতে পারে, আর এইরূপ মননিবেশের ফলে যখন পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থের সহিত মনের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, তখন মনকে যথাক্রমে ঐ স্থূলতম ও স্থূলতর মিলন সমূহ হইতে সরাইয়া লইলে স্বভাবতঃ সেই সূক্ষ্মতম প্রথম মিলন থাকে। অতএব দেখাগেল প্রথম মিলন রাখিয়া অন্য চতুর্ব্বিধ মিলন-পাশ ছিন্ন করা মনের পক্ষে অসম্ভব নহে। জগতের সহিত এই পঞ্চবিধ লইয়াই আমরা মনের অস্তিত্ব বোধ করি। কেবলমাত্র সম্বন্ধের উপর কাহারও নিত্য অস্তিত্ব সংস্থাপিত হইতে পারেনা। কারণ সম্বন্ধের ফলে যে অস্তিত্ব সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে আর সেরূপ অস্তিত্ব থাকে না। জড় জগতের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে বাষ্প-দ্বয়ের সম্মিলনে জল, কিন্তু ঐ সম্মিলন ছিন্ন হইলে আর জলত্ব থাকে না। অতএব মন কি তাহা আলোচনা করিব।

মন ও জগতের সম্বন্ধের ফল মাত্র আমরা জানি। এই সম্বন্ধ কি তাহা বলিতে পারি না। অথবা জগৎ ব্যতীত মন ও মন ব্যতীত জগৎ কিছুই প্রকাশ করিতে পারি না। দার্শনিকেরা নির্ব্বাক হইতে অস্বীকার করিয়া কেহ কেবল মনের কেহ বা জগতের, কেহ বা উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বাস্তবিক পক্ষে আমরা মন ও জগতের সম্বন্ধের ফল স্বরূপ ধারণা রাশি ব্যতিরেকে কিছু জানি কি? কিন্তু এই ধারণা রাশি দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় জড় নহে। আমরা দেখিতে পাই, আমরা ইচ্ছায় এই ধারণারাশিকে সজ্জিত করিতে পারি ও সজ্জিত করিয়া থাকি। এমন কি আমরা বিশেষ চেষ্টার ফলে ধারণা-রাশিকে ত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে পারি। আমরা যে ধারণারাশিকে ত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে পারি, ভারতবর্ষীয় সাধকেরা এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। এই জন্য আমরা মনকে শুধু 'ধারণারাশি' বলিতে পারি না। এমন একটা কিছু আছে যাহা ধারণা-রাশিকে সজ্জিত করিয়া থাকে এবং উহাকে ত্যাগ করিতে ও গ্রহণ করিতে পারে। যে শক্তি এই 'ধারণারাশিকে' গ্রহণ করে ও উহাকে সজ্জিত করিয়া থাকে তাহাকে জ্ঞাতা বলা যায়। কিন্তু মনকে এইরূপে জ্ঞাতা বলিলে জ্ঞেয় পদার্থ ছাড়া উহার কোন অর্থ থাকে না অথবা অর্থ না থাকিলেও আমরা তাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে পারি না। জ্ঞেয় পদার্থের জ্ঞানও জ্ঞাতায় থাকে। জ্ঞাতা যখন জ্ঞেয় পদার্থের গুণ গ্রহণ করে তখন এই গ্রহণের শক্তিও গৃহীত পদার্থ যে এক হিসাবে এক শ্রেণির ইহা স্বীকার করিতে হয়। এই জন্য জ্ঞাতায় জ্ঞেয় পদার্থের গুণগুলি আছে ইহা বলিতে হয়; জ্ঞেয় পদার্থের গুণ জ্ঞাতার না থাকিলে জ্ঞাতা উহা গ্রহণ করিতে পারিত না। আমরা মনে করি জ্ঞাতা শরীরে বদ্ধ। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞাতা শরীরে বদ্ধ নহে কারণ শরীরে বদ্ধ হইলে শরীর ব্যতীত অপর পদার্থের জ্ঞান-লাভ জ্ঞাতার পক্ষে সম্ভব হইত না। জ্ঞাতা শরীরের ভিতর দিয়া জ্ঞান লাভ করে। শরীরের বাহিরের পদার্থও শরীরে প্রবেশ করে না। জ্ঞাতৃত্ব শক্তিই বরং বাহিরের পদার্থের সংস্পর্শ লাভ করিয়া জ্ঞান লাভ করে। জ্ঞাতৃত্ব শক্তির কেন্দ্র শরীরে; শরীর হইতে এই শক্তি চতুর্দ্দিকে অনবরত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে, এই বিক্ষিপ্ত শক্তি যেন বাহিরের পদার্থে প্রতিহত হইয়া জ্ঞান দান করে। অতএব এই বিক্ষিপ্ত শক্তির সমধর্ম্ম বিশিষ্ট শক্তিপুঞ্জের সমবায়ে জগৎ। কারণ উভয়ে একজাতীয় না হইলে একে অন্যের উপর ক্রিয়া করিতে পারিত

না। আমরা বুঝিলাম আমাদের শরীর কোন অসীম শক্তির কেন্দ্র আর জগতে ঐ জাতীয় শক্তির ক্রিয়া। এই জাগতিক ক্রিয়া-রাশির কেন্দ্রকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। আমাদের শরীর যেমন শক্তির কেন্দ্র হইলেও শরীরে উক্ত শক্তি-কেন্দ্রের স্থান নিরূপণ করা যায় না তেমনি বিশ্বের শক্তি-কেন্দ্রেও স্থান নিরূপণ করা যায় না। কেন্দ্র শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে কেন্দ্র স্থান-বিশেষ; কিন্তু এ কেন্দ্র স্থান-বিশেষ নহে, এখানে কেন্দ্রের অর্থ যাহা হইতে সমুদ্ভূত ও যাহাতে শক্তি সংযত হয়। এই কেন্দ্র, স্থানে আপনাকে প্রকাশিত করে। ঐ কেন্দ্র আপনাকে এক বিন্দু স্থানেও যে ভাবে প্রকাশিত করিতে পারে সমস্ত বিশ্বেও আপনাকে সেই ভাবে প্রকাশিত করিতে পারে। ঐ কেন্দ্র কি, আশা-করি প্রসঙ্গক্রমে তাহা পরিস্ফুট হইবে। এই কেন্দ্রকে চৈতন্য বলা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আমরা 'ধারণারাশি' গ্রহণ অথবা 'জাগতিক ক্রিয়া' অনুভব করি ও উহাদিগকে সজ্জিত করি। শুধু তাহাই নহে ইচ্ছা করিলে ক্রমে ক্রমে উহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারি। এইরূপে ধারণারাশি বা সংস্কাররাশি ত্যক্ত হইলে যাহা থাকে তাহাই চৈতন্য। ধারণারাশি ত্যাগের অর্থ জ্ঞাতৃত্ব শক্তিকে সংযত করিয়া রাখা। কারণ জ্ঞাতৃত্ব শক্তিই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও প্রতিহত হইয়া 'ধারণা-রাশি' উৎপন্ন করে। একটী মানুষের সমাধি-প্রাপ্ত অবস্থা ও সাধারণ অবস্থা সকল আলোচনা করিয়া আমাদের যাহা মনে হয়, এখানে তাহারই বর্ণনা মাত্র করা হইল। কোন জটিল তত্ত্ব মীমাংসার চেষ্টা করা হয় নাই। আমরা সকল আলোচনা করিয়া দুইটী পদার্থ পাইলাম। একটী অবাঙ্‌মানস-গোচর চৈতন্য অন্যটী জড় অথবা চৈতন্যের 'ক্রিয়া'। দার্শনিকপ্রবর হিউ বিশ্বকে 'ধারণা-রাশিতে' পরিণত করিয়া দর্শনশাস্ত্রের বহু বাচনিক বিরোধ নিরাকরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এই 'ধারণা-রাশি' ছাড়া আর কিছু আমরাও জানিনা, তবে ধারণারাশিকে বুঝিতে হইলে ধারণা বা সংস্কাররাশি অন্বেষণ করিলে এমন একটা কিছু পাওয়া যায় যাহা না থাকিলে ধারণারাশি থাকিতে পারে না কিন্তু তাহা কি, মুখে প্রকাশ করা যায় না। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে চৈতন্য। সমাধিতে 'ধারণারাশি' থাকে না আবার সমাধি-ভঙ্গে উহারা উপস্থিত হয় অতএব ধারণারাশির আশ্রয় আছে অর্থাৎ উহারা উহাতে লয় হয় ও উহা হইতে উদ্ভূত হয়, পূর্ব্বেও ইহা বলা হইয়াছে। এই আশ্রয়ই চৈতন্য। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হইতে ইহাই বুঝা যায় চৈতন্য বিনা জড় নিরর্থক। সাধারণতঃ মত-বাদ লইয়া যে বিরোধ তাহার কারণ কতকগুলি সত্য অনুমান করিয়া সেই অনুমিত সত্যের সাহায্যে জগৎকে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস। জগতে অনেক অজ্ঞাত ব্যাপার আছে, উহারা জ্ঞাত হইবামাত্র হয়ত অনুমিত সত্য আর জগৎ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল অনুমিত সত্যের উপর নহে, অনুভূত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের সত্য যেমন বৈজ্ঞানিক জগতে সর্ব্ববাদী সম্মত, কারণ সকল সত্য পরীক্ষিত, তেমনি ধর্ম্মজগতের সত্য সকলও সকল ঋষির (অর্থাৎ যাহারা সত্যের অনুভূতি করিয়াছেন) সম্মত। এ সকল সত্যের ভিতর যাহা পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা ভাবে নহে ভাষায়। বাই-বেলে আছে কিছু নাই এ অবস্থা হইতে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন। সমাধিস্থ ব্যক্তির সমাধি-ভঙ্গের অবস্থা আর ঈশ্বরের সৃষ্টি এ দুইটী বিষয় এক রকম। যেমন সমাধিতে ধারণারাশি চৈতন্যে লীন থাকে তেমনি ঈশ্বরের ক্রিয়া-বা ধারণারাশি জগৎ ঈশ্বরে লীন থাকে আবার প্রকাশিত হয়।

জগতের লয়প্রাপ্ত অবস্থায় শুধু চৈতন্য থাকেন সুতরাং মানবের ভাষায় যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না তাহাকে কিছু না বলার ভাব প্রকাশের বিঘ্ন হইয়াছে এমন বোধ হয় না। ঈশ্বর যখন আছেন তখন তাঁহাতে সমস্ত আছে ইহা বুঝিতে হইবে কারণ তাঁহাতে জগৎ লীন হইয়া থাকিতে পারে। হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও এই কথায়ই ভিন্ন ভাষায় আছে। ঈশ্বরের নির্ব্বিকল্প অবস্থায় বাসনার উদয় হওয়ায় সৃষ্টি হইল। নির্ব্বিকল্প অবস্থায় বাসনা কিরূপে আসিল এ প্রশ্নের উত্তর মুখে কেহ দিতে পারে না। এবং উত্তর দিতে না পারায় এ সত্যের কোন হানি হয় না কারণ ঐটী ঘটনা। মানব জীবনে সমাধিতে এ ঘটনা পরীক্ষিত হইতে পারে। বাষ্পদ্বয়ের সম্মিলনে জল হয় কিন্তু কি উপায়ে উহারা জলে পরিণত হয়, তাহা বলিতে না পারিলে যেমন সত্যের কোন হানি হয় না তেমনি এ সত্য জড় জগতের ভাষায় ব্যাখ্যাত না হওয়ায় উহার গৌরব ভিন্ন অগৌরব নাই। বুদ্ধদেব নির্ব্বাক থাকিতেন; সৃষ্টি-তত্ত্বের মীমাংসায় যাইতেন না, কারণ তিনি ছিলেন ধর্ম্ম-জগতের পরিপক্ক বৈজ্ঞানিক; তাঁহার প্রথম কথা ছিল পরীক্ষা কর তাহার পর বিচার। ঘটনা না বুঝিয়া তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াকে তিনি বুদ্ধির পরিচায়ক বিবেচনা করেন নাই। জড়-জগৎ যদি 'ধারণারাশি' 'সংস্কার রাশি' অথবা 'ক্রিয়া রাশি' রূপে স্বীকৃত হয় তবে স্পষ্ট বুঝা যায় তাহারা চৈতন্যে লীন থাকে আবার উহা হইতে উদ্ভূত হয়, এই জন্য শঙ্কর জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং চৈতন্যকেই সত্য বলিয়াছেন, কারণ চৈতন্যের অস্তিত্বেই জগতের অস্তিত্ব এবং জগৎ অনিত্য অর্থাৎ চৈতন্যে লীন থাকিতে পারে। উপযুক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা যে চৈতন্য পাইলাম, তাহা কার্য্যতঃ কি উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে সংক্ষেপে তাহাই আলোচনা করা যাক।

পূর্ব্বোল্লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে জড় জগতে চৈতন্যের প্রথম ক্রিয়া আকাশ আর এই ক্রিয়ার গুণ শব্দ। আকাশ ও শব্দের অতীত অথবা উহা হইতে সূক্ষ্মতর কোন 'ক্রিয়া' নরকল্পনার অতীত। আমরা যদি ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইয়া আত্মানন্দে থাকিতে চাই, তাহা হইলে মনের সহিত জগতের সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মনের সহিত জগতের প্রথম ও শেষ সম্বন্ধ আকাশে। আমরা যদি আকাশে মন স্থাপন করি তবে জগতের অন্যান্য পদার্থের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্বভাবতঃই ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমরা সেই অবস্থায় আমাদের শব্দ স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিব অথবা আমরা যদি আমাদের শব্দ স্বরূপে অবস্থান করিতে পারি; তবে জগতের সহিত সর্ব্ব-সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে, আমরা সহজে ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়া আত্মস্বরূপে উপস্থিত হইতে পারি। কিন্তু কি উপায়ে শব্দ-ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভূত হইতে পারে, তাহা আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে।

আমরা দেখিয়াছি শরীরের মধ্যদিয়াই জগতের সহিত সম্বন্ধ। আকাশ, বায়ু, জল, অনল ও পৃথিবী বহির্জগতের ন্যায় আমাদের শরীরেও ক্রিয়াশীল অবস্থায় আছে। পূর্ব্বে শরীরের সহিত ব্রহ্মের বা চৈতন্যের সম্বন্ধ দেখাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে। আমরা যে জগতের অস্তিত্ব ও সুখ-দুঃখাদি অনুভব করি, সকলই চৈতন্যের ক্রিয়া। কিন্তু এই চৈতন্যের ক্রিয়ানুভূতির তার-তম্য আছে। বালক যখন জগতের জ্ঞান লাভ করিতে থাকে, তখন তাহার শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শাদির শক্তি বহির্জগতের সংস্পর্শে

প্রতিহত হওয়ায়, তাহার জ্ঞান হয় 'আমি' ছাড়া আরও কিছু আছে। এইরূপে অপরিস্ফুট 'অহং' জ্ঞান যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া 'অহং' ও "ইদং" এইরূপ পরিস্ফুট দ্বৈতভাব আসিতে থাকে। ইহা হইতে দেখা গেল কিরূপভাবে অহং এর জ্ঞান হইতে জগতের জ্ঞান আসে। অহং এ আমরা যাহা অনুভব করি তাহাই ইদং এ আরোপ করি। মানুষ আপনার শক্তি অবগত নহে কিন্তু জগতের শক্তির সংস্পর্শে আসিয়া আপনার শক্তি অবগত হয়। একব্যক্তি অত্যন্ত ভার বহন করিয়া মনে করে "দ্রব্যের এই ভার"। বাস্তবিক পক্ষে ঐ দ্রব্য-রক্ষণের নিমিত্ত তাহার শরীর হইতে যতটা শক্তি প্রকাশে আবশ্যক হয়, সে ততটা শক্তি প্রকাশ করিয়া আপনার শক্তি অনুভব করে। বাস্তবিক পক্ষে যে শক্তি আমাদের শরীরে নাই, তাহা কখনও অনুভব করিতে পারি কি? আমরা বলি, পৃথিবী অত লক্ষ মন ভার। কিন্তু অঙ্ক-শাস্ত্রোক্ত লক্ষ মন ভার সাধারণ মানুষ কি কখনও অনুভব করে? মানুষে শক্তি যতটা স্পষ্ট অনুভব করিতে ও বুঝিতে পারে, পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী ততটা পারে না। ইতর প্রাণীরা যতটা অনুভব করে উদ্ভিদে তাহা অপেক্ষাও অল্প অনুভব করে। এই ঘটনা হইতে দেখা যায়, জড়-জগৎ অতিক্রম করিয়া ক্রমে উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণী হইতে মানুষে চৈতন্যের অধিক বিকাশ। মানুষের শরীরও চৈতন্যের বিকাশোপযোগী। চৈতন্যের বিকাশ অনুসারেই ক্রিয়ার অল্পাধিকত্ব। এই হেতু জড়-জগতের পঞ্চভূত নর-শরীরে যত ক্রিয়াশীল আমাদের জ্ঞান-গোচরে অন্য কোথাও তত ক্রিয়াশীল নহে। এ কথাও বলা যাইতে পারে যে যত অধিক ক্রিয়ানুভব করিতে পারে তাহার ভিতর চৈতন্যের তত অধিক বিকাশ হইয়াছে। এই প্রশ্ন হইতে পারে, একজন দুর্ব্বল ব্যক্তি হইতে একজন সবল ব্যক্তি শারীরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কি উক্ত সবল ব্যক্তিতে চৈতন্যের বেশী বিকাশ। চৈতন্যের বিকাশের অল্পাধিকত্ব অনুভূতির উপর নির্ভর করে। হয়ত ঐ দুর্ব্বল ব্যক্তি একমন ভার উত্তোলন করিতে পারে এবং ঐ সবল ব্যক্তি পাঁচমন ভার উত্তোলন করিতে পারে। কিন্তু কে কত মন ভার উত্তোলন করিল তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই কে কতটা অনুভব করিল তাহাই দেখিতে হইবে। চৈতন্যের অনুভূতির সহিত শারীরিক শক্তির অনুভূতির কিরূপ সম্বন্ধ তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি চৈতন্যের ক্রিয়া অধিকতর অনুভব করিতে পারে তবে উক্ত ভারকে সে অত্যধিক মনে করিয়া ক্লিষ্ট হইতে পারে অথবা ওদিকে মনঃসংযোগ না করিয়া উহাতে ক্লেশ খুব কম অনুভব করিতে পারে। এইরূপে শরীরে চৈতন্যের অধিক প্রকাশ হইলে জড় জগৎ ও চৈতন্যময় বোধ হয়। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' তাহা অনুভূত হয়। জড়-জগতের বৈজ্ঞানিকেরা কত কঠোর পরিশ্রম চেষ্টা ও যন্ত্রাদির সাহায্যে উদ্ভিদে চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। কিন্তু ভিতরের চৈতন্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতে কোথায় চৈতন্যের কিরূপ বিকাশ তাহা বুঝা যায়, উদ্ভিদে চৈতন্যের অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব হয়। নর-শরীরে যে চৈতন্যের বিকাশ অত্যন্ত অধিক এবং চৈতন্যের ক্রিয়াও অতিশয় স্পষ্ট তাহাই দেখাইবার জন্য চেষ্টা করা হইল। চৈতন্যের ক্রিয়ার সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট অনুভূতিতে চৈতন্যের বিকাশের অধিকত্ব এবং চৈতন্যের বিকাশের অধিকত্বে উহার ক্রিয়ার সূক্ষ্ম ও স্পষ্টানুভূতি বুঝিতে হইবে। চৈতন্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখ অধীন হইয়া পড়ে। চৈতন্যের ক্রিয়ানুভবের শক্তিবৃদ্ধি হইলে তাহার আর বহির্জগতের ক্রিয়ায় আকাঙ্ক্ষা থাকে

না। অতএব ঐ রূপ অবস্থায় অভাব-জনিত দুঃখও থাকে না চৈতন্যের অনুভূতিই সাধারণতঃ মানুষে প্রার্থনা করে; কিন্তু প্রার্থনা করে অজ্ঞাতসারে। চৈতন্যের অনুভূতি লাভ করিতে হইলে উঁহার ক্রিয়ার অনুভূতি আবশ্যক। আপনার ভিতরে চৈতন্যের অসীম ক্রিয়া তাহা না বুঝিয়া মানুষ জড় জগতে অস্পষ্ট ক্রিয়ার উপভোগে ছুটিয়া যায়। এই হেতু আপনার ভিতরে চৈতন্যের ক্রিয়ানুভূত হইলে সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া যায়; দুঃখের নিবৃত্তি হয়। ক্রমশঃ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি, এ।

প্রার্থনা

ওহে দীন-দয়া-ময়, দাসে দাও পদাশ্রয়।
অধম সন্তানে পিতঃ রাখ রাঙ্গা পায়॥
শোক-তাপে বিজড়িত, মায়া মোহে অভিভূত।
তবস্নেহে অবিশ্বাস নাহি যেন হয়॥
প্রেমে মাখা ও মূরতি হৃদে জাগে দিবা রাতি,
পাদপদ্মে লীন যেন সদা থাকে মন॥
শ্রীচরণে নিবেদন ওহে কাঙ্গালের ধন,
সংসার-তরঙ্গে যেন ডুবিনা কখন॥
পাপ-প্রলোভনে প্রভু যদি মন ধায় কভু।
কেশে ধরি তারে ক'রো সুপথে চালিত॥
ছাই মাটি মাখি মনে, ভুলে আছি তোমা ধনে,
কুবাসনা-হ্রদে ডুবি আছি অবিরত॥
কি হবে আমার দশা, পোহালনা মোহনিশা,
তব দরশন বুঝি হবে না জীবনে॥
ভুলনা হে দয়াময়, হ'য়ো নাক নিরদয়,
দীন-হীনে রেখ প্রভু রাতুল চরণে॥
তোমার করুণা-বিন্দু, দাও প্রভু দীনবন্ধু,
ঘুচে যা'ক এ দাসের সকল বন্ধন।
বুকে ধরে পাদুখানি থাকি যেন গুণমণি,
কাঙ্গালের এ বাসনা করহে পূরণ॥

শ্রীকাঙ্গালকৃষ্ণ দত্ত

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

২য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬১। সন ১৩২২, আষাঢ়। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

ব্রহ্ম।

(ক)

অমর যাহা তাহা নিত্য। ব্রহ্ম অমর। তিনিও নিত্য। ১

সর্ব্বজ্ঞ যিনি তাঁহার কোন বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। তিনিই সন্দেহ-হীন। ২

ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী। তিনি ঐ তেজঃপুঞ্জ

সূর্য্যেও ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। প্রকৃত সৌর সূর্য্যের মধ্যে সেই ব্রহ্মেরই পূজা করেন। ৩

কারণাকাশ পাঞ্চভৌতিক নহে। তাহা চিদাকাশ। সেই কারণাকাশই ব্রহ্ম। সেই আকাশ হইতেই পাঞ্চভৌতিক আকাশ বিকাশিত হইয়াছে। ৪

ব্রহ্ম চিদাকাশ। চিদাকাশ নিত্য। এ আকাশ অব্রহ্ম। সেই জন্য এ আকাশ অনিত্য। ৫

নির্গুণ ব্রহ্ম যখন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হন তখনই তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। ৬

শিব দ্বৈত নহেন। শিব অদ্বৈত। সেইজন্য শিবই ব্রহ্ম। শিবের অনন্ত রূপ। তিনি কতবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে আরও কতবার অবতীর্ণ হইতে পারেন। ৭

শাক্য ঋষি "উদরং ব্রহ্ম," অপরে "হৃদয়ং ব্রহ্ম" বলিয়া সেই একই অক্ষরব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছেন। উদর শব্দে উর্দ্ধ-স্থিত শূন্য। হৃদয় শব্দে সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও ধ্যেয়। ৮

সৎ কৃষ্ণ। চিৎ কালী। সচ্চিৎ অর্থে কৃষ্ণকালী। সচ্চিদেকং অর্থে কৃষ্ণকালী এক, কৃষ্ণ এবং কালীতে কোন প্রভেদ নাই। সচ্চিদেকং ব্রহ্ম অর্থে কৃষ্ণকালীই অভেদ রূপে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থে বৃহৎ আত্মা, ব্রহ্ম অর্থে যে আত্মার সহিত তুলনায় অন্য সমস্তই অবৃহৎ। ৯

ব্রহ্মকে আকাশ কিম্বা আকাশসদৃশ বলিলেই তাঁহাকে পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতসদৃশ অবশ্যই বলিতে পার। ১০

উচ্চারণ দ্বারা সকল কথাই চৈতন্যবিশিষ্ট হয়। প্রত্যেক কথাই গ্রন্থে লিখিত হইলে অচৈতন্য হয়। ব্রহ্ম জড় চৈতন্য উভয়ই। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই। প্রকৃতিও সেই ব্রহ্মেরই এক প্রকার বিকাশ। ১১

ব্রহ্ম অপেক্ষা ব্রহ্ম-শক্তি শ্রেষ্ঠও নহেন। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম-শক্তির মাহাত্ম্য তুল্য। কারণ ব্রহ্মকে আশ্রয় না করিয়া ব্রহ্মশক্তির কিছুই করিবার সামর্থ্য নাই। ১২

(খ)

ব্রহ্ম যেমন আদি, অনাদি ও অনন্ত তদ্রূপ তাঁহার শক্তিও আদ্যা, অনাদ্যা ও অন্তহীনা। ১

ব্রহ্ম নিত্য, তাঁহার শক্তিও নিত্য। নিত্যা-শক্তিসম্পন্ন নিত্যব্রহ্ম যিনি তাঁহাকে অশক্তিমান বলিতে পার না। ২

চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের দুই শক্তি বলা যায় না। ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলা হয় বলিয়া সৎ, চিৎ ও আনন্দ তিনই তিনি বটেন। ৩

শ্রুতি অনুসারে তুমিও যদি ব্রহ্মকে 'এক-মেবাদ্বিতীয়ং' বল তাহা হইলে আর তাঁহাকে জ্ঞানব্রহ্ম ও আনন্দব্রহ্ম কি প্রকারে বল? ৪

তোমরা ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা কর, ব্রহ্মের স্তবস্তুতি কর—ব্রহ্ম ঐ সমস্ত শুনিতে পান মনে করিয়াই কর। ব্রহ্ম যদি তোমাদের স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা শুনিতে পান তাহা হইলে তাঁহার তোমাদের এবং আমাদের কর্ণের মতন কর্ণও আছে। কারণ কর্ণদ্বারাই শ্রবণ করা হয়। শ্রবণশক্তি ও কর্ণ যাঁহার আছে তাঁহার অবশিষ্ট দশ ইন্দ্রিয়ও আছে। কারণ, শ্রবণশক্তি ও কর্ণ যাঁহার আছে তাঁহার অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সকলও আছেন। ৫

(গ)

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে বাক্যমনের অগোচর বলা হইয়াছে। শ্রুতির কোন স্থলেই ব্রহ্মকে বুদ্ধির অগোচর বলা হয় নাই।

(ঘ)

সত্যদ্বারা সত্যকে সত্য জানিতে পারে। নিত্যদ্বারা নিত্যকে নিত্য জানিতে পারে। ব্রহ্ম-দ্বারা ব্রহ্মকে ব্রহ্ম জানিতে পারে। ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম নিত্য। ব্রহ্ম জ্ঞেয়, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম জ্ঞাতা। ১

ব্রহ্ম নিত্য সত্য বলা হইয়াছে। বাক্যদ্বারা ব্রহ্মকে নিত্য সত্য বলা হইয়াছে। শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। বাক্য অদ্বিতীয় নহে বহু বাক্য আছে সেইজন্য বাক্য মায়িক। মায়িক বাক্যদ্বারা অমায়িক ব্রহ্ম যে নিত্য সত্য ইহা কি প্রকারে বলা হয়? ২

তুমি মায়াকেই অসত্য বলিতেছ। তবে সেই অসত্য মায়া দ্বারা সত্য ব্রহ্মকে কি প্রকারে জ্ঞাত হইবে? স্বপ্ন দর্শনও মায়ার কার্য্য। তবে তুমি সেই স্বপ্ন দ্বারা কি প্রকারে সত্যব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবে? ৩

নিত্য ব্রহ্মকে অনিত্য অহঙ্কার সম্ভূত অনিত্য জ্ঞানদ্বারা জানা যায় না। ৪

কেহ ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারিলে তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলা যায় না। উত্তম উত্তম জ্ঞানের কথা একজন মহাপাপীও শুনিয়া বলিতে পারে। ৫

কোন কোন শাস্ত্র মতে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বটেন। কিন্তু কোন শাস্ত্রেই ত তাঁহাকে সর্ব্ব বলা হয় নাই। তবে ব্রহ্মকে সর্ব্ব বলিতেছ কেন? ৬

(ঙ)

ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী। তিনি দারু, প্রস্তর, ধাতু ও মৃন্নির্ম্মিত ঘট সকলেও ব্যাপ্ত বটেন। তোমার মতে মনুষ্য-দেহধারী সন্ন্যাসী পূজনীয় ব্রহ্ম হইলে ঐ সমস্ত ঘটময় ব্রহ্মই বা পূজ্য হইবেন না কেন? ১

দণ্ডী পরমহংসের দেহ অপ্রাকৃত হইলে ঐ সমস্ত ঘটও অপ্রাকৃত। দণ্ডীপরমহংসের দেহে ব্রহ্ম পূজনীয় হইলে ঐ সমস্ত ঘটেও অবশ্য পূজনীয়। ২

শক্তি।

(ক)

আদ্যাশক্তিকেই তন্ত্রে মহামায়া বলা হইয়াছে। সেই মহামায়া আদ্যাশক্তি হইতেই বিদ্যামায়াশক্তি ও অবিদ্যামায়াশক্তি বিকাশিত হইয়াছেন। ১

সেই আদ্যাশক্তি অগ্নিতে আগ্নেয়ীশক্তি, সেই আদ্যাশক্তি বায়ুতে বায়বীশক্তি, সেই আদ্যা-শক্তি অম্বরে অম্বরীশক্তি, সেই আদ্যাশক্তি পৃথিবীতে পার্থিবীশক্তি, সেই আদ্যাশক্তি বরুণে বারুণীশক্তি। ২

বিদ্যা শক্তি। বিদ্যাশক্তিকেই জ্ঞানশক্তি বলা যাইতে পারে। অবিদ্যাশক্তিকেই অজ্ঞান বলা যায়। ৩

সৎ-ক্রিয়া সকল বিদ্যাশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অসৎ-ক্রিয়া সকল অবিদ্যাশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৪

(খ)

মহাকালীই মহাবিদ্যা। যে ভক্তের হৃদয়ে সেই মহাকালী মহাবিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছেন তিনিই মহাবিদ্যাধর। ১

মহাভাগবতের মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মহাকালীর তিন পুত্র। ২

একই কালীর নানা রূপ আছে। কালী বহুরূপা। ৩

শিশুর স্বভাব মৃত্তিকা ভক্ষণ করা। কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে দেখিলে তাহা হইতে বিরত করিয়া দুগ্ধ পান করান। সচ্চিদানন্দময়ী কালীমাতাও অপূর্ণ কোন ভক্ত বিষয়রস পান করিলে তাহাকে তাহা হইতে বিরত করিয়া স্নেহামৃতরূপ দিব্যদুগ্ধ পান করান। ৪

(গ)

বৃক্ষে ফলের বিকাশ সকল সময়ে হয় না।

ফল-বিকাশের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। জ্ঞান-শক্তিতে সকল সময়ে ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয় না। ঐ দুই শক্তি বিকাশের নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। ১

সৃষ্টিকালে প্রথমতঃ জ্ঞান-শক্তি হইতে ইচ্ছা-শক্তি বিকাশিত হয়। সেই ইচ্ছা-শক্তি হইতে ক্রিয়া-শক্তি বিকাশিত হইয়া তদ্দ্বারা সৃষ্টি হইতে থাকে। ২

প্রধানতঃ ইচ্ছাশক্তি তিন ভাগে বিভক্ত। সৃজনেচ্ছাশক্তি, পালনেচ্ছাশক্তি ও নাশেচ্ছাশক্তি। সৃজনেচ্ছাশক্তি হইতে সৃজনকারিণীশক্তি ব্যক্ত হইয়া সৃষ্টি হইতে থাকে, পালনেচ্ছাশক্তি হইতে পালনকারিণীশক্তি ব্যক্ত হইয়া পালন করিতে থাকে, নাশেচ্ছাশক্তি হইতে নাশকারিণীশক্তি ব্যক্ত হইয়া নাশ করিতে থাকে। ৩

(ঘ)

ইচ্ছাও ক্রিয়াময়ী। ইচ্ছার মধ্যে ক্রিয়া না থাকিলে ইচ্ছা স্ফুরিত হইতেই পারিত না। ইচ্ছার মধ্যেও জ্ঞানের বিদ্যমানতা না থাকিলেও ইচ্ছা স্ফুরিত হইতে পারিত না। ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়াময়ী। ইচ্ছা-কর্ত্তা না থাকিলেও ইচ্ছা স্ফুরিত হইতে পারে না। ১

(ঙ)

এই সৃষ্টি দেখিয়া লোকে না বোধ করে যে পরমেশ্বরের শক্তির বুঝি এই পর্য্যন্তই সীমা। সেইজন্য কোন কোন আর্য্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে পরমেশ্বরের শক্তির চারি অংশের এক অংশ মাত্র সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে। পরমেশ্বরী শক্তির অবশিষ্ট তিন অংশে সৃষ্টি অপেক্ষা কত কত মহৎকার্য্যও নির্ব্বাহিত হইতে পারে। ১

যে শক্তির উপাসক শাক্ত, সে শক্তি অজড়া। নানাতন্ত্র অনুসারে সেই শক্তিই আদ্যাশক্তি। ২

যেমন অনেক প্রকার জড় রহিয়াছে তদ্রূপ অনেক প্রকার শক্তিও আছে। সে সকল শক্তি আদ্যাশক্তি হইতে বিকাশিত হইয়াছে। ৩

বণিকদিগের গন্ধেশ্বরী-শক্তিও সেই আদ্যা-শক্তির এক প্রকার বিকাশ। ৪

কোন কোন মহাত্মার মতে আদ্যাশক্তি-প্রভাবে সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া, আদ্যাশক্তি-প্রভাবে ব্রহ্মকে জানা যায় বলিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৫

(চ)

আদ্যাশক্তিকে যিনি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত শাক্ত। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতিতে শাক্তের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। মুণ্ডমালা তন্ত্র অনুসারে শাক্ত শিব-তুল্য। ১

শাক্তদিগের মধ্যে কত ব্রাহ্মণ, কত কায়স্থ, কত বৈশ্য এবং কত শূদ্র আছেন। তাঁহারা সকলেই শক্তির উপাসক। তাঁহারা সকলেই শাক্ত অথচ সকল সময়ে পরস্পর একত্রে আহার করেন না। তাঁহারা সকলে কেবল ভৈরবীচক্রে ও ব্রহ্মচক্রে একত্রে ভোজন করিতে পারেন। নতুবা তাঁহাদের পরস্পর একত্রে ভোজন করিবার বিধি নাই। ২

আত্মজ্ঞান।

(ক)

অজ্ঞান থাকিতে সংশয় অপসারিত হয় না। অজ্ঞান হইতেই সংশয়ের বিকাশ। ১

নিজে আত্মা কি অনাত্মা যত দিন না বোঝা যায় তত দিন অজ্ঞান এবং সংশয়ে আচ্ছন্ন থাকিতে হয়। ২

নিজে আত্মা কি অনাত্মা যিনি জানেন না তাঁহার আত্মবোধ হয় নাই। ৩

আমি আছি বোধই আত্মবোধ নহে। আমি আছি বোধ নিজের অস্তিত্ব বোধ। ৪

নিজে কি, যে বোধদ্বারা জানা যায় তাহাই আত্মবোধ। ৫

নিজের অস্তিত্ব-বোধ সকল সময়েই থাকে না। সুষুপ্তিতে নিজের অস্তিত্ব বোধ থাকে না। কিন্তু আত্মবোধোদয় হইলে সর্ব্বাবস্থায়ই আত্মবোধ থাকে। ৬

(খ)

যে শক্তিপ্রভাবে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে জানা যায় সেই শক্তির নামই আত্মবিদ্যা। সেই আত্মবিদ্যাতুল্য অন্য কোন বিদ্যা নাই। সেইজন্য সেই আত্মবিদ্যাকে পরাবিদ্যা এবং মহাবিদ্যা বলা যাইতে পারে। ১

অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব হইলে আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ২

আত্মজ্ঞান দ্বারা নিজে আত্মা ইহাই বোধ হইয়া থাকে।৩

আত্মজ্ঞানী নিশ্চিন্ত। ৪

আত্মজ্ঞানীর আত্মা পর্ব্বততুল্য অটল। প্রবল বায়ু দ্বারা যেমন পর্ব্বত চঞ্চল হয় না, তদ্রূপ অবিদ্যারূপ বায়বীশক্তিও আত্মজ্ঞানীর আত্মাকে চঞ্চল করিতে পারে না। ৫

জলকেই বায়ু চঞ্চল করিতে পারে। অনাত্মজ্ঞানীর আত্মার তুলনা জলের সহিত হইতে পারে। সেই জন্যই অবিদ্যারূপ বায়বীশক্তি অনাত্মজ্ঞানীর আত্মাকে চঞ্চল করিয়া থাকে। ৬

(গ)

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা দণ্ডী শ্রেষ্ঠ। দণ্ডী হইতে হইলে ব্রাহ্মণকে উপবীত পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রকৃত দণ্ডী আত্মজ্ঞানী। আত্মজ্ঞানী কোন বর্ণের অন্তর্গত নহেন। আত্মজ্ঞানী অজ, সুতরাং তাঁহার জাতিও নাই। ১

আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই। সেই জন্য আত্মার জাতিও নাই। ২

আমি কেবল আত্মা। বুদ্ধিও অনাত্মা। আমি-দেহ, আমি-বুদ্ধি বোধ আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞান বশতঃই হয়, আত্মজ্ঞান না থাকার জন্যই হয়। প্রকৃত আত্মজ্ঞানে আমি-দেহ কিম্বা আমি-বুদ্ধি বোধ হয় না। ৩

কৈবল্য।

(ক)

যাহা কেবল কল্পনার বিষয়, যাহার সঙ্গে সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই তাহা মুক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিঘ্ন। ১

সম্বন্ধ বন্ধনের কারণ। নিঃসম্বন্ধতাই মুক্তি। ২

অহংকারের সঙ্গে যাঁহার সম্বন্ধ নাই তিনি মুক্ত। চকমকীর পাথরে অগ্নি আছে অথচ চকমকীর পাথরের সঙ্গে অগ্নির সম্বন্ধ নাই। তোমাতে অহঙ্কার থাকিলেও যখন তোমার অহঙ্কারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না তখনই তুমি পূর্ণ মুক্ত হইবে। ৩

তোমার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তোমার সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ রহিয়াছে, তোমার সঙ্গে মন এবং নানা মনোবৃত্তির সম্বন্ধ রহিয়াছে, কেবল একাকী হইবার জন্য সাধনা কর, ঐ সকলের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ না থাকে। ৪

অজ্ঞানবারিণী সাধনা-নিচয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞান বারিত হয়। অজ্ঞান বারিত হইলে মুক্তি হয়। ৫

(খ)

মুক্তিই শান্তির জননী। ১

কৈবল্য লাভ ব্যতীত সকল বিষয়ে অমনোযোগ হয় না। কৈবল্য লাভ ব্যতীত কোন কোন বিষয়ে অমনোযোগ হইলে বিশেষ অনিষ্টও হয়, ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হয়, বিপদগ্রস্তও হইতে হয়। ২

পুরুষের প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকিতে পুরুষ সর্ব্বত্যাগী কেবলাত্মা হইতেই পারেন না। পুরুষ প্রকৃতি সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ না করিলে তিনি কেবল হইতে পারেন না। ৩

স্থূল জড়-দেহের সঙ্গে তোমার যোগ আছে, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে তোমার যোগ আছে, ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে তোমার যোগ আছে, ক্রিয়া শক্তির সঙ্গে তোমার যোগ আছে, বুদ্ধি শক্তির সঙ্গে তোমার যোগ আছে, আভ্যন্তরিক নানা বৃত্তির সঙ্গে তোমার যোগ আছে, নিজ অস্তিত্ব-বোধিনীশক্তি অহঙ্কারের সঙ্গে তোমার যোগ আছে। ঐ সকলের সঙ্গে যোগ তোমার মহাবন্ধন। যদি মুক্তি কামনা কর তাহা হইলে অহঙ্কার নিরোধ দ্বারা ঐ সমস্তকে সম্পূর্ণ রূপে নিরুদ্ধ কর, যোগী হইয়া অযোগী হও। ৪

(গ)

ঐ সুবর্ণই মালিন্য নহে। ঐ সুবর্ণ মলিন হইয়াছে। ঐ সুবর্ণে যখন মালিন্য ছিল না তখন ঐ সুবর্ণ মলিনও ছিল না। ঐ মালিন্য বিশিষ্ট সুবর্ণকে মালিন্য-বিহীন করিতে পারিলে আর উহাকে মলিন সুবর্ণ বলা হইবে না। তখন উহাকে কেবল সুবর্ণই বলা হইবে। জীবত্ব আত্মার মালিন্য। আত্মা জীবত্বরূপ মালিন্য-বিশিষ্ট হইলে আত্মাকে জীবাত্মা বলা হয়। আত্মায় জীবত্বমালিন্য না থাকিলে আত্মা আর জীবাত্মা নহেন। তখন আত্মা কেবলাত্মা, তখন আত্মা শুদ্ধাত্মা। ১

জীবত্বের নির্ব্বাণ ব্যতীত আশার নিবৃত্তি হয় না। ২

নির্ব্বাণ হইলে স্বপ্ন, নিদ্রা এবং জাগরণ থাকে না। ৩

ভোগের অবসান হইলে নির্ব্বাণ হয়। ৪

সর্ব্বত্যাগ হইবা মাত্র কৈবল্য হয়। ৫

সন্ন্যাসই কৈবল্য। সন্ন্যাসী কেবলাত্মা। ৬

কৈবল্য লাভ হইলে কোন বিষয়েই মনোযোগ থাকে না। তখন কোন বিষয়ে মনোযোগ না থাকার জন্য ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হয় না, বিপদ্‌গ্রস্তও হইতে হয় না। ৭

পরাসুষুপ্তি।

পরাসুষুপ্তিতে পরম অজ্ঞান,
রহে না তাহাতে জ্ঞানের স্ফুরণ।
কোন ক্রিয়াগুণ তাহাতে রহে না,
তাহাতে রহে না কোন আলোচনা,
সে পরা দশাতে রহে না যন্ত্রণা,
রহে না রহে না কোন প্রয়োজন,
রহে না রহে না কোন আয়োজন।
ভাতে না সে দশা বিজ্ঞান-বিভাতে,
দিব্য মহাভাব নাহি সে দশাতে,
সে দশা পূরিত কৈবল্য-অমৃতে,
সে পরাদশাতে পরম নির্ব্বাণ,
দ্বৈতাদ্বৈত-জ্ঞান নাহি রে মিলন।
(রহে) সে পরা দশাতে অব্যক্ত স্বভাব,
সকাম নিষ্কাম ভাবের অভাব,
নাহি সে দশাতে বিভব-গৌরব,
নাহি সে দশাতে আত্মানুসন্ধান,
নাহি সে দশাতে আত্ম-নির্ব্বাচন।

পরম অজ্ঞান।

অশান্তির অভাবই শান্তি। সুষুপ্তাবস্থায় অশান্ত বোধ থাকে না সুতরাং সে অবস্থাটী শান্তির অবস্থা। সুষুপ্তি-অবস্থায় দুঃখ বোধ থাকে না। সুতরাং সে অবস্থাটী সুখের অবস্থা। সুষুপ্তাবস্থাই এক প্রকার অজ্ঞানাবস্থা। সুতরাং অজ্ঞান অবস্থায়ও অশান্ত এবং অসুখ থাকে না। সুতরাং সে অবস্থায় সুখ এবং শান্তি থাকে। ১

সুষুপ্তি অবস্থাটা পরম অজ্ঞানের আভাষ মাত্র। সুষুপ্তি অবস্থায় আমি আছি বোধ করি না। সে অবস্থায় আমি আছি বোধ না করার জন্য অন্য কিছু আছেও বোধ করি না। সুষুপ্তিতে সুখ বোধও হয় না, দুঃখ বোধও হয় না। সে অবস্থায় শান্তি বোধও হয় না, অশান্তি বোধও হয় না। ২

পরম অজ্ঞান অবস্থায় আমাতে সর্ব্বভাবই নিরুদ্ধ থাকে, সে অবস্থায় আমাতে কোন ভাবেরই কার্য্য দেখি না, সে অবস্থায় আমার মন নিরুদ্ধ রহে বলিয়া সে অবস্থায় আমার মনও কোন কর্ম্ম করে না; সে অবস্থায় আমার বুদ্ধি নিরুদ্ধ থাকে বলিয়াই সে অবস্থায় আমার বুদ্ধিও কোন কর্ম্ম করে না। সে অবস্থায় আমার অহঙ্কার নিরুদ্ধ থাকে বলিয়াই সে অবস্থায় অহঙ্কারও নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে। সে অবস্থায় আমা হইতে সুখও বিকাশিত হয় না, দুঃখও বিকাশিত হয় না। সে অবস্থায় আমি আপনাকে সুখীও বোধ করি না সে অবস্থায় আমি আপনাকে দুঃখীও বোধ করি না। সে অবস্থায় আমার কোন প্রকার চিন্তা আছেও বোধ থাকে না, সে অবস্থায় আমার কোন প্রকার চিন্তা নাইও বোধ থাকে না। সে অবস্থায় আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে নাস্তিকও নই, সে অবস্থায় আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে আস্তিকও নই। সে অবস্থায় আমি আপনাকে কর্ত্তা বোধও করি না, সে অবস্থায় আমি কর্ম্মও করি না। সে অবস্থা নিত্য হইলেই নিত্য-নিগুর্ণ ও নিত্য-নিষ্ক্রিয় হওয়া যায়। সে অবস্থা জ্ঞান দ্বারা বুঝিবার অবস্থা নহে, সে অবস্থা যাঁহার হয় যতক্ষণ বা যতকাল থাকে ততক্ষণ বা ততকাল সে অবস্থা যাঁহার তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বোঝেন না, সে অবস্থায় আপনার সম্বন্ধে এবং অন্য কিছুর সম্বন্ধেই জ্ঞান থাকে না। ৩

জ্ঞান দ্বারাও কার্য্য হয়, কেবল সম্পূর্ণ অজ্ঞান দ্বারাই কোন কার্য্য হয় না, কেবল অজ্ঞানই সম্পূর্ণ নিগুর্ণনিষ্ক্রিয়। সেই জন্য অজ্ঞান অবস্থায় কোন বন্ধন বোধই থাকে না। সেই জন্য সে অবস্থায় মুক্তি অথবা জীবন্মুক্তিরও প্রয়োজন হয় না। সে অবস্থায় কোন বিষয়েই জ্ঞান থাকে না। সে অবস্থায় কাহারও সঙ্গেই সম্বন্ধ বোধ থাকে না। সে অবস্থায় পিতাকে পিতা বোধ হয় না, মাতাকে মাতা বোধ হয় না, ভগ্নীকে ভগ্নী বোধ হয় না; কোন আত্মীয়কেই আত্মীয় কিম্বা অনাত্মীয় বোধ হয় না, সে অবস্থায় বন্ধুকে বন্ধু বোধ হয় না, সে অবস্থায় বন্ধুকে অবন্ধু বোধও হয় না, সে অবস্থায় কাহাকেও আপনার বলিয়া বোধও হয় না, সে অবস্থায় কাহাকেও পর বলিয়াও বোধ হয় না। সে অবস্থায় অন্য কোন প্রকার অবস্থাতেই আবদ্ধ থাকিতে হয় না, সে অবস্থায় কোন অবস্থাতেই নিজেকে বদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। ৪

ব্রহ্মচর্য্য।

(ক)

পাতঞ্জল দর্শনের মতে তপস্যাও যোগের অন্তর্গত। ১

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে ব্রহ্মচর্য্যও তপস্যার অন্তর্গত। ব্রহ্মচারীও এক প্রকার তপস্বী। ২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে ব্রহ্মচর্য্য শারীরিক তপের অন্তর্গত। সেই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান কলিকালে করা অকর্ত্তব্য ত' ঐ গীতায় বলা হয় নাই? ৩

ব্রহ্মচর্য্য সাধনা যিনি করেন তিনি সাধক ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্য্য সাধানার ফলস্বরূপ সিদ্ধি লাভ যিনি করিয়াছেন তিনি সিদ্ধব্রহ্মচারী। ৪

ব্রহ্মচারীর পক্ষে ধাতু পরিগ্রহ নিষিদ্ধ নহে।

শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসীই ধাতু পরিগ্রহ করিবেন না। ৫

(খ)

ব্রহ্মচর্য্যও এক প্রকার ব্রত। ১

সত্যপালন এবং ব্রহ্মচর্য্য দুইটী প্রধান মানসিক ব্রত। ২

কলির জীবের মন অতি চঞ্চল, কলির জীবের মন কত প্রকার কুবাসনায় পূর্ণ, কলির জীবের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করা অতি সুকঠিন। কলিতে ব্রহ্মচর্য্যের অনেক প্রতিবন্ধক। ৩

ব্রহ্মচর্য্যব্রতের সাধনা অতি নির্জ্জনেই করিতে হয়। সংসার ব্রহ্মচর্য্য সাধনার স্থান নহে। নিয়ত যে সকল স্থানে শীতের প্রাদুর্ভাব সেই সকল স্থানেই ব্রহ্মচর্য্যব্রতের সাধনা করিতে হয়। ৪

(গ)

ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্ত্রীসংসর্গ করিবেন না, তিনি নারীবিষয়িণী কোন প্রকার আলোচনাই করিবেন না। নারী দর্শনেও কুভাবে মন রঞ্জিত হইতে পারে। এই জন্য তিনি নারী দর্শনও করিবেন না। ১

যেমন ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্ত্রীসংসর্গ ও সম্ভাষণ নিষিদ্ধ তদ্রূপ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পক্ষেও স্ত্রীসংসর্গ স্ত্রীসম্ভাষণ নিষিদ্ধ। ২

যিনি কাম দমন করিতে পারিয়াছেন তিনি পরম তেজস্বী হইয়াছেন। তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রহ্মচারী বলা যাইতে পারে। ৩

কুমার ব্রহ্মচারীকেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা যায়। সনক সনাতন প্রভৃতিই প্রকৃত কুমার ব্রহ্মচারী। ৪

কুমারব্রহ্মচারী সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয়। ৫

(ঘ)

প্রকৃত ব্রহ্মচারী বিবাহ করেন না। প্রকৃত ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসম্ভোগ-ইচ্ছাই থাকে না। প্রকৃত ব্রহ্মচারী সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় এবং সংযমী। ১

ফলমূল এবং কোন কোন ফুল ভক্ষণেও জীবন ধারণ করা যাইতে পারে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে আহার সম্বন্ধে কোন আড়ম্বর করা উচিত নহে। ২

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা বিবাহ করেন না। বিবাহ না করিয়া পুত্রোৎপাদন না করায় তাঁহাদের ত কোন প্রত্যবায় হয় না। মনুসংহিতার মতেও বিবাহ না করায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর কোন প্রত্যবায়ইত' নাই। ৩

(ঙ)

ব্রহ্মচারীর পক্ষে বহিঃশৌচ এবং অন্তঃশৌচ উভয়েরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারীর ফলমূল এবং হবিষ্যান্ন ভক্ষণই বিধেয়। ব্রহ্মচারী স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন করিবেন। ব্রহ্মচারী সন্দেশ এবং কোন প্রকার মিঠাই করিবেন না। ব্রহ্মচারী নিজ গুরুর ব্যতীত অন্য কাহারও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন না। ১

সত্যব্রত হইয়া দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ লক্ষ শুক্রস্তম্ভন মন্ত্র জপ করিতে পারিলে যুবতী-সম্ভোগ কালেও শুক্র স্তম্ভিত থাকিতে পারে। ২

প্রথমতঃ কাম স্তম্ভন করা যায় না। ৩

নির্ব্বিঘ্নে পঞ্চবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য সাধনা করিতে পারিলে কাম স্তম্ভন করা যায়। ৪

সন্ন্যাস।

(ক)

নিজের ভরণপোষণের উপায় থাকিতে গৃহস্থ সে উপায় পরিত্যাগ না করেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে সর্ব্বত্যাগ বিধেয়। ১

প্রথমতঃ বিবেক না হইলে বৈরাগ্য হইতে পারে না। বৈরাগ্য ব্যতীত সন্ন্যাস হইতেই পারে না। ২

যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থের হানি হইলে অপরের প্রতি রাগ করে সে সন্ন্যাসী নয়। ৩

(খ)

পুরুষ প্রকৃতির আত্মায় কোন প্রভেদ নাই বলিয়া পুরুষ প্রকৃতি উভয়েরই আত্মজ্ঞান লাভের অধিকার আছে। সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞানী। এই জন্য পুরুষ প্রকৃতি উভয়েরই সন্ন্যাসে অধিকার আছে। ১

আত্মজ্ঞান-প্রভাবে অবর্ণ হওয়াই প্রকৃত সন্ন্যাস। সেই সন্ন্যাসের সঙ্গে জীবন্মুক্তিরও কোন প্রভেদ নাই। ২

প্রথমতঃ অনেকেরই বিষয়ে অনুরাগ থাকে। সেই বিষয়ে বীতরাগও সহজে কাহারও হয় না। সেই বিষয়ে যাঁহার বীতরাগ হয় তাঁহার সন্ন্যাসেরও আরম্ভ হইয়াছে। ৪

কেবল সন্ন্যাসীর বেশে দেহ সজ্জিত করিলে কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারে না। ৫

সন্ন্যাসীর বিবেক, বৈরাগ্য এবং জ্ঞানেতেই বিশেষ প্রয়োজন। ৬

(গ)

প্রকৃত বিবেক-বৈরাগ্য যাঁহার হইয়াছে, প্রকৃত দিব্যজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনি বালক কিম্বা যুবক হইলেও সন্ন্যাসের অধিকারী। ১

কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থের মতে অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ হইলেও শঙ্করাচার্য্য যোড়শ বর্ষে ও চৈতন্যদেব চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে সন্ন্যাস আশ্রমী হইয়াছিলেন। বৈরাগ্য উদয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। যখনই বৈরাগ্যোদয় হইবে তখনই সন্ন্যাসের আরম্ভ হইবে। ২

কোন প্রকার বেশ সন্ন্যাস দিতে পারে না। অদ্বৈতজ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। ৩

সন্ন্যাসে শিখাসূত্র ও গার্হস্থের পরিচ্ছদ ত্যাগ করা হয়। সন্ন্যাসে গৃহস্থাশ্রমের নাম পরিত্যাগ করা হয়। সন্ন্যাসে গৃহস্থাশ্রমের সকল প্রকার সম্বন্ধ ত্যাগ করারও বিধি আছে। প্রকৃত সন্ন্যাসী যিনি, তিনি নিগুর্ণ-নিষ্ক্রিয়-কেবল হইয়াছেন। তাঁহার দেহের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত পুরুষ। ৪

(ঘ)

সর্ব্বত্যাগী যিনি তিনিই সন্ন্যাসী। তোমার ক্ষুধাও ত্যাগ হয় নাই, তোমার তৃষ্ণাও ত্যাগ হয় নাই, তোমার নিদ্রাও ত্যাগ হয় নাই, তোমার সুখ-দুঃখও ত্যাগ হয় নাই, শরীরে আঘাত লাগিলে তোমার যন্ত্রণাও বোধ হয়। তুমি দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ অদ্যাপি করিতে পার নাই বলিয়াই দৈহিক কষ্ট বোধ করিয়া থাক। ১

সন্ন্যাস-প্রভাবে যিনি ক্ষুধা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার ক্ষুধা বোধও নাই। সন্ন্যাস-প্রভাবে যিনি তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার তৃষ্ণা বোধও নাই। সন্ন্যাস-প্রভাবে যিনি দেহে অবস্থান করিয়াও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার দেহের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। সেই জন্য তাঁহার কোন প্রকার দৈহিক কষ্ট বোধও হয় না। ২

এই কলিকালে যত সন্ন্যাসী দেখিতে পাও তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দেহী। তাঁহাদের মধ্যে বিদেহী অতি অল্পই আছেন। ৩

প্রকৃত সন্ন্যাসী জীবন্মুক্ত। তাঁহার কোন বন্ধনই নাই। তুমি আপনাকে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক অথচ তুমি আহার নিদ্রা প্রভৃতির বিলক্ষণ বশীভূত দেখিতেছি। তুমি দেহাশ্রয়ে চলিতেছ বলিতেছও দেখিতেছি। তবে তোমাকে প্রকৃত সন্ন্যাসীই বা কি প্রকারে বলি? তবে তোমাকে বিদেহীই বা কি প্রকারে

বলি? সন্ন্যাস ব্যতীত জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-কৈবল্য হইতেই পারে না। ৪

(ঙ)

যিনি স্বজাতীয় সমস্ত চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন তাঁহার বেদান্ত অনুসারে জাতি নাই। তাঁহার জাতি যাবার ভয়ও নাই। ১

যিনি কোন বর্ণের অন্তর্গত তাঁহার জাতি নষ্ট হইতে পারে বটে। যিনি সন্ন্যাসী তাঁহার জাতিও নাই, তাহার জাতি নষ্ট হইবারও ভয় নাই। ২

সন্ন্যাসীর জাতিকুল-ঘৃণা-লজ্জা-ভয় নাই। ৩

(চ)

কেবল ভিক্ষার সুবিধার জন্য সন্ন্যাসীর বেশ করা উচিত নয়। ঐ প্রকার বেশ করায় সাধারণ লোককে প্রবঞ্চনা করা হয়। ১

সন্ন্যাস স্বভাবে। শিখাসূত্র ও গৃহস্থের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। ২

প্রকৃত সন্ন্যাসীর সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ত্যাগ হয়। ৩

যাঁহার সর্ব্বত্যাগরূপ মুক্ত লাভ হইয়াছে তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। ৪

তুমি সন্ন্যাসী হইয়া নিজের আলয় পরিত্যাগ করিয়াছ। এই দ্বিতল মঠও ত' একটী আলয়। ইহার মধ্যে থাকায় তোমার কোন দোষই বা হয় না কেন? ৫

(ছ)

শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস চারি প্রকার। স্মৃতি-মতে স্মার্ত্তসন্ন্যাস। শ্রুতি মতে শ্রৌতসন্ন্যাস। পুরাণ-মতে পৌরাণিকসন্ন্যাস। তন্ত্রমতে তান্ত্রিক-সন্ন্যাস। ঐ চারি প্রকার সন্ন্যাসের অনুকরণে কত মহাত্মা আরও কত প্রকার সন্ন্যাস সৃষ্টি করিয়াছেন। ১

মনুস্মৃতি-মতে যে সন্ন্যাস তাহার প্রচলন ইদানী দেখিতেই পাওয়া যায় না। অথচ মনুর দোহাই অনেকেই দিয়া থাকেন। ২

সন্ন্যাসের প্রথমাবস্থায় পরিব্রাজক হইয়া নানা দেশ, নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে হইবে। এক স্থানে অধিক দিন থাকিলে মমতা হইবার সম্ভাবনা এইজন্য পরিব্রাজকসন্ন্যাসী একস্থানে অল্প দিনই অবস্থান করিবেন। সেই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী পরমহংস হইলে তিনি মহাজনতায় থাকিলেও মমতার অধীন হন না। ৩

প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত শ্রুতি-সম্মত সন্ন্যাসে অধিকার হয় না। কলিতে প্রকৃত ব্রহ্মচারী হওয়া অতি কঠিন। এই জন্য কলিতে শ্রৌত-সন্ন্যাসও দুর্ল্লভ। ৪

বনবাস পূর্ব্বক গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য সাধনার পদ্ধতি আছে। কলিতে সে পদ্ধতির অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কলিতে বৈধ ব্রহ্মচর্য্যও বিরল। বৈধ ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত বৈধ শ্রৌত সন্ন্যাসেও অধিকার হয় না। ৫

পূর্ণ বৈরাগ্য ব্যতীত সন্ন্যাস হইতে পারে না। ৬

(জ)

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থাশ্রমী হন নাই। তিনি প্রথমতঃ গৃহস্থ হইয়া পরে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য গৃহস্থও হন নাই, বানপ্রস্থও হন নাই। তিনি ব্রহ্মচর্য্যের পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুকদেব গোস্বামী কখনও গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থ হন নাই। তিনি চির সন্ন্যাসী ছিলেন। ১

মাতা, পিতা, পুত্র, কলত্র প্রভৃতি স্বজনবর্গ সত্ত্বে সন্ন্যাস গ্রহণ অবিধি হইলেও মহাপ্রভু মাতা ও যুবতী ভার্য্যা সত্ত্বে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যও মাতা সত্ত্বে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ২

কোন শাস্ত্রেই সন্ন্যাসীর পক্ষে একাদশীব্রত বিহিত হয় নাই। কিন্তু কাশীতে দেখিতেছি অনেক সন্ন্যাসীই একাদশীব্রত পালন করিয়া থাকেন। ৩

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদিগের বেদান্তই প্রধান গ্রন্থ। তাহা গৃহস্থ বেদব্যাস-রচিত। প্রকৃত উদাসীন-অদ্বৈতজ্ঞানী গৃহস্থ-অদ্বৈতজ্ঞানীকে অবজ্ঞা করেন না। ৪

(ঋ)

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সন্ন্যাসীকে গৈরিক বস্ত্রও পরিধান করিতে বলা হয় নাই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মতের কোন সন্ন্যাসী গৈরিক বস্ত্র এবং কৌপীন ব্যবহার না করিলে তাঁহাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয় না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের সন্ন্যাসী অবধূত। ১

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র-মতে ব্রাহ্মণ অবধূত হইলেও যাহা হন, শূদ্র অবধূত হইলেও তাহা হন। সেই জন্য শূদ্র অবধূত হইয়া সামবেদীয় মহাবাক্য উচ্চারণে অন্যকে সন্ন্যাস দিলেও দোষ হয় না। অবধূত হইলে শূদ্রও সামবেদে অধিকারী হন মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে স্পষ্টই বোঝা যায়। ২

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র-মতে অবধূতই সন্ন্যাসী। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অবধূতকে কৌপীন গৈরিক বহির্ব্বাস ব্যবহার করিতে বলা হয় নাই। ৩

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে অবধূতকে কৌপীন এবং গৈরিক বহির্ব্বাস ব্যবহার করিতে নিষেধও করা হয় নাই। সেই জন্য ঐ মতের কোন অবধূত ইচ্ছা করিলে কৌপীন ও গৈরিক বহির্ব্বাস ব্যবহারও করিতে পারেন। ৪

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মতে সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ব্যাহৃতিহোম, প্রাণহোম, তত্ত্বহোম, যজ্ঞোপবীতহোম ও শিখাহোম করিতে হয়। ঐ সমস্ত হোমের প্রত্যেকটিকেই সাকল্যহোমের অন্তর্গত বলা হয়। ৫

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে নাম সন্ন্যাসের উল্লেখ নাই। তাহাতে কেবল কর্ম্মসন্ন্যাসই বিবৃত হইয়াছে। ৬

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে সন্ন্যাসীর মস্তক মুণ্ডনের প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র শিখা ছেদ করিবার প্রয়োজন। সেই শিখাচ্ছেদ, যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকেই করিতে হইবে। নাপিতদ্বারা করিতে হইবে না। ৭

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে কোন অবধূত গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল করিলেও তাঁহার প্রত্যবায় নাই। তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল না করিলেও তাঁহার কোন প্রত্যবায় নাই। কারণ ঐ তন্ত্র অনুসারে অবধূত গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিলে কোন ফল লাভ করেন না। ৮

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে অবধূত নিজ ইচ্ছা অনুসারে সন্ন্যাসের চিহ্ন সকল না রাখিয়া গৃহস্থের চিহ্ন সকল ধারণ করিয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কার্য্য সকলও করিতে পারেন। ৯

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে শূদ্র অবধূত হইলে তিনি আর শূদ্র থাকেন না। সেই জন্য তাঁহার চতুর্ব্বেদ এবং প্রণবেও অনধিকার থাকে না। ১০

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র-মতে পঞ্চবর্ণ অবধূত হইলেই নারায়ণ হন। তখন তাঁহাদের পরস্পর কোন প্রভেদই থাকে না। ১১

অবধূত সন্ন্যাসী। অবধূত অদ্বৈতজ্ঞানী, অবধূত আত্মজ্ঞানী। অবধূত আত্মা! অবধূত নিত্য। সেইজন্য তাঁহার জন্মই হয় নাই। তাঁহার জন্ম হয় নাই বলিয়া তাঁহার জাতিও নাই। ১২

স্বাধীনবৃত্তি-অবলম্বী অধূতের ন্যায় ধূলিধুসরিত গাত্র হইলেই প্রকৃত অবধূত হওয়া যায় না। কত জন্তুরও ত' ধূলিধুসরিত গাত্র— তাহারা কি অবধূত হইয়াছে? ১৩

অবধূত-বৃত্তি অপেক্ষা স্বাধীন বৃত্তি আর

নাই। সে বৃত্তি অবলম্বন ইচ্ছা করিলেই করা যায় না। আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই সে বৃত্তি অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ১৪

প্রেম।

(ক)

সে অত্যন্ত কাল, কিন্তু সে আমায় অতিশয় ভালবাসে। রূপ অপেক্ষা ভালবাসা আমার অধিক আকর্ষণ করে, রূপ অপেক্ষা আমি ভালবাসাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। যে আমাকে ভালবাসে সে কুরূপ হইলেও তাহার প্রতি আমার ঘৃণা হয় না, সে কুরূপ হইলেও তাহাকে আমি বড় ভালবাসি। ১।

প্রেম অপেক্ষা সৌন্দর্য্য অতিশয় সুলভ। প্রেমকে দুর্ল্লভ বলিলেও বলা যায়। অতি কুরূপ ব্যক্তির প্রেমাস্পদ হওয়াও সহজ ব্যাপার নহে। ২

সুন্দর এবং অসুন্দরের প্রেমে কোন প্রভেদ নাই। ৩

ব্যাভিচারশূন্য প্রেম যাহা তাহাই শুদ্ধ-প্রেম। সে প্রেমে অপবিত্রতার লেশ নাই। ৪

পার্থিব প্রেম শুদ্ধ-প্রেম নহে। পার্থিব প্রেম অনিত্য-প্রেম। তোমার যাঁহার সহিত অত্যন্ত প্রেম আছে তুমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করিলে তাঁহার প্রতি আর তোমার প্রেম থাকিবে না, তাঁহাকে তোমার স্মরণ পর্য্যন্ত থাকিবে না। তুমি নূতন দেহ ধারণ করিয়া আবার অন্য কত লোকের প্রতি প্রেম করিবে। তুমি এই দেহ ধারণের পূর্ব্বে যে দেহ ধারণ করিয়াছিলে, সেই দেহে অবস্থান-কালে যাঁহাদের প্রতি তোমার প্রেম ছিল এক্ষণে আর তোমার তাঁহাদের প্রতি প্রেম নাই। তাঁহাদের তোমার স্মরণও নাই। ৫

তুমি কোন লোকের প্রতিই ইচ্ছা করিয়া প্রেম কর না। প্রেম তাহার প্রতি স্বভাবতঃ হয়। তুমি ইচ্ছা করিয়া প্রেম করিতে পারিলে আর ইচ্ছা করিয়া অপ্রেম করিতে পারিলে প্রেমাস্পদের বিরহে তোমাকে দারুণ কষ্ট বোধ করিতে হইত না। তাহা হইলে তোমার বিরহও বোধ হইত না। প্রেম তোমার ইচ্ছায় হয় না বলিয়া তুমি প্রেমদাস। কিন্তু প্রেম তোমার দাস নয়। ৬

যাহার মৃত্যুতে শোক হয় তাহার প্রতি প্রেম না থাকিলে তাহা হইতে পারে না। যাহার মৃত্যু নাই কেবল তাঁহার প্রতি প্রেম থাকিলে শোক করিতে হয় না! মৃত্যুর অধীন যাহারা তাহাদের প্রতি প্রেম না হওয়াই ভাল। ৭

কোন সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইলে যে প্রেম হয়, তাহাও স্থায়ী নহে। সেই সদ্‌গুণের অভাব হইলেই সে প্রেম তিরোহিত হয়। ৮

যৌবনের জন্য তোমার প্রতি যাহার প্রেম, যখন তোমার যৌবন থাকিবে না তখন তোমার প্রতি তাহার প্রেমও থাকিবে না। তোমার সৌন্দর্য্যের জন্য তোমার প্রতি যাহার প্রেম, যখন তোমার সে সৌন্দর্য্য থাকিবে না তখন তোমার প্রতি তাহার প্রেমও থাকিবে না। কারণ সৌন্দর্য্য তোমার জীবদ্দশাতেই বসন্ত অথবা অন্য কোন প্রকার ত্বক্-রোগে বিকৃত হইতে পারে, পৃথক হইয়া বিকৃত হইতে পারে। তোমার যে গুণের জন্য এক ব্যক্তির তোমার প্রতি প্রেম হইয়াছে সে গুণ তিনি তোমাতে না দেখিলে আর তাঁহার তোমার প্রতি প্রেম থাকিবে না। ৯

জীবের নিজের প্রতি যত প্রেম তত প্রেম তাহার অন্য কাহারও প্রতিই হইতে পারে না। ১০

প্রেমের অন্তর্গত অনেক ভাব আছে। কতকগুলি ক্রিয়াদ্বারা প্রত্যেক ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে। নিষ্ক্রিয় ভাব হইতেই পারে না। ১১

(খ)

যাহার প্রাণে প্রেমের উচ্ছ্বাস নাই সে ত' এক প্রকার জড়। যাহার প্রাণে প্রেমের উচ্ছ্বাস নাই সে ত' কঠিন পাষাণ । ১

যৌবন এবং সৌন্দর্য্যে অনুরাগ বশতঃ যে প্রেম স্ফুরিত হইয়াছে তাহা স্থায়ী নহে। যৌবনের অভাব হইলে, সৌন্দর্য্য বিকৃত হইলে সে প্রেমের তিরোধান হয় । ২

এক ব্যক্তির প্রতি অপ্রেম এবং প্রেম থাকিতে পারে না । ৩

প্রকৃত প্রেমিকের পক্ষে তাঁহার প্রেমাস্পদ অপেক্ষা লজ্জা, ঘৃণা, ভয় শ্রেষ্ঠ নহে। প্রকৃত প্রেমিক নিজ প্রেমাস্পদের জন্য লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এই তিনই বিসর্জ্জন দিতে পারেন । ৪

প্রকৃত প্রেমিক নিজ প্রেমাস্পদের জন্য মহা লজ্জাকর কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হন না, প্রকৃত প্রেমিক নিজ প্রেমাস্পদের জন্য কোন ঘৃণাজনক কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হন না। প্রকৃত প্রেমিক নিজ প্রেমাস্পদের জন্য অতি ভয়াবহ স্থানে যাইতেও অসম্মত নহেন, প্রকৃত প্রেমিক নিজ প্রেমাস্পদের জন্য নিজ প্রাণনাশের পর্য্যন্ত ভয় করেন না । ৫

যাহার প্রতি ভালবাসা আছে তাহার পরিধেয় বস্ত্র খানির প্রতি পর্য্যন্ত ভালবাসা ও যত্ন থাকে। তাহার সমস্ত বস্তুর প্রতিই ভালবাসা ও যত্ন থাকে। পরমেশ্বরের প্রতি যাঁহার ভালবাসা আছে তাঁহার পরমেশ্বরের সকল বস্তুর প্রতিই ভালবাসা ও যত্ন আছে। সমস্তই পরমেশ্বরের সুতরাং তাঁহার কিছুর প্রতিই অপ্রেম নাই । ৬

প্রকৃত প্রেমিক প্রেমাস্পদের প্রেম পরীক্ষা করেন না, প্রকৃত প্রেমিক প্রেমাস্পদের স্বভাব চরিত্র পরীক্ষা করেন না। প্রকৃত প্রেমিকের নিজ প্রেমাস্পদের প্রতি অবিশ্বাসও নাই। এক অবিশ্বাস বশতঃ পরীক্ষা করা যাইতে পারে আর নিজের প্রেমাস্পদের স্বভাব চরিত্রের প্রতি কিম্বা তাঁহার কোন কার্য্যের প্রতি যদি কাহারও অবিশ্বাস হয় অথচ সেই প্রেমাস্পদ যদ্যপি অবিশ্বাসের কোন কার্য্য না করিয়া থাকেন, যদ্যপি তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র হয়, তাহা হইলে প্রেমিক তাঁহার প্রেমাস্পদের প্রতি যাঁহারা অবিশ্বাস করেন তাঁহাদের তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করাইবার জন্য, তিনি যে নির্দ্দোষী তাহা প্রমাণ করিবার জন্য, তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পারেন । ৭

প্রেমাস্পদের শরীর মৃত্তিকায় সমাধি দিবার সময়ও প্রেমিকের মহা কষ্ট হয়। তিনি যে শরীর উত্তম শয্যায় শায়িত করিতেন তাহা কি তিনি মৃত্তিকার মধ্যে নিহিত করিয়া সুখী হ'ন ? ৮ ।

যাহার প্রতি প্রেম আছে সে শত্রুতাচরণ করিলেও তাহার প্রতি শত্রু ভাব হয় না । ৯

আপন অপেক্ষা যাহা প্রিয় তাহাই প্রকৃত প্রেমাস্পদ । ১০

তোমার দেহের চিত্রই তোমার দেহ নহে। অথচ তোমাকে যাহারা ভালবাসে তাহারা তোমার দেহের চিত্র প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছে। তাহারা তোমাকে ভালবাসে বলিয়া তোমার দেহের চিত্র দেখিলেও তাহাদের সুখ বোধ হয়। তোমার দেহে মাংস, শোণিত, অস্থি, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি আছে এবং তোমার দেহে তুমি স্বয়ং আছ কিন্তু তোমার চিত্রে মাংসও নাই, শোণিতও নাই, অস্থিও নাই, ইন্দ্রিয়গণও নাই, মনও নাই, বুদ্ধিও নাই, অহঙ্কার প্রভৃতিও নাই এবং তুমি নিজেও নাই। অথচ তোমাকে যাহারা ভালবাসে তাহারা তোমার দেহের চিত্র দেখিলেও তাহাদের সুখ বোধ হয়। পরমেশ্বরকে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহারা পরমেশ্বরের দেহের চিত্র করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা পরমেশ্বরকে ভাল

বাসেন বলিয়াই পরমেশ্বরের দেহের চিত্র দেখিলেও তাঁহাদের সুখ বোধ হয়। পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী। সেইজন্য তাঁহার দেহের চিত্রেও তিনি আছেন। তাঁহার দেহের চিত্রে অতি ভক্তিভাবে তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি সেই চিত্র হইতে পূজা গ্রহণ করিতে পারেন এবং গ্রহণও করেন। সেই জন্যই পরমেশ্বরের চিত্রপটে পরমেশ্বরের পূজা করা অসঙ্গত নহে, সেই জন্যই পরমেশ্বরের চিত্রপটে পরমেশ্বরের পূজা করা বাল্যক্রীড়ার ন্যায় কোন প্রকার ক্রীড়া নহে। সেই জন্যই কোন আস্তিকেরই ঐ প্রকার পূজাপদ্ধতির নিন্দা অথবা অবজ্ঞা করা উচিত নহে। ১১

(গ)

ভক্তিভাবের অন্তর্গত কেবল দাস্যভাব। প্রেমের অন্তর্গত এক ভাব নহে। প্রেমের অন্তর্গত নানা ভাব আছে। ১

প্রেমে যত সুচারুরূপে সেবাশুশ্রূষা হয়, দয়াদ্বারা তত সুচারুরূপে সেবাশুশ্রূষা হয় না। দয়ায় যত সেবা শুশ্রূষার শৃঙ্খলা হয় অর্থদ্বারা সে প্রকার হয় না। ২

যে প্রেমাস্পদের জন্য জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করা যায় সে প্রেমাস্পদের জন্য অবমাননা স্বীকার কি মহা আশ্চর্য্যের বিষয়? ৩

যে প্রেমিকের প্রেমাস্পদের সুখে সুখ বোধ হয়, যে প্রেমিকের প্রেমাস্পদের দুঃখে দুঃখ বোধ হয়, যে প্রেমিক প্রেমাস্পদের কোন কষ্টের কারণ হন না, যিনি নিজ প্রেমাস্পদের জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারেন, যিনি নিজ প্রেমাস্পদের জন্য জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারেন তিনিই প্রকৃত শুদ্ধ প্রেমিক। ৪

আমার প্রেমাস্পদকে কি আমি নিজ ইচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারি? তবে আমাকে তুমি বলিতেছ কেন 'তোমার প্রেমাস্পদকে কত দিন পরিত্যাগ করিয়া রহিবে?' আমার প্রেমাস্পদের প্রতি আমার যত প্রেম তত প্রেম ত' তোমার নহে। তবে তুমি আমাকে প্রেম শিখাইতেছ কেন? আমার প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেম করিতে তুমি কি শিখাইবে? আমার প্রেমাস্পদ যখন তিনি, তখন ত' তাঁহার প্রতি আমার প্রেম আছেই! আমার প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেম করিতে তুমি শিখাইতে পার না। আমার অপ্রেমাস্পদের প্রতি প্রেম করিতে শিখাইতে পার। ৫

তোমার প্রেমাস্পদকে কি তুমি জান না? তোমার প্রেমাস্পদকে তুমি অবশ্যই জান। সেই জন্য বলি, প্রেমও জ্ঞানাত্মক। ৬

যাহাকে তুমি জান না তাহাকে তুমি দর্শনও কর নাই। যাহাকে তুমি দর্শনই কর নাই তাহার প্রতি তোমার প্রেমও থাকিতে পারে না। ৭

সতীর নিজ পতির প্রতি নিষ্কাম ও নির্হেতু প্রেম। তিনি পতির উপর রাগ এবং অভিমান করেন না। ৮

জীবের নিজ আত্মীয়গণের প্রতিই সমপ্রেম নাই। তবে সে সর্ব্বজীবে সমান প্রেম কি প্রকারে করিবে? কোন জীবেরই সর্ব্বভূতে অল্প অল্প প্রেমও হইতে পারে না। ৯

জীবের ভগবানের প্রতি প্রেমও নির্মোহ নয়। কারণ জীব ভগবানের গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রেম করে। ১০

জীবের প্রতি ভগবানের মোহশূন্য প্রেম। ১১

কোন ব্যক্তির যদ্যপি সংসারে কতক অনুরাগ থাকে এবং ভগবানেও কতক অনুরাগ থাকে তাহা হইলে তিনিও ধন্য। একেবারে মুর্খ হওয়া অপেক্ষা কতকু মুর্খ এবং কতক বিদ্বান হওয়া ভাল! যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তিনি সম্পূর্ণ বিদ্বান নহেন। তিনি কতক মুর্খও বটেন। ১২

মৃত্তিকায় শরীরীর সমাধি হইতে পারে না মৃত্তিকায় শরীরেরই সমাধি হইতে পারে। তোমার প্রেমাস্পদ ত' শরীর নন্, তিনিও শরীরী। তাঁহারও মৃত্তিকায় সমাধি হইতে পারে না। ১৩

(ঘ)

দুই ব্যক্তিতে প্রেমে অদ্বৈত হইতে পারে না, দুই আত্মায় প্রেমে একাত্মা হইতে পারে না। বেদান্ত অনুসারে সমস্ত জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা অভেদ কি প্রকারে বোধ হইবে? প্রকৃত শুদ্ধপ্রেম ব্যতীত, প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান ব্যতীত সর্ব্বজীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা পরমেশ্বর অভেদ বোধ হয় না। বেদান্তে যত শুদ্ধ প্রেমের পরিচয় তত আর কোন্ গ্রন্থে আছে? ১

আত্মা যে কি হা যিনি জানেন না তাঁহার আত্মাতে প্রেম কি প্রকারে হইবে? ২

আত্মজ্ঞান ব্যতীত আত্মপ্রেম হয় না। ৩

আত্মাতে যাঁহার প্রেম হইয়াছে তাঁহার প্রেম অস্থায়ী নহে। আত্মা যেমন নিত্য তদ্রূপ তাঁহার প্রেমও নিত্য। ৪

আত্মার যাঁহার প্রেম হইয়াছে তাঁহার অদ্বৈত প্রেম। ৫

যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার অনাত্মার প্রেম হইতেই পারে না। তাঁহার কেবল আত্মাতেই প্রেম আছে। ৬

পঞ্চদশীর মতে আত্মপ্রেম! সে মতে সৌন্দর্য্য, যৌবন এবং কোন গুণের প্রতি প্রেম নহে। ৭

রূপে মুগ্ধ হইলেই প্রেমের সঞ্চার হয় না। অনেকেই কামবশতঃ রূপে মুগ্ধ হইয়া থাকে। ৮

প্রথমত অনেকে রূপে মুগ্ধ হইয়া পরে যাঁহার রূপ তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রেম হইয়াছে দেখা গিয়াছে। ঐ ব্যক্তি প্রথমতঃ কোন স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হইয়া পরে সেই স্ত্রীলোককে ভাল বাসিয়াছে। ইদানী সেই স্ত্রীলোকের মহা-ব্যাধিতে শরীর সৌন্দর্য্য-বিহীন হইয়াছে, তথাপি ঐ ব্যক্তি সেই স্ত্রীলোকটির কত সেবাশুশ্রূষা করে। তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া কতই রোদন করে। এক ব্যক্তির প্রতি প্রকৃত প্রেম থাকিলে যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় ঐ ব্যক্তিতে সেই সকলই দেখিতেছি। ৯

যৌবনে যাঁহার প্রেম, যৌবনের অভাবে তাঁহার আর প্রেম থাকে না। সৌন্দর্য্য যাঁহার প্রেম, সৌন্দর্য্যের অভাবে তাঁহার আর প্রেম থাকে না। তোমার কোন গুণের প্রতি যাঁহার প্রেম, তোমার সে গুণের অভাবে আর প্রেম থাকিবে না। ১০

রূপগুণে আকৃষ্ট হওয়ার যে প্রেম হয় তাহা সকাম প্রেম। রূপগুণের আকর্ষণ ব্যতীত যে প্রেম হয় তাহাই প্রকৃত বিশুদ্ধ নিষ্কাম প্রেম। ১১

সাংসারিক ব্যস্ততা কি সন্তানের প্রতি মাতার যে স্নেহ আছে তাহা কমাইতে পারে? যাঁহার ভগবানের প্রতি প্রকৃত প্রেম আছে তিনি অতিশয় সাংসারিক ব্যস্ততার মধ্যে থাকিলেও তাঁহার সে প্রেমের হ্রাস হয় না। ১২

আমার মতে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগই জীবাত্মার শুভ বিবাহ। সেই বিবাহ যাঁহার হইয়াছে তিনিই প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানী। তাঁহার সম্বন্ধে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একীভূত হইয়াছেন! তিনিই 'ইউনিফিকেসান উইথ দি ডিইটী' (unification with the Deity) বলিবার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন। তিনিই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' কেন বলা হয় বুঝিয়াছেন। তিনিই জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য বশতঃ যে আত্মপ্রেম হয় তাহার অধিকারী হইয়াছেন। ১৩

আত্মপ্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রেম নাই, আত্মপ্রেমই নিত্যপ্রেম। আত্মা যেমন নিত্য তদ্রূপ আত্মার প্রতি যে প্রেম স্ফুরিত হয় তাহাও

তদ্রূপ নিত্য। সৌন্দর্য্য, যৌবন এবং গুণের প্রতি যে প্রেম তাহা নিত্যপ্রেম নহে। ১৪

আত্মপ্রেমীর আত্মীয়ও কেহ নাই, তাঁহার অনাত্মীয়ও কেহ নাই। তিনি আত্মজ্ঞান-প্রভাবে একাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় আত্মার অস্তিত্ব বোধ করেন না। সেই আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুতেই তাঁহার প্রেম নাই। তাঁহার শত্রুও কেহ নাই।১৫

নিত্যপ্রেমে নিত্য সম্মিলন। তাহাতে নিত্যবিরহ নাই। ১৬

নিত্যপ্রেমে নিত্য সুখশান্তি বিরাজিত। ১৭

আপনি স্বয়ং আপনার যেরূপ স্বার্থের সামগ্রী অন্য কিছুই সেরূপ স্বার্থের সামগ্রী নহে। সেই জন্য আপনার প্রতি যত প্রেম তত প্রেম অন্য কিছুর প্রতিই হয় না। ১৮

আত্মপ্রেমও আত্মতৃপ্তির জন্য, অন্যকে প্রেম করা হয়ও আত্মতৃপ্তির জন্য সত্য। অন্যে প্রেম থাকিলে অন্যের অভাবে অতিশয় কষ্ট বোধ হয় সেইজন্য অন্যে প্রেম থাকা অপেক্ষা আত্মপ্রেমই শ্রেষ্ঠ। কারণ নিজের অভাব কোন দিনই হয় না। সেই জন্য নিজ অভাব জনিত কষ্টও পাইতে হয় না। ১৯

(ঙ)

রাধার পরমপ্রেমে অদ্বৈতজ্ঞান আছে, রাধার পরমপ্রেমে আত্মজ্ঞান আছে, রাধার পরমপ্রেমে পরমসন্ন্যাস আছে, রাধার পরমপ্রেমে মহাধ্যান আছে, রাধার পরমপ্রেমে লয়যোগ আছে। রাধার পরমপ্রেমে মহাতপস্যা আছে। ১

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার অত্যন্ত প্রেমবশতঃ রাধা শ্রীকৃষ্ণবিরহে ভূমিশয্যায় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কত কঠোর ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি যে সকল ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন সে সকল পরম তপস্বীই সহ্য করিতে পারেন। সেই জন্য রাধাই পরম তপস্বিনী। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরমপ্রেম বশতঃ রাধাকে ঐ প্রকার কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছিল। সেইজন্য রাধার সেই পরমপ্রেমে তপস্যা আছে বলা যাইতে পারে। ২

যে প্রকারে লৌহ অগ্নি হইতে পারে সেই প্রকারে অরাধাও রাধা হইতে পারে। ৩

অনেকক্ষণ প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে লৌহ থাকিলে লৌহও অগ্নি হয়। রাধাভাবরূপ প্রবল অগ্নির মধ্যে বহুক্ষণ থাকিলে অরাধাও আপনাকে রাধা বোধ করেন। অগ্নি হইতে লৌহ স্থানান্তরিত করিলেও কিছুক্ষণ লৌহ অগ্নিই থাকে। তৎপরে তাহাতে কিছুক্ষণ কেবল উষ্ণতা মাত্র থাকে। পরে যেমন লৌহ তেমনই লৌহ থাকে। ঐ প্রকারে রাধাভাবাগ্নির সংস্রবে অরাধাও রাধা হন। ঐ ভাবাগ্নির সহিত তাঁহার অসংস্রবের পরও কিছুক্ষণ তিনি আপনাকে রাধা বোধ করেন। তৎপরে আপনাকে আভাসমাত্র রাধা বোধ করেন। ৪

ভাব।

(ক)

ইংরাজিতে যাহাকে 'সেন্টিমেণ্ট' বলা হয় বঙ্গভাষায় তাহাই ভাব। আমি-ব্রহ্ম বোধও ভাবাত্মক, আমি-ব্রহ্ম বোধও Sentimental. ১

কতকগুলি ভাব প্রেমাত্মক। কতকগুলি অপ্রেমাত্মক। ২

প্রত্যেক ভাবই ব্যক্ত এবং অব্যক্তক্রমে দুই প্রকার। যে ভাব যখন অন্তরে অধিক প্রবল হয়, তখনই তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িলেই তাহাকে ব্যক্ত-ভাব কহা যায়। ৩

অধিকাংশ শাক্তেরই আদ্যাশক্তির প্রতি মাতৃভাব, তাঁহাদের অধিকাংশেরই শিবের প্রতি পিতৃভাব। শাক্তরাও ভাবুক। তাঁহাদের মধ্যে কেহই অভাবুক নহেন। ৪

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার অলৌকিক স্নেহ-বাৎসল্যপূর্ণ ভাব ছিল। সেরূপ ভাব আর কা'র হইবে? সেরূপ কৃষ্ণগতপ্রাণ আর কে হইতে পারিবে? ৫

বাৎসল্য ভাবের যে সমস্ত লক্ষণ ও আচরণ যশোদার গোপালের প্রতি যদ্যপি সেই সমস্তই হইয়া থাকে, সখ্য ভাবের যে সমস্ত লক্ষণ ও আচরণ ব্রজ-রাখালদের দ্বারা গোপালের প্রতি সেই সমস্তই যদ্যপি আচরিত হইয়া থাকে তবে তাঁহার প্রতি গোপীদের যে ভাব সেই ভাবের কোন অঙ্গই বা বাদ পড়িবে কেন? ৬

পঞ্চভাব ব্যতীতও নানা প্রকার ভাব আছে। সকল ভাবের স্ফুরণই সকলে হয় না। ৭

বিদ্রূপ দ্বারা শত্রুভাব প্রকাশ হইতে পারে, নিন্দাদ্বারা শত্রুভাব প্রকাশ হইতে পারে, তিরস্কার দ্বারা শত্রুভাব প্রকাশ হইতে পারে, কোন প্রকার উৎপীড়ন দ্বারা শত্রুভাব প্রকাশ হইতে পারে, প্রহার দ্বারা শত্রুভাব প্রকাশ হইতে পারে। ৮

বিরহবশতঃ যতই প্রেম বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই প্রেমাস্পদকে ধ্যান করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। বিরহ বশতঃই প্রগাঢ় ধ্যান হইয়া থাকে। ৯

অপ্রেমিক ব্যক্তির অধিক ধ্যান করিবার ক্ষমতা নাই। ১০

নানা ভাবাত্মক ধ্যান আছে। বিরহ বশতঃই ভাবাত্মক ধ্যান স্ফুরিত হইয়া থাকে। ১১

প্রভুর বিরহে দাস্যভাবাত্মক ধ্যান স্ফুরিত হইয়া থাকে। সখার বিরহে সখ্যভাবাত্মক ধ্যান স্ফুরিত হইয়া থাকে। সন্তানের বিরহে বাৎসল্য-ভাবাত্মক ধ্যান স্ফুরিত হইয়া থাকে। পতি কিম্বা পত্নীর বিরহে মধুরভাবাত্মক ধ্যান স্ফুরিত হইয়া থাকে। শত্রুর অসদ্ব্যবহার, দুর্ব্বাক্য এবং উৎপীড়ন স্মরণ করিয়া শত্রুভাবাত্মক ধ্যান স্ফুরিত হইয়া থাকে। ১২

(খ)

মন প্রাকৃত। মন প্রাকৃত বলিয়াই তাহাতে নানা ভাব আছে। মন প্রাকৃত বলিয়াই তাহাতে নানা বৃত্তি আছে। ১

সকল ভাবই প্রেমাত্মক নহে। প্রেমের লেশ মাত্র নাই। ২

প্রত্যেক ভাবের অন্তর্গত অনেকগুলি কার্য্য আছে। কোন প্রকার ভাবই নিষ্ক্রিয় নহে। ৩

নানা কার্য্য দ্বারা প্রত্যেক ভাব বিকাশিত হইয়া থাকে। ৪

বিশেষ সন্তরণ-নৈপুণ্য থাকিলেও নিয়ত মগ্ন হইয়া সন্তরণ করা যায় না, সময়ে সময়ে জলের বহির্ভাগে ব্যক্তভাবে সন্তরণ করিতে হয়। নিয়ত অব্যক্ত ভাবে দিব্যভাবের কার্য্য হইতে পারে না। কখন কখন দিব্যভাবও ব্যক্ত হইয়া থাকে। ৫

যিনি সন্তরণে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন তিনি মগ্ন হইয়াও সন্তরণ করিতে পারেন। তিনি অব্যক্তভাবে জলমধ্যে যে প্রকারে সন্তরণ করেন সেই প্রকারে অব্যক্ত দিব্যভাবের কার্য্য মানস-সরোবরের অভ্যন্তরেই হইতে থাকে। ৬

দিব্যজ্ঞান যাঁহার নাই তাঁহার দিব্যপ্রেমও নাই। দিব্যপ্রেম ব্যতীত কোন প্রকার দিব্য-ভাবও বিকাশিত হইতে পারে না। ৭

দিব্যপ্রেমের অন্তর্গত অনেকগুলি দিব্যভাব আছে। দিব্যভাব কোন জীবের প্রতি হইতে পারে না। তাহা ঈশ্বরের প্রতিই হইয়া থাকে। ৮

অপ্রাকৃত ভাবই দিব্যভাব। প্রাকৃত ভাব দিব্য ভাব নহে। ৯

সাধারণ কোন ভাবের ন্যায় মহাভাব নহে। মহাভাবেরই এক নাম দিব্যভাব। ১০

দিব্যবাৎসল্য এবং মধুরভাবের সঙ্গে ভক্তির কোন সংস্রব নাই। দিব্যদাস্য এবং মধুর ভাবের সঙ্গেই ভক্তির সংস্রব আছে। দিব্যদাস্য ভাবের

সঙ্গে যত অধিক ভক্তের সংস্রব তত অধিক সংস্রব মধুর ভাবের সঙ্গে নাই। ১১

কৃষ্ণের অদর্শন জনিত যে বিরহ তাহা দিব্য বিরহ। তাহা কৃষ্ণের অদর্শনে কৃষ্ণপ্রেমিকেরই হইয়া থাকে। ১২

অধিক বিরহ-বশতঃ যে একাগ্রতা হয় তাহাও এক প্রকার মূর্চ্ছার কারণ। বিরহজনিত মূর্চ্ছায় দেহ-স্মৃতি থাকে না। ১৩

চৈতন্য-দেব নিজে বলিতেন, তিনি কৃষ্ণের দাসানুদাস। তাহা হইলে তাঁহারও দাস্যভাবাশ্রয় ছিল। সুতরাং সেইজন্য সেই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-গণ দাসভাবকেই শ্রেষ্ঠ ভাব বলেন। ১৪

(গ)

ভাবশূন্য মন হইতে পারে না। যাঁহার মন আছে তাঁহার কোন না কোন ভাবও আছে। ১

যাঁহার সর্ব্বভাব নিরোধ হইয়াছে তিনিই নিগু'ণনিষ্ক্রিয় হইয়াছেন। ২

কোন প্রকার মনোভাব বিকাশিত রহিলে নিগু'ণনিষ্ক্রিয় হওয়া যায় না। ৩

প্রত্যেক ভাবপ্রসূত নানা প্রকার ক্রিয়া আছে। ৪

প্রধাণতঃ দুই প্রকার ভাব। এক প্রকার ভাব ভক্তিময়; অন্য প্রকার প্রেমময়। ৫

ভক্তিময় ভাব আর প্রেমময় ভাবও এক প্রকার নহে। ৬

প্রেমময় ভাব নানা প্রকার হইয়া থাকে। ৭

যাহার যে ভাব আছে তাহার সেই ভাব বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণে সেই ভাবের অধিক বিকাশ হয়। ৮

বাৎসল্য ভাব-বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণে বাৎসল্য ভাবেরই উদ্দীপনা হয়। তখন আর অন্যভাব উদ্দীপনার সম্ভাবনা থাকে না। ৯

যাঁহার ভগবানের প্রতি বাৎসল্য ভাব নাই তাঁহার ভগবান-সম্বন্ধীয় বাৎসল্যভাবের সঙ্গীত শ্রবণে বাৎসল্য ভাবের উদ্দীপনা হয় না, সে সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার বাৎসল্য ভাব বিকাশিতও হয় না। ১০

অধিক পরিমাণে কোন ভাবের বিকাশের নাম মহাভাব। ১১

মহাভাব এক প্রকার নহে। ১২

(ঘ)

দিব্যপ্রেমের অন্তর্গত নানা প্রকার দিব্যভাব আছে। প্রত্যেক দিব্যভাবের অন্তর্গত নানা প্রকার ক্রিয়া আছে। ১

কৃষ্ণ-লীলাই স্বয়ং যোগমায়া। সেই কৃষ্ণ লীলার অন্তর্গত দুই শ্রেণীর প্রধান ভাব আছে। এক শ্রেণীর ভাবের নাম ঐশ্বর্য্য ভাব, অন্য শ্রেণীর নাম অনৈশ্বর্য্যভাব। ঐশ্বর্য্যভাবের অন্তর্গত নানা প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া। সেই সকল ক্রিয়াদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। অনৈশ্বর্য্য ভাবের অন্তর্গত মধুরভাব, বাৎসল্যভাব, সখ্যভাব, দাস্যভাব এবং শত্রুভাব প্রভৃতি। সেই সকলের প্রত্যেকটীকেই দিব্য-ভাব বলা যায়। কারণ সাধারণের সেই সকল ভাব যে প্রকার, সে সকল সে প্রকার নহে। ২

ঈশ্বরে সকল ভাবই আছে। তাঁহাতে নানা প্রকার প্রেমভাবও আছে, ভক্তিভাবও আছে আর ঐশ্বর্য্যভাবও আছে। ৩

ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়া ভক্তভাব প্রকাশ করিয়া কখন কখন ভক্তের ন্যায় থাকেন, তিনি জীবকে ভক্তিভাব শিক্ষা দিবার জন্যই ভক্তভাবে থাকেন। ৪

ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়া যখন কেবল ঐশ্বর্য্য ভাবই প্রকাশ করেন তখন তিনি ঈশ্বরও বটেন, আর নিরীশ্বরও বটেন। ঈশ্বরের ঈশ্বর নাই, এই জন্য ঈশ্বর নিরীশ্বর। ৫

মোহ-মুদ্গার।

প্রাচীন সাহিত্যিক—নীরবসাধক ৺কৈলাস চন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১২৯২ বঙ্গাব্দে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত মোহমুদ্গার সরল গদ্যানুবাদসহ মুদ্রিত করেন। সংস্কৃত শ্লোক মাত্রই রাগরাগিণী সংযোগে গান করা যাইতে পারে বিবেচনা করিয়া কৈলাস বাবু মোহমুদ্গারের সহিত রাগিণী তাল ও ধুয়া সংযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতানভিজ্ঞ সরলমতি ভক্তগণের তাহাতে তৃপ্তি হইবে না বোধে, কৈলাসচন্দ্র বাঙ্গালা কবিতায় মোহমুদ্গারের এক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। কবিতায়—তাল রাগিণীও যোজিত হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ভক্তপাঠকের জন্য আমরা কৈলাসবাবুর কবিতা প্রকাশ করিলাম।—

শ্রীমণীন্দ্রকিশোর সেন]

খাম্বাজ—একতাল।

অসার সংসার মায়ার আগার,
মিছে কেন কর আমার আমার,
তুমি বা কাহার কে কবে তোমার,
আঁখি মুদ্‌লে হবে সব অন্ধকার॥

(১)

ধন তৃষ্ণা মূঢ়! কর পরিহার,
মনে হ'ক তব বিতৃষ্ণা সঞ্চার,
স্বীয় কর্ম্মে যাহা হবে উপার্জ্জন
তাহাতেই কর চিত্তবিনোদন॥

(২)

কে তব কামিনী কেবা তব সুত
মায়ার সংসার অতীব অদ্ভুত
কোথা হ'তে এলে তুমি বা কাহার
এই তত্ত্বচিন্তা কর একবার॥

(৩)

করো না যৌবন-ধন-জন গর্ব্ব
নিমিষেতে কাল নাশ করে সর্ব্ব;
মায়াময় বিশ্ব করি পরিহার
"মায়ের" চরণ কর তুমি সার॥

(৪)

যেরূপ চঞ্চল পদ্মপত্রজল
সেরূপ জানিও জীবন চঞ্চল;
ক্ষণকাল সাধু সঙ্গ সর্ব্ব-সার
তাতে পার করে ভব পারাবার॥

(৫)

আত্মতত্ত্ব চিন্তা কর সর্ব্বক্ষণে,
মিথ্যা ধন চিন্তা কর বিসর্জ্জন,
গ্রাস করিতেছে ব্যাধি-অজাগর,
সর্ব্বলোক দেখ শোকে জর জর॥

(৬)

যেমন জনম তেমন মরণ,
পুনঃ পুনঃ হয় গর্ভেতে শয়ন,
মায়ার সংসার দুঃখের আগার,
ইহাতে কেমনে সন্তোষ তোমার॥

(৭)

দিন রাত্রি উষা সন্ধ্যা গতায়াত,
শীত অন্তে পুনঃ বসন্ত আগত,
খেলিতেছে কাল গত হয় আয়ু,
নাহি কেন ছাড় তবু আশা-বায়ু॥

(৮)

অঙ্গ হ'ল লোল, শুভ্র হ'ল কেশ,
দন্তহীন মুখ, (বানর বিশেষ,)
কর-ধৃত-দণ্ড কাঁপে থর থর,
আশা-ভাণ্ড তবু নাহি ছাড়ে নর॥

(৯)
বাস দেবগৃহ কিংবা তরুতল,
অজিন-বসন আসন ভূতল,
বাসনা-বিলয়ে বৈরাগ্য উদয়,
কাহার না হয় তাতে সুখোদয়॥
(১০)
শত্রু মিত্র পুত্র কিংবা বন্ধু জনে
না কর যতন সন্ধি কিংবা রণে.
সম-ভাব কর সর্ব্বত্র স্থাপন
অচিরে লভিবে "বিমুক্ত-জীবন"॥
(১১)
অষ্ট কুল গিরি, সপ্ত পারাবার,
ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, কিংবা দিবাকর,
তুমি, আমি, আদি অনিত্য সকল—
অন্য তরে শোক নাহি কোন ফল।
(১২)
তোমাতে আমাতে নিবসে "জননী"
বৃথা দ্বন্দ্ব কর আপনা আপনি,
সর্ব্বভূতে আত্মা কর দরশন,
ভেদ-জ্ঞান সবে কর বিসর্জ্জন॥
(১৩)
শিশুগণ ক্রীড়া-রত অনুক্ষণ,
যুবক-যুবতী—প্রেমে নিমগন,
বৃদ্ধ ভাসে সদা চিন্তার সাগরে,
শেষ কথা কেহ চিন্তা নাহি করে॥
(১৪)
সদা চিন্তা কর অর্থের কারণ,
সুখ-বিন্দু তাহে মিলেনা কখন,
পুত্র হ'তে ভয় পায় ধনিগণ,
এই নীতি সবে করে বিঘোষণ॥
(১৫)
যত দিন হবে ধন উপার্জ্জন
তত দিন রবে বাধ্য পরিজন,
বার্দ্ধক্যে যখন জর জর দেহ
তখন তোমারে পুছিবে না কেহ॥
(১৬)
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ পরিহর
আত্ম-তত্ত্ব সদা অন্বেষণ কর
আত্ম-জ্ঞান-হীন মানব-নিকর
নরকে পচিতে থাকে নিরন্তর॥
(১৭)
ষোড়শ কবিতা করিয়া শ্রবণ
যে নর না করে "মায়ের" স্মরণ,
কাতরে কহিছে তারার তনয়*
ডুবিয়া মরিবে সে ভবে নিশ্চয়॥

৺ কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীগ্রন্থালোচনা

গ্রন্থে শব্দসমূহ নিবদ্ধ আছে। শব্দদ্বারা ভাবের অভিব্যক্তি হয়। ঐ ভাবনিচয় যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য একটী শব্দের পর অপর একটী শব্দ সন্নিবেশিত হয়। এই ভাব-ব্যঞ্জক শব্দসন্নিবেশই গ্রন্থের কলেবর সৃজন করিয়াছে। ঐ ভাব কাহার? গ্রন্থকর্ত্তার। গ্রন্থকর্ত্তার ভাবসকল ভাষা অবলম্বন করিয়া ঐ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ভাব গুণ। ভাবের প্রকাশ কর্ম্ম। যেমন প্রেমভাব একটী গুণ, ঐ প্রেমভাব হইতে যে প্রেমাস্পদের প্রতি

* কৈলাসবাবু ৺ কালীর ভক্ত ছিলেন। এজন্য স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে "তারার তনয়" ব্যবহৃত করিয়াছেন।

যে গীতি রচিত হয় তাহা কর্ম্ম। প্রত্যেক জীব হইতে বিশেষ বিশেষ গুণ ও কর্ম্মের প্রকাশ হইতেছে। এই বিশেষ প্রকাশ লইয়াই জীবের বিশেষত্ব। ঐ বিশেষ বিশেষ গুণকর্ম্মের প্রকাশ জন্য কোন নরকে পণ্ডিত, কোন নরকে মূর্খ প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর নামক নরদেহ হইতে যে সকল গুণকর্ম্মের বিকাশ হইয়াছিল তাহা লইয়াই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঐ সকল গুণকর্ম্মের বিকাশ না থাকিলে তাঁহার বিদ্যাসাগর আখ্যা হইত না। তাঁহাতে যে ভাব ছিল, কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার দেহাবলম্বনে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার ভাবসকল গুণ, তাহা ঐ গ্রন্থস্থিত অক্ষর অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। যেমন দেহ অবলম্বন করিয়া ভাবসকল স্ফুরিত হইত তদ্রূপ ঐ গ্রন্থাবলম্বনে ঐ গ্রন্থকর্ত্তার ভাব সকল স্ফুরিত হইতেছে।

গ্রন্থে অক্ষর সকল অঙ্কিত থাকে। ঐ অক্ষর জড়। ঐ জড়কে অবলম্বন করিয়া ভাবসকল থাকে। ঐ ভাবসমূহ চৈতন্যময়। কোন শোকোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠে শোকের বিকাশ হয়। কদর্য্যভাবপূর্ণ গ্রন্থে কদর্য্যভাবের উদ্দীপনা করে। ভক্তি, প্রেম বা জ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠে তত্তদ্ভাবের উদ্দীপনা হয়। ঐ অক্ষরগুলি অবলম্বন করিয়া যে ভাব রহিয়াছে তাহা ঐ গ্রন্থকর্ত্তার। তাঁহার ভাবরাশি ঐ স্থূল গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। যখন ঐ গ্রন্থকর্ত্তা দেহাবলম্বনে অবস্থিত ছিলেন তখন ঐ সকল ভাবরাশি তাঁহা হইতে স্ফুরিত হইয়াছিল; যখন তাঁহার দেহকে দেখিতে পাইতেছি না তখনও ঐ গ্রন্থাবলম্বনে তাঁহার ভাবরাশি পাইতেছি। এক কথায় ঐ গ্রন্থ গ্রন্থকর্ত্তার চৈতন্যশক্তিময়। এ জন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার একভাবে অভেদত্ব স্বীকার করা যায়। সাহেবেরা এ কথাটা বেশ স্বীকার করেন। তাঁহারা **"Have you read Shakespeare"** বলিলে সেক্ষপীয়রের কোন গ্রন্থ পড়িয়াছ কিনা ইহাই বুঝিয়া থাকেন। প্রকৃত কথায় যে সকল গুণের জন্য কোন বিশেষ জীবকে সেক্ষপীয়র বলা হয় সেই সকল গুণের প্রকাশ ঐ জড় পুস্তকাকার অবলম্বনেও হইতেছে বলিয়া, ঐ গ্রন্থকেই সেক্ষপীয়র বলা হইতেছে।

ভক্তিসম্বন্ধের গ্রন্থসকলে ভক্তিভাব নিহিত রহিয়াছে। তাহা কোন ভক্তমহাত্মার ভাবরাশি বা স্বয়ং শ্রীভগবানের দয়ার দান। জ্ঞানসম্বন্ধে গ্রন্থসকলে জ্ঞানের কথা রহিয়াছে। তাহা কোন জ্ঞানীমহাত্মার ভাবরাশি অথবা স্বয়ং শ্রীভগবানের দয়ার দান। প্রেমসম্বন্ধে গ্রন্থসকলে প্রেমের কথা রহিয়াছে। তাহা কোন প্রেমিকমহাত্মার ভাবরাশি অথবা স্বয়ং শ্রীভগবানের দয়ার দান। এই সকল গ্রন্থে শ্রীভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি যে সকল বিষয় বর্ণিত আছে তাহার ভাষার লালিত্য ও শব্দবিন্যাস না থাকিলেও তাহাই গ্রাহ্য; যেহেতু তাহাতে শ্রীভগবানই কীর্ত্তিত হইতেছেন। যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ বলিয়াছেন,—"সর্ব্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের ভিতর থেকেই পরমজ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া থাকে। ইংরাজ মুসলমানের ক্ষুধার সঙ্গে একজন আর্য্যের ক্ষুধার কোন প্রভেদ নাই। জগতের সকল ভাষাদ্বারাই পরমজ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে। যে সকল ভাষার যে সকল কথাদ্বারা পরমজ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছে, সেই সকল কথাই সংস্কৃত কথা। জগতে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষাই সংস্কৃত ভাষা। জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের কথাই সংস্কৃত কথা।" শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি য-
চ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ" ॥ ১।৫।১১

অস্যার্থঃ—'যে গ্রন্থের প্রত্যেক ছত্রেই অনন্তকীর্ত্তি ভগবানের নামকীর্ত্তন থাকে তাহার ভাষা সুমার্জ্জিত না হইলেও সেই গ্রন্থই লোকসমূহের পাপ নাশ করিতে সমর্থ। সাধুব্যক্তিরা ঐ পবিত্র নাম সর্ব্বদা শ্রবণ, উচ্চারণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন'। ঐ সকল গ্রন্থালোচনা করিলে জ্ঞানীমহাত্মাগণের, ভক্তমহাত্মাগণের ও স্বয়ং শ্রীভগবানের গুণকর্ম্ম সকলেরই আলোচনা করা হয়। এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে গ্রন্থমহারাজগণের সেবা করা প্রয়োজন। যাহাতে শ্রীভগবান কীর্ত্তিত হইতেছেন তাহাই ভাগবত। তাহা ঘরে ঘরে পূজিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। যেমন শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকেন তদ্রূপ শ্রীভগবানের দ্বিতীয়বিগ্রহ গ্রন্থমহারাজগণেরও পূজা হওয়া কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবমহাত্মাগণ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থমহারাজগণকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের কলেবরজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ চৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধাবিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিসনে" ॥
মধ্যখণ্ড, ২১ অধ্যায়।

"ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত পঠনশ্রবণে ভক্তি পায়" ॥
অন্ত্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

গুরু নানকজীর পন্থাবলম্বীগণ গ্রন্থসাহেবের পূজা, আরত্রিক করিয়া থাকেন, সাক্ষাৎ বিগ্রহের ন্যায় ভোগাদি দিয়া থাকেন। গ্রন্থসাহেব গুরু নানক হইতে কয়েকজন মহাত্মার উপদেশসংগ্রহ।

শ্রীঅঙ্গের প্রতিকৃতি দেখিতেছি, পূজা করিতেছি। ভাবের প্রতিকৃতিস্বরূপ ঐ গ্রন্থমহারাজগণও পূজিত হওয়া উচিত। কেহ যদি তাঁহার নিজ গুরুদেবের কিম্বা কোন মহাত্মার ভাবরাশিকে নিজ জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার রচিত সেই দয়ার দানগুলির—গ্রন্থমহারাজগণের একান্ত অনুশীলন কর্ত্তব্য। তাঁহার ভাবরাশি হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে ঐ সকল গ্রন্থমহারাজেরা অপূর্ব্ব সহায়। ঐ ভাগবতসমূহের শ্রবণ, মনন, ধ্যানাদি তাঁরই অনুশীলন। বহুশাস্ত্রে বহুকথা বহুপ্রকারে লিখিত থাকে। প্রতিযুগে মহাত্মাগণ, মহাপুরুষগণ বা স্বয়ং শ্রীভগবানের অবতারগণ ঐ সকল শাস্ত্রনিবদ্ধ ভাবরাশির যুগোপযোগী প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান যে যুগের পক্ষে যাদৃশ শাস্ত্রের প্রয়োজন তাহা তিনি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ঐ ব্যবস্থা কখন তিনি স্বয়ং অথবা কখন কোন শুদ্ধ মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া সম্পাদন করেন। এজন্য ঐ যুগোপযোগী শাস্ত্রসকলের আলোচনা করা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালে সাধারণ মানবমণ্ডলীর হৃদয়ে ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব জাগরিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মাগণও সেই সমন্বয়ধর্ম্মই প্রচার করিতেছেন। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার বিবিধ উপদেশে ও নিজ জীবনে এই ধর্ম্মসমন্বয় বিশেষ ভাবে প্রচার করিয়াছেন। যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজের জীবনলীলায় ও স্বরচিত গ্রন্থমহারাজগণের অন্তর্নিবিষ্ট ভাবরাশিতে সেই সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় বিশেষভাবে প্রচারিত দেখিতেছি।

বঙ্গ ভাষায় মহাত্মাগণ-রচিত অনেক গ্রন্থ আছে। ঐ সকলের যথাযথ আলোচনা না করিয়াই অনেকে ঐ সকলকে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া থাকেন। সাহেবেরা বলিয়া থাকেন, কোন গ্রন্থ বুঝিতে হইলে তাহার পুনঃ পুনঃ অভ্যাস প্রয়োজন। ধর্ম্মগ্রন্থালোচনা সম্বন্ধেও আমাদের ঐ কথা। অনেক মহাত্মা বলেন যে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রথমপাঠে দুর্ব্বোধ মনে হইলেও শ্রদ্ধার সহিত

পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে তাহার মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। যদি শাস্ত্রকারের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকে তবে তাঁহার রচিত শাস্ত্র বুঝিবার পক্ষে পুনঃপুনঃ অনুশীলন ও প্রার্থনা ইহাই প্রধান সহায়। শ্রীভগবান দয়া করিয়া না বুঝাইলে কেহই শাস্ত্র বুঝিতে পারে না। শুধু পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না। শাস্ত্র বুঝিতে হইলে শ্রীভগবানের নিকট দীনভাবে প্রার্থনা করা প্রয়োজন। যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ বলিয়াছেন,—"প্রত্যেক অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রত্যেক শ্লোকের মধ্যে একাধিক কত ভাব অব্যক্তভাবে থাকে, সেই সমস্ত ভাবগুলি এক জন টীকাকার প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। যিনি যতটুকু বুঝিতে পারেন, তিনি ততটুকু প্রকাশ করেন। কেবল ভগবানই সকলশাস্ত্রীয় সকলভাব জানেন, আর তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে জানান, তিনিই জানিতে পারেন"। চৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরসমাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের কৃপাপাত্র"॥

অন্ত্যখণ্ড; ৩য় অধ্যায়।

এক্ষণে শাস্ত্রমাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বিবিধ গ্রন্থে মহাত্মাগণ প্রদর্শিত পন্থার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ বলিয়াছেন,—"যেমন একস্থানে যাইবার নূতন নূতন পথ হইতেছে, তদ্রূপ ভগবানকে প্রাপ্তিরও নানা মহাত্মাকর্ত্তৃক নানা পথ প্রদর্শিত হইতেছে। দিব্যজ্ঞানসম্ভূত যে কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক যে কোন যুগে, যে কোন মত প্রচারিত হইবে, তাহা মান্য করা কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তির কল্পিত ধর্ম্মমত অবশ্য অগ্রাহ্য করি।" Of The Imitation of Christ নামক গ্রন্থে মহাত্মা H. Kempis বলিয়াছেন,—"God speaks in various ways to us without respect of persons."
বিবিধ দেশে; বিবিধ ভাষায়, বিবিধ মহাত্মাগণকে অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানই সনাতন নিত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গ্রন্থে সেই সকল ধর্ম্মমতই নিবদ্ধ আছে। যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ বলিয়াছেন,—"আর্য্যদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আদিগ্রন্থ বেদ। তাহাতে নানা সময়ে নানাপুরাণ, নানা তন্ত্র ও নানাশাস্ত্র প্রকাশিত হইবে বলা হয় নাই। অথচ পরে সময়ে সময়ে যে সকল প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল বেদসম্মত না হইলেও সে সকল মান্য ও গ্রাহ্য করিতেছি। ঐ সকল পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহে যে সকল ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ নাই, সেসকল গ্রন্থ পরে প্রকাশিত হইলেই না মান্য ও গ্রাহ্য করিব না কেন? ধর্ম্মসম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ হইয়াছে; যে সকল হইতেছে ও হইবে, সে সকলই আমি গ্রাহ্য ও মান্য করি"। "আমাদিগের বিবেচনায় সর্ব্বশাস্ত্রের উদ্দেশ্যই অতি মহান্। প্রত্যেক শাস্ত্রই মনুষ্যদিগকে শৃঙ্খলায় রাখিবার, সুনিয়মে রাখিবার উত্তম উপায়। প্রত্যেক শাস্ত্রই মনুষ্যদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার উত্তম উপায়। শাস্ত্র সকলই শ্রীভবানের মনোহারিণী লীলা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। শাস্ত্রেই ভগবতী লীলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসকল দাহৃত হইয়াছে। শাস্ত্রেই ভগবদৈশ্বর্য্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রদ্বারাই ভগবদ্বিষয়িণী উদ্দীপনা হইয়া থাকে। শাস্ত্রেই অলৌকিক চরিত্রসকল বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্রেই প্রহ্লাদাদি নির্ভরশীল পরম ভক্তদিগের চরিত্র চিত্রিত রহিয়াছে। শাস্ত্রই ভগবচ্চরণে দৃঢ় বিশ্বাস করিবার এক প্রকার প্রধান উপায়। সেই, জন্য আমরা জগতের সর্ব্বশাস্ত্রকে প্রণাম করি"।

ওঁ তৎসৎ। হরিপদানন্দ অবধূত।

গুরুশিষ্য সংবাদ।

একদা কোন সময়ে হুগলীস্থ নিত্যমঠে সাক্ষাৎ জ্ঞান ও প্রেমাবতার ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব সমাসীন, তাঁহার কৃপা প্রার্থী হইয়া কোন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,"পিতঃ! আমি কে, জগৎ কি, আর আমার সহিত এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বের সম্বন্ধই বা কি; কোথা হইতে এই চরাচর বিশ্ব আবির্ভূত হইল ও কাহাতে প্রতিষ্ঠিত এবং কাহাতেই বা লয় প্রাপ্ত হয়?" এই সকল প্রশ্ন শুধু আমি কেন, বিপুল ধারণা-শক্তিযুক্ত মহাত্মাদিগের অন্তরেও স্বতঃই উদিত হয়। শুনিয়াছি এই সকল তত্ত্বজ্ঞান গুরু-কৃপায় জিজ্ঞাসু মানবগণ লাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্য-যোগ্য হয় ও গুরূপদিষ্ট হইয়া ভক্তি ও জ্ঞান মার্গের যে কোন পন্থাবলম্বন করে এবং চরমে পরমাশ্রয় আপনাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়।

তদুত্তরে আমাদের পরমারাধ্য পিতা বলিয়াছিলেন,"বৎস জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ভাবে বিরাজিত সেই চিদানন্দকেই জানিও; জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর আত্মা, ভক্তের ভগবান স্বরূপে তাঁহার সেই চিদানন্দ মূর্ত্তি। সেই মহাকারণ হইতে তাঁহারই আশ্রিতা ও ভাবানন্দে উদ্বেলিতা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া-শক্তিই বিশ্বরূপে ক্রিয়া-শীল হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এই প্রকৃতি মায়া, সেই চিদানন্দময় পুরুষের ইচ্ছা সমুদ্ভূতা। ইনি ত্রিগুণময়ী ও অনির্ব্বচনীয়া কিন্তু একমাত্র সেই নিত্যবস্তুই বেদ্য যাঁহাকে জানিলে বা দেখিলে সব জানা যায় ও দেখা হয় আর অবশিষ্ট জানিবার দেখিবার কিছুই থাকে না—তখনই সমস্ত বাসনা মিটিয়া যায়, ইহাই প্রকৃত আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান। ইহাই একত্বে প্রতিষ্ঠিত অবস্থা। বৎস! ভক্তি-মার্গাবলম্বী পরম ভাগবতগণ তাঁহাদের সাধন-প্রণালীর অনুরূপ বুদ্ধি স্বভাবতঃ অন্বয়ী; জাগতিক বিভিন্নতার মধ্যে তাঁহারা একত্ব দর্শন করিতে সমর্থ। সাংসারিক সুখ এবং দুঃখ এই উভয়ের প্রতি তাঁহারা বিদ্বেষ-বুদ্ধি-বিরহিত; সাংসারিক দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, জ্ঞানযোগিগণ যেমন তাহা হইতে উদ্ধারের চিন্তা করেন, ইহাঁরা তদ্রূপ করেন না। সাংসারিক সুখ-দুঃখ যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহাই তাঁহারা অক্ষুব্ধ হৃদয়ে গ্রহণ করেন; ইহা তাঁহাদিগের বিশেষ চিন্তার বিষয় নহে; গুরু-কৃপায় অনায়াসে সমর্থ হন, নানাবিধ-জীবসমন্বিত এই চরাচর জগৎ, বহুবিধ ভোগরঞ্জিত হইলেও সেই শুদ্ধচিত্ত পবিত্র মহামনা মহাত্মাগণ ইহার কিছুতেই আসক্ত নন। তাঁহারাই জীবজগতে আদর্শ স্বরূপ। বৎস! এই পরিদৃশ্যমান জগতে যে বহুবিধ পুরুষ বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্ত একই পুরুষের বিভূতি ও অংশমাত্র. একই পুরুষ হইতে সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পুরুষ নির্গুণ হইয়াও সগুণ; তিনি বিশ্বমূর্দ্ধা, বিশ্বভুজ, বিশ্বপাদ, বিশ্বাক্ষি এবং বিশ্বনাসিক; তিনি এক হইয়াই স্বেচ্ছাক্রমে বহুক্ষেত্রে যথাসুখে বিচরণ করেন; তিনি ক্ষেত্র শরীর ও শুভাশুভ বীজ সকলে সংযুক্ত হইয়া, তৎসমস্ত অবগত হয়েন। একত্ব ও মহত্ত্বযুক্ত সেই পুরুষ একই বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন; তিনিই মহাপুরুষশব্দবাচ্য; তিনি সনাতন এবং তিনিই বিশ্বকে ধারণ করিয়াছেন। সেই অচিন্ত্য পুরুষ, এবং বিশ্ব তৈজস, প্রাজ্ঞ, ও তুরীয়স্বরূপ। তাঁহার জগদাত্মক ও জগতের মূলীভূত ভাবকে অবগত হইয়া, যে সাধক প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহার ভজন করেন, তিনিই সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন। ভক্তি-মার্গাবলম্বী

বিচক্ষণ মনুষ্যগণ বৃন্দাবনীয় পঞ্চ ভাবের মাধুর্য্যময়ী শান্ত দাস্য, সখ্য, মধুর প্রভৃতি যে কোন সম্বন্ধযুক্ত ভাবাবলম্বনে এই অদ্বৈত ব্রহ্মকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ, যন্নিমিত্ত জ্ঞান-যোগিগণ সাংখ্য-মার্গ অবলম্বন করেন তাহা ভক্তি-যোগিগণের আপনা হইতে সংসাধিত হয়, এই ভক্তগণই সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যালাভে অধিকারী। তাঁহারা নানাবিধ জীব সমন্বিত জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া কাহাকেও দ্বেষ করেন না, কাহাকেও হিংসা করেন না, কাহারও প্রতি অত্যন্ত আসক্তও হয়েন না; এবং সংসারের প্রতি অত্যন্ত বিরক্তও হয়েন না; ইহাঁরা সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ ও দ্বেষ্য, এবং সাধু, পাপী, বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, কুক্কুর, সকলের প্রতিই সমবুদ্ধিযুক্ত; কারণ তাহাদিগের বিচারে সকলই ব্রহ্মস্বরূপ। এইরূপ সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত ভক্ত স্বতঃই ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি হইতে বিবর্জ্জিত হয়েন। কাহার প্রতি ঘৃণা করিবেন? কাহাকে দেখিয়া লজ্জা করিবেন তিনিই যে ব্রহ্ম; সকলই জ্ঞাত আছেন, তাহা হইতে কি কেহ কিছু লুক্কায়িত করিতে পারে? এই যে রূপযৌবন-সম্পন্ন রমণী, ইনি যে ব্রহ্মেরই বিভূতি, কিরূপে আর তাহার প্রতি তাঁহারা কামভাবাপন্ন হইবেন? এই যে ভীষণ সর্প, ইনিও যে ব্রহ্মেরই বিভূতি, এই ব্রহ্ম যদি কোন দেহকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কার সাধ্য কে সেই দেহ রক্ষা করিবে? সৃজন, পালন, লয় সকলই তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় এই গুণময় জগৎ তাঁকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া অনুস্যূত হয়। লীলাময় ভগবান্ এ খেলা অনাদি কাল হইতেই খেলিতেছেন। আর বিনাশ কার্য্যেও তিনি জগতের মঙ্গলই বিধান করেন; সুতরাং ভয়ের সার্থকতা কি? যিনি আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত, তিনিও যে ব্রহ্ম; সুতরাং কাহার প্রতি ক্রোধ করিব? এইরূপে অদ্বৈতব্রহ্মের চিন্তাদ্বারা ভক্ত আপনা হইতে কাম ক্রোধাদি-বিবর্জ্জিত হয়েন এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সর্ব্বাবস্থায় পরমশান্তিসাগরে ভাসিতে থাকেন। তিনি সর্ব্বজীবে দয়াবান, সর্ব্বজীবের আশ্বাসদাতা, সর্ব্বজীবে প্রেমপূর্ণ; কামক্রোধাদি জয় করিবার জন্য তাঁহার পৃথক সাধন অবলম্বন করিতে হয় না। এক অদ্বৈত ব্রহ্মের ভজনে তাঁহার সমস্ত আভ্যন্তরিক রিপুর দমন হইয়া যায়। শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি জ্ঞানমার্গের সাধন তাঁহার আপনা হইতে সাধিত হয়। তিনি এইরূপ শান্ত অবস্থা লাভ করিতে থাকিলে, সুর, অসুর; যক্ষ, রক্ষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলই তাঁহার প্রতি ক্রমশঃ সদয় ও প্রেমভাবাপন্ন হয়; তিনি সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া নমস্কার করেন ও প্রীতি করেন। সুতরাং কেহই তাঁহার প্রতি বৈরাচরণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন না। এইরূপে ভক্ত প্রশান্তচিত্ত ও সমদর্শী হইলে, জগদাধার ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার অন্তরে এক প্রগাঢ় তৃষ্ণার আবির্ভাব হয়;—ইহারই নাম পরাভক্তি অথবা প্রেম। এই প্রেম সমগ্র গুণময় বিশ্বকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না; সুতরাং তাহা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাশ্রয়রূপী ব্রহ্মের দর্শনলালসায়, তৎপ্রতি মহাবেগ সহকারে ধাবিত হয়; তখন ভক্তবৎসল অচিরেই তাঁহার নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশিত করেন। অতএব বৎস, জ্ঞানিগণ ব্রহ্মবস্তু লাভ করিয়া যেমন তৎস্বরূপ হইয়া যান, প্রেমিক ভক্তও তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ প্রিয়তম ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া যান। অতি যত্নে ও কষ্টে জ্ঞানযোগিগণ যে সমাধিযোগ ও

আত্মানাত্মবিবেক অবলম্বন করিয়া, সিদ্ধমনোরথ হয়েন, ঐকান্তিক ভক্তগণের তাহা অনায়াসে স্বতঃই উদিত হয়”। হে অকুলের কাণ্ডারী গুরুদেব, সংসারবারিধিবক্ষে তরঙ্গাহত তৃণের ন্যায় আমি যে তোমার শ্রীচরণ-সমীপে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া লাগিয়াছি, তবে আমার গতি কি হবে পিতঃ ? “ভয় কি বৎস ? তেমন সময় হইলে আমিই ধ’রে তুলব” । আ মরি মরি ! ধন্য সেইজন যে তোমার কৃপা লাভ করিয়াছে । দয়াময় গুরু হে ! এ জনমে না হয় জন্মান্তরে চরণে স্থান দিও । “যাও বৎস, সদ্বিবেক যে দিকে লইয়া যায় সেই দিকে যাও, কাহারও অনুরোধে কিছু করিতে যাওয়াও বন্ধন ; বৎস, যখন যাহা প্রয়োজন, আমিই মনোময় হইয়া তদনুরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি । কিন্তু সাবধান, বহু বিষয় ও বহু ব্যক্তির সম্মিলনে চিত্ত স্বতঃই বিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং নির্জ্জনে সেই একের চিন্তায় অনন্যমনা হও, তবে তাঁহাতেই চিত্তস্থির হইবে, তৎপর ধ্যান হইবে, ধারণা হইবে, তৎপর সমাধি” তবে যাই পিতঃ, তোমার আশ্বাস ও আশীর্ব্বাদ-কুসুম মস্তকে ধারণ করিয়া সংসারসাগরে ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। যদি মরে যাই, তবে তোমার সাক্ষাৎ বেদান্তস্বরূপ জ্ঞানানন্দমূর্ত্তি এই চর্ম্মচক্ষে দেখতে দেখতে যেন এই দেহলীলার অবসান হয় । দয়াময় গুরুদেব, আমি মরি তায় ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখো পিতঃ, আমার স্মৃতিপথ হ’তে তোমার ভুবনমঙ্গল নিত্যগোপাল নামের ‘নিত্য’ স্মৃতিটুকু যেন বিলুপ্ত ক’রে দিওনা—ইহাই প্রার্থনা ।

নিত্যাশ্রিত—

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ ।

গোরা

শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ-থানি, নবীন কাঞ্চন জিনি,
দেখিলেই মন প্রাণ হরে,
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, নখরেতে কত শশী,
হাসিতে মুকুতা কত ঝরে ।
মনোহরা মনোচোরা, ভুবন-মোহন গোরা
ব্রজ-ভাবে সদাই ভাবিত ।
সুকুঞ্চিত কেশ-পাশ, পরিধানে পীতবাস,
গৌর অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত ।
অলকা তিলকা ভালে, গুঞ্জমালা গলে দোলে,
শ্রীঅঙ্গ ভূষিত নানাফুলে ।
কর্ণে কুসুম-কুণ্ডল, দুলিতেছে অবিরল,
অপরূপ শোভা পাদমূলে ।
চন্দন-চর্চ্চিত পদ, যেন হেম কোকনদ,।
ফুটিয়াছে নদীয়া-সাগরে ।
নদেবাসী মধুকর, ভ্রমে সেথা নিরন্তর,
মধুলোভে উড়ে উড়ে পড়ে ॥
চরণ পরশ করি, অলি গায় হরি হরি,
ভাবেতে বিভোর হয়ে রয় ।
মধুকথা পিবেতারা, পরশেই আত্মহারা,
উড়ে উড়ে হরিগুণ গায় ॥
আলতা-মাখান পায়, ফুলদল শোভাপায়,
তুলনা নাহিক তার ভবে ।
হেরিলে সে গোরাপদ, পশে হৃদে গোরাপদ,
গোরা-গোরা বলি কাঁদে সবে ॥
গোরা চরণ-দুখানি, ত্রিলোকের শোভা জিনি,
বিরাজিছে নদীয়া-মণ্ডলে,
চতুর ভকত যারা, হয়না পলক হারা,
অনিমেষে হেরে নানা ছলে ॥

কিবা সুচাহনি তার, দেখে তারে একবার,
পলক ফিরাতে কেহ নারে ।
ভুবন করিয়া আলো, সেজেছে চিকণ কাল,
গোরা ভাব কে বুঝিতে পারে ॥
রাধাপ্রেমে হ'য়ে ভোরা, রাধা ব'লে কাঁদে গোরা
রাধা বিনে কিছু নাহি জানে ।
জয় রাধা শ্রীরাধা বলে, ভাসিছে নয়ন জলে,
রাধা বলে শয়নে স্বপনে ॥
কভু নাচে বাহু তুলে, হরি হরি হরি বলে,
ঘন ঘন করে হরিধ্বনি ।
কভু নাচে কভু গায়, কভু পড়ি মূর্চ্ছা যায়,
কত লীলা করে গুণমণি ॥
(কভু) ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠামে, চূড়াটী হেলায়ে বামে,
দাঁড়াইয়া রহে গোরাচাঁদ ।
যে মতি শ্রীবৃন্দাবনে, দাঁড়াতো কিশোরী সনে,
ব্রজের কিশোর শ্যামচাঁদ ॥
বৃন্দাবন-ভাবে মাখা, বৃন্দাবন-ভাবে আঁকা,
গোরা মোর করে যত লীলা ।
যেন বৃন্দাবনে ছিল, সেই ভাব ধ'রে নিল,
সেই ভাবে করে নানা খেলা ॥
গৌর-অঙ্গে দেহ ঢাকা, কিন্তু সে নয়ন বাঁকা,
তাই সদা মনে শঙ্কা হয় ।
ব্রজ হ'তে ননীচোরা, এসে কি হ'য়েছে গোরা,
(তবে) কৃষ্ণ-অঙ্গ দেখাতে কি ভয় ?
রাধা নামে বাজে বাঁশী, রাধা নামে মন উদাসী,
রাধা বিনে তুমি নহি আন ।
তাই কি রাধার অঙ্গে, মিশাইয়া তব অঙ্গে,
রাধানাম কর সদা গান ॥
(কিম্বা) ভাবিতে ভাবিতে রাধা, দেহ হইয়াছে রাধা,
অন্তরেতে কৃষ্ণ গুণমণি ।
রাধা-প্রেম শিখাইতে, আসিয়াছ নদীয়াতে,
কত কথা কত মুখে শুনি ॥
রাধা ঋণ শোধিবারে, অইলা শচীর ঘরে,
কেহ কেহ হেন কথা কয় ।
জীবের নিস্তার তরে, এসেছ গোলক ছেড়ে,
এ কথা কি সত্য প্রভু নয় ?
রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন নয়, লীলা হেতু ভিন্ন হয়,
তাই ভিন্ন দেখি ব্রজধামে ।
এবার নদীয়া-পুরে, রাধাকৃষ্ণ একাধারে,
জনমিলা শ্রীগৌরাঙ্গ নামে ॥
জীব দুখ স'তে নারে, আসে তাই বারে বারে,
জ্ঞানানন্দময় শ্রীগোপাল ।
কালী দুর্গা শিব রাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম,
শচীসুত যশোদা-দুলাল ॥
অনন্ত তোমার নাম, অনন্ত তোমার ধাম,
ভাল বাসি গোরারূপ খানি ।
জ্ঞানানন্দময় তুমি, অধম কাঙ্গাল আমি,
দেহ রাঙ্গা চরণ দু'খানি ॥

শ্রীশ্রীনিত্যাপদকাঙ্ক্ষী
বিনয় ।

অশরীরী-বাণী ।

'অশরীরী বাণী' বলিলে যাহা বোধগম্য হয় মানব বুদ্ধির অগোচর হইলেও যোগমার্গ দ্বারা উচ্চস্তরে যখন মানব আরোহণ করিয়া আত্মানু-বোধ ও ব্রহ্মলাভ করিতে সক্ষম হন, তখন এই অশরীরী-বাণী দ্বারাই তাঁহারা মানব বুদ্ধির অগোচর বিষয়ের সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য অবগত হইতে পারেন ।

জীবের ঈশ্বরের সহিত প্রকাশ্যভাবে কিরূপ অবস্থায় এই আনুগত্য উপস্থিত হয় ? জীবের সহিত ঈশ্বরের ব্যবধানতা কিসের দ্বারা লোপ

হইয়া পূর্ণ প্রকাশ্য দর্শন ইত্যাদি লাভ হয় ? সে যোগ কি ? ভক্তি, প্রেম, এবং ভক্তি ও প্রেমের পূর্ণ দিব্যাবস্থা, ভক্তি ও প্রেমের পূর্ণাকর্ষণ বলে যে সুযোগ উপস্থিত হয় সেই সুযোগই পরম দিব্য যোগ ; ইহাই পরমা দিব্যা বিদ্যা ; ইহাই পরমা দিব্যা প্রেমা-ভক্তি যোগ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত দর্শনে বলিয়াছেন, "সর্ব্বংব্রহ্মময়ং জগৎ", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—আত্মানুবোধক শাস্ত্র বলেন—এক পরমাত্মা দ্বারাই সমস্ত জগতের উৎপত্তি। ভক্তি-শাস্ত্র বলেন,—সর্ব্বস্থানেই পরমাত্মাস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের সত্বাতেই সমস্ত জগতের সত্বা এবং পরা প্রকৃতি আদ্যা শক্তিই সর্ব্ব সময়ের জন্য অনন্ত জগৎ প্রসব করিতেছেন।

শরীরধারী মহাপুরুষগণ দিব্য দর্শনের দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে শ্রীভগবান এবং তাঁহার নিত্য পার্ষদগণ সর্ব্বদা সর্ব্ব সময়ের জন্য জীবের মঙ্গলেচ্ছু হইয়া এই জগতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। প্রয়োজন বশতঃ তাঁহারা শরীরী হইয়া জীবের নিকট উপস্থিত হন।

জেনারল বুথের নাম সম্ভবতঃ পাঠকবর্গ অবগত হইয়া থাকিবেন। তিনি [?] এক দিবস তাঁহার ইয়র্কশায়ার এর বাটীতে রাত্রে বসিয়া যোগ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। মহাপুরুষেরা যে সূক্ষ্ম দেহে এ জগতে বিচরণ করেন ইহাই আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার এক ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—এমন সময়ে একটী হিন্দু যোগী-পুরুষ সহসা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি যে সূক্ষ্মদেহে সেখানে বিচরণ করিতেছিলেন এবং জেনারল বুথের সন্দেহও সংশয় নিরাকরণের জন্য সেখানে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন তাহা জ্ঞাপন করিলেন। যোগী পুরুষটীর মস্তকে একটী শিরস্ত্রাণ ছিল, তিনি তাহা বিস্মরণ-বশতঃ বা ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই সেটী বুথের টেবিলের উপর রাখিয়া অন্তর্ধান হন। সেই শিরস্ত্রাণের এক কোণে একটা কাগজে দেবনাগরীতে নাম লেখা ছিল। বুথ কলিকাতা টাউনহলের সভায় সাধারণকে তাহা দেখাইয়াছিলেন।

পুরাকালে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড [?] তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম-যাজকের নিকট এই মহাপুরুষদিগের সূক্ষ্মদেহে বিচরণ বিষয়ের এক অতীব সন্দেহযুক্ত প্রতিবাদপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ধর্ম্ম-যাজক রাজাকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পরে দিবেন বলেন। একদিবস রাজা সেই ধর্ম্মযাজক এবং তাঁহার দুই একটী সভাসদ রাজার বৈঠক খানায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে জানালা দিয়া একটী পক্ষী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই বৈঠকখানায় উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সে যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ঠিক সেই সময়েই অতি সুন্দর ফুলের গন্ধে ঘর আমোদিত করিয়া তুলিল—সে দিকে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইল। রাজা তাহার তথ্য জানিবার জন্য বারম্বার ধর্ম্মযাজককে জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষণকাল পরেই পক্ষীটী ঘরের বাহির হইয়া গেল এবং ঘরের মধ্যের সুগন্ধ ক্রমে তিরোহিত হইল। তখন ধর্ম্মযাজক বলিলেন, ইহা কোন অশরীরী মুক্তাত্মা, আপনার সন্দেহ নিরাকরণ জন্যই ভগবৎ-প্রেরণায় এখানে আসিয়াছিলেন।

যে সকল ভাগ্যবান মানবের শুদ্ধ-সত্ব লাভ হইয়াছে, তাঁহারা এই অশরীরী মহৎ মুক্তাত্মা-দিগের নিকট হইতে ধর্ম্ম-জগতের নিয়মিত সত্য ও নিত্য-রাজ্যের বহুবিধ রহস্য অবগত হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মন প্রাণ ঢালিয়া দিতে উৎসুক হন। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের যে সত্য তাহাও অতর্কিতরূপে প্রাণে উদয় হয়। এই ক্ষুদ্র-প্রাণে শ্রীভগবৎ-কৃপায় অশরীরী দ্বারা যে কথা

জাগিয়াছে তাহা এখানে গীত আকারে প্রকাশ করিলাম।

এস ভাইগণ, হ'য়ে এক প্রাণ,
ডাকি সবে মিলে সে দীনদয়ালে।
সেই নিত্যধন, মোদের জীবন,
তাঁহার সন্তান আমরা সকলে॥
হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ান,
এস সবে ডাকি তাঁরে সকাতরে।
ভেদাভেদ ছাড়, এক মন কর,
সবে চল ভাই এক পথ ধ'রে॥
হরি হন হর, দেব দামোদর,
শক্তিময়ী কালী জগতের মাতা।
তিনি যীশুখৃষ্ট, জগতের ইষ্ট,
তিনি জগন্নাথ জগতের পিতা॥
খোদা হন সেই, তারা ব্রহ্মময়ী,
কখন পুরুষ-প্রকৃতিরূপিণী।
কেহ বলে সখা, কেহ বা বিধাতা,
কারো হন পিতা কারো বা জননী॥
যে ভাবে যে ডাকে, সেই পায় তাঁকে
জগতের জ্যোতিঃ পরম ঈশ্বরে।
ছাড় ছাড় ভ্রান্তি, পাবে প্রাণে শান্তি,
আসিবেন হেথা প্রভু দয়া ক'রে॥
মনোমত নামে, ডাকি গুণধামে,
এস এক প্রাণে জগত জাগাই।
দ্বেষাদ্বেষ ভুলি, দিয়ে করতালি,
এস সবে মিলি, পরাণ মাতাই॥
আয় আয় আয়, আয় সবে চ'লে,
হিন্দু মুসলমান হ'য়ে এক প্রাণ,
গলাগলি করি নাচি গো সকলে॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের যখন প্রথম শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়া-ধ্বজা দর্শন-পথে পতিত হয় তখন তিনি ভক্তভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে একটী সুন্দর শ্যামবর্ণ বালক তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর স্বয়ং শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ও ব্রজকিশোরীর মিলিত দেহ হইলেও এখানে উচ্চশ্রেণীর প্রেমিক ভক্তের কাচ কাচিয়া জীবকে এই দিব্য-দর্শনের ফল স্বরূপ সেই নিত্য সূক্ষ্ম দেশের শ্রীসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামবর্ণ বালক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন ও সেই অপরিমেয় বাণী প্রকাশ করিলেন।

মানব প্রাকৃত-দেহ বিশিষ্ট কিন্তু অপ্রাকৃত দেশের দেহীকে প্রাকৃত চক্ষে দর্শন করিবার অবসর এবং সুযোগ উপস্থিত হইলে তখন তাহাদের আর ঠিক প্রাকৃত চক্ষু থাকে না; প্রাকৃতের লয় হইয়া অপ্রাকৃতের অবস্থা উপস্থিত হয়। তখনই দিব্য-দর্শন হইয়া থাকে, তখন পরমাসিদ্ধি লাভ হয়। তখন সাধক সাধনার দেশ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান।

শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব তাঁহার কৃত 'সাধক-সুহৃদ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"সর্ব্বসাধনা অতিক্রম করিয়া যখন পরমাসিদ্ধি লাভ হয়, তখনই ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়া থাকে।"

এই সর্ব্বসাধনার সার যে অপরিমেয় প্রেম ও ভক্তি বিনা ভগবদ্দর্শন ও তাঁহাকে লাভ হয় না, তাই মীরাবাই বলিয়াছেন,—

"মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে নেহি মিলে
নন্দ লালাজী।"

এই নন্দলালাই শ্রীহরি এবং শ্রীহরিই শ্রীহর। সেই শ্রীহর শিবই সর্ব্বমঙ্গলালয় প্রভুক্ত শিবগীতায় বলিতেছেন,—

"বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্যমধ্যে
বিশ্বং দেবং জাতবেদং বরেণ্যম্।
মামাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তিধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

অর্থাৎ যে সকল ধীর ব্যক্তি আমাকে হৃদয়াভ্যন্তরে কেশাগ্রপরিমিত সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত,

বিশ্বস্বরূপ জাতদেব বরেণ্য ও আত্মস্থ দেবরূপে দর্শন করেন তাঁহাদিগের শাশ্বতী শান্তিলাভ হয়, অন্যের ভাগ্যে ঘটে না।

পরিশুদ্ধ-জ্ঞানীজনে এই শাশ্বতী শান্তি লাভ করিলেই শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধ প্রেমের দেশে উপনীত হইয়া অহৈতুকী ভক্তি ও প্রীতির দ্বারা সেই অশরীরী সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মকে অপ্রাকৃত শরীরীরূপে লাভ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে আছে, সাধকদিগের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা (১) করা হয়। এই কল্পিতরূপ কখনই আনুমানিক নহেন। তিনি যখন সত্য, তাঁহার সর্ব্বশক্তিত্ব যখন প্রামাণিক-সত্য তখন তাঁহার রূপ সত্য, তাঁহার লীলা সত্য, তাঁহার অবতার সত্য, তাঁহার সর্ব্ববিধ কার্য্য সত্য, তাঁহার ভক্ত-প্রেমিককে দয়া করিয়া দর্শনদান সত্য, এবং গুরুরূপে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে জীবকে আশ্রয়দানও সত্য। এবম্ভূত অবস্থায় তাঁহার সত্যতা সম্বন্ধে কল্পিতার্থ কোন প্রকারে আসিতে পারে না।

জানি না কোন অশরীরী মহাপুরুষ এই অভাগার প্রাণে হরিনামের সুধা ঢালিতেছেন। আবার সর্ব্বতত্ত্বের সার গুরুরূপে যিনি অন্তরে বাহিরে নিত্যকালের জন্য প্রকাশমান, তিনি সুধাময়ী বাণী বলিতেছেন। তিনিই যে সেই পরতত্ত্ব তাহা অন্তরের কর্ণে বলিয়া দিতেছেন। তিনিই যে সেই সারাৎসার চৈতন্য—তিনিই যে জগতের চৈতন্য-স্বরূপ বুঝাইয়া দিতেছেন। ইহাই সেই অপরিমেয় বাণী, ইহাই সেই দিব্য বাণী। এই মধুমাখা বীণার বাণী একবার কর্ণকুহরে যাঁহার প্রবেশ করিয়াছে তাঁহার হৃদয়-গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া সংশয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—তিনি দিব্য-জ্ঞান, দিব্য-ভক্তি, দিব্য-প্রীতিতে ডুবিয়া আছেন। সর্ব্বদা নিত্যহরি, নিত্য রাধা অজপায় জপ হইতেছে। প্রেমে পাগল হইয়া তিনি অশরীরী বাণী শুনিতে শুনিতে শরীরী হইয়াও অশরীরীর সহিত মুখ্য সম্বন্ধ লাভ করিয়া পরমানন্দ যে শ্রীভগবান সেই শ্রীভবানকে লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান আর এ জগতে কে আছ ?

শ্রীমুকুন্দলাল গুপ্ত।

আঁধারে আলোক বা বেদান্ত-রহস্য

(ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।)

(৯)

ঊর্দ্ধমূল নিম্নশাখ সংসার তরুর
যিনি হন মূলীভূত,
যাহে জীব প্রকাশিত
জানিয়া তাঁহারে, যোগী অমৃতত্ব পায়,
ব্যাপ্যরূপে সর্ব্বতত্ত্ব আশ্রিত তাঁহায়॥

(১০)

(যথা) প্রতি-বিম্বভূত দেহ আদর্শে দেখায়
স্বপনে জাগ্রত খেলা,
(যেমন) ছায়াতপে আত্মলীলা,
দর্শন ব্রহ্মের হয় তেমন আত্মায়,
নির্ম্মল হইলে বুদ্ধি (১) ঘুচিলে অপায়॥

(১) ভক্তাচার্য্যগণ এই 'কল্পনা'শব্দের অর্থ 'সৃজন' বলিয়া থাকেন। কৃপ ধাতু অর্থে সৃজন করা এই অর্থ হইলে কোন শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয় না। সম্পাদক।

(১১)

অতনু-ব্যাপক তিনি, চৈতন্য মহান্,
দর্শন-ইন্দ্রিয়াতীত,
জ্ঞানের বিষয়ীভূত,
চিন্ময় মাত্র ভাবে চিন্ত গরীয়ান্,
যাইবে দেহাত্মবুদ্ধি উদিবে বিজ্ঞান ॥

(১২)

"রথ রূপ" দেহে "রথী" (ভগবান জ্ঞানানন্দ) আত্মাভগবান্।
তাহার "সারথি" বুদ্ধি,
সদাকারে ইষ্ট সিদ্ধি
"রসনা," (লাগাম) কথিত হয় "মন" বলীয়ান্।
সুখ-দুঃখ-পুণ্য-পাপ যাহে বিদ্যমান ॥

(১৩)

"হয়পদ" বাচ্য হয় ইন্দ্রিয়নিকর (২),
বিষয় সমূহ "পথ"
ইহাই বেদের মত,
সমাহিত হ'লে অশ্ব সুগম ত হয়,
নহে তারা কুপথগ হইবে নিশ্চয় ॥

(১৪)

(তাই) নির্ম্মল করিতে বুদ্ধি অথবা আত্মায়
সাধনের প্রয়োজন,
জীবন করিয়াপণ ;
নহিলে কৃপার পাত্র নহে কিন্তু হায়।
"একে দুই" "দুয়ে এক" লভিলে তাঁহায় ॥

(১৫)

"তস্যৈবাহম্" (আমি তাঁর) এই ভাব প্রথম সাধন।
তারপর 'তবৈবাহম্,'
বিজ্ঞানেও থাকে অহম্,
(যেই) তৃতীয় সাধনে বস্তু উপলব্ধ হন।
সোঽহম্ তত্ত্বমসি বলিবে যখন ॥

(১৬)

(যদিও) সচ্চিৎ নিষ্ক্রিয়, তাঁর নাহিক আকার,
(তবু) সাধুগণ পরিত্রাণে
দুষ্কৃতির বিনাশনে
ধরি নররূপ প্রভু চৈতন্য-আধার,
"নিত্য দাসে" ল'য়ে লীলা করে বারবার ॥

(১৭)

(তাই আজ)
দেখিলাম দিব্য ছবি ললমা সুন্দর।
বিভূতি পুড়িয়া ছাই,
ঐশ্বর্য্য নাহিক তাই,
(ঐ) গুরু জ্ঞানানন্দপদ মোক্ষের আকর।
যুগ-অবতার দেবে হের রে পামর ॥

(১৮)

প্রভো !
নিজের করিয়া আজ লয়েছ ডাকিয়া,
দেছ নিজ-পদছায়া,
নাশিতে "মরত"-কায়া
খুলিছি হৃদয়দ্বার ডাকিছি কাঁদিয়া।
সমুদ্রে মিশাও বিন্দু ঘুচে যাক্ কায়া ॥

শ্রীদাশরথি ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থঃ
দ্বারহাট্টা জ্ঞানানন্দ চতুষ্পাঠী।

(১) স্ববুদ্ধৌ আদর্শবন্নির্ম্মলীভূতায়মিতি ভাষ্যম্
(২) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি। লেখক।

মায়া

একই মায়ার দ্বিবিধ শক্তি, সেই কারণে একই মায়ার দ্বিবিধ নাম বিদ্যা ও অবিদ্যা। এই অবিদ্যা মায়া জীবকে বদ্ধ করে এবং বিদ্যা মায়া জীবকে মুক্ত করে। যে মায়ার সহিত কামনার সংস্রব আছে তাহাকে অবিদ্যা মায়া বলে এবং যে মায়া কামনা বর্জ্জিত তাহাকে বিদ্যা মায়া বলে। এই অবিদ্যা মায়া হইতেই কামনার উৎপত্তি হয়। জীবের যতক্ষণ না জীবত্ব নাশ হয় জীব ততক্ষণ অবিদ্যা মায়ার অধীন ততক্ষণ জীব যড়রিপুর দাস। যতক্ষণ না এই অবিদ্যা মায়ার হাত এড়াইতে পারিতেছে ততক্ষণ জীবকে অহং জ্ঞানে তন্ময় করিয়া রাখে। জীবের যখন এই অহং জ্ঞান দূরীভূত হইবে, তখন জীবের কামনাও দূরীভূত হইবে। তখন আর জীব যড়রিপুর অধীন নহেন; তখন জীবের অধীন যড়রিপু। তখন আর জীব বদ্ধ নহে, মুক্ত; তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব প্রাপ্তি হয়; একত্ব লাভ করিতে হইলে গুরু-কৃপা ও সাধনার বিশেষ প্রয়োজন; এই একত্ব প্রাপ্তির অপর নাম মুক্তি। এইরূপ মুক্তির অপর নাম সন্ন্যাস; সন্ন্যাস লাভ করিতে হইলে প্রথমে কর্ম্মের প্রয়োজন; কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্ম ত্যাগ হয়। যেমন যদি কাহারও পায়ে কোন কাঁটা ফুটে সেই কাঁটা তুলিতে হইলে অপর একটা কাঁটার প্রয়োজন হয়, তেমনি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইলে কর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন হয়। কর্ম্ম ত্যাগের উপর প্রথম, গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়া শেসে গুরুপদে কর্ম্ম সমর্পণ করা; গুরু-পদে কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হইলে একাগ্রভক্তির বিশেষ প্রয়োজন; একাগ্র ভক্তি লাভ করিতে হইলে প্রার্থনার বিশেষ প্রয়োজন। প্রার্থনা সাধনার একটি অংশ, প্রার্থনা ও সাধনায় গুরু-কৃপা লাভ হয়। গুরুকৃপা লাভ হইলে কর্ম্ম-ত্যাগ হয়। অবিদ্যারাণীর মায়া ত্যাগ হইলে গুরু-ইষ্ট অভেদ ও সমন্বয় তত্ত্ব লাভ হয়, তখন পরস্পর পরস্পরের উপর হিংসা, দ্বেষ কিছু থাকে না, তখন তাহার দেহের সহিত পরমাত্মার কোন সম্বন্ধ থাকে না; তখন সে বলিতে পারে আমি বদ্ধ নহি, আমি মুক্ত। যেমন যদি আমি গৃহ মধ্যে দরজা বদ্ধ করিয়া থাকি তখন আমি আবদ্ধ বটে, কিন্তু স্বইচ্ছায় আবদ্ধ। ইচ্ছা করিলে আবার স্বইচ্ছায় সেই গৃহ হইতে মুক্ত হইতে পারি; তাহাতে আমি বদ্ধ নহি, মুক্ত। সেইরূপ মুক্ত পুরুস বলিতে পারেন আমি এই দেহরূপ গৃহে স্বইচ্ছায় আবদ্ধ হইয়া আছি। আমার ইচ্ছায় আমি আবার দেহরূপ গৃহ হইতে মুক্ত হইতে পারি। যদি কেহ মায়া-বর্জ্জিত হইয়া এই অবস্থাপন্ন হইয়া সংসারে থাকেন তাহা হইলে তিনি সংসারী হইয়াও সংসারী নন, তিনিই সন্ন্যাসী ও মুক্তাত্মা আর কেহ যদি সেই অবস্থা না পাইয়াই সাধারণ লোকের নিকট সম্মান প্রাপ্তির আশায় গৃহস্থবেশ পরিত্যাগ করিয়া সাধুর সাজ ধারণ করেন তবে শাস্ত্রে তাহাকে কপটাচারী কহে। কপটাচারীর কখন নিস্তার নাই।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

(১)একটী বালকের লেখা সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি।

আগামী ১০ই শ্রাবণ সোমবার শ্রীশ্রীগুরু-পূর্ণিমা তিথি। শ্রীগুরু-পূজার ইহা একটী প্রশস্ত দিন। এতদুপলক্ষে কালীঘাট মহানির্ব্বাণ মঠে শ্রীগুরুপীঠে গুরু-পূজা সম্পন্ন হইবে। ভক্তবৃন্দের আগমন এবং শ্রীগুরুচরণে

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন ;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

২য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬১। সন ১৩২২, শ্রাবণ। } ৭ম সংখ্যা।

শ্রীগুরুপূর্ণিমা

শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি প্রণমি তোমারে,
শ্রীগুরুসেবার শক্তি দাও মা আমারে।
শ্রীগুরুপূর্ণিমারূপে তুমি পরাশক্তি,
জীবের মঙ্গলহেতু তুমি পরামুক্তি ;
প্রমোদিনী প্রেমা-শক্তি, অহেতুকী পরা-ভক্তি
সর্ব্বত্রে হেরি তোমায় অনন্ত আকারে,
অনাদি বেদ তোমার মহিমা প্রচারে।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

শক্তি।

(ক)

ঐ অরণির মধ্যে নিষ্ক্রিয় নিগুর্ণ ভাবে যে অগ্নি রহিয়াছে, ঐ অরণির মধ্যে যে অগ্নি অব্যক্ত ভাবে রহিয়াছে সেই অগ্নির একাংশ ব্যক্ত হইলে তাহা অগ্নির করণীয় সমস্ত কার্য্যই করিতে পারে। পরমেশ্বরের নিষ্ক্রিয়-নিগুর্ণ-অব্যক্তনাম্নী শক্তির একাংশ ব্যক্ত হইলে তদ্দ্বারা সৃজন, পালন, নাশ প্রভৃতি নানা কার্য্য হইতে থাকে। ১

অরণির অব্যক্ত অগ্নির মধ্যে অব্যক্ত ভাবে একাধিক ক্রিয়াশক্তি নিহিত রহিয়াছে। সেই অগ্নির কোন অংশ ব্যক্ত হইলে তাহার ক্রিয়াশক্তি সকলও ব্যক্ত হইয়া নানা কার্য্য করিবে। ব্রহ্মময়ী অব্যক্তনাম্নী শক্তির মধ্যেও অব্যক্তভাবে একাধিক ক্রিয়াশক্তি অব্যক্তভাবে রহিয়াছেন। ব্রহ্মময়ী অব্যক্তনাম্নী শক্তির কোন অংশ ব্যক্ত হইলে সেই শক্তিময়ী ক্রিয়াশক্তি সকলও ব্যক্ত হইয়া নানা কার্য্য করিবে। ২

ব্রহ্মের শক্তি যখন ব্রহ্মে অব্যক্ত ভাবে থাকেন তখন তাঁহাকেও অব্যক্ত বলা যায়, তখন তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিগুর্ণ ও নিষ্ক্রিয়ও বলা যায়। সেই শক্তি যখন ব্যক্ত হন তখন তাঁহাকেও ব্যক্ত বলা যায়, তখন তাঁহাকে সগুণ ও সক্রিয়ও বলা যায়, তখন তিনি নানা কার্য্যও করেন। ৩

অগ্নিদ্বারা সে সমস্ত কার্য্য হয় ঐ অরণির মধ্যস্থিত অগ্নি যে সমস্ত কার্য্যের কোনটিই করিতেছে না, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভাবে রহিয়াছে। অরণি হইতে উহা নিষ্কাসিত হইলে সক্রিয় হইবে। ব্রহ্মের শক্তি যখন ব্রহ্মে অব্যক্ত-ভাবে থাকে তখন তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। সেই শক্তি ব্যক্ত হইলে সক্রিয় হয়, সেই শক্তি ব্যক্ত হইলে তাঁহার নানা গুণ বিকাশিত হইতে থাকে। ৪

সূর্য্য জগৎ-ব্যাপ্ত নহে। সূর্য্যতেজই জগৎ-ব্যাপ্ত হয়। শিব জগৎ-ব্যাপ্ত নহেন। শিবের কালীশক্তিই জগৎ-ব্যাপ্ত। ৫

সর্ব্ববস্তুতেই পরমেশ্বর-শক্তি ব্যাপ্ত, কিন্তু সেই শক্তির সর্ব্ববস্তুতেই এক প্রকার বিকাশ নহে। সে সম্বন্ধে বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন,—

"চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণোরাম শরীরেষুপলভ্যতে।
স্পন্দশক্তিশ্চ বাতেষু দার্ঢ্যশক্তিস্তথোপলে॥
দ্রবশক্তিস্তথাম্ভঃসু দাহশক্তিস্তথানলে।
শূন্যশক্তিস্তথাকাশে নাশশক্তির্ব্বিনাশিনী॥"

(১৫।১৬।৬)

শক্তিদ্বারাই সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে। শক্তি ব্যতীত কোন কার্য্যই হইতে পারে না। ৭

জগতে যাহা হইতেছে তাহাই শক্তি-প্রভাবে হইতেছে। বিনা শক্তি অবলম্বনে কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সকল কার্য্যই শক্তির পরিচায়ক। ৮

মানবের শক্তি না থাকিলে মানবও প্রস্তর ইত্যাদির ন্যায় জড় বস্তু হইত। তাহা হইলে মানবে চেতনাও থাকিত না, তাহা হইলে মানব কোন কার্য্যও করিতে পারিত না। ৯

জল জড়, অথচ তন্মধ্যে কয়েক প্রকার

শক্তিও আছে। জলের শীতলতা শক্তি দ্বারাই তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া থাকে। ১০

অগ্নিদ্বারা রন্ধন হয়, শীতকালে অগ্নির উত্তাপদ্বারা শীত নিবারিত হয়। অগ্নিও জীবের পরম উপকারী। অগ্নিও নিঃশক্তি নহে। অগ্নিতেও দাহিকাশক্তি আছে। ১১

ভক্তিও শক্তি, জ্ঞানও শক্তি, বিজ্ঞানও শক্তি, শ্রদ্ধাও শক্তি, প্রেমও শক্তি। ১২

এক বাক্‌শক্তি, কিন্তু নানা কথায় তাহার নানা প্রকার বিকাশ। এক বোধশক্তিরও ঐ প্রকার নানা বিকাশ আছে। ১৩

স্বয়ং ঈশ্বরই শক্তি। সেই শক্তিতে সমস্ত চলিতেছে। বাইবেলেও বলা হইয়াছে "গড্ ইজ্ স্পিরিট্।" স্পিরিট্ অর্থে শক্তি। ১৪

ঈশ্বরকে কেবলমাত্র সর্ব্বশক্তিমান বলিলে যথেষ্ট হয় না। ঈশ্বরে সর্ব্বশক্তি আছে বলিলেও যথেষ্ট হয় না। ঈশ্বর নিজে সর্ব্বশক্তি। ১৫

চন্দ্রের তেজঃ, তেজঃ চন্দ্র। শক্তিমানের শক্তি, শক্তিমানই শক্তি। ১৬

পাতঞ্জলদর্শনের মতে আত্মাও এক প্রকার শক্তি। পাতঞ্জলদর্শনের মতে আত্মা দৃক্‌শক্তি। আত্মা নিরাকার। ১৭

স্বর্ণ ত একটা তুচ্ছ সামগ্রী। স্বর্ণময়ীকাশী বলিলে কাশীর মাহাত্ম্য কি বৃদ্ধি হইবে? আমার কাশী যে শিবময়ী। তিনি যে গৌরীর ন্যায় শিবের এক শক্তি। ১৮

কার্য্য করিবার জন্যই শক্তির প্রয়োজন। ১৯

ক্রিয়াদ্বারা শক্তির পরিচয়। ২০

জগতে চিৎ-শক্তিই পরিপূর্ণ, কিন্তু তিনি সর্ব্ব স্থানেই প্রকাশিত নহেন। ভক্ত-হৃদয়েই তাঁহার বিশেষ প্রকাশ। ২১

কাশীখণ্ডে অন্নপূর্ণাকে সতী অঙ্গের এক অংশ বলা হয় নাই। পীঠমালা-তন্ত্রমতে কাশীর অন্নপূর্ণা ছেদিত সতী-অঙ্গের এক অংশ মাত্র। ২২

আদ্যান্তবে আছে সতী-অঙ্গের একান্ন পীঠের মধ্যে কালিকাপীঠ। সেই কালিকাপীঠ বঙ্গে। ঐ স্তব অনুসারে কাশীতে অন্নপূর্ণাপীঠ। ২৩

(খ)

রূপ, আকার, মূর্ত্তি এবং সৌন্দর্য্য অজড় নহে। শক্তি অজড়। ১

ক্রিয়া শক্তি। নিষ্ক্রিয়া নিঃশক্তি। ২

আলোক এবং অন্ধকারও প্রকৃতি হইতে বিকাশিত হইয়াছে। আলোক এবং অন্ধকারও প্রকৃতির অংশ প্রকৃতি। আলোক এবং অন্ধকারও রূপ। ৩

আমার মতে দুই প্রকার প্রকৃতি। জড়া-প্রকৃতি এবং অজড়া-প্রকৃতি। জড়া-প্রকৃতি নিত্যা নহে। অজড়াই নিত্যা। ৪

অজড়া-প্রকৃতিকেই আদ্যাশক্তি বলি। জড়া-প্রকৃতি শক্তি নহে। ৫

চিৎ-শক্তির নামই বিদ্যাশক্তি। অচিৎ-শক্তিকেই অবিদ্যাশক্তি বলা যায়। অচিতের অপর নাম অনাত্মা। ৬

আদ্যাশক্তি রাধা ভিন্ন অন্য কেহই শ্রীকৃষ্ণকে প্রমোদিত করিতে পারেন না। তিনি কৃষ্ণের প্রমোদের কারণ বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণ-প্রমোদিনী। ৭

রাধা শিব হইয়াছিলেন যিনি বিশ্বাস করেন না তিনি রাধার কলঙ্কই বা কি প্রকারে বিশ্বাস করেন? ৮

ব্রহ্মের নিত্যাশক্তির বিকাশ ক্রিয়াশক্তি। সেই ক্রিয়াশক্তি বহুরূপিণী ও ত্রিগুণাত্মিকা। ৯

মায়াশক্তি-প্রভাবে সদসৎ সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হয়। সমস্ত সদসৎ কার্য্যই মায়িক। কোন কার্য্যই নির্ম্মায়িক হইতে পারে না। ১০

ক্রিয়া কখন সত্ত্বগুণময়ী, কখন রজোগুণময়ী

এবং কখনও তমোগুণময়ী হইয়া বিকাশিত হন। ১১

কার্য্যের কারণ আছে, কার্য্যের ফল আছে। ১২

নিষ্ফল কোন কার্য্যই হইতে পারে না। তবে যে উদ্দেশ্যে কার্য্য করা যায় সকল সময়ে সে উদ্দেশ্য পূরণ না হইতে পারে। ১৩

নিজের অস্তিত্ববোধ যে জ্ঞানশক্তিদ্বারা হয় সে জ্ঞানশক্তি যদি না থাকিত তাহা হইলে কেবল ইচ্ছাশক্তিদ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হইত? নিজের অস্তিত্ববোধ যে জ্ঞানশক্তিদ্বারা হয় যদি সেই জ্ঞানশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি না থাকিত তাহা হইলে কেবল ক্রিয়াশক্তিদ্বারাই বা কি প্রয়োজন সাধিত হইত? আমার মতে ঐ তিন শক্তিরই প্রয়োজন আছে। ১৪

নিদ্রিতাবস্থায় অহঙ্কার অব্যক্ত ভাবে থাকে। জাগরণে তাহা ব্যক্ত হয়। নিদ্রাপ্রভাবে অহঙ্কার অব্যক্ত হইলে ক্রিয়াশক্তিও অব্যক্ত হয়। ১৫

সদসৎ মনোবৃত্তিগুলির মধ্যে প্রত্যেকেই এক একটী শক্তি। তাহারা সকলেই এক মোদশক্তির নানা শাখা প্রশাখা। ১৬

সেবাও এক প্রকার ক্রিয়া। সেবাও ক্রিয়াশক্তির অন্তর্গত। ১৭

বিদ্যামায়াশক্তিকেই জ্ঞান, সম্বিত এবং চিৎশক্তি বলা হয়। ১৮

অবিদ্যামায়াশক্তিকেই অজ্ঞান, অসম্বিত এবং অচিৎ-শক্তি বলা হয়। ১৯

মায়া।

(ক)

মায়া নাই বলিতে পার না। কারণ মায়ার নানাপ্রকার কার্য্য প্রত্যক্ষই দেখিতেছ—মায়ার প্রভাব অনুভব করিতেছ, সেইজন্য মায়া অস্বীকারও করিতে পার না। মায়া ত অপ্রত্যক্ষ নিরাকার নিষ্ক্রিয় নহেন যে তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতেছ! ১

মায়াশূন্য জগৎ হইতে পারে না। জগৎই যে মায়া-প্রসূত। মায়াশূন্য জীব হইতে পারে না। জীবও মায়া-প্রসূত। ২

একই মায়ার অনন্ত বিকাশ। কাশী-খণ্ড মতে নবকোটী মায়া-শক্তি। সে সকল শক্তির প্রত্যেকেই যোগিনী। ৩

মায়া ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি কেবল নহেন। ঈশ্বর মায়া অবলম্বনে সৃজন, পালন, নাশ তিনই করিয়া থাকেন। ৪

সৃজনী-মায়ার বালিকার ন্যায় নির্ম্মল স্বভাব। সৃজনী-মায়া নির্ম্মলা। ৫

নাশিনী মায়া রুদ্রাণী। তিনি ভয়ঙ্করী। প্রাচীনার সহিত তাঁহার স্বভাবের বর্ণনা করা হইয়াছে। ৬

যে মায়া অবলম্বনে সমস্ত সৃষ্ট হইতেছে, যে মায়া অবলম্বনে পালনীয়গণ পালিত হইতেছে, যে মায়া অবলম্বনে কত কি ধ্বংস হইতেছে ও হইবে তাঁহাকেই প্রকৃতি ও স্বভাব বলা হয়। সেই প্রকৃতি বা স্বভাবের বিকাশ প্রত্যেক জীবেও আছে। জীবের জীবত্বও প্রকৃতির এক প্রকার বিকাশ। ৭

প্রকৃত অর্থে সত্য। 'প্রকৃত' শব্দ হইতে 'প্রকৃতি' শব্দ স্ফুরিত হইয়াছে। প্রকৃতি অর্থে মায়া। মায়াও মিথ্যা নহে। ৮

ব্রহ্ম প্রকৃত। সেইজন্য তিনি মিথ্যা নহেন। মায়া প্রকৃতি। তবে তাঁহাকেই বা মিথ্যা কি কি প্রকারে বলা যায়? ৯

প্রকৃতি অনাত্মা। সেই অনাত্মা প্রকৃতি-হইতে সত্ত্বগুণও বিকাশিত হইয়াছে, রজঃগুণও বিকাশিত হইয়াছে এবং তমঃগুণও বিকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়

হইতে ঐ কথার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে,—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।" ১০

(খ)

তুমি যদি সত্য হও তাহা হইলে অসত্য মায়া তোমার উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম হয় কেন? সত্যের উপর যদি অসত্যের আধিপত্য থাকে তাহা হইলে সত্য অপেক্ষা অসত্য মায়াকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। ১

তুমি সত্য-আত্মা, অথচ তুমি অসত্য-মায়ার অনেক কার্য্যকেই সত্য বোধ কর। তাহা হইলে তুমি কিরূপ সত্য? আমি জানি সত্যের ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। তুমি যদি যথার্থই সত্য হইতে, তাহা হইলে মায়া যে অসত্য—তাহা হইলে মায়ায় প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক বিকাশ যে অসত্য তাহাও তুমি বুঝিতে। ২

সত্য কখনই বিকৃত এবং ভ্রান্ত হইতে পারে না। সত্য নির্ব্বিকার অভ্রান্ত। ৩

তুমি সত্যাত্মা, হইয়াও মায়া দ্বারা বিকৃত হও, তুমি সেই মায়া-জনিত ভ্রান্তি-বশতঃ আত্মস্বরূপও বুঝিতে পার না। মায়া তোমার আত্মজ্ঞানেরও লোপ করিয়া রাখে। যে অসত্য মায়া সত্যকে বিকৃত করে সে মায়া যে সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? ৪

সত্যের সংস্রবে মায়া ত সত্যের স্বভাব প্রাপ্ত হয় না, বরঞ্চ মায়ার সত্যের সহিত সংস্রব হইলে মায়া সেই সত্যকে বিকৃত ও ভ্রান্ত করে। সে সত্যের সংস্রবেও নিজে যেমন তেমনই থাকে। কৈ তাহার ত' সত্যের সহিত সংস্রব বশতঃ অন্যথা ভাব হয় না? ৫

যাঁহাকে জানা যায় না তিনিই অবিদ্যা। তিনি তাঁহাকে জানিবারও কারণ হন না। তিনি অন্য কিছু জানিবারও কারণ হন না। ৬

বেদান্ত-মতে অহঙ্কারও অবিদ্যার এক প্রকার বিকাশ। অথচ অহঙ্কার না থাকিলে আত্মা নিজে আছেনও তিনি জানিতে পারেন না। অহঙ্কার না থাকিলে অন্য কিছু আছেও জানা যায় না। সুতরাং অবিদ্যা দ্বারা কিছু জানা যায় না বল কেন? অবিদ্যার বিকাশ অহঙ্কার দ্বারা যদি নিজের অস্তিত্ব বোধ হয় তাহা হইলে সেই অবিদ্যার অন্য কোন বিকাশ দ্বারা আত্মা সম্বন্ধেই বা বোধ হইবে না কেন? তাহা হইলে সেই অবিদ্যার অন্য কোন বিকাশ দ্বারা ব্রহ্ম বোধই বা হইবে না কেন? ৭

(গ)

মায়ার আকার নাই বলিতে পার না। এই প্রকৃতিই মায়ার আকার। ১

দয়া নির্দ্দয়া উভয়ই মায়ার কার্য্য। শরীরও মায়িক। সেইজন্য শরীরেও কিছু দয়া, কিছু নির্দ্দয়া থাকে। ২

এই সৃষ্টিই মায়ার এক মূর্ত্তি। এই সৃষ্টির মধ্যে যাঁহাদের প্রতি বিশেষ মমতা তাঁহারাই সেই মায়ার বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ৩

পুত্রকলত্র প্রভৃতি অপেক্ষা সৃষ্টির অন্যান্য সামগ্রী অধিক চিত্তাকর্ষণ করে না। পুত্র-কলত্র প্রভৃতিতেই মায়ার অধিক বিকাশ। ৪

এক ব্যক্তির দুঃখে সহজেই দুঃখ বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু এক ব্যক্তির সুখে সহজে সুখ বোধ হয় না। সেই জন্যই বলি দুঃখেই মায়ার ভাগ অধিক আছে, সেই জন্যই বলি দুঃখে যে পরিমাণে মায়া আছে সুখে সে পরিমাণে মায়া নাই। সেইজন্যই বলি দুঃখে যে পরিমাণে মায়া আছে সুখে তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে আছে। ৫

সৌন্দর্য্য এবং যৌবনে মায়ার প্রধান বিকাশ। সেইজন্য ঐ উভয় অধিক মন মোহিত করে। মোহ উৎপাদন করা মায়ার একটি প্রধান কার্য্য। ৬

যাহা মন মোহিত করে তাহার অধিক আকর্ষিনী শক্তি। ৭

সৌন্দর্য্যে আকর্ষিণী শক্তি আছে। ৮

পার্থিবী লীলা স্বপ্নের স্থায়, পার্থিবী লীলা ইন্দ্রজালের স্থায়। সে লীলা চিরস্থায়ী নহে। তাহা মায়া-প্রসূত। ৯

মায়া হইতেই অজ্ঞান বিকাশিত হইয়াছে। অজ্ঞান হইতেই ভ্রান্তির বিকাশ। ১০

সাধনার প্রতিকূল মায়া। মায়া জীব এবং শিবের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রতিবন্ধকরূপে রহিয়াছে। ১১

একই মায়ার দ্বিবিধ বিকাশ। বিদ্যাও মায়ার বিকাশ, অবিদ্যাও মায়ার বিকাশ। ১২

মায়ার বিদ্যা বিকাশই সাধনার সহায়তা করে। ১৩।

অদ্বৈতমতে দ্বৈতজ্ঞানও অজ্ঞান, অদ্বৈত মতে দ্বৈতজ্ঞানও মায়িক। সেই দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে অদ্বৈতজ্ঞান স্ফুরিত হয় না। ১৪

অহঙ্কার এবং মমতাও মায়া হইতে বিকাশিত হইয়া থাকে। জীবত্বও মায়ার এক প্রকার বিকাশ। অহঙ্কার, মমতা এবং জীবত্ব থাকিতে আত্মজ্ঞান হইতে পারে না। জীবত্ব যতদিন থাকে ততদিন বহু বোধও থাকে। জীবও একটি নহে, জীবগণ বহু। ১৫

আত্মজ্ঞান না হইলে সম্যক্ প্রকারে মোহের অন্ত হয় না। আত্মজ্ঞানী পুরুষই প্রকৃত মোহান্ত। প্রকৃত মোহান্তে অজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। ১৬

আত্মা মিথ্যার সংস্পর্শ থাকিতে আত্মা সত্যবান হইতে পারেন না। আত্মায় যখন মিথ্যার সংস্পর্শ থাকে না তখনই তিনি সত্যবান হন। আত্মার সঙ্গে মায়ার সংস্রব থাকিতে সত্যবান হওয়া যায় না। ১৭

হাস্য এবং ক্রন্দনও মায়িক। হাস্য এবং ক্রন্দনেও চাঞ্চল্য আছে। প্রকৃত শান্তভাব হাস্য এবং ক্রন্দন শূন্য। তাহা নির্ম্মায়িক ভাব। তাহা দিব্যানন্দময়। ১৮

(ঘ)

ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ মেলায় একটী বড় খুঁটী বা স্তম্ভ চাঁচিয়া তেলের স্থায় পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ৮।১০ দিন ঘৃত আর পক্ক কদলী মাখাইয়া তেলা করে। সে খুঁটীটি আট হাত কি দশ হাত লম্বা। সেটী পুঁতিয়া তাহার উপর একটি মোহর রাখা হয়। মোহর রাখিয়া বালকগণকে বলা হয় 'কে উহার উপর উঠে মোহর লইতে পারে। ঐ কথায় ক্রমে ক্রমে সকল বালকই উহা লইবার জন্য চেষ্টা করে। দুই হাত পর্য্যন্ত উঠে আবার এক হাত নাবে এইরূপ করিতে করিতে তবে যে, তৈল মুছে মুছে কিছুতে যে ক্লান্ত না হয় সেই ঐ মোহর লইতে পারে। এই সংসাররূপ খুটী পার হইয়া সচ্চিদানন্দরূপ মোহর পাওয়া বড় কঠিন। ১

ঐ ছাদে কাহারও একটী পালিত পক্ষী আসিয়া বসিয়াছিল। একটী বিড়াল তাহাকে ধরিয়া খাইবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময়ে এক ব্যক্তি সেই বিড়ালটিকে ধরিয়া তাহার গ্রাস হইতে সেই পক্ষীটিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবার সময় ঐ পক্ষী সেই রক্ষাকর্ত্তাকেও শত্রু বোধে এরূপ ভয়ানক কামড়াইয়াছিল যে সেই রক্ষাকর্ত্তা বাধ্য হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল এবং সেই সুযোগে সেই পক্ষীটিকে মাংসলোলুপ বিড়ালও ভক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। পাপাত্মা পক্ষীকে মায়া-মার্জ্জারীর গ্রাস হইতে কোন পুণ্যাত্মা রক্ষা করিবার উদ্দম করিলে সেই উদ্দমকর্ত্তাকেই ঐ পাপাত্মারূপ পক্ষী পরমশত্রু বোধে এরূপ দংশন করে যে সে ব্যক্তিকে সে উদ্দম হইতে নিবৃত্ত হইতেই হয়। ২

অহঙ্কার।

'আমি আছি' বোধ অহঙ্কার দ্বারা করা হয়। একে বারে অহঙ্কারশূন্য হইলে 'আমি বোধ'ও থাকে না, আর অপর কোন বোধই থাকে না। অহঙ্কারদ্বারা সর্ব্ববস্তুর অস্তিত্ব বোধ হয়। ১

যিনি 'নিজে আছেন' বোধ করেন না তিনি 'ভগবান আছেন' বোধই বা কি প্রকারে করিবেন ? ২

জড় নিরহঙ্কার, নির্ম্মম ও নির্ব্বোধ। অহঙ্কার, মমতা এবং বোধশূন্য হইয়াই বা কি বাড়িবে ? ঐ তিনে তোমার কি উন্নতি হইবে ? ৩

বেদান্তে অহঙ্কার-শূন্য হইতে বলা হইতেছে। তাহাতে অহঙ্কারশূন্য হইতে যখন বলা হইতেছে তখন অহঙ্কারশূন্যও হওয়া যায়। অহঙ্কারশূন্য হওয়া যখন যায় তখন অহঙ্কারও অনিত্য। বেদান্ত-অনুযায়িক মায়ার সমস্ত ঐশ্বর্য্যই অনিত্য। অহঙ্কারও অনিত্য। সুতরাং তাহাও মায়ার ঐশ্বর্য্য। ৪

অহঙ্কারের অভাবে জ্ঞানেরও স্ফুরণ হয় না, অহঙ্কারের অভাবে অপূর্ণ অজ্ঞানেরও স্ফুরণ হয় না। অহঙ্কারের অপ্রকাশই পূর্ণ অজ্ঞান বা অবোধ। ৫

'আমি আছি' বোধ না থাকিলে অপর কিছু আছে বোধও থাকে না। ৬

অহঙ্কার হইতে মমতা। ৭

স্নেহের বশবর্ত্তী হইলেই মমতার বশবর্ত্তী হইতে হয়। স্নেহ-প্রসূত মমতা। ৮

জীবের মমতা যে শ্রেণীর শিবের মমতা সে শ্রেণীর নহে। জীবের কিছু নাই অথচ সে অনেক সামগ্রীই তাহার বলিয়া জানে। সে ভ্রান্তি-বশতঃই ঐ প্রকার জানে। শিবের সমস্তই। সেইজন্য শিবের মমতা ভ্রান্তি-প্রসূত নহে। ৯

কিছু নয় যাহা, তাহা কিছু নির্ব্বাচন কি প্রকারে করে ? অহঙ্কার কিছু নয় যদি হয় তাহা হইলে তাহা ব্রহ্ম যে কিছু তাহা আত্মজ্ঞান প্রভাবে স্থির করিবার সহায় কি প্রকারে হয় ? তাহা সেই আত্মজ্ঞানের সহায়তা কি প্রকারে করে ? ১০

অদ্বৈতজ্ঞান।

অদ্বৈতমত প্রতিপাদক বেদব্যাসেরও পুত্র-কলত্র ছিল। কোন শাস্ত্রেই বেদব্যাসের সন্ন্যাসের কথা নাই। কোন গৃহস্থেরই অদ্বৈতজ্ঞান হইতে পারে না এ কথা বলিতে পার না। ১

অদ্বৈতজ্ঞান না হইলে কেহই সচ্চিতন্য হইতে পারেন না। ২

অদ্বৈতবোধ-সম্পন্ন না হইলে জগতের সকল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হওয়া যায় না। ৩

পরমহংসের অদ্বৈতজ্ঞান। অদ্বৈতজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। অদ্বৈতজ্ঞানে মায়ার সংস্পর্শ নাই। দ্বৈতজ্ঞান মায়িক। তাহা মায়া হইতেই বিকাশিত হইয়া থাকে। ৪

এক নিরাকারই আছেন যাঁহার বোধ হইয়াছে, তাঁহারই প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান হইয়াছে। ৫

অদ্বৈতজ্ঞানী যোগী নহেন। তিনি কেবলাত্মা। যোগীও দ্বৈতজ্ঞানী। ৬

বেদান্তের মত Pantheism নহে। বেদান্তের মত যে অদ্বৈতবাদ, বেদান্তমতে যে একাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় আত্মা নাই ! ৭

যখন আমি, তুমি ও তিনি এই তিন বোধ যাইয়া কেবল এক অখণ্ড আমি মাত্র হইবে তখনই একেই তিন এবং তিনেই এক হইবে। ৮

আমি, তুমি ও তিনি বোধ যাইয়া কেবল আমি হওয়াই ঐক্য। সেই ঐক্যকেই প্রকৃত [illegible]' বলা যায়। ৯

আমিই সকল জীব জন্তু বোধ হইলে তুমি আর তোমরা, তিনি আর তাঁহারা খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন এক আমি থাকি, দুই ও বহু থাকে না। ১০

যিনি অদ্বৈতজ্ঞানী তাঁহার সম্বন্ধে তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় আত্মা নাই। ১১

বেদান্ত ও অধিকাংশ উপনিষদের মতে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা অভেদ। জ্ঞান শক্তি। জ্ঞেয় আর জ্ঞাতা শক্তিমান। শক্তি শক্তিমান অভেদ। ১২

যাঁহারা অতি নীচ জাতি বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তির অদ্বৈতজ্ঞান হয়। বেদান্তের মত অদ্বৈতজ্ঞান। অদ্বৈতজ্ঞানীই প্রকৃত বেদান্ত। ১৩

দণ্ডাশ্রমের বিধান অনুসারে দণ্ডীর জাতি নাই। যাঁহার জাতি নাই তাঁহার জাতিভ্রষ্ট হওনেরও ভয় নাই। কোন শ্রেষ্ঠ জাতি নিকৃষ্ট জাতির অন্ন খাইলে তাঁহার জাতি যাইতে পারে বটে, কিন্তু জাতিবিহীন অদ্বৈতজ্ঞানী দণ্ডীর তাহাতে কি ক্ষতি হইতে পারে? ১৪

তুমি অদ্বৈতমতাবলম্বী। তুমি উপবীত ও সমস্ত জাতীয় চিহ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াছ। তোমার জাতি গিয়াছে, এখন তোমার কোন জাতি নাই। যাঁহার জাতি আছে তাঁহারই জাতি যাইবার আশঙ্কা আছে। ১৫

অদ্বৈত-জ্ঞানে ব্রাহ্মণের আত্মায় ও অন্যান্য আত্মায় কোন প্রভেদ নাই। শঙ্করবিজয় নামক গ্রন্থে চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বরের সহিত পরমহংস শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথোপকথনে ঐ ঐক্য সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৬

প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানী নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠও কাহাকে বোধ করেন না, আর নিজের চেয়ে নিকৃষ্টও কাহাকে বোধ করেন না। ১৭

বেদান্তের মতে আত্মা নিত্য ও অমর। তুমি সেই বেদান্তমত অনুসরণ করিয়াও আত্মার নির্ব্বাণ কি প্রকারে স্বীকার করিতেছ বুঝিতে পারি না। যে অগ্নি নির্ব্বাণ হয় তাহা আর থাকে না, তাই তাহা আর জ্বালিতে পারা যায় না। নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত অগ্নি থাকে না, সুতরাং তাহা নিত্য ও অমর নয়। আত্মা ত' অনিত্য অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাণ হইবার যোগ্য কোন প্রকার অগ্নি নয়! তবে আত্মার নির্ব্বাণ কেন স্বীকার কর? ১৮

নিত্য যোগনিদ্রাশক্তি-যোগে তোমা থেকে কোন ক্রিয়া, কোন শক্তির বিকাশ নিত্যকাল না হইলে জীব-তুমি'র ধ্বংস হইয়া কেবল অজীব তুমি থাকিবে, জানিবে। ১৯

আমি ভিন্ন অন্য কেহ নাই, তবে তুমি বলিয়া কাহাকে সম্বোধন করিব? আমি ভিন্ন অন্য কেহ নাই, তবে তোমরা বলিয়াই বা কাহাদের সম্বোধন করিব? আমি ভিন্ন অন্য কেহ নাই, তবে তিনিই বা কাহাকে বলি? আমি ভিন্ন অন্য কেহ নাই, তবে তাঁহারাই বা কাহারা? আমি ভিন্ন অন্য ব্রহ্ম নাই, তবে স্বতন্ত্র ব্রহ্মই বা কাহাকে বলি? ২০

অনুভূতি।

অনুভূতি সকলেরই আছে। অনুভূতিদ্বারা আপনাকে নানা প্রকার অনুভবও করা হয়। যে অনুভূতি সকলের আছে এবং যে অনুভূতি দ্বারা আপনাকে নানা ভাব অনুসারে নানা প্রকার অনুভব করা হয় সে অনুভূতিকে তুমি অপ্রাকৃত বলিতে পার না। ১

তুমিও এক, তোমার অনুভূতি-শক্তিও এক। তোমাতে যখন রাগ বিকাশিত হয় তখন তুমি আপনাকে রাগী অনুভব কর, তোমাতে যখন কাম বিকাশিত হয় তখন তুমি

আপনাকে কামুক অনুভব কর, তোমাতে যখন শোক বিকাশিত হয় তখন তুমি আপনাকে শোকার্ত্ত অনুভব কর, তোমাতে জ্ঞানের প্রকাশ হইলে আপনাকে জ্ঞানী অনুভবও করিবে। ২

যে অনুভূতিদ্বারা 'সোঽহং' বলিতেছি, সেই অনুভূতি দ্বারাই আপনাকে রাগী, লোভী, শোকার্ত্ত প্রভৃতি বোধ করা হয়। ৩

যে অনুভূতি দ্বারা দ্বৈতবোধ হয়, সেই অনুভূতি দ্বারাই অদ্বৈত বোধ হয়। তাহা হইলে দ্বৈতানুভূতি সত্য না অদ্বৈতানুভূতি সত্য ? ৪

পরমহংস।

কত শিশু, কত বালকবালিকাও উলঙ্গ থাকে পশুপক্ষীপ্রভৃতিও উলঙ্গ থাকে। উলঙ্গ হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিলেই পরমহংস হওয়া যায় না। ১

জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তাঁহার কিছুই অগোচর নাই। তিনিই পরমহংস। ২

জ্ঞানী সম্পূর্ণ উদাসীন। সেই সম্পূর্ণ উদাসীনের পক্ষে অর্থের প্রয়োজন নাই। তাঁহার অযাচিত-বৃত্তি। ৩

সুচিন্তা এবং কুচিন্তা উভয়ই যাঁহার গিয়াছে তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তাঁহাকেই জীবন্মুক্তপুরুষ বলা যাইতে পারে। ৪

নিশ্চিন্ত যিনি হইয়াছেন তিনিই নিত্যানন্দ লাভ করিয়াছেন। ৫

সকল বিষয়ে-যাঁহার বৈরাগ্য তিনিই প্রকৃত নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ৬

সুন্দরী যুবতীসংসর্গ ইচ্ছা মনে পর্য্যন্ত যাঁহার নাই তিনিই প্রকৃত সাধুমহাপুরুষ। যুবতী মণ্ডলীর মধ্যে থাকিলেও তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না। ৭

বন্ধনই মহা অশান্তির কারণ। মুক্তিই পরমাশান্তির প্রসূতি। ৮

প্রকৃত পরমহংস জীবন্মুক্ত। জীবের কোন বন্ধনই তাঁহার বন্ধন হয় না। ৯

যিনি পরাধীনও নন, যিনি স্বাধীনও নন তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। ১০

যাঁহার কোন মনোভাব ব্যক্ত করিতে ভয় হয় না, যাঁহার কোন মনোভাব ব্যক্ত করিতে লজ্জা হয় না, যাঁহার কোন মনোভাব ব্যক্ত করিতে সম্ভ্রম হানির আশঙ্কা হয় না তিনি কোন সাধারণ মনুষ্য নন। তিনি পরমহংস। ১১

পরমহংসের যে সমস্ত লক্ষণ সে সমস্ত লক্ষণ ব্যতীত কে পরমহংস হইতে পারে ? কেবল বৈধসন্ন্যাসও পরমহংস হইবার কারণ নহে, কেবল উলঙ্গতাও পরমহংস হইবার কারণ নহে, অথবা ঐ উভয়ের সংযোগেও কেহ পরমহংস হইতে পারেন না। ১২

নিত্যানন্দের যুবকের শরীরের ন্যায় শরীর ছিল। কিন্তু তাঁহার ভাব বালকের ভাবের ন্যায় ছিল বলিয়াই তিনি কত বালকের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন। পরমহংস হইতে না পারিলে যৌবনে বাল্যভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ১৩

সর্ব্বপ্রকার আশার যাঁহার নিবৃত্তি হইয়াছে তিনিই পরমহংস। ১৪

পরমহংস সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তিনি কিছুতেই রত নহেন। ১৫

আশা জীবের আছে। পরমহংস ত' কোন প্রকার জীব নহেন। সেই জন্য তাঁহার কোন আশাও নাই। সেইজন্য তাঁহাকে মহাশয়ও বলা যায় না। ১৬

যখন যাহা ইচ্ছা হয় পরমহংসই করিতে পারেন। যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিবার শক্তিও তাঁহার আছে। বিধিনিষেধ উভয়ই তাঁহার কিঙ্কর-স্বরূপ। ১৭

অসারে সার মিশ্রিত রহিয়াছে। অস

পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সারগ্রহণের ক্ষমতা কেবল পরমহংসেরই আছে। ১৮

হংস নীরের সঙ্গে ক্ষীর বিমিশ্রিত থাকিলে নীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীর গ্রহণ করিতে পারে। পরমহংসও অসারের মধ্যে যে সার আছে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। ১৯

ভক্তি।

(ক)

সুন্দরী যুবতীর যেমন নানা প্রকার বিঘ্ন আছে তদ্রূপ ভক্তির নানা প্রকার বিঘ্ন আছে। সুন্দরী যুবতীকে যেমন গোপনে অন্তঃপুরে রাখিতে হয় তদ্রূপ ভক্তিকেও অতি গোপন অন্তরে রাখিতে হয়।

অতি স্বচ্ছ উৎসের জলেও কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ মিশ্রিত হইলে সে জলও মলিন হয়। সেই জল গাঢ় হইয়া তুষার হইলে তাহাতে কোন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ মিশ্রিত হয় না। সুতরাং তাহা মলিনও হয় না। শুদ্ধভক্তি তুষারের ন্যায়। তাহা মলিন হইবার নহে। ২

যে বিদ্যার সাহায্যে বেদান্ত পাঠ করিয়া তাহার নিগূঢ় ভাব সকল অবগত হওয়া যায় অদ্যাবধি তুমি সেই বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভই কর নাই। সে বিদ্যার তোমার সম্পূর্ণ অধিকার হইলে তবে বেদান্ত পাঠ করিয়া তাহার নিগূঢ় ভাব সকল অবগত হইতে পারিবে। ঐ দিব্য পাষাণে বিশ্বনাথ বিরাজিত রহিয়াছেন। কেবল শুদ্ধভক্তির সাহায্যেই তিনি ঐ পাষাণে আছেন, অবগত হওয়া যায়। কেবল শুদ্ধ ভক্তির সাহায্যেই তাঁহাকে ঐ পাষাণে দর্শন করা যায়। অদ্যাবধি তোমার সেই ভক্তি লাভের চেষ্টাই হয় নাই তবে বিশ্বনাথ ঐ পাষাণে আছেন কি প্রকারে জানিবে? তবে বিশ্বনাথকে ঐ পাষাণে কি প্রকারে দর্শনই বা করিবে? ৩

শুদ্ধভক্তি লাভ হইলে মন স্ফটিক অপেক্ষাও নির্ম্মল হয়। ৪

পূর্ণভক্তি লাভ হইলে আর ভক্তি সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন হয় না। ৫

ভক্তির সহিত ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞানযোগের সম্বন্ধ আছে। ক্রিয়াদ্বারাই ভক্তির বিকাশ হয়। জ্ঞানের সম্বন্ধ ভক্তির সহিত না থাকিলে ভক্তি করাই অসম্ভব হইত। ৬

ভক্তির সহিত সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করাই কর্ত্তব্য। যাঁহার ভক্তি নাই তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে তাহা ঈশ্বর গ্রহণও করেন না। ৭

ভক্তিই যাঁহার পরমপ্রয়োজনের সামগ্রী ভগবানও তাঁহার পরম প্রীতির পাত্র। ৮

ভক্তি হইলে ভক্তির আনুসঙ্গিক বৃত্তিনিচয়ও স্ফুরিত হয়, ভক্তি হইলে ভক্তির অনুকূল বৃত্তিনিচয়ও স্ফুরিত হয়। ৯

ভক্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে ভক্তির প্রতিকূল বৃত্তিনিচয় নিস্তেজ হইতে থাকে। ১০

প্রকৃতভক্তি সহজে লাভ হয় না। সকল ধর্ম্মের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড হইতে—

"সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ ভক্তি"। ১১

কোটিজন্ম ভক্তিশূন্য যজ্ঞ এবং তপস্যা করিলেও সে যজ্ঞ, সে তপস্যা বিফল হয়।

ভক্তিই ভগবচ্চরণ-দর্শনের মূল। চৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডে বলা হইয়াছে,—

"কোটি জন্ম যদি যাগযজ্ঞতপ করে।
ভক্তি বিনা কোন কর্ম্মে ফল নাহি ধরে"॥ ১২

কেবল পূজার আড়ম্বরে, কেবল স্তবস্তুতির আড়ম্বরে কালীকে ভুলাইতে পারিবে না। তিনি ভক্তিশূন্য পূজা গ্রহণই করেন না। ভক্তিই পূজার প্রধান উপকরণ। ১৩

ক্রিয়াশক্তির সাহায্য ব্যতীত ভক্তি কিম্বা প্রেম স্ফুরিত হইতে পারে না। তবে তুমি

ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই কি প্রকারে বলিতেছ ?১৪

কার্য্যদ্বারা ভক্তির বিকাশ, কার্য্যদ্বারা প্রেমের বিকাশ। ক্রিয়াশূন্য ভক্তি হইতে পারে না, ক্রিয়াশূন্য প্রেম হইতে পারে না। ১৫

(খ)

সকাম ভক্তির পরে সাধনাত্মিকা ভক্তি, সাধনাত্মিকা ভক্তির পরে জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির পরে শুদ্ধভক্তি, শুদ্ধভক্তির পরে প্রেমাভক্তি, প্রেমাভক্তির পরে শুদ্ধপ্রেম।১

সকাম ভক্তিতেও প্রভুর অপ্রীতি যাহাতে হয় সে কার্য্য করিলে প্রভু কামনা পূরণ করেন না।২

সাধনাময়ী যে ভক্তি তাহার নাম সাধনভক্তি বা সাধনাত্মিকা ভক্তি। ৩

অন্ধকারে ভ্রমবশতঃ রজ্জুকে সর্পবোধে যে ভয়ের উদ্রেক হয় পরে সেই ভ্রম অপনীত হইলে যেমন আর ভয় থাকে না তদ্রূপ ভ্রম বশতঃ কাহারও অনীশ্বরকে ঈশ্বর বোধ হইলে তন্নিবন্ধন তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি যে ভক্তি হয়, তিনি দিব্য জ্ঞানোদয়ে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলে, আর সে অনীশ্বরকে ঈশ্বর বোধ করিয়া ভক্তি করিতে পারেন না; অথচ তাঁহার অনীশ্বরকে অনীশ্বর বোধ হওয়ায় ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার যে ভক্তি হইয়াছিল তাহার কিছুই কমে না, বরঞ্চ জ্ঞানের উদয়ে ঈশ্বরের প্রতি আরও ভক্তি বৃদ্ধি ও দৃঢ় হয়। ৪

ঈশ্বরেচ্ছায় ভক্তি বৃদ্ধি হয়। ৫

ভক্তমাল পড়িলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। ৬

ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন ও তাঁহার গুণ গান করিলে অথবা শুনিলে ভক্তি উদ্দীপনা হয়। ৭

ভক্তসঙ্গ যত করিবে, ভক্তের মুখবিনিসৃত ভক্তিসম্বন্ধিনী যত কথা শুনিবে ততই ভক্তির উদ্রেক হইবে। ৮

ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপহারের সামগ্রী আর কি আছে? ভগবানকে যিনি ভক্তি উপহার দিতে পারিয়াছেন তিনিই ধন্য। ৯

অব্যক্তভাবে ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন। ভক্তি-সমন্বিত মন্ত্রপ্রভাবে ভক্তেরা তাঁহাকে তাঁহার যে প্রতিমূর্ত্তিতে ব্যক্ত করেন, সেখানেই তাঁহাকে পূজা করিতে হয়। ১০

তোমার বর্ত্তমান, অন্যের ভূত, আর এক জনের তাহাই ভবিষ্যৎ। নানা ভক্ত নানা ভাবে একই ঈশ্বরের নানা রূপ দর্শন করেন। ১১

তোমার পার্থিব ধনেরই অভাব আছে। আমার প্রতি তোমার স্নেহের ত' অভাব নাই। তুমি স্নেহের সহিত অতি সামান্য সামগ্রী আমাকে দিলেও আমার বিশেষ সন্তোষ। কালীর প্রতি যাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তিনি কোন প্রকার কঠোর তপস্যা করিতে না জানিলেও তাঁহার প্রতি কালীর অনুগ্রহ কমে না। তিনি অতি সামান্য পূজাপদ্ধতি অবলম্বনে কালীপূজা করিলেও কালী সে পূজা গ্রহণ করেন। ১২

(গ)

ভক্তির অন্তর্গত অনেক ভাব আছে, জ্ঞানের অন্তর্গতও অনেক ভাব আছে, প্রেমের অন্তর্গতও অনেক ভাব আছে। ১

প্রধানতঃ ভাব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি ভাব প্রেমাত্মক আর কতকগুলি ভাব অপ্রেমাত্মক। ২

দুই প্রকার প্রধান ভাব আছে। এক প্রেমাত্মক ভাব আর এক অপ্রেমাত্মক ভাব। প্রেমাত্মক ভাবের অন্তর্গত বাৎসল্য, মধুর, সখ্য এবং দাস্যভাব প্রভৃতি। শত্রুভাব প্রভৃতিই অপ্রেমাত্মক ভাব। ৩

দাস্যভাবের অন্তর্গতই সেবাভক্তি। ৪

দাস্যভাবে যে সকল কার্য্য সেবার অন্তর্গত, বাৎসল্য ভাবে সেইগুলিই যত্নের অন্তর্গত। ৫

ভাব আছে অথচ তাহার কোন কার্য্য নাই, তাহা হইতেই পারে না। ৬

কোন ভাবই নিষ্ক্রিয় নহে। প্রত্যেক ভাবই কার্য্যাত্মক। প্রত্যেক ভাবেরই নানা কার্য্য দেখা যায়। ৭

প্রত্যেক ভাবের নানা কার্য্যই প্রত্যেক ভাবের নানা লক্ষণ। নানা কার্য্যদ্বারা বিকাশিত হয় না এমন ভাবই নাই। ৮

(ঘ)

শ্রীহরির সেবাই যাঁহার প্রধান কার্য্য তাঁহার কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইতে কষ্ট বোধ হয়, তাঁহার কার্য্যান্তরে মতিই হয় না। ১

সেব্যপ্রভুর প্রীতি সম্পাদনই সেবকের কার্য্য। ২

প্রকৃত সেবাভক্তি যাঁহার আছে তিনি নিজের প্রীতির জন্য প্রভুর অপ্রীতির কারণ হন না। ৩

সেবাভক্তিতে কেবল প্রভুর প্রীতিসাধনই প্রধান উদ্দেশ্য। ৪

কতকগুলি কার্য্যদ্বারা সেবাভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সেবাভক্তির অন্তর্গত অনেকগুলি কার্য্য আছে। ৫

ভক্তি।

(ক)

ধন সঞ্চয় করিবার অভিলাষই অনেকের আছে। ভক্তি সঞ্চয় করিবার অভিলাষ যাঁহার হইয়াছে তিনিই ধন্য। ১

যিনি বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন তিনিও যেমন অবিদ্বান নহেন তদ্রূপ অদ্যাপি যিনি ভক্তি সঞ্চয় করিতেছেন তিনিও অভক্ত নহেন। ২

বালিকা চঞ্চল। তাহার লজ্জা নাই, সে আত্মগোপনও করে না। প্রথম অবস্থার সাধকের ভক্তিও বালিকা। তাহার লজ্জাও নাই, সে আত্মগোপনও করিতে জানে না। সেইজন্য তাহার অনেক সময়ে অনিষ্টও হইয়া থাকে। ৩

ক্রমান্বয়ে প্রতিদিন আহার না করিলে শরীর ক্লিষ্ট হয়। সাধকভক্তও যদি ক্রমান্বয়ে কিছুদিন হরিনাম না করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারও মন ক্লিষ্ট হয়। ৪

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল বৎসরের কোন দ্রব্য নূতন উঠিলে সর্ব্বাগ্রে দেবতাকে দিতে হইত। তা' না দিলে দোষ হইত। অধুনা সে প্রথা প্রায় লোপ হইয়া আসিতেছে। আমার মতে সে প্রথা প্রত্যেক সাধকভক্তেরই অবলম্বন করা উচিত। ৫

(খ)

যখন হরিনাম করিবার জন্য সমস্ত সম্ভ্রম যাইলেও হরিনাম পরিত্যাগ করিবে না তখনই তুমি পরমভক্ত হইবে। যখন হরিনাম করিবার জন্য সমস্ত ধন যাইলেও অক্ষুব্ধচিত্তে হরিনাম করিতে পারিবে তখনই তুমি পরমভক্ত হইবে। যখন হরিনাম করিবার জন্য তোমার জীবন পর্য্যন্ত যাইবে তখনই তোমাকে পরমভক্ত বলিয়া গণ্য করা যাইবে। ১

অহঙ্কারীর উদ্ধতবাক্য যাঁহার সহ্য হয় না তাঁহার পরাভক্তি লাভ হয় নাই। পরাভক্তি লাভ যাঁহার হইয়াছে তিনি অপমানন৷ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন। ২

নিজ জীবনে যত মমতা তত মমতা আর কিছুতেই থাকে না। প্রহ্লাদের নিজ জীবন অপেক্ষাও হরিতে মমতা ছিল। প্রহ্লাদকে হরি-পরিত্যাগ করাইবার জন্য কত নির্য্যাতন করা হইয়াছিল, প্রহ্লাদকে হরি-পরিত্যাগ করাইবার জন্য কতবার বিনাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, তথাপি তিনি নিজ জীবন অপেক্ষা ভালবাসার সামগ্রী হরিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ৩

নিজ জীবন অপেক্ষা যাঁহার হরিতে মমতা

আছে, নিজ জীবন অপেক্ষা যাঁহার হরিতে ভাল বাসা আছে তাঁহারই হরিতে অটল বিশ্বাস আছে, তাঁহারই হরিতে প্রকৃত নির্ভর আছে। হরি-ত্যাগ করাইবার জন্য তাঁহার প্রতি নানা প্রকার ভয়ানক নির্য্যাতন করিলেও তিনি হরি-ত্যাগ করেন না, হরিত্যাগ না করায় তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেও তাঁহার মৃত্যু হয় না। হরি তাঁহাকে রক্ষা করেন। ৪

ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বশতঃ যিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল জীবন-ধারণের জন্য যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা করেন, তিনি কোন সাধারণ ভিক্ষাজীবীর মতন নহেন। ৫

গীতার মতে যেমন পরাভক্তি আছে তদ্রূপ গুরুগীতার মতেও আছে। গুরু-গীতার মতে গুরুর প্রতি পরাভক্তি করিতে হয়।

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ"। ৬

পরাভক্তি যাঁহার লাভ হইয়াছে তিনি সময়ে সময়ে দিব্যালোক-প্রভাবে নিবিড় অন্ধকার-মধ্যস্থিত সমস্ত সামগ্রী দেখিতে পান। ৭

সমস্ত যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে সমাধি হয় কেবলমাত্র শুদ্ধভক্তিতেও সেই সমাধি হয়। ৮

প্রকৃত ভক্তের ঈশ্বর তাঁহার মনঃকল্পিত নন। তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেন সে সকল উপলব্ধি করিয়াই বলেন। ৯

প্রকৃত ভক্ত ভগবান সম্বন্ধে কথা কহিতে ভালবাসেন, প্রকৃত ভক্ত ভগবান সম্বন্ধে কথা শুনিতে ভালবাসেন, প্রকৃত ভক্ত ভগবান সম্বন্ধে গ্রন্থ পড়িতে ভালবাসেন, প্রকৃত ভক্ত ভগবানের নাম জপ করিতে ভালবাসেন, প্রকৃত ভক্ত ভগবানেয় মূর্ত্তি ধ্যান করিতে ভালবাসেন,। প্রকৃত ভক্তের ভগবান সম্বন্ধীয় প্রত্যেক কার্য্য করিতেই উৎসাহ হয়। ১০

ভক্তের নানা প্রকার লক্ষণ দ্বারা ভক্ত চিনিতে হয়। ১১

ভক্তের একই প্রকার লক্ষণ নহে। ভক্তের নানা প্রকার লক্ষণ। ১২

ভক্তের কতকগুলি শারীরিক লক্ষণ আছে। কতকগুলি গুণকর্ম্মদ্বারা ভক্তের কতকগুলি আভ্যন্তর লক্ষণ বিকাশিত হইয়া থাকে। ১৩

ডাব দেখিলেই ডাবের জল দেখা হয় না, অথচ ডাব দেখিলেই বোধ হয় যে ডাবের ভিতরে জল আছে। গুপ্তভক্ত দেখিলেই গুপ্তভক্তি দেখা হয় না, অথচ গুপ্তভক্ত দেখিলেই বোঝা যায় যে গুপ্তভক্তের ভিতরে গুপ্তভক্তি আছে। ১৪

ভক্ত অতি নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি পরম পবিত্র। ভক্ত অতি নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার বেদাধ্যয়নে অধিকার কৃষ্ণাবতার স্বয়ং চৈতন্যদেব যবন-হরিদাসকে বলিয়াছিলেন,—

"নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন" ॥ ১৫

হরিসেবায় যাঁহার অধিকার হইয়াছে তাঁহার পক্ষে হরি ভিন্ন সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। ১৬

হরির সেবা করিতে না পারিলে ভক্তের আর দুঃখের সীমা থাকে না। হরিই ভক্তের সর্ব্বস্ব। হরিচরণই ভক্তের পরম সম্পদ। ১৭

বিবেকবৈরাগ্যরূপ পক্ষ বিশিষ্ট ভক্ত-পক্ষীকে কামক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপু নষ্ট করিতে পারে না। ১৮

প্রকৃত ভক্ত সচ্চিদানন্দের কোন প্রতিমূর্ত্তি এবং কোন ধাম অগ্রাহ্য করেন না; তাঁহার সচ্চিদানন্দের সকল প্রতিমূর্ত্তি এবং ধামে শ্রদ্ধা আছে। ১৯

পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক আর্য্যের গৃহে দেব-প্রতিমূর্ত্তি থাকিত, পূর্ব্বে সেই দেবপ্রতিমূর্ত্তির পূজা না হইলে গৃহের কেহই আহার করিতে পারিতেন

না। সেকালে ঈশ্বরের জড়প্রতিমূর্ত্তির প্রতি এত অধিক ভয়ভক্তি ছিল যে তাহা যে সে লোক স্পর্শ করিতে পারিত না। ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিকে যে জাতির অত ভয়ভক্তি ছিল না জানি সে জাতি প্রকৃত ঈশ্বরের কত অধিক ভক্ত ছিল। ২০

প্রদীপের প্রতি বহুক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া অন্ত যে স্থানে দৃষ্টিপাত করিবে সেই স্থানেই সেই প্রদীপ দেখিতে পাইবে। ভক্ত ঈশ্বরের প্রতি বহুক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া অন্য যে স্থানে দৃষ্টিপাত করেন তিনি সেই স্থানেই ঈশ্বরের রূপ দর্শন করেন। ২১

(গ)

অত্যন্ত গ্রীষ্মকালে পশ্চিম ভারতবর্ষের কোন কোন নদীর জল অতি অল্প হইলে, সেই জল সেই নদীর অত্যন্ত নিম্ন প্রদেশে অবস্থিতি করে, কিন্তু বর্ষাকালে জল উহার আতট পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু সকল ঋতুতে উহা যেমন পরিপূর্ণ থাকে না তদ্রূপ সকল ভক্তের সকল সময়ে ভক্তি পরিপূর্ণ থাকে না। ১

অত্যন্ত গ্রীষ্মকালে বহুদিন ক্ষুদ্রকুণ্ড পরিপূর্ণ জল থাকিলে একেবারে শুষ্ক হইতে পারে কিন্তু সমুদ্র প্রভৃতি বৃহৎ জলরাশি কত শুষ্ক হইবে? মহাকলিরূপ গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র ভক্তের অল্পমাত্র ভক্তিবারি শুষ্ক হইয়াই থাকে। যিনি সমুদ্রবৎ মহাভক্ত, তাঁহার কত ভক্তি শুষ্ক হইবে? ২

সাত্ত্বিকভক্ত কোন অভক্তের সহিতও অসদ্ব্যবহার করেন না। সাত্ত্বিকভক্ত কোন অভক্তকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। সাত্ত্বিকভক্ত কৌশলে অভক্তসঙ্গ ত্যাগ করেন। তাহার সঙ্গ তিনি ভালবাসেন না বলিয়া তাহার মনঃকষ্টের কারণ হন না। ৩

সাত্ত্বিকভক্ত কখনও কাহারও ভ্রমেও অনিষ্ট করেন না। সাত্ত্বিকভক্ত সর্ব্বদা সদয়। তাঁহার মধ্যে তিলার্দ্ধমাত্র নির্দ্দয়া নাই। সাত্ত্বিক ভক্ত অতিশয় বিনয়ী এবং দীনভাবসম্পন্ন। তাঁহার শত্রুর প্রতিও শত্রুভাব হয় না। ৪

বৈষ্ণব।

ভক্ত আর ভগবান অভেদ যিনি বলেন, তাঁহার বুদ্ধি অজ্ঞানে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন। ১

প্রকৃত বৈষ্ণব, বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান বলিতে পারেন না। বিষ্ণু সেব্য। বৈষ্ণব সেবক। সেব্য আর সেবক অভেদ বলা অতি অসঙ্গত। ২

বিষ্ণু-উপাসককে বৈষ্ণব বলা হয়। এক্ষণে বৈষ্ণব বলিয়া একটি স্বতন্ত্র জাতি হইয়াছে। ৩

কেবল কাহারও বৈষ্ণবের বেশ থাকিলেই তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যায় না। বৈষ্ণবের যে সকল গুণ আছে সে সকল গুণ যাঁহার আছে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যায়। তিনিই প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত। ৪

সকল জাতিই বৈষ্ণব হইতে পারেন। যবন-বংশীয় হরিদাস পর্য্যন্ত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। কত বর্ণসঙ্করও বৈষ্ণব হইয়াছেন। শুনা যায় এক জন আয়র্লণ্ড-নিবাসী বৈষ্ণব হইয়াছেন। ৫

বৈষ্ণবের সাধারণ নামই বৈরাগী। অনেকেই বৈষ্ণবকে বৈরাগী বলেন। সে কালে যিনি বৈষ্ণব হইতেন বাস্তবিক তাঁহার বৈরাগ্যও থাকিত। তাই বৈষ্ণবমাত্রকেই বৈরাগী বলা হইত। ৬

শাস্ত্রানুসারে প্রাচীন চার সম্প্রদায় বৈষ্ণব ব্যতীত অপর নূতন কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে পারে না। কিন্তু ঐ চারের বহু শাখাপ্রশাখা-সম্প্রদায় সকল হইতে পারে। ৭

আচারী বৈষ্ণবগণের মধ্যেও বৃকদ-ভেকধারী বৈষ্ণব আছেন। আচারী বৈষ্ণবেরা কণ্ঠে সর্ব্বদাই তুলসীর মালা ধারণ করেন না। ৮

বিবিধ।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য নিরাকার ব্রহ্মকে 'জ্ঞান' বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তথা জ্ঞানও নিরাকার। কিন্তু অধ্যাত্মরামায়ণে রামকে জ্ঞানমূর্ত্তি বলা হইয়াছে। অনেক মহাত্মার মতে মূর্ত্তি কখন নিরাকার হইতে পারে না। তাঁহাদিগের বিবেচনায় তাহা সাকার। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় মূর্ত্তিকে আকার বলিলেই ভাল হয়। ১

গ্রন্থ অর্থে 'যাহাতে অন্য কিছু গ্রথিত আছে'। শ্রীভগবানই প্রকৃত গ্রন্থ। কারণ তাঁহাতেই সৃষ্টি বা সৃষ্ট পদার্থ সকল গ্রথিত বা গ্রন্থিত আছে।

পুস্তককে গ্রন্থ বলা যায়। কারণ তাহাতে নানা বিষয়, নানা বর্ণসংযোগে নানা শব্দ দ্বারা গ্রথিত আছে। ঈশ্বর ঐ প্রকার গ্রন্থ নহেন। তাহাতে সমস্তই গ্রথিত বলিয়া তিনি মহাগ্রন্থ বা গ্রন্থরাজ। ২

প্রকৃত মধুকর স্বয়ং ঈশ্বর। কারণ মধুও তিনি সৃজন করিয়াছেন। মধুনামক দৈত্যকেও তিনি সৃজন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে মধুকর বলা যাইতে পারে। তুমি যাহাকে মধুকর বল প্রকৃত পক্ষে তাহা মধুকর নহে। তাহা নানা পুষ্প হইতে মধুচক্রে মধুসংগ্রহ করে মাত্র। শ্রীভগবান হইতে সেই মধুর সৃষ্টি। সে জন্য প্রকৃত মধুকর স্বয়ং শ্রীভগবান। কত কুসুমে যে সকল মধু রহিয়াছে সে সকল সেই দিব্য-মধুকরেরই সৃজিত। ৩

পানাহার নিদ্রা প্রভৃতি যাঁহাদের আছে সুখ-দুঃখ, শান্তি অশান্তিও তাঁহাদের আছে। কেবল মাত্র শ্রীভগবান ইচ্ছা করিয়া দেহী হইয়া পানা-হার নিদ্রার স্বেচ্ছায় বশবর্ত্তী হইয়াও নিত্য সুখ-শান্তিতে থাকিতে পারেন ; কারণ তিনি সর্ব্বশক্তি-মান। সেই জন্য তৎ-কর্ত্তৃক সমস্তই সম্ভব হইতে পারে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। সর্ব্বশক্তির অন্তর্গত সর্ব্বজ্ঞতা। যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি সর্ব্বজ্ঞও বটেন। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান সেইজন্য তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। তিনিই পরম প্রেমিক। সে প্রেম দিব্য মধুরভাবদ্বারা রঞ্জিত। তিনি অলৌকিক মাধুর্য্যসম্পন্ন। ৪

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শারীর তপের অন্তর্গত ব্রহ্মচর্য্য বটে ; কিন্তু সে ব্রহ্মচর্য্যের কি প্রকার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি তাহা ঐ গীতায় বলা হয় নাই। অথচ ব্রহ্মচর্য্য এক প্রকার নহে। স্মৃতিসম্মত ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে পৌরাণিক ব্রহ্মচর্য্য ও তান্ত্রিক ব্রহ্মচর্য্যের বিস্তর প্রভেদ আছে। আবার স্মৃতি-সম্মত ব্রহ্মচর্য্যও এক প্রকার নহে, পৌরাণিক ব্রহ্মচর্য্যও এক প্রকার নহে, তান্ত্রিক ব্রহ্মচর্য্যও এক প্রকার নহে। ৫

শক্তি আকারও নহেন, শক্তি রূপও নহেন। শক্তি অরূপা নিরাকারা। শক্তি আকার বিশিষ্টা হইলে তাঁহাকে সাকারা বলা যায়।

অরূপা নিরাকারা আদ্যাশক্তির নানাগুণ ও নানা কার্য্যানুসারে তাঁহার বিবিধ মূর্ত্তি সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার বর্ণনা আছে এবম্প্রকার সিদ্ধান্তও অনেকে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে আদ্যা-শক্তির প্রত্যেক মূর্ত্তিই তাঁহার কতকগুলি গুণ এবং কর্ম্মের পরিচায়ক। অনর্থক তাঁহার কোন মূর্ত্তিই নহে। ৬

'ব্রহ্ম'-শব্দের একপ্রকার অর্থ নহে। ভগবদ্গীতানুসারে 'ব্রহ্ম' শব্দে ব্রাহ্মণ। ঋকবেদ সংহিতানুসারে 'ব্রহ্ম' শব্দে যজ্ঞ। গীতানুসারে 'ব্রহ্ম' শব্দে প্রকৃতিও বলা যাইতে পারে। কোন কোন উপনিষদ-মতে নিরাকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় এবং নির্লিপ্ত আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা যায়। অনেক পুরাণমতে, অনেক উপপুরাণমতে, অনেক তন্ত্রমতে সগুণ, সক্রিয়, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকেই ব্রহ্মবলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতাদির

মতে কৃষ্ণই ব্রহ্ম। চৈতন্য-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর মতে চৈতন্যকেই ব্রহ্ম বলা যায়। ৭

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের সখ্যভাব ছিল। অর্জ্জুনের সম্মুখে সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশ্বরূপ হইয়াছিলেন তখন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আর সখ্যভাব ছিল না; বরঞ্চ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-ধারণের পূর্ব্বে অনেক সময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সখা সম্বোধন করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে অপরাধী বোধ করিয়া বিশ্বরূপ-শ্রীকৃষ্ণের কাছে বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের ন্যায় মহাত্মারও সখ্যভাব লুপ্ত হইয়াছিল। সেইজন্য অর্জ্জুনের ভাবের ব্যতিক্রম হইয়াছিলও বলিতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবিচলিত-ভাবে নিজের সখ্যভাব রক্ষা করিতে না পারার জন্য যদি অর্জ্জুনের ভাবের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে তাহা হইলে অনেককেই ঐ প্রকার ভাবের ব্যতিক্রম করিতে হয়। আর অর্জ্জুনকে ঐ প্রকার ভাবের ব্যতিক্রম করিতে হইলেও অর্জ্জুনের ভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণের একরূপ আশ্চর্য্য-রূপ-দর্শন ঘটিয়াছিল যাহা অর্জ্জুনের পূর্ব্বে কখনই অন্য কাহারও অদৃষ্টে দর্শন ঘটে নাই। সুতরাং সেইজন্য অর্জ্জুনকে মহাভাগ্যবানও বলা যায়। ৮

শ্রীশ্রীনিত্যলীলা।

শ্রীশ্রীদেব নবদ্বীপ বিহার কালে বজরা-পুরবাসী ভক্তগণের সহযোগে একবার শ্রীধাম নবদ্বীপে মহা-সঙ্কীর্ত্তন হয়। (১) চতুর্দ্দশ মাদোল সঙ্গে সপ্ত-সম্প্রদায় নগর পরিভ্রমণ করিয়া ঠাকুরের আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র ঠাকুর আশ্রম বাটী হইতে বাহির হইয়া কীর্ত্তনানন্দে যোগ দিয়া ভুবনমোহন সুমধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। আবিষ্ট অবস্থায় পতিত হইয়া শ্রীঅঙ্গে আঘাত লাগিতে পারে এই আশঙ্কায় কএকজন ভক্ত পরস্পর হস্তধারণ পূর্ব্বক ঠাকুরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। জগন্নাথপুর নিবাসী ভক্তবর বিপিন বিহারী দে ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এই সময়ে "জয় নিতাই" নামে একটি স্বনাম প্রসিদ্ধ ভক্ত (২) ঐ ভক্তগণের 'হাতার' মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 'হাতার' মধ্যে ঠাকুর ও ইনি ব্যতীত অপর কেহ ছিলেন না। এই ভক্তটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঠাকুরের শিষ্য না হইলেও ইনি ঠাকুরকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করেন ঠাকুরও ইহার প্রতি অনেক সময়ে বিশেষ কৃপা ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তবর বিপিন বাবু ইহাকে চিনিতেন না। একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুদেবের সঙ্গে একত্র নৃত্য করিবেন ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি এই মহাত্মার হাত ধরিয়া 'হাতার' মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেন। ঠাকুরের নয়নদ্বয় তখন মুদ্রিত নৃত্যানন্দে সম্পূর্ণ আত্মহারা—বিন্দুমাত্র বাহ্য সংজ্ঞা নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া নিশার অন্ধকারে সকলেরই বদনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। জয়-

(১) এই মহাসংকীর্ত্তন-লীলা-কাহিনী বারান্তরে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা রহিল।

(২) ইনি একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কুলজ গ্রাজুএট প্রেমময়-মূর্ত্তি, দীনতার আধার। ঠাকুর নাকি ইহাঁকে শ্রীমন্নিত্যানন্দের বিভূতি বলিতেন শ্রীহট্ট অঞ্চলে ইহাঁর মহাপুরুষ খ্যাতি আছে।

নিতাই' এই ব্যবহারে আন্তরিক দুঃখিত হইয়া অভিমানভরে মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন যথা—ইনি (ঠাকুর) যদি শ্রীচৈতন্য হন তবে আমার হাত ধরিয়া 'হাতার' মধ্যে লইয়া যাইবেন, এই সঙ্কল্প করিবা মাত্র ঠাকুর শ্রীহস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ইহাঁর হস্ত ধারণ করিয়া হাতার মধ্যে লইয়া গেলেন বিপিন বাবু-প্রমুখ ভক্তগণ ইহাঁর সৌভাগ্য দর্শনে আপনাদিগকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর কীর্ত্তনানন্দ সমাপনান্তে ঠাকুর এই ভক্তটিকে সুমধুর-বাক্যে আপ্যায়িত ও বহুবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। এই লেখক স্বচক্ষে এই লীলা দর্শনে ধন্য হইয়াছে; এই মহাত্মাটিও নিজগুণে এই অধমকে সোদরোপম স্নেহ করেন। কীর্ত্তনানন্দ নিবৃত্তির পর এই মহাত্মাটি ঠাকুরের যে কয়টি সেবকের সমক্ষে এই লীলা কাহিনী বর্ণনা করেন এই অধম তন্মধ্যে অন্যতম।

শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

গুরু-স্তোত্রম্।

মঙ্গলাচরণম্

(১)

প্রণম্যাদৌ শিবং সিদ্ধং স্মৃত্বা হরেঃ পদাম্বুজং
গুরুঞ্চ পিতরৌ বাণীং গুরুধ্যানং সমারভে॥

নমস্কার করি, সিদ্ধ ত্রিপুরারি
স্মরি হরিচরণ কমল,
ভাবি গুরুত্রাতা, বাণী পিতা মাতা
গুরুধ্যান করিনু সম্বল।

(২)

যস্তো নিত্যং নিলিখমনুজাঃ সারবাণীং গৃহীত্বা
সন্ত্বিধে্যাং হরিহরকথা স্নেহমহ্যাং মনোজ্ঞাং
তৃপ্তিং যান্তি স্মৃতবিভুগুণা নূনমত্যন্ত-মুগ্ধা
ধ্যাতং ধ্যাতং হৃদয়বসতৌ তং গুরুং শ্রন্নমামি

হরিহর স্তবময়ী অতি মনোরমা
সাধুধ্যেয়া হিতবাণী বিশ্বসার সমা
যাহা হতে মুগ্ধমতি
লইয়া মানব জাতি
তৃপ্ত হয় সদা বিভুগুণ মুগ্ধ-হিয়া
প্রণমি সেই গুরুদেবে হৃদয়ে স্মরিয়া।

(৩)

যস্তো লব্ধা বিপদি মনুজাঃ শান্তিবাগ্‌ রত্নসঙ্ঘ
মানন্দার্দ্রহৃদয়নিলয়াঃ প্রাপ্নুবন্তি প্রশান্তিং
দারিদ্র্যাত্তামলশমসুধা দাতৃতং স্বং যথাহি
ধ্যাতং ধ্যাতং হৃদয়বসতৌ তং গুরুং শ্রন্নমামি।

যাহা হ'তে শান্তিপূর্ণ বাক্যরত্নচয়
বিপদে লইয়া নর শান্তি প্রাপ্ত হয়
দারিদ্র্যে নাশিছে সদা
যাহাদের শান্তিসুধা
তারা যথা পায় ধন দাতাকে ধরিয়া
প্রণমি সেই গুরুদেবে হৃদয়ে স্মরিয়া।

(৪)

বিষ্ণুং দুর্গাং পুনরপিপুনশ্চিন্তয়েতি প্রসন্নো
ভূত্বা নিত্যং য ইহ সদয়ো বক্ত শিষ্যেভ্য ঈশঃ
প্রজ্ঞাজ্ঞানন্ধহৃদয়নিয়তপ্রেমদানাপ্তিবিজ্ঞং
ধ্যাতং ধ্যাতং হৃদয়বসতৌ তং গুরুং শ্রন্নমামি।

দয়াময় প্রভু যিনি নিত্য শিষ্যগণে
মায়াময় এ সংসারে অতি হৃষ্ট-মনে

ভাব সদা দুর্গা হরি,
বলেন আবেগ ভরি
যার প্রজ্ঞা ক্ষান্ত হয় মূর্ত্তে স্নেহ দিয়া
প্রণমি সেই গুরুদেবে হৃদয়ে স্মরিয়া।

(৫)

মায়ামুক্তং মনুজমহিতং যঞ্চ ধন্যং ধরায়াং
মুগ্ধাঃ শশ্বনু নরবরাঃ প্রার্থয়ন্তে পরত্র
শান্তিং দাতুং প্রকটয়তি যশ্চাভিরামাং সুবাচং
ধ্যাতং ধ্যাতং হৃদয়বসতৌ তং গুরুং প্রণমামি।

মায়া হ'তে মুক্ত সর্ব্ব মানব পূজিত,
ধরাধন্য যাকে অজ্ঞ মানব সতত,
পরলোকে বাঞ্ছা করে
যিনি পুনঃ মধু-স্বরে
বলেন মধুর বাক্য শান্তির লাগিয়া
প্রণমি সেই গুরুদেবে হৃদয়ে স্মরিয়া।

(৬)

সোমাত্যার্দ্রং বদনকমলং যো বুধেন্দুর্বিভর্ত্তি
সাধুর্যশ্চ স্মৃতিসহচরো মানবানাং বিভাতি
কীর্ত্তিঃ সাধ্বী জগতি হি যথা পূজনীয়া নরানাং
ধ্যাতং ধ্যাতং হৃদয় বসতৌ তং গুরুং প্রণমামি।

সোমরসে আর্দ্র যাঁর বদন-পুষ্কর
মানবের স্মৃতিপথে যিনি সহচর
যেমন অনিত্য ভবে
সাধ্বী-কীর্ত্তি স্বগৌরবে
মানবের স্মৃতিগতা জগৎ ব্যাপিয়া,
প্রণমি সেই গুরুদেবে হৃদয়ে স্মরিয়া।

(৭)

যস্যেহান্তঃ প্রবহতি সদা ধর্ম্মতত্ত্বপ্রবন্তী
ফল্গুর্গয়া খলুভুবিযথা তীর্থ মাহাত্ম্যধর্ত্রী
যশ্চানম্রান্ শ্রুতিবিধিরতান্ বক্তি শিষ্যান্ স্বধর্ম্মং
ধ্যাতং ধ্যাতং হৃদয়বসতৌ তং গুরুং প্রণমামি।

অন্তরে বহিছে যাঁর ধর্ম্ম-স্রোতস্বিনী
গয়াকীর্ত্তিরূপাফল্গু যথা প্রবাহিনী
যিনি নিজ ধর্ম্মহিত
বলেন সমুখাগত
শ্রুতিবিধিরতশিষ্যে হৃদয় খুলিয়া
প্রণমি সেই গুরুদেবে হৃদয়ে স্মরিয়া।

ক্রমশঃ

শ্রীরমণীভূষণ শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

গোঁড়াম ভাব।

সার্ব্বভৌম উদার ভাবকে উপেক্ষা করিয়া ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজের ভাবকে রাখিয়া তাহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া যে ধারণা তাহাকেই আমি 'গোঁড়ামভাব' নাম দিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংসারের অধিকাংশ লোকই "যেমন সকলেই এক শ্রীভগবানের সন্তান, সকলেই আমার আত্মীয় স্বজন" এই পরম উদার ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঙ্কীর্ণ কুটিলভাবে মোহিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোককে আমার জ্ঞানে, সংসার পাতাইয়া বসে ; এবং হিংসাদ্বেষে অভিভূত হইয়া কালাতিপাত করে, সেই প্রকার কেহ কেহ শ্রীভগবানকেও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া তাঁহার অনন্তরূপকে সঙ্কীর্ণ করতঃ তাঁহাকে কেবল নির্দ্দিষ্ট কোনরূপে সীমাবদ্ধ করিতে চায়, এবং তাঁহার অন্যান্য রূপ বিদ্বেষ ভাবে দর্শন করে। আমরা অজ্ঞান-প্রবৃত্ত যেরূপ সঙ্কীর্ণ মন লইয়া সংসারে আছি, শ্রীভগবানকেও সেই ভাবে নিলে চলিবে কেন? তাঁহার যে অনন্তনাম, অনন্তধাম। ভক্তিভাবে তাঁকে যে যা বলে ডাকে

সেই দয়ালঠাকুর সেই ডাকই শুনিতে পান; কেহ তাঁকে না ডাকিলেও তাহার প্রতি তাঁহার করুণার অভাব হয় না। তাঁহার যে সর্ব্বজীবে সমান দয়া! আহা! এমন পরম দয়াল শ্রীভগবানকে আমরা পার্থিব কুটিলভাবে জড়িত করিয়া, শুধু নিজের মনকে কলুষিত করি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

একই শ্রীভগবানের অনন্তনাম, অনন্তধাম, অনন্তরূপ; যাহার যে নামে, যাহার যেরূপে ভালবাসা সে সেই নামেই ডাক, সে সেইরূপেরই ধ্যান কর, তাহাতে কোন দোষ নাই; আমি কাহাকেও একবারে তাঁহার অনন্তরূপকে ধ্যান করিতে বলিনা কিন্তু তাঁহার অন্যান্য নামে এবং রূপেও দ্বেষ করিওনা। আমার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ বলিয়াছেন, "মনুষ্য বহু; প্রত্যেক মনুষ্যের রুচি স্বতন্ত্র, নানা মনুষ্যের নানা প্রকার খাদ্যে নানা প্রকার পরিচ্ছদে নানা প্রকার কথোপকথনে রুচি ও আনন্দ। এমন কি প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিও এক প্রকার নহে, এই জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা মুনির নানামত হইয়াছে; নানা প্রকার শাস্ত্র হইয়াছে; সেইজন্য ভগবানও নানারূপী হন। তাঁহার সাকারত্বে নানাত্ব, নিরাকারত্বে একত্ব।" আরও বলিয়াছেন, "নানা ভক্ষ্য ক্ষুধা এক; প্রত্যেক ভক্ষ্য দ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে; নানা শাস্ত্র নানা মত; ঈশ্বর এক, প্রত্যেক মতেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" (সর্ব্বধর্ম্ম নির্ণয় সার ৯৪—২২—২৩) উক্ত উপদেশানুসারে এবং নানা শাস্ত্র-মতে জানা যাইতেছে যে শ্রীভগবান এক ভিন্ন দুই নন, আমাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির জন্য এবং তাঁহার লীলার জন্যই তাঁহার নানারূপ; সুতরাং যে যে ভাবেই ভগবানের যে কোন রূপের উপাসনা করুক না কেন, ফলে সেই এক শ্রীভগবানেরই উপাসনা করা হয়। এবং সেই অনন্তরূপী সকলের আহ্বানই আনন্দে গ্রহণ করেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

> যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
>
> গীতা।

অর্থাৎ "যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজনা করে তাহাদিগকে আমি সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমারই ভজন-মার্গের অনুবর্ত্তন করে"। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে নাম এবং রূপের তারতম্যে ভগবৎলাভ সম্বন্ধে কোনও তারতম্য নাই। কারণ সমস্ত নাম এবং রূপ সেই একমাত্র শ্রীভগবানের। এই পরম উদারভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন কোন সম্প্রদায় কেন যে তাঁহাদের ভাব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে স্থাপন করতঃ অন্যান্য সম্প্রদায়কে হেয় জ্ঞান করেন তাহা বুঝিতে পারিনা।

কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায় নাকি পরমেশ্বরী জগজ্জননী শ্রীশ্রীকালীর নাম উচ্চারণ করাও পাপ মনে করেন। তাই তাঁহারা রসনা কলুষিত হওয়ার আশঙ্কায়, লিখিবার কালীকে কালি না বলিয়া সেহাই বলিয়া থাকেন। সেই পরমাজননী শ্রীকৃষ্ণ-ভাবিনী কালীমায়ের নাম শুনিলে নাকি তাঁহারা কৃতান্তের মত পলায়ন করেন। তাঁহারা ভ্রমেও কখন মায়ের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন না। আবার কোন কোন শাক্ত-সম্প্রদায় নাকি "কৃষ্ণ," "বিষ্ণু" নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন; তাঁহাদের ধারণা শক্তির উপাসনা ভিন্ন আর এ ভবসাগর পার হইবার উপায় নাই। তাঁহারাও "কৃষ্ণ," "বিষ্ণু" নাম শুনিলে আতঙ্কিত হন এমন কি পতিতপাবনী গঙ্গা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপদোদ্ভবা বলিয়া তাঁহারা সেই পরম পবিত্র গঙ্গাকে অশুদ্ধ

জ্ঞান করেন। (১) এই সমস্ত ভাবই গোঁড়াম ভাব, ইহার মূলে যে অজ্ঞানতা তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

এই গোঁড়াম সম্বন্ধে আমার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের শ্রীমুখে যে একটী গল্প শুনিয়াছি তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম। পাঠকগণ হাতে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে গোঁড়ামিতে লোককে কিরূপ অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখে।

কোন স্থানে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাটীতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহের সেবা ছিল। বেশ ভক্তিভাবে পূজা অর্চ্চনা ইত্যাদি হইত। সেখানে কিছুদিন প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল। আমার গুরু মহারাজের বয়স যখন খুব অধিক নয় তখন তিনিও ঐ বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। আমার গুরু মহারাজের একনাম "নিত্যগোপাল" তাই বৃদ্ধব্রাহ্মণ আদর ক'রে "গোপাল" বলিয়া ডাকিতেন। গোপালও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে 'দাদা মহাশয়' বলিয়া ডাকিতেন। গোপাল বেশ যাতায়াত করিতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার প্রসাদও পাইতে লাগিলেন; এই ভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে, একদা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগ উপলক্ষে গোপালকে প্রসাদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ করিলেন; গোপালও সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। নানা প্রকার মিষ্টান্ন এবং আম কাঁঠাল প্রভৃতি নানা প্রকার ফল প্রভৃতি দ্বারা শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ভোগের আয়োজন হইল। যথাসময় ভোগ দেওয়া হইল এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার মন্দিরের 'গোপাল' এবং অন্যান্য লোকজনসহ প্রসাদ খাইতে বসিলেন। সকলেই খাইতেছেন; গোপাল যখন আম খাইতেছিলেন তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন "গোপাল বল দেখি রাধাগোবিন্দ আজ কেমন খেয়েছেন?" গোপাল বলিলেন 'দাদা মশাই! খেয়েছেন ত ভালই কিন্তু আমটী হাড়ে টক্।' যেই হাড়ে টক্ এই কথা বলা অমনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। অন্যান্য লোক গোপালের দোষ দিয়া বলিতে লাগিলেন বৈষ্ণবের নিকট অমন কথা বল্‌তে আছে? "বল্‌তে হয় আঁটীতে টক।" গোপাল চুপ করিয়া প্রসাদ গ্রহণান্তর যথাসময় উঠিলেন এবং হাত মুখ ধুইয়া দাদা মহাশয়ের কাছে যাইয়া বলিলেন 'দাদা মশাই! আমি যে আপনাকে ঠাট্টা করতে পারি অমন্ রাগ করতে আছে? যাহা হউক দাদা মশাই! যদি রাগ না করেন তবে ২।১টা কথা বল্‌তে চাই। দাদা মশাই, বলিলেন 'আচ্ছা বল' গোপাল বলিলেন "আমি হাড়ে টক্ বলিয়াছি; হাড় বল্‌তে অস্থি; তাহা আমিষ অর্থ-বোধক; উহা আমি উচ্চারণ করিয়াছি বলিয়াই আপনার খাওয়া হইলনা। আচ্ছা বলুন দেখি দাদা মশাই! এ জগতে কোন্ জিনিষটা নিরামিষ? এই পৃথিবীকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের অণ্ড হইতে এই পৃথিবীর উৎপত্তি, অণ্ডতো নিরামিষ নয়; তবে পৃথিবী জাত বস্তু সমুদয় কিরূপে নিরামিষ হইবে? এই পৃথিবীর এক নাম মেদিনী, অর্থাৎ মধুকৈটভের মেদ হইতে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে; মেদকি নিরামিষ? কখনও নয়; তবে যে মেদ হইতে এই ধরণীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে জাত কোন্

(১) আমার শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ বলিয়াছেন গঙ্গার উৎপত্তি বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে হইয়াছে বলিয়া কোন কোন শাক্ত গঙ্গাজল পান ও ব্যবহার করেন না। শিবতো গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। তবে সে গঙ্গাজল ব্যবহারে দোষ কি? সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার ১৬৯—১৬৭

বস্তু নিরামিষ? আপনার সমগ্র দেহ হাড়, মাংস, রক্তে গঠিত। যে মুখ দ্বারা, দন্ত দ্বারা আহার করেন তাহাও হাড় মাংসের সমষ্টি। যে খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ হয় তাহাও মুখের হাড়মাংস সংস্রবে মাংস চর্ম্মময় উদরে উপস্থিত হয়। তবে দাদা মহাশয়! আমি শুধু 'হাড়' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছি বলিয়া আপনার আহার বন্ধ হইল? এই অদ্ভুত বালকের এইরূপ যুক্তি-পূর্ণ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া রহিলেন এবং বলিলেন,"তুমি বুঝি এই সব মত প্রচার করবে?" গোপাল বলিলেন "না না দাদামশাই! আপনার আহার ত্যাগের জন্যই আমার এ সমস্ত বলিতে হইল। নতুবা আমি প্রচার করতে যাচ্ছিনা।" তাই দেখুন পাঠক পাঠিকাগণ, গোঁড়ামী অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। নতুবা নানাবিধ প্রামাণিক শাস্ত্রমতেই একই শ্রীভগবানের কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, সীতারাম, গৌরনিতাই, আল্লা, গড, জেহোভা, গোভ, প্রভৃতি অনন্ত নাম; একই শ্রীভগবানের কাশী, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, মক্কা, মদিনা প্রভৃতি অনন্তধাম; যাহার যে নামে প্রীতি, সে সেই নামেই ডাক কিন্তু তাঁহার অন্যান্য নামে দ্বেষ করিও না। এই উদার ভাবেতো মন আরও প্রশস্ত হইবার কথা। মনে করুন কোন কৃষ্ণ উপাসক যদি মনে করেন, যে এজগতে শ্রীভগবানের যতরূপ আছে সকলই আমার শ্রীকৃষ্ণেরই রূপান্তর মাত্র। আমার শ্রীকৃষ্ণই কখনও কালী, কখনও শিব, কখনও অল্লা, কখনও গড হইয়াছেন, বলি তবে কি শ্রীকৃষ্ণ ছোট হইয়া যান না বড় হন? আবার যদি কোন শক্তি উপাসক মনে করেন যে আমার কালীই শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌর নিতাই; আমার কালীই শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ; আমার কালীই কখনও পুরুষ কখন নারী ইত্যাদি, বলি তবে কি তাঁহার কালীকে ছোট করা হয় না বড় করা হয়? আমার মনে হয় এই উদার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিলে প্রত্যেকের ইষ্টকেই শ্রেষ্ঠতম আসন প্রদান করা হয়। এবং আপন আপন ইষ্টে প্রকৃত নিষ্ঠা প্রকাশিত হয়। আমার শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ বলিয়াছেন "যাহার প্রকৃত নিষ্ঠাভক্তি আছে তিনি শ্রীভগবানের সকল প্রকার মূর্ত্তিকেই নিজ ইষ্ট-মূর্ত্তি দর্শন করেন। তিনি কেবলমাত্র ভাবে ঐরূপ বোধ করেন, এমত নহে, কিন্তু তিনি প্রত্যেক ভগবন্মূর্ত্তি নিজ ইষ্টদেবরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। (নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা)। এ সমস্ত কথা আনুমানিক নহে; আমি একজন মায়ের ভক্তকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে যাইয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আহা! কি সুন্দর ভাব! তাহার ধারণা তাঁহার মাই আজ শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; একেই বলে ইষ্টে নিষ্ঠা।

শ্রীভগবানের যে রূপ তোমার ভাল লাগে সেইরূপেরই উপাসনা কর; কিন্তু তাঁহার অন্যান্য রূপেও দ্বেষ করিও না। কারণ সকল রূপই শ্রীভগবানের। তুমি অজীর্ণের রোগী তোমার পক্ষে দুগ্ধ অখাদ্য, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন খাদ্য, তাই ব'লে মনে করিওনা যে দুগ্ধে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না কিম্বা দুগ্ধ অখাদ্য। দুগ্ধ তোমার অবস্থার তোমার পক্ষে অখাদ্য বটে কিন্তু আবার অন্যের পক্ষে তাহাই সুখাদ্য। তুমি যখন শ্রীভগবানের কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে তখন আর তোমার হিংসা দ্বেষ থাকিবে না। আমার শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ বলিয়াছেন, "এক মনোভাব নানা ভাষায় নানা প্রকার শুনিবে; যে সকল ভাষা জানে সে এক ভাবই বোধ করিবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা মতের নানা প্রকার আচরণ, ফল এক। ঈশ্বরীয় নানা মূর্ত্তি দেখ; বোধে এক। (সর্ব্বধর্ম্ম ৯১-৫) দেবনাগরী ক

ও বঙ্গভাষায় ক আকৃতিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু উভয়ই ক। শিব কৃষ্ণ রূপে বিভিন্ন, স্বরূপে কোন ভেদ নাই। সর্ব্বধর্ম্ম ৯১-৬) তাই বলি অজ্ঞতা বশতই তুমি শ্রীভগবানের একত্ব বুঝিতে পারিতেছনা ; যাহাতে অজ্ঞতা দূর হয় সেজন্য কায়মনোবাক্যে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ইষ্টের নিকট প্রার্থনা করা উচিত।

আমার মনে হয় যত দিন আমরা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিব না যে সমস্ত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য এক, সমস্তের লক্ষ্য একমাত্র শ্রীভগবান, কেবল ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র, হিন্দুদের ধর্ম্ম-মন্দির, মুসলমানের মস্‌জিদ এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের গির্জ্জায় কোনই প্রভেদ নাই, যত দিন বুঝিতে পারিব না যে হিন্দুদের কালীকৃষ্ণ মুসলমানের আল্লা এবং খৃষ্টানদের গড্ একই বস্তু ততদিন আমরা এই জগতের সমস্ত নর-নারীকে এক শ্রীভগবানের সন্তান বলিয়া স্নেহ-পাশে বাঁধিয়া সেই পবিত্র বিশ্ব-প্রেম কিছুতেই সম্ভোগ করিতে পারিব না। এই দুর্ল্লভ মানব জীবন লাভ করিয়া যদি অতি সঙ্কীর্ণ ভাবে পশু হইতেও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি লইয়া জীবন অতিবাহিত করিলাম তবে আর এ মানব জীবন লাভের ফল কি ?

তাই বলি ভ্রাতৃবৃন্দ ! এস, যাহাতে আমরা সকলেই দ্বেষাদ্বেষি ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বধর্ম্মে এবং সর্ব্ব-সম্প্রদায়ে যাহাতে এক অপূর্ব্ব ঐক্য অনুভব করিতে পারি সেইজন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রীতির সম্ভাংশে প্রার্থনা করি। দয়াময় শ্রীভগবান অবশ্য দয়া করিবেন, এবং তাঁহার কৃপায় এই বিশ্বময় তাঁহার অনন্ত বিভূতি দর্শন করিয়া সকলেই প্রেমানন্দে ভাসিয়া যাইব। জয় গুরু ! জয় গুরু !! জয় গুরু !!!

বিনয়।

কেনন৷ বলিবে তুমি ভগবান্ ?

(১)

এ সংসার-মরু-প্রান্তর-মাঝারে,
কাম-ক্রোধলোভ-মোহ-অহঙ্কারে,
নিয়ত পীড়িত করেছিল যায়,
মলিন জীবন পাপকালিমায়,
শত কু-কার্য্যে রত সদা মন
কুবাসনারসে সতত মগন,
ব্যসন-বিলাসে যেই সদা রত,
কামিনী কাঞ্চনে চিত্ত উনমত্ত,
সাধু-সঙ্গ সাধু-প্রসঙ্গ-শ্রবণে,
দূরে চ'লে যেত হায় যেই জনে,
তার হৃদে তুমি, বিশ্বাস-রতন,
নিজ-কৃপাগুণে করিলে বপন,
পাপ-তাপে সেই পেয়ে পরিত্রাণ
কেননা বলিবে তুমি ভগবান্ ?

(২)

কামিনী-কটাক্ষ-তাড়ন-ভৎসন,
অবিদ্যা-শৃঙ্খলে ভীষণ বন্ধন,
পিশাচী নারীর ছলনার জাল,
মরুভূমি মাঝে মরীচি করাল,
দাবানল সম সংসারের তাপ,
নিয়ত হ'তেছে উদয় সন্তাপ,
ধূ ধূ করে শুধু মরুভূমি প্রায়,
তৃষার সলিল নাহি মিলে হায়,
হায়রে তৃষিত হরিণি যেমন,
শ্রান্ত হ'য়ে নর হারায় জীবন,
পিপাসার বারি মিলেনা মিলেনা,
মোহিনী মায়ার শুধুগো ছলনা,
ভালবাসা ব'লে আসে কত জন,
স্বার্থের লাগিয়া করয়ে যতন ;

বিন্দুমাত্র স্নেহ নাহিক যেথায়,
শুধু প্রলোভনে জীবেরে ভুলায়,
হায় ভালবাসা বিন্দু মাত্র নাই,
এ সংসারে ভালবাসা মাত্র ছাই ;
(যারে) প্রাণঢেলে তুমি ভালবাসা দিয়ে,
আপনার ক'রে বুকে টেনে নিয়ে
শান্তির সলিলে করাইলে স্নান
(সেজন) কেননা বলিবে তুমি ভগবান ?

(৩)

রূপের পিপাসা মিটাতে যে জন,
কামিনী-কুরঙ্গে মজাইল মন,
শ্রবণের সুখ পাইবার তরে,
কুকথা শুনিল কত না আদরে,
হেরিয়া তোমার রূপের সম্ভার,
দরশন-সাধ মিটিল যাহার ;
তোমারি প্রেমের চাহনি হেরিয়া,
যে জন গেলগো জগৎ ভুলিয়া,
যে জন তোমার ভালবাসা পেয়ে,
ভুলিল সংসার আপনা হারা'য়ে,
করিল তুচ্ছ যশ, ধন, মান
(সেজন) কেননা বলিবে তুমি ভগবান্ ?

(৪)

অন্তরের ধন অন্তরেতে আছ,
প্রাণের রতন প্রাণে বিরাজিছ ;
শাস্ত্র, তর্ক, যুক্ত প্রমাণের তরে
আকাশ পাতাল তন্ন তন্ন ক'রে
খুঁজুক যাহার যেরূপ মনন,
গ্রন্থে কিগো মিলে পরাণের ধন ?
উদিয়াছ যার হৃদয়-মাঝ,
তুমি রসময়, হৃদয়রাজ,
ভুলায়েছ তার পরাণ-মন,
সে জন জেনেছে তুমি কি, কেমন ;—
সে কিগো চাহিবে শাস্ত্রের প্রমাণ
সে কি গো খুঁজিবে আগম, পুরাণ, ?
(সেজন) পেয়েছে নূতন জীবনদান
কেননা বলিবে তুমি ভগবান ?

(৫)

আনন্দ-সাগর তোমাতে যে জন,
ডুবিয়া ধন্য করেছে জীবন,
কত স্নেহভরে তার অঙ্গকালি,
কোলেতে নিয়েছ মুছায়ে সকলি,
পাতক-সুমহাপাতক আর,
উপপাতকের জঞ্জাল ভার,
আপনি লয়েছ যার হাঁসি-মুখে,
নিজে দুঃখ পেয়ে রাখিয়াছ সুখে,
অনলের তাপ ভুজঙ্গ-গরল,
যার লাগি তুমি সহিলে সকল
যার সুখ লাগি যার হাসি মুখ,
দেখিলে পরাণে পেতে কত সুখ,
অযাচিত অহেতুকী ভালবাসা,
ভালবেসে শিখাইলে ভালবাসা
সুধার সাগর স্নেহের পাথার,
মাধুর্য্যের খনি প্রেম-পারাবার,
কণামাত্র তার পেয়েছ যে জন,
হ'য়েছে ধন্য তাহার জীবন,
সে কিগো চাহিবে শাস্ত্রের প্রমাণ ?
সেকিগো খুঁজিবে আগম, পুরাণ ?
পেয়ে সে নূতন-জীবন-দান,
কেননা বলিবে তুমি ভগবান্ ?

শ্রীহরিপদানন্দ অবধূত

সাধনা।

সাধনা দ্বারা অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ধ্যানদ্বারা সর্ব্বদাই সেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-দর্শন-সুখ-লাভ হয়। সাধন-দ্বারা বৈরাগ্য লাভ করিয়া জীব নির্ম্মল পরম-শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে মুমুক্ষু বিবেকী পুরুষ বৈরাগ্য-সম্পন্ন নিত্য-তত্ত্ববিৎ ও সাধননিষ্ঠ আচার্য্যের (সদ্‌গুরুর) নিকট হইতে এই সাধনতত্ত্ব বা যোগমার্গ অবগত হইয়া অনন্যচিত্তে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালে মন সমর্পণ করতঃ কিছুকাল সাধনাতে রত থাকেন তিনি নিশ্চয়ই সেই পরব্রহ্ম জ্ঞানানন্দদেবরূপ অমৃত লাভ করেন। ইন্দ্রিয় সকল বহির্মুখ; তাহা-দিগকে অন্তর্মুখ করিতে হইলে সাধনদ্বারা করিতে হয়। যে ধীর ব্যক্তি অমৃত লাভের প্রয়াসী তিনিই চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণকে বহির্জগৎ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া চিত্তকে অন্তর্মুখী করিলে সেই অন্তরাত্মা নিত্যগোপালকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। বহির্মুখী বিক্ষিপ্ত চঞ্চল চিত্তকে ধীর ও সংযত করিয়া অন্তররাজ্যে গমন করিলে, শান্তিময় নিভৃতকুঞ্জে ধীরভাবে অবস্থান করিলে সেই প্রিয় হইতে প্রিয়তম আত্মরাত্মা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দর্শন করা যায়। যখন ইন্দ্রিয়গণ ও মন বহির্জ্জগতের ভাব সকল ত্যাগ করিয়া শান্তভাব ধারণ করে, বুদ্ধি যখন চেষ্টা সকল ত্যাগ করিয়া স্থিরভাব ধারণ করে, চিত্তবৃত্তিশূন্য হইয়া নিশ্চল হয় সেই অবস্থাকে পরমগতি বলে; সেই সময় শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ দেব দর্শন হয়, ইহাই সাধনার উৎকৃষ্ট উপায়। ইহাতে জীব জীবত্ব ত্যাগ করিয়া শান্তি পূর্ণ অমররাজ্যে প্রবেশ করেন। ভগবান শ্রীগীতাতে অতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে সাধন দ্বারা আমার লাভ কর, তবে তোমার অহং-বুদ্ধি ত্যাগ হইবে। আবার বলিতেছেন যে সদ্‌গুরুর উপদেশ-সাধন দ্বারা সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য মিত্র ও কৃপালু, মমত্বহীন, নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখে সমভাব, ক্ষমাশীল, সদা-সন্তুষ্ট, যোগী সংযতচিত্ত, মদ্বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য ও আমাতে মনোবুদ্ধি-সমর্পণকারী যে আমার ভক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। শাস্ত্রে ভগবান বলিয়াছেন "যে শাস্ত্র অনন্ত, বহুদিনে তাহা বিদিত হইতে হয়, এদিকে কাল ক্ষণস্থায়ী, রোগ-শোকাদি বহুবিঘ্ন দৃষ্ট হয়, অতএব হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে কেবল সারাংশ গ্রহণ করে সেইরূপ সাধনতত্ত্বই সাধকের গ্রাহ্য। সারাৎসার শ্রীগুরু-দেব যাহা সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সাধনা করিতে করিতে শাস্ত্ররূপী শ্রীনিত্যগোপাল দর্শন হয়।

একমাত্র নিখিল-বিশ্ব-মানবে যখন সেই নিত্যরূপ দর্শন হয় তখন জীবের আর কোন কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। তাহা ঠাকুর আমা-দের অতি স্পষ্টতর রূপে বলিয়া গিয়াছেন। আবার তিনিই বলিয়াছেন "যে কেবল বাহিরে দেখাইবার জন্য ভজন সাধন করিতে নাই।" তবে কি ভজন সাধন একেবারে করিবে না তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি বলিতেন যাহারা নিত্যদাস বা নিত্য-আশ্রিত তাহাদের কোন কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না, আবার ভজন সাধন করিলেও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

ভগবান অর্জ্জুনকে শ্রীগীতাতে ১২শ অধ্যায়ে ৯ম ও ১০ম শ্লোকে বলিয়াছেন যে :—

অথচিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়িস্থিরম্।
অভ্যাস-যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্ম-পরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বণ্‌ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০

অর্থাৎ—হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থির না রাখিতে পার তবে অভ্যাস-যোগ (অর্থাৎ সাধনা) দ্বারা অর্থাৎ সদ্‌গুরূপদিষ্ট উপায় দ্বারা আমাকে পাইতে যত্ন কর

আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তবে আমার কর্ম্মে নিরত হও। কেবল আমার জন্য (অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া শ্রীনিত্যকে লক্ষ্য করিয়া) সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও শ্রীনিত্যগোপাল লাভ হইবে।

যিনি যাহা চাহেন তিনি তাহাই পান। সাধনানুরূপ সিদ্ধি হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি ও জ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করিয়া থাকেন তিনি সেইরূপ ভক্তি ও জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন; যে ব্যক্তি সংসার ভালবাসেন সে ব্যক্তি আপনার সাধনানুযায়ী সংসারে বিচরণ করেন; সেইজন্য এই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি অগাধ ধনসম্পত্তি পাইয়া শ্রীভগবানের নাম পর্য্যন্ত করেন না; আবার কোন ব্যক্তি ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করিতেছেন, তিনি কতই ধার্ম্মিক ও ভগবানের কতই দয়া তাঁহার উপর, যদিও তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতেছেন অন্তরে তাঁহার ভগবানের দয়াতে পরমানন্দ। আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন কোন ধনী আপনার বিষয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া এই শ্রীনিত্যগোপালকে লাভ করিবার জন্য কতই উৎসুক হইয়া বেড়াইতেছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে যাহার যেমন সাধনা তাহার সেইরূপ সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। যিনি আত্মতত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ তিনিই আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন; শ্রদ্ধাই সাধকের সাধনার প্রধান উপায় এবং জননী-স্বরূপা। সাধনা করিতে করিতে জ্ঞান হয়, তাহাতে জীবের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয় সেই জ্ঞানলাভ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আমরা কি পরিমানে অজ্ঞ ছিলাম; যতই আমরা জ্ঞান লাভ করি ততই বুঝিতে পারা যায় যে কত অজ্ঞানই ছিলাম এবং তাহাতে লজ্জিত হইতেও হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা বিনয়ী নিরহঙ্কারী হওয়া প্রয়োজন, জ্ঞানী ব্যক্তির কামনাহীন হওয়া আবশ্যক। যাহার মনে কামনা ত্যাগ হইয়া চিত্তে নির্ম্মলতা আসিবে তিনি ততই অন্তররাজ্যে যাইতে সক্ষম হইবেন। অন্তরে পরম পদার্থ লাভ করিবার জন্য সাধনা এবং তাহার জন্য প্রাণ পণ করাই তপ বলিয়া অভিহিত। আপনার চিত্তের মলিনতা দূর করিবার জন্য যে বৈরাগ্য জ্ঞান ধ্যান, প্রভৃতি শান্তি লাভের জন্য তাহাই তপ নামে কথিত হয়। যাঁহারা অধ্যবসায়শীল, কষ্টসহিষ্ণু, ভোগত্যাগী ও বীর্য্যবান তাঁহারাই সেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল লাভ করিয়া থাকেন। কুটিল ভোগপরায়ণ স্বার্থপর ক্রুর হিংসা-পরায়ণ অভিমানী ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি কখনও তাঁহাকে প্রাপ্ত হন না। চেষ্টা-শূন্য, উদ্বেগহীন পুরুষ কখনও সাধনা করিতে পারে না এবং করিতে যাইলেও সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। জীবের শেষ বা চরমলক্ষ্য হওয়া চাই সেই নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল লাভ করা এবং তাহার জন্য সাধনা। সমস্তই মিথ্যা একমাত্র তিনিই সত্য এইরূপ ধারণা করিয়া ধ্যান সাধনা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করাই জীবের উদ্দেশ্য। এইরূপ সাধনা করিলে অবশ্যই তাঁহাকে পাওয়া যায়। এইরূপে সাধনা করিতে করিতে পরাজ্ঞান লাভ হয়; এইরূপ সাধনা করিতে করিতে পরাভক্তিলাভ হয়, ইহাও আমাদের দয়াল ঠাকুর অতি স্পষ্টরূপে বলিয়া গিয়াছেন। তদর্থে যাহা কিছু করা যায় তাহাই কর্ম্ম, তাহাই সাধনা, তবে আপনার চিত্ত হইতে অহঙ্কার-ভাব ত্যাগ করিয়া ঐ সাধনা করিতে হয়। সাধনার সহিত বিশ্বাসের বড়ই বন্ধুত্ব, যেখানে বিশ্বাস সেখানেই সাধনা, সেই খানেই সিদ্ধি। সাধনা করিতে হইলে বিশ্বাসকে সম্মুখে রাখিতে হয়, বিশ্বাস না হইলে কাহাকে সাধনা করিবে? সেইজন্য বিশ্বাসই সত্য বলিয়া বোধ হয়। আমি যদি সত্য-স্বরূপ নিত্যবস্তুকে

বিশ্বাস না করি তবে সাধনা কাহাকে করিব? সাধনা দ্বারা অশ্রু কম্পন প্রভৃতি ভাব সকল আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তাহাতেই সমাধি হয়; ভাব হইতে প্রেমের উদয় হয় তাহা হইতে গুরু-ভক্তির উদয় হয়। অতএব ভাই সকল এস আমরা বিশ্বাস করে জয় শ্রীনিত্য-গোপাল বলিয়া তাঁহার সাধনাতে রত হইয়া তাঁহারই অনুসরণ করি। তাহা হইলে তিনি সর্ব্ব সময় আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কুটিল পথ হইতে আমাদিগকে এই সত্যময় মহা-নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাইবেন।

শ্রীনিত্য-পদাশ্রিত—

শ্রীলালগোপাল ঘোষ।

অর্ঘ্য।

আজি অর্ঘ্য লইয়া বহুদূর হ'তে
এসেছি তোমারি দুয়ারে।
আমি তোমারি আশায় রয়েছি বসিয়া,
দোর খুলে দাও আমারে॥
মোরে আর কত দিন আশায় আশায়,
রাখিবে বসায়ে দুয়ারে।
অর্ঘ্য আমার যাইবে শুকায়ে,
পারিব না দিতে তোমারে॥
এখনও সময় আছে গো জননি,
একবার যদি খোল দয়া করে
এখনও অর্ঘ্য যায়নি শুকায়ে,
রেখেছি যতনে আবেগ ভ'রে॥
একবার মাগো দাও দোর খুলে,
পুরাই মনের বাসনা।
তুমি কল্পতরু কেমনে দুয়ার,
বন্ধ রাখিবে বল না?

শ্রীঅনন্তকুমার হালদার।

"বসন্ত কুটীর।"

এখন উপায় কি?

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদে করি নমস্কার।
জীবের নিস্তার হেতু যাঁর অবতার॥

কয়েক দিনের জন্য সংসারে আসিয়া দৈহিক সুখ ও অকিঞ্চিৎকর স্ত্রীপুত্রাদির সুখের লালসায় অমূল্য মানব জীবনটী বৃথাই অতিবাহিত করিলাম। দুই দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইবার অভিলাষ হইলে পথের অসুবিধা নিবারণের জন্য অগ্রেই তাহার ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিয়া থাকি। কিন্তু আর কয়দিন পরে যখন অনন্তের পথে যাইতে হইবে, তাহার জন্য কি ব্যবস্থা করিলাম? সে পথের অসুবিধা নিবারণের ত কোনই উপায় করিলাম না, তাই ভাবিতেছি এখন উপায় কি?

সংসারে প্রবেশ করিয়া এযাবৎকাল একরূপ সুখে দুঃখে কাটিয়া গেল; সংসারে সুখের অনুসন্ধানে অনেক দুঃখই ভোগ করিলাম, সুখের আশায় পদে পদে প্রতারিত হইলাম, তথাপি আমার বুদ্ধিমত্তার ও দূরদর্শিতার অভিমান ঘুচিল না। সকল কার্য্যেই আমার বিদ্যা, বুদ্ধি ও পারদর্শিতার গৌরব করিয়া থাকি। বিচার করিয়া দেখিলে সেরূপ কিছুই মনে হয় না। সাধারণ জীবে ও মনুষ্যে বিশেষ পার্থক্য কোথায়?

নিদ্রা-ভয়াদি সকলেরই সমভাবে বিদ্যমান ; বরং বিচার করিয়া দেখিলে মনুষ্য হইতে অনেকাংশে পশুরা শ্রেষ্ঠ। সে যাহা হউক, শ্রীভগবান কৃপা করিয়া পশ্বাদি হইতে মনুষ্যকে দুইটি গুণ অধিক দিয়াছেন। এক বুদ্ধি, অপর ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই, এখন বুদ্ধির বিষয়েই পর্য্যালোচনা করা যাউক।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। শ্রীভগবানই একমাত্র নিত্য সত্য ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য করুণানিদান পরমেশ্বর কৃপা করিয়া মনুষ্যকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন ; কিন্তু হায় আমরা কি হতভাগ্য ! পূর্ব্বে মনীষীরা যে বুদ্ধি-বলে ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, যে বুদ্ধির প্রভাবে সদসৎ বিচার পূর্ব্বক অনিত্য মায়া-পরবশ হইয়া ঐকান্তিকী-ভক্তি-সহায়ে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া গিয়াছেন আমরা কিনা সেই বুদ্ধি সহায়ে পুনঃ পুনঃ অনিত্য সংসারে জড়ীভূত হইয়া অনন্ত নরকের পথে পাতিত হইতেছি। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

তাই ভাবিতেছি এখন উপায় কি ? জগতে পরিবর্ত্তন-শীল কালের পরিবর্ত্তনে সকল বস্তুরই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ! বাল্য ও কৈশোর ক্রীড়া-রসে, যৌবনে বিলসিতার ও কতকগুলি দুর্ব্বাসনার বশীভূত হইয়া যায় ; লৌকিক জীবনের কোন তত্ত্বই হৃদয়ে স্থান পায় না। প্রৌঢ় অবস্থাও গত-প্রায় ; জীবনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের অবস্থার পরিবর্ত্তন দৃষ্টে এখন নানা প্রকার ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। কত আসিল কত গেল ; আমার সাক্ষাতেই কত লোক মরিয়া গেল। নিজেই কোমর বাঁধিয়া কত লোকের সৎকার করিয়া আসিলাম ; চক্ষের উপর কত ঘটনা ঘটিয়া গেল, এত দেখিয়াও ত আমার চৈতন্য হইল না। এক দিন যে আমাকেও মরিতে হইবে, মায়া-পিশাচীর কুহকে পড়িয়া সে ভাবনা হৃদয়ে একবারও স্থান পায় নাই ; যত বার্দ্ধক্য দেখা দিতেছে ; দৈহিক ও মানসিক শক্তি সকল দেহের সঙ্গে সঙ্গেই শিথিল ভাবাপন্ন হইতেছে ; পূর্ব্বের ন্যায় সে সাহস, সে উদ্যম নাই ; সর্ব্বদাই মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রাণ আকুল ; সর্ব্বদাই মনে হয় কোন দিন বা সাধের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। তাই শেষের দিন মনে করিয়া হতাশ-প্রাণে ভাবিতেছি এখন উপায় কি ?

জন্মিলে মৃত্যু নিশ্চয় আছে। শ্রীভগবানও এই কথায় সায় দিয়া বলিতেছেন "জাতস্যহি ধ্রুবং মৃত্যুঃ"—পাশ্চাত্য মনীষীরাও বলিতেছে—"Man is born to die" তখন আমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে ; মরণের হাত এড়াইবার উপায় নাই। শাস্ত্র-বাক্যে জানিলাম কর্ম্মানুসারে স্বর্গ নরকও আছে আর তাহা এই দেহত্যাগের পরই ভোগ হয়। আমার কৃতকার্য্য চিন্তা করিলে স্বর্গে যাইবার মত কার্য্য আমার নাই ; তাহা কেবল নরকের পথ পরিষ্কারের হেতু হইয়াছে ; বুঝিলাম আমি নিজেই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। এখন উপায় কি ? শ্রীভগবান আমার মত হতভাগ্য মায়াবদ্ধ মহাপাতকী জীবের নিস্তারের কি কোন উপায় করেন নাই ? ভুবন-পাবন মহাজনগণের চরণ আশ্রয় করিয়া দেখি তাঁহারা কি বলেন। ভক্তশিরোমণি কৃষ্ণদাস কবিরাজ পতিত জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া একটু ইঙ্গিতে বলিতেছেন ;—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-বাণী অমৃতের ধার।
তেঁহো যে কহেন বস্তু সেই বস্তু সার॥

কবিরাজ গোস্বামীর উপদেশ-মতে বুঝা গেল শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উপদেশই পতিত জীবনের একমাত্র নিস্তারের উপায়।

ভাল ! কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই বা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখা যাউক ; শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি—

নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। ১
সর্ব্বমাত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥
নাম-সংকীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থ নাশ (২)।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস ॥

আরও নিশ্চয় করিয়া কলির জীবকে জানাইতেছেন

"কৃষ্ণনাম (৩) সংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম"
"নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন।"
"হেলায় মুকুতি পাবে, পাবে প্রেমধন ॥"

সর্ব্বশেষ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া দয়াল মহাপ্রভু ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছেন।

"ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া সদা কহে গৌরধাম।
অনিন্দুক হয়ে সদা লহ কৃষ্ণনাম ॥"

সাধন-ভজনে অপরাধের ভয়টাই বড় বেশী। ক্ষুদ্র পতিত জীব অপরাধ বাছিয়া সাধন ভজন করিতে পারিবে না বুঝিয়াই দয়াল গৌরচাঁদ সাধনের সহজ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু বলিতেছেন,—জীব! অপরাধের দিকে তাকাইওনা, আমি তোমার কোন অপরাধই দেখিব না, কেবল আমার একটি মাত্র কথা রাখ ; 'অনিন্দুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, তাহা হইলে তুমি প্রেমধনে ধনী হইবে, তোমার সর্ব্বানর্থ নাশ ও সর্ব্বশুভোদয় হইবে।"

একটী চিন্তার শেষ হইতে না হইতে আর একটী নূতন চিন্তা হৃদয়ফলকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মহাজনেরা একবাক্যে বলিয়া আসিতেছেন "মোক্ষ মূলং গুরোঃ কৃপা।" "গুরুতত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্ব-সার।" শ্রীগুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিলেই সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয়। শ্রীগুরুর ভজনেই যখন সর্ব্বসিদ্ধি হয় তখন আবার গৌর-ভজনের আবশ্যক কি ? গৌরতত্ত্ব কি ? একটু দেখা যাউক।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায়

* * * *

কেহ পড়ে লক্ষ্মী-স্তব কেহ চণ্ডী স্তুতি।
সবে স্তুতি পড়ে যাহার যেন মতি ॥

* * *

যার যেই মত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার ॥

* * *

এক অবতার ভজে না ভজয়ে আর
কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার
বলরাম শিব প্রতি প্রীতি নাহি করে
ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এসব জনেরে।

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

আমাদের ঠাকুরের রচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগ্রন্থে ঠাকুরের উক্তি।

(১) কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"
শ্রীনারদীয় পুরাণ।

(২) যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈঃ যজন্তি হি সুমেধসঃ।
শ্রীমদ্ভাগবত।

সঙ্কীর্ত্তনাদেব ভগবান হৃদি সত্ত্ব প্রকাশতে।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (?)।

শাক্তোবা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা সৌর এব বা
গাণপত্যো লভেৎ কর্ণশুদ্ধিং নামানুকীর্ত্তনাৎ
(পুরাণ বিশেষ) ঠাকুরের উক্তি।

(৩) ত্রিপুরাখ্যা মহাদেবী সৈব রাধা নসংশয়ঃ।
যা রাধা সৈব কৃষ্ণ স্যাৎ যঃ কৃষ্ণঃ সশচীসুতঃ ॥
(সাধনোল্লাসতন্ত্র) ঠাকুরের উক্তি।

কমলা-পার্ব্বতী-দয়া-মহানারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগত-জননী ॥

"যেই গুরু সেই কৃষ্ণ সেই সে গৌরাঙ্গ।
নিষ্ঠাকরি ভজমন গুরুপদারবিন্দ"॥
আর বিশদভাবে বলিতেছেন
"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে"
শিক্ষা-গুরুকে জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্ত-শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

শ্রীভগবান গুরুরূপে, ভক্তরূপেও অবতাররূপে যুগে যুগে জগতে আগমন করিয়া আমাদের মধ্যে আমাদের মত হইয়া পতিত জীবকে কৃপা করিয়া আসিতেছেন। পতিত জীবের কল্যাণের জন্য তাঁহাকে যে কতবার কতভাবে আসিতে হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, মহাজনেরা শ্রীভগবানের আগমন সংখ্যা স্থির করিতে না পারিয়াই বলিয়াছেন "অবতারার্থসংখ্যেয়া"। শ্রীভগবানের আগমন মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে আগমনই সাধারণ জগতের পক্ষে অতি নিকট কাল। সাক্ষাৎ অবতারী শ্রীভগবান যখন আগমন করেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার সকল তাঁহাতেই অনু-প্রবিষ্ট থাকেন সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন করিলেই সকল দেব দেবী ও সকল অবতারকে ভজন করা হয় (৩) তাই পতিত-পাবন মহাজন-গণ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন "সর্ব্ব অবতার সার গোরা-অবতার।" হে জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ! হে পতিতের বন্ধু শচীনন্দন! হে কাঙ্গালের ঠাকুর গৌর-হরি! এই পতিত নর-পশুটার উপায় কর; তোমা ভিন্ন এ হত-ভাগ্যের আর গত্যন্তর নাই। আমি দোষ-পূর্ণ; তোমার কৃপা প্রার্থনা করিবার সাহসও আমার নাই; তবে মহাজনগণ বলিয়াছেন তুমি অদোষ দর্শী; আমি সেই ভরসায় বুক বাঁধিয়া আজ তোমার দুয়ারে উপস্থিত। প্রভু হে, ঠাকুর হে, দয়াল হে! আমায় দয়া কর। জয় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জয়! জয় শ্রীশ্রীপতিতপাবন জগৎগুরু শ্রীগৌরাঙ্গের জয়। শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণু-প্রিয়ার জয়। প্রভু হে এ দাসকে যে শ্রীমূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ তোমার চরণ তলে টানিয়া লইয়া তাহার চির-পিপাসার শান্তি করিয়াছ তোমার সেই নিত্য-গুরু-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-রূপ মাধুরীর জয়! সমগ্র জগজ্জীবের উদ্ধার পন্থা-প্রদর্শক শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দের জয়!!

দীন নৃত্যগোপাল গোস্বামী।

সদ্‌গুরু

(মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়ীত্ব নাই।)

এক সময় কোন গুরু আকাশমার্গে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিয়া তাঁহার এক শিষ্যকে বলিলেন, "ঐ দেখ আকাশমণ্ডলে জ্যোতিষ্মান সূর্য্যদেব বিরাজ করিতেছেন" ঐ সূর্য্যালোকেই জগৎ আলোকময় হইয়াছে। উহারপানে তাকাইলে উহার তপ্তকাঞ্চনবৎ স্থির-জ্যোতি দেখিতে পাওয়া যায়।" গুরূপদেশ পাইয়া শিষ্য সূর্য্যের পানে তাকাইল। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দেখিলে?" শিষ্য উত্তর করিল "কেবল অন্ধকার।" গুরু বলিলেন "কি কারণে অন্ধকার দেখিলে?" শিষ্য বলিল "বিজ্ঞানের প্রভাবে অন্ধকার দেখিলাম। গুরু বলিলেন "এখানে বিজ্ঞানের প্রভাব কি দেখিলে"? শিষ্য বলিল "আমার চক্ষু-মণির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক-স্নায়ুগুলিকে সূর্য্যরশ্মির প্রবল উত্তাপে ঝলসাইয়া দেওয়ায় আমি কেবল অন্ধকারই দেখিলাম।" গুরু বলিলেন "আচ্ছা, বিজ্ঞানের প্রভাবে এমন কি কোন উপায় হইতে পারেনা যাহা দ্বারা স্থির-চক্ষে দৃষ্টিতে ঐ সূর্য্যকে দেখা যাইতে পারে?"

শিষ্য উত্তর করিল "হাঁ, অনেক প্রকার উপায় হইতে পারে ; এমন কি সামান্য এক খণ্ড স্বচ্ছকাচের উপর অঙ্গার-চূর্ণের প্রলেপ লাগাইয়া দেখিলেও স্থির-চক্ষে দৃষ্টি হইতে পারে। গুরু বলিলেন" "উত্তম উপায়। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে বিজ্ঞানের দ্বারাই বিজ্ঞানের চাকৃচিক্য ধ্বংস হইয়া আসল বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে। এবং অন্ধকার হইতেও আলো বাহির হইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে স্বচ্ছকাচরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞান রূপ মায়ার ভিতর দিয়া জগৎ প্রকাশক সচ্চিদানন্দ সূর্য্যকে দেখা যাইবেনা কেন? যদি ভক্তের একাগ্রতা থাকে তাহা হইলে ঐ মায়াকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই তাহা হইতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে দেখিতে পাইবে। জীব মায়াতীত হইতে পারে না বলিয়াই জীবকে মায়ার ভিতর দিয়াই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে দেখিবার চেষ্টা করিতে হয়। যদি কেহ বলেন, আমি মায়াতীত, তাহা হইলে আমি বলি তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। কি যতি, কি সন্ন্যাসী, নগরে, বনে, পর্ব্বতে বা সমুদ্র গর্ভে যেখানেই থাকুন না কেন সেইখানেই মায়া তাঁহাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এবং তাঁহাদের অঙ্গের প্রত্যেক পরমাণু ও মন অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিবে। আমার মতে মনই মায়া, কারণ আমি বুঝিয়া থাকি যে মনের দ্বারাই মায়ার কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। এই জন্যই বুঝি, যদি জ্ঞানে ও মনে একযোগ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার ত্যাগ না হইলে জ্ঞানে ও মনে একযোগ হইতে পারে না। সুতরাং মায়ারও ত্যাগ হইতে পারে না।" শিষ্য বলিল "পূর্ব্ব সংস্কার ত্যাগ না হইলে যদি মায়া-ত্যাগ না হয়, তবে বিবেকের সহিত মনের যোগ হইবার উপায় কি?" গুরু বলিলেন "ইহার উপায় নানাবিধ; তাহার মধ্যে কতকগুলি কষ্টসাধ্য আর কতকগুলি সহজ-সাধ্য। যদি কেবল অভ্যাসযোগ দ্বারা মনকে বিবেকের পথে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে অবিদ্যা মায়া নানাপ্রকার অযথা বিচারশক্তি-প্রয়োগ করিয়া মনকে দূরে লইয়া যাইতে থাকে ; তাহার ফলে সাধক দীর্ঘজীবী হইলেও সে জীবনে সম্ভবতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। কিন্তু যদি প্রেমভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অবিদ্যামায়া, প্রেমভক্তির রূপের প্রতাপে তিষ্ঠিতে না পারিয়া স্নিগ্ধশীল জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। তখন বিচারবুদ্ধি বা তর্ক বিতর্ক কিছুই মনে স্থান পায় না। এই জন্যই জীবের প্রেমভক্তিকে অবলম্বন করিয়া সাধনা করাই কর্ত্তব্য। প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিষ্কাম ভালবাসার নামই প্রেম এবং সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা রাখার নামই ভক্তি।

সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মের প্রতি যাঁহার নিষ্কাম ভালবাসা জন্মিয়া থাকে, তাঁহারই পূর্ব্ব সংস্কার ত্যাগ হইতে পারে এবং তাঁহারই বিশুদ্ধ প্রেম লাভ হইতে পারে বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিতে পারেন তিনিই বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করিতে পারেন, নচেৎ হইবার নহে। কারণ আত্মনিবেদন ব্যতীত নিষ্কাম প্রেম হইতে পারেনা। এই আত্মনিবেদন-প্রেমের গুণে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় দাস দাসীকে দর্শন দিয়া থাকেন এবং আলিঙ্গন দিয়া থাকেন। এই জন্যই যিনি সদ্গুরু, তিনি তাঁহার শিষ্যকে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অনুসরণ করাইয়া নিষ্কাম প্রেমের সাধনাই উপদেশ দিয়া থাকেন। যে সাধক গুরুবাক্য ধ্রুব জানিয়া নিষ্কাম প্রেমের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, অনিয়-

লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি তাঁহার আর সাধনা করিতে হয় না। জগতে সূর্য্যের আলো প্রকাশ হইলে যেমন চাঁদের আলো বা বাতির আলো আর আবশ্যক হয়না, সেইরূপ ভক্তের হৃদয়ে নিষ্কাম প্রেমের উদয় হইলে আর অষ্টসিদ্ধি লাভ করিবার প্রয়োজন হয় না। তখন অষ্টসিদ্ধি বা মুক্তি আপনা হইতেই আসিয়া সেই ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকে। প্রেমিক সাধক তখন অষ্টসিদ্ধিকে পাইয়াও তাঁহার মধ্যে আশ্রয় দিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ নিষ্কাম প্রেমে যত আনন্দ উপভোগ হয়, তত আনন্দ কোন সিদ্ধি লাভেই হইতে পারে না। সে আনন্দ যে পাইয়াছে সেই বুঝিয়াছে অন্য লোককে বুঝাইবার উপায় নাই। বুঝাইতে হইলে প্রেম দান করিয়া বুঝাইতে হয়। অথবা যাঁহার গুরুপদে মতি থাকে, গুরুকৃপাবলে সেই সাধক নিশ্চয়ই নিষ্কাম প্রেম লাভ করিয়া থাকে। শিষ্য বলিল প্রভু! এতক্ষণ বেশ শুনিতেছিলাম কিন্তু এইবারে বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলাম।" গুরু বলিলেন "কোন্ কথায় বিষম সমস্যায় পড়িলে?" শিষ্য বলিল "যদি বিশ্বাস না রাখিতে পারে, তাহা হইলে শিষ্যের উপায় কি হইবে?" গুরু বলিলেন—বিশ্বাস রাখিতে না পারেতো মন রাখিবে?" শিষ্য বলিল "তাইবা সম্ভব কিসে? বিশ্বাস না থাকিলে মন স্থির থাকিবে কেন?" গুরু বলিলেন "যেমন কোন একটি ব্যাধি আরোগ্যের জন্য কোন একটি ঔষধে বিশ্বাস না থাকিলেও তাহা পুনঃ পুনঃ খাইবার জন্য মন হইতে পারে, সেইরূপ গুরুবাক্যে বিশ্বাস না থাকিলেও গুরুর প্রতি মন রাখিতে পারা যায়; যে ব্যক্তি অকপট-হৃদয়ে গুরুর প্রতি মন রাখিয়া পড়িয়া থাকে, তাহার ক্রমে ক্রমে বিশ্বাসও জন্মিয়া থাকে। কারণ তখন গুরু সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিশ্বাসের সম্পত্তি দান করিয়া থাকেন। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ গুরুকরণের সময় হইতেই গুরুর প্রতি বিশ্বাস রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ যুক্তি দিয়া গিয়াছেন। যার গুরু-বিশ্বাস নাই, সেই ব্যক্তি পশুর সমান। কুব্জিকা-তন্ত্রের সপ্তম পটলে বলিতেছেন যে যে ব্যক্তি পশু-ভাবাপন্ন তাহার—

"মন্ত্রেচাক্ষরবুদ্ধিশ্চ অবিশ্বাসো গুরৌসদা?"

অর্থাৎ তাহার ইষ্টমন্ত্রে অক্ষর জ্ঞান এবং গুরুর প্রতি সর্ব্বদাই অবিশ্বাস হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই গুরুতে অবিশ্বাস রাখেন না। যিনি সংসার-সুখ-ত্যাগী বা সাধু, তিনি গুরু হইবার যোগ্য ইহা বুঝিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কৃত মণিরত্নমালায় বলিতেছেন—

"কোবা গুরু যো হিতোপদেষ্টা।
শিষ্যস্তু কো যো গুরুভক্ত এব॥" (ক)

অর্থাৎ যিনি হিতোপদেষ্টা তিনিই গুরু এবং যিনি গুরুভক্ত তিনিই শিষ্য। শঙ্করাচার্য্য এমন কথা বলিলেন না যে, যিনি রূপবান, নীরোগ, বিদ্বান বা উপবীতধারী, তিনিই গুরু হইবার যোগ্য। তাহা যদি হইত তাহা হইলে কেহ কাহাকেও গুরু করিতেননা, তাহা হইলে পরস্পর সকলেই আপন আপন গুরু হইয়া বসিতেন। কারণ এই শ্রেণীর লোক জগতে বিরল নয়। কিন্তু তাহা হইবার নহে, যত বড় বিদ্বান হউন না কেন, যদি তিনি গুরু-করণ করিয়া গুরুতে বিশ্বাস না রাখেন, তবে তাঁহার সে বিদ্যা যে ভ্রম-পরিপোষক তাহার আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এমনকি বেদতত্ত্ববিদ নারদঋষি এবং সর্ব্বত্যাগী শুকদেব গোস্বামীকেও যোগ্যব্যক্তির নিকট গুরূপদেশ লইতে হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে যিনি 'হিতোপদেষ্টা' তিনিই গুরু হইবার যোগ্য। হিত শব্দে মঙ্গলকেই বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইলে ইহাই বুঝাইতেছে যে

যিনি জীবকে মঙ্গল উপদেশ দেন, তিনিই হিতোপদেষ্টা। এস্থলে জীবের মঙ্গল কি, যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে জীবকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করা ব্যতীত জীবের মঙ্গল আর কিসে হইতে পারে? জনকঋষি শুকদেবকে হিতোপদেশ দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি নিজে সংসারী হইয়াও সর্ব্বত্যাগী শুকদেবের গুরু হইয়াছিলেন। কখন কখন দেখা যায় অথবা বলিতে হইবে যে কে অন্ধ, কে চক্ষুষ্মান্ তাহা চিনিবার শক্তি অনেকের থাকে না। যে অন্ধ ব্যক্তি পথানুসরণ করিয়া আপন হাট বাজার করিয়া লইতে পারে, সেই অন্ধ ব্যক্তি অন্য অন্ধ ব্যক্তিকেও গন্তব্য পথে লইয়া যাইতে পারে। (১) যে শিক্ষক কখন কাশীধামে গিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করেন নাই সেই শিক্ষক কাশীধামের মানচিত্র বুঝাইয়া তাঁহার ছাত্রকে বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, এবং শিক্ষকের সেই উপদেশানুসারে যদি সেই ছাত্র কাশীধামে গিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দির-প্রবেশের পথ চিনিয়া লয় তাহা হইলে তাহার বিশ্বেশ্বরেরও দর্শন লাভ হইয়া থাকে। (২) এইরূপ ঘটনায় যদি ছাত্র কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে সেই শিক্ষক বিশ্বেশ্বর সম্বন্ধে অন্ধ কি চক্ষুষ্মান্ তাহা কে বলিতে পারে? কলিকালে বাহ্যজগতে সাধু চিনিয়া লইয়া বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কারণ পৃথিবী শস্য-শূন্য হওয়ায়, অরণ্য সমূহ ফল-শূন্য হওয়ায় এবং পার্ব্বত্য প্রদেশ লোকপূর্ণ হওয়ায়, অনেক বিষয়ত্যাগী ভেকধারী সাধু ব্যক্তিকেও নগরে আসিয়া ভোগী হইতে হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগকে সংসারী লোকের চিনিবার উপায় কি? ভোগী হইলেই যে অসাধু হইতে হয় শাস্ত্রে এমন কোন বিধি দেওয়া নাই। কেবল এইমাত্র দেখা যায় যে ভোগবিলাস ত্যাগ করিলে অপরিগ্রহ-বৃত্তির স্ফুরণ হয়। অপরিগ্রহ অর্থে কোন দ্রব্য গ্রহণ না করা। কিন্তু জগতে এমন কোন মনুষ্য নাই যিনি আপন দেহ ও জীবনের জন্য গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ না করিয়া জীবন রক্ষা করিতে পারেন; ত্যাগী সাধু ব্যক্তিকেও পৃথিবী হইতে শস্য গ্রহণ করিতে হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ।

(১) কোন অপরিচিত নূতন প্রদেশে উহা কিরূপে সম্ভব? তবে যদি কোন চক্ষুষ্মানের কৃপায় কোন চক্ষুহীন কোন পন্থাবিশেষে গমনা গমনের সুন্দর অভ্যাস পাইয়া থাকেন তবে তিনি কথঞ্চিৎ পারেন বটে কিন্তু এরূপ স্থলে উক্ত চক্ষুহীন নিজের কৃতীত্ব প্রচার করেন না এবং তাঁহার চক্ষুষ্মান নিজ গুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘনে বিন্দুমাত্র প্রয়াসও করেন না। বস্তুত চক্ষুহীন ও চক্ষুষ্মান এই উভয় পথপ্রদর্শকের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ নয় কি? চক্ষুহীন অপেক্ষা চক্ষুষ্মানের আশ্রয় গ্রহণও বুদ্ধিমানের কার্য্য নয় কি? কার্য্য দোষাবহ নহে—উদ্দেশ্যই দোষগুণের হেতু।

(২) লেখক এস্থলে বোধ হয় প্রভূত-অধ্যবসায়শীল তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্রের কথা বলিতেছেন। ঐরূপ ছাত্রের পক্ষে উক্ত শিক্ষকের নিকট চিত্র-দর্শন উপলক্ষ্য মাত্র। ঐরূপ আকাঙ্ক্ষাবান ছাত্র ঐরূপ মান-চিত্র না দেখিলেও রেলগাড়ীতে উঠিয়া একখানি টাইম-টেবল লইয়া পথিকের সাহায্যেই কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারেন; তবে সঙ্গে একজন ভাল পাণ্ডা থাকিলে বোধ হয় অতি সহজে উদ্দেশ্য সফল হয়। অধ্যবসায়ী শিষ্যের পন্থা কেহই রোধ করিতে পারে না ইহাই বোধ হয় লেখকের অভিপ্রায়।

সম্পাদক—

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।
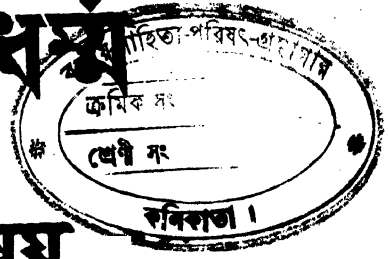
শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

২য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬১। সন ১৩২২, ভাদ্র। } ৮ম সংখ্যা।

যোগাচার্য্য

শ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

পরমাত্মা।

স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেহস্থ হইলেও হয় না।

পরমাত্মা দেহস্থ হইলেও নির্ব্বিকার, তিনি দেহস্থ ও অদেহস্থ উভয় অবস্থাতেই নির্লিপ্ত, নিঃসঙ্গ, নিত্য ও নির্গুণ। তাঁহার নির্গুণ।১

'ক' যে প্রকার 'খ' সে প্রকার নহে, ব্যঞ্জনবর্ণের অন্যান্য বর্ণও সে প্রকার নহে। অথচ 'ক'র মধ্যে যে 'অ'কার আছে অন্যান্য ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যেও সেই 'অ'কার আছে। নানা প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে এক পরমাত্মাই বিরাজিত। ২

আকাশ অধঃউর্দ্ধে পরিপূর্ণ। গৃহমধ্যস্থ আকাশে ও গৃহ-বহিস্থ আকাশে কোন প্রভেদ নাই। যে জিনিষ সর্ব্বকালেই নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ তাহা গৃহস্থ ও গৃহ-বহিস্থ হইয়া সমানই থাকে, অভেদই থাকে। তাহাতে লক্ষ লক্ষ আবাস নির্ম্মাণ করিলেও খণ্ড হয় না, অখণ্ডই থাকে। প্রত্যেক আবাসের ইষ্টকে, প্রত্যেক উপকরণে পর্য্যন্ত যাহা পরিপূর্ণ তাহা কখনই খণ্ড হয় না, তাহা কখনই সবিকার হয় না। আকাশের উপরে আবাস নির্ম্মাণ করিলেও যা'না করিলেও তা'। কৈ, উভয় অবস্থাতেই আকাশের কোন পরিবর্ত্তন দেখি না। আকাশ কখন খণ্ড হয় না। তাহা সর্ব্বাবস্থাতেই অখণ্ড। তবে অতি স্থূল দৃষ্টিতে গৃহমধ্যস্থ আকাশকে খণ্ড রূপে প্রতীয়মান হয় বটে। তাহা খণ্ডরূপে প্রতীয়মান হয় অথচ আকাশের অবস্থার ও স্বভাবের কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। পরমাত্মা দেহস্থ হওয়া প্রযুক্ত স্থূল দৃষ্টিতে ঐ প্রকার ঘটাকাশের ন্যায় আপাততঃ তাঁহাকেও খণ্ড বলিয়া বোধ হয় বটে। কিন্তু বাস্তবিক ঐ আকাশের ন্যায় তাঁহারও স্বভাব ও অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। ৩

আত্মা।

(ক)

জড় জড়কে বোঝে না, জড়ের জড়কে বুঝিবার ক্ষমতাও নাই। আত্মার জড়কে বুঝিবার ক্ষমতা আছে। সেই জন্য আত্মাই জড়কে বোঝেন। ১

জড় জ্ঞানী নহে, জড়ের জ্ঞানও নাই। জড়ের জ্ঞান ছিলও না, জড়ের জ্ঞান হইবেও না। 'জড় আছে' এই যে জ্ঞান, ইহাও জড়ের নাই। জড় সম্বন্ধীয় জ্ঞান আত্মারই আছে। আত্মা জ্ঞানী, আত্মারই জ্ঞান আছে। ২

জড় ত' অকর্ত্তা। আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য বাড়াইতে পারিবে না। জড় নিষ্ক্রিয়। আত্মাকে নিষ্ক্রিয় বলিলেও তাঁহার মাহাত্ম্য বাড়িবে না। ৩

যিনি বুঝিতে পারেন তিনি অগ্রে আপনাকেই বুঝিতে পারেন। আত্মার বুঝিবার ক্ষমতা আছে। সেইজন্য আত্মা বুঝিতেও পারেন। আত্মা বুঝিতে পারেন বলিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে আপনাকেই বোঝেন। ৪

বুঝিবার ক্ষমতা কেবল আত্মারই আছে। ৫

তুমি আত্মা। তোমার মতন অন্য কিছুই নাই। তোমার চিত্র করিবারও কাহারও ক্ষমতা নাই। সেই জন্য তোমার চিত্রও কেহ করিতে পারে না। তোমার দেহের চিত্র করা যাইতে পারে। ৬

তোমার দেহ এবং তোমার দেহের চিত্র অভেদ নহে। মূর্ত্তি, প্রতিমূর্ত্তি অভেদ নহে। ৭

চৈতন্যের চিত্র হয় না। জড়ের চিত্র হইতে পারে। ৮

(খ

তুমি দেহে থাকিতেও দেহ কোন প্রকার সুখ কিম্বা দুঃখ ভোগ করে না, তুমি দেহত্যাগ করিলেও দেহ কোন প্রকার সুখ কিম্বা দুঃখ ভোগ করে না। তোমার দেহ যদি সুখ কিম্বা দুঃখভোগী হইত তাহা হইলে তুমি দেহত্যাগ করিলেও তাহার সুখ অথবা দুঃখ ভোগ হইত। ঐ দেহ, ঐ দেহে যে দেহী ছিল সে উহা পরিত্যাগ করিয়াছে, এক্ষণে ঐ দেহ খণ্ড খণ্ড করিলেও ঐ দেহ কষ্ট বোধ করে না, ঐ দেহে

প্রস্রাব করিলেও ত' ঐ দেহ অসন্তুষ্ট কিম্বা রাগত হয় না, কিম্বা কোন আপত্তি ত' করে না। সেই জন্যই বলি দেহ কোন প্রকার ফল-ভোগী নহে। ১

ত্রিবিধ শরীরের মধ্যে কোন শরীরই কর্ম্মকর্ত্তা নহেন। ত্রিবিধ শরীরই কর্ম্ম করিবার ত্রিবিধ যন্ত্র মাত্র। কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং আত্মা। ঐ ত্রিবিধ দেহের মধ্যে থাকিয়া আমি খাব, আমি যাব, আমি বলিব, আমি করিব প্রভৃতি যিনি বলিতেছেন, তিনিই আত্মা। অনাত্মা ত্রিবিধ দেহ। ২

'আমি আত্মা নই' শঙ্করাচার্য্যও বলেন নাই। তিনি 'অহমাত্মা'র প্রয়োগ কত গ্রন্থেই করিয়াছেন। ৩

আমি স্থূল দেহ নাই, আমি সূক্ষ্ম দেহ নই, আমি কারণ দেহ নই। আমি ঐ তিন প্রকার দেহ ব্যতীত এক প্রকার পদার্থ। সেই পদার্থকেই নানা শাস্ত্রে আত্মা বলা হইয়াছে। আত্মা নিত্য, সুতরাং তাহা মিথ্যা নহে। মিথ্যা যাহা তাহা নিত্যও নহে, অনিত্যও নহে। ৪

এই স্থূল দেহযন্ত্র যদি কোন প্রকার ফলভোগী না হয় তাহা হইলে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকল সূক্ষ্ম যন্ত্রই বা কোন কর্ম্ম ফল ভোগ করিবে কেন? দেহী জীবাত্মাই কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। ৫

অসিদ্বারা হত্যা করিলে, অসি সেই হত্যাজনিত ফল ভোগ করে না। যিনি হত্যা করেন, তিনিই ভোগ করেন। দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণ, অহঙ্কার দেহী-আত্মার কর্ম্ম করিবার নানা যন্ত্র। সেই সকল যন্ত্র দেহী-আত্মার কৃত কোন কর্ম্মফলই ভোগ করে না। ৬

আত্মার সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে ত্রিবিধ দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণ ও অহঙ্কার জড়। ৭

এই স্থূল দেহ কর্ম্ম সম্পাদন করিবার যন্ত্র; মন, বুদ্ধি ও সকল ইন্দ্রিয় অন্তরা কর্ম্ম সম্পাদন করিবার যন্ত্র। স্থূল দেহ কর্ম্ম সম্পাদন করিবার স্থূল যন্ত্র; মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণ, অহঙ্কার প্রভৃতি সূক্ষ্ম যন্ত্র। ঐ সকল যন্ত্র। আমি যন্ত্রী, আমি কর্ত্তা। কর্ম্মফল ঐ সকল যন্ত্র ভোগ করে না, আমিই কর্ম্মফল ভোগ করি। ঐ অসি দ্বারা তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ। হত্যা করার জন্য ঐ অসির কি ফাঁসি হইবে? হত্যা করার জন্য ঐ অসির কি যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড হইবে? তাহা কখনই হইবে না। ঐ অসি দ্বারা যিনি হত্যা করিয়াছেন তাঁহারই দণ্ড হইবে। ফাঁসি হইবার প্রয়োজন হয় ত' তাঁহারই হইবে, যাবজ্জীবন কারাবাসের প্রয়োজন হয় ত' তাঁহারই হইবে। স্থূল দেহদ্বারা, মনদ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়দ্বারা, অহঙ্কার দ্বারা কতই পাপপুণ্য করা হয়। কিন্তু ঐ সকল যন্ত্রের কোন যন্ত্রই পাপপুণ্যের ফল ভোগ করে না। পাপপুণ্যের ফলভোগ দেহী জীবাত্মাই করিয়া থাকে। ৮

আত্মা যন্ত্রী। দেহ আত্মার কর্ম্মসম্পাদন করিবার যন্ত্র। ৯

জ্ঞান আত্মার যন্ত্র, বুদ্ধি আত্মার যন্ত্র, মন আত্মার যন্ত্র, প্রাণ আত্মার যন্ত্র, ত্রিবিধ দেহ আত্মার যন্ত্র। আত্মা স্বয়ং যন্ত্রী, আত্মা কর্ত্তা। ১০

জ্ঞান অবলম্বনে আত্মা কার্য্য করেন, বুদ্ধি অবলম্বনে আত্মা কার্য্য করেন, মন অবলম্বনে আত্মা কার্য্য করেন, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীর অবলম্বনে আত্মা কার্য্য করেন। ১১

আত্মা শক্তিমান। তাঁহাতেই তাঁহার অস্তিত্ববোধিনী শক্তি আছে। তাঁহাতেই ইচ্ছাশক্তি আছে, তাঁহাতেই ক্রিয়াশক্তি আছে। তাঁহাতে অন্যান্য শক্তিও আছে। তিনি যেমন নিত্য, তাঁহাতে যে সকল শক্তি আছেন তাঁহারাও তদ্রূপ নিত্য। ১২

(গ)

নাস্তিক অর্থে ঈশ্বরের যে অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সে নহে। নাস্তিক অর্থে যে অস্তিত্বই স্বীকার করে না। যে অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সে কিছু আছেই স্বীকার করে না। যে কিছু আছে স্বীকার করে না সে ঈশ্বর আছেও স্বীকার করে না, সে নিজে আছেও স্বীকার করে না। নিজে থাকিতে নিজে নাই, কেহ বলিতেই পারে না। যদি কেহ বলে ত' সে পাগল। যখন কৈবল্য লাভ হয় তখন নিজের অস্তিত্বও বোধ থাকে না। নিজের অস্তিত্ব বোধ না থাকিলে অন্য কাহারও অস্তিত্ব বোধও থাকিতে পারে না। যখন কৈবল্য লাভে নিজের অস্তিত্বও বোধ থাকে না তখনই প্রকৃত নাস্তিক হইতে হয়; তখন নিজের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার পর্য্যন্ত শক্তি থাকে না। কৈবল্য ভ হইলে অহঙ্কারের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসম্বন্ধ হইতে হয়। অহঙ্কারের সঙ্গে ব্যক্তভাবে সম্বন্ধ না থাকিলেও নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। নিদ্রায় এবং যোগনিদ্রায় অহঙ্কারের সহিত আত্মার অব্যক্ত সম্বন্ধ হইলেও নিজের এবং অন্য কিছুর অস্তিত্ব বোধ থাকে না। ১

আদি যাহার নাই তাহার উৎপত্তিও নাই। আদি যাহার আছে তাহার উৎপত্তিও আছে। ব্রহ্মের আদি নাই বলা হইয়া থকে সেই জন্য তাঁহার উৎপত্তি নাইও বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মের আদি নাই বলিয়াই তাঁহাকে অনাদি বলা হয়। পরমহংস শঙ্করভগবতের মতে অজ্ঞান অনাদি। ২

কারণ ব্যতীত উৎপত্তি হয় না। কারণ যাহার আছে তাহারই উৎপত্তি আছে। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের "আত্মানাত্ম-বিবেকঃ" নামক গ্রন্থানুসারে অজ্ঞান হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহার ঐ গ্রন্থে আছে,—"অজ্ঞানং কেন ভবতীতিচেৎ? ন কেনাপি ভবতীতি।" সুতরাং "আত্মানাত্ম-বিবেকঃ" অনুসারে আত্মার ন্যায় অনাত্মা-অজ্ঞানকেও অজ বলিতে হয়। ৩

ঐ "আত্মানাত্ম-বিবেকঃ" নামক গ্রন্থে "অজ্ঞান মনাত্মনির্ব্বচনীয়ং" বলা হইয়াছে। বেদান্ত-প্রতিপাদক অনেক গ্রন্থ মতেই ব্রহ্মকে অনাদি ও অনির্ব্বচনীয় বলা হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থে ব্রহ্মের আত্মার সঙ্গে অভেদত্বও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ৪

আত্মাসূর্য্য মায়ামেঘে আবৃত হইলেও তিনি আত্মাই থাকেন। তবে তিনি সে অবস্থায় দিব্যালোক কাহাকেও প্রদান করিতে পারেন না বটে। ৫

স্বর্ণ যদি না থাকিত তাহা হইলে স্বর্ণ-অলঙ্কারও হইতে পারিত না। এই স্বর্ণালঙ্কার ছিল না। স্বর্ণ আছে বলিয়াই স্বর্ণালঙ্কার আছে। স্বর্ণ যেন নিত্য। স্বর্ণালঙ্কার যেন অনিত্য। যেমন স্বর্ণতেই স্বর্ণালঙ্কার লয় হয় তদ্রূপ নিত্যতেই অনিত্য লয় হয়। ৬

সদসৎ ফলভোগ অবিনাশী আত্মাই করেন। ৭

(ঘ)

অহঙ্কার-শূন্য না হইলে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হওয়া যায় না। ১

তোমার অহঙ্কার অনিত্য। তোমার সেই অহঙ্কার ত্রিগুণাত্মক এবং ত্রিবিধ ক্রিয়াশীল। তোমার সেই অহঙ্কারই তোমার জীবত্ব। ২

প্রকৃত আমিত্ব বা অহঙ্কার নাশ ও বিচারে আমি 'আমি নই' বলায় অনেক প্রভেদ। ৩

নির্ম্মল শব্দের অর্থ মালিন্যবিহীন। নির্ম্মল শব্দ হইতেই নির্ম্মাল্য শব্দ। আমার বিবেচনায় সেই জন্যই অজ্ঞান নির্ম্মাল্য নহে। আমার বিবেচনায় অজ্ঞান-ত্যাগই নির্ম্মাল্য। ৪

আত্মা অজ্ঞান-ত্যাগদ্বারা নির্ম্মল হন, সেই জন্য অজ্ঞান ত্যাগই নির্ম্মাল্য। ৫

মৃত্যুকালেও জীবাত্মা দেখা যায় না। এই স্থূল শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেও ত' জীবাত্মা দেখা যায় না। অতএব জীবাত্মাকে নিরাকারই বলিতে হয়। ৬

আমি আকার নই। এই জন্য আমি নিরাকার। আমি আকারবিশিষ্ট। এই জন্য সাকার। ৭

আমি নিরাকার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি আকার হইলে আমাকে আমি দেখিতে পাইতাম। ৮

আমি বৈষ্ণবও নহি, আমি শাক্তও নহি, আমি শৈবও নহি, আমি গাণপতও নহি, আমি সৌরও নহি। আমি উপাধিবিহীন নিরঞ্জন আত্মা। ৯

আমিই আত্মা। আমি যখন কার্য্য করি তখন আমি সক্রিয়। যখন কার্য্য করি না তখন আমিই নিষ্ক্রিয়। যখন আমি কোন কার্য্য করি না তখনও আমাতে নানা কার্য্য করিবার শক্তি থাকে। ১০

আমার মধ্যে সর্ব্বদাই নানা গুণ রহিয়াছে, যখন আমা' থেকে সেই সকল গুণের প্রকাশ হয় তখন আমি সগুণ হই। ১১

তুমি বলিতেছ 'একাত্মা', তুমি বলিতেছ, সেই একাত্মা খণ্ড খণ্ড হয় না। তোমার মতে তিনি নিত্য অখণ্ড। তবে সেই নিত্য অখণ্ড আত্মা বহু জীবত্ব পাইলে তাঁহার একটি জীবত্বের নির্ব্বাণ হইলে তাঁহার অবশিষ্ট জীবত্বগুলি কি প্রকারে থাকে? কারণ একই অখণ্ড আত্মা একই সময়ে বদ্ধ এবং মুক্ত উভয়ই হইতে পারেন না। আত্মা এক্ এবং অখণ্ড হইলে তাঁহার এক্ দেহে জীবত্ব হইতে মুক্তি হইলে অন্যান্য দেহে তাঁহার জীবত্বরূপ বন্ধন কি প্রকারে থাকে? আমার মতে আত্মার মুক্তি হইলে তাঁহার আর বন্ধন থাকিতে পারে না। ১২

ঐ স্বর্ণের সহিত যাহা মিশ্রিত করা হইয়াছে তাহা স্বর্ণ হয় নাই। শিবস্বর্ণে জীবরূপ খাদ মিশাইলে জীবরূপ খাদও শিবরূপ স্বর্ণ হয় না। ১৩

ঐ খাদ-বিশিষ্ট স্বর্ণকে লোক খাদ বিশিষ্ট স্বর্ণ না বলিয়া কেবল স্বর্ণই বলে। কত জীব শিবে লয় হইয়াছে অথচ শিবই বলা হইতেছে। ১৪

যাঁহাকে কখন বদ্ধ হইতে হয় নাই তাঁহাকেও নিত্যমুক্ত বলিতে পার না। বন্ধন ব্যতীত মুক্তির প্রয়োজনই হইতে পারে না। যিনি কখন বদ্ধ হন নাই তাহাকে মুক্ত কিম্বা নিত্যমুক্ত বলিতে পার না। ১৫

শ্রুতি এবং বেদান্ত অনুসারে আত্মা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। দর্শন করাও কার্য্য। সেই আত্মা স্বপ্ন দর্শনও করেন না। সেই জন্য তাঁহাকে কোন অসত্য স্বপ্নও দেখিতে হয় না, সেই জন্য তাঁহাকে কোন সত্যস্বপ্নও দেখিতে হয় না। ১৬

ইংরাজী 'অনার্' শব্দের প্রথমাক্ষর এইচ্ উচ্চারিত হয় না। অথচ ঐ এইচ্ শূন্য 'অনার্' শব্দ হইলে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধ হইবে না। এইজন্য ঐ এইচ্‌টী ঐ শব্দে থাকা আবশ্যক। 'অনার্' শব্দের অনুচ্চারিত ঐ এইচ্‌টী যেন শরীরস্থ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় আত্মা। ১৭

দেহাশ্রয় করিয়া দেহাভ্যন্তরেও বায়ু আছে এবং কিছুকে আশ্রয় না করিয়া বাহিরেও বায়ু রহিয়াছে! বায়ু দেহ আশ্রয় করিয়াও থাকিতে পারে এবং দেহ আশ্রয় না করিয়াও থাকিতে পারে। আত্মা অবস্থা বিশেষে দেহাশ্রয় করিয়াও থাকিতে পারেন এবং দেহাশ্রয় ব্যতীতও থাকিতে পারেন। ১৮

কোন পাত্রে সুগন্ধ পুষ্প সকল রাখিলে, সে সকল পুষ্প স্থানান্তরিত করিলে আর সে পাত্র হইতে সুগন্ধ নির্গত হয় না। দেহরূপ

পাত্র হইতে জীবরূপ পুষ্প স্থানান্তরিত হইলেও জীবনরূপ সৌরভ আর থাকে না। ১৯

সৎ, চিৎ এবং আনন্দ শব্দে দেখান হইয়াছে যে আদি সৎ পরমাত্মা। সেই সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়া জীব। চিন্মায়াতে মধ্যে আচ্ছন্ন থাকে। পরে চিৎ উত্তীর্ণ হইলে সেই জীবের আনন্দ লাভ হয়। ২০

জলের সঙ্গে কৃষ্ণ-বর্ণ মিশ্রিত করিলে জল আর কৃষ্ণবর্ণ যেমন অভেদ হয় তদ্রূপ নর আর নারায়ণ অভেদ। ২১

জগতের প্রায় সকল নাস্তিকের মতেই মৃত্যুর পর আর 'আমি' থাকিব না। তাঁহাদের মতে 'আমি' নশ্বর। বেদান্ত মতে 'আমি' বিনশ্বর। ২২

সর্প আছে তাই রজ্জুতে সর্প-ভ্রমও কখন কখন হইয়া থাকে। সর্প যদি না থাকিত তাহা হইলে কখনই রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইত না। অসত্য আছে তাই সত্যে অসত্যের ভ্রম হয়। অসত্য যদি না থাকিত তাহা হইলে সত্যে অসত্যের ভ্রমও হইত না। ২৩

তুমি যে আত্মা সে সম্বন্ধে ভূয়সী প্রমাণ আছে। তোমার আত্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহা উজ্জ্বল-রূপে জানিতে পারিবে। ২৪

অবধূতগীতা সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ। আত্মজ্ঞান হইলে যে বোধ হয়, সেই বোধাত্মক ভাব-সমূহের বিকাশ অবধূতগীতায় আছে। ২৫

রসনা কথা কহে না। আত্মাই কথা কহেন। তবে আত্মা রসনাকে আশ্রয় করিয়া কথা কহেন বটে। রসনার সহিত আত্মার যে সময়ে সম্বন্ধ থাকে না সে সময়ে রসনা হইতে বাক্শক্তির স্ফুরণও হয় না। বাক্শক্তির স্ফুরণ দ্বারাই নানা প্রকার বাক্য স্ফুরিত হইয়া থাকে। ২৬

শ্রীকৃষ্ণ গীতার কোন স্থলেই বলেন নাই রসনেন্দ্রিয়ই রসনা। নানা শাস্ত্রানুসারে রসনা স্থূল দেহের একটী অংশ। মৃত্যুর পরে কোন না কোন প্রকারে সেই রসনাবিনষ্টই হইয়া থাকে। সেই রসনার অন্তর্গত যে রসনেন্দ্রিয় থাকে তাহাই মৃত্যুতে নষ্ট হয় না। কারণ তাহা সূক্ষ্ম শরীরের এক অংশ। নানা শাস্ত্রানু-সারে সূক্ষ্ম শরীর সদসৎ কর্ম্মানুসারে কোন প্রকার নরকে কিম্বা কোন লোকে গমন করিয়া থাকে। সদসৎ কর্ম্মানুসারে তাহার কখন কখন স্থূল শরীর পরিগ্রহও হইয়া থাকে। ২৭

(ঙ)

বেদান্ত অনুসারে ঋগ্বেদীয় পুরুষের সঙ্গে মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ব্রহ্মা নামক পুরুষের কোন প্রভেদ নাই। বেদান্ত অনুসারে সেই ঋগ্বেদীয় পুরুষের সঙ্গে পাতঞ্জলদর্শনোক্ত পুরুষেরও কোন প্রভেদ নাই। ১

আত্মা প্রকৃতি নন্। পাতঞ্জলদর্শনমতে আত্মা পুরুষ। সেই পুরুষ আমি। ১

পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে জানা যায় তুমি যাহাকে প্রকৃতি বল তাহাও পুরুষ, তাহাও আত্মা। ৩

জলেরই রূপান্তর তুষার যেমন তদ্রূপ প্রকৃতিরই রূপান্তর পুরুষ। তুষারেরই রূপান্তর জল যেমন তদ্রূপ পুরুষেরই রূপান্তর প্রকৃতি। পুরুষও যাহা প্রকৃতিও তাহা, উভয়েই আত্মা। ৪

শরীরের সঙ্গে আত্মার ধ্বংস হয় না। ৫

আত্মা শক্তিমান। তিনি সর্ব্বশরীরপূর্ণ। ৬

আত্মা চির নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় স্বীকৃত হইলে সন্ন্যাসীর ও সাধারণ জীবের উভয়েরই আত্মা চির নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় স্বীকার করিতে হয়। ৭

সাদা কাচের শিশিতে লাল কালি রাখিলে শিশি লাল হইয়া যায় না। অথচ বোধ হয় সেই শিশিও যেন লাল হইয়া গিয়াছে। মায়ারূপ

কালি আত্মারূপ শিশিতে থাকার জন্য আত্মাকেও কালি বলিয়া বোধ হয়। ৮

আত্মা নিত্য নির্গুণও বটেন, আত্মা নিত্য সগুণও বটেন। আত্মা নিত্য নিষ্ক্রিয়ও বটেন, আত্মা নিত্য সক্রিয়ও বটেন। ৯

অতীত জন্ম এবং অনাগত মৃত্যু ভ্রমবশতঃই বোধ হয়। আত্মা সৎ। তাঁহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। ১০

আত্মা ব্যতীত যাহা দেখিতেছ, তাহাই অনিত্য। আত্মার সঙ্গে কোন্ বস্তুর উপমা দিব? আত্মা যে অনুপম। ১১

আত্মা ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। তুমি সেই আত্মা। তবে তুমি সত্যস্বরূপ হইয়া মিথ্যা খেলা খেলিছ কেন? ১২

এক্ষণে তুমি বৈদান্তিক নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়, অনন্ত নিঃসঙ্গ আত্মা নহ। এক্ষণে তুমি সগুণ, সক্রিয়, সসঙ্গ, সান্ত আত্মা। তুমি আত্মজ্ঞান প্রভাবে যখন নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হইবে তোমাকে তখনই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বলিব। ১৩

আত্মা তোমার পিতামাতা। তুমি স্বয়ং আত্মা। প্রকৃতি তোমার মাতাও নন্। প্রকৃতির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ আছে বলিয়া তোমাকে সময়ে সময়ে নানা কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ১৪

অগ্রে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হইলে পরে পরতত্ত্ব জ্ঞান হয়। আত্মতত্ত্ব জ্ঞান না হইলে পরতত্ত্ব জ্ঞান হইতেই পারে না। ১৫

দেহ চণ্ডাল-গড়। দেহের কিছুই শুদ্ধ নহে। দেহের অস্থিও শুদ্ধ নহে, দেহের শোণিতও শুদ্ধ নহে, দেহের মাংসও শুদ্ধ নহে, কোন সামগ্রীই শুদ্ধ নহে। দেহের ভিতরে মূত্র ও বিষ্ঠা আছে। তাহারাও শুদ্ধ নহে। দেহের ভিতরে ষড়রিপু এবং হিংসা প্রভৃতি যে সকল কুপ্রবৃত্তি আছে তাহারাও শুদ্ধ নহে। তাহারা সকলেই চণ্ডাল। দেহ তাহাদের অবস্থিতির স্থান। সেই জন্য দেহই চণ্ডালগড়। ১৬

শঙ্করাচার্য্যের মতে এই শরীর চণ্ডালতুল্য। শাস্ত্রানুসারে চণ্ডাল অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য। আত্মার বিদেহকৈবল্য হইলে আত্মার সহিত দেহের কোন সম্বন্ধ থাকে না। তখন আত্মা দেহে থাকিলেও দেহও স্পর্শ করেন না। সে অবস্থায় আত্মার পক্ষে দেহ অস্পৃশ্য হয়। সে অবস্থায় আত্মার চণ্ডালতুল্য দেহ স্পর্শ করিতে হয় না বলিয়াই সে অবস্থায় আত্মাকে পবিত্রাত্মা বা 'হোলিঘোষ্ট' বলা যায়। ১৭

আত্মা যখন দেহে অবস্থিতি করিয়াও তাঁহার দেহের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না তখনই আত্মাকে নির্লিপ্ত বলা যায়। ১৮

বহু আত্মা ত' নাই। তবে সর্ব্বাত্মা বল কেন? একাধিক আত্মা অজ্ঞানব্যক্তরাই স্বীকার করিয়া থাকে। ১৯

বেদান্তমতে আত্মা অজ, অমর, নিত্য। সেই আত্মা তুমি। তবে কি প্রকারে তোমার নির্ব্বাণ হইবে? ২০

বেদান্তের মতে আত্মা নির্গুণনিষ্ক্রিয়, বেদান্তের মতে আত্মা নিঃসঙ্গ ও অনন্ত। বেদান্তে আত্মার যে সকল লক্ষণ আছে তোমাতে তাহার কোনটিই নাই। তবে বেদান্ত-অনুসারে তুমি আত্মা কি প্রকারে পরিচয় দিতেছ? বেদান্ত অনুসারে তুমি অনাত্মাই প্রমাণ হইতেছে। ২১

তুমি শিশু ছিলে এখন তুমি অশিশু। তুমি বালক ছিলে এখন তুমি অবালক। তুমি জীব ছিলে এখন তুমি অজীব। ২২

শৈশব অনিত্য, বাল্য অনিত্য। জীবত্ব ও অনিত্য। শৈশব থাকে না, বাল্য থাকে না। জীবত্বও থাকে না। ২৩

তোমার শৈশব গিয়াছে, তুমি আছ। তোমার বাল্য গিয়াছে, তুমি আছ। তোমার

জীবত্ব গিয়াছে, তুমি আছ। তুমি আত্মা, তুমি অনিত্য নহ। তুমি নিত্য। ২৪

যাহা বিনষ্ট হয় না তাহাই আত্মা। যাহা অপরিবর্ত্তনীয় তাহাই আত্মা। যাহা নিত্য তাহাই আত্মা। ২৫

আত্মাতে জ্ঞান ও ইচ্ছা স্ফুরিত না রহিলে আত্মা কোন কার্য্য করিতেই সক্ষম হন না। ২৬

জ্ঞান স্ফুরিত না রহিলে ইচ্ছা স্ফুরিতও হইতে পারে না। জ্ঞান এবং ইচ্ছার স্ফুরণে আত্মাদ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয়। ২৭

একই জ্ঞান, তাহার অনেক বিকাশ। একই ইচ্ছা, তাহার অনেক বিকাশ। একই ক্রিয়া, তাহার অনেক বিকাশ। ২৮

জ্ঞান নিরুদ্ধ রহিলে ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিও নিরুদ্ধ রহে। ২৯

জ্ঞানের অনিরুদ্ধাবস্থাতেই ইচ্ছা এবং ক্রিয়া অনিরুদ্ধ রহে। তখন ইচ্ছা এবং ক্রিয়ার প্রভাবও বিকাশিত রহে। তখনই ইচ্ছা ও ক্রিয়াও সম্পন্ন হইতে থাকে। ৩০

শরীরের কোন অংশে প্যারালিসিস্ হইলে সে অংশে আত্মা থাকেন অথচ সেই অংশে আত্মা আছেন বলিয়া অনুভব করেন না। আমি আত্মা সর্ব্বত্রই আছি। অথচ অজ্ঞানরূপ পক্ষাঘাত বশতঃ এই দেহ ব্যতীত আমি যে অন্য কোন স্থানে আছি তাহা আমার বোধ হয় না।৩১

মহাপ্রলয় ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আত্মা মুক্ত হইতে পারেন না। কেন না, কোন দেহে আত্মা বদ্ধ এবং কোন দেহে আত্মা মুক্ত। ঐ ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ বন্ধন করা হইয়াছে, অঙ্গের একাংশ মুক্ত করিলে সমস্ত অঙ্গের মুক্তি হয় না। ৩২

একটী বৃহৎ কাষ্ঠের একটী দিক্ বন্ধন করা হইয়াছে। সে কাষ্ঠের অন্য অংশ বন্ধন করা হয় নাই। আত্মা কোন দেহে বদ্ধ এবং তিনি কোন দেহে মুক্ত। ৩৩

তোমার শরীরের হস্তদ্বয় বন্ধন করিলেই সমস্ত শরীরটীকে বন্ধন করা হয় না। হস্তদ্বয় ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশগুলি মুক্ত ভাবেই থাকে। সমস্ত দেহের মধ্যেই একাত্মা রহিয়াছেন। তিনি কোন দেহে বদ্ধ এবং কোন দেহে তিনিই মুক্ত। ৩৪

একটী দীপালোক হইতে বহু দীপে বহু আলোক হইতে পারে। যে দীপ হইতে তদ্ব্যতীত বহু দীপে বহু আলোক সঞ্চারিত করা হয় সে দীপ হইতে বহু আলোক হইলেও সে দীপ সে জন্য পরিবর্ত্তিত, বিকৃত অথবা অন্য কোন প্রকার অবস্থান্তরিত হয় না, ঐ প্রকারে তাহা হইতে বহুদীপ আলোকবিশিষ্ট করিলেও সে দীপের আলোকের কিঞ্চিন্মাত্রও কমে না, সে দীপের যেমন আলোক তেমনি থাকে, সে দীপের আলোকের বহু দীপে বহু অংশ থাকিলেও তাহার কোন প্রকার অন্যথা ভাব হয় না। অথচ সে দীপ হইতে যত দীপে আলোক হয় সেই দীপের প্রত্যেক আলোকও তাহার ন্যায়। সে সকলের প্রত্যেক হইতে আবার অন্যান্য বহু দীপে বহু আলোক করিলেও সে সকলের প্রত্যেকেরই কমিবার সম্ভাবনা থাকে না। ঐ প্রকারে একাত্মা হইতে বহু আত্মার বিকাশ হয়। ঐ প্রকারে একাত্মা হইতে বহু আত্মার বিকাশ হইলেও সে আত্মা কমে না, সে আত্মা এক অবস্থা-বিশিষ্টই থাকেন। ৩৫

যে দীপালোক হইতে বহু দীপে আলোক করা হয় সে দীপালোক নির্ব্বাণ হইলেও সে দীপালোক হইতে যে সকল দীপালোকের প্রকাশ সে সকল দীপালোকের কোনটিই নির্ব্বাণ হয় না। ঐ প্রকারে একাত্মা হইতে যত আত্মা স্ফুরিত, সেই একাত্মার নির্ব্বাণ হইলেই সে আত্মা হইতে যে সকল আত্মা স্ফুরিত সে সকলের কোনটিরই নির্ব্বাণ হয় না। ৩৬

ফলও বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ। তথাপি বলা হয় বৃক্ষের ফল। যে প্রকারে বৃক্ষ আর বৃক্ষের ফল অভেদ সেই প্রকারে আত্মা এবং আত্মজ্ঞান অভেদ। ৩৭

সূর্য্য আর সূর্য্য-কিরণ যে প্রকারে অভেদ সেই প্রকারে জ্ঞেয় আর জ্ঞান অভেদ। সূর্য্য-কিরণ-সাহায্যে সূর্য্যকে দেখা যায়। জ্ঞান-সাহায্যে জ্ঞেয়কে দেখা যায়। জ্ঞেয় যেন সূর্য্য, জ্ঞান যেন তাঁহার কিরণ। ৩৮

সূর্য্য এবং সূর্য্য-কিরণ এত অভেদ যে সূর্য্য না থাকিলে সূর্য্য-কিরণ থাকিতে পারে না। জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এত অভেদ যে জ্ঞেয় না থাকিলে জ্ঞান থাকিতে পারে না। ৩৯

সূর্য্য নিত্য স্বীকৃত হইলে সূর্য্য-কিরণও নিত্য স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞেয় নিত্য স্বীকৃত হইলে জ্ঞানও নিত্য স্বীকার করিতে হয়। ৪০

আত্মা হইতে যদি কখন গুণ-কর্ম্ম বিকাশিত না হইত তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্বও প্রমাণ করা যাইতে পারিত না। আত্মা আছেন, আত্মার এই বোধ হইলেও আত্মাকে নিষ্ক্রিয় বলিতে পার না। কারণ নিজ অস্তিত্ব বোধ করণও ক্রিয়া। ৪১

বোধ এবং ক্রিয়া দ্বারা প্রত্যেক মনোবৃত্তির অস্তিত্বই অবধারণ করা হইয়া থাকে। যাঁহার কাম আছে তিনি বোধদ্বারা কামের অস্তিত্ব অবধারণ করিয়া থাকেন। যাঁহার ক্রোধ আছে তিনি বোধদ্বারা ক্রোধের অস্তিত্ব অবধারণ করিয়া থাকেন। লোভ প্রভৃতি অন্যান্য মনোবৃত্তি যাঁহার আছে তিনিও বোধদ্বারা সেই সকল মনোবৃত্তির অস্তিত্ব অবধারণ করিয়া থাকেন। ৪২

তোমার মনোবৃত্তি সকল আছে বোধ কর বলিয়াই তাহারা আছে বলিয়া থাক। তুমি-আত্মা আছ বোধ কর বলিয়াই তুমি-আত্মা আছ স্বীকার কর। তুমি-আত্মা আছ যদি বোধ না করিতে তাহা হইলে তুমি-আত্মা আছ তাহাও স্বীকার করিতে না। ৪৩

তোমার মনোবৃত্তি সকলের অস্তিত্ব সেই সকলের ক্রিয়া দ্বারাও প্রমাণিত হইয়া থাকে। আত্মার অস্তিত্ব আত্মার নানা ক্রিয়া দ্বারাও প্রমাণিত হইয়া থাকে। ৪৪

প্রত্যেক মনোবৃত্তির লক্ষণ সকল ক্রিয়া দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। আত্মার লক্ষণ সকলও আত্মার নানা প্রকার ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৪৫

পঞ্চদশীমতে আনন্দই আত্মা। ৪৬

পঞ্চদশীমতে যদি আত্মাকেই আনন্দ বলিতে হয় তাহা হইলে আত্মানুভবের সঙ্গে আনন্দের অনুভবও হয় না কেন? আত্মানুভবের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও অনুভব হওয়া উচিত। ৪৭

আত্মানুভব যাহা করা হয় তাহা ব্যতীত অন্য প্রকার অনুভবকে আনন্দ বলা হয়! সেইজন্য আত্মানুভবই আনন্দানুভব নহে। ৪৮

আত্মা যদি আনন্দ হইতেন তাহা হইলে আত্মার আনন্দ উপভোগ হইত না। আত্মা স্বয়ং আনন্দ নহেন। সেই জন্যই আত্মার আনন্দ উপভোগ হইয়া থাকে। ৪৯

যাহা আহার্য্য তাহাই আহার করে না। যাহা পানীয় তাহাই পান করে না। যাহা আনন্দ তাহাই আনন্দ উপভোগ করে না। যাহা শান্তি তাহাই শান্তি উপভোগ করে না। ৫০

যে সকল উপকরণে গৃহের সংস্কার করা হয় গৃহী সে সকল উপকরণ ভক্ষণ করেন না; অথচ সে সকলে তাঁহার উপকার হয়। শরীরকে পুষ্ট রাখিলে আত্মার উপকার হয়। ৫১

নিরাকার আত্মার আকারে যে প্রকাশ সেই প্রকাশকে 'ব্যক্তি' বলা যায়। ৫২

পাতঞ্জল-অনুসারে আত্মাই দ্রষ্টা, আত্মাই দৃক্‌শক্তি। পাতঞ্জল-অনুসারে বুদ্ধিই দর্শনশক্তি,

বুদ্ধিই দৃশ্য। বুদ্ধি দৃশ্য, আত্মা অদৃশ্য। আমরা বুদ্ধির কার্য্যই দেখি অতএব বুদ্ধিই দৃশ্য। আত্মার কার্য্য দেখি না এই জন্য আত্মা অদৃশ্য। বুদ্ধি সংযোগে আত্মা দ্রষ্টা হন। নতুবা আত্মা অদ্রষ্টা, নতুবা আত্মা নিগুর্ণ। ৫৩

বেদান্তমতে আত্মা নিগুর্ণ-নিষ্ক্রিয়। সুতরাং সে মতে তিনি অকর্ত্তা ও অভোক্তা। সুতরাং সেই মতানুসারে তাঁহার পাপও নাই, পুণ্যও নাই। দুঃখ বোধ করাও ত' কর্ম্ম এবং সুখ বোধ করাও ত' কর্ম্ম। সুতরাং সে মতানুসারে সেই আত্মার সুখ দুঃখও নাই। সুতরাং সেই মতানুসারেই আত্মার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। বন্ধন এবং মুক্তি যাঁহার নাই তাঁহাকে মায়া অভিভূতও করিতে পারে না। মায়া যাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না তাঁহার মায়া ত্যাগ করিবারও প্রয়োজন হয় না। ৫৪

আত্মা ও আত্মজ্ঞান।

(ক)

আমার এই দেহ পুরুষ। এই দেহ-পুরুষের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বশতঃ কতকগুলি পুরুষের ভাব পাইয়াছি বলিয়া আমার 'আমি পুরুষ' এই বোধ হয়। তোমার ন্যায় প্রকৃতি-দেহবিশিষ্ট যখন হইয়াছিলাম, সেই প্রকৃতি-দেহের সহিত সম্বন্ধ-বশতঃ আমি কতকগুলি প্রকৃতি-ভাব পাইয়াছিলাম। সেই সকল ভাব পাইয়াছিলাম বলিয়া আমি তখন আপনা'কে প্রকৃতি বলিয়া বোধ করিতাম। কিন্তু আত্মজ্ঞান প্রভাবে জানিতেছি আমি অপুরুষ, আমি অপ্রকৃতি। আমি নিত্যশুদ্ধ। আমি সৎ। আমার সঙ্গে চিৎ যুক্ত বলিয়া আমিই সচ্চিৎ। যেমন কাষ্ঠের সঙ্গে অগ্নি সংযোগে কাষ্ঠও অগ্নি হয়; চিতের দ্বারা আমার সঙ্গে আনন্দের যোগ, এইজন্য আমিই সচ্চিদানন্দ। ১

আমি ভিন্ন অন্য আত্মা নাই। সেই জন্য আমাকে আত্মার ধ্যানও করিতে হয় না। সেই জন্যই আমি ধ্যেয়ও নহি, ধ্যাতাও নহি। ২

আমি ভিন্ন অন্য কিছু নাই। আমারও কিছু নাই। আমি একাত্মা। আমি বহু নই। আমি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তবে আমার কিসের সহিত যোগ হইবে? ৩

বাক্যেরও প্রকৃতি হইতে বিকাশ। বাক্যও প্রাকৃতিক। সেইজন্য আত্মজ্ঞান বাঙ্ময় নহে। সেইজন্য বাক্যের সাহায্যে এক ব্যক্তি অন্যকে আত্মজ্ঞান দিতে পারেন না। ৪

যখন তোমার আত্মজ্ঞান হইবে তখনি তোমার অশান্তি বোধ হইবে না। আত্মজ্ঞান হইলে অসুখ বোধও হয় না। ৫

সৃ বহু। কিন্তু সেই সকলের অভ্যন্তরে একই শক্তি রহিয়াছেন। সেই শক্তিই দৃক্‌শক্তি। সেই শক্তির নামই আত্মা। ৬

শ্বেতবর্ণ গাভীর দুগ্ধও যে প্রকার, কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধও সেই প্রকার। পুরুষ-প্রকৃতির আত্মা একই প্রকার। পুরুষ-প্রকৃতির আত্মায় কোন প্রভেদ নাই। ৭

আত্মারূপ নহেন। রূপের ধ্যান করিলে আত্মার ধ্যান করা হয় না। আত্মা গুণ নহেন। গুণের ধ্যান করিলে আত্মার ধ্যান করা হয় না। আত্মা ক্রিয়া নহেন। ক্রিয়ার ধ্যান করিলে আত্মার ধ্যান করা হয় না। আত্মা স্বভাব নহেন। স্বভাব ধ্যান করিলে আত্মার ধ্যান করা হয় না। আত্মা চরিত্র নহেন। সেইজন্য চরিত্র ধ্যান করিলে আত্মার ধ্যান করা হয় না। ৮

আত্মা আত্মাদ্বারা আত্মাকে জানিতে পারেন বলিতেছ। আমার মতে আত্মা আত্মাদ্বারা যদি আত্মাকে জানিতেন তাহা হইলে আত্মার ন্যায় আত্মজ্ঞানও নিত্য হইত, তাহা হইলে আত্মা সম্বন্ধে আত্মা কখনই অজ্ঞান হইত না। ৯

আত্মাই যদি আত্মজ্ঞান হইত তাহা হইলে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কোন সাধনাই করিতে হইত না। তাহা হইলে আত্মার আত্মজ্ঞান নিয়তই থাকিত। ১০

আত্মা যাঁহাকে বল, 'আত্মা' শব্দই তাঁহার নাম ও উপাধি। তাঁহাকে নিরুপাধি বলিয়া যদি স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাকে আত্মাও যে বলা যায় না। অনাত্মা অর্থে মায়া বলিয়া, তাঁহাকে অনাত্মাও বলা যায় না। ১১

আত্মা শব্দও উপাধি। তুমি যাঁহাকে আত্মা বলিতেছ তিনি আত্মাও নহেন, তিনি অনাত্মাও নহেন; তিনি নিরুপাধি। ১২

আত্মজ্ঞান কোন হীনবর্ণের থাকিলেও তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের আত্মজ্ঞান হইলে তিনিও আর ব্রাহ্মণ থাকেন না; তখন তিনি কোন বর্ণের অন্তর্গত বলিয়াই গণ্য হন্ না। ১৩

কাশীশ্বর শিবের অবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আত্মজ্ঞানীর পক্ষে তীর্থাদি নিষ্প্রয়োজন তাহা স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার 'যতিপঞ্চক' নামক পুস্তিকায় বলিয়াছেন। ১৪

যিনি আত্মজ্ঞানরূপ কাশিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি মুক্তিপ্রাপ্তও হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার যথাতথা মৃত্যু দূষনীয় নহে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য 'যতিপঞ্চকে' বলিয়াছেন,—

"কার্য্যং হি কাশ্যতে কাশী কাশী সর্ব্বং প্রকাশতে।
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তাহি
কাশিকা॥" ১৫

(খ)

আত্মার অনাত্ম-শক্তির সহিত যোগ রহিয়াছে। আত্মার অনাত্মা কত প্রকার জড়ের সঙ্গে যোগ রহিয়াছে। কিন্তু আত্মার পরমাত্মার সঙ্গে যোগ নাই। আত্মাই পরামাত্মা। ১

বেদান্তের মতে আত্মা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। দৈহিক নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা যত কার্য্য দেখ সে সকল একাদশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। ২

বেদান্তের মতে আমি আত্মা, আমি-আত্মা ব্যতীত অপর কোন পরমাত্মা নাই। তবে আমার পরমাত্মার সহিত যোগ হইবে কি প্রকারে? ৩

আমি শিব ছিলাম, আমি এখন শিব, পরেও আমি শিব থাকিব। আমি সদাশিব। কিন্তু সদাজীব নই। কতকগুলি গুণকর্ম্ম অনুসারে এখন জীব হইয়াছি। জীব ছিলাম না, জীব থাকিব না। ৪

আমি, তুমি, তিনি অভেদ। কারণ আমিও আত্মা, তুমিও আত্মা আর তিনিও আত্মা। একেই তিন আর তিনেই এক। একাত্মাই তিন উপাধিবিশিষ্ট হইয়াছেন। ৫

আত্মা কেবল প্রত্যেক দেহ ব্যতীত অন্যত্র নাই বলিলে আত্মাকে সীমাবিশিষ্ট স্বীকার করিতে হয়। ৬

অভিধান-কর্ত্তারা নানা প্রকার ভাষা বোঝাইবার জন্য কত প্রকার কত অভিধানই রচনা করিয়াছেন। আপনাকে বুঝিবার জন্য আত্মজ্ঞানই অভিধান। ৭

আত্মজ্ঞান-প্রভাবে যে অহঙ্কার বিকাশিত হয় তাহাই অবিকৃত অহঙ্কার। সে অহঙ্কার অনিষ্ট-জনক নহে। কিন্তু বিকৃত অহঙ্কার দ্বারা নিজের এবং অন্যান্য কত লোকেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে। ৮

আত্মজ্ঞান ব্যতীত আত্মপ্রেম হইতে পারে না। আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তাঁহারই প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান হইয়াছে। ৯

যাহার জন্ম হইয়াছে সেই জাত। তাহারই কেবল জাতি আছে। অদ্বৈত-মতে আত্মার জন্মই নাই। সেইজন্য তিনি জাতও নহেন, তাঁহার জাতিও নাই। ১০

(গ)

জীব বদ্ধ। সেই জীবেরই মুক্তির প্রয়োজন। অবদ্ধ, অমুক্ত। তাঁহার মুক্তির প্রয়োজনই নাই। ১

শুদ্ধ আত্মার নিয়তই আত্মজ্ঞান আছে। সেই আত্মার কখন আত্মজ্ঞান ও আত্ম অজ্ঞান হইতে পারে না। সেই আত্মার কখন বন্ধন আর কখন মুক্তি হইতেই পারে না। বন্ধন ও মুক্তির অতীত যে আত্মা তাঁহার আবার বন্ধন ও মুক্তি কি? ২

শুদ্ধাত্মা যদি নিজ ইচ্ছায় বদ্ধ হ'ন্ তাহা হইলে সে বন্ধন যে তাঁহার মুক্তি। কারণ তাহাতে তাঁহার কোন কষ্ট নাই। ৩

আত্মা নিত্য। সেইজন্য আত্মা সৃষ্ট হইয়াছেও বলা যায় না। আত্মা নিত্য। সেইজন্য আত্মার নাশ হইবেও বলা যায় না। ৪

যেমন আত্মা দেহস্থ হইয়াও আত্মার দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই তদ্রূপ আত্মা গৃহস্থ হইয়াও আত্মার গৃহের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। ৫

বায়ু ভৌতিক নিরাকার। আত্মা অভৌতিক নিরাকার। বায়ু অনিত্য নিরাকার। আত্মা নিত্য নিরাকার। ৬

বায়ু সক্রিয় নিরাকার। আত্মা নিষ্ক্রিয় নিরাকার। ৭

স্পর্শ ও গতির দ্বারা নিরাকার বায়ুর অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। নিরাকার আত্মার অস্তিত্ব আত্মজ্ঞান দ্বারাই অনুভব করা যায়। ৮

দেহের রূপান্তর হয়। আত্মার রূপান্তর হয় না। ৯

যেমন আকাশ কিছুতেই লিপ্ত নহে তদ্রূপ আত্মাও কিছুতে লিপ্ত নহেন। নির্লিপ্ত আত্মা জীবত্বে কখনই লিপ্ত হইতে পারেন না। ১০

আত্মা ব্যতীত যাহা দেখিতেছ তাহাই অনিত্য। আত্মার সঙ্গে কোন্ বস্তুর উপমা দিব? আত্মা যে অনুপম। ১১

নানা বৈদান্তিক গ্রন্থ অনুসারে আত্মা যদি নির্লিপ্ত, তবে আত্মা জীবত্বে লিপ্ত হ'ন্ কেন? ১২

তুমি বলিতেছ নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া অসত্য। ঐ সকল যদি অসত্যই হয় তাহা হইলে ঐ সকলে বৈরাগ্য হইবারও প্রয়োজন নাই। অসত্য যাহা তাহা নাই। নাই যাহা তাহার প্রতি বিরাগও হইতে পারে না, তাহার প্রতি অনুরাগও হইতে পারে না। ১৩

আছে যাহা তাহা আত্মা। তাহা নিত্য এবং সত্য। সেইজন্য তাহা পরিত্যজ্যও নহে। আত্মা আপনাকে আপনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সেইজন্য তিনি পরিত্যাজ্য নহেন। ১৪

এক আত্মা। তিনি অন্য কিছুতেই মিশ্রিত হ'ন্ না। তিনি অখণ্ড। কোন ক্রমেই তিনি খণ্ড হ'ন্ না। ১৫

কেবল আত্মাই নির্ম্মায়িক। মায়াদ্বারা আত্মা কখনও বদ্ধ হ'ন্ না। মায়াদ্বারা আত্মা কখনও মুক্তও হ'ন্ না। আত্মা শুদ্ধ-চৈতন্য। সেইজন্য তাঁহার কখন বন্ধনও হয় নাই। তাঁহার বন্ধন হয় নাই বলিয়া তাঁহার মুক্তিরও প্রয়োজন হয় না। ১৬

বন্ধন এবং মুক্তি উভয়ই প্রাকৃতিক। বন্ধন এবং মুক্তি অপ্রাকৃত নহে। বন্ধন এবং মুক্তি অপ্রাকৃত নহে বলিয়াই তাহা আত্মিক নহে। বন্ধন এবং মুক্তি আত্মিক নহে বলিয়াই তাহা স্বাপ্নিক। ১৭

অনিত্যের নির্ব্বাণ হইতে পারে। নিত্যের নির্ব্বাণ নাই। তুমি আত্মা। তুমি নিত্য। তোমার ত' নির্ব্বাণ নাই। ১৮

পঞ্চভূতের মধ্যে একটী ভূত অগ্নি। পঞ্চভূতের মধ্যে কোন ভূতই নিত্য নহে। সুতরাং

সেই পঞ্চভূতের অন্তর্গত অগ্নিও নিত্য নহে। উপনিষদ্ এবং বেদান্ত অনুসারে আত্মা নিত্য। নিত্যাত্মা অগ্নি নহেন। তিনি অনিত্য অগ্নি নন্ বলিয়া তাঁহার নির্ব্বাণও নাই। ১৯

(ঘ)

আত্মা ও আত্মজ্ঞান এক বস্তু কি না? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আত্মজ্ঞান স্ফুরণের জন্য সাধনা এবং অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয় কেন? তুমি আত্মা ত' রহিয়াছ! তোমার পক্ষে ত' তুমি অব্যক্ত এবং অগোচর নহ! যদি আত্মজ্ঞানই তুমি হইতে তাহা হইলে তাহা লাভের জন্য তুমি লালায়িতও হইতে না, তাহা হইলে তোমার সেই আত্মজ্ঞানের অভাবও থাকিত না। তোমার কি 'তুমি'র অভাব আছে? 'তুমি'র বিরহ তোমার কি বোধ হইয়া থাকে? তুমি আত্মজ্ঞান যদি হইতে তাহা হইলে আত্মজ্ঞানের জন্য তোমার সাধনাও করিতে হইত না, তাহা হইলে তোমার আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কাহারও সাহায্যও গ্রহণ করিতে হইত না।

আত্মজ্ঞান তুমি নও প্রতিপন্ন করা হইল। তবে আত্মজ্ঞানটি কি? বেদান্ত ও উপনিষদ্ অনুসারে এক ব্রহ্ম ও এক মায়া আছেন। সে মতে ব্রহ্মই আত্মা। সেই ব্রহ্মাত্মা অপরিবর্ত্তনীয়, তাঁহার বহুপ্রকার বিকাশ নাই। সে মতে মায়ারই বহু বিকাশ। তবে আত্মজ্ঞানটিও কি সেই মায়ার এক প্রকার বিকাশ? কারণ তোমার মতে আত্মাই ব্রহ্ম। পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে, আত্মজ্ঞান আত্মা নহেন। সুতরাং সেই কারণেই আত্মজ্ঞানকেও প্রাকৃত বলিতে হয়। ১

আমার অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, তুমি কোন যুক্তি দ্বারাই তাহা অক্ষুধা প্রমাণ করিতে পার না। সত্যবোধ যাঁহার হইয়াছে তিনি সত্যকে অসত্য বলিতে পারেন না। তুমি সেই সত্যকে অসত্য রূপে প্রমাণ করিলেও সত্যজ্ঞ সেই সত্যকে অসত্য বলিবেন না, সত্যজ্ঞ সেই সত্যকে অসত্য বুঝিবেন না। ২

বিদ্যার বিকাশ অভ্রান্তি। সেই বিদ্যার সাহায্যে অসত্যকে অসত্য বোধ করা যায়, সেই বিদ্যার সাহায্যে সত্যকে সত্য বোধ করা যায়। অভ্রান্তি-প্রভাবে ভ্রান্তি লুপ্ত হয় এবং মোহ তিরোহিত হয়। ৩

অগ্নি যেমন বস্ত্রে আবৃত থাকিবার নহে তদ্রূপ অবধৌতিক আত্মজ্ঞানও গুপ্ত থাকিবার নহে। ৪

যে জ্ঞান প্রভাবে নিজের অস্তিত্ব বোধ হয় আত্মজ্ঞান হইলেও সে জ্ঞানের লোপ হয় না। সে জ্ঞান অসত্য নহে। সে জ্ঞান অসত্য বলিলে আত্মজ্ঞান হইবে কি প্রকারে? কারণ 'আমি আছি' বোধ না হইলে অন্য কোন বোধই আমার হয় না। আত্মজ্ঞানের সহায় আত্ম-অস্তিত্ব-বোধ। ৫

গৈরিক পরিলেই যদ্যপি আত্মজ্ঞান হইত তাহা হইলে আমিও গৈরিক পরিতাম। ৬

কৈবল্য।

যোগী যখন অযোগী হ'ন্ তখন তিনি কেবল হ'ন্। অযোগ কৈবল্য। যোগ কৈবল্য নয়। ১

যোগ্য—যাহার সহিত যোগ হইতে পারে। অযোগ্য—যাহার সহিত যোগ হইতে পারে না। যোগ্যই অযোগ্য হইলে কেবলাত্মা হ'ন্। যোগীই অযোগী হইলে কেবল হ'ন্। ২

অযোগী যে কেবল। যোগী কেবল নয়, অকেবল-দ্বৈতজ্ঞান যাঁহার আছে তিনিই অকেবল-অনদ্বৈত। অদ্বৈতজ্ঞানীই প্রকৃত কেবল, অদ্বৈতজ্ঞানীরই এক আত্মা বোধ ব্যতীত অপর কোন বোধ নাই। ৩

প্রেমের মৃৎ-সমাধিও নাই, জল-সমাধিও নাই। কৈবল্যে-প্রেমের সমাধি হয়। কৈবল্যে

ভক্তির সমাধি, কৈবল্যে আত্মজ্ঞানের সমাধি, কৈবল্যে সর্ব্বজ্ঞানের সমাধি, কৈবল্যে সর্ব্বকর্ম্মের সমাধি, কৈবল্যে সর্ব্বগুণের সমাধি, কৈবল্যে অহঙ্কারের সমাধি। ৪

পরিপক বাদাম অত্যন্ত শুষ্ক হইলে তাহার শস্যের তাহার খোসার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। বিদেহ-কৈবল্য লাভ হইলে আত্মার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ থাকে না। ৫

পরম-অজ্ঞানই পরম কৈবল্য পরম অজ্ঞান অবস্থায় আত্মার কিছুর সঙ্গেই সংস্রব থাকে না। সে অবস্থায় আত্মা কিছুরই অধীন নহেন। সে অবস্থায় আত্মা আপনাকে স্বাধীনও বোধ করেন না, সে অবস্থায় আত্মা আপনাকে পরাধীনও বোধ করেন না। পরম অজ্ঞান অবস্থায় আত্মা সম্পূর্ণ কেবল। সে অবস্থায় তিনি সম্পূর্ণ অযোগী। ৬

সম্পূর্ণ জ্ঞানেও দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতে হয় না, সম্পূর্ণ অজ্ঞানেও দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। তবে জ্ঞান আর অজ্ঞানে প্রায় একই প্রকার অবস্থা হয় দেখিতেছি। সম্পূর্ণ জ্ঞানীও সুখী, শান্ত ও নিশ্চিন্ত ; সম্পূর্ণ অজ্ঞানীও সুখী, শান্ত এবং নিশ্চিন্ত। ৭

জীবাত্মা ও কেবলাত্মা।

তুমি যাহাকে জীবের মৃত্যু বল তাহা ত' জীবের দেহ-ত্যাগ। ১

জীব মৃত হইলে আর জীব থাকে না। জীব না থাকিলে জীবত্বও থাকে না। জীবের মৃত্যুই জীবত্বনাশ। ২

জীবত্ব যাঁহার নাই তাঁহার জীবনও নাই। জীবত্ব থাকিতে জীবন বিনষ্ট হইতে পারে না। ৩

জীবত্ব নাশই পরামুক্তি। সেই মুক্তিকেই নির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে। ৪

জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তিনী অবস্থাই অতি কষ্টকর। বন্ধন এবং মুক্তির মধ্যবর্ত্তিনী অবস্থাতেও ভয়ানক কষ্ট হইয়া থাকে। ৫

মৃত্যু হইলে শরীরে অগ্নি আর বায়ুর অভাব হয়। ৬

মৃত্যুই জীবত্বের নাশ নয়। ৭

মৃত্যু জীবাত্মার দেহ-ত্যাগ। ৮

যতক্ষণ না মৃত্যু হয় ততক্ষণ দেহে পঞ্চভূতের সমান সংযোগ থাকে। ৯

কেবল মাত্র পাঞ্চভৌতিক সংযোগে দেহ কর্ম্মশীল নহে। এঞ্জিন্ চালাইবার যেমন কর্ত্তা আছে তদ্রূপ দেহ-এঞ্জিন্‌কে সক্রিয় করিবার কর্ত্তাও আছেন। সে কর্ত্তা আত্মা। ১০

আত্মা পাঞ্চভৌতিক দেহমধ্যবর্ত্তী হইয়া সেই দেহ অবলম্বনে নানা কার্য্য করিলে তাঁহাকে জীবাত্মা বলা হইয়া থাকে। ১১

অতি পবিত্র নির্ম্মল সলিলও দেহমধ্যস্থ হইলে দুর্গন্ধময় প্রস্রাব হইয়া থাকে। আত্মাও পাঞ্চভৌতিক দেহ-মধ্যস্থ হইলে মলিন জীব হইয়া থাকেন। ১২

আত্মা জীবত্বরূপ মালিন্য বিহীন হইলে তাঁহাকে কেবল বলা হয়। কেবলাত্মাই শুদ্ধ-চৈতন্য, কেবলাত্মাই কেবলানন্দ। কেবলাত্মার নিরানন্দের লেশ নাই। সেই জন্যই তিনি কেবলানন্দ। ১৩

আত্মা যতক্ষণ দেহ-বিশিষ্ট রহিয়াছেন ততক্ষণ তাঁহাকে দেহী বলা হইতেছে। তিনি এই দেহ ত্যাগ করিলে তাঁহাকে আর দেহী বলা হইবে না। এই আত্মাতে যতক্ষণ জীবত্ব থাকিবে ততক্ষণই এই আত্মাকে জীব বলা হইবে। এই আত্মা-জীবত্ব-বিহীন হইলে এই আত্মাকে আর জীব বলা হইবে না। তখন জীবত্বের নাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবেরও নাশ হইবে। ১৪

জীবত্বের নাশই জীবের নাশ। ১৫

ক্রোধ আত্মাতে রহিয়াছে বলিয়া আত্মা ক্রোধী। আত্মা ক্রোধ-বিহীন হইলেই আত্মাকে আর ক্রোধী বলা হইবে না। আত্মাতে যে ক্রোধ রহিয়াছে সে ক্রোধের নাশ হইলে ক্রোধীরও নাশ হইবে। অথচ যে আত্মা ক্রোধ-বিশিষ্ট হইয়া ক্রোধী হইয়াছিলেন সে আত্মারও নাশ হইবে না। সে আত্মা ক্রোধ-বিশিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যেমন ছিলেন তিনি তেমনি থাকিবেন। আত্মা জীবত্ব-বিহীন হইলেও তিনি জীবত্ব বিশিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যেমন ছিলেন সেইরূপই থাকিবেন। ১৬

ক্রোধের নাশ হইলেই ক্রোধীর নাশ হইয়া থাকে। ক্রোধের নাশ হইলে আত্মাকে আর ক্রোধী বলা হয় না। কেন না তখন আর আত্মাতে ক্রোধ থাকে না। আত্মা জীবত্ব-বিশিষ্ট হইলেই আত্মাকে জীব বলা হইয়া থাকে। জীবত্বের নাশ হইলেই জীবের নাশ হয়। অথচ সে সময়ে যে আত্মা জীবত্ব-বিশিষ্ট হইয়া জীব হইয়াছিলেন তাঁহার নাশ হয় না। তিনি জীবত্ব-বিশিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যেমন ছিলেন তেমনি থাকেন। জীবত্বের নাশ দ্বারা তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ১৭

তোমার যতদিন শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে ততদিন তোমার জন্ম, মৃত্যু, জাতিও থাকিবে। যিনি কেবলাত্মা, যাঁহার শরীরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই তিনিই জন্ম-মৃত্যু-জাতি-বিহীন। ১৮

জীব।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য নিজ রচিত 'আত্মপূজা' পুস্তিকায় জীবকেই দেব ও সদাশিব বলিয়াছেন। যে জীব দেব এবং সদাশিব তাঁহার রোগ, শোক এবং দুঃখ ভোগ হয় কেন? আর জীবত্ব লোপের জন্য চেষ্টারই বা প্রয়োজন কি? ১

জীবত্ববশতঃ শোকানুভূতি, জীবত্ববশতঃ দুঃখানুভূতি, জীবত্ববশতঃ রোগানুভূতি। ২

জীবত্ব অজ্ঞান-বশতঃই হইয়া থাকে। জীব অজ্ঞান। সেই জীবকে দেব এবং সদাশিব বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ৩

জীব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে তাহার আর জীবত্ব থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে জীব জীবন্মুক্তই হইয়া থাকে। সে সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের চতুর্থোল্লাসে বলা হইয়াছে,—

"ব্রহ্মজ্ঞানযুতোমর্ত্ত্যোজীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ"। ৪

বীজ বৃক্ষ হইলে বৃক্ষই বলা হয়। তখন আর বীজ বলা হয় না। জীব শিব হইলে আর তাহাকে জীব বলা হয় না। ৫

স্বর্ণে খাদ্ মিশাইলে স্বর্ণ একেবারে অশুদ্ধ হয় না। স্বর্ণে খাদ্ মিশাইলে স্বর্ণ অস্বর্ণ হয় না। আত্মারূপ স্বর্ণে জীবত্বরূপ খাদ্ মিশ্রিত হইলে আত্মা অনাত্মা হ'ন্ না। আত্মা সম্পূর্ণ রূপে অনাত্মাও হ'ন্ না। ৬

দেহ জীব নহে। জীব দেহী। ৭

ঐ অগ্নি কাষ্ঠাশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। অথচ উহা কাষ্ঠকে পোড়াইতেছে। জীবের কামরূপ অগ্নিও জীবকে পোড়ায়। ৮

জীবও নিত্য নহে, জীবের ক্ষমতাও নিত্য নহে। ৯

ব্রহ্মের জ্ঞান যে শ্রেণীর জীবের জ্ঞান যদি সেই শ্রেণীর হইত তাহা হইলে জীবও সর্ব্বজ্ঞ হইত। ১০

পুরুষ আপনাকে প্রকৃতি বোধ করে না, প্রকৃতিও আপনাকে পুরুষ বোধ করে না। শিব আপনাকে জীব বোধ করেন না। জীবও আপনাকে শিব বোধ করেন না। যে জীব 'শিবোহহং' বলেন তিনি মিথ্যাবাদী। ১১

নিদ্রিতাবস্থায় 'তুমি আছ' বোধ না করার জন্য তোমাতে যে সমস্ত গুণ, যে

সমস্ত শক্তি আছে সে সমস্ত আছে বলিয়াও বোধ কর না। সে অবস্থায় তোমার ক্রিয়া-শক্তি আছেও বোধ কর না; ক্রিয়া-শক্তিদ্বারা কোন কার্য্যও হয় না। তোমার শক্তি সকল নিদ্রিতাবস্থায় নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় থাকা প্রযুক্ত জাগ্রতাবস্থায় তোমাকে যে সমস্ত সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সে সকলের কিছুই ভুগিতে হয় না। জাগ্রতাবস্থায় তুমি সুখ, দুঃখ, শোক প্রভৃতি ভোগ করার জন্যই সে অবস্থায় তুমি জীব। নিদ্রিতাবস্থায় যখন 'তুমি আছ' বোধ না থাকাপ্রযুক্ত সুখ, দুঃখ, শোক প্রভৃতি ভোগ কর না, কোন কার্য্য করিতে পার না, তোমা থেকে কোন গুণ, কোন শক্তির বিকাশ হয় না; কোন শক্তি, কোন গুণ তোমাতে আছে বলিয়া বোধ-কর না তখন তুমি অজীব। 'তুমি আছ' বোধ প্রভাবে ক্রিয়াশক্তি ও অন্যান্য শক্তির বিকাশ, নানা গুণ ও নানা কার্য্যের স্ফুরণ তোমা থেকে যখন হয় তখন তুমি জীব। এমন এক নিদ্রা আছে যে নিদ্রা হইতে জাগরণ হয় না; তুমি যখন সেই নিদ্রার অভিভূত হইবে তখন আর তোমাকে জীব হইতে হইবে না। ১২

মায়া।

যাহা নাই তাহার কোন বিবরণও নাই। আছে যাহা তাহার বিবরণও আছে। ১

যাহার কোন কারণ আছে তাহা নিত্য নহে। যাহার কোন কারণ আছে তাহা আদিও নহে, অনাদিও নহে। ২

চন্দ্র যেন নিত্য। চন্দ্রের প্রতিবিম্ব যেন লীলা। বৃক্ষ যেন নিত্য। বৃক্ষের ছায়া যেন লীলা। প্রদীপ যেন নিত্য। প্রদীপের আলোক যেন লীলা। ৩

যাহা চিরবর্ত্তমান তাহাই নিত্য। যাহা চির-অবর্ত্তমান তাহাই অনিত্য। অনিত্য চির-অবর্ত্তমান। সেই জন্যই অনিত্যকে অসত্য বলা হয়। ৪

যাহা আছে তাহা নাই বলিতে পার না। যাহা আছে তাহা সত্য। সত্য যাহা তাহাই অসত্য বলা যায় না। ৫

মিথ্যা অর্থে যাহা নাই। তুমি মায়াকে মিথ্যা বল। যাহা নাই তবে তাহাকে ভয়ই বা কর কেন? ৬

অসত্য নাই। অসত্য অনিত্যও নহে। অনিত্য অসত্য নহে। তবে তাহা নিত্য সত্য নহে বটে। ৭

মায়া যদ্যপি সত্যব্রহ্ম হইতে বিকাশিত হইয়াছে বল তাহা হইলে মায়াও ব্রহ্মের অংশ ব্রহ্ম, তাহা হইলে তাহাকে মন্দ ত' বলিতে পার না। যদি বল মায়া মন্দ তাহা হইলে মায়াতে যে সমস্ত গুণ আছে ব্রহ্মেতেও সে সমস্ত গুণ আছে। তাহা না থাকিলে, যে মায়া ব্রহ্ম হইতে বিকাশিত সে মায়াতে মন্দ গুণ সকল কোথা হইতে আসিল? ৮

সত্য হইতে যদি কিছু বিকাশিত হয় তাহাও সত্য। সত্য হইতে অসত্য কখনই বিকাশিত হইতে পারে না। ৯

মিথ্যা নাই। সেই জন্যই মিথ্যা অসত্য। ১০

অসত্য যাহা তাহা নিত্যও নহে, অনিত্যও নহে। অসত্য যাহা তাহা ছিল না, তাহা নাই, তাহা থাকিবে না। ১১

অসত্য হইতে ভ্রান্তির প্রকাশ। অসত্য নিত্যও নহে, অনিত্যও নহে। ১২

মিথ্যা আছে বলিলে তাহাও সত্য বলিতে হয়। ১৩

মিথ্যা নাই বলিলে সত্য আছে ও বোঝা যাইতে পারে। ১৪

সত্য হইতে অসত্যের প্রকাশ নহে। সত্য হইতে অভ্রান্তির প্রকাশ। ১৫

সত্য যাহা তাহা কখনই অসত্য হইতে পারে না। সত্য ছিল, সত্য আছে, সত্য থাকিবে না হইতে পারে না। সত্য নিত্য। সত্য অবিনশ্বর। ১৬

জ্ঞান হইতে যেমন অজ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না তদ্রূপ সত্য হইতেও অসত্যের বিকাশ হইতে পারে না। তুমি যদি মায়া অসত্য বল তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে মায়ার বিকাশ বলিতে পার না। উপনিষদ্, বেদান্ত, পুরাণ এবং তন্ত্র মতে ব্রহ্ম সত্য। সেই সত্যব্রহ্ম হইতে মিথ্যা মায়ার বিকাশ কি প্রকারে বল ? ১৭

সৎ-ব্রহ্ম হইতে অসৎ-মায়ার উৎপত্তি অসম্ভব হইলে মায়ার উৎপত্তির আর অন্য কারণ ত' নাই, অথচ মায়ার বিদ্যমানতা এবং নানা কার্য্য প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। সুতরাং মায়ার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। মায়ার নিত্যত্ব স্বীকৃত হইলে মায়াকে অসত্য বলিতে পার না। কারণ নিত্য যাহা তাহা অসত্য নহে, তাহা সত্য। সুতরাং তাহা অনিত্য নহে। সত্যকে অনিত্য বেদান্ত প্রভৃতি অদ্বৈতমতপ্রতিপাদক কোন গ্রন্থেই বলা হয় নাই। ১৮

মায়ার আবশ্যক হইলে আপনা হইতেই মায়া হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। ১৯

মায়ারই এক নাম প্রকৃতি। কোন কোন শাস্ত্রবেত্তা সেই মায়া-প্রকৃতিকে জড়া বলিয়াছেন কিন্তু তন্ত্র-মতে মায়া-প্রকৃতি শক্তি। ২০

তন্ত্র অনুসারে মায়াকে অসৎ বলা যায় না। পঞ্চদশীর মতে মায়া সৎও নন্ অসৎও নন্; পঞ্চদশীমতে সদসতের পার। ২১

পঞ্চদশীর মতে মায়ার অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি অঘটনঘটনপটিয়সী। ২২

"সমন্বয়-দর্শন"।

বৈষ্ণব ভকত এক পর্য্যটন করি,
ঘোরে সদা চারিধারে "রাধে রাধে করি"।
পরম আহ্লাদে থাকে কৃষ্ণ-প্রেমে মাতি;
পুলকে প্রেমের ভরে গায় কৃষ্ণ-গীতি।
বালকের মত কভু হাসে কাঁদে গায়;
দর দর করি অশ্রু বুক্ ভেসে যায়।
দিব্য গৌরবর্ণ কান্তি তনু প্রেম-ভরা;
ছল ছল আঁখি দু'টী প্রেমেতে বিভোরা।
অমিয়া জড়িত কথা শান্তি তাহে কত;
"রাধে রাধে" করি গাণ গায় অবিরত।
সে সুন্দর রাধা নাম যে করে শ্রবণ;
ভীষণ সংসার জ্বালা ভোলে সেই জন।
ঘাটে ঘাটে পথে মাঠে যে দিকেতে ধায়;
"জয় রাধে শ্রীরাধে" বলি জগত মাতায়।
একদিন কোন ক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে—
সহসা উঠিল এক রাজার বাড়ীতে।
রাজা সে বৈষ্ণবে হেরি পরম আদরে;
কর-জোড়ে ভক্তি ভরে নিল তুলে ঘরে।
নিশাদেবী ধীরে ধীরে দিল দরশন;
আতিথ্য-গ্রহণে সাধু করিলা মনন।
রাজা নিজে সাধু সেবা করয়ে যতনে;
প্রসাদ পাইলা কত পুলকিত মনে।
প্রাসাদের ডান ধারে কালিকা-মন্দিরে,
শয়ন রচনা করি দিলা সাধু তরে।
পথক্লান্ত সাধু গিয়ে কালিকা মন্দিরে,
সুষুপ্তির শান্ত কোলে ঢলি পড়ি ধীরে,
ভাবিতে লাগিলা মনে,—কেমন করিয়া
কালিকা-মন্দিরে থাকি বৈষ্ণব হইয়া।

চন্দন-চর্চ্চিত মোর বৈষ্ণব ধরম ;
এ যে হায় বড় শক্ত বিরুদ্ধ করম।
প্রেমের ঠাকুর মোর প্রেমময় হরি ;
এযে গো ভীষণা দেখি মহাভয়ঙ্করী।
ভীষণ নয়ন দুটী গলে মুণ্ড-মালা ;
করেতে খড়গ ধরি করিতেছে খেলা।
না-না যাই এথাহতে দুরে কোন ঠাঁই ;
আবার ভাবিছে মনে থাক্ কাজ নাই।
এইরূপে সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে ;
নিদ্রা দেবী দেখা দিলা আসি আচম্বিতে।
নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি শান্তিময়ী-ধরা ;
ওঁ তৎসৎ ভিন্ন নাহি অন্য কোন সাড়া।
সহসা জাগিয়ে সাধু হেরে চমৎকার ;
পুলকে অবশ তনু কথা বলা ভার।
ভীষণা মুরতি হায় নাহি সে মন্দিরে ;
নাহি সে ভীষণ আখি নাহি খড়্গ করে।
নাহিক সে এলোকেশী মুণ্ডমালা গলে ;
নাহিক সে মহাদেব তাঁ'র পদতলে।
হইয়াছে "কালী" "কালা" ধরেছে বাঁশরী।
গলে শোভে বনমালা বামেতে কিশোরী ॥

প্রেম-পূর্ণ আঁখি দু'টী উজলিয়া দিশি ;
কি যেন বৈষ্ণব পানে চেয়ে বলে হাঁসি।
বৈষ্ণব মিনতি করি কহিল ঠাকুরে ;
"যেই "কালী" সেই "কৃষ্ণ" বুঝিনু এবারে"।
উষাদেবী তখনত দেয়নিক সাড়া ;
বৈষ্ণব রাজাকে ডাকি কহে "এস ত্বরা"।
রাজা সে চীৎকার শুনি কি হ'লো ভাবিয়া ;
শয্যাছাড়ি দ্রুতপদে আসিল ছুটিয়া।
মন্দিরের মাঝে ঢুকে বিস্ময়ে মগন ;
কহিল "বৈষ্ণব সাধু—ধন্য মহাজন।
তোমার প্রসাদে আজি বুঝিলাম হায় ;
সব(ই) এক এক(ই) সব ভেদ কিছু নয়।
বৈষ্ণব রাজারে কহে "তুমি মহাজন !
তোমারি প্রসাদে আজি এই দরশন।
এতেক বলিয়া দোহে তারা পরস্পরে ;
পুলকে প্রেমের ভ'রে চীৎকার করে।
উষাদেবী হাসিমুখে দিলা দরশন।
এ অদ্ভুত লীলা হেরি স্তব্ধ জগজ্জন ॥

নিত্যপদাশ্রিত—
শ্রীঅনন্তকুমার হালদার।

শ্রীশ্রীনিত্যলীলা।

ঠাকুর এবার সর্ব্বধর্ম্মস্থাপয়িতা। জগতের সকল ধর্ম্মমতেই ঠাকুরের অপূর্ব্ব বিশ্বাস, অদ্ভুত শ্রদ্ধা, আলৌকিক নিষ্ঠা : ঠাকুর এবার স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে "কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সব আমার ঐ এলোকেশী।" গৌরনাম, কৃষ্ণনাম, কালীনাম এমন কি আল্লা, খোদা, যীশুর নামেও ঠাকুরের সমান সমাধি—তুল্য-ভাব-বিকার। মধুময়ের এই মধুলীলা সম্ভোগে ঠাকুরের শ্রীচরণ-মধুকরগণ আনন্দে ও কৌতূহলে আত্মহারা হইয়া লীলা-ময়ের লীলা-পুষ্টি করিতেছেন। নবগোরার এই নবলীলা সহচর কেহ শক্তিমন্ত্রোপাসক, কেহ বৈষ্ণবাচারী, কেহ ব্রহ্মপূজক, এমন কি কেহ বা হিন্দু-আচারী হইয়াও খৃষ্ট-সেবক ; কোন কিঙ্কর বা মুসলমানকুল পবিত্র করিয়া ঠাকুরের সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছেন।

ঠাকুরের কিঙ্করগুলির মধ্যে যিনি বৈষ্ণবাচারী ঠাকুর তাঁহাকে সেই পন্থার উপদেশ দেন ; যিনি দক্ষিণাচারী ঠাকুর তাঁহাকে সেই সাধনা প্রদর্শন করেন ; যিনি কৌলাচারী দয়ার নিধি তাঁহাকে

তাঁহারই সাধনমার্গে নিষ্ঠা রাখিয়া গন্তব্য স্থানে লইয়া যান। দেবী-সমক্ষে পশুবধ সাধনারও ঠাকুর নিন্দা করেন না; আবার যজ্ঞার্থ বদ্ধ ছাগ-পশুদর্শনে নয়নদ্বয় হইতে গঙ্গা-যমুনা-স্রোত বহিতে থাকে। জিজ্ঞাসা করিলেই বলেন "কি করি বাপু? আমিতো কোন সাধন-পন্থারই নিন্দা করিতে পারিব না। সব শাস্ত্র, সব সাধনাই সত্য।"

হুগলী আশ্রমে ঠাকুর সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া এইভাবে ক্রীড়া করিতেছেন। একদিন প্রাতঃকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, শীতল বায়ু বহিতেছে, সম্ভবত বর্ষাকাল। ঠাকুরের অনেকগুলি ভক্ত আশ্রমে উপস্থিত; তন্মধ্যে বজরাপুরবাসী বেণী মাধব কর্ম্মকার একজন ও সেবকাধম এই লেখক অন্যতম। বেণীবাবু স্বভাবতঃই খুব রহস্যপ্রিয়,—রহস্যই তাঁহার ভাব প্রকাশের মজ্জা ছিল। আমাদের রসরাজও এই রসিক ভক্তটির সঙ্গে রসিক-ভাবে আলাপ করিতেন।

বাল্যকালে এই লেখক অতিশয় মাংসপ্রিয় ছিল। ঠাকুরের কৃপা-কটাক্ষ লাভের পরেই বিষদন্তগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। অতঃপর ৭।৮ বৎসর নিরামিষাশী হইয়াও ভোজন-প্রীতির বিন্দুমাত্রও অভাব হয় নাই। এই অধম কিঙ্করের কলুষিত জীবনের সাতটি বৎসরের নিরামিষ ভোজন-ক্লেশ বুঝি আমার করুণাময়ের সহ্য হইল না। একদিন (শ্রীধাম নবদ্বীপ বিহার-কালে) আশ্রমে প্রসাদ পাইবার সময় দেখি ঠাকুরের সম্মুখে একটি প্রসাদপাত্র; উহাতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য প্রসাদ। আশ্রম বাটীর দ্বার বন্ধ। আশ্রম মধ্যে রমণীভক্তমণ্ডলী ও আমি ব্যতীত আর কোন ভক্তই উপস্থিত নাই। ঠাকুর মৃদুমধুর হাস্য করিয়া সেই প্রসাদ পাইবার জন্য আমাকে অনুমতি করিতেছেন। মুখখানি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ঠাকুরের হৃদয়ে সহস্র জননীর স্নেহ-উৎস উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

ধন্য ধন্য ধন্য তোমার দয়া! প্রভু হে মধ্যে মধ্যে যখন তুমি কৃপা করিয়া সময় দাও তখন মনে হয় হিমালয় শিখরে উঠিয়া শত সহস্র বজ্র-নিনাদ সদৃশ কণ্ঠস্বর অবলম্বন করিয়া সহস্রমুখে তোমার করুণা-কাহিনী জগতে ঘোষণা করি। হৃদয়েশ! কৃপাকর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই হতভাগ্য ঘোর অকৃতজ্ঞ অনন্ত জীবনেও তোমার অযাচিত অহেতুকী করুণা ভুলিয়া না যায়।

শ্রীভগবানের অদ্ভুত লীলা রহস্যে তাঁহার নিত্যধামের ভক্তগণ জগতে আসিয়া প্রথম জীবনে জীবলীলার অভিনয় করেন। সেই লীলাবশে বেণীদাদাও বুঝি প্রথম জীবনে কিছু মাংস-প্রিয় ছিলেন কিন্তু যতই থাকুন বোধ হয় এ বিষয়ে তিনি এই জীবাধমকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক দিনে আমরা উভয়ে ও অন্যান্য ভক্তগণ একত্র উপবেশন করিয়া পরস্পর নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছি এমন সময়ে আমাদের দুই জনের মধ্যে একজন (খুব সম্ভব আমি) পূর্ব্ব সংস্কারবশে প্রস্তাব করিলাম "আজ কিন্তু সুপশু দিয়া গঙ্গামাতার পূজা দিবার দিন। বেণীবাবুও সমর্থন করিয়া ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অবিলম্বে (ঠাকুরুণ দ্বারা) আশ্রমমধ্যে ঠাকুরের নিকট সংবাদ পাঠান হইল। ঠাকুরুণ ফিরিয়া আসিয়া যে সংবাদ আমাদিগকে দিলেন তাহাতে আমাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "ঠাকুর শুনিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন 'যাহা ইচ্ছা করুক আমি কিছু জানি না।" সর্ব্বনাশ! আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে ঠাকুর কখন আমাদের সমক্ষে কখন আমাদের সঙ্গে দেবী-নিবেদিত মাংস-প্রসাদ পরমানন্দে সেবা করিয়াছেন—তাই

আমাদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে—আমরা ভুলিয়া গিয়াছি প্রকৃত কোন উদ্দেশ্যে ঠাকুর বলিদান-প্রথার সমর্থন করেন—কোন উদ্দেশ্যে পরম-সত্বগুণাবতার শ্রীনিত্যগোপাল ভক্তগণসহ মাংস-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আমরা ভয়ে, লজ্জায় ও অভিমানে হতবুদ্ধি-প্রায়; বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিতেছে। এদিকে ঠাকুরের নিকট অনুমতি পাইবার পূর্ব্বেই সুপশু ক্রয় সমাধা হইয়াছে। দ্বারদেশে বদ্ধছাগ চীৎকার করিতেছে। যোগীমুনির অগম্য দেবারাধ্য চিন্তামণিকে ক্রোড়ে পাইয়া স্পর্দ্ধার ইয়ত্তা নাই। এই মোহ দূর করাও বুঝি ঠাকুরের এই লীলার একটি হেতু।

আমাদের এই "ত্রিশঙ্কুর" অবস্থা দেখিয়া করুণাময়ের লীলা-সহচরী সেবিকাশিরোমণি (ঠাকুরুণ) আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন "আচ্ছা দেখি, অপেক্ষা কর।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে আমরা আমাদের অন্যায় কর্ম্মের জন্য আত্মগ্লানি করিয়া অন্তরের ধনের নিকট অন্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ক্ষমানিধি, পতিতপাবন, অভক্তবৎসল অন্তর্য্যামী কি ক্ষমা না করিয়া আর স্থির থাকিতে পারেন? প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে ঠাকরুণ হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন "ঠাকুর বলিলেন, রীতিমত ষোড়শোপচারে গঙ্গাদেবীর পূজার আয়োজন করিয়া যথাবিধি পূজা দিয়া যেন বলিদান সমাধা করা হয়।" ঠাকরুণের অনুরোধ উপলক্ষ করিয়া দয়াল ঠাকুর আজ অপরাধী সেবকদ্বয়ের মহান্ অপরাধ ক্ষমা করিলেন। আমরাও মহাশঙ্কট হইতে নিস্তার পাইয়া বেশ শিক্ষালাভ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কর্ণস্পর্শ পূর্ব্বক পূজার উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলাম। পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ কালে ঠাকুরের প্রসন্নবদন দর্শনে সমস্ত আশঙ্কা দূর হইল; কৃপানিধি করুণাসাগরের সস্নেহ শাসন পাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিলাম।

ইহাই আমাদের ঠাকুরের "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়"।

ভক্ত-ভিক্ষু—শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

মানব-জীবন

(শব্দ-ব্রহ্ম।)

সংকীর্ত্তন

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)।

এই জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ঋষিরা আপনার দেহ ও মনের অনুশীলন করিয়া নরজীবনের যাহা লক্ষ্য তাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন। জড় জগতের আলোচনায় একটু সুখ সম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু আমাদিগের মধ্যেই যে অনন্ত অসীম আনন্দের কারণ বর্ত্তমান তাহা আমরা দেখিয়াও দেখিতে পাই না। হায়! অন্ধ আমরা তাই আপন সৌন্দর্য্য বিস্মৃত হইয়া, ভিতরের সৌন্দর্য্যে উপেক্ষা করিয়া বাহিরে পরের সৌন্দর্য্য দেখিতে যাই। অন্তরের মধুর বংশীধ্বনি ত্যাগ করিয়া পলায়মান কোকিল-কোকিলার পশ্চাতে ধাবমান হই; আপন নাভিমণ্ডলে অবস্থিত কস্তুরীর গন্ধে মোহিত হইয়া অবোধ মৃগের মত বহির্জগতে ধাবমান হই। চক্ষু উন্মীলন করিয়া, কর্ণ প্রসারিত করিয়া স্থির চিত্তে একবার আপনার দিকে

লক্ষ্য করুন, দেখিতে পাইবেন নয়ন ফিরিতে চাহিবে না ; মন অপার আনন্দে আপ্লুত হইয়া পূর্ব্ব জীবনের মূর্খতাকে ধিক্কার দিতে দিতে শেষে পূর্ব্ব জীবনও বিস্মৃত হইয়া যাইবে ? অসীম আনন্দসাগরে ভাসিতে ভাসিতে অনন্ত আনন্দে লয় হইয়া যাইবেন। ক্ষুদ্র নশ্বর ক্ষণস্থায়ী জগতের সুখ—অনন্ত অনিশ্বর নিত্য পবিত্র সেই আত্মানন্দ।

ভ্রাতৃগণ ! উপর্য্যুক্ত উভয় আনন্দের কোন্‌টী গ্রাহ্য, কোন্‌টী অগ্রাহ্য তাহা আপনারা নিশ্চয় বুঝিবেন। আপনারা বুদ্ধিমান, আপনারা জ্ঞানী, আপনারা সদ্বিবেচক। আপনারা সে আপনাদের অনন্তশক্তি নশ্বর জগতে ন্যস্ত করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া আছেন, সেই শক্তির বেগ একবার অন্তরে প্রবাহিত করিয়া দেখুন দেখি, দেখুন দেখি সুখ আছে কি না, দেখুন দেখি বিধাতার সৃষ্টি কেবলই দুঃখময় অথবা অনন্ত সুখের আধার কি না। আপনারা মস্তিষ্কের যে পরিমাণ চালনা করিয়া নশ্বর জগতের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহার অর্দ্ধেকটা আত্মায় দান করুন দেখি। অর্দ্ধেক কেন, আপনার অসীম অপব্যয়িত শক্তির এক আনা আত্মায় দেন দেখি, যদি প্রয়োজন হয় অপর পনর আনা আপনা হইতে আত্মায় ধাবিত হইবে। ভ্রাতৃগণ ! আপনারা কয়েকটী প্রাণ উন্মত্ত হইয়া আত্মার দিকে ছুটিয়া যান দেখি। আপনাদিগের অনন্ত শক্তির এক কণা প্রকাশ করিয়া দেখান দেখি। শত ব্রীটিশ জার্ম্মানীর রণের শক্তি আত্মার সেই অনন্ত শক্তির এক কণা। একটী আত্মার একটী প্রাণের দৃষ্টান্তে শত শত প্রাণ শত শত আত্মা ছুটিয়া যাইবে। সমস্ত জগৎ আত্মানন্দের দিকে ছুটিয়া যাইবে। ভাই ভারতবাসী ! ধর্ম্মজগতের আপনারা গুরু ; আর ইউরোপের অসীম কর্ম্ম শক্তি জড় জগতে ব্যয়িত। আপনাদের মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ সমস্ত ইউরোপ সমস্ত পৃথিবী করিবে। আপনাদের একখানি প্রাচীন গ্রন্থের জন্য ইউরোপে কত লালায়িত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মান দেশ হইতে পণ্ডিতেরা আসিয়া, আপনাদের পূর্ব্ব-পুরুষের জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ। অথবা তাঁহারা জীবনহীন চিত্র দেখিয়াই স্তম্ভিত। আপনারা একবার সজীব জ্বলন্ত ধর্ম্ম-প্রাণ লইয়া জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হউন দেখি। দেখিতে পাইবেন, সমস্ত জগৎ আপনা-দিগের দিকে ছুটিয়া আসিবে। ইউরোপে ভোগের চরম। আপনাদের দ্বারে তাঁহারা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানপ্রার্থী ! আপনারা উদাসীন থাকিলে চলিবে না। আপনাদের ভিতর অসীম শক্তি আছে, সে শক্তি দেখা দিয়াছে। আপনারা একবার অন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় শক্তি জ্ঞাত হউন। অনন্ত জ্ঞানের দ্বার বৈদেশিকের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হউক।

কিন্তু এই আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের সহজ উপায় কি ? আত্মতত্ত্বজ্ঞান অনুভূতির বিষয় ; পুস্তকে ত সে জ্ঞান পাওয়া যাইবে না। আত্মতত্ত্বজ্ঞান অতি কষ্ট-সাধ্য, কলির জীবের পক্ষে একরূপ অসম্ভব,—এ ভ্রান্ত ধারণা হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলুন। নর-শরীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ মস্তিষ্ক। শরীরের অন্যান্য অংশ, সেই মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড-মধ্যস্থিত পদার্থের রক্ষায়ই নিযুক্ত। জড় জগতের অপরাপর পদার্থ হইতে নর-শরীর যেমন ক্রিয়াশীল ও শ্রেষ্ঠ, মস্তিষ্ক ও মেরুমধ্যস্থিত মজ্জাও তেমনি নর-শরীরের অপরাপর অংশ হইতে শ্রেষ্ঠ। জড় পদার্থ জড় জগতের ক্রিয়া অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু আমরা জড় জগতের ক্রিয়া অনুভব করিতে পারি এই জন্য আমরা আত্ম-গৌরব করি। কিন্তু জড় জগতের ক্রিয়া অপেক্ষা সহস্র-গুণে ক্রিয়াশীল আপন-দেহের ক্রিয়া, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক ও মেরুমধ্যস্থিত মজ্জার

ক্রিয়া অনুভবে আমরা উদাসীন। বৃক্ষের পাতায় মেঘের কোণে, সমুদ্রের তল-দেশে কি হইতেছে অনুভব করিতে যাই, আর তাহাতে কৃত-কার্য্য হইলে আপনাকে কতই না কৃতার্থ মনে করি; কিন্তু অনন্ত ক্রিয়ার আধার আপন দেহের ক্রিয়া অনুভবের দ্বারা বোধ করিতে চেষ্টা করি না। যে জড়-জগতের ক্রিয়া দর্শনে ধন্য, সে যদি আপনার দেহের ক্রিয়া অনুভব করিতে পারে, তবে কি সে শত সহস্র অনন্তগুণে ধন্য নহে? যদি ক্রিয়ার প্রকাশ মাত্র দেখিয়া, দেশ বিদেশের অলৌকিক সৃষ্টি-কার্য্য দেখিয়া কেহ ধন্য হয়েন, তবে ক্রিয়া প্রকাশের কেন্দ্র অনন্ত ক্রিয়ার আধার যিনি অনুভব করিতে পারেন তিনি কি ধন্য নহেন? এই গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিয়া প্রাচীন ঋষিগণ ধন্য। যীশু বলুন, বুদ্ধ বলুন, শঙ্কর বলুন, মহম্মদ বলুন—সকলের বল, বুদ্ধি, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের মূল এইখানে।

এই নর-দেহে প্রকাশিত শক্তি ও উহার কেন্দ্রানুভূতির জন্য, প্রাচীন কালে যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আবির্ভাব হয় তাহার নাম যোগ-শাস্ত্র। যোগীরা গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি, বক্ষ, কণ্ঠ, কপাল ও ব্রহ্ম-রন্ধ্রে মনঃ সংযোগ করতঃ তৎ তৎ স্থানের ক্রিয়ানুভব করিয়া অপার আনন্দে আপ্লুত হইতেন। মেরুদণ্ড-মধ্য-স্থিত পদার্থ ও মস্তকের সার মস্তিষ্কই যে নর-শরীরে চৈতন্যের প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠ বাসভূমি তাহা যোগাচার্য্যগণ অবগত ছিলেন। বাল্যকালে অপরিস্ফুট 'অহং' হইতে জগতের জ্ঞান আসে। বাল্যকালে জ্ঞান প্রকাশের স্থানগুলিই পরিপক্ক হয় না, এই হেতু জড়িত বিকৃত জ্ঞান থাকে। যোগীরা ব্রহ্মরন্ধ্রে সম্পূর্ণরূপে মনঃ সংযোগ করিয়া যে 'অহং' ও 'অহং'এর অতীত জ্ঞান ফিরাইয়া পান সে জ্ঞান পরিস্ফুট বিশুদ্ধ ও পরিপক্ক। উন্নতি ও অধোগতির, জ্ঞান ও অজ্ঞানের চরম বর্ত্তমান সাধারণ জ্ঞানে দুর্ব্বোধ বলিয়া যেন কেহ ইষ্ট-লাভে বিমুখ ও প্রতারিত না হয়েন। জড়জগতেও দেখা যায় আলোকের অভাব ও অত্যন্ত প্রকাশ উভয়েই নর-চক্ষু কার্য্যে বিরত। তাই বলিয়া উহারা কি এক? জ্ঞান-প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম স্থান ব্রহ্মরন্ধ্রে সম্পূর্ণরূপে মনঃসংযত হইলেই 'অহং' 'ইদং' প্রভৃতি জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে উপস্থিত হওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় শোক, দুঃখ, জরা মৃত্যু-যন্ত্রণা কিছুতেই আর মানুষকে অভিভূত করিতে পারে না। কর্ম্ম-ফলে জন্ম, কিন্তু সে, কর্ম্মাকর্ম্মের অতীত হইয়া যায়, তাই তাহার পুনর্জ্জন্ম ভোগ করিতে হয় না। তাই বলি আস্তিক হউন, নাস্তিক হউন, ভক্ত হউন, জ্ঞানী হউন—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের দিকে ছুটিয়া যান। চৈতন্যের ক্রিয়ার ভিতর দিয়া চৈতন্য ধরিবার এমন যন্ত্র ও উপায় জগতে অতুলনীয়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই উপায়ের আবিষ্কর্ত্তা। ভক্তেরা জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক এই মূল মন্ত্রেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। প্রেমের আধিক্যে প্রেমিকের শরীরে উপর্য্যক্ত যোগীজনসুলভ ভাব স্বতঃই উপস্থিত হয়। প্রেমিকের চিত্তবৃত্তি আপনা হইতেই নিরোধ হইয়া যায়। প্রেমিক বিনা যোগে ভক্ত প্রবর নারদের ন্যায় যোগানন্দ অনুভব করেন। নির্ব্বিকল্প অবস্থায় যোগীর মন চৈতন্যে লীন হয়, প্রেমিকের মন মহাভাবের অবস্থায় লীন হয়। তাই উভয়ের এক গতি।

ক্রমশঃ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

আক্ষেপ

হিয়ার মাঝারে রহি, মায়ায় পরদা পাশে,
দিবানিশি কে বাজায় বাঁশি।
সকল সুস্বর মথি, শ্রবণে ঢালয়ে কিবা,
ধরম করম যায় ভাসি॥
আকুল বাঁশির গানে, প্রবোধ মানে না মন,
উধাও হইয়া সদা ছুটে।
অনল সলিল জ্ঞান, কিছু আর নাহি থাকে,
কুল মান শীল ভয় টুটে॥
রসিক ভকত মুখে, শুনি এই সব কথা,
বহুদিন পেতেছিনু কাণ।
মোহন মুরলী তান, শ্রবণে পশিল না গো,
না জুড়াল আকুল পরাণ॥
ব্যাকুল হইয়া শেষে, পিপাসিত মৃগমত,
সংসার মরুতে যাই ধেয়ে।
আপন করম দোষে, শ্রম মাত্র হলো সার,
মরীচিকা পানে চেয়ে চেয়ে॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা, না করিনু কায়মনে,
অহঙ্কারে দূরে গেল জ্ঞান।
পুরুষত্ব অভিমানে, "আমি কেবা" না বুঝিনু,
না পাইনু তত্ত্বের সন্ধান॥
দিনে দিনে আয়ুহীন, ক্রমে দেহ হীন বল,
পাপের পসরা মাথে বহি।
ভবের হাটেতে আসি, লাভে মূলে খোয়াইনু,
কতই যাতনা প্রাণে সহি॥
দাড়িম্ব বদল করি, মাকাল লইনু হায়,
কাচ কিনি কাঞ্চন বেচিয়া।
কামধেনু বিনিময়ে, করিনু শূকরী ক্রয়,
বিষ চাহি অমৃত ফেলিয়া॥
বড়ই দুর্দ্দিন মোর, কা'র কাছে দাঁড়াইব,
কে মোরে করিবে পরিত্রাণ।
সময়ে অনেকে বন্ধু, অসময়ে কেহ নয়,
অসময়ে কে লবে সন্ধান॥

যাদের সুখের তরে, নিজদুঃখ গণি নাই,
করি কত দুঃসাধ্য সাধন।
এবে দেখি বৃথা ক্লেশ, সহিয়াছি এতদিন,
ধিক মোর জীবন ধারণ॥
যাদের আপন বলি, তারা মোরে ভাবে পর,
পরের আশ্রয়ে কোথা সুখ?
আমার অবোধ মন, নিজ হিত তেয়াগিয়া,
নিরন্তর পায় কত দুঃখ॥
জগৎ আনন্দ ধাম, কেন নিরানন্দে ডুবি,
কেন হৃদে এতেক লাঞ্ছনা।
দয়ার সাগর হরি, লুকায়ে কি খেলা খেলে,
ভুগি আমি অশেষ যন্ত্রণা॥
আনন্দ বাজার মাঝে, নিরানন্দ হলো লাভ,
হরি হরি একি বিড়ম্বন!
যতেক অনর্থ হায়, মম দোষে উপজিল,
দূরে গেল শ্রীহরি স্মরণ॥
আতর বিহীন হয়ে, এ ভব-সমুদ্রকূলে,
দাঁড়ায়ে রহিব কত দিন।
ফেনিল তরঙ্গ রঙ্গে, আছাড়িছে বেলাভূমে,
হেরে মম বল বুদ্ধি ক্ষীণ॥
মনরে! উপায় ছিল, সময় থাকিতে যদি,
ডাকিতিস্ গুরু-কর্ণধারে।
গুরুপদ তরণীতে, বিনা দানে স্থান পেয়ে,
অবহেলে যাইতাম পারে॥
ভজন সাধন দুই, দাঁড়ী আছে সে নৌকায়,
হরিনাম সারি তারা গায়।
কত পাপী সারি শুনে, যমে হারি মানায়েছে,
হরি বল হইবে উপায়॥ *
আমার বিকার ঘোর, অবশ রসনা তায়,
হরি হরি বলিতে না পারে।
হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই, কেমনে হইব পার,
দয়া কর পতিত আমারে॥

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু।

চিন্ময়-লীলা

সর্ব্ব বিষয়ে সীমাবদ্ধ মানব, শ্রীভগবানের অনন্তরূপ, অনন্ত ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে যে কিরূপ অসমর্থ তাহা গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে দিয়া দেখাইয়াছেন। তবে তাঁহার নিকট তাঁহার ঐ রূপ, ঐ ভাব এবং তাঁহার তত্ত্ব ভক্তি-প্রীতি-ভরে অনুরাগ প্রযুক্ত অত্যন্ত ব্যাকুলিত হৃদয়ে লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি দয়াপরবশ হইয়া সেই চিন্ময় দেশের সর্ব্ববিসম্ম অবস্থা বিশেষে উপলব্ধি করাইয়া থাকেন। তত্তৎকালে মানবের সীমার আবরণ ছিন্ন হইয়া যায় ও সেই অপরূপ দেশ জাগিয়া উঠে। গত সন ১৩২১ সালের ২রা মাঘ রাত্রি আন্দাজ দশ ঘটিকার সময় এই অভাগার যাহা যাহা উপলব্ধি ও দর্শন হইয়াছে তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম। পাঠক-পাঠিকাগণ দয়া করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

জানি না তখন আমি কি অবস্থায় ছিলাম। সে অবস্থা নিদ্রা নহে, জাগরণ নহে, তন্দ্রা নহে, কিম্বা স্বপ্নও নহে। এই অবস্থার কি বিশেষ নাম আছে তাহা জানি না। এই অবস্থার দর্শন স্পর্শন যে প্রকৃষ্ট সত্য, তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুভূত হইতেছে; কারণ সেই সেই ভাব, সেই সেই অবস্থা এত বিশুদ্ধভাবে স্মৃতিপথে উদয় হইয়াছে যে তাহা ভুলিতে ইচ্ছা করিতেছে না; মনপ্রাণকে যেন মাতোয়ারা করিয়া ঘনীভূত ও জমাট হইয়া আবেশোন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। জানি না ইহাকে কি মানস-দর্শন বলে?

একটী সুবিস্তীর্ণ পথ—উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। পথটী অতীব প্রীতিদায়ক মনে হইতেছে—যেন কত সৌন্দর্য্য মিশান। পথে উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছিল। পথের পূর্ব্বদিকে নিম্নদেশে এক পুণ্যতোয়া পূত-প্রবাহিনী নদী। উত্তর হইতে দক্ষিণ মুখে ধাবিতা। সেই পথে যখন দাঁড়াইয়া নদীটী আমার প্রথম নয়ন গোচর হইল তখন দেখি নদীতে অনন্তকাল জল কুল কুলধ্বনি করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। নদীর স্নিগ্ধ হিল্লোলে এই অভাগার তাপিত প্রাণ অনেকটা সুশীতল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নদীসৈকতে দেখি কত কত উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট মুনি, ঋষি ও নরনারীগণ ভগবৎ-আরাধনায় বিভোর। নদী সৈকতে, নদীর জলে এমন কি প্রত্যেক জল কণার, বালুকণায় এক অপ্রাকৃত, অনৈসর্গিক জ্যোতিঃ মিশ্রিত। মোটের উপর নদীটী দর্শন পথে পতিত হওয়ায় মনে হইল এই নদীটী এই পার্থিব জগতের নহে যেন কোন অনৈসর্গিক দেশের নদী। দেখিলে স্বর্গের মন্দাকিনী বা গোলকের বিরজা বলিয়া ভ্রম হয়।

পথের উপরে পশ্চিম দিকে একটী ছোট ময়দান—ঐ ময়দান নানা প্রকার পুষ্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ; একটী ছোট খাট উদ্যান সদৃশ। অতি সুন্দর সুগন্ধযুক্ত পুষ্পরাজিতে দিক্ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। পুষ্পরাজি—নত-মুখী পুষ্প-স্তবক হইতে কত কত জ্যোতিঃ যেন উছলিয়া পড়িতেছে। পশ্চিম দিকে একটী অট্টালিকা—এই অট্টালিকার দক্ষিণ দিকে উহার ফটক্। উত্তর দিকে একটী ঘর—তাহার দরজায় যাইতে হইলে পুষ্প-উদ্যানের মধ্যস্থলে নাতি-দীর্ঘ নাতি-বিস্তৃত পথ বহিয়া যাইতে হয়। আমি সেই পথ ধরিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দ্বারের নিকট গিয়া ঘরটীর বাহিরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখি ঘরটী যেন চাঁদ দিয়া মোড়া। যেন কত রংএর জ্যোতিঃ দিয়া, কত কত ইন্দ্রধনু-রংএ চিত্রিত। দ্বারটী চন্দন কাষ্ঠে প্রস্তুত বলিয়া মনে হইল—দ্বারের বর্ণ চন্দন কাষ্ঠের বর্ণের মত ও

উহা হইতে সেই সৌরভ বহির্গত হইতেছিল। দ্বারের ঠিক উপরিভাগে বড় বড় অক্ষরে নাম-ব্রহ্ম "হরির নাম" লিখিত রহিয়াছে। এই নাম-ব্রহ্মের চতুর্দ্দিক হইতে অতি উজ্জ্বল সুশীতল জ্যোতি ক্ষরিত হইতেছে। নাম-ব্রহ্মকে মনে মনে প্রণাম করিয়া ঘরটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিতে পাইলাম তাহা হইতে চক্ষু আর ফিরাইয়া লইতে পারা যায় না। যাঁহার দর্শন জন্য প্রাণ সর্ব্বদা উম্মনা, যাঁহাকে পাইলে হয়ত জগতের সমস্ত ভুলিতে সেই মূরতি খানি, সেই প্রাণারাম **নিত্য-গোপাল** রূপখানি দর্শন করিলাম।

ঘরটী উত্তর-দক্ষিণে লম্বা—ঘরে তিনটী জানালা আছে—পূর্ব্বদিকে দরজার দুই পার্শ্বে দুইটী ও উত্তর দিকে একটী। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বার আপনিই বন্ধ হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে দেখি যেমন কোটী চন্দ্রের এককালে উদয় হইলে অতীব উজ্জ্বল আলো হয় সেইরূপ আলোকে আলোকিত। অতি সামান্য ক্ষুদ্র বস্তুও সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ঘরের মধ্যের উত্তরাংশে একখানি অতি সুন্দর কারুকার্য্য নির্ম্মিত পালঙ্ক। পালঙ্কোপরি অতি সুন্দর কারুকার্য্য নির্ম্মিত মখমলের বিছানা পাতা রহিয়াছে। বিছানার উপরে মধ্যস্থলে দিব্যাসনে বা যোগাসনে পূর্ব্বমুখীন হইয়া শ্রীশ্রীনিত্যদেব বসিয়া আছেন। শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া দেখি অর্দ্ধোন্মিলিত চক্ষু দুইটী ঢল ঢল করিতেছে। শ্রীমুখখানি দেখিয়া "হারাধন" পাইলাম মনে করিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। এ সুখ এ আনন্দ কতক্ষণের জন্য থাকিবে মনে হইয়া এই সুখের মধ্যে অন্য জাতীয় বিষাদ আসিয়া প্রাণকে বড়ই কাঁদাইতে লাগিল। এই অবস্থার মধ্যে যখন প্রাণারাম বস্তুটীর শ্রীমুখ হইতে সুধানিন্দিত বাণী শুনিতে পাইলাম তখন সেই বিষাদের পরিবর্ত্তে আনন্দ-ধারা উপস্থিত হইল।

যাঁহাকে আজ চারি বৎসর দেখিতে পাই নাই—যাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া জীবন ধারণ অনেক সময় বৃথা মনে হইয়াছে—যাঁহাকে দর্শন পাইবার জন্য কতদিন প্রাণে প্রাণে কত দেব-দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, মা আনন্দময়ীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছি—সেই অপার আনন্দের বস্তু, সেই দীনের একমাত্র সম্বল অভাগার সম্মুখে পালঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কি গো ভাল আছ ত"? আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই তাঁহার যুগল শ্রীপদে মস্তক রক্ষা করিলাম। আমার এখন স্পষ্ট মনে হইতেছে তাঁহার দক্ষিণ শ্রীকর দিয়া এই অভাগার মস্তকে, বাপ যেমন ছেলেকে মাথায় হাত বুলাইয়া স্নেহে গলিয়া আদর করেন, সেইরূপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে "**নারায়ণ নারায়ণ**" শব্দ "**হরি ওঁ হরি ওঁ**" শব্দ উচ্চারিত হইতেছিল। তখন অর্দ্ধ-সংজ্ঞা-বিলুপ্ত হৃদয়ে মনে হইল—"আমার একমাত্র হারানিধিকে যখন পাইলাম তখন আমার মত সুখী আর কয় জন আছে"? অভাগার স্বরচিত একটী গাণও সেই সময় মনে হইল। গীত যথা :—

ভজরে মন! জ্ঞানানন্দ পরম করুণা নিদানম্।
পরম করুণা নিদানম্ গুরু, পরম পতিত পাবনম্॥

সযতন করে যে ডাকে তাঁরে, তারে চরণ দেন
করুণা করে।

আশ্রিত পালক, বিপদ নাশক, ভকত হৃদয় রঞ্জন॥

কল্পতরু গুরু নিত্যদেহধারী, শ্রীচন্দ্র বদনে বলেন
হরি হরি।

আত্মারাম-স্বপ্রকাশ, সুন্দররূপ ধারণম্॥

অধম দীনের কি আছে উপায়' বিনা দয়াময়
ঐ রাঙ্গা পায়।

গুরুর চরণে লহরে শরণ, করম-বন্ধন-নাশনম্ ।।

পরে আমি পালঙ্কের সম্মুখে ঘরের মেজেতে বসিয়া পড়িলাম। দেখি আমাকে যেন ঐ সময় কি বলিতে গিয়া শ্রীদেব সমাধিস্থ হইলেন। দেখি তাঁহার সমস্ত শরীর হইতে এক অপরূর জ্যোতি যাহা আমার জীবনে কখনও দেখি নাই প্রকাশ হইয়া সেই শ্রীমূর্ত্তিকে আবৃত করিয়া' ফেলিল সেই জ্যোতি-বাপরে বাপ যেন এককালে শত সহস্র চন্দ্র উদয় হইলে যেমন জ্যোতি হইতে পারে, সেইরূপ জ্যোতি ঘনীভূত হইয়া পালঙ্কোপরি রহিলেন। এই অতীব আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া আমি সেই অবস্থায় জ্ঞানহারা হইলাম যেঁ বোধ শক্তি দ্বারা শ্রীনিত্যদেবকে ইতি পূর্ব্বে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম তাহা আর থাকিল না। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখি বহু রংএর মানুষ পালঙ্কের চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইয়া পরস্পরে ইঙ্গিত দ্বারা কি বলাবলি করিতেছেন।

আর দেখি—কি আশ্চর্য্য কি সুন্দর সেই জমাট, ঘনীভূত জ্যোতিমধ্যে উভয় উভয়কে হেলান দিয়া কি মনোহর, জগজন মনলোভা শ্রীশ্রীমৎশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীমৎশ্রীগৌরাঙ্গ-মূরতিদ্বয়! তখন মনে হইল জগৎ কত সুশীতল; আর এ দর্শন, এই অনুভূতি আমার ক্ষীণ প্রানে ধারণ করিতে পারিতেছে না। আনন্দ যেন আর ধরে না। এইখানে আসিয়া আমি আর কিছু বলিতে পারিতেছি না; এইবারে আমার মন কোথায় গেল! প্রাণ কোথায় গেল! আমি আমাকে যেন হারাইয়া ফেলিলাম—এখন লেখনীও স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে।

শ্রীনিতাইচাঁদ স্নেহমাখা বুলিতে আমাকে বলিতেছেন "তুই নিত্যাশ্রিত, তুই আমাদিগকে দর্শন কর—দর্শন করিয়া জীবন সার্থক কর।"

তৎকালে দুই প্রভুর শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া দেখি শ্রীনিতাই চাঁদের চক্ষু দিয়া আনন্দধারা বহিতেছে। আনন্দধারার মধ্যে যেন জগতের দিকে সকরুণ দৃষ্টি—মাতোয়ারা অথচ জীবের উপর কত সদয়। আর শ্রীশ্রীগৌরচাঁদের নয়ন দুইটী উর্দ্ধে উথিত অথচ ভাঙ্গা ভাঙ্গা। নয়ন দুইটী দেখিলে মনে হয়, তিনি দাঁড়াইয়া আছেন বটে কিন্তু তাঁহার মন, প্রাণ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আমি মেজেয় বসিয়া ছিলাম তজ্জন্য শ্রীমুখদ্বয়ই আমার প্রথম নয়নপথে পতিত হইয়াছিলেন। জানিনা কি মনে করিয়া পালঙ্কের একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি উভয়ের যুগল শ্রীপাদপদ্ম নুপুর-পরিহিত। সে নুপুরের বর্ণ কাঁচা সোণার বর্ণের মত। আহা এমন নুপুর ত কখন দেখি নাই। জগতের সুবর্ণনির্ম্মিত বস্তুতে এমন সুন্দর উজ্জ্বলীকৃত গঠন হইতে পারে না। কৈ তাহাতে ত কাঁচা সোণার রংঙের মধ্যে এমন স্নিগ্ধ প্রাণশীতলকারী উজ্জ্বলতা নাই। সেই নুপুর-পরিহিত যুগল শ্রীপাদপদ্ম চতুষ্টয়কে প্রণাম করিলাম। শ্রীপদরাজিতে যেন অভাগাকে সস্নেহে দর্শন দান দিতেছেন এরূপ ইঙ্গিত করিলেন। প্রণামান্তেই যেমন আমি দাঁড়াইলাম অমনি দুই প্রভু সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হরির নাম কর, নাম লহ, নাম গাহ, নাম কর সার"। প্রভুদ্বয়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল যেন বিকম্পিত হইয়া উঠিল। আমি তাঁহাদিগের বীণানিন্দিত স্বরে—এ বীণার স্বর জগতের নহে, অনেক রঙ্গমঞ্চে অনেক বাদ্য যন্ত্রাদির সুস্বর শুনিয়াছি, কিন্তু এই দিব্য স্বরের সহিত ত সেই স্বরের তুলনা হয়না—আকুল হইয়া শ্রীমুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া ছিলাম—আহা মরি মরি বিধি যেন শরত

চাঁদ নিঙড়িয়া সে মুখদ্বয় সেই শ্রীঅঙ্গদ্বয় গঠন করিয়াছেন।

এই অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছি, এমৎ সময়ে সেই নানা রং এর জ্যোতি-বিশিষ্ট জনগণ গাহিয়া উঠিলেন "হরির নাম লহরে লহরে প্রহরে প্রহরে, যদি আনন্দ সাগরে করিবি গমন"। এই কীর্ত্তন খুব উচ্চৈঃস্বরে না হইলেও ক্ষণকাল পরেই খুব জমাট বলিয়া বোধ হইল। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখি—যাঁহারা কীর্ত্তন করিতেছেন তাঁহারা কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। ঘরের মধ্যের যাবতীয় দ্রব্য-গুলি যেন এক অপ্রাকৃত মনমুগ্ধকর শক্তিতে নৃত্য করিতেছে। পালঙ্কোপরি চাহিয়া দেখি প্রভুদ্বয়ও নৃত্য-উন্মুখী হইতেছেন—এমন সময়ে (পালঙ্কের পশ্চিমদিকে দক্ষিণদিক্ সন্নিহিত একটী দরজা আছে) পশ্চিমদিকের দরজাটী খুলিয়া মা আনন্দময়ী উমা-মূর্ত্তি আনন্দ বিতরণ করিতে করিতে আসিয়া পালঙ্কের সন্নিহিত হইয়া উভয় শ্রীকরে নিতাই-গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি-দ্বয়কে স্পর্শ করিলেন। কীর্ত্তন থামিয়া গেল ও সেই অপরূপ নিতাই গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দ্বয়েরও সেথান হইতে অন্তর্দ্ধান হইল। পরক্ষণেই দেখি মা আনন্দময়ী সুধার খনি আমার, দিক্ আলোকিত করিয়া সহাস্যবদনা মায়ের নয়ন দ্বয় হইতে যেন কত স্নেহ ক্ষরিত হইতেছে। তিনি আমার দিকে চাহিতেই যেমন আমি তাঁহার পানে ছুটিয়া যাইতেছি—অমনি তিনি মধুর স্নেহের বুলিতে বলিলেন "নিত্যগুরুপদ সার কর—যাহা এতক্ষণ দর্শন করিলে আমার কৃপায়—আবার অপেক্ষা কর আর এক অভিনব বস্তু দর্শন করিতে পাইবে"। মায়ের আশীর্ব্বাণী শেষ হইতে না হইতেই শ্রীশ্রীসদাশিব মূর্ত্তি সেই পশ্চিম দিকের দরজা হইতে সেখানে উপস্থিত হইলেন ও মা আনন্দ-ময়ীর সহিত যুগল হইয়া এই অভাগার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ঐ যুগলরূপ দর্শন করিয়া একটী গান মনে হইল তাহা এখানে প্রকাশ করিলাম।

(আহা) মরি মরি কিরূপ মাধুরী।
আধ শ্বেত আধ পীত শোভে শিব-সঙ্করী॥
বাবার মাথায় কোপায় ফণি,
মার ভালে জ্বলে মণি;
মুখ খানি মার সুধার খনি :—
হাঁসছেন্ দিক্ আলো করি॥
বাবার মাথায় জটার ভার,
কিবা চারু চিকণ মার,
রজত কনক হার—দেখরে নয়ন ভরি॥
চাঁদের আলো বাবার ভালে,
কিরণ জ্বলে মার কপালে,
ভক্তি ভরে মা মা ব'লে চেয়ে থাকি চরণ ধরি॥

সদাশিবের জটামধ্য হইতে মা সুরধনীর কুল্-কুল্ ধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

শাস্ত্রে দেখিতে পাই—সদাশিবই গুরুমূর্ত্তি—তাই বুঝি আজ তাঁহার আনন্দরূপা আদ্যাশক্তিকে বামে রাখিয়া যুগল হইয়া জগৎকে আনন্দ দান করিতেছেন। পালঙ্কদিকে তাকাইয়া দেখি—মরি মরি কি অপরূপ রূপের মাধুরী—শ্যামচাঁদ চুড়া বামে হেলাইয়া চরণে চরণ তুলিয়া দিয়াছেন। গলদেশে বনফুলহার দোদুল্যমান হইতেছে। নয়নদ্বয়ে কিবা অপরূপ বঙ্কিম কটাক্ষ। অধরে মধুর হাসি—শ্রীকরে মুরলীধৃত। চুড়া'পরে শিখি পাখা মৃদু মৃদু দুলিতেছে। বামে শত সৌদামিনী বিজড়িত হেমবরণী রাধা—শ্যাম প্রেমে বিভোরা। শ্যাম চাঁদের গলদেশে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেষ্টিত ও বাম হস্ত কটি সংলগ্ন দক্ষিণে হেলন দিয়া শ্যাম-মুখ-চন্দ্র দিকে চাহিয়া চাহিয়া নয়ন তৃপ্ত করিতেছেন। শ্রীপদযুগলে মণিময় নুপুর; তাহা হইতে অমিয় মিশ্রিত অপরূপ জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ কত শত মণি খচিত অলঙ্কারে ভূষিত। নীল পট্ট

শাটী পরিধান—"যেন নব নীরদ কোলে বিজলি হাঁসিছে"। আহা এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই। মরি মরি কি অপরূপ মাধুরী। মা আনন্দময়ী এক দিকে সদাশিবের সহিত যুগলে দণ্ডায়মান—অন্য দিকে রাধাশ্যাম যুগল হইয়া অপূর্ব্ব মন-প্রাণ-ভুলান, জগত ভুলান রূপ ধারণ করিয়াছেন।

নব-ঘন পাশে যেন বিজলি হাঁসিছে।
রসালের বামে যেন লতিকা দুলিছে॥
সোণার কমল পরে ভ্রমর ছুটিছে।
চরণ উপরে যেন শত চন্দ্র লুটিছে॥
শ্যামের অধরে কিবা মুরলী বাজিছে।
রাই অধরে কিবা মৃদু হাঁসি খেলিছে॥
শ্যামের শিরে কিবা শিখি পাখা শোভিছে।
রাইএর শিরে কিবা বেণী বাঁধা রয়েছে॥
দুঁহু নয়নে কিবা করুণা ঝরিছে।
চরণ ছায়ায় কত মহাপাপী তরিছে॥
কত জন গৃহত্যজি ওই পদে মজিছে।
মন সুখে—যে ও চরণ পূজিছে॥

আমার মনে হইল—আমি বুঝি স্বপনের মত জড়-জগতে এত দিন বিচরণ করিতেছিলাম—যেন কোন দূর দেশে এত দিন অবস্থান করিতে ছিলাম। এখন এখানে আসিয়া জাগরিত হইয়াছি। পরক্ষণেই আর এক অভিনব খেলা দেখিলাম। মা আনন্দময়ী আমার ত্রস্তভাবে আসিয়া রাধা-শ্যামকে কোলে তুলিয়া লইয়া আনন্দ ভরে উভয়কে চুম্বন করিলেন এবং রাই-কানুকে বুকে ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সদাশিবও আত্মহারা অবস্থায় 'মরি মরি কি সুন্দর, কি মধুর' বলিতে বলিতে মা আনন্দময়ীর কোল হইতে রাধে-শ্যামকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সেই কালে শুনিতে পাইলাম অতি সুন্দর ব্রজ বুলিতে—রসিক রসিকার রূপ গুণ-বর্ণনা করিয়া সেই উজ্জ্বল নর-নারী বৃন্দ "রতন আসনে রতন ভূষণে যুগল রতন রাজে" বলিয়া গান করিতেছেন। গান শেষ হওয়া মাত্রেই আনন্দময়ী মা সদাশিবের কোল হইতে শ্রীমতী রাইধনীকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তৎপরেই আর কিছু নাই—আমার এ অবস্থা ভাঙ্গিয়া গেল। অভাগার সব ফুরাইল—হয়ত এ জীবনে এরূপ দর্শণ আর হইবে না। ইহাই কি চিন্ময় লীলা?

শ্রীমুকুন্দলাল গুপ্ত।

পূর্ণ শান্তি

শ্রীভগবানে পূর্ণ নির্ভরতার সহিতই পূর্ণ শান্তির বিশেষ সম্বন্ধ। ভগবৎ-কৃপা-বলে যদি কোন সৌভাগ্যবান মানব, পশু, পক্ষী, স্থাবর, জঙ্গম ইত্যাদি জগতের যাবতীয় বস্তুতেই সেই একমাত্র প্রেম-ময় শ্রীভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি করেন; গহনে কাননে প্রান্তরে, সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে একমাত্র তাঁহারই অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া রহেন, তবে তাঁহাকে আর এই সাংসারিক সুখ দুঃখে বিচলিত করিতে পারে না। তখন তিনি অন্তরে বাহিরে তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তমের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া দিব্য-প্রেমানন্দ আস্বাদন করেন। এই অবস্থাকেই আমি পূর্ণ শান্তি নামে অভিহিত করিতেছি। এই পূর্ণ-শান্তি লাভ করা সাধারণ জীবের পক্ষে দুর্লভ বটে কিন্তু শ্রীভগবানের অহেতুকী কৃপা বলে যাঁহারা আংশিক ভাবেও ইহা লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও জগতে পরম সৌভাগ্যবান সন্দেহ নাই।

আমরা সাধারণ জীব; সর্ব্বদা সাংসারিক বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইলেও শান্তি-প্রয়াসী; কিন্তু আমরা আত্ম-নির্ভরতার অভাবে মরীচিকায় জল পাইবার আশার ন্যায় সর্ব্বদাই বিফল-মনোরথ হইয়া শান্তির পরিবর্ত্তে ঘোর অশান্তিরই সৃষ্টি করিতেছি। যতক্ষণ আত্ম-নির্ভরতা আছে, ততক্ষণ আমিত্ব আছে, ততক্ষণ সেই সুশীতল শান্তিবারি লাভের কোনই আশা নাই। কারণ আমি মায়াধীন জীব আমার কোনও ক্ষমতা নাই, আমি সম্পূর্ণ পরাধীন, আমি এই যে কথা বলিতেছি, চলিতেছি, ফিরিতেছি, কাহার ইচ্ছায়? সেই পরম-মঙ্গলময় শ্রীশ্রীনিত্য-ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত, তাঁহার অহেতুকী কৃপা ব্যতীত, আমার এক মুহূর্ত্তও বাঁচিবার সাধ্য নাই। এমতাবস্থায়, আমার সুখ দুঃখ বিধানের কর্ত্তা আমি কি প্রকারে হইব? আমি অজ্ঞান ও মোহে অভিভূত, তাই আমি কর্ত্তা সাজিয়াছি, তাই আমি অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়াছি, তাই আমি সর্ব্বদা আত্মবল-আত্ম-নির্ভরতা দেখাইতে গিয়া নিয়তই অশান্তি ভোগ করিতেছি। আমার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, "শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সমস্ত হয় বোধই প্রকৃত জ্ঞান" (সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার ১১৪—৩) "জীবের ইচ্ছায় কিছুই হয় না" (সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার ৩৩—২) শ্রীভগবানের কৃপা বলে এই দিব্য-জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিলে বাস্তবিক এই সংসারই শান্তিময় হইয়া যায়। শ্রীভগবান মঙ্গলময়, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই পরম মঙ্গলজনক; তিনি পরমদয়ালু; তিনি তিনি অধম পতিতকেও ঘৃণা করেন না, বরং অধম পতিতে তাঁহার বিশেষ দয়া। এই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু একমাত্র তাঁহারই কৃপালোকে জীবিত রাহিয়াছে; বৃক্ষের পাতাটী পর্য্যন্ত তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত নড়েচড়ে না। তিনিই পিতৃরূপে পরম জনক এবং মাতৃরূপে পরমা জননী, এ জগতবাসী সমস্তই তাঁহার সন্তান, তাঁহারই মঙ্গলেচ্ছায় ঐ শশী-সূর্য্য কিরণ দিতেছে, তাঁহারই মঙ্গলেচ্ছায় জীবের জীবন-সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, একমাত্র তাঁহার মঙ্গলেচ্ছারই এই বিশ্বের যাবতীয় কার্য্য সুসম্পাদিত হইতেছে, অথচ আমরা মোহান্ধ হইয়া শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্ব লোপ করিয়া আত্ম-বলে শান্তি লাভ করিতে সর্ব্বদা ইচ্ছুক, ইহা আমাদের কত অজ্ঞানতা বল দেখি? শ্রীভগবানই একমাত্র জগৎকর্ত্তা, শ্রীভগবানই একমাত্র শান্তির আলয়; তাঁহাকে ভুলিয়া, তাঁহার কর্ত্তৃত্বে নিজের কর্তৃত্ব দেখাইতে গিয়া আমাদের শান্তি লাভের আশা অগ্নির নিকট শীতলতা লাভের আশার ন্যায় অলীক হয় সন্দেহ নাই।

আমরা বেশ অনুভব করি যে বিপদে আপদে যতক্ষণ আমরা শ্রীভগবানে নির্ভরতার দিকে অগ্রসর না হই, ততক্ষণ আমাদের সন্তাপিত হৃদয় কিছুতেই সুশীতল হয় না। কিন্তু শ্রীভগবানে নির্ভরতার ভাব আসিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুস্নিগ্ধ শান্তি-বারি বর্ষিত হইয়া ঐ তাপিত হৃদয়কে সুশীতল করিতে থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীভগবানে নির্ভরতার সঙ্গেই শান্তির বিশেষ সম্বন্ধ; এই নির্ভরতা দ্বারা পবিত্র শান্তি-রস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত দয়াময় শ্রীভগবান কখন কখন আমাদিগকে নানা আপদ-বিপদ প্রদান করেন; বিপদ-আপদেও তাঁহার করুণার অদ্ভুত বিকাশ। মনে কর আমার প্রাণসম পুত্রের প্রাণ-সংশয় পীড়া হইল পুত্রের পীড়ার উপশম হইল না; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল; যখন দেখিলাম নিরুপায় তখন সেই নিরুপায়ের উপায় শ্রীভগবানকে মনে পড়িল, পুত্রের আরোগ্যের জন্য কায়মনোবাক্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; তখন আর পার্থিব ডাক্তার কবিরাজের উপর নির্ভর নাই;

তখন আর আত্মবল নাই, তখন "যা কর তুমি প্রভো ! তোমার জিনিষ তুমি রাখিলে রাখিতে পার, মারিলে মারিতে পার ;" এই যে ভাব ইহাই নির্ভরতার ভাব, এখন হা হুতাশ অনেক কমিয়া গিয়াছে ; এখন কেবল বলিতেছি, "ইচ্ছাময় ! তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও কিছুই করিবার শক্তি নাই ; মঙ্গলময় হে ! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" এখন আত্ম-বল পলায়ন করিয়াছে তাই শান্তিপ্রদ নির্ভরতার আবির্ভাব হইয়াছে ! আবার আমার একটী পুত্র যদি অকালে অচিকিৎস্যায় প্রাণত্যাগ করে তবে মনে সর্ব্বদাই ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হয়, মনে হয় সময়মত ভাল চিকিৎসা হইলে অবশ্য পুত্র মরিত না ; অচিকিৎসায় অযত্নে আমার পুত্র মারা গিয়াছে, এইরূপ যতই ভাবিতেছি, যতই আত্ম-কর্তৃত্ব খাটাইতেছি, ততই অশান্তি অধিক হইতে অধিকতর হইতেছে। কিন্তু বিবেক যখন বলিল আচ্ছা তোমার পুত্রই যেন অচিকিৎসায় মরিয়াছে, ঐ যে রাজতনয় যাহার বিপুল ধন রাশি, যাহার জন্য কত বিখ্যাত বিখ্যাত ডাক্তার কবিরাজ আনা হইয়াছিল তাহার মৃত্যু হইল কেন ? বিবেকের এই কথা শুনিয়া আমার চৈতন্য হইল এবং তখন কেন প্রাণে প্রাণে বুঝিলাম যে জন্ম মৃত্যুর কর্ত্তা আমরা নই, উহার কর্ত্তা একমাত্র শ্রীভগবান, তবেতো শ্রীভগবানের ইচ্ছায়ই আমার পুত্র দেহত্যাগ করিয়াছে, আমি বৃথা মোহে-অভিভূত হইয়া শোকান্বিত হইতেছি। এই ভাবে আমার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণে শান্তি আসিতে লাগিল। আমার ইচ্ছায় যখন কিছুই হয় না তখন আমি কেন মিথ্যা কর্ত্তা সাজিয়া, মিথ্যা কর্ত্তা সাজাইয়া অশান্তির সৃষ্টি করি। তাই বলি শ্রীভগবানে নির্ভরতার সঙ্গেই শান্তির চির সম্বন্ধ।

শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সমস্ত হইতেছে এই দিব্য-জ্ঞানাভাসের সঙ্গে সঙ্গেই যে শান্তি বিরাজ-মান তাহা কে অস্বীকার করিবেন ? যদি কোন ভাগ্যবান শ্রীভগবানের অহেতুকী কৃপাবলে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে দেহ, মন, প্রাণ অর্পণ করিতে সমর্থ হয় তবে সে অনন্ত কালের জন্য সেই সুস্নিগ্ধ পরমপবিত্র দিব্য শান্তি-সুধা-সাগরে ডুবিয়া প্রেমানন্দে কালযাপন করে।

তাই বলি শান্তি-প্রয়াসী ভ্রাতৃবৃন্দ ! এস, সকলে মিলে সেই চির-শান্তির আলয় শ্রীভগবানের নিকট একান্ত মনে এই প্রার্থনা করি, যেন এ জগতের যাবতীয় কার্য্যে একমাত্র তাঁহার দিব্য-শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ দেখি এবং তাঁহার কৃপাবলে এই মোহজনিত আত্ম-অহঙ্কার ধ্বংস হইয়া আমাদের মন-মধুপ যেন তাঁহার সেই শ্রীশ্রীপাদপদ্ম-মধু পান করিয়া চিরদিনের জন্য শান্তি-রসে ডুবিয়া রয়। ওঁ তৎসৎ ! ওঁ তৎসৎ।

কাঙ্গাল—

বিনয়।

সদ্‌গুরু

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)।

নদী হইতে জল গ্রহণ করিতে হয় এবং বৃক্ষ হইতে ফল গ্রহণ করিতে হয়। অথচ সেই সমস্ত দ্রব্য তাঁহার নিজের সম্পত্তি নয়। সত্বাধিকারীর অজ্ঞাতেই সাধুগণকে সেই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া দেহ ও জীবন রক্ষা করিতে হয়। সুতরাং বলিতে পারি যে কাহারও অপরিগ্রহ বৃত্তির সিদ্ধি হইতে পারে না। যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে অপরিগ্রহ সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখা যাউক যে এই সিদ্ধি লাভের আবশ্যকতা কি আছে; পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কৃত পাতঞ্জলদর্শনে বলিতেছেন যে "অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধ।" অর্থাৎ দৃঢ়রূপে অপরিগ্রহ বৃত্তির স্ফুরণ হইলে নিজের সকল জন্ম বৃত্তান্তই সুগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু এই সিদ্ধি লাভ না করিয়াই বুঝিতে পারি যে এই আত্মায় অনেক যোনি ভ্রমণ করিয়াছি এবং অনেক পাপ করিয়াছি। না হয় সিদ্ধি লাভে আরও কিছু বেশী জানিতে পারিব এই যে অমুক জন্মে অমুক পাপ করিয়াছি বা অমুক পুণ্য করিয়াছি তাহাতেই বা ভবযন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইব কিসে? পরমব্রহ্মে প্রীতি প্রেম না হইলে বা ভগবত্তত্ত্বের বোধ না হইলে ভবযন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। গান্ধারীর শত জন্মের কথা মনে ছিল কিন্তু তথাপি তাঁহার ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় নাই; হইলে পুত্র-শোকে কখন শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিতেন না এবং শতাধিকবার ভব-যন্ত্রণা ভোগ করিতেন না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই প্রকার সিদ্ধি লাভের কোন প্রয়োজন নাই। তাই বলিয়াই কি ভোগ-বিলাসেই রত থাকিতে হইবে? তাহা নহে। ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য ভোগ বিলাস ত্যাগ করিতে হয়; ইন্দ্রিয় সংযম না হইলে মনের চঞ্চলতা দূর হয় না। সেইজন্য ভোগ-বিলাস সাধকগণের ত্যাগের বস্তু। ত্যাগ বলিয়া যে একেবারে সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে, তাহাও নহে। জীবন ও শরীর রক্ষার জন্য যাঁহার যতটুকু দরকার তিনি ততটুকু গ্রহণ করিবেন।

মনে কর কোন সাধু সমুদ্রে ভাসিয়া গিয়া কোন শীত প্রধান দেশে উঠিয়া জীবন রক্ষা করিতেছেন। এমন স্থলে সেই সাধু সেই দেশোপযোগী শীত-নিবারণ বস্ত্রাদি গ্রহণ করিবেন না নগ্নাবস্থায় থাকিয়া বিপুল তুষাররাশির স্নিগ্ধ শীত-সলিলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন? শাস্ত্রের বিধানানুসারে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীদিগকে অগ্নি স্পর্শ করিতে নাই, কিন্তু অনেকস্থলে অবস্থায় পড়িয়া অনেক সন্ন্যাসী তাহা করিয়া থাকেন, তাই বলিয়া কি তাঁহারা ত্যাগী নন একথা বলা যাইতে পারে? কখনই না। বিষয়ত্যাগী বিবেকীগণ শাস্ত্রের কোন বিধিনিষেধের বাধ্য নন (১); তাঁহারা সর্ব্বদা সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকেন। দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে

---

(১) অথচ তাঁহারা যে কর্ম্ম করেন, বিধি নিষেধ পালন করেন তাহা কেবল জগতের মঙ্গলের জন্য। তাঁহাদের নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহারা কোন বিধি-নিষেধেই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন না কারণ তাহা না হইলে অনধিকারীগণও তাঁহাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া উৎসন্ন যাইবে। এই জন্যই বোধ হয় শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥"

হে অর্জ্জুন। তুমি যদি আপনাকে সম্যক

তাঁহাদের যখন যাহা দরকার তাঁহারা তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকেন! তবে তাঁহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার অতিরিক্ত ভোগবিলাস তাঁহারা কিছুই করেন না। স্বাস্থ্য রক্ষার অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে যদি কেহ সমাজে নিন্দনীয় হইতে পারেন বটে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহাই ধারণা করিয়া থাকেন যে, কারণ না থাকিলে কখন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। তুমি পৃথিবীর নানা স্থানে যদি ভ্রমণ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে কোন কোন সম্প্রদায়ের কোন কোন মহাপুরুষ কামিনী-কাঞ্চন লইয়া ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া আছেন। বাহ্য-ব্যবহারে তাঁহাদিগকে কিছুতেই চিনিবার উপায় নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

"ভ্রম সংশোধন"

গত শ্রাবণ মাসের শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীনিত্যলীলা' প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে 'জয় নিতাই মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন যথা ইনি (ঠাকুর) যদি শ্রীচৈতন্য হন তবে ইত্যাদি।' বাস্তবিক জয় নিতাই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যথা "ইনি (ঠাকুর) যদি শ্রীচৈতন্য হন অথবা শ্রীচৈতন্যের কোন বিশিষ্ট পার্ষদ হন তবে ইত্যাদি।"

লেখক।

গীত।

তোমার নাইকো পর আপন।
যে ডাকে তার হও তুমি, ঘোর ত্রিভুবন॥

তুমি প্রেমাম্বুধি-লহরী, তুমি ভাবাকাশবিজরী,
যে ডাকে তার দ্বারে তুমি আছ ভিখারী,—

দয়াল নিত্যগোপাল বিনেরে ভাই,
কে নিস্তারে ত্রিভুবন॥

তুমি সান্ধ্য-গগন-তারা, তুমি প্রেমিক গলহারা,
যোগীজন-উজল-তপন, মুনিজন-মনোহরা,—
তুমি হতাশের আশা অন্তে ভরসা,
নররূপী নারায়ণ॥

জীবন মরুতে তুমি বারি, মন-নিকুঞ্জে শুকশারী,
হৃদি-সরসিতে মরাল তুমি, কালিন্দীতট-বিহারী,
তোমা বিনে আর, দীনজনার,
কে মুছাবে দু'নয়ন॥

৺সত্যেন্দ্রকুমার দে সরকার।

জ্ঞানী বলিয়াও মনে কর তথাপি তোমার লোক শিক্ষার্থ কর্ম্মকরা কর্ত্তব্য। যদি তুমি কর্ম্ম না কর তবে অজ্ঞলোকেও তোমার দৃষ্টান্তে নিজ ধর্ম্ম (নিত্যকর্ম্ম) ত্যাগ করিয়া বিপদে পড়িবে।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন অজ্ঞগণও সেই সেই আচরণ করিয়া থাকেন।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
* * *
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং।

হে অর্জ্জুন! এই ত্রিভুবনে আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই কিন্তু আমি কর্ম্ম না করিলে সমস্ত লোক কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এই জন্য আমিও কর্ম্ম করি!

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রী নিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

২য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬১। সন ১৩২২, আশ্বিন। } ৯ম সংখ্যা

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

আত্মা ও আত্মজ্ঞান।

ধ্যান ও মানসিক ব্যাপার। মন প্রাকৃতিক। সেই জন্য ধ্যানও প্রাকৃতিক। ধ্যান প্রাকৃতিক বলিয়া তদ্দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। আত্মাকে জানিতে হইলে অপ্রাকৃতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। অপ্রাকৃতিক জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। সেই

আত্মজ্ঞানকেই দিব্যজ্ঞান এবং পরমজ্ঞান বলা হয়। ১

আত্মজ্ঞান লাভ না হইলে শান্ত ভাবও লাভ হয় না। ২

পুণ্য ক্ষয় হইতে পারে। আত্মজ্ঞানের ক্ষয় নাই। ৩

আত্মজ্ঞানী নিরহঙ্কার। সেইজন্য আত্মজ্ঞানীর মমতাও নাই। মমতাবশতঃ সম্ভ্রমে প্রয়াস হয়। মমতাবিহীন আত্মজ্ঞানীর সম্ভ্রমে প্রয়াস নাই। ৪

আত্মজ্ঞানীর পক্ষে সকল দেবতা যে ভাবে এক, সেই ভাবে সকল মনুষ্যও এক।

আত্মজ্ঞানীর শান্তিই বিশ্রামাগার। ৬

আত্মাই স্বরূপ। সেই স্বরূপাত্মার ধ্যান জ্ঞানাত্মক। ৭

বাক্য এবং মন-সাহায্যে আত্মাকে জানা যায় না। ৮

আত্মার ধ্যান মানসিক নহে। কারণ শ্রুতি-অনুসারে আত্মা বাক্য এবং মনের অগোচর। ৯

আত্মজ্ঞান হইলে নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ায় পর্য্যন্ত বিরাগ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানীর প্রাকৃতিক কিছুতেই অনুরাগ থাকে না। ১০

দিব্যজ্ঞান।

দুর্গম গিরিবর্ত্ম অপেক্ষাও সংসারবর্ত্ম অতি ভয়ানক। ভয়ানক সংসারবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া যিনি দিব্যজ্ঞান নামক হর্ম্ম্যে প্রবেশ করিয়াছেন তিনিই সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছেন। ১

কেবল চতুর্ব্বেদে ব্যুৎপত্তি হইলেই বেদ্য-পুরুষকে জানা যায় না। বেদ্যপুরুষকে জানিবার জন্য দিব্যজ্ঞানের প্রয়োজন। ২

নরদেহেও নারায়ণ আছেন। দিব্যজ্ঞান ব্যতীত তাহা জানা যায় না। ৩

দিব্যজ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরীয় দিব্যরূপ দর্শন হয় না। ৪

দিব্যজ্ঞান লাভ হইলেই ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ হয়। ৫

দিব্যজ্ঞান ব্যতীত মমতার নিবৃত্তি হয় না। ৬

যখনি তোমার সমস্ত সংশয় ভঞ্জন হইবে তখনি তোমার দিব্যজ্ঞান হইবে। ৭

ঔষধ প্রয়োগ না করিলে রোগ আরোগ্য হয় না। অজ্ঞান রোগ আরোগ্যের জন্য দিব্যজ্ঞানই মহৌষধ। ৮

দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে দিব্যচক্ষু হয় না। দিব্যচক্ষু না হইলে নারায়ণকে দর্শনই করা যায় না। ৯

দিব্যজ্ঞান হইলে পরমেশ্বর সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক, যুক্তিবিচার ও অবিশ্বাস মনে স্থান পায় না। ১০

যেমন পৃথিবীর সকল স্থানে এক সময়ে সূর্য্যোদয় হয় না তদ্রূপ সকল জীবের এক সময়ে দিব্যজ্ঞানও হইতে পারে না। ১১

বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র প্রভৃতিতে যে সকল উপদেশ আছে পাণ্ডিত্যে সে সকলের প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। কেবল দিব্যজ্ঞান দ্বারাই সে সকলের প্রকৃত অর্থ বোধ হইয়া থাকে। ১২

কেবল পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করা যায় না। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যাঁহার দিব্যজ্ঞান মিশ্রিত আছে তিনি শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যাতা, তিনিই শাস্ত্রের প্রকৃত অনুবাদক হইবার যোগ্য। ১৩

পাণ্ডিত্য যদি পরমেশ্বর বুঝিবার কারণ হইত তাহা হইলে প্রত্যেক পণ্ডিতেই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক পণ্ডিতই সাধু হইতেন, তাহা হইলে প্রত্যেক পণ্ডিতেই বিবেক ও বৈরাগ্য থাকিত। ১৪

দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে কত কত কঠিন দুরূহ বিষয়েরও মীমাংসা হইতেছে। দিব্যজ্ঞান অপেক্ষা পাণ্ডিত্য শ্রেষ্ঠ নয়। ১৫

পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রের শব্দার্থ বোঝা যায়, কিন্তু মর্ম্মার্থ বোধ হয় না। মর্ম্মার্থ বোধ জ্ঞানে হয়। ১৬

ব্যঞ্জনে ঝাল দিলে সেই ঝাল দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্যঞ্জনে ঝালের অস্তিত্ব ব্যঞ্জন আস্বাদনে জানিতে হয়। নিজের মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব দিব্যজ্ঞান দ্বারা জানিতে হয়! ১৭

অহঙ্কার-শূন্য যে জ্ঞান, তাহাই দিব্যজ্ঞান। সেই দিব্যজ্ঞানই শুদ্ধজ্ঞান। ১৮

প্রকৃত দিব্যজ্ঞানী মায়ায় আচ্ছন্ন নহেন। সেইজন্য দিব্যজ্ঞানীর শোকদুঃখের ক্রন্দন নাই। ১৯

পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য সমস্তই যাঁহার অজ্ঞেয় হইয়াছে তিনিই প্রকৃত দিব্যজ্ঞানী! ২০

দিব্যজ্ঞানী স্পষ্ট বুঝিয়াছেন ঈশ্বর ব্যতীত তাঁহার অন্য প্রকৃত বন্ধু নাই। প্রকৃত দিব্যজ্ঞানী ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও বিশ্বাস করেন না। ২১

দিব্যজ্ঞানরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গে যিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কোন রিপুই তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে না। ২২

দিব্যজ্ঞান কাহাকে দিলেও তাহা ফুরায় না। দিব্যজ্ঞান যে অক্ষয় পদার্থ। দিব্যজ্ঞানের ধ্বংস নাই। ২৩

দিব্যজ্ঞানই ভবসমুদ্র পার হইবার উৎকৃষ্ট সেতু। ২৪

যাঁহাদিগের মৃত্যুতে শোক বোধ হইয়া থাকে দিব্যজ্ঞানীর তাঁহাদের মৃত্যুতেও শোক বোধ হয় না। পরমেশ্বর সাধককে শোক দিয়া পরীক্ষা করেন, তিনি তাহাতেও অভিভূত হ'ন্ কি না। পরমেশ্বর সাধককে ভয়ানক দুঃখ দিয়া পরীক্ষা করেন, তিনি তাহাতেও অভিভূত হ'ন্ কি না। পরমেশ্বর সাধককে অতিশয় অবমাননা দ্বারা পরীক্ষা করেন, তিনি তাহাতেও অভিভূত হ'ন্ কি না। সাধক যখন শোককে অশোক বোধ করেন তখনি তিনি দিব্যজ্ঞানী হ'ন। সাধক যখন ভয়ানক দুঃখকেও সুখ বোধ করেন তখনি তিনি দিব্যজ্ঞানী হ'ন্। সাধক যখন অতিশয় অবমাননাগ্রস্ত হইয়াও আপনাকে সম্মানিত বোধ করেন, তিনি তখনি দিব্যজ্ঞানী হ'ন্। সাধকের মৃত্যু উপস্থিত হইলেও যদি সাধক ভীত না হ'ন্, সাধকের যদি মৃত্যুও অমৃত্যু তুল্য বোধ হয় তাহা হইলে তাঁহার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে জানিতে হইবে। ২৫

জ্ঞান।

(ক)

অজ্ঞান সম্বন্ধে যেমন জ্ঞানের প্রয়োজন ব্রহ্ম সম্বন্ধে তেমনি জ্ঞানের প্রয়োজন। ১

অজ্ঞান যাহার অজ্ঞেয় তাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। অগ্রে অজ্ঞান কি বুঝিতে পারিলে তবে ব্রহ্ম কি বুঝিতে পারা যায়। ২

কোন বিদ্যাও এক দিনে সমস্ত লাভ হয় না। তবে ব্রহ্মবিদ্যা একই দিনে লাভ করিবার আশা করিতেছ কেন? ৩

কেবল বর্ত্তমান কালের কতকগুলি লোকই ব্রহ্মকে মানিতেছে তাহা নহে। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী সকল যুগেই সেই ব্রহ্মের সমাদর করিয়া থাকেন। এই কলিকালে যিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারিয়াছেন তিনি অসাধারণ পুরুষ। ৪

ব্রহ্ম হইতে 'ব্রাহ্ম'। ব্রাহ্মই ব্রহ্মকে জানেন, ব্রাহ্মই ব্রহ্মজ্ঞানী। সকলে ইচ্ছা করিলেই ব্রাহ্ম হইতে পারেন না। ৫

ব্রহ্মবোধোদয় হইলে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রসূত যে আনন্দ তাহা লাভ হইয়া থাকে। ৬

অজ্ঞান হইতেও সময়ে সময়ে আনন্দ স্ফুরিত হয়। সে আনন্দ নিত্যানন্দ নহে। ৭

তোমার নিজের অস্তিত্ব-বোধক জ্ঞান ব্যক্ত রহিয়াছে। অথচ সর্ব্বজ্ঞ ত' হইতে পার নাই! নিজের অস্তিত্ব-বোধক জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকে ত' জানিতে পার নাই। নিজের অস্তিত্ব-বোধক জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্ম তোমার অগোচর থাকিতেন না। ৮

নিজের অস্তিত্ব-বোধক জ্ঞান ত' সকল জীব-জন্তুরই আছে। সেজন্য কি তাহারা সকলেই আত্মজ্ঞানী? ৯

যে জ্ঞানদ্বারা নিজের অস্তিত্ব বোধ হয় সে জ্ঞান সকল জীবজন্তুরই আছে। সে জ্ঞান দিব্য-জ্ঞান নহে, বেদান্তের মতে যে আত্মজ্ঞান তাহাও তাহা নহে। ১০

নিজের অস্তিত্ব-বোধক যে জ্ঞান, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই জ্ঞানেরই পঞ্চ প্রকার শাখা। ১১

নিজের অস্তিত্ব-বোধক জ্ঞান যখন অব্যক্ত-ভাবে থাকে তখন অন্যান্য সকলের অস্তিত্ববোধক জ্ঞানও অব্যক্ত ভাবে থাকে। ১২

জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানকে বুঝিতে পারা যায়। ১৩

অজ্ঞান কি না বুঝিলে অজ্ঞান পরিত্যাগও করা যায় না। ১৪

যেমন অগ্নি, জল প্রাপ্তির কারণ হয় না, তদ্রূপ অজ্ঞানও জ্ঞান প্রাপ্তির কারণ হইতে পারে না। ১৫

অনিত্যের দ্বারা নিত্যকে জানা যায় না, অসত্য দ্বারা সত্যকে জানা যায় না। ব্রহ্ম নিত্য-সত্য। তাঁহাকে যে জ্ঞান দ্বারা জানা যায় সে জ্ঞানও নিত্যসত্য। ১৬

সত্যের ন্যায় জ্ঞানও নিত্য, সত্যের ন্যায় জ্ঞানও অপরিবর্ত্তনীয়। সত্য যেমন অনাদি জ্ঞানও তদ্রূপ অনাদি। ১৭

আমার দৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে তা'ই আমি নানা প্রকার পদার্থ দেখিতেছি। আমি নিজ ইচ্ছানু-সারে চক্ষু মুদ্রিত করিলে আর নানা প্রকার পদার্থ দেখিতে পাই না। জ্ঞানীব্যক্তি কখন কখন জ্ঞানচক্ষু মুদ্রিত করিয়া অজ্ঞান-মূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করেন। ১৮

জ্ঞান যাহা তাহা সত্য। তাহা হইতে অসত্য স্ফুরিত হইতে পারে না। তাহা দ্বারাই অসত্যকে অসত্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অসত্য জ্ঞানকে বিকৃত করিতে পারে না। ১৯

জ্ঞান যদি না থাকিত তাহা হইলে অজ্ঞানকে অজ্ঞান বলিয়া বুঝিবারও অন্য উপায় হইত না। তাহা হইলে নিয়তই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে হইত। ২০

জ্ঞান হইতে অজ্ঞানও স্ফুরিত হইতে পারে না। জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান বোঝা যায়। অজ্ঞানও জ্ঞানকে বিকৃত করিতে পারে না। ২১

জ্ঞান অসত্য নহে। জ্ঞান সত্যবান। 'সবিত্র' শব্দের অর্থ সূর্য্য। সেই সবিত্রের শক্তি সাবিত্রী। সূর্য্যালোকে যেমন অন্ধকার তিরো-হিত হয় তদ্রূপ-সবিত্র-প্রভাবে অজ্ঞান তিরোহিত হয়। জ্ঞান-সবিত্রের শক্তি সাবিত্রী। শাস্ত্রে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কেই অশ্ব বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-অশ্বের পতি যিনি, ইন্দ্রিয় তাঁহার অধীন। আমার মতে তাঁহাকেও অশ্বপতি বলা যাইতে পারে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যিনি পতি হইতে পারিয়াছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যাঁহার অধীন হইয়াছে তাঁহারই কন্যা জ্ঞানশক্তি সাবিত্রী। ২২

শ্রুতি এবং বেদান্ত অনুসারে ব্রহ্মই সত্য। যিনি সেই ব্রহ্মসত্যবিশিষ্ট তিনিই আমার মতে সত্যবান। সেই সত্যবানই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী। সেই সত্যবানের সাবিত্রী-নাম্নী জ্ঞানশক্তিই শক্তি। ২৩

সত্যবান সৎ। সাবিত্রী সতী। সত্যবানে অসত্যের সংস্পর্শ নাই। সাবিত্রীতেও অসত্যের সংস্পর্শ নাই। ২৪

সত্যবান সৎ। সেই জন্যই সত্যবান নিত্য।

সাবিত্রী সতী। সেইজন্যই সাবিত্রীও নিত্য। ২৪

কোন আর্য্যশাস্ত্রেই বলা হয় নাই জ্ঞান দ্বারাও ব্রহ্মকে জানা যায় না। নানা উপনিষদ্, বেদান্ত, নানা পুরাণ ও নানা তন্ত্রানুসারে জ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায় বলা হইয়াছে তবে মন-বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না বটে। সেই জন্যই কোন কোন শাস্ত্রে ব্রহ্মকে অবাঙ্মানসগোচর বলা হইয়াছে। ২৬

জ্ঞানদ্বারা নিত্য এবং অনিত্য উভয়ই বোধ হইয়া থাকে—যেমন চক্ষুদ্বারা উত্তম এবং অধম দর্শন হইয়া থাকে, জল এবং অগ্নি দর্শন হইয়া থাকে, শত্রু এবং মিত্র দর্শন হইয়া থাকে, পুরুষ এবং প্রকৃতি দর্শন হইয়া থাকে। ২৭

যে জ্ঞানদ্বারা দ্বৈত বোধ হয়, সেই জ্ঞান দ্বারাই অদ্বৈত বোধ হয়, সেই জ্ঞান দ্বারাই বহু বোধ হইয়া থাকে—যেমন, যে দর্শনশক্তির সাহায্যে একটি সামগ্রী দর্শন করা হয়, সেই দর্শনশক্তির সাহায্যে দুইটি সামগ্রী দর্শন হইয়া থাকে, সেই দর্শনশক্তির সাহায্যে বহু সামগ্রী দর্শন হইয়া থাকে। ২৮

অন্ধকার মধ্যে এক ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাঁহাকে যতক্ষণ দর্শন করা হইবে ততক্ষণই আলোকের প্রয়োজন হইবে। জ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয় ব্রহ্মকে নিয়ত জানা হইতেছে। সেইজন্য নিয়তই জ্ঞানের প্রয়োজন। সেই জন্যই জ্ঞান পরিত্যজ্য নহে। ২৯

যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা কি প্রকারে অজ্ঞাত হইব? জ্ঞান কখনই অজ্ঞানরূপে পরিণত হইতে পারে না। ৩০

বৃহৎ পদার্থ দর্শন করিতে হইলে বৃহৎ চক্ষুর প্রয়োজন হয় না। চক্ষুদ্বারা এরূপ কত পদার্থ দর্শন করা হয় যে সকল পদার্থ চক্ষু হইতে অনেক বড়। জ্ঞেয় ব্রহ্মতুল্য ব্রহ্মজ্ঞান নহে। ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা ব্রহ্ম অনেক বড় ও শ্রেষ্ঠ। ৩১

দিব্যজ্ঞান ব্যতীত চিত্ত নির্ম্মল হয় না। ৩২

জ্ঞান হইতে যে আনন্দ স্ফুরিত হয় তাহারই নাম জ্ঞানানন্দ। ৩৩

প্রেম হইতে যে আনন্দ স্ফুরিত হয় তাহাকেই প্রেমানন্দ বলা যায়। ৩৪

জ্ঞান হইতে কেবল আনন্দই স্ফুরিত হইয়া থাকে। জ্ঞান হইতে কখনই নিরানন্দ স্ফুরিত হয় না। ৩৫

বিরহশূন্য যে প্রেম তাহা হইতে কেবল আনন্দই স্ফুরিত হয়। তাহা হইতেও নিরানন্দ স্ফুরিত হয় না। ৩৬

(খ)

আলোক সকলেরই প্রিয়। অন্ধকার অতি অল্প লোকেরই প্রিয়। জ্ঞান অনেকেরই প্রিয়। কিন্তু জ্ঞান লাভ করা অতি দুষ্কর। ১

বৃক্ষের মূল, শাখা-প্রশাখা সকল, বৃক্ষের পত্র সকল, বৃক্ষের ফল সকল এক প্রকার নহে। বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি এবং অনুরাগ প্রভৃতিও এক প্রকার নহে। কিন্তু তাহাদের সমষ্টি এক জ্ঞান। ২

কত প্রসিদ্ধ পুরাণ অনুসারে স্বয়ং কৃষ্ণ-ভগবানই জ্ঞান। তবে সেই কৃষ্ণভক্তি শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞান নিকৃষ্ট কি প্রকারে বলিবেন? ৩

জড়চক্ষু দ্বারা জড় দর্শন করা যায়। জড়-চক্ষু দ্বারা চৈতন্য দর্শন করা যায় না। চৈতন্য দর্শন করিবার জন্য অজড়চক্ষুরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। অজড়চক্ষুরই অপর নাম জ্ঞানচক্ষু। ৪

প্রত্যেক পদার্থই বাক্যমনের অগোচর। বাক্যদ্বারা কোন পদার্থই বোঝা হয় না, মন দ্বারাও কোন পদার্থ বোঝা হয় না। প্রত্যেক পদার্থ ই জ্ঞানদ্বারা বুঝিতে হয়। ৫

পূর্ণজ্ঞান না হইলে লোক অবমাননা সহ্য করিতে পারে না। বিলাস পরিত্যাগও পূর্ণ জ্ঞানের পরিচায়ক। ৬

লাণ্ঠনে আলোক থাকিলে তাহার নিকটস্থ সকলেই তাহা প্রাপ্ত হয়। যাঁহার মধ্যে জ্ঞানালোক আছে তাঁহার নিকটস্থ সকলেই তাহা পাইয়া থাকেন। ৭

আলোক আনীত হইলে আর অন্ধকার থাকে না। জ্ঞানের বিকাশে অজ্ঞান থাকে না। ৮

যে শক্তি দ্বারা জ্ঞেয়কে জানা যায় সেই শক্তির নামই জ্ঞান। ৯

সকল বীজই বীজ অথচ সকল বীজই এক প্রকার নয়। ঈশ্বরের জ্ঞান ও জীবের জ্ঞান এক প্রকার নয়। ১০

'আমি আছি' এই জ্ঞান না থাকিলে কিছু দর্শনও করি না। সেইজন্য বলি, দৃষ্টিশক্তিও জ্ঞানের এক অংশ। জ্ঞানের অংশ দৃষ্টিশক্তি। সেই জন্য দৃষ্টিশক্তিও জ্ঞান। ১১

সকল বিষয়ে জ্ঞান না হইলে উত্তম-অধম সম্যক প্রকারে নির্ব্বাচন করা যায় না। ১২

সকল বিষয়ে যাঁহার জ্ঞান আছে তিনিই পূর্ণজ্ঞানী। সকল বিষয়ে যাঁহার জ্ঞান নাই তিনি । ১৩

পূর্ণজ্ঞানী যিনি হইয়াছেন তাঁহার সমস্ত কার্য্যই উত্তম। ১৪

পূর্ণজ্ঞানী হইলে বাহ্যিক পূজা, জপ এবং ধ্যান স্বভাবতঃ ত্যাগ হইয়া যায়। ১৫

কোন প্রকার চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে যদি এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে সে বিষয়ে কতক তাঁহার অজ্ঞান আছেও বলা যাইতে পারে। ১৬

কোন বিষয়ে আংশিক জ্ঞান হইলে সে বিষয়ে কতক জ্ঞান এবং কতক অজ্ঞান থাকিয়া থাকে। ১৭

আংশিক জ্ঞানীর যে পরিমাণে অজ্ঞান থাকে সে পরিমাণে তাঁহাকে অজ্ঞানের কার্য্যও করিতে হয়। ১৮

তাম্রমিশ্রিত স্বর্ণের ন্যায় অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞান। ১৯

তাম্রমিশ্রিত স্বর্ণকে যেমন তাম্রবিহীন করা যায় তদ্রূপ অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞানকেও অজ্ঞান-বিহীন করা যায়। ২০

নিজ অস্তিত্ব বোধ যে জ্ঞান দ্বারা হইয়া থাকে অন্যান্য ব্যক্তির অস্তিত্ব বোধও সেই জ্ঞান দ্বারা হইয়া থাকে। সমস্ত পদার্থেরই অস্তিত্ব-বোধ সেই জ্ঞান এক প্রকার নহে। ২১

জ্ঞান এক প্রকার নহে। ২২

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞান কোন জীবের হয় না। সম্পূর্ণরূপে এক প্রকার তত্ত্বজ্ঞানই কোন সহজে হয় না। জ্যোতিষতত্ত্ব যাঁহারা জানেন জীবের তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই সম্পূর্ণরূপে জ্যোতিষতত্ত্বজ্ঞান হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই জ্যোতিষতত্ত্বের অনেক অংশ জানিতে বাকী আছে। অথচ তাঁহাদেরূপ জ্যোতিষতত্ত্বজ্ঞ বলা যায়। তাঁহাদের জ্যোতিষসম্বন্ধে জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়ই আছে। ২৩

যাঁহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়ই আছে তাঁহারা কতকগুলি জ্ঞানের কার্য্যও করেন, কতকগুলি অজ্ঞানের কার্য্যও করেন। তাঁহারা ঐ প্রকার আংশিক জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে যে সকল পাপপুণ্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের সে সকলের ফল ভোগও করিতে হয়। সেই সকল ফল ভোগকেই প্রারব্ধভোগ বলা হয়। ২৪

জ্ঞান না থাকিলে কাহারও প্রতি ভক্তি করা যাইতে পারে না। সম্পূর্ণ অজ্ঞান যে সে নিজে আছে তাহাই জানে না। যে নিজে আছে পর্য্যন্ত জানে না তাহার কাহারও প্রতি ভক্তি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ২৫

বীজ পরিত্যাগ করিলে বৃক্ষ হয় না। বৃক্ষ বিনা ফলও হয় না। ইষ্টদেবতার নাম বীজ-

স্বরূপ। সেই নাম পরিত্যাগ করিলে জ্ঞানবৃক্ষ কি প্রকারে বিকাশিত হইবে? জ্ঞানবৃক্ষ বিনা আনন্দ-ফলই বা কি প্রকারে লাভ করিবে? ২৬

উৎকল-খণ্ড-মতে গণেশই জ্ঞান। সেইজন্য গণেশকেই ঈশ্বর-প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিদাতা বলা যাইতে পারে। ২৭

যেমন জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বহির্ব্বাটীর ক্রীড়া হইতে বিরত করতঃ মাতার আদেশে মাতৃ-সন্নিধানে মাতার স্তন্য-দুগ্ধ পান করাইবার জন্য লইয়া যান তদ্রূপ সংসাররূপ বহির্ব্বাটীর ক্রীড়া হইতে জীবগণকে জ্ঞানরূপী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ আদ্যাশক্তিমাতার নিকট স্নেহরূপ দুগ্ধ পান করাইবার জন্য লইয়া যান। ২৮

(গ)

বোধ ও শক্তি। বোধশক্তির অন্তর্গত বুদ্ধি-শক্তি। বোধশক্তির অপর নাম জ্ঞানশক্তি। ১

দর্শন, স্পর্শন, আলিঙ্গন, শ্রবণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি সমস্তই বোধশক্তির অন্তর্গত। ২

দুই প্রকার বোধশক্তি। দিব্যবোধশক্তি ও অদিব্যবোধশক্তি। দিব্যবোধশক্তিকেই শুদ্ধবোধ-শক্তি কহা যায়। ৩

বোধ ব্যতীত গুণের স্ফুরণ হয় না। গুণ বোধজ! বোধই জ্ঞান। ৪

আলোক ব্যতীত চক্ষু থাকিতেও কিছু দৃষ্টি-গোচর হয় না। জ্ঞান ব্যতীত কেবল বিদ্যায় ঈশ্বর কি, জানা যায় না। ৫

এক দর্শনশক্তি-প্রভাবে কত সামগ্রী দেখিতেছ। এক জ্ঞান দ্বারা বহু বিষয় জানা যায়। ৬

দিব্যজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোন জড় বস্তুর সাহায্যে অধ্যাত্মতত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। ৭

বিদ্বান হওয়া কি মুখের কথা? বিদ্যাশক্তি যাঁহার আছে তিনিই প্রকৃত বিদ্বান। বিদ্যাশক্তির আর এক নাম জ্ঞানশক্তি। ৮

এক বোধশক্তিরই জ্ঞানশক্তি ও চৈতন্যশক্তি দু'টী পৃথক নাম। ৯

জ্ঞানশক্তি আদ্যা, অনাদ্যা ও নিত্য। সেই জ্ঞানশক্তির অংশ যত শক্তি তাঁহারাও নিত্য। ১০

জ্ঞান 'ত' জড় নয়। জ্ঞান যে অজড়। জড় দ্বারা জড়কে জানা যায় না, অজড়-জ্ঞান দ্বারা অজড়-জ্ঞেয়কে জানা যায়, অজড়-জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক জড়কে জানা যায়। ১১

শুষ্ক কাষ্ঠের সহিত অগ্নি-সংযোগ হইবা মাত্রই সমস্ত শুষ্ক কাষ্ঠখানিই তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হয় না। তাহা ক্রমে ক্রমে পুড়িতে থাকে এবং ভস্ম হইতে থাকে! জ্ঞান-অগ্নি দ্বারা সমস্ত অজ্ঞানই একেবারে ভস্মসাৎ হয় না। অজ্ঞান ভস্মসাৎ ক্রমে ক্রমেই হইয়া থাকে। ১২

জ্ঞান সৎও নহে, জ্ঞান অসৎও নহে। জ্ঞান সদসতের মধ্যবর্ত্তী কি এক অপূর্ব্ব সামগ্রী! জ্ঞানের সাহায্যে সদসতে যে প্রভেদ আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ১৩

অগ্নিও পদার্থ, তুলাও পদার্থ। কিন্তু অগ্নিতে তুলা পড়িবা মাত্র পুড়িয়া ছাই হয়। জ্ঞানাগ্নিতে অজ্ঞানরূপ তুলা পুড়িয়া ছাই হয়। ১৪

এক দর্শনশক্তি প্রভাবে নানা পদার্থ যেমন দেখিতেছি তদ্রূপ এক জ্ঞান প্রভাবেও নানা বিষয় জানা যায়। ১৫

ঈশ্বর-দর্শনই ঈশ্বর সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ জ্ঞান নহে। এক ব্যক্তিকে দেখিলেই তাহার সম্বন্ধে সমস্ত জানা যায় না। ১৬

অনেক লোককে বিশেষরূপে জানি তথাচ তাহাদের প্রতি আমার ভক্তি কিম্বা প্রেম নাই। তাহাদের সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান তাহা শুষ্কজ্ঞান। ১৭

ঈশ্বরকে জানিয়াও তাঁহার প্রতি ভক্তি নাই এরূপ লোক নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে শুষ্কজ্ঞান হইতেই পারে না। ১৮

সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে যিনি যত জানিয়াছেন তিনি তাঁহাতে তত রত হইয়াছেন। ১৯

কেহ জ্ঞান-অগ্নি বলেন, কেহ জ্ঞান-সূর্য্য বলেন, কেহ জ্ঞান-পুরুষ বলেন এবং কেহ বা জ্ঞান-চক্ষু বলেন। কিন্তু প্রকৃত যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে তিনি জ্ঞানকে অগ্নিও বলেন না, তিনি জ্ঞানকে সূর্য্যও বলেন না, তিনি জ্ঞানকে পুরুষও বলেন না, তাঁহার মতে জ্ঞান চক্ষুও নহে। অথচ তিনি জ্ঞান কি বুঝিয়াছেন। ২০

জ্ঞানও ক্রিয়া দ্বারা বিকাশিত হইয়া থাকে। ২১

জ্ঞানীর মধ্য হইতে যখন বাক্য দ্বারা জ্ঞান বিকাশিত হয় তখনও ক্রিয়াদ্বারাই জ্ঞান বিকাশিত হয়। মুখ হইতে বাক্য উচ্চারণও ক্রিয়া। ২২

ক্রিয়াশূন্য জ্ঞান নয়! ২৩

জ্ঞান দ্বারা কোন বিষয় বোঝা যায় অথবা অনুভব করা হয়। বোঝা ও ক্রিয়া, অনুভব করাও ক্রিয়া। ২৪

জ্ঞানদ্বারা যে আনন্দ অনুভব করা হয় সেই আনন্দকেই জ্ঞানানন্দ বলা হইয়া থাকে। ২৫

প্রেমবশতঃ যে আনন্দের সম্ভোগ হইয়া থাকে তাহাই প্রেমানন্দ। প্রেমানন্দও অনুভব করা হইয়া থাকে সেইজন্য প্রেমানন্দের সহিতও জ্ঞানের সংস্রব আছে। ২৬

যিনি কেবল ভগবানের জন্য ব্যাকুল তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। অন্য লোকের জন্য ব্যাকুলতা জ্ঞানীর নাই। অন্য লোকের জন্য ব্যাকুলতা মায়ার কার্য্য। ২৭

নিত্যজ্ঞানী যিনি তাঁহার বিস্মৃতি নাই। ২৮

শুদ্ধজ্ঞানী কর্ত্তৃক কাহারও ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট উভয়ই সাধিত হয় না। তিনি কাহারও উপকারও করেন না, অনুপকারও করেন না। তিনি কাহারও প্রতি সদয়ও নন্, কাহারও প্রতি নির্দ্দয়ও নন্। ২৯

অগ্নিতে শীতলতা শক্তি নাই। অগ্নিতে উষ্ণতাশক্তিই আছে। জ্ঞানীর জ্ঞানই আছে। জ্ঞানীর অজ্ঞান নাই। ৩০

উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানী হইলে একে বহু ও বহুতে এক জ্ঞান হয়। ৩১

বীজ এক। সেই এক বীজে অব্যক্ত-ভাবে বহু আছে। সেই এক বীজ বহু হইলে একই বহু হইবে। আমার 'একই বহু' এই জ্ঞান আছে; 'বহুই এক' এ' জ্ঞানও আছে। ৩২

জ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা অজ্ঞানীকে বিনাশ করিতে হইবে। ৩৩

জ্ঞান-লাভ কি সকলের ভাগ্যে হয়? জ্ঞানের মতন দুর্লভ পদার্থ আর কি আছে? জ্ঞান-প্রসূত প্রত্যেক কথাই অভ্রান্ত, সত্য এবং অখণ্ডনীয়। ৩৪

যে সংস্কৃত ভাষা জানে না সে সংস্কৃত পড়িতেও পারে না, সে সংস্কৃত বুঝিতেও পারে না। যাহার দিব্যজ্ঞান নাই সে ঈশ্বর দর্শন পায় না। ৩৫

যে 'ক' পড়িতে জানে না সে কেবল 'ক' দেখে। সে 'ক'র মধ্যে যে 'অ' আছে তাহা দেখিতে পায় না। ঐ মূর্ত্তির মধ্যেই মূর্ত্তিমান যে দেবতা, তিনি আছেন। তোমার ঐ মূর্ত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান নাই, তুমি ঐ মূর্ত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞান। তাই ঐ মূর্ত্তির মধ্যে যে দেবতা আছেন তাঁহাকে তুমি জানিতেছ না, তাই তাঁহাকে তুমি দেখিতেছ না। ৩৬

যে "ক" পড়িতে জানে সে ক'র মধ্যে যে 'অ' আছে তাহাও দেখিতে পায়। যাঁহার ঐ দেবতার মূর্ত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে তিনি ঐ দেবতার মূর্ত্তি-মধ্যে দেবতা আছেনও জানেন এবং তিনি ঐ দেবতার মূর্ত্তি মধ্যে দেবতাও দর্শন করেন। ৩৭

আলোক আনিলে অন্ধকার থাকিতে পারে না। জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞান থাকিতে পারে না। ৩৮

জ্ঞান-সম্ভূত প্রত্যেক কথা এবং মতের পরিবর্ত্তন নাই, তাহা খণ্ডন করাও যায় না। তাহা সত্য এবং অভ্রান্ত। ৩৯

এ জীবনে তোমার কতবার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কতবার তুমি অসত্যকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, কতবার তুমি ভ্রান্তিকে অভ্রান্তি বলিয়া বুঝিয়াছ। যখন তোমার প্রকৃত জ্ঞান হইবে তখন তোমার মতের কোন পরিবর্ত্তনও হইবে না। তখন তোমার সে মত সম্বন্ধে কোন সংশয়ও উপস্থিত হইবে না। তখন তোমার মনে সে মতের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদও উপস্থিত হইবে না, তখন তুমি কখন কোন প্রকারে সে মতের খণ্ডনও করিতে পারিবে না। ৪০

দিব্যজ্ঞানের সাহায্যে যখন চৈতন্য কি বুঝিতে পারিবে তখনি তোমার ঠিক চৈতন্য বোঝা হইবে। ৪১

প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে কত লোকের লিখিত কত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া বিদ্বান হইতে হয়। বিদ্বান হইলে নিজেই কত পুস্তক রচনা করিতে পারা যায়। জ্ঞানবান হইবার পূর্ব্বে অনেক জ্ঞানীর উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। জ্ঞানবান হইলে নিজেই কত লোককে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতে পারা যায়। ৪২

অগ্নি বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখা যায় না। জ্ঞানীর জ্ঞানও প্রচ্ছন্ন থাকে না। ৪৩

কত যৌবন এবং সৌন্দর্য্য শ্মশানে পুড়িয়া গিয়াছে, কত যৌবন এবং সৌন্দর্য্য ভূগর্ভে মৃত্তিকা হইয়াছে। জ্ঞানী ব্যক্তি যৌবন এবং সৌন্দর্য্য থাকিলে গর্ব্বিত হ'ন না। ৪৪

মূর্খসমষ্টির সংসর্গে থাকিলেও বিদ্বান মূর্খ হ'ন না। জ্ঞানী অজ্ঞানীর সংসর্গে অজ্ঞানী হ'ন না। ৪৫

যাঁহার জ্ঞান আছে তাঁহার জ্ঞানের সঙ্গে যোগ আছে। তিনি জ্ঞানযোগী। জ্ঞানযোগের সাধনা কোন প্রকার আসন, মুদ্রা অথবা প্রাণায়াম নহে। ৪৬

অনেক খৃষ্টান মহম্মদকে মান্য করেন না। অনেক মুসলমানও যিশুর বিরুদ্ধে অনেক কথা ক'ন্। আমার মতে যাঁহার ঈশ্বর সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান হইয়াছে তিনি ঈশ্বরের পুত্র ঈশারও নিন্দা করিতে পারেন না এবং তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদেরও নিন্দা করিতে পারেন না। ৪৭

শিবমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক গ্রন্থনিচয়ে শিবকে ভগবান বলা হইয়াছে। কৃষ্ণমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক গ্রন্থনিচয়ে কৃষ্ণকে ভগবান বলা হইয়াছে। প্রকৃত দিব্যজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনি শিবকৃষ্ণ অভেদ বুঝিয়াছেন। ৪৮

যিনি দিব্যজ্ঞানী, যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন তাঁহার ঈশ্বর সম্বন্ধে কাহারও সহিত তর্কবিতর্ক করিবারও প্রয়োজন নাই। ৪৯

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী যিনি জানিয়াছেন তিনি সমস্ত পদার্থই তাঁহার রূপ বুঝিয়াছেন। ৫০

ঐ নারী, পুত্র কন্যা উভয়ই প্রসব করে। জ্ঞানীর ভক্তি হইতে পারে না বলিতে পার না। ৫১

যাঁহার নিত্যশুদ্ধপূর্ণজ্ঞান লাভ হইয়াছে তিনি কখনও অজ্ঞান হ'ন্ না। ঐ প্রকার জ্ঞানীর অসুখ, অশান্তি, শোক, মোহ, ভয়, বিপদ এবং বিবিধ যন্ত্রণা কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না। ঐ সকল শত্রুকে তিনি পরাস্ত করিয়াছেন, ঐ সকল শত্রু তাঁহার অধীন হইয়াছে। ঐ প্রকার জ্ঞানী অনিদ্র এবং মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন। ঐ প্রকার জ্ঞানীকে নিদ্রা কিম্বা মৃত্যু আচ্ছন্ন করিতে পারে না। ৫২

পূর্ণজ্ঞানীর কিছুই অগোচর নাই। তিনি সকল তর্কেরই মীমাংসা করিতে পারেন। তিনি

সকল তর্কই খণ্ডন করিতে পারেন। পূর্ণ-জ্ঞানীকে তর্কে কেহই পরাস্ত করিতে পারে না। পূর্ণজ্ঞানী সকল সংশয়ই ভঞ্জন করিতে পারেন। ৫৩

পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত পূর্ণ স্মরণশক্তি হয় না। যিনি সকলই জানেন তাঁহার বিস্মৃত হইবার কিছুই নাই। ৫৪

পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না। ৫৫

নির্ব্বাণ-মুক্তিশক্তি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী কাশী-শক্তির এক অংশ। কাশীশক্তির অপর নাম জ্ঞানশক্তি। ৫৬

মূর্খের বিদ্যা লাভ হইলেই তাহার মূর্খতা বিনষ্ট হয়। তাহার মূর্খতা বিনষ্ট হইলে সে আর মূর্খ থাকে না। তাই বলি, মূর্খের মূর্খতার বিনাশ হইলে সে মূর্খেরও বিনাশ হয়। অজ্ঞানীর অজ্ঞানের বিনাশ হইলেই অজ্ঞানীরও বিনাশ হয়। অজ্ঞানের অস্তিত্ব বশতঃই অজ্ঞানীর অস্তিত্ব। অজ্ঞানের অস্তিত্ব লুপ্ত হইলেই অজ্ঞানীর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। ৫৭

অজ্ঞানীর অজ্ঞানের মৃত্যু হইলে সেই অজ্ঞানীরও মৃত্যু হয়। তখন তাহার পুনঃ জন্ম হইলে সে জ্ঞানী হয়। ৫৮

মায়া।

মায়ার দোষ নাই। দোষ তোমার। অসির দোষ নাই। দোষ তা'র, যে অসি ব্যবহার করে! ২৩

'বাইবেলে'র মতে সয়তান সৎ কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্রমতে মায়া সৎ কার্য্যের প্রতিবন্ধক। ২৪

'বাইবেলী'য় সয়তানকে মায়াস্থানীয় বলা যাইতে পারে। ২৫

অধিক কাল বন্ধনে থাকিলে ক্রমাগত চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ হইতে হয়। তুমি মায়াপাশে বদ্ধ রহিয়াছ, তুমিই বা নিশ্চিন্ত হইবে কি প্রকারে? ২৬

অজ্ঞানবশতঃই জীবের নানা প্রকার অমঙ্গল এবং অনিষ্ট হইয়া থাকে। অজ্ঞান নিরাকৃত হইলে কোন অমঙ্গল কোন অনিষ্টই থাকে না। ২৭

যখন আশার আশ্বাসে মন উৎফুল্ল হয় তখন কত সুখই হয়। আবার আশা-অনুযায়িক ফল প্রাপ্ত না হইলে কতই দুঃখ হয়। আশাও মায়ার বিকাশ। আশারও মোহিনীশক্তি আছে। ২৮

অত্যন্ত মায়াবশতঃই শোকোদয় হইয়া থাকে। ২৯

ভয়-বিহ্বলা হরিণীর ন্যায় যিনি মায়াকে ভয় করিয়া থাকেন তাঁহারও নিষ্কৃতি নাই। মায়াকে ভয় করিলে মায়া-ত্যাগ হয় না। আত্মজ্ঞান লাভ না হইলে কেহই মায়া-ত্যাগ করিতে পারে না ৩০

মমতাবশতঃই শোক করিতে হয়। মমতা যদি না থাকিত তাহা হইলে শোকও করিতে হইত না। মমতাবশতঃই দুঃখ করিতে হয়। মমতা যদি না থাকিত তাহা হইলে দুঃখও করিতে হইত না। মমতাবশতঃই কত প্রকার চিন্তা করিতে হয়। মমতা যদি না থাকিত তাহা হইলে সে সকল চিন্তাও করিতে হইত না। ৩১

তোমার প্রতি তোমার মমতা আছে। তাই তোমার বিপদ হইলে তোমার ভয় হয়। মমতা ভয়েরও কারণ হইয়া থাকে। ৩২

মমতা দুই প্রকার। পার্থিবী আর অপার্থিবী মমতা। ৩৩

মন্ত্র।

তোমার শরীরটা কেহ বাঁধিলে তুমিও বদ্ধ হও। সেজন্য তোমারও কষ্ট হয়। তোমার শরীরকে জোরে বাঁধিলে তোমারও কষ্ট হইবে। মন বদ্ধ থাকিলে তুমিও বদ্ধ থাকিবে। মনের ত্রাণ হইলে তোমারও ত্রাণ হইবে। মন্ত্র প্রভাবে তোমার মনের ত্রাণ হইলে তোমারও ত্রাণ হইবে। ১

গুরুর যে বাক্যদ্বারা মনের ত্রাণ হয় সেই বাক্যকেই মন্ত্র বলা যায়। গুরুগীতায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে —"মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং।" ২

গুরুকৃপায় সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায়। সেই সিদ্ধিই মন্ত্র। ৩

মন্ত্রই সাধনার ফল। ৪

কেবল মাত্র মন্ত্র-সাধন-যোগ বলেও মন্ত্র-সিদ্ধি-যোগ লাভ হইতে পারে। ৫

সমস্ত অসৎ কর্ম্মের ক্ষয় ব্যতীত মন্ত্র হয় না। ৬

মন্ত্রের জন্যই নানা প্রকার সাধনার প্রয়োজন। মন্ত্র হইলে কোন সাধনারই প্রয়োজন নাই। ৭

গুরুনির্দ্দেশ অনুসারে মন্ত্র সাধনা করিতে করিতে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ৮

বিশ্বাস।

হঠাৎ পর্ব্বতসানুনিম্নে পতিত হইলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। বিশ্বাসশৈল হইতে অবিশ্বাসরূপ নিম্নভূমিতে পতিত হইলেও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে হয়। ১

যাঁহার প্রতি অবিশ্বাস নাই তাঁহার কোন আচরণ সম্বন্ধে সন্দেহও হইতে পারে না। ২

আমার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। আহার করিয়াছি, সে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়াছে। কেহ যদি বলে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নাই আমি তাহার সে কথা কি বিশ্বাস করিব? আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি নাই, তুমি বলিলে কি তোমার সে কথা বিশ্বাস করিব? আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিয়াছি তুমি, আমি সে সকল জানি নাই বলিলে কি বিশ্বাস করিব? প্রকৃত বিশ্বাস কোন্ যুক্তিদ্বারাই নিরাকৃত হইতে পারে না। ৩

যাঁহার ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যাঁহার ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর আছে, তিনি সেই ঈশ্বরকেই পরম রক্ষক বলিয়া জানেন। তিনি মহাবিপদে পতিত হইলেও অন্য কাহাকেও রক্ষা করিতে বলেন না। তিনি মহাবিপদে পতিত হইলেও অন্য কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করেন না। ৪

অটল-বিশ্বাস-বশতঃ মুক্তি হয়। মুক্তিতে ভগবানে নির্ভর হয়। নির্ভর হইলে কিছুরই অভাব থাকে না। ৫

অবিচলিত বিশ্বাস-প্রযুক্ত পরমেশ্বরে প্রকৃত নির্ভর হইলে অযাচিতবৃত্তি স্বভাবতঃ স্ফুরিত হয়। ৬

নির্ভরবৃক্ষের বিশ্বাস মূল। সেই বৃক্ষের ফল অযাচিতবৃত্তি। ৭

দিব্যজ্ঞান নামক সৌধের বিশ্বাসই মূল ভিত্তি। ৮

জ্ঞান বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। যাঁহার যত জ্ঞান তাঁহার তত বিশ্বাস। ৯

মন অটল না হইলে ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস হয় না। ১০

অটল মন যাঁহার তাঁহার মনে চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই। ১১

দানবকুলাবতংশ পরমভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় যাঁহার অটল বিশ্বাস হইয়াছে তিনি সেই অমূল্য

হরিধনও লাভ করিয়াছেন। ভয়বিপদ তাঁহার ভয়ে কোথায় পলায়ন করিয়াছে! ১২

সরলা ঋষিবালার ন্যায় যাঁহার চিত্ত নিয়ত সারল্যে পরিপূর্ণ তিনিই প্রকৃত বিশ্বাসের পাত্র। স্বচ্ছস্ফটিক অপেক্ষাও তাঁহার চিত্ত সুনির্ম্মল। ১৩

বিশ্বেশ্বরের প্রতি যাঁহার বিশ্বাস আছে, বিশ্বেশ্বরকে ডাকিলে ফল হয় না তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে বিশ্বেশ্বর জড় ত' নহেন। তাঁহার পক্ষে বিশ্বেশ্বর শিবচৈতন্য। ১৪

যাঁহার সচ্চিদানন্দের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে তাঁহার তৎসম্বন্ধীয় দিব্যজ্ঞানও লাভ হইয়াছে। সেই দিব্যজ্ঞান প্রভাবে তাঁহাতে ভক্তি ও প্রেমও সঞ্চারিত হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহার আর সাধনার প্রয়োজন নাই। ১৫

যাঁহার বিশ্বাস, সকল স্থানের নীচেই জল আছে, তিনি কোন্ স্থান খনন করিলে শীঘ্র জল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও জানেন। যে ব্যক্তির ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে, তাঁহার সর্ব্বভূতে, সকল মানবমানবীতে ভগবান চৈতন্য-রূপে আছেন, বিশ্বাস থাকিলেও মহাত্মাদিগের মধ্য হইতেই সেই ভগবান শীঘ্র প্রকাশিত হইতে পারেন তাহা তিনি নিশ্চিত জানেন। ১৬

মন।

(ক)

সময়ে সময়ে জীবের এত অধিক কায়িক কষ্ট হয় যে তাহার আর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা হয় না। অধিক মনঃকষ্ট হইলেও জীবনের শেষ করিতে ইচ্ছা হয়। ১

কেহ বিষ্ঠার হ্রদে ডুবিলে তাঁহার গাত্রে বিষ্ঠা লাগিবে না বলা যাইতে পারে না। তবে বিষয় রূপ বিষ্ঠাতে মন মগ্ন হইলেই বা তাহা কি প্রকারে নির্লিপ্ত থাকিবে? ২

মন যাঁহার পবিত্র হইয়াছে তাঁহা অপেক্ষা পবিত্র অন্য কেহই ন'ন্। অতি নীচ জাতির মন পবিত্র হইলেও তাঁহাকে পবিত্র বলি। ৩

মনোমালিন্য থাকিতে পবিত্র হওয়া যায় না। পবিত্র যিনি হইয়াছেন তাঁহার মনোমালিন্য নাই। ৪

ইস্পিরিটে শব ডুবাইয়া রাখিলে তাহা পচে না। শুদ্ধভক্তি নামক সুরাবীর্য্যে মন নিমগ্ন লে তাহা নষ্ট হয় না। ৫

কেবল শরীর পরিষ্কার করিলে কি হইবে? মন পরিষ্কার করিবার চেষ্টা কর। যাঁহার মন পরিষ্কার হইয়াছে তিনিই ঈশ্বর দর্শনের অধিকারী হইয়াছেন। ৬

শরীর পবিত্র কি প্রকারে করিবে? শরীরই অপবিত্র। মন পবিত্র করিবার চেষ্টা কর। ৭

যাঁহার মানসিক বল অল্প তাঁহার শারীরিক বল বৃদ্ধি হইলে তমোগুণও বৃদ্ধি হয়। ৮

মন নিষ্পাপ না হইলে মন শুদ্ধ নয় না। ৯

ষড়রিপু এবং অন্যান্য কুবৃত্তিই মনকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মন্ত্রদ্বারা মনের ত্রাণ হইলে তাহারা আর মনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। ১০

অভ্যাসদ্বারা চক্ষু স্থির করিতে পারিলে কি উপকার হইবে? মনস্থির যাহাতে হয় এরূপ কার্য্য কর। ১১

অস্থির প্রাণ সুস্থির হইলে মনস্থির হয়। ক্রমাগত কুম্ভক অভ্যাস করিতে করিতে অস্থির প্রাণ সুস্থির হইতে পারে। ১২

যাহার মন যত চঞ্চল তাহার তত অধিক অশান্তি। যাঁহার মনস্থির হইয়াছে তাঁহার অশান্তি নাই। ১৩

প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে কোন মনোবৃত্তিই কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। সকলগুলিই নিষ্ক্রিয় হয়। ১৪

তোমার মনের কেবল একটি বন্ধন নয়। তোমার মনের অনেক বন্ধন। সেই সকল বন্ধনের অভাব না হইলে মন মুক্ত হইবে না। ১৫

বৈষয়িক ব্যাপারে মন যত লিপ্ত হইবে ততই তোমার মনোদুঃখ বাড়িবে। ১৬

যাঁহার যত অধিক স্নেহ তিনি তত অধিক মনকষ্ট পাইয়া থাকেন। ১৭

অধিকাংশ লোকেরই সংসারে মনোযোগ। অতি অল্প লোকেরই হরিতে মনোযোগ আছে। ১৮

একাগ্রতা ব্যতীত মনস্থির হয় না। ১৯

একাগ্রতার সহিত ঈশ্বরের রূপগুণ চিন্তা করিতে যিনি সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারই মনস্থির হইয়াছে। ২০

মনস্থির না হইলে সমাধি হয় না। ২১

প্রস্তরের ন্যায় কঠিন মন কোমল হইবার নহে। নিয়ত ভক্তসঙ্গে থাকিলেও তাহা যেমন তেমনই থাকে। ২২

লৌহের ন্যায় কঠিন মন হইলেও জ্ঞানাগ্নি-সংযোগে নরম হইতে পারে। ২৩

মন অশুচি হইলে সাধনা দ্বারা তাহা শুচি হইতে পারে। কিন্তু এই স্থূল শরীরকে কোন সাধনা দ্বারাই শুচি করা যায় না। ২৪

যাঁহার মনস্থির হয় নাই তিনি নির্জ্জনে অবস্থান পূর্ব্বক সাধনা করিবেন। নির্জ্জনে সাধনা করিলে মনস্থির হয়। ২৫

যত উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই তাপমানের মধ্যস্থিত পারদ-দণ্ড উপরে উঠিতে থাকে। দেহরূপ তাপমানে জ্ঞানের উত্তাপ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে মনরূপ পারদ-দণ্ড ততই উন্নত হইতে থাকে। ২৬

মন দর্পণ হইয়াছে যাঁহার তিনিই আপনাকে দেখিয়াছেন। ২৭

শরীর অধিক দুর্ব্বল হইলে নিদ্রাও অধিক হয়। যাহার মন দুর্ব্বল তাহার মোহনিদ্রাও অধিক। ২৮

যে মন সচ্চিদানন্দে নিবিষ্ট করিলে জীবন্মুক্ত হওয়া যায় তাহাই অতি নিকৃষ্ট বিষয়ে নিয়োজিত করিলে বিকৃত হয়। ২৯

যতদিন না জ্ঞানোদয় হয় ততদিন মন নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে। ৩০

সময়ে সময়ে যেমন দাবানলে অরণ্যের কত প্রকার বৃক্ষ দাহ হয় তদ্রূপ জ্ঞানরূপ দাবানলে মনরূপ অরণ্যের নানা কুবৃত্তিরূপ বৃক্ষসকল দাহ হইতে থাকে। ৩১

যিনি সচ্চিদানন্দে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছেন তিনি সংসার হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ৩২

বসন্তকালে কোন বৃক্ষের সমস্ত পত্রই একেবারে ঝরে না। ক্রমে ক্রমে ঝরে। মন থেকে একেবারে সমস্ত কুবৃত্তি যায় না। ৩৩

শারীরিক পীড়া আরোগ্য জন্য যেমন নানা প্রকার ঔষধি আছে তদ্রূপ মানসিক পীড়া আরোগ্য জন্যও বিবেকবৈরাগ্য প্রভৃতি অব্যর্থ ঔষধি সকল নির্দ্দিষ্ট আছে। ৩৪

শ্রদ্ধার সহিত নিয়ত হরিনাম করিলে যত শীঘ্র মনঃপীড়া উপশমিত হয় তত শীঘ্র আর কিছুতেই হয় না। ৩৫

স্বচ্ছজলে সকল দ্রব্যই প্রতিবিম্বিত হয়। মানস-সরোবরের অমলা-ভক্তিজলে সচ্চিদানন্দও প্রতিবিম্বিত হ'ন্। ৩৬

মানস-সরোবরে ভক্তিরূপ বারি না থাকিলে ভগবচ্চন্দ্র দৃষ্ট হ'ন্ না। ৩৭

প্রত্যেক মনুষ্যেরই অসংখ্য মনোভাব। গননা দ্বারা সমস্ত মনোভাব নির্ণয় করা যায় না। ৩৮

কোনও মনোভাবই সম্পূর্ণরূপে বাক্যে

প্রকাশ করা যায় না। বাক্যে যেটুকু প্রকাশ করা যায় সেটুকু সম্পুর্ণরূপে লেখাও যায় না। ৩৯

সকল মনোভাব সম্পুর্ণরূপে প্রকাশ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার যে সকল মনোভাব আছে সে সকলের আভাস মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকি। সে সকল সম্পূর্ণরূপে আমার প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, সে সকল প্রকাশ করিবার ভাষা জানি না। ৪০

মনঃশিক্ষার পরে মনোবশীকরণ। মনোবশীকরণের পর মগ্ন। মগ্ন হইলে মনঃপরীক্ষার আরম্ভ হয়। ৪১

কুম্ভক অভ্যাস করিতে করিতে মনস্থির হয়। মনস্থির হইলে মনোযোগ হয়। ৪২

অধিকাংশ লোকেরই রোগশোক এবং শারীরিক নির্য্যাতনে মনোদুঃখ। ৪৩

প্রতিবন্ধক ললনা নয়। প্রতিবন্ধক মনে। ৪৪

প্রত্যেক মনোবৃত্তিই প্রবৃত্তিময়ী।

অনেক মনোবৃত্তি আছে। সকল গুলিই অনিষ্টকর নহে। অসৎ মনোবৃত্তি গুলি অনিষ্টের কারণ, সৎগুলি ইষ্টকর। ৪৬

স্বচ্ছ জলের ন্যায় যে মন স্বচ্ছ তাহাও সম্পূর্ণ উত্তম নহে। কারণ সে মনেও সময়ে সময়ে চাঞ্চল্য হয়। ৪৭

মনরূপ কদলীবৃক্ষের বাসনা নামক বাসনা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে যে ক্ষার হয়, সেই ক্ষারের সহিত ভক্তিজল মিশ্রিত করিয়া অবিদ্যা-রূপ বস্ত্র ধৌত করিলে তাহাই বিদ্যারূপে পরিণত হয়। ৪৮

মানুষের যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ তাহার অন্ততঃ কিছু কিছু দয়া ও নির্দ্দয়া থাকে। ৪৯

সমস্ত সদসৎ মনোবৃত্তির কার্য্যই স্বার্থে হয়। জীবের নির্ব্বাণ ব্যতীত স্বার্থ নাশ হয় না। ৫০

মন যতকাল থাকিবে স্বার্থও ততকাল থাকিবে। নির্ব্বাণ ব্যতীত জীবের মনোনাশও হয় না। ৫১

জল নাড়িতে পার। পর্ব্বত নাড়িতে পার না। জল চঞ্চল। পর্ব্বত অচঞ্চল। জলের ন্যায় চঞ্চল মন অটল নহে। পর্ব্বতের ন্যায় অচঞ্চল মনই অটল। ৫২

মন সম্পূর্ণ নির্ম্মল না হইলে তাহা ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপযোগী হয় না। ৫৩

(খ)

মনই প্রত্যেক ভাবের গৃহস্বরূপ। মনে অনেক প্রকার অনেক ভাবেরই অবস্থানের স্থান। ১

দুই শ্রেণীর প্রধান ভাব আছে। এক শ্রেণী ভাবের নাম সুভাব অপর এক শ্রেণী ভাবের নাম কুভাব। সুভাবও অনেক প্রকার অনেক। কুভাবও অনেক প্রকার অনেক। ২

মন মানবের নয়। মন যদি মানবের হইত তাহা হইলে মনই মানবের বশে থাকিত, তাহা হইলে মানবেরই মনের উপর আধিপত্য থাকিত। মন মানবের নয় বলিয়া মানবের বশ মন নয় এবং সেইজন্য মানবের মনের উপর কর্তৃত্বও নাই। সেইজন্য মানবই মনের অধীন এবং সেইজন্য মনের কর্তৃত্বই মানবের উপর আছে। ৩

মনোমধ্যে যে সমস্ত কুভাব ও সুভাব আছে সে সমস্তও মানবের নয়। সে সমস্ত যদি মানবের হইত তাহা হইলে সে সমস্তের বশে এবং কর্তৃত্বাধীনে মানবকেও থাকিতে হইত না। বরঞ্চ তাহারাই মানবের বশে এবং কর্তৃত্বাধীনে থাকিত। ৪

সমস্ত মনোভাবের মধ্যে কাম প্রভৃতি কয়েকটী ভাব বরঞ্চ মানবের বিশেষ অনিষ্টই করিয়া থাকে। ৫

মন এবং সমস্ত মনোভাবের স্রষ্টাই পরমেশ্বর। সেইজন্য মন এবং তাহারা পরমেশ্বরের। ৬

মনোমধ্যেই সমস্ত ভাব আছে! সেইজন্য মনই সমস্ত ভাবের গৃহস্বরূপ। সেই মনোরূপ ভাবগৃহে প্রত্যেক ভাবই সম্পত্তি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মন এবং সমস্ত মনোভাবই পরমেশ্বরীয়। সুতরাং কোন ভাবই মানবের অপহরণ করিবার ক্ষমতা নাই। কারণ অপহরণ শব্দের অর্থ যাহার দ্রব্য তাহার অগোচরে গ্রহণ করা। সর্ব্বজ্ঞ যে পরমেশ্বর তাঁহার অগোচরে কোন মনোভাবই মন হইতে স্থানান্তরিত করিবার উপায় নাই। সুতরাং মানব কোন ভাব অপহরণ করিতেই পারে না। ৭

মন হইতে কোন ভাব স্থানান্তরিত করিতে হইলে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সেইভাব স্থানান্তরিত করিবার জন্য পরমেশ্বরের নিকট একাগ্র প্রার্থনা করিতে হয়। সেই প্রার্থনায় তাঁহার দয়া হইলে সেই মনোভাব মন হইতে অবশ্যই স্থানান্তরিত হইতে পারে। ৮

যিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ সৎ কি সম্পূর্ণ জানেন তিনি অসৎ কি ও সম্পূর্ণ জানেন। ১

অসৎ কি সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলে সতে সম্পূর্ণ অনুরাগ হয় না। ২

যিনি সৎ কি বোঝেন তিনি নিশ্চয়ই অসৎ কি বোঝেন। কারণ অসৎ কি বুঝিতে না পারিলে সৎ কি বোঝা যায় না। সৎ কি বুঝিতে পারিলে অসতে প্রবৃত্তিও থাকে না। ৩

সদসৎ সম্বন্ধীয় যাঁহার পূর্ণ জ্ঞান আছে তিনিই জীবন্মুক্তপুরুষ। ৪

দারিদ্র্যবশতঃ লোকের কষ্ট হইয়া থাকে। সেই দারিদ্র্যে যাঁহার কষ্ট হয় না তিনিই মুক্তপুরুষ! ৫

মহাবিপদেও যিনি নিশ্চিন্ত, মহাবিপদেও যিনি ভীত নহেন তিনিই সম্পূর্ণ মুক্ত। ৬

বিপদ যাঁহার পক্ষে বিপদ নহে তিনি জীবন্মুক্ত; দুঃখ যাঁহার পক্ষে দুঃখ নহে তিনি জীবন্মুক্ত, শোক যাঁহার পক্ষে শোক নহে তিনি জীবন্মুক্ত। যাঁহার নিন্দা করিলে যিনি নিন্দাকে নিন্দা বোধ করেন না তিনি জীবন্মুক্ত। যাঁহাকে ঘৃণা করিলে ঘৃণাকে ঘৃণা বোধ করেন না তিনি জীবন্মুক্ত। যাঁহার অবমাননা করিলে যিনি অবমাননাকে অবমাননা বোধ করেন না তিনি জীবন্মুক্ত। যাঁহার প্রতি উৎপীড়ন করিলে যিনি উৎপীড়নকে উৎপীড়ন বোধ করেন না তিনি জীবন্মুক্ত। যাঁহার আহার অনাহার সমান তিনি জীবন্মুক্ত। ৭

ঐ যে পুষ্করিণীতে বৃহৎ পৃশ্নি সকল ভাসিতেছে ঐ পৃশ্নি সকলের প্রত্যেকটীরই মূল আছে। কিন্তু উহাদের কোনটীর মূলই মৃত্তিকায় সংলগ্ন নহে। সেইজন্য উহারা পুষ্করিণীর সকল স্থানেই ভাসিতে পারে। যাঁহার মমত্ব নামক মূল কিছুতেই সংলগ্ন নহে তাঁহার কিছুর সঙ্গেই সম্বন্ধ নাই। অতএব সেইজন্যই তিনি বদ্ধ নহেন। ৮

নিজের প্রতি যে মমতা আছে সে মমতা অন্য কিছুর প্রতিই নাই। নিজের প্রতিও যাঁহার মমতা নাই তিনিই প্রকৃত নির্ম্মম। ৯

নিজের প্রতিও যাঁহার মমতা নাই তিনিই প্রকৃত জীবন্মুক্ত পুরুষ। তাঁহার জীবত্ব তিরোহিত হইয়াছে। ১০

যিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত তিনিই সম্পূর্ণ শান্ত। শান্তের জৈব ভাব নাই। শান্ত জীবত্বে লিপ্ত নহেন। সেই জন্যই শান্তের জৈব ভাব নাই। ১১

নিন্দা করিলেও যিনি নিন্দা করেন না, নিন্দা করিলেও যাঁহার রাগ হয় না, নিন্দা করিলেও যাঁহার মনঃকষ্ট হয় না তিনি জৈবভাব অতিক্রম করিয়াছেন। ১২

যিনি জৈবভাব অতিক্রম করিয়াছেন তিনি সংসারের দাসও ন'ন্, প্রভুও ন'ন্। তাঁহার সংসারে ভয়ও নাই। তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ। ১৩

মায়া যাঁহাকে মোহিত করিতে পারে না তিনিই জীবন্মুক্তপুরুষ। ১৪

সুবর্ণ মলিন হইলে তাহা অসুবর্ণ হয় না জীবন্মুক্তপুরুষ সকল অবস্থাতেই জীবন্মুক্ত পুরুষ। ১৫

যে ঘটনায় শোকার্ত্ত হইতে হয়, যে ঘটনায় দুঃখিত হইতে হয় প্রকৃত জীবন্মুক্তপুরুষের সে ঘটনায় শোক ও দুঃখ বোধ হয় না। ১৬

কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা মহাপুরুষ চিনিতে হয়। মহাপুরুষ সামান্য ব্যক্তি নহেন। চৈতন্যভাগবত অনুসারে স্বয়ং নিত্যানন্দদেব মহাপুরুষ। ১৭

অবমাননা করিলে, দুর্ব্বাক্য বলিলে, নিন্দা করিলে, তিরস্কার করিলে সাধারণ সকল লোকেরই রাগ এবং দুঃখ হয়। ঐ সকলে যাঁহার রাগ এবং দুঃখ হয় না তিনি অসাধারণ পুরুষ, তিনিই প্রকৃত পরমহংস, তিনিই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। ১৮

যিনি নিজের অধীন নহেন, যিনি অন্য কাহারও অধীন নহেন তিনিই প্রকৃত জীবন্মুক্ত-পুরুষ। ১৯

স্বাধীনতা এবং অধীনতা থাকিতে জীবন্মুক্ত হওয়া যায় না। ২০

মায়া অপেক্ষা আর মোহিনীবিদ্যা কি আছে? সেই মোহিনীবিদ্যামায়া যাঁহাকে মোহিত করিতে পারে না তিনিই জীবন্মুক্ত-পুরুষ। ২১

যিনি শত্রুরও মিত্র তিনি অসাধারণ পুরুষ। তাঁহাকেই জীবন্মুক্তপুরুষ বলা যাইতে পারে। ২২

অবমাননা দুঃখ, শোক, কাম, ক্রোধ, উৎপীড়ন, ভয়, দারিদ্র্য এবং উৎকট পীড়া মনুষ্যকে অত্যন্ত কাতর করে। ঐ সকলে যাঁহার কাতরতা নাই তিনিই জীবন্মুক্তপুরুষ। ২৩

আরণ্যদাবানলে অরণ্য দাহ হয় কিন্তু সামুদ্রিক বাড়বানলে সমুদ্র দগ্ধ হয় না। সমুদ্রের ন্যায় যে মহাপুরুষ, কামাগ্নি তাঁহাতে থাকিলেও তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না। ২৪

সংসারের নানা প্রতিবন্ধকের মধ্যে থাকিয়াও যাঁহার ঈশ্বরে অনুরাগ আছে তিনি ত' নির্লিপ্ত মহাপুরুষ। ২৫

মহাবিপদে, মহানির্য্যাতনে যিনি অধীর হ'ন্ না, সে সময়ে ভয়দুঃখহতাশ্বাস যাঁহার চিত্ত আক্রমণ করিতে পারে না; ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত নির্ভর তাঁহারই হইয়াছে; তিনিই পরমাশান্তি লাভ করিয়াছেন; জীবন্মুক্তি-ভূষণে তিনিই ভূষিত হইয়াছেন। ২৬

শারীরিক তেজের সঙ্গে রাগের বিশেষ সম্বন্ধ। শারীরিক তেজ বৃদ্ধির সময় রাগও অধিক বৃদ্ধি হয়। ২৭

যৌবনে শারীরিক তেজের বিশেষ বৃদ্ধি হয়। সেই যৌবনে রাগও অধিক হয়। ২৮

যৌবনে যাঁহার একেবারেই রাগের বিকাশ হয় না। তিনি অসাধারণ মহাত্মা। ২৯

যাঁহার সম্বন্ধে স্বপ্নও নাই, জাগ্রত-স্বপ্নও নাই তিনিই জীবন্মুক্তপুরুষ। ৩০

আত্মজ্ঞানীই জীবন্মুক্তপুরুষ। ৩১

তোমার যেমন নিজ পত্নীশক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে তোমার পত্নীশক্তি যেমন সম্পূর্ণ তোমার অধীন তদ্রূপ আত্মজ্ঞানী জীবন্মুক্ত-পুরুষেরও নিজশক্তির উপর আধিপত্য আছে। সেই জন্য তাঁহার সেই শক্তি তাঁহার অধীনও বটেন। সেইজন্য আত্মজ্ঞানী জীবন্মুক্তপুরুষের স্বামী উপাধিও হইতে পারে। ৩২

যত দিন শক্তির আধিপত্য শক্তিমানের উপর থাকে তত দিন সেই শক্তিমানকে স্বামী বলা যাইতে পারে না। শক্তিমানের নিজ শক্তির উপর আধিপত্য হইলেই সেই শক্তিমানকে স্বামী বলা যায়। ৩৩

আপনার অবিদ্যাশক্তিকে বশীভূত করিয়া যিনি আপনার অধীনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই স্বামী হইয়াছেন। ৩৪

সাধু।

হিংসা-বিদ্বেষ-বিরহিত ব্যক্তিই প্রকৃত সাধু। ১

সত্ত্বগুণসম্পন্ন সাধুর সম্বন্ধে শত্রু মিত্র সমান। ২

প্রকৃত সাধু ব্যক্তির কোন আচরণই নিন্দিত নহে। প্রকৃত সাধু কোন গর্হিত কার্য্যই করিতে পারেন না। ৩

সকল অঙ্গীকার রক্ষা হয় না। সেইজন্ত অনেক সাধু অঙ্গীকার করেন না। ৪

সাধুর সৎপরামর্শ কখনই ব্যর্থ হয় না। সাধুসঙ্গ করিলে মঙ্গলই হইয়া থাকে। ৫

একজন বিষয়ী সকল বিষয়ীর সঙ্গেই মিশিতে পারেন। কিন্তু একজন সাধুর বিষয়ীর সংসর্গে বড়ই কষ্ট বোধ হয়। ৬

অল্প বয়সে সাধু হওয়া অতি কঠিন। অল্প-বয়সী সাধু যত প্রশংসিত অধিক বয়সে কেহ সাধু হইলে তত প্রশংসিত হ'ন্ না। ৭

কলিতে এক ব্যক্তির সাধুর কোন কোন ভাব থাকিতে পারে। কলিতে সম্পূর্ণ সাধু হওয়া অতি কঠিন। ৮

সাধু যে বেশ করিবেন তাহাতেই নিন্দুক লোকেরা প্রতিবাদ করিবেন। সাধু কোন নিন্দুক লোকের কথায় বেশ পরিবর্ত্তন করেন না। তাঁহার বিবেচনায় নিন্দুক এক প্রকার নির্ব্বোধ। ৯

সাত্ত্বিক সাধু কাহারও প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন না, সাত্ত্বিক সাধু কাহাকেও বিদ্রূপ করেন না, সাত্ত্বিক সাধু কাহাকেও তিরস্কার করেন না, সাত্ত্বিক সাধু কাহাকেও গালাগালি দেন না। ১০

অভয়বাণী

যে যাহার আদরের ধন, যে যাহার স্নেহ-ভালবাসার ধন, সে কোন উত্তম সামগ্রী পাইলে তাহাকে না দিয়া শুধু নিজে গ্রহণ করিয়া সুখী হয় না। বরং নিজে গ্রহণ না করিয়া স্নেহের পাত্র-পাত্রীগণকে দিতে পারিলেই তাহার পরমানন্দ। প্রাণারাম নিত্যভক্তবৃন্দ! আমি বুঝিতে পারি আর না পারি, তোমরাই আমার একমাত্র স্নেহের সামগ্রী, তোমরাই আমার এক-মাত্র আত্মীয়, তোমরাই আমার ইহকাল পরকালে একমাত্র বন্ধু, তাই সময় সময় তোমাদিগকেও কোন উত্তম-সামগ্রী-প্রদানের বাসনা এ ক্ষুদ্র শুষ্ক হৃদয়ে জাগরিত হয়; কিন্তু এ কাঙ্গাল ভাইটীর তো তেমন কিছুই নাই, যে তোমাদিগকে দান করিয়া, সে পরমানন্দ লাভ করিবে। তবে আজ তোমাদের স্নেহে শ্রীশ্রীদেবের অহেতুকী কৃপায় এ কাঙ্গাল শ্রীশ্রীদেবের অভয়বানীরূপ অমৃতের সন্ধান পাইয়াছে, আজ কাঙ্গালের মাহেন্দ্র সুযোগ, আজ কাঙ্গালের বড় আনন্দ; তাই কাঙ্গাল আজ তোমাদিগকে সেই সুধামৃত বিতরণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবে।

শ্রীশ্রীদেবের তিরোভাবের পূর্ব্বে তোমরা অনেকেই তাঁহার শ্রীমুখে কত অভয়বাণী শুনি-য়াছ তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু তথাপি তাঁহার তিরোভাবে হয়তো কত জনের হৃদয়ে কত নিরাশার ছায়া পতিত হইয়াছে। বোধ হয় সেই ছায়া দূর করিবার জন্তই আজ শ্রীশ্রীদেব দিব্য-

জ্যোতিস্বরূপ এই অভয়বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। না জানি এই দিব্য-আলোকে কতজনের হৃদয়-মন্দির আলোকিত হইবে।

শ্রীশ্রী৺কাশীধামে আমাদের একটী পরমার্থ-ভগ্নী আছেন; বর্ত্তমানে তাঁহার দিব্যোন্মাদ অবস্থা। সাধারণ লোকে তাঁহাকে সাধারণ পাগল বলিয়াই ব্যাখ্যা করে। কিন্তু আমরা জানি তিনি সামান্য পাগল নহেন, তিনি নিত্যধনে পাগল। তাঁহার "শয়নে নিত্য, স্বপনে নিত্য, নিত্য নয়নতারা"। তাই তিনি শ্রীশ্রীদেবের যে অভয়বাণী শুনিয়াছেন তাহাই আজ আদরের, স্নেহের নিত্যভাই-ভগ্নীগণকে উপহার দিতেছি।

তাঁহার নিকট শ্রীশ্রীদেব বলিয়াছেন :—

"আমি তোমাদের সকলের জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত আছি। তোমরা সাধন ভজন না করিলেও, যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, আমি তাহাই করিব। আমারতো আর পাতান সম্বন্ধ নয় যে, তোমরা আমাকে ভাল বাসিবে কি ভক্তি করিবে, তবে আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিব। যাহার ভক্তি আছে সেও আমার যেমন যাহার ভক্তি নাই, সেও আমার তেমনি।"

আদরের নিত্য ভক্তবৃন্দ!

আজ বড়ই আনন্দের দিন; আজ একবার শত শত কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ-ভরে শ্রীশ্রীদেবের ঐ অভয়বাণী গান কর দেখি। গহনে, কাননে, প্রান্তরে, সলিলে, শৈলে দিগ্-দিগন্ত ব্যাপিয়া ঐ অভয়বাণী প্রতিধ্বনিত হউক। যেন অনন্ত কালেও উহার নিবৃত্তি না হয়। দেখি জগতের আপামর চণ্ডাল ঐ অভয়বাণীরূপ সুধাপানে নিত্যপ্রেমে মাতিয়া যায় কি না।

স্নেহের নিত্য ভক্তবৃন্দ!

আর আমাদের চিন্তা কি? এস সকলে মিলে প্রেমানন্দে "জয় জয় নিত্যগোপাল, জয় জয় জ্ঞানানন্দ" ব'লে বাহুতুলে নৃত্য করি। আর সেই মধুমাখা নিত্যনাম শ্রবণে জগত নিত্যানন্দে মাতিয়া যাক্। জয় শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের জয়! জয় শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দের জয়!! জয় শ্রীশ্রীসর্ব্ব-ধর্ম্মের জয়!!!

কাঙ্গাল—বিনয়।

(সর্ব্বধর্ম্মরক্ষিণী সভায় পঠিত।)

বল হরি বল,—শুধু মুখের কথায়
হবে না রে,—না হ'লে পাগল।

আমি শ্রীগুরু এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি—সভ্যমহোদয়গণকে যথোচিত সম্মান করি। আমি সবিনয়ে বলিতেছি যে, এ সভায় আমার শিখাইবার কিছুই নাই, শিখিবার অনেক আছে। তথাপি আমার বিবেচনা-মত কতকটী কথা বলিতেছি।

অশীতি-লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মানব

জন্ম পাওয়া যায়। অন্যান্য ইতর-যোনি ভ্রমণ-কালে ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করিবার শক্তি থাকে না; কেবল মানবজন্মে সেই শক্তি থাকে তজ্জন্য মানবজন্ম দুর্ল্লভ। কত পুণ্য ফলে, কত জন্ম, মৃত্যু, জরা, শোক ভোগ করিয়া মানবজন্ম পাওয়া যায়। কিন্তু এ জন্মেও ভোগাভোগের হাত হইতে নিস্তার নাই। জন্ম, জরা, শোক, মৃত্যু ভোগ করিতেই হইবে। তবে মানবজীবন পাইয়াই বা ফল কি? এ জন্মও বিফলে গেল! শুনিয়াছি পৃথিবীতে পাপকার্য্য করিলে ভুগিতে হয়, পুণ্যকার্য্য করিলেও ভুগিতে হয়। যদি ভুগিতেই হইল তবে পাপ ও পুণ্যে প্রভেদ কি? পাপী ও পুণ্যবান্ উভয়ের ভোগেই উভয়ে সুখ অনুভব করিয়া থাকে। পাপী—নিষ্ঠুরতা, নরহত্যা, গো-হত্যা, হিংসা, দ্বেষ, পৈশুন্য, পরস্ত্রীসম্ভোগ ও মিথ্যাচারে সুখানুভব করিয়া থাকে, এবং পুণ্যবান্ দয়া, বিনয়, পরোপকারাদিতে সুখানুভব করেন। বস্তুতঃ জন্ম, জরা মৃত্যু, রোগ শোকাদি হইতে কাহারও নিস্তার নাই। তবে দুর্ল্লভ মানবজন্ম কিসে সার্থক হইবে? আরও মানবসমাজে বাস করিতে হইলে কেহই নিরবচ্ছিন্ন পাপ ও পুণ্যের সহিত সংসারে পদক্ষেপ করিতে পারেন না। যে কার্য্যে পুণ্য হয় দেশকালপাত্রভেদে আবার সেই কার্য্য করিলেই পাপ হয়। আবার যে কার্য্য করিলে পাপ হয় দেশকালপাত্রবিশেষে সেই কার্য্য করিলেই পুণ্য হয়। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

*　　*　　*

নরহত্যা অবশ্যই পাপকার্য্য—মহাপাপ, কিন্তু দেশকালপাত্রভেদে এই নরহত্যাদ্বারা নরহত্যার মহাপাপ নষ্ট হইতেও পারে। কএকজন লোক নিয়ত ডাকাতি করিত। তাহারা নরহত্যা-পাপে লিপ্ত থাকিয়া মনকে এতই কলুষিত করিয়াছিল যেনরহত্যায় তাহাদের আর লাভালাভ জ্ঞান ছিল না। মানুষ দেখিলেই খুন করিত। কথিত আছে যে, দৈবাৎ তাহারা একদিন দেবর্ষি নারদকে দেখিয়াও ঐরূপ অত্যাচার করে এবং মারিতে উদ্যত হয়। সাধু দর্শনে দস্যুদলের মন কিছু কোমল হয়। দেবর্ষিও এই ক্ষুদ্রচিত্ত পাপিগণের প্রতি একটু দয়াদ্র হইয়া বলিলেন, "বৎসগণ! তোমরা এ পাপকার্য্য ত্যাগ কর।" তাহারা পাপের কীট—পাপে থাকিতে এতই অভ্যস্ত হইয়াছিল যে তাহারা বলিল, "ঠাকুর! নরহত্যা না করিলে আমরা বাঁচিব না—উহা ত্যাগ করিতেও পারিব না। নরহত্যা করিয়াও যদি আপনার কৃপায় উদ্ধার হইতে পারি তবেই উদ্ধার পাইব, নতুবা ঠাকুর, আমাদের আর উদ্ধার-লাভের উপায় নাই।" বিবরীর বিষয়-ত্যাগ যেমন কঠিন, মীনের জলত্যাগ যেমন কঠিন, স্থলজ প্রাণীর বায়ুত্যাগ যেমন কঠিন কীটের বিষ্ঠাত্যাগ যেরূপ কঠিন—পাপীর পাপানুষ্ঠান-ত্যাগও তদ্রূপ কঠিন। তথাপি সাধু-দর্শন ব্যর্থ হইবার নহে। নারদঋষির ন্যায় ভক্তের দর্শনই বা কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে? এই সাধুদর্শনের বলেই মহাপাপী জগাই-মাধাই উদ্ধার হইয়াছিল। এই সাধুসঙ্গের ফলেই ঐ দস্যুদল কাতরস্বরে করযোড়ে নারদকে বলিল, "প্রভু দয়া করিয়া যদি দেখা দিয়াছেন,—তবে পাপীদিগের প্রতি কৃপা করুন। আমরা যাহাতে উদ্ধার পাই তাহা করুন। প্রভু, পুণ্যবলে অনেকেই স্বর্গে যাইতে পারে। তাহাতে আর আপনাদের গুণ কি? প্রভু! প্রহ্লাদ, ধ্রুব আপনার দেখা পাইয়াছিলেন; তাঁহারা উত্তমাধিকারীছিলেন, পুণ্যবান্ ছিলেন, তাই তাঁহারা কেহ বিষ্ণুলোক, কেহ ধ্রুবলোক পাইয়াছিলেন—প্রভু তাহাতে আপনার গৌরব কি? তাহাতে তাঁহারা নিজেই পুরুসকার দেখাইয়াছেন। প্রভু, তোমার প্রভু দীননাথ, দয়াময়,

অনাথশরণ, পতিত-পাবন তবে এ পাপীরা কেন উদ্ধার পাইবে না ? আমরা নরহত্যা করিয়াই উদ্ধার হইতে চাই। কেমন তাঁহার দয়াময় নাম দেখিব ! নতুবা তোমাকে ও তোমার প্রভুকে নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, তোষামোদপ্রিয় ধনীর বন্ধু বলিয়া মনে করিব। তেলামাথায় তেল সবাই ঢালে। ধনীর প্রিয়কার্য্য করিতে সবাই ধায়। অতএব হে প্রভু আমাদের প্রতি কৃপা কর।" এই সকল বাক্য শুনিয়া নারদ কিছু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক পাপীকে উদ্ধার করাই পতিত-পাবনের কার্য্য, তথাপি পাপীই খেয়াঘাটে অধিক গড়াগড়ি যায়। রাজদরবারে দরিদ্র প্রজার কষ্ট নিবারণই অধিক প্রয়োজন, কিন্তু সে রাজার সাক্ষাৎও পায় না—উৎপীড়িত হইয়াও সহিতে বাধ্য হয়। কিন্তু নরহত্যা—নরহত্যা যে মহাপাতক ! মহাপাপানুষ্ঠান করিয়া কিরূপে মহাপাপ হইতে নিস্তার পাইবে ? শাস্ত্রে আছে "বিষস্যবিষমৌষধং ;" দয়াময় দীননাথ পতিত-পাবন নাম এবার কিরূপে রক্ষা করেন দেখা চাই। তিনি বরাহ নৃসিংহাদি রূপ পরিগ্রহ করিয়া অনেক কৌশলে, অনেক কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক, নানা অবতারে নানা পাপীর উদ্ধার করিয়াছেন ; এবারই বা তিনি কোন কৌশল প্রকাশ করেন দেখা যাউক। বিশ্ব-বিমোহনের বিশ্ব-মোহন কৌশলে জীব মোহজালে আবদ্ধ থাকিয়া অগ্রে কেহই তাঁহার কার্য্যের কৌশল বুঝিতে পারে না। দেখা যাউক তিনি আবার কোন কৌশল প্রকাশ করেন। এইরূপ চিন্তানন্তর দেবর্ষি দস্যুদলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ ! তোমরা যাহা বলিতেছ তাহাই হইবে।" এই বলিয়া নারদ চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় ডাকাতের সর্দ্দার বলিল, "ঠাকুর আমরা যে পাপ হইতে মুক্ত হইলাম তাহা কি করিয়া বুঝিব ?" নারদ তখন তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণের একখণ্ড বস্ত্র দান করিয়া বলিলেন, "যে দিন নরহত্যা করিয়া দেখিবে যে এই কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রখণ্ড শুক্লবর্ণ হইল, সেই দিন তোমরা নিষ্পাপ হইলে জানিবে। নতুবা নরহত্যায় যত তোমাদের পাপ বাড়িবে এই বস্ত্রখণ্ড ততই কৃষ্ণতর হইতে থাকিবে। এই বলিয়া নারদ অন্তর্হিত হইলেন।

বিষয়াসক্ত ভোগী পাপীর মন লৌহখণ্ড সদৃশ। বিষম উত্তাপে যেমন লৌহখণ্ড উত্তপ্ত এবং লোহিতবর্ণ হয় এবং উত্তাপ বর্ত্তমানে তাহারও দাহিকাশক্তি থাকে, মানব-মনও সেইরূপ। অগ্নিস্বরূপ সাধুর সঙ্গগুণে পূর্ব্বকৃত-পাপ অনুতাপে দগ্ধ হইয়া ক্ষণিক সাধুভাব পাইয়া থাকে, কিন্তু সংসারের বায়ুসংস্পর্শেই পুনরায় কৃষ্ণবর্ণ ও শীতল হইয়া যায়। কি কুহক ! মায়াময় তোমার মায়ায় পড়িয়া কুহক দেখিবার কৌতূহল গেল না ! কতবার তোমাকে ভজিব ভাবি, যখনই কোন সাধুচরিত্র আলোচনা করি তখনই তোমার করুণা অনুভব করি, এবং সংসারের অসারতা বুঝিতে পারি। কিন্তু তোমার আশ্চর্য্য কৌশলে সংসারে প্রবেশ করিবামাত্রই সমস্ত ভুলিয়া যাই। গ্রামপ্রান্তে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গ লইব স্থির করিয়া বাটী আসি, কিন্তু পদপ্রক্ষালন করিতেও বিলম্ব সহে না ; হয়ত পরেই একজন বন্ধুর মিষ্টালাপে অথবা বাটীতে পুত্রকলত্রাদির সহিত সেই সন্ন্যাসীর গল্প করিতে করিতেই, নিজের কথা ভুলিয়া বিষয়-বিষপানে মত্ত হইয়া পড়ি। প্রভু, এমন লৌহখণ্ডের উপায় কি ? তেজোময় ! তোমার অহেতুকী দয়ার তেজঃব্যতীত এ লৌহখণ্ডতো দ্রব হইবে না—দ্রব না হইলেও তো ইহাতে শীঘ্র ও অনায়াসে কোন কাজ হইবে না। হে করুণাময় দয়া করিয়া তোমার প্রেমে দ্রব কর ! হে স্পর্শমণি, তোমার পদধূলি স্পর্শ ব্যতীত আমার লৌহময় দেহ তো সুবর্ণময় হইবার উপায়

নাই। দয়াময় পাপী বলিয়া, ব্যভিচারী বলিয়া কি চরণে স্থান দিবে না? দিতেই হইবে—তুমি যে দয়াময়!

এই দস্যুদলও গৃহে আসিয়াই লৌহখণ্ডবৎ সমস্ত ভুলিয়া গেল। তাহারা আবার পাপে রত হইল। শত শত নরহত্যা করিতে লাগিল। কই তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রখণ্ডতো শুভ্র হইল না। তাহাদের উপর দেবর্ষি নারদের ন্যায় সাধুর অহেতুকী দয়া হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হওয়াও অসম্ভব। অবশেষে তাহাদের নারদের কথা মনে পড়িল। আবার তাহারা অসংখ্য নরহত্যা আরম্ভ করিল। কিন্তু নারদের দয়ার তাহাদের লক্ষ্য তখন ভিন্ন হইয়াছে; পূর্ব্বে নরহত্যায় তাহাদের যে স্বার্থ ছিল, এখন আর সে স্বার্থ নাই। এখন কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রখণ্ডকে শুভ্র করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে। কিন্তু শুভ্র হওয়ার কথা দূরে থাকুক বস্ত্রখণ্ড দিন দিন কৃষ্ণতর হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দস্যুদলও নিরাশ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহারা নারদের উপর বিশ্বাস ত্যাগ করিল না। আবার নিরাশ হইলেই লোকের ঈশ্বরকে মনে পড়ে। তাই তাহারা ভগবানকে অনেক বার ডাকিল। কিন্তু তাঁহার করুণা সহজে উপলব্ধি হয় না। যাহা হউক অবশেষে "নরহত্যা করিয়া কেবল পাপবৃদ্ধি হইতেছে, অতঃপর আর আমরা নরহত্যা করিব না" এইরূপ মনে করিয়া, একদা তাহারা বিস্তৃত প্রান্তরের একস্থানে বসিয়া আছে—এমন সময়ে এক ভয়ানক দৃশ্য তাহাদের সম্মুখে পতিত হইল। তাহারা দেখিল, একটী সুবর্ণালঙ্কার-বিভূষিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী আকুলচিত্তে দৌড়িয়া আসিতেছে; একজন বলিষ্ঠ দীর্ঘাকার যমোপম কৃষ্ণবর্ণ যুবক সুতীক্ষ্ণ তরবারি-হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। একে গ্রীষ্মকাল, তাহাতে মধ্যাহ্ন, সময়; ধূধূ মাঠ করিতেছে, বালুকা উত্তপ্ত হইয়া অগ্নিতুল্য হইয়াছে। কুলবতী কামিনীর কুলমানসতীত্ব রক্ষার জন্য প্রাণভরে এরূপ মাঠে দৌড়ান কিরূপ কার্য্য তাহা সহৃদয় মানব-মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। সেই রমণীর শরীর কাঁপিতেছে, তাহার পদ্মপলাশ-চক্ষু বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহার আলুলায়িত কেশরাশি পৎপৎ শব্দে উড়িতেছে, তাহার স্বর্ণোজ্জ্বল দেহ ঘর্ম্মে পরিপ্লুত হইয়াছে, তাহার বহুমূল্য পরিধেয় ছিন্নভিন্ন হইয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। স্ত্রীলোকটী এই দস্যুকয়জনকে দেখিয়া মনে সাহস পাইয়া বলিল, "বাবা সকল, এই দস্যু আমার সতীত্ব নষ্ট করিতে উদ্যত। আমি সর্ব্ব-প্রযত্নে উহার পাপানুষ্ঠানে বাধা দিয়াছি, তাই পাপীষ্ঠ আমাকে প্রাণে মারিতে উদ্যত হইয়াছে। তোমরা আমাকে রক্ষা কর।" এই বলিতে বলিতে সেই রমণী-মূর্ত্তি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। এক দস্যুর হাত হইতে ভয়ানক দস্যুর হাতে এরূপ অলঙ্কার-বিভূষিতা বিপন্না স্ত্রীলোক আসিয়া পড়িল; না জানি তাহার অদৃষ্টে আজ আবার কি নূতন ঘটনা ঘটিবে! বস্তুতঃ যাহা ঘটিল তাহার ফলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ঈশ্বরের কৃপায় দুর্গম জনজলহীন মরুভূতে অমৃতহ্রদের সঞ্চার হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি তাঁহার কৃপায় আজ নিষ্ঠুর অসুরের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তাহারা মনে করিল পাপতো অনেকই করিয়াছি—না হয় এই পাপাত্মাকে হত্যা করিয়া এই স্ত্রীলোকটীকে রক্ষা করিব। এই স্থির করিয়া তাহারা প্রাণপণে সতীত্বাপহরণোদ্যত দস্যুর প্রাণ নাশে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাতে ডাকাইতদলের সকলেই প্রায় দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইল। সুখের বিষয় মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহারা সেই কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রখণ্ডকে ক্রমশঃ শুক্লবর্ণ হইতে দেখিল। অতঃপরদস্যুদলপতি ভীষণ আঘাতে

কাতর হইয়া সেই রমণীকে আত্মবৃত্তান্ত বলিতে বলিতে সুখে প্রাণত্যাগ করিল।

কথাটা বুঝিতে আর বাকি থাকিল কি? নরহত্যা মহাপাপ, কিন্তু আশ্রিত-রক্ষণ, সতীর অমূল্য ধন সতীত্ব রক্ষা প্রভৃতি কার্য্যে আবার নরহত্যাদ্বারাই নরহত্যার পাপ বিনষ্ট হইতে পারে। পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানেও পাপ হইতে পারে—এবং পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠানেও পুণ্য হইতে পারে। তবে পাপ ও পুণ্যের তারতম্য করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করা বড়ই কঠিন। তাহা করিলেও জন্ম, মৃত্যু, জরা, শোক ভোগ করিতেই হইবে।

সংসারে যাবতীয় কার্য্যই এইরূপ। যদি তুমি তরবারের ব্যবহার জান, তবেই তরবারের সাহায্যে উপকার পাও, নতুবা তরবার ধরিয়া জীবনকে বিপদাপন্ন-করা মাত্র। অগ্নির ব্যবহার জানিলে পাকাদি করিয়া সুখে ভোজন কর, এবং তাহা অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্য ইঞ্জিনাদি চালাইয়া অগ্নির ব্যবহারের সার্থকতা করিতে পার। আর অগ্নির ব্যবহার না জানিলে গৃহাদি সমেত নিজ পরিবার, প্রতিবাসী ও প্রিয়তম পুত্রকলত্রাদিকে দগ্ধ করিয়া মনাগুণে দগ্ধ হও। তাই বলি যে সংসারের কিছুই ফেলিবার নাই। কামাদি ষড়্‌রিপুরও ঐ প্রকার উপযুক্ত ব্যবহার আছে। উহাদের উপযুক্ত ব্যবহার হইলে অমৃত উৎপন্ন হয়—নতুবা গরল। কথা প্রসঙ্গে আমি যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিতেছি, ইহাতে এক-দেশদর্শী কোন কোন লোক দেখিতে পারেন যে পাপ পুণ্যেরও রিপুগণের ব্যবহারের তারতম্য বুঝাইতে গিয়া বুঝি এইরূপই বলিতেছি যে যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করুন। পাপপুণ্য নাই—রিপুগণের অযথা ব্যবহারে দোষ নাই। আমাদের তাহা বলিবার উদ্দেশ্য নহে। আমরা এই বলিতে চাই যে ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কিছু অসদুদ্দেশ্য নাই; তুমি যাহা কিছু মন্দ করিতেছ, দেখিতেছ, অনুভব করিতেছ তাহা কেবল তোমার নিজের দোষে ও গুণে। তাঁহার দোষ গুণে নহে—তোমার ব্যবহার-গুণে। কাহাকে কাহাকেও এরূপ কুতর্ক করিতে শুনিয়াছি যে পাপপুণ্য আবার কি? ভাল মন্দ কিছুই নাই। সবই ঈশ্বরের সৃষ্ট—অতএব পাপ করিলে দোষ নাই। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। উন্নত, উত্তম অধিকারী হইয়া ও কথা বলিলে সাজে কি না জানি না। আমরা কিন্তু ও কথা বলিতে পারি না। নির্লিপ্ত ব্যক্তিই বলিতে পারেন "পাপপুণ্যয়োঃ কো বিশেষঃ? * বুঝা গেল কর্ম্মেও ভোগ আছে। কেবল কর্ম্ম করিলেও ভোগ গেল না। জন্ম, মৃত্যু, জরা, শোকাদির হাত হইতে নিস্তার পাওয়া গেল না।

কথা হইতেছে তবে উপায় কি? নিস্তার পাই কি করিয়া? এ জন্মের সামান্য ভোগ ভুগিয়াই নিস্তার পাই কি করিয়া? ভোগ যায় কিসে? মানব-জন্ম বিফলে গেল তবে ফল ফলিবে কি সে? ইতর জন্মে এ সকল কথা মনে ছিল কি না তাহাও মনে নাই। এখন উপায় কি, তাহা ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারি না। এ প্রশ্ন মনেই উঠে না—উঠিলেও অধিকক্ষণ মনে থাকে না; সংসার-সুখেই মত্ত। ধন-জন-জীবন-গৌরবে মাটীতেই পা প'ড়ে না। মন তো মত্তমাতঙ্গবৎ নিতান্ত চঞ্চল; এ চাঞ্চল্যের শেষ নাই। কার্য্যেরও শেষ নাই। বালক

* সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ গীতা ৬।৯

হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত স্থির কেহই নহে—বড় ব্যস্ত। শিশু পীড়ায় শুইয়া হাত পা ছুড়িতেছে—জননীর স্তন্যপান করিতেছে আর পা ছুড়িতেছে। পরে সেই শিশু খেলার সঙ্গী বালকদিগের সহিত ক্রীড়ারত হইয়াই চঞ্চল ভাবে কতদিন কাটাইতেছে ক্রমে যৌবন আসিল। যৌবনেই চাঞ্চল্য গেল কই? সেও যে চঞ্চল, রিপুগণের ক্রীড়ার পুতুল। বলি শত্রুর যে ক্রীড়নক সেতো সর্ব্বদাই চঞ্চল। শত্রুর আস্ফালনে সে কখনও স্থির থাকিতে পারে কি? তাই যুবক যুবতী সহবাসেই কিছুদিন কাটাইল। কই তবুতো রিপুরাজ-তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। কামনার শেস হইল না! পুত্রকলত্রাদি লইয়া যে ঘর বাঁধিল সেই ঘরে নিজেই আবদ্ধ হইয়া পড়িল। সংসারাবদ্ধ জীব দাবদগ্ধ পশুর ন্যায় চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়—কিন্তু পলাইবার পথ নাই। ছুটিয়া ছুটিয়াই জীবন যায়। আশার হ্রাস নাই। আজ ইহা পাইলাম না কাল ইহা পাইব এ আশা কই গেল? পাইবার আশায় কঠোর যাতনা অবলীলাক্রমে সহিলাম, কিন্তু পাইলাম কই? দিন যে গেল। ছার সংসারের ক্ষণস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর সুখলোভে আশা-মদিরা-পানে উন্মত্ত হইয়া পলদন্ত করিয়া, দিন দিন, দিন যে গেল, তাহা দেখিলাম কই? পুত্র হইতে পৌত্রাদির মুখ দেখিলাম, সুখ পাইলাম কই? দিন ত গত, কত আশা পূর্ণ হইল, কত নিরাশা আসিয়া জুটিল, কই মনে ত শান্তি হইল না? চেষ্টার ত ক্রটী নাই। ভ্রমরের ন্যায় এ ডাল ছাড়িয়া ও ডালের ফুলে বসিয়া মধুপানে রত হইলাম। বন হইতে বনান্তরে গমন করিলাম, কত মধু মিষ্টজ্ঞানে খাইলাম—"তৃপ্তোঽহস্মি" বলিতে পারিলাম কই? লোকে বলে বার্দ্ধক্যে মনের বেগ কমিয়া যায়। রিপুকুলের অত্যাচার হইতে আপনিই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। শান্তি ও চিরসুখের জন্য মন আপনিই ধাবিত হয়। কিন্তু কই তাহাত দেখিতে পাওয়া যায় না। গলিতদেহ, পলিতকেশ, বৃদ্ধ, অক্ষম, চলিবার শক্তি নাই—কিন্তু তাঁহার মাথার ও আশার জোর কমিয়াছে কই? বৃদ্ধও যে মনে করেন পৌত্রের উপার্জ্জনে আশা পূর্ণ করিবেন। দোতালা ছাড়িয়া তেতালা করিয়া তাহাতে একদিন শয়ন করিয়া মরিতে পারিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়। পুত্রকলত্রাদির মায়ায় তিনিও যে অভিভূত। নতুবা বৃদ্ধ বয়সে পুত্রাদি-বিয়োগ অসাধারণ কষ্টকর হয় কেন? এইরূপ চিন্তা করিলেই মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের এই শ্লোকটীর সার্থকতা মনে হয়। যথা।—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত
স্তরুণস্তাবৎ তরুণী-রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি ন কোঽপি লগ্নঃ॥

বার্দ্ধক্যে যখন শেস-দশা উপস্থিত হয় তখনও মানব চঞ্চল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছে, তখনও কোন দিকে চাহিয়া সুখী হইতে পারিতেছে না। চিরসংসারানুগত মন তখনও সংসারেই বদ্ধ রহিয়াছে, তখনও যৌবনের পাপাদি স্মরণ করিয়া মন চঞ্চল হইতেছে। আরও এই বলিয়া অনুতাপ করিতেছেঃ—

প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যামি॥

ক্রমশঃ।

শ্রীনিত্যপদগত—
নিমাইচরণ দত্ত।

শ্রীশ্রীনিত্যলীলা।

শ্রীশ্রীগুরু জ্ঞানানন্দদেবের কৃপা প্রাপ্তির পর হইতে স্বতঃই মনে উদিত হইত, এ বস্তুটী কি? অপূর্ব্ব ভাবসমাধি, ভ্রামরি কুম্ভক, অশ্রু, বৈবর্ণ, পুলক প্রভৃতি অষ্টসাত্বিক ভাবসমূহ দর্শনে মোটামুটী বুঝিয়াছিলাম, ইনি কোন অসাধারণ মহাপুরুষ—পতিত জীবের হিতের জন্ত আগমন করিয়াছেন; কিন্তু ইনি যে কোন তত্ত্ব তাহা বুঝিতে পারিতাম না। বুঝিবার বিশেষ কারণ সকল ধর্ম্মে, সকল দেবদেবীতে সমান প্রেম। শ্রীশ্রীকালীবিষয়ক গীতে বা তাঁহার লীলা কথায় যেরূপ অষ্ট-সাত্বিক ভাবের বিকাশ হইত—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক, এমন কি আল্লা, যিশু বিষয়ক লীলা গীতেও ঠিক সেই সকল ভাবের পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হইত, সুতরাং বস্তু-তত্ত্ব-নির্দ্দেশ মাদৃশ হীন-বুদ্ধির বোধগম্য অসম্ভব হইয়া পড়িত। আরও একটী আশ্চর্য্যের বিষয়, যখন যে বিষয়ক গীত বা লীলা-কথা হইত, তখন শ্রীঅঙ্গের কান্তি পর্য্যন্তও তৎতৎ ভাবে ভাবিত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। এক দিনের কথা বলিতেছি। শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ দেব উজ্জ্বল স্বর্ণ-কান্তি **গৌর-বর্ণ ছিলেন।** সেই দিন একটী ভক্ত তাঁহার নিকটে বসিয়া শিব-বিষয়ক গান করিতেছিলেন। সেখানে আরও অনেকগুলি ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমিও একজন এক পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম। ভক্তটী সু-কণ্ঠ, মধুর, তাল-লয় যুক্ত গীতে আত্ম-হারা হইয়া প্রেমানন্দে গান করিতেছেন। প্রভু আমার ভাবে বিভোর হইয়া দরদরিত ধারে অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন, আমরা একদৃষ্টে শ্রীশ্রীদেবের শ্রীবদনের ভাব-লহরী নিরীক্ষণ করিতেছি; হঠাৎ দেখা গেল সেই উজ্জ্বল স্বর্ণ-কান্তি জ্যোতির্ম্ময় ধবল-কান্তিতে-পরিণত হইয়াছে। সকলেই অবাক হইয়া সেই শ্রীমূর্ত্তির দিকে অনিমিষ-নয়নে চাহিয়া আছেন। মনুষ-দেহের যে এরূপ পরিবর্ত্তন হয় বা হইতে পারে, তাহা আমার ধারণার অতীত। তখনকার সেই শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে সকলেরই মনে ধারণা হইল, ইনি সাক্ষাৎ জগত-গুরু শঙ্কর, কলির মলিন জীবের নিস্তার হেতু নিজ-কৃপা-গুণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঐ রাত্রে প্রসাদ পাইবার পর বিশ্রাম ভবনে এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, অনেকেই শ্রীশ্রীদেবের অনেক অলৌকিক ঘটনার অবতারণ করিলেন। এক দিন কেশবানন্দের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, শ্রীশ্রীরামচন্দ্র-বিষয়ক গীত শ্রবণেও এই স্বর্ণোজ্জ্বল গৌর-কান্তি শ্যাম-বর্ণে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল বিভূতি-ব্যঞ্জক আখ্যায়িকা যতই শুনিতে লাগিলাম ততই, মন একটী ছাড়িয়া আর একটী, আর একটী ছাড়িয়া আর একটী এই ভাবে কল্পনা বিস্তার করিতে লাগিল; নিঃসংশয়রূপে কিছুই স্থিরীকৃত হইল না যে আঁধারে সেই আঁধারেই রহিলাম, কিন্তু মনের উৎকণ্ঠা হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল।

একদিন শ্রীশ্রীদেবের নিকট আমরা অনেকেই বসিয়া আছি, নানা প্রকার ধর্ম্ম-কথায় আলোচনা হইতেছে, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য কথা বার্ত্তাও চলিতেছে; কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের কথা উত্থাপিত হইল।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "অনেকে পরমহংস দেবকে "বড় ঠাকুর ও আমাকে "ছোট ঠাকুর" বলিত। তখন আমার দয়াময় গুরুদেব শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের নিকট দক্ষিণেশ্বরেই

অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব যে "ছোট ঠাকুর" এই কথা লোক মুখে প্রচারাধিক্য-হেতু তিনি দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে চলিয়া যান। বহু দিন পরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের নির্ব্বাণের কয়েক দিন পূর্ব্বে শেষ-দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমাধি ও মহোৎসবে উপস্থিত থাকিয়া সকলের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

এই "ছোট ঠাকুর" কথাটীতে আমার মনের ভাব আর এক ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই প্রভু নিজ-মুখে শ্রীশ্রীশচীমাতাকে বলিয়াছিলেন :—

আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-গ্রন্থে দেখিতে পাই শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র প্রভু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার। ইহাঁরা অবতার হইলেও পূর্ণাবতার কেহই নহেন; শক্ত্যাবেশ ও অংশাবতার; সুতরাং শ্রীশ্রীশচীমাতার নিকট পুনরাগমনের কথা যাহা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অংশ কলায় প্রকাশ হওয়ার ভাব প্রকাশ পায় না। বিশেষ শ্রীনিবাস ঠাকুরের জন্ম সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকটছিলেন এবং শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর মাতা শ্রীশ্রীবসুদেবীও শ্রীশ্রীশচীমাতার প্রকটকালেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে সে সময় যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ণপ্রকট-কাল নহে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। আমারও তাহাই ধারণা হইল, তখন ভাবিতে লাগিলাম তবে কি "এ বস্তু সেই?" কলিযুগের যুগ-ধর্ম্মই শ্রীশ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন। হরিনাম সংকীর্ত্তনারম্ভে অর্থাৎ নাম-যজ্ঞে কি এই তাঁহার দ্বিতীয় আবির্ভাব? যাহা হউক এখন এদিক ছাড়িয়া যতদূর সম্ভব তাঁহার লীলারদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সহিত শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা-কাহিনী ক্রমে মিলিয়া যাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জীবানন্দের সহযাত্রী কুকুরকে হরিনাম বলাইয়া মুক্তি দিয়াছিলেন; আমার পরমদয়াল গুরুদেবও শ্রীধাম নবদ্বীপের আশ্রমে একটী কুকুরের ঐ ভাবে সদ্গতি করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরের পথে কৌল সন্ন্যাসী দেখিয়া যেমন নিত্যানন্দ প্রভুকে লইয়া গঙ্গায় ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক সন্তরণে শান্তিপুরে পৌঁছিয়াছিলেন, ঠাকুরও সেইরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপ-আশ্রমে একদা অকস্মাৎ এক কৌল সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলে গুপ্তপথে কোন এক ভক্তকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর গর্ভে পাহাড়ের নিম্নে আসিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। সঙ্গের ভক্তটীকে ঐ সময় শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর অনেক অপূর্ব্ব মহিমা দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করাইয়াছিলেন। এরূপ বহু-স্থলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সহিত শ্রীশ্রীদেবের লীলার সামঞ্জস্য আছে; সময়ান্তরে ইহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। আমার দ্বিতীয় চিন্তা। শ্রীশ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই—

পূর্ণ ভগবান অবতারে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
*　　*　　*　　*
সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতার কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥

এই মহাবাক্যের অকাট্য প্রমাণ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবাস-মন্দিরে মহাপ্রকাশের দিন সুচারুরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। যথা—

যার যেই মত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার॥
চৈতন্য-ভাগবত।

আমার পরমকারুণিক গুরুদেব শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ দেবে ইহার কি কোন ব্যত্যয় ঘটিয়াছে ? তাহাও নহে ; অনেকেই সেই শ্রীবিগ্রহে কেহ কালী, কেহ দুর্গা, কেহ অন্নপূর্ণা, কেহ গোপাল, কেহ কৃষ্ণ, কেহ যুগল রাধাকৃষ্ণ, কেহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ দর্শন করিয়াছেন। ইঁহারা কেহই হীন-বুদ্ধি, অপরিণাম-দর্শী নহেন। সকলেই ধীমান, প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রবিৎ, সদ্বংশ-জাত ভদ্র-সন্তান। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারিত্বে শত শত প্রমাণ পাইয়াও যেমন সহজে তাঁহার সন্দেহের নিরাকরণ হয় নাই, আমি ক্ষুদ্র-চেতা, তাই আমার হৃদয়েও সম্পূর্ণ সন্দেহের নিরসন হইতেছে না ; সর্ব্বদাই মনোমধ্যে এই চিন্তা আইসে, কি করিয়া তাঁহার শ্রীমুখে তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইব।

ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয়ত যাহারে।
সেইত ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিবারে পারে॥

আমি নরাধম, আমাতে সে কৃপা অসম্ভব ; কাজেই আমি আমার দুর্ব্বাসনা বুকে করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। কোন সাধন-ভজন নাই, কেবল সময়ে সময়ে কাতর-প্রাণে জানাইতাম 'হে আমার দয়াময় গুরু ! যদি নিজ-গুণে কৃপা করিয়া এ অধমকে শ্রীচরণে স্থান দিয়াছ তবে কৃপা করিয়া তোমার তত্ত্ব জগতে প্রকাশ কর ; আমরা অধম জীব কৃত-কৃতার্থ হই। হে কাঙ্গাল-শরণ ! অধম কাঁঙ্গালের বাসনা পূর্ণ কর। যাহা হউক এই ভাবে বহু দিন প্রায় ১০।১২ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, দুরদৃষ্ট-বশতঃ একাল মধ্যে সে শুভ সময়ের সাক্ষাৎ ঘটিল না। শ্রীশ্রীগুরুদেব যখন হুগলী-আশ্রমে ছিলেন, (সে আজ ৫।৬ বৎসরের কথা) সেই সময়ে এক দিন সন্ধ্যার পরই শ্রীদেবের ঘরের দরজা খোলা হইল, এবং ঠাকুরুণ আসিয়া জানাইলেন "ঠাকুর তোমাদিগকে ডাকিতেছেন" (১) আমরা প্রায় ২০।২৫ জন সেখানে উপস্থিত ছিলাম, সকলেই তাড়াতাড়ি ঠাকুর-দর্শনে বহির্গত হইলাম। ঠাকুর যে ঘরে থাকিতেন, তাহার মধ্যস্থলে একখানি চৌকিতে, ঠাকুর আমার আপন অমিয়-মাখা পরম-কমনীয় রূপের-জ্যোতি ছড়াইয়া অতি-প্রসন্ন-বদনে বসিয়া আছেন। আমরা সকলেই যথাবিহিত প্রণত হইলে একে একে সকলেই শারীরিক ও পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সকলকে বসিতে অনুমতি করিলেন। আমরাও বিনীত-ভাবে সম্মুখের কম্বলাসনে উপবেশন করিলাম। অল্পক্ষণ পরেই সহাস্য-বদনে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন (২) "যদি কোন অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে গোসাইয়ের দুই একটা গান হইলে বিশেষ আনন্দের কারণ হয়।" আমি মনে মনে ইহাই খুঁজিতেছিলাম ; যদি আমাকে একটা গান করিতে আদেশ করেন তাহা হইলে গান-চ্ছলে তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব। আমি আর এ সুবর্ণ-

(১) এই সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের গম্ভীরা-লীলার ন্যায় প্রভু আমার ঘরের দুয়ার জানালা সমস্ত রুদ্ধ করিয়া সর্ব্বদাই ভাবে মগ্ন থাকিতেন ; কোন দিন দিনান্তে একবার কোন দিন বা দুইবার দর্শন পাওয়া যাইত ; কখন কখনও বা ২।৩ দিন ঘরের দরজা খোলা হইত না।

(২) ঠাকুর সকল কথাতেই এইরূপ বিনীত ভাব প্রকাশ করিতেন। আমাদের সঙ্গে এরূপ ভাবে কথা কহিতে নিষেধ করিলেও বলিতেন ওগো ইহাও আমাকে এক সময়ে সাধন করিতে হইয়াছে।

সুযোগ ত্যাগ করিলাম না, বাউল-সুরে নিম্ন-লিখিত পদটী গান করিলাম :—

কেন হে গৌর-হরি, নদে পুরী তেজ্য করি
হুগলী এলে।
কার ভাবে হয়ে মগন, করছ সাধন কেনই বা সে
ভাব লুকালে,
(হয়েছ বিষম কড়া) হয়েছ বিষম কড়া দাওনা ধরা
এমন ধারা কেন হ'লে॥
কোথা সে দীন হরি দাস, তোমার শ্রীবাস
কোথা মুকুন্দ মুরারি।
(কোথা আচার্য্য গোঁসাই) কোথা আচার্য্য গোঁসাই
দাদা নিতাই, কোথা আছেন সে সকলে॥
কোথা সে গুননিধি, প্রেম-নিধি কোথা
তোমার সেই গদাধর।
(কোথা সে বিষ্ণু-প্রিয়া)
কোথা সে বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা জগৎ মাতা
যায় বলালে॥
কোথা সে প্রেমানন্দ, রামানন্দ কোথায়
স্বরূপ দামোদর।
(কোথা সে ভট্টাচার্য্য)
কোথা সে ভট্টাচার্য্য আর আচার্য্য
যত আর্য্য এনেছিলে॥
রাধার দায় গৌর হ'লে, প্রেম বিলালে
জীব তরালে ধরায় এসে।
(কওহে কও সত্য করে)—
কওহে কও সত্য করে, কাহার তরে আবার
ফিরে গোপন হলে॥
যদিও গোপন হ'লে, ভাব লুকালে
নাম ভাঁড়ালে জীবের জীবন,
(তথাপি যাইনি ঢাকা)—
তথাপি যাইনি ঢাকা নয়ন বাঁকা মহাভাব
আর নয়ন-জলে॥
জয় শ্রীজ্ঞানানন্দ, দাও আনন্দ
আর কেন কর ছলনা।
(অন্নদা আর কত দিন)—
অন্নদা আর কত দিন, কাটাবে দিন
চলে যায় সে ভরসা পেলে॥

দয়াময় গুরুদেব আমার এই গানটী শ্রবণ করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া দর-দরিত-ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেরূপ অশ্রু-পতন পুর্ব্বে আর এক দিন মাত্র দেখিয়াছিলাম, আর দেখি নাই। চক্ষু মুদ্রিত অথচ অশ্রু পলক-মধ্য দিয়া মুক্তা-ফলের ন্যায় গোটা গোটা ভাবে উছলিয়া পড়িতেছে; নয়নের দুই প্রান্ত দিয়া গঙ্গা-যমুনার ধারা বহিয়া গণ্ড ও বক্ষ-স্থল প্লাবিত করতঃ আসন সিক্ত করিতে লাগিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া অতি আর্ত্ত-স্বরে, বলিতে লাগিলেন, "আমি গোপন কোথায়?" তোমাদের কাছে আমার গোপন কোথা? আর আমি কড়া হ'লাম কিসে? আমি কড়া নহি গো কড়া নহি; আমি আঁখ (ইক্ষু); আমার উপর শক্ত, ভিতর শক্ত নহে" এই বলিয়া আকুল-ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সে রাত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক ও অন্যান্য ভগবদ্ভাবোদ্দীপক আরও অনেক গান হইয়াছিল। এই ভাবে রাত্রি প্রায় দুইটা অতিবাহিত হওয়ার পর, ঠাকুরুণের অনুরোধে শ্রীশ্রীদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রণাম পুর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ জন্য সকলে বহির্গত হইলাম এবং প্রসাদ গ্রহণানন্তর বিশ্রাম-ভবনে শ্রীশ্রীদেবের অহেতুকী-কৃপা-কথা-প্রসঙ্গে প্রায় সকলে অবশিষ্ট রজনী অতিবাহিত করিলাম।

পর দিবস প্রাতে ঠাকুরুণকে জানাইলাম "আপনি কৃপা করিয়া একবার শ্রীশ্রীদেবকে জানাইবেন যে নির্জ্জনে আমি একবার তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করিতেছি, আমার কিছু বলিবার আছে।" এই খানে বলিয়া রাখি—শ্রীশ্রীগুরু-দেবের কথায় আমার হৃদয়ের ধাঁ ধাঁ কাটিয়া

গেল। পূর্ব্বে তাঁহার ভাব মহাভাব সমাধি ইত্যাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব-সমূহ দেখিয়া সময়ে সময়ে মনে হইত ইনি হয়ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শক্ত্যাবেশ অথবা, অংশাবতার হইবেন; নচেৎ এত প্রেম জীবে সম্ভব হয় না। কিন্তু আজ আর সে সন্দেহ নাই; কে যেন স্বতঃই হৃদয়ে আসিয়া বলিয়া দিতেছে "ইনিই সেই পূর্ণাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ"। সেদিন আমার প্রাণে যে কি আনন্দ, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিষয় যতই চিন্তা করিতেছি ততই মন শ্রীগৌরাঙ্গভাবে বিভোর হইয়া যাইতেছে। এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, ঠাকুরুণ আসিয়া বলিলেন, এক ঘণ্টা পরে তোমার দর্শন হইবে। আমি তাড়াতাড়ি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মনের দর্শন-পিপাসা এরূপ বলবতী হইতে লাগিল যে এই এক ঘণ্টা সময় আমার পক্ষে অসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। যাহা হউক অল্প পরেই আমার ডাক পড়িল। আমি তাড়াতাড়ি শ্রীদেবের ঘরের দুয়ারে গিয়া দেখি, আমার দয়ালগুরু, কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়রূপে আসনে সমাসীন। সে জ্যোতিতে তীব্রতা নাই; উজ্জ্বল স্বর্ণ-গৌর-কান্তি হইতে যেন চাঁদের জ্যোতি ছুটিয়াছে, শ্রীশ্রীদেবকে কতবার দর্শন করিয়াছি কিন্তু এমন ভুবন-ভুলান মোহন-মূর্ত্তি আর কখনও দেখি নাই। আমি দুয়ারে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে দেখিতেছি ঠাকুরের নিকটে যাইয়া যে প্রণাম করিব আমার সে সাহস পর্য্যন্ত নাই। দয়াল প্রভু আমার সস্নেহ-বচনে বলিলেন "এস দুয়ারে দাঁড়াইয়া কেন?" আমি গল-লগ্নী-বাসে শ্রীচরণ-সমীপে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলাম; কতক্ষণ যে এই ভাবে ছিলাম তাহা বলিতে পারি না; তবে শ্রীশ্রীদেব যখন "উঠ" বলিয়া আহ্বান করিলেন তাহা শুনিয়াই উঠিলাম ও কাঁদিতে লাগিলাম। আমার কাতরতা দেখিয়া তাঁহার পদ্ম-লোচন দুটী ছল ছল করিয়া জল-পূর্ণ হইল; তদ্দর্শনে আমার আরও কান্না আসিল; আমি কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীচরণ-তলে পড়িয়া বলিতে লাগিলাম "প্রভু! আমি অতি অধম, পাতকী; আমার উপায়? আপনি যে পতিতপাবন, দয়াল-গৌর তা আপনার কৃপাতেই আজ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বাসনা পূর্ণ হইয়াছে এক্ষনে আমাকে দয়া করুন; আমি নরাধম পতিত" এই বলিয়া আরও কাঁদিতে লাগিলাম। আমার প্রেমের ঠাকুরটীরও গণ্ড বহিয়া ধারার পর ধারা পড়িতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে কতক বেগ সম্বরণ হইলে শ্রীশ্রীদেবের সম্মুখে জোড়-হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে আমার প্রাণের প্রাণ—সেই পরম দয়াল ঠাকুর অতি সস্নেহ বচনে বলিলেন, "তোমার চিন্তা কি? আমি অনেক দিন তোমার ভার গ্রহণ করিয়াছি" এই অমৃতময় বাণী শ্রবণ মাত্রেই যে আমার কি দশা হইয়াছিল তাহা আমি বলিতে পারি না; দরিদ্রের অমূল্য রত্ন লাভের ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইয়া পড়িলাম। আমার বোধ হইতে লাগিল আমি যেন কোন এক অজানা আনন্দময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছি সে আনন্দ লেখনী-মুখে প্রকাশ অসম্ভব। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে আর বেশী কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রণামানন্তর অনুমতি লইয়া বাহিরে আসিলাম।

শ্রীভগবানের দ্বিতীয় বার আগমনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, দেখা যায় ধর্ম্ম-বিপ্লবই ইহার একটী মুখ্য কারণ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা চিন্তা করিলে দেখা যায় ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভারতবাসীর অবস্থা অতীব শোচনীয়। মহাত্মা রামমোহন রায়, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনীষীগণ ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম স্থাপন না করিতেন তাহা হইলে হয়ত এতদ্দিন ভারত হইতে হিন্দু ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইত; খৃষ্টান-ধর্ম্মে ভারত ছাইয়া পড়িত। হিন্দু-ধর্ম্ম বেদের ধর্ম্ম; ইহা অনাদি কাল হইতেই আছে এবং ইহা শ্রীভগবানের অতি প্রিয়; তাই যখন ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই পরমকারুণিক শ্রীভগবান ধরায় অবতীর্ণ হইয়া জীবের অবস্থানুযায়ী যুগ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন; ইহাও তাঁহার একটী অপার করুণা-লীলা। কলির জীব সাধারণতঃ দুর্ব্বল; সাধন-ভজনে অক্ষম, আবার প্রথম কলির জীব হইতে বর্ত্তমান কলির জীবের অবস্থা যে কত শোচনীয় তাহা সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন। এই সাধন-ভজনের অযোগ্য, অকর্ম্মণ্য দেহে ভগবৎ-সাধন করিতে হইলে, সে সাধন-উপায়গুলি পূর্ব্ব-সাধন-প্রণালী হইতে বহু সহজ-সাধ্য না হইলে সহজে কেহ গ্রহণ করিবে না; কারণ আজ কালকার দিনে সকলেই সহজ চায় (made easy)। সহজ না হইলে সে দিকে কেহ ফিরিয়াও চায় না। শ্রীভগবান দুর্ব্বল জীবের অবস্থা দেখিয়াই কলির সাধন একমাত্র নাম সংকীর্ত্তন ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কেবল নামসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন। এই মহামন্ত্র নামে এমন শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন যে একমাত্র নামেই সকল প্রকার সাধনের ফল লাভ হইবে।

কৃতে যৎধ্যায়তোবিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

শ্রীভগবানের আগমনের যেমন ইহা একটী কারণ, আনুসঙ্গিক আরও কারণ থাকে। কেবল একটী কারণ অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ পূর্ণাবতারী নন্দ-নন্দন ধরায় প্রকটিত হন না। সে সকল কার্য্য তাঁহার অংশ কলা অবতারাদির দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। যথা শ্রীশ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে:—

কোন কারণে হৈল যবে অবতারে মন।
যুগ-ধর্ম্ম-কাল হৈল সেকালে মিলন॥
দুই হেতু অবতারী ল'য়ে ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম-সংকীর্ত্তন॥
সেই দ্বারা আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥
এই মত ভক্তি ভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥

বর্ত্তমান যুগে যে মহাপুরুষগণ আসিয়াছিলেন এবং এখনও যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন সকলেই "আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার" এই পথানুবর্ত্তী বটেন কি না সকলেই ইহা চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব হইতে অনুসন্ধান লইলে দেখিতে পাইবেন শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, প্রভু বীরচন্দ্র ও তাঁহাদিগের শিষ্যানুশিষ্যগণ এদিকে মহাত্মা রামমোহন রায় কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মূর্ত্তিমান দয়ার অবতার মহাত্মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরহংসদেব, পাপী তাপীর একমাত্র ভরসাস্থল পরম দয়াল শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ দেব, বর্ত্তমানে প্রভু জগদ্বন্ধু, স্বামী দয়ানন্দ, স্বামী নিগমানন্দ, স্বামী ভোলাগিরি প্রভৃতি মহাত্মাগণ একই ভাবে একই সমন্বয় মতের ভাবগুলি জীব-হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন এবং এই সমন্বয়-ধর্ম্মের যাহাতে জগতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় চারিদিক হইতেই তাহার চেষ্টা হইতেছে। এই সমন্বয় ধর্ম্মে জীব-জগতের কিরূপ উপকার হইতেছে তাহা সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয়! জয় গুরু জ্ঞানানন্দের জয়!! জয় শ্রীনিত্যগোপালের জয়!!!

ভক্ত-দাসানুদাস—অন্নদানন্দ।

মানব-জীবন ।

(শব্দ-ব্রহ্ম ।)

সংকীর্ত্তন ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর ।)

যোগীরা যেন মনঃরূপ অশ্বের গলায় দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যান ; আর ভক্তেরা সম্মুখে বহু-দূরস্থিত নব-দুর্ব্বাদলের প্রতি অশ্বের লক্ষ্য স্থির করাইয়া দেন, অশ্ব আপনার প্রাণের টানে সে দিকে ধাবিত হয় । যাঁহাদের ভক্তির সহিত জ্ঞান আছে, তাঁহারা অশ্ব ডাইনে বামে লক্ষ্য করিতে চাহিলে উহাকে শাসন করেন । যদি অশ্বারোহীর হাতে অশ্ব পড়ে তবে সে মুখে লাগাম দিয়া তিন চাবুকে অশ্বকে লক্ষ্যস্থলে উপনীত করে । শক্তিশালী জ্ঞানীই এই অশ্বারোহী । উপমাচ্ছলে ইহাও বলা যাইতে পারে, জ্ঞান যেন পঞ্জাব মেল, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এক্স্প্রেস এবং ভক্তি মিক্সড্ ট্রেন । যোগ প্রথমে বড় আয়াস-সাধ্য । ভক্তি-লাভ ভাগ্যের কথা । প্রকৃত-তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভ জন্ম-জন্মান্তরীণ পুণ্যের অখণ্ড ফল । ঋষিরা যোগ-পথে কত বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া আত্মার দিকে অগ্রসর হইতেন । তাঁহাদের কঠোরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার কথা চিন্তা করিয়া জন-সাধারণে সে পথের পথিক হইতে কম্পিত হয় । অবশ্য একটু অগ্রসর হইলে দুঃখাদি সহ্য হয় । কিন্তু অগ্রসর হয় কে ? তাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও জন-সাধারণের সাধ্য সাধন সংকীর্ত্তন । সংকীর্ত্তনে ভক্ত হউন, জ্ঞানী হউন সকলকেই ভগবানের নিকট লইয়া যায় । সব পথের পথিকের রাজকীয় পথ নামসংকীর্ত্তন । শব্দ-ব্রহ্মের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে । সংকীর্ত্তন যে এই শব্দ-ব্রহ্মের সাধন তাহা আলোচনা করা যাউক ।

চীৎকার করিয়া নাম-কীর্ত্তন করিলে মনের ঊর্দ্ধগতি হয় । যখন মন

সংকীর্ত্তনে শব্দব্রহ্ম । অবশ ও দুর্ব্বল বোধ হয়, তখন বেগে শক্তিসহকারে নাম-কীর্ত্তন করিলে, শরীরে ও মনে শক্তি অনুভূত হয় । যাঁহার মন অতীব চঞ্চল তিনিও যদি নৃত্য করিতে করিতে নাম-কীর্ত্তন করেন তবে একাগ্রতা তাঁহার মনে অবশ্য আসিবে । ঈশ্বরের নাম-কীর্ত্তনে ও গুণস্মরণে মন পবিত্র হয় ; এই হেতু নাম-কীর্ত্তন সর্ব্ব-ধর্ম্মানুমোদিত । পরম পবিত্র শুদ্ধ ও মুক্ত-পুরুষের নাম-কীর্ত্তনে ও গুণ-স্মরণে মন উহার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয় ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পাঞ্চভৌতিক নর-দেহের মধ্যে পঞ্চভূতের ক্রিয়া লক্ষ্য হয় । নর-দেহ কি পদার্থ, জড়জগতের অন্যান্য বস্তুর সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, নরদেহের সহিত ব্রহ্মের কি সম্বন্ধ—এ সকল বিষয়ও যথাসম্ভব পূর্ব্বে

আলোচিত হইয়াছে। সেই আলোচিত বিষয়গুলি আমাদিগকে এই খানে স্মরণ করিতে হইবে। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড-মধ্যে যে সার-পদার্থ আছে, তাহাতে পঞ্চভূত ক্রিয়া করিতেছে। পঞ্চভূতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ভূত আকাশ। শব্দ-উচ্চারণ এবং শ্রবণের ফলে আকাশ-শক্তির ক্রিয়া সাধিত হয়। মস্তিষ্কে ঐ আকাশ-শক্তির ক্রিয়া যত অধিক ও যত স্পষ্ট অনুভূত হয়, আমরা ব্রহ্মের তত অধিক সান্নিধ্য লাভ করিতেছি বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে শব্দ-ব্রহ্মের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে পুনরায় উল্লেখ করা যাইতেছে। জড়-জগতের সার নরদেহ। নরদেহের সার মস্তিষ্ক। পাঞ্চভৌতিক মস্তিষ্কের সার ভূতশ্রেষ্ঠ আকাশ। মস্তিষ্কে আকাশ-ক্রিয়ার জ্ঞান-লাভ হয়, তৎস্থানে ধ্বনিত শব্দের জ্ঞানে। জড়জগতে ব্রহ্মের প্রথম ও প্রধান বিকাশ শব্দে। এই হেতু জড়-জগতের ভিতর দিয়া আর এই জড়দেহের ভিতর দিয়া যতদূর উন্নত হওয়া সম্ভব, তাহা এই শব্দানুভূতি হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত যোগ-পথ ও ভক্তি-পথের চরম অত্র দ্রষ্টব্য।

সংকীর্ত্তনে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেও কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট শব্দে মস্তিষ্ক উত্তেজিত করিয়া উহার ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। উচ্চারিত শব্দে সমস্ত শরীরের শক্তি মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয়। তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন করিলে মনও যেন তালে তালে নাচিয়া ঐ শব্দ শক্তিতে মিশিয়া যায়। এই জন্য জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, ভক্তিতে হউক অথবা ভণ্ডামিতে হউক সংকীর্ত্তনের ফল সর্ব্বত্র অদ্ভুত, অলৌকিক ও আশ্চর্য্য।

সংকীর্ত্তনে একটু প্রাণ ঢালিয়া দিলে আপনি চৈতন্যের স্বরূপানুভূতি হয়। যাঁহারা সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছেন, প্রাণ খুলিয়া মন দিয়া সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন সংকীর্ত্তনে কি অপূর্ব্ব আনন্দ। আনন্দের আধিক্যে মস্তিষ্ক-শক্তির ক্রিয়ার প্রকাশে ভাব হয়। ভাবের চরমে মনের লয় হইলে মহাভাব। শ্রীমতীর, শ্রীচৈতন্যের এবং অন্যান্য মহাত্মাদিগের অসীম প্রেমের ফলে এই মহাভাব হইয়াছে হইতেছে ও হইবে। সংকীর্ত্তনে ফেলিয়া মনটাকে গঠিত করিয়া লইলে শেষে শুধু সংকীর্ত্তন শ্রবণেই ভাব হয়। এই ভাব মানসিক দুর্ব্বলতা নহে, সরলতার চরম। মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বৃদ্ধি এবং ঐ স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিকার এক নহে। জ্ঞানের বা শক্তির চরম এবং মূর্খতা বা দুর্ব্বলতার চরমকে এক মনে করিয়া কেহ যেন প্রতারিত না হন। ভাবাবস্থায় বা সমাধিতে মস্তিষ্কের ক্রিয়া-শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ব্যাধিজনিত বা আঘাত-জনিত অজ্ঞানাবস্থায় মস্তিষ্কের ক্রিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সংকীর্ত্তনের এই মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া জীবজগতে নাম-সংকীর্ত্তনের প্রচারে জীবন মন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ভ্রাতৃগণ! যে দেশে চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যে দেশ একবার সংকীর্ত্তনের অসীম ক্ষমতা ও অলৌকিক শক্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছে, সে দেশে সংকীর্ত্তন প্রচারের ভার সে দেশের লোকের উপর। কেবল সে দেশে কেন, সমস্ত জগতে সংকীর্ত্তন প্রচারের ভার সে দেশের লোকের উপর। শক্তির গরিমায়, জ্ঞানের গরিমায় ও মানের গরিমায় মত্ত ইউরোপ এবং আমেরিকার সম্মুখে এই উচ্চতম আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য অগ্রসর হইবে আজ বাঙ্গালী। একবার লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও মানাপমান ত্যাগ করিয়া সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে ঝম্প-প্রদান করিয়া জগতের সম্মুখে আদর্শ ধরুণ। যাহা সত্য ও যাহা নিত্য—তাহার আলোক গভীর তিমির-রাশি পরাভূত করিয়া একদিন দীপ্ত হইবেই

হইবে। শক্তির শক্তি কতক্ষণ আবৃত থাকে ? অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ অতি সামান্য আকারে থাকিলেও বিশাল নগর-নগরীর ধ্বংস সাধনে সমর্থ। তাই বলি, বিচার-বলে, বুদ্ধি-বলে এবং কার্য্যের দ্বারা সত্য পরীক্ষা করিয়াই হউক অথবা অন্ধভাবেই হউক, উহার অনুসরণ করিলে অসীম বাধা-বিপত্তি ভগ্ন করিয়া সে সত্য-শক্তি অপ্রতিহত স্রোতে একদিন না একদিন জগৎ প্লাবিত করিবেই করিবে। যদি বিশ্বাস না হয় তবে ছয়মাস একমাস অথবা কেবল সাত দিন প্রাণ খুলিয়া সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দেখুন, সংকীর্ত্তনের শক্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারেন কি না ?

যদি জগৎ ভুলিয়া, আপনার আমিত্ব বিস্মৃত হইয়া সংকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে ব্রতী হন তবে অনন্তশক্তিতে জগৎ স্তম্ভিত হইবে। থাক্ সংসার, থাক্ অর্থ, থাক মান্, থাক অহঙ্কার কিছু ত্যাগ করিতে হইবে না ; কাহারও ত্যাগের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না ; একবার জীবনের এই মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়া আত্মার অনন্ত শক্তিদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিন, শত শত বাধাবিপত্তি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, মায়ার কঠোর, কঠিন, নির্দ্দয় বন্ধন শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মার নির্ম্মল পবিত্র শাশ্বত কমনীয় জ্যোতিতে জগৎ আপনিই আলোকিত ও পুলকিত হইয়া উঠিবে। আপনার শক্তি ও আপনার তেজে আপনিই চমকিত হইয়া উঠিবেন। অণুপরমাণু কম্পিত করিয়া নাম-ব্রহ্মের ধ্বনিতে জগৎ প্রতিধ্বনিত করিয়া সংকীর্ত্তন করুন। আল্লা ব'লে, অথবা যীশু ব'লে, হরি ব'লে কিংবা কৃষ্ণ ব'লে যাহার যাহা ইচ্ছা শ্রীভগবানের যে কোন পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া হউক, শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, মৃদঙ্গ কাঁশরীর ধ্বনিতে অথবা ব্যাণ্ড জয়ঢাক প্রভৃতির ধ্বনিতে আর নরকণ্ঠ-বিনির্গত নামব্রহ্মের ধ্বনিতে গিরি, নদী, বন উপবন এমন কি সমগ্র জগৎ কম্পিত করিয়া সংকীর্ত্তন করুন। যোগ ধ্যান ও জপ-তপাদি লইয়া আর মহাসাগরে সাঁতার কাটিতে, হাবুডুবু খাইতে কিম্বা জল গিলিতে হইবে না। সংকীর্ত্তনার্ণবযানে আরোহণ করিয়া অন্ধ, খঞ্জ, অসহায়, অনাথ, দুর্ব্বল সকলেই অনায়াসে মায়াময় মহাসাগর অতিক্রম করিয়া নিত্য জ্যোতিষ্মান্ আনন্দময় ধামে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিবেন। এ কবির কল্পনা নহে, কেবল দার্শনিকের গবেষণা নহে অথবা বিকৃত-মস্তিষ্কের প্রলাপ নহে। এ সত্য একবার চৈতন্যদেবের সময় পরীক্ষিত হইয়াছে ; পুনরায় ইচ্ছা করিলে আমরা প্রত্যেকে এ সত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। ইহাতে বেদ-পুরাণ বা বাইবেল, কোরাণের নিগূঢ়তত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গভীর গবেষণা-সমন্বিত বুদ্ধি ও দুর্লভ যন্ত্রাদির প্রয়োজন নাই। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, দীনহীন অনাথ অথবা সনাথ, রাজা, মহারাজ যে কেহ এ সত্যের পরীক্ষা আপনা আপনি করিতে পারেন। ধর্ম্মমতামতের শ্রেষ্ঠত্বে বা হীনতায় কিছু আসে যায় না ; আপন হৃদয় ও আপন মনের গঠনই ধর্ম্মাধর্ম্মের সার। বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংকীর্ত্তনে হৃদয় ও মনটাকে একবার ফেলিয়া দিয়া দেখুন দেখি উহা গঠিত হইয়া আসে কি না ? নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, প্রতি নর-নারীর কণ্ঠে নামব্রহ্মের ধ্বনি উচ্চারিত হইতে থাক্। অমৃতনামে, অমৃত ধ্বনিতে, অমৃতের পুত্রগণ অমৃত নামের অমৃত সাগরে ভাসিতে থাক্ ; ক্লেশ, মায়া, মোহ সকলই অমৃতে পরিণত হইয়া জগৎ হইতে দুঃখের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি, এ
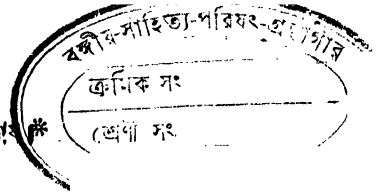
ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় ॥

শ্রীশ্রী ধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

২য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬১। সন ১৩২২, কার্ত্তিক। } ১০ম সংখ্যা।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

পরমেশ্বর

(ক)

কর্ত্তার ভজন যাঁহারা করেন তাঁহাদেরই বা নিন্দা কর কেন? যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনিই কর্ত্তা, তদ্ব্যতীত অন্য সকলেই অকর্ত্তা। ১

জগতের কোন বস্তুই একেবারে উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। আমরা যে তণ্ডুলের অন্ন আহার করি সে তণ্ডুলেরও খোসা আছে। কেবল পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ন'ন্। ২

অনন্ত ঈশ্বরকে কে সংকীর্ণ করিতে পারে ? সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কে সংকীর্ণ করিতে পারে ? তিনি সর্ব্বাবস্থায় সংকীর্ণতাশূন্য। ৩

তোমার জ্ঞানের সীমা আছে। ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান। ৪

চন্দ্রের আলোক আছে। চন্দ্রের প্রতিবিম্বের আলোক নাই। ঈশ্বরের যে ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতা জীবের নাই। ৫

পরমেশ্বরের কিছুতে অনুরাগও নাই, কিছুতে তাঁহার বীতরাগও নাই। ৬

ঈশ্বরকে তোমরা দেখিতে পাওনা বলিয়া তাঁহাকে নিরাকার বল। বাস্তবিক তিনি কি, তাহা তোমরা জান না। জানিবার উপায় আছে কি না তাহাও জান না। ৭

ঐ ব্যজন খানি পড়িয়া রহিয়াছে তাই উহা দ্বারা বায়ু বিকাশিত হইতেছে না। উহা কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইলে বায়ুর বিকাশ হইবে। জ্ঞানীর ভিতর দিয়া ঈশ্বর অজ্ঞানীকে জ্ঞান দিয়া থাকেন। ৮

অনেক ইংরাজী পুস্তকে জগতের সমস্ত লোককে 'ওয়ার্ল্ড' বলা হইয়াছে। 'ওয়ার্ল্ড' জগতের কোন লোক না হইলেও যে প্রকারে সমস্ত লোককে 'ওয়ার্ল্ড' বলা হয় সেই প্রকারে এই মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলিতেছি। ৯

ঈশা আপনাকে দ্রাক্ষালতা যে ভাবে বলিয়াছেন সেই ভাবে ঐ পাষাণকে অনেকে বিশ্বনাথ বলেন। ১০

ঐ প্রতিমূর্ত্তি ঈশ্বর ন'ন্ অথচ ঐ প্রতিমূর্ত্তিতে তিনি বিরাজিত রহিয়াছেন। যাঁহার ভক্তি আছে তিনি দেখিতে সক্ষম হইবেন। ১১

শ্রীকৃষ্ণের ছবিই শ্রীকৃষ্ণ নহেন। অথচ সেই ছবিতেও তিনি আছেন। চক্‌মকির পাথরই অগ্নি নহে অথচ চক্‌মকির পাথরেও অগ্নি আছে। ১২

তোমার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেও কেহ 'তোমাকে' দেখিতে পাইবে না। বৃন্দাবনের ঐ শ্রীমূর্ত্তি কেহ খণ্ড বিখণ্ড করিলে, কেহ চূর্ণবিচূর্ণ করিলেও ঐ মূর্ত্তির মধ্যে যিনি আছেন তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। ১৩

যে কোন জলাশয়ের নিকটে যাইবে, দেখিবে চন্দ্র সেই জলাশয়ের উপরেই রহিয়াছেন। যে কোন স্থানে যাইবে, দেখিবে চন্দ্র সেই স্থানেরই উপরে রহিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব সকল ভক্তের হৃদয়-সরোবরেই দেখিতে পাই। ১৪

দূর হইতে চন্দ্রকে একখানি ক্ষুদ্র থালের ন্যায় দেখিতেছ। বাস্তবিক উহা প্রায় পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ। কৃষ্ণচন্দ্রকে তুমি ক্ষুদ্র দেখিতেছ বাস্তবিক কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষুদ্র ন'ন্। ১৫

নিজ-ইচ্ছানুসারে আনন্দিত হইবার উপায় থাকিলে শ্রীকৃষ্ণকে 'আনন্দ' বলা হইত না। ১৬

'গড্' অর্থেও পরমেশ্বর। যাঁহারা 'গড্' মানেন তাঁহারা পরমেশ্বর মানেন না, বলিতে পার না। ১৭

ঈশ্বরকে মানিতে হইলে তাঁহার শক্তিকেও মানিতে হইবে। নিজ-শক্তিপ্রভাবে তিনি সমস্ত কার্য্য করেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান না হইলে, জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। তাঁহার শক্তি তাঁহাতেই নিহিত আছে। ১৮

একজন মানবে অপর আর একজন মানবের আত্মা আবাহন করা যাইতে পারে স্বীকার করিলে, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের আত্মা মৃত্তিকা কিম্বা অন্য কোন ধাতুনির্ম্মিত পুত্তলিকার মধ্যে আবাহন করা যাইতেই বা পারা যাইবে না কেন ? ১৯

নিজের কাহারও কিছু নাই। ঈশ্বর যাহাকে যাহা দিয়াছেন সে তাহাই পাইয়াছে। ভবিষ্যতে যে যাহা পাইবে তাহাও ঈশ্বর দিবেন। ২০

গুরু আমার পরমেশ্বর। মাতাপিতা আমার পরমেশ্বর। পরমেশ্বর অপেক্ষা আমার বন্ধু কে আছে? ২১

আমার উপর কোন মনুষ্য কর্তৃত্ব করে তাহা আমি ইচ্ছা করি না। আমার কর্ত্তা ঈশ্বর, আমি তাঁহার অধীন। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত আমি কিছুই করিতে পারি না। আমি তাঁহার সম্পূর্ণ আশ্রিত এবং শরণাগত। ২২

ভগবানের ইচ্ছা, আমাদের বহুজ্ঞান থাকিবে। সেইজন্য জগতে বহু প্রকারের বহু দেখি। ২৩

মানব প্রতি দিন কত প্রকার বাঞ্ছা করিতেছে। ভগবান সেই সমস্তই পূরণ করিলে তাঁহাকে এক প্রকার আজ্ঞাবহ কৃতদাস হইয়া থাকিতে হয়। তিনি যে প্রভু। তাহা হইয়া তিনি থাকিবেন কেন? ২৪

প্রত্যেক জীবই নিয়ত নানা প্রকার বাঞ্ছা করিতেছে। ঈশ্বর বাঞ্ছাকল্পতরু হইলেও তিনি সকল জীবের সকল বাঞ্ছা পূরণ করেন না। তাঁহার যে জীবের যে সকল বাঞ্ছা পূরণ করিতে ইচ্ছা হয় তিনি তাহার সেই সকল বাঞ্ছাই পূরণ করেন। তিনিত' জীবের অধীন ন'ন্। তিনি যে স্বাধীন। সুতরাং তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন। ২৫

ভগবানের কিছুরই অভাব নাই। জীবের যাহা কিছু আবশ্যক সে সমস্তই তাঁহাতে আছে। এইজন্য তিনি কল্পতরু। ২৬

ভগবান যাঁহার বাঞ্ছাপূরণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। ২৭

ভগবানের এক প্রকার রূপ সকল ভক্ত দেখেন নাই। যিনি তাঁহার চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে চতুর্ভুজ বিষ্ণু বলেন। যিনি তাঁহার কৃষ্ণরূপ দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে কৃষ্ণ বলেন। যিনি তাঁহার ষড়ভুজ চৈতন্যরূপ দেখিয়াছেন তিনি তাঁহাকে ষড়ভুজ চৈতন্য বলেন। আর যিনি তাঁহার বহুরূপ দেখিয়াছেন তিনি তাঁহাকে বহুরূপী বলেন। ২৮

পুত্রকন্যা মাতাপিতার কাছে দোষ করিলে তাঁহারা তাহাদের সংশোধন করিবার জন্য তাহাদের ভৎর্সনাও করেন, আবশ্যক মতে' প্রহারও করেন। তজ্জন্য তাঁহাদের তাহাদের প্রতি ভালবাসার কিছু লাঘব হয় না। অনেক সময় দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা দ্বারা ভগবানও আমাদের শাসন ও সংশোধন করেন। ঐ প্রকারে তিনি আমাদের শাসন ও সংশোধন করায় ভগবানের আমাদের প্রতি স্নেহ কমে না। ২৯

মাতা, পিতা, পুত্র, কলত্র প্রভৃতির সহিত দৈহিক সম্বন্ধ। দেহত্যাগে আর তাঁহাদের সহিত কোন সম্বন্ধই থাকে না। প্রকৃত আত্মীয় তাঁহারা ন'ন্। প্রকৃত আত্মীয় ভগবান। তাঁহার সঙ্গে চিরসম্বন্ধ। বারম্বার দেহত্যাগ করিলেও তাঁহার সঙ্গে যে সম্বন্ধ আছে তাহা বিচ্ছিন্ন হয় না। ৩০

একব্যক্তি হীরক পাইয়াছে, অথচ সে হীরক চেনে না। সুতরাং সে হীরকের মর্ম্মও বোঝে না। ছদ্মবেশী ভগবান পাইয়াছ, অগ্রে ভগবানকে চেন তবে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিবে। ৩১

ভগবান মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশ করিলে তাঁহার প্রতি যাঁহাদের বাৎসল্য, সখ্য ও মধুরভাব, তাঁহাদের নিজ নিজ ভাব রক্ষার পক্ষে ব্যতিক্রম ঘটে। সেইজন্য তিনি ঐ সকল ব্যক্তির নিকট ঐশ্বর্য্য ভাব প্রচ্ছন্ন রাখেন। ৩১

ভগবান মনুষ্যরূপী হইয়া মনুষ্যের মতন সমস্ত কার্য্য করিলেও যে সকল ভক্তের তাঁহার প্রতি ঐশ্বর্য্যভাব, তাঁহারা সে সকল কার্য্যের

মধ্যেও অলৌকিকতা ও ঐশ্বর্য্য ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হ'ন্। ৩৩

বেদান্তের মতে একজন পরিমিত-দেহবিশিষ্ট সন্ন্যাসী যে প্রকারে অনন্ত সেই প্রকারে ক্ষুদ্র-দেহ-বিশিষ্ট কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতিও অনন্ত। ৩৪

আবশ্যকমতে শ্রীবিষ্ণুর কত অবতার তমোগুণের কার্য্য করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র শ্রীবিষ্ণুর এক অবতার ছিলেন। ভূ-ভার-হরণ-অভিপ্রায়ে তিনি কত রাক্ষস বধ করিয়াছেন। পরশুরামও শ্রীবিষ্ণুর অন্য এক অবতার! তিনি তিন-সপ্তবার ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। বরাহও বিষ্ণুর অবতার, তিনি হিরণ্যাক্ষবধ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর অবতার নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বধ করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুর ভবিষ্য অবতার কল্কীদেবও ধর্ম্মদ্রোহী ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিবেন। ৩৫

শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রও যুদ্ধজয় কামনা করিয়া অকালে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। তবে ভগবানের নিকট মনুষ্য নানা কামনা করিলেই বা দোষণীয় হইবে কেন? ৩৬

বেদব্যাস নারায়ণের অবতার হইয়াও শিবচরিত্র কাশীখণ্ড রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিবের দুই পার্শ্ব হইতে ব্রহ্মাবিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি কাশীখণ্ডে শিবকে বিষ্ণুর ভক্ত বলেন নাই। ৩৭

বিষ্ণু কেবল সত্ত্বগুণান্বিত নহেন। তাঁহাতে তমোগুণও আছে। সেইজন্য তিনি মধুকৈটভ বধ করিয়া ভূ-ভার হরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ৩৮

যে বিষ্ণু মহাসত্ত্বগুণময়, তিনিই নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশ্যপকে বধ করিয়াছিলেন; যে বিষ্ণু মহাসত্ত্বগুণময়, তিনিই রাম-অবতারে রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছিলেন; যে বিষ্ণু মহাসত্ত্বগুণময়, তিনিই বরাহ-অবতারে হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণই আবশ্যকমতে বিষ্ণু থেকে বিকাশিত হইয়া থাকে। ৩৯

বিন্দুজলে যে সমস্ত গুণ আছে, সিন্ধুজলেও সেই সমস্তগুণ আছে। পরিমিত ঐ শালগ্রাম নারায়ণে যে সমস্ত শক্তি আছে, অনন্ত নারায়ণেও সেই সমস্ত শক্তি আছে; শক্তি সম্বন্ধে উভয়ে কোন ভেদ নাই। ৪০

সর্ব্বধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার ক্ষমতা নারায়ণ ভিন্ন অপর কাহারও নাই। ৪১

অধিকাংশ কাশীবাসীই ঐ মন্দিরস্থিত পাষাণ-মূর্ত্তিকে বিশ্বনাথ বলিয়া জানেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই জগতের সমস্ত পাষাণকেই বিশ্বনাথ বলিয়া জানেন না। ৪২

শ্রীবিষ্ণু, বুদ্ধ-অবতারে কেবলমাত্র সত্ত্বগুণ অবলম্বনে ভূ-ভার-হরণ করিয়াছিলেন বলিতে পার না। অন্যান্য অনেক অবতারেও তিনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৪৩

বাইবেলে লিখিত আছে, মুশা ঐশ্বরীক-বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। বাণীশ্রবণান্তে ঐশ্বিক জ্যোতিঃও দর্শন করিয়াছিলেন। জ্যোতিঃও রূপ। ৪৪

শ্রীকৃষ্ণকে নারদাদি দেবর্ষিগণ পর্য্যন্ত পূজা করিতেন। তথাপি কৃষ্ণ লৌকিকাচারে তাঁহাদের পূজা করিতেন। ৪৫

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অতি উদার মত ছিল। তাঁহার মতে—

"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।" ৪৬

মহাপ্রভু নিজে বৈরাগী ছিলেন। বৈরাগ্য ব্যতীত তাঁহার অনুসরণ কি প্রকারে করিবে? ৪৭

(খ)

শরীর যেমন অস্থি, মাংস, শোণিত প্রভৃতির সমষ্টি, শরীর যেমন হস্ত, পদ প্রভৃতি নানা অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গের সমষ্টি, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও শিবকালী এবং রাধার সমষ্টি। শরীর কি, যিনি জানেন তাঁহার নিকটে কেবল মাত্র শরীর বলিলেই বুঝিতে পারেন, শরীর অস্থি, মাংস, শোণিত প্রভৃতির সমষ্টি; তাঁহার নিকটে কেবলমাত্র শরীর বলিলেই বুঝিতে পারেন, নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি শরীর। কৃষ্ণ কি যিনি জানেন তাঁহার নিকট কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিলেই বুঝিতে পারেন শিব, কালী ও রাধার সমষ্টি কৃষ্ণ। ১

ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণকে বলা হইয়াছে,—"অনাদিরাদি গোবিন্দঃ"। অনাদির বিপরীত আদি। শ্রীকৃষ্ণ উভয়ই। আদি যিনি তাঁহার অন্তও আছে। অনাদি, অনন্ত। ২

শ্রীকৃষ্ণ মায়া-নির্ম্মায়ার অতীত ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে মায়ার বিকাশ দেখাইতে পারিতেন আর নির্ম্মায়ার বিকাশও দেখাইতে পারিতেন। মায়ার অধীন বদ্ধ-জীব। নির্ম্মায়ার অধীন মুক্তজীব। শ্রীকৃষ্ণ ঐ উভয়েরই অধীন ন'ন্। তাই তিনি নিজ ইচ্ছা-অনুযায়িক কখন মায়িক এবং কখন নির্ম্মায়িক হইতে পারিতেন। ৩

যে ভক্ত ভগবানকে যাহা যাহা হইতে দেখিয়াছেন তিনি তাঁহাকে তাহাই বলিয়াছেন। ইন্দ্রযজ্ঞে গোপগোপীরা তাঁহাকে গোবর্দ্ধন হইতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহাকে তমাল হইতেও কেহ কেহ দেখিয়াছিলেন। ৪

ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি সাকার নহে। তাহা আকার। ঈশ্বর নিজে সাকার। ৫

কোন আত্মীয় মরিলে তাহার ছবি দেখিয়া যেমন মনকে কতক পরিমাণে প্রবোধ দিতে পারা যায়, তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি পূজা দ্বারাও মানব শান্তি অনুভব করে। ৬

প্রিয়জনের ছবি দেখিলে তাহার সমস্ত কথাই মনে হয়। ঈশ্বর যাঁহার প্রিয়, তিনিও ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলে, তাঁহারও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা মনে হয়। ৭

মহাপ্রভুর লীলার সময়ে তাঁহার ভক্তগণ বিগ্রহের ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। অনেকের মতে সেই অনুকরণে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ীরা গুরু লইয়া দোল করেন। দোল বৈষ্ণবের পর্ব্ব। ৮

কেহ কেহ বলেন, আর্য্যদিগের নির্ম্মিত নানা দেবদেবী সেই নিরাকার ব্রহ্মের নানা গুণ-বাচক মূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম নিগুণ নিষ্ক্রিয় বোঝাইবার জন্যই তাঁহার নানা গুণবাচক নানা জড়মূর্ত্তি করা হয়। ৯

কোন মহাপুরুষের মতে যেমন শীত, গ্রীষ্ম হইতে পারে না, যেমন গ্রীষ্মও শীত হইতে পারে না তদ্রূপ ঈশ্বর জীব হ'ন্ না, জীবও ঈশ্বর হইতে পারে না। ১০

কোন কোন আর্য্যশাস্ত্রমতে অপ্ নারায়ণ; অপ্ নারায়ণ স্বীকার করিতে হইলে, অপ্‌কে অনিত্য বলা যায় না। ১১

ছোট চকমকির পাথরে এত আগুণ আছে, যাহার এক কণায় কত নগর, কত গ্রাম, কত দেশ দাহ হইতে পারে। অতি ক্ষুদ্র আধারেও অধিক শক্তি থাকিতে পারে। শিব, কৃষ্ণ, কালী প্রভৃতি ক্ষুদ্রদেহধারী হইলেও তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অনন্ত শক্তি আছে। ১২

'হরি' শব্দের যে ধাতু থেকে উৎপত্তি, 'হর' শব্দেরও সেই ধাতু থেকে উৎপত্তি হইয়াছে। 'হরি' শব্দের যে অর্থ, 'হর' শব্দেরও সেই অর্থ। মহাভারতের মতে এক শরীরের অর্দ্ধেক হরি অপর অর্দ্ধেক হর। হরিহরের কোন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞই হরি কিম্বা হরের নিন্দা করিতে পারেন না। ১৩

কোন কারণ যাঁহার নাই, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকেই আত্মা বলা হইয়াছে। ১৪

জড় শরীরের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে জীবাত্মা। সেই জীবাত্মাতে পরমাত্মা বিরাজিত রহিয়াছেন। ১৫

কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া তাহার কতক অংশ কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার ও কতকাংশ ধুলিবৎ ভস্ম হয়। কাষ্ঠ এবং ঐ দুই পদার্থ আকার ও গুণে অনেক বিভিন্ন। কোন শিশুকে কাষ্ঠ এবং ঐ দুই পদার্থ দেখাইয়া যদ্যপি বলা হয় কাষ্ঠই দাহ হইয়া তাহারই ঐ দ্বিপ্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাহা তাহার বোধগম্য হইবে না। সৃষ্টিই যে ব্রহ্মের এক প্রকার বিকাশ, যাঁহারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহারা কি প্রকারে তাহা বুঝিবেন? ১৬

মুশা কেবল ঈশ্বরের জ্যোতিঃদর্শন করিয়াছিলেন। ঈশা তাঁহার জ্যোতিঃ এবং কপোতরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। ১৭

চন্দ্র, সূর্য্য কিম্বা বিদ্যুতের জ্যোতির মতন ঐশ্বিক জ্যোতিঃ নহে। ১৮

শান্তিপুর ভিন্ন অদ্বৈত-ঈশ্বরের আলয় আর কোথায় হইতে পারে? শান্তিরূপ পুরে যিনি প্রবেশ করিয়াছেন তিনিই অদ্বৈত ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন। ১৯

কর্ত্তা ব্যতীত কর্ম্ম হইতেই পারে না। কর্ত্তা সক্রিয়। তিনি ঈশ্বর। কর্ত্তার ভজন করিলে মঙ্গলই হইয়া থাকে। ২০

নিরাকার অনঙ্গ, নিরাকার অরূপ। সাকারের অঙ্গ আছে, সাকারের রূপও আছে। ২১

পরমেশ্বর সাকারও বটেন। তাঁহার বহু মূর্ত্তি। ২২

খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও সাকার স্বীকার করা হইয়াছে। যখন জর্দ্দন নদীর জলে ঈশাকে তাঁহার গুরু জন অভিষেক করিতেছিলেন সেই সময়ে ঈশ্বর জ্যোতিঃঘন কপোতরূপে ঈশাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। বাইবেলীয় সেই জ্যোতিঃঘন কপোত রূপকেই সাকার বলা যাইতে পারে। ২৩

যাঁহার ধন আছে, তাঁহাকেই ধনী বলা যায়। যাঁহার ধন নাই, তাঁহাকে ধনী বলা যায় না। ধন থাকিলে যে সম্ভ্রম প্রাপ্তি হয়, ধন যাঁহার নাই তাঁহার সে সম্ভ্রম প্রাপ্তিও হয় না। পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তি আছে বলিয়া তিনি সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার যদি সর্ব্বশক্তি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমানও বলা হইত না। তাঁহার সর্ব্বশক্তি আছে বলিয়াই তাঁহার এত মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। ২৪

'কৃষ্ণ' শব্দ হইতে 'বৈষ্ণব' শব্দ নহে সত্য। 'বিষ্ণু' শব্দ হইতেই 'বৈষ্ণব' শব্দ। কিন্তু গীতা এবং ভাগবতের মতে সেই কৃষ্ণই যে বিষ্ণু। ২৫

চৈতন্যদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার। তাঁহাকেও গুরু করিতে হইয়াছিল। তুমি জীব, তুমি গুরু স্বীকার কর না?—এ বড় আশ্চর্য্য কথা! ২৬

শাস্ত্রানুসারেও হংস অর্থে নারায়ণ। নারায়ণ সামান্য হংস নহেন। তিনি পরমহংস। ২৭

যে সকল গ্রন্থে পরশুরামকে বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্তর্গত বলা হইয়াছে সেই সকল গ্রন্থ অনুসারে পরশুরাম বিষ্ণুর অপূর্ণ অবতার নহেন। সে সকল গ্রন্থ অনুসারেও তিনি বিষ্ণুর এক পূর্ণাবতার। ২৮

তুমি অনেক সময়ে বিচারপতির মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে ধর্ম্মাবতার বল। প্রকৃত ধর্ম্মাবতার যিনি, তিনি অবিচারও করেন না। এবং তাঁহাদ্বারা কোন প্রকার অধর্ম্মাচরণও হইতে পারে না। ২৯

হরি তোমাকে সদসৎ বুঝিবার শক্তি

দিয়াছেন। তুমি যগুপি কোন অসৎ কার্য্য কর সেইজন্য তোমাকে অবশ্য শাস্তি পাইতে হইবে। ৩০

সৎ নিগুর্ণনিষ্ক্রিয়। চিদানন্দ যোগে সৎ সগুণসক্রিয়। ৩১

সৎ নিত্য স্বীকৃত হইলে, চিৎ এবং আনন্দ নিত্য নহে বলা যাইতে পারে না। সৎ যগুপি নিত্য হয় তাহা হইলে জ্ঞান ও আনন্দও নিত্য। সর্ব্বশাস্ত্রমতে হরি নিত্য। সেই হরিকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়। সুতরাং সৎ, চিৎ এবং আনন্দও নিত্য। ৩২

হরি চৈতন্যরূপে বিশ্বের সকল বস্তুতেই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সর্ব্বকর্ম্মেরই প্রধান কারণ হরি-চৈতন্য। ৩৩

বিশ্বকর্ম্মা হরি। কারণ বিশ্বসৃজনরূপ কর্ম্মও তিনি করিয়াছেন। বিশ্ব-পালনরূপ কর্ম্মও তিনি করেন। বিশ্বনাশরূপ কর্ম্মও তাঁহার দ্বারা হইয়া থাকে। ৩৪

হরিসংকীর্ত্তনে যাঁহার ভাব কিম্বা মহাভাব দৃষ্ট হয় কোন কোন বৈষ্ণব তাঁহাতেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব জানিয়া শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে তাঁহার পদধূলী গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম প্রভৃতিও করেন। ৩৪

আমার বিবেচনায় তোমার হরিবিষয়ক প্রত্যেক কথাই সার কথা। তুমি যে হরিসংকীর্ত্তন কর, তাহা আমার আরও সার বলিয়া বোধ হয়। ৩৬

বাইবেলের মতেও ঈশ্বর মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাইবেলে ঈশা স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"I and my father are one," ৩৭

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অনুসারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কেবল দশ অবতার নহে। ঐ তিন গ্রন্থ অনুসারে তাঁহার অসংখ্য অবতার। ৩৮

ভগবানের কোন অবতারই অপূর্ণ নহে। শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বগুণের পূর্ণপ্রকাশছিল বলিয়া তাঁহাকে পূর্ণাবতার বলা হয়। যে সকল অবতারে আংশিক কতকগুলি গুণ প্রকাশিত আছে সে সকল অবতারকে অংশাবতার বলা হয়। ৩৯

বিষ্ণু, রাম অবতারে এবং বুদ্ধ অবতারে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি পরশুরাম অবতারে তিনসপ্তবার ধরাকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন। ৪০

পরশুরামের ভৃগুবংশে জন্ম। তাই তাঁহাকে ভার্গব বলা হয়। পরশুরামও শ্রীবিষ্ণুর এক অবতার। দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণের শাসনের জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৪১

অবতারপূজকই মনুষ্যপূজক নহে। কোন কোন অবতারের শরীরই মনুষ্যের শরীরের ন্যায়। অবতার-নিজে মনুষ্য নহেন। ৪১

ঈশ্বর যগুপি মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিয়া মনুষ্যকে উপদেশ দিতে পারেন স্বীকার কর তবে তিনি সাধারণ লোককে বিশেষ করিয়া 'তিনি কি' বোঝাইবার জন্য নানা সময়ে নানারূপ ধারণই বা করিবেন না কেন? যে ঈশ্বর মানবীয় কথা কহিতে পারেন, তিনি মানবীয় রূপও ধারণ করিতে পারেন। ৪৩

আর্য্যমতে বুদ্ধ বিষ্ণুর এক অবতার। সুতরাং বিষ্ণুই বুদ্ধ। সুতরাং বাইবেলের মতে পিতা ঈশ্বর, পুত্র যিশু ও ঐশী-শক্তি পবিত্র আত্মা অভেদ। একেই তিন, তিনেই এক; কোন ভেদ নাই। সেইজন্য ঈশাও সেই বিষ্ণুনামধারী ঈশ্বর। ৪৪

মৎস্য, কূর্ম্ম, বামন, বুদ্ধ এবং চৈতন্য ব্যতীত প্রায় সকল অবতারই তমোগুণ-আশ্রয়ে ভূ-ভার হরণ করিয়াছিলেন। ৪৫

ঈশ্বর সকল অবতারেই যুদ্ধ করিয়া ভূ-ভার

হরণ করেন না। অনেক সময়ে তিনি কৌশলে ভূ-ভার হরণ করেন। বামন অবতারে তিনি বলীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই, কৌশলে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধ-অবতারে অদ্ভুত দয়া-বলে ভূ-ভার হরণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য-অবতারে তিনি শুদ্ধ প্রেম-ভক্তির প্রভাবে লক্ষ লক্ষ জীবোদ্ধার করিয়া পাপশূন্য ধরা করিয়াছিলেন। ৪৬

বামন, বুদ্ধ এবং চৈতন্যদেব অতি উৎকৃষ্ট উপায়ে ভূ-ভার হরণ করিয়াছেন। ভূ-ভার হরণের জন্য তাঁহাদের বিন্দুমাত্র রক্তপাত করিতে হয় নাই। ৪৭

মৎস্য ও কূর্ম্ম অবতার কোন তমোগুণের কার্য্য করেন নাই অথচ ভূ-ভার হরণ করিয়াছিলেন। ৪৮

বিষ্ণু-অবতারকেও বিষ্ণু বলিতে হয়। রাম বিষ্ণুর অবতার। অতএব তিনিও বিষ্ণু। রামমন্ত্রে যাঁহারা দীক্ষিত তাঁহারাও বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব। ৪৯

(গ)

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি নিত্য, তিনি চিরকাল আছেন। তিনি চিরকাল আছেন বলিয়া তাঁহাকে স্বয়মুৎপন্নও বলা যায় না। সুতরাং তাঁহার স্বয়ম্ভু নামও হইতে পারে না। ১

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্য তাঁহার সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বগুণও তদ্রূপ নিত্য। ২

পৃথিবীতে কত মানব কর্ত্তা হইয়াছেন, পৃথিবীতে কত মানবী কর্ত্রী হইয়াছেন। তাঁহারা নানা কার্য্যও করেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই সকল কার্য্য করিবার ক্ষমতা সর্ব্বেশ্বর-কর্ত্তাই দিয়াছেন। সেই সর্ব্বেশ্বর কর্ত্তারই এক নাম শ্রীকৃষ্ণ। ৩

সকলের জন্ম যাঁহা হইতে হইয়াছে তিনিই জনক। তাঁহারই নাম শ্রীবিষ্ণু। সে জনকের পুর পার্থিব নহে। তাহা অপার্থিব। তাহা বৈকুণ্ঠ। ৪

রামের দেহই স্থূল রাম। সেই স্থূল রামের মধ্যে যিনি আছেন তিনিই আত্মারাম। আত্মারামই শ্রীবিষ্ণু। ৫

গঙ্গা দ্রবীভূত বিষ্ণু। তুলসী বিষ্ণু নহেন। তবে তুলসী যথায় থাকেন বিষ্ণুও তথায় থাকেন বটে। ৬

কোন পরিপক্ক গোধূম উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বপন করিলে তাহাই বৃক্ষ হয়। সেই বৃক্ষে আবার কত গোধূম হয়। সেই সকল গোধূম পরিপক্ক হওয়ার পর, পেষিত হইলে অন্য প্রকার আকার ধারণ করে। সেই পেষিত সামগ্রী রুটী হইলে আর এক প্রকার আকার-বিশিষ্ট হয়। রুটী ভক্ষিত হইলে বিষ্ঠা হইয়া আর এক প্রকার আকার-বিশিষ্ট হয়। সেই বিষ্ঠা বহুকাল মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত থাকিলে তাহাও মৃত্তিকা হইয়া অপর আর এক প্রকার আকার ধারণ করিয়া থাকে। পরে সেই মৃত্তিকা আরও কত কি হইতে পারে। একটা গোধূম নানা আকার বিশিষ্ট হইতে পারিলে সেই সর্ব্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দ শ্রীবিষ্ণুও নানা প্রকার আকার বিশিষ্ট হইতে পারেন না, কখনই বলা যাইতে পারে না। ৭

যেমন একজন ধনীর দাসদাসী ও ভাণ্ডারী প্রভৃতি নানা প্রকার কর্ম্মচারী সকল থাকিতে পারে তদ্রূপ সেই পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুরও নানা প্রকার কর্ম্মচারী সকলও থাকিতে পারেন এবং সেই সকল কর্ম্মচারিগণের মধ্যে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার ক্ষমতাও থাকিতে পারে। ৮

সত্যযুগ হইতেই কৃষ্ণ অর্থে ঈশ্বর। সত্য-যুগের শেষ ভাগে মহাত্মা প্রহ্লাদ কৃষ্ণ নামের প্রথম অক্ষর দেখিয়া কৃষ্ণানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন। ৯

নারায়ণের নাম-মাহাত্ম্য চারি যুগেই আছে। সত্যযুগে অজামিল মহাপাপী ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম নারায়ণ ছিল। তিনি মৃত্যুকালে পুত্র নারায়ণকে আবাহনে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। ১০

মানব নিয়তির অধীন। মানব ইচ্ছা করিলে কোন ক্রমেই নিয়তি অতিক্রম করিতে পারে না। ঈশ্বর নিয়তির অধীন নহেন। নিয়তি তাঁহার দাসী। ১১

তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পার না। যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিবার অভ্যাসও কেহ করিতে পারে না। যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিতে কেবল ঈশ্বরই পারেন। ১২

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিজ ভক্তগণকে বলিয়া গয়াছেন, "যথা হরিণাম সংকীর্ত্তন হইবে তথায়ই তাঁহার আবির্ভাব হইবে।" তাঁহার সেই আবির্ভাব লক্ষিত কিম্বা অলক্ষিতভাবে হইবে তাহা বলিয়া যান নাই। বৈষ্ণবগণের হরিসংকীর্ত্তনেই কেবল তাঁহার আবির্ভাব হইবে, অন্য কোন সাম্প্রদায়িক হরিসংকীর্ত্তনে তাঁহার আবির্ভাব হইবে না তাহাও তাঁহা কর্ত্তৃক উক্ত হয় নাই। ১৩

শুদ্ধজ্ঞান এবং শুদ্ধ-ভক্তি যাহাতে আছে তাঁহার মতে ব্রহ্ম সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন। যেমন এই অদ্বৈতমতাবলম্বী সন্ন্যাসী সাকার নিরাকার উভয়ই বটেন। ১৪

তুমি ব্রহ্মকে নিরাকার জ্যোতির্ম্ময় বলিতেছ। চন্দ্রসূর্য্য নিরাকার নহেন অথচ তাঁহারাও জ্যোতির্ম্ময়। সাকারই জ্যোতির্ম্ময়। নিরাকার জ্যোতির্ম্ময় নহেন। ১৫

সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর। তিনি সাকার নিরাকার উভয়ই। ১৬

ব্রহ্মের শক্তি সৃষ্টির জন্য বিকাশিত হইলে নির্গুণ-ব্রহ্ম সগুণ হ'ন। ১৭

দূর হইতে একখানি কাচে আলোক পড়িলে বোধ হয় আলোক সেই কাচ হইতে বিনির্গত হইতেছে। সূর্য্যই ব্রহ্ম নহেন। সূর্য্যে তাঁহার আভা আছে। ১৮

তোমার মতে ভক্তহৃদয়ে ব্রহ্মের আবির্ভাব হয়। আমার মতে ভক্তহৃদয়ে ব্রহ্মের আবির্ভাব হয় না। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী। সেইজন্য তিনি ভক্তহৃদয়েও আছেন। আমার মতে তিনি অভক্তে অব্যক্তভাবে আছেন, ভক্তে ব্যক্ত-ভাবে আছেন। ১৯

বেদান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণব্রহ্মের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। কোন শাস্ত্রই 'তিনি কি' সম্যক প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন। কেবল দিব্যজ্ঞান প্রভাবেই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। ২০

যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলিতেছ। তবে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই বা ঈশ্বর বলিবে না কেন? বাইবেল অনুসারে যিশু যে সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন সে সমস্ত কার্য্য অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ আরও কত অদ্ভুত কার্য্য যে করিয়াছিলেন! বাইবেল অনুসারে ঈশা যেমন ঈশ্বরের পুত্র তদ্রূপ নানা পুরাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণও ঈশ্বরের অবতার। ২১

বীজাভাবে বৃক্ষ হইতে পারে না। বীজই বৃক্ষোৎপত্তির কারণ। কৃষ্ণ পরমবীজ। সেই বীজ হইতেই সমস্ত বিকশিত হইয়াছে। ২২

কৃষ্ণ সাধারণ বীজ নহেন। সেই জন্য তাঁহাকে পরমবীজ বলা যায়। কৃষ্ণ অনিত্য বীজ নহেন। সেইজন্য তাঁহাকে নিত্যবীজ বলা যায়। কৃষ্ণ পার্থিব কোন বীজ নহেন। সেইজন্য তাঁহাকে দীব্যবীজ বলা যায়। কৃষ্ণ সর্ব্ববীজের আদি। সেইজন্য তাঁহাকে আদিবীজ বলা যায়। ২৩

শ্রীকৃষ্ণই হরি। তিনি পতিত জনকে উদ্ধার করিয়া তাহার প্রতি অপার করুণা প্রকাশ

করেন। সেইজন্য তাঁহার নাম পতিত-পাবন। ২৪

তোমার মতে কর্ত্তা নশ্বর, কীর্ত্তি অবিনশ্বর, আমার মতে কর্ত্তা নশ্বর নহেন। কারণ প্রকৃত কর্ত্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সেইজন্য তাঁহাকে নশ্বর বলা যায় না। ২৫

নানা পুরাণ অনুসারে কৃষ্ণ অসৎ নহেন। নানা পুরাণ অনুসারে কৃষ্ণকে সৎ বলা হইয়াছে। সেইজন্য সচ্চিদানন্দ শব্দের সৎ অর্থে কৃষ্ণ। ২৬

শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে, সচ্চিদানন্দের অন্তর্গতই চিৎ। চিৎ অর্থে জ্ঞান। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের কোন ভক্তের পক্ষেই জ্ঞান অশ্রদ্ধেয় নহেন। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক ভক্তই জ্ঞানকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানেন। ২৭

সৎ শ্রীকৃষ্ণ। সৎ নিত্য। চিৎ জ্ঞানশক্তি। চিৎ কালী। চিৎ যোগমায়া। আনন্দ রাধা। এক দিকে সৎ শ্রীকৃষ্ণ। অন্যদিকে আনন্দ রাধা। উভয়ের মধ্যস্থলে চিৎ যোগমায়া অবস্থিত। চিৎ যোগমায়া-যোগিনী-শক্তিসংযোগে সৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দ রাধার যোগ হইয়াছে। ২৮

এক দুগ্ধ হইতে নবনীত, ঘৃত, দধি এবং আমিক্ষা প্রভৃতি হয়। কিন্তু উক্ত দুগ্ধজ প্রত্যেক দ্রব্যেরই বিভিন্ন প্রকার আস্বাদন। এক শ্রীকৃষ্ণ হইতেই কত অবতার কিন্তু সকল অবতার গুলিই এক প্রকার নহেন। ২৯

শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিয়মানুসারে বারম্বার অবতীর্ণ হইবার সময় সাধারণ জীবের ন্যায় সমস্ত জীব-সম্ভোগ্য সুখদুঃখ ভোগ করেন, অথচ সে সমস্ত তাঁহার কোন প্রকার বন্ধনের কারণ হয় না। ৩০

শ্রীকৃষ্ণের অবতার চৈতন্যদেব ভক্ত ছিলেন না। তিনি ভক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি ছিলেন। তিনি স্বয়ং ভক্তি ছিলেন। তিনি জীবকে ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন! ৩১

চন্দ্র অপেক্ষাও অত্যুৎকৃষ্ট শ্বেত জ্যোতিঃ কৃষ্ণ হইতে নির্গত হয় সেইজন্য তিনি কৃষ্ণচন্দ্র। ৩২

মদনও কৃষ্ণের অলৌকিক রূপ এবং সৌন্দর্য্য-দর্শনে মোহিত হওত তাঁহাতে আশক্ত হয়, মদন যে কৃষ্ণ চরণাকাঙ্ক্ষী, কৃষ্ণচরণ প্রার্থনা করেন; কৃষ্ণ মদনকেও মোহিত করিয়া-ছিলেন। সেইজন্য কৃষ্ণের এক নাম মদনমোহন। ৩৩

সৃষ্ট সমস্ত দ্রব্যই কৃষ্ণময়। কৃষ্ণময়ী ধরা, ভক্তিমান্ কৃষ্ণময়, ভক্তিমতী কৃষ্ণময়ী। ৩৪

শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিয়াছিলেন, 'গো' অর্থে ধর্ম্মও হয়। ধর্ম্ম-স্বরূপ 'গোকে' চালাইবার কর্ত্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহই নহেন। তাঁহা হইতেই জীবে ধর্ম্মের সঞ্চার হয়। ৩৫

অনেক আর্য্যশাস্ত্রমতেই শ্রীকৃষ্ণ পরমে-শ্বর। সেই শ্রীকৃষ্ণ-পরমেশ্বরের প্রতি রাধার যে ভাব ছিল খৃষ্টানদিগের মতের ঈশ্বরের প্রতিও মেরির সেই ভাব ছিল। মেরির গর্ভে খৃষ্টান-দিগের মতের ঈশ্বর যিশু নামে একটী সন্তান হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে রাধার সন্তান হয় নাই। শ্রীধরস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে জানা যায় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের লৌকিক স্ত্রীসম্ভোগ ছিল না। ৩৬

শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য সুপুরুষ কে আছে? শ্রীকৃষ্ণ যে পরম সৌন্দর্য্যের আকর। শ্রীকৃষ্ণ যে ভুবনমোহন। তাঁহাকে যিনি পাইয়াছেন, তাঁহার আর অন্য কিসে প্রয়োজন? তাঁহার ত' কোন অভাব নাই। তিনি যে পরম সুখলাভ করিয়াছেন। ৩৭

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই লোকনাথ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই

জগন্নাথ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অনাথ-নাথ। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে মঙ্গলই হইয়া থাকে। ৩৮

বৃন্দাবনী মহারাসচক্রে এক কৃষ্ণই রাধা প্রভৃতি সকল গোপীর সহিত এক একটী পৃথক কৃষ্ণ হইয়া মহারাসলীলা করিয়াছিলেন। উক্ত রাসলীলার প্রত্যেক কৃষ্ণই পূর্ণ ছিলেন। কেবল তৎসাময়িক রাধার পার্শ্ববর্ত্তী কৃষ্ণই পূর্ণ ছিলেন আর অন্যগুলি পূর্ণ ছিলেন না একথা বলা যাইতে পারে না। ৩৯

আমরা পরমেশ্বর, আল্লা,গড্ এবং জেহোভা এক করিলাম বলি না। আমাদের মতে আর্য্যের পরমেশ্বর যিনি, মুসলমানের আল্লাও তিনি; আমাদের মতে আর্য্যের পরমেশ্বর যিনি, ইংরাজের গডও তিনি; আমাদের মতে আর্য্যের পরমেশ্বর যিনি ইহুদির জেহোভাও তিনি। আমাদের মতে আর্য্যের পরমেশ্বর, মুসলমানের আল্লা, ইংরাজের গড্ এবং ইহুদির জেহোভা পরস্পর স্বতন্ত্র নহেন। ৪০

পরমেশ্বরের একটী নাম তাঁহার সকল গুণ-বাচক নহে। সেইজন্য তাঁহার গুণবাচক বহু নাম আছে। ৪১

বাইবেলে যাহাকে "গড্ দি হোলী ঘোষ্ট" বলা হইয়াছে তিনিই কপোতরূপ ধারণ করিয়া ঈশাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কপো অ-সাকার নহে। কপোতও সাকার। ৪২

স্ত্রীলোকের গর্ভ হইলে গর্ভ হইয়াছে ইহা জানা যায়। তাহার উদরে কি সন্তান আছে, সন্তান ভূমিষ্ট না হইলে কেহই তাহা বলিতে পারে না। সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের যতটুকু শ্রী দেখিয়াছ তত টুকুই বুঝিয়াছ। অবশিষ্ট বুঝিতে পার নাই। ৪৩

তুমি যত প্রকার কার্য্য করিয়াছ সেই সমস্ত কার্য্য করার জন্য তোমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয় নাই। সেইরূপ সৃষ্টি কার্য্যেও ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয় নাই বুঝিতে হইবে। ৪৪

মহাপুরুষ।

মহাপুরুষ কাহাকেও ভয় করেন না। তাহার অভয়েরও প্রয়োজন হয় না। তাঁহার কেহ নিন্দা করিলে তিনি ভীত হন না। তাঁহার কেহ প্রশংসা করিলে তিনি আহ্লাদিতও হ'ন না। ১

যে মহাপুরুষ সকল মতই মান্য করেন তাঁহার কোন ভেকই নাই। ২

মহাসত্ত্বগুণান্বিত মহাপুরুষ যাহাকে প্রেম-ভক্তি দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে সে ব্যক্তি প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হয়। ৩

তাপসের পর্ণকুটীরে যে সুখ বোধ হয় রাজা অট্টালিকায় সে সুখ বোধ করেন না। পার্থিব ঐশ্বর্য্যের যে সুখ আছে তাহা ত ক্ষণভঙ্গুর সুখ। অপার্থিব ঐশ্বর্য্য যিনি লাভ করিয়াছেন তিনিই নিত্যসুখ লাভ করিয়াছেন। ৪

ইক্ষু মর্দ্দন করতঃ রস নির্গত করিতে হইলে তাহা জল প্রদানে নির্গত করিতে হয়। কোন মদ্যপায়ীর প্রতি কোন মহাপুরুষের কৃপা হইলে তাহার মদ্যপানও যে নিত্যানন্দরূপ দিব্য রস নির্গত করিবার কারণ হয়। ৫

তিরস্কারবাক্যে যাহার মন বিচলিত হয় না তাঁহার মনঃস্থির হইয়াছে। ৬

যিনি অকুণ্ঠিত ভাবে সমস্ত মনোভাব প্রকাশ করেন তিনি অসাধারণ পুরুষ। ৭

অদৃষ্ট যাহার প্রত্যক্ষ হয় তিনি অদৃষ্ট সম্ভূত সুখদুঃখে লিপ্ত নহেন। অদৃষ্ট যাঁহার প্রত্যক্ষ হয় তিনি শিবত্ব পাইয়াছেন। শিবত্ব যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার অমঙ্গল সংঘটিত হয় না। ৮

উদার সাধু সকল জাতীয় সকল ভাষার

ঈশ্বরবাচক আখ্যাতেই ঈশ্বরকে ডাকিতে পারেন। ঈশ্বরকে গড্ বলিলে ত জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না? সেইজন্য তাঁহাকে গড্ বলিয়া ডাকিলেও কোন দোষ হয় না। ৯

মধুমক্ষিকা যেমন সকল পুষ্প হইতেই মধুরূপ সার গ্রহণ করিতে পারে তদ্রূপ প্রত্যেক উদার মহাপুরুষই সকল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতেই সার গ্রহণ করিতে পারেন। ১০

সূর্য্য জগৎ-ব্যাপ্ত হন্‌না। তাঁহার কিরণ জগৎ-ব্যাপ্ত হয়। মহাপুরুষের মন যেন সূর্য্য। তাঁহার মন যথাকার তথাই পূর্ণরূপে থাকে। তাঁহার মানসীশক্তিই ব্যাপ্ত হইয়া নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে। ১১

মহাপুরুষের দয়া একটী প্রধান বৃত্তি। মহাপুরুষের দয়া না থাকিলে কোন পতিত জীবই উদ্ধার হইত না। দয়া ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। ১২

প্রত্যেক সিদ্ধ সাধুই পাষাণী-মূর্ত্তিতে ঈশ্বর দর্শন করিতে পারেন। ১৩

অতি দীনহীন লোকেই অপরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিয়া থাকে। অভিমানশূন্য মহাপুরুষও লোকের নিকট দীনহীন বলিয়াই পরিচিত হইতে চাহেন। সেইজন্য তিনিও দীনহীন বেশে থাকেন। ১৪

তুমি যে প্রত্যহ অহিফেনের সার অংশ সেবন করিয়া থাক। সেইজন্য অনেক সময়ে তুমি ধ্যানস্থ হইলে অনেকেই তোমাকে সমাধিস্থ বোধ করেন। তোমার ন্যায় মাদক সেবনে সমাধিস্থ অনেকেই হইতে পারেন। কোন মাদক সেবন না করিয়া নিয়ত ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতেই যিনি সমাধি লাভ করিয়াছেন তিনিই ধন্য, তিনিই প্রকৃত যোগী-পুরুষ। ১৫

যাঁহার মন স্বচ্ছ কাচের ল্যাণ্ঠান তুল্য হইয়াছে তাঁহারই মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে জ্ঞানরূপ আলোক রক্ষিত হইয়াছে। প্রবল সাংসারিক ঝটিকায়ও সে আলোক নির্ব্বাণ হয় না। ১৬

যাঁহার নির্ম্মল স্বভাব, যিনি অতি সরল, বিদ্রূপ করিলে যাঁহার রাগ হয় না যাঁহার নিন্দা করিলেও রাগের উদয় হয় না, তিনি জীবন্মুক্ত-পুরুষ। নিয়ত তাঁহার সংসর্গে থাকিলে অজ্ঞানীরও জ্ঞান হয়। ১৭

বন্ধন যাঁহার পক্ষে বন্ধন নহে তিনি বদ্ধও নহেন। তিনি জীবন্মুক্তপুরুষ। তাঁহার কোন প্রতিবন্ধকই নাই। ১৮

যে সকল বিষয়ে কাতর হইতে হয় সে সকল বিষয়ে যাঁহার কাতরতা নাই তাঁহার আধ্যাত্মিক বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ১৯

ষড়রিপু বশ করিবার যাঁহার সামর্থ্য আছে প্রকৃত বশীকরণ মন্ত্রে তিনিই দীক্ষিত হইয়াছেন। ২০

যিনি সমস্ত আভ্যন্তরিক শত্রু বিহীন হইয়াছেন তিনি সমস্ত বাহ্যিক শত্রু বিহীনও হইয়াছেন। ২১

যিনি জ্ঞানাগ্নিতে জীবত্ব হোম করিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত হোম করিয়াছেন। তাঁহার হোমের সঙ্গে অন্য কোন হোমেরই তুলনা হয় না। ২২

যাঁহার কোন প্রকার আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ নাই তাঁহার কোন প্রকার বাহিরের সম্বন্ধও নাই। ২৩

যাঁহার সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়াছে তিনি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার কোনপ্রকার স্বভাবও নাই। তিনি নির্লিপ্ত মহাপুরুষ হইয়াছেন। তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ২৪

যিনি মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন তাঁহার সুখদুঃখ সমান বোধ হইয়াছে। ২৫

ব্রহ্মতেজবলে যিনি তেজস্বী হইয়াছেন তাঁহার অলৌকিক প্রভাব। তিনি কোন সামান্য মনুষ্য নহেন। ২৬

কখনও শত্রুভাবেরই যাঁহার উদয় হয় না জগতে তাঁহার কোন শত্রুও নাই। তিনিও কাহারও শত্রু নহেন, তাঁহারও কেহ শত্রু নাই। ২৭

যিনি পরমানন্দস্বামী হইয়াছেন তিনি সামান্য বিষয়ানন্দের জন্য লালায়িত নহেন। ২৮

তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া কাশীবাসী হইবে কি প্রকারে? তুমি জান, তোমার নিজের আহারের জন্যও একটী ক্ষুদ্র সংসার করিতে হইবে। সর্ব্বত্যাগী সেই ব্যক্তি যাঁহার কোন প্রকার মমতা নাই। ২৯

যুদ্ধ-কৌশল জান সত্য। কিন্তু আভ্যন্তরিক-রিপুবশীকরণ কৌশল জান না। রিপু জয় করিবার কৌশল যিনি জানেন, তিনিই প্রকৃত যোদ্ধা। ৩০

গগনবিহারী পূর্ণ শশীর অনিন্দ্য হাস্যে যে শোভা সে শোভা অপেক্ষাও পর্ণকুটীর নিবাসী মহাপুরুষের আস্যশোভা। শশীরও কলঙ্ক আছে। মহাপুরুষ অকলঙ্ক। ৩১

হৃদয়ে যাঁহার করুণাময়ীর মন্দির তাঁহার হৃদয়ে অবশ্যই করুণা আছে। তিনি ত' সাধারণ ব্যক্তি নহেন, তিনি যে ভক্ত-মহাপুরুষ। ৩২

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে কেহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে সকলেই দেখিতে চায়। অধিক বয়স্ক কোন ব্যক্তি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য কেহই ব্যস্ত হয় না। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুকের ন্যায় অল্পবয়স্ক মহাপুরুষদিগকে দর্শন করিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ। অধিক বয়স্ক মহাপুরুষদিগকে দর্শন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ কাহারও নাই। ৩৩

মায়াজনিত মোহে যিনি আচ্ছন্ন নহেন তিনিই অঘোর। অঘোরের কোন প্রকার বিকার নাই। অঘোর জীবন্মুক্ত। উত্তম অধমের আধিপত্য যাঁহার উপর নাই তিনিই অঘোর। ৩৪

তন্ত্র।

ত্রিবিধ তনু হইতে যিনি ত্রাণ করেন তিনিই তন্ত্র। তনু শব্দ হইতে 'তন' শব্দ। 'ত্র' অর্থে ত্রাণ কর্ত্তা, 'ত্র' অর্থে যিনি ত্রাণ করেন। ১

তন্ত্র অর্থে আত্মজ্ঞান, তন্ত্র অর্থে জীবন্মুক্তি, তন্ত্র অর্থে নির্ব্বাণ। ২

তন্ত্রের কোন কথাই অসার নহে। তন্ত্রে কোন গল্প নাই, তন্ত্রে কোন ঐতিহাসিক কথা নাই, "তন্ত্রে কোন ভৌগলিক কথা নাই, তন্ত্রে কাহারও জীবনবৃত্তান্ত নাই। তন্ত্রে নানা প্রকার সাধনা আছে। সেই সকল সাধনায় সিদ্ধ হইলে যে সকল ফল লাভ হয় সেই সকল ফল সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। তন্ত্রে নানা প্রকার জপ করিবার পদ্ধতি আছে। তাহাতে সেই সকল জপের নানা প্রকার ফল নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্ত্রে নানা প্রকার ধ্যান করিবার পদ্ধতি আছে। তন্ত্রে সেই সকল ধ্যানের ফল নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় আছে। তন্ত্রে নির্ব্বাণ ও মহানির্ব্বাণে অধিকারী হইবার সাধনা আছে। তন্ত্রে সন্ন্যাসের অধিকারী হইবার সাধনা আছে। তন্ত্রে বৈধ সন্ন্যাস আছে। তন্ত্রে প্রকৃত সন্ন্যাসের কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্ত্রে গৃহস্থ এবং মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রতি নানা প্রকার সদুপদেশ আছে। তন্ত্রে গৃহস্থ এবং মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের নানা প্রকার কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্ত্রে প্রবৃত্তি অবলম্বনে নিবৃত্তি লাভের কত সুন্দর উপায় সকল বিবৃত হইয়াছে। তন্ত্রে জীবত্ব লোপ করিবার কত আশুফলদায়িনী সাধনা সকল আছে। তন্ত্রে আত্মজ্ঞানী জীবন্মুক্ত-পুরুষের লক্ষণ সকল আছে। তন্ত্রে আত্মজ্ঞান-লাভের 'সহজ উপায় সকল আছে। তন্ত্রে ভক্তির উদ্দীপক কত স্তব-স্তুতি-বন্দনা আছে। তন্ত্রে পরমেশ্বরকে প্রণাম করিবার কত প্রকার পদ্ধতি আছে। তন্ত্রে পরমেশ্বরের শক্তির কত

প্রকার সাধনা আছে, তন্ত্রে সেই পরমেশ্বরের শক্তির কত প্রকার রূপগুণের বর্ণনা আছে। তন্ত্রে সেই পরমেশ্বরের শক্তি কি প্রকারে সাকারা হইয়াছেন সে সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। তিনি কত প্রকার আকার বিশিষ্ট হইয়া কত প্রকার সাকার হইয়াছেন সে সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। নানা প্রকার সাকারা শক্তির নানা প্রকার অর্চ্চনা নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্ত্রে সাকার নিরাকার পরমেশ্বরের নানা প্রকার সাধনাও আছে। ৩

যেমন স্থল অবলম্বনে জল গ্রহণ করিতে হয় তদ্রূপ কোন কোন তন্ত্রমতে প্রবৃত্তি অবলম্বনে নিবৃত্তি লাভ করিতে হয়। ৪

বৈদিকযজ্ঞে পশু-হনন দূষ্য ছিল না। তন্ত্রের মতে যে সকল বলিদানের কথা আছে, যে সকল বলিদানের বিধি আছে সে সকলও দূষ্য এবং গর্হিত নহে। তন্ত্রের সঙ্গে চতুর্ব্বেদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। ৫

তন্ত্রের সঙ্গে বেদবেদান্তের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। নানা প্রকার বৈদিক পশুমেধ-যজ্ঞের সহিত নানা প্রকার তান্ত্রিক পশুমেধ-যজ্ঞের সম্বন্ধ আছে। বৈদিক সোমযাগের সহিত তান্ত্রিক যে সকল যাগে সুরা ব্যবহৃত হয় সেই সকল যাগের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ঋগ্বেদীয় মত্ততাজনক সোমরসই তান্ত্রিক সুরা। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ প্রায় সকল তন্ত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৬

অগ্নিতে হস্ত-প্রদান করিলে যাঁহার হস্ত দাহ হয় না, যিনি জলমগ্ন হইলে যাঁহার অঙ্গ জলে সিক্ত হয় না তিনিই তন্ত্র অনুসারে প্রবৃত্তি অবলম্বনে নিবৃত্তি লাভ করিয়াছেন, তিনিই সমস্ত প্রবৃত্তিমূলক কার্য্য করিলেও সে সকল কার্য্য ফলে তিনি লিপ্ত হ'ন্ না। সুতরাং সে সকল কার্য্য তাঁহার কোন অনিষ্টও করিতে পারে না। তুমি তাঁহার যে প্রবৃত্তি দেখ তন্মধ্যেও নিবৃত্তি নিহিত। ৭

মানসতন্ত্রোক্ত রাধার সহস্র নামে রাধাকেই দুর্গা বলা হইয়াছে। রাধা এবং দুর্গা একই আদ্যাশক্তির দুই বিভিন্ন রূপ। ৮

মানসতন্ত্রোক্ত রাধিকার সহস্র নামে রাধাকে চিণ্ময়ী, চিচ্ছক্তিরূপা প্রভৃতি বলা হইয়াছে বলিয়াই রাধাকালী অভেদ বলিতে হইবে। ৯

শ্যাম গৌর হইয়াছিলেন। গৌরীই শ্যামা হইয়াছিলেন। ১০

বীর ও বীরাচার।

কোন কোন তন্ত্রের মতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বীরাচার। পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবনের প্রাদুর্ভাব থাকে। সেই প্রাদুর্ভাব সময়েও যিনি সমস্ত প্রলোভনের সামগ্রী ব্যবহার করিয়াও অনাসক্ত থাকিতে পারেন তিনিই প্রকৃত বীরাচারী। ১

তান্ত্রিক বীরাচারী যে অর্জ্জুন। সংসার রণ-ক্ষেত্রে সেই অর্জ্জুনবীরাচারীকে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ প্রভৃতি রিপুগণ পরাজয় করিতে পারে না। তিনি যে একাকী সেই সকল রিপুকে পরাস্ত করিয়াছেন। ২

জিতেন্দ্রিয় পুরুষই প্রকৃত বীর। ষড়রিপুকে যিনি জয় করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত বীর। কলিতে প্রকৃত বীর হওয়া বড়ই কঠিন। ৩

প্রবৃত্তি পথে যাঁহার নিবৃত্তির সঙ্গে সৌহৃদ্য হইয়াছে তাঁহাকে অবীর বলা যায় না। ৪

কর্ম্ম।

প্রধাণতঃ দ্বিপ্রকার কর্ম্ম। অজ্ঞানজ কর্ম্ম এবং জ্ঞানজ কর্ম্ম। জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানজ কর্ম্ম

সকলের নাশ হয়। জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানজ কর্ম্ম সকলের নাশ হয় না। সে সকলের নাশ কৈবল্যে হয়। ১

বহু কর্ম্ম। ২

কতকগুলি কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। কতকগুলি কর্ম্ম মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। ৩

জ্ঞান-প্রসূত কর্ম্মও আছে, অজ্ঞান-প্রসূত কর্ম্মও আছে। ৪

যেমন জ্ঞান-প্রসূত নানা প্রকার কর্ম্ম আছে তদ্রূপ অজ্ঞান-প্রসূতও নানা প্রকার কর্ম্ম আছে। ৫

জ্ঞানও কর্ম্মাত্মক। বোধ করাও ত' কর্ম্ম। বোধকেই যে জ্ঞান বলা হয়। ৬

যখনি কিছু বোধ করিবে না তখনি নিষ্ক্রিয় হইবে। আমার বিবেচনায় নিষ্ক্রিয় অবস্থাটা অজ্ঞানের অবস্থা। ৭

জ্ঞান না থাকিলে কোন প্রকার কর্ম্মই করা যায় না। কোন প্রকার কর্ম্ম যখন করা হয় তখন জ্ঞানও থাকে। ৮

কতকগুলি কাম্যকর্ম্ম এবং কতকগুলি অকাম্য কর্ম্ম। ৯

কতকগুলি কাম্যকর্ম্ম সৎ এবং কতকগুলি কাম্যকর্ম্ম অসৎ। প্রত্যেক অকাম্যকর্ম্মই সৎ। ১০

উদ্দেশ্যশূন্য, তাৎপর্য্যশূন্য এবং কারণশূন্য কর্ম্মই হইতে পারে না। ১১

গীতার অষ্টাদশোঽধ্যায়ে বলা হইয়াছেঃ—

"সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ"। উপরে, নিজে সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া সর্ব্বকর্ম্মের ফল অন্য কাহাকে অর্পণ করিতে বলা হয় নাই তাহা হইলে বৃথা সর্ব্বকর্ম্মের কি প্রয়োজন তাহাও ত' বুঝিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় কৃত কর্ম্মের ফল যদি কেহই না ভোগ করে তাহা হইলে কর্ম্ম করিবারই প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও কর্ম্ম করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অকর্ত্তব্য। ১২

তুমি আহার করিলে সেই ভোজন কর্ম্মের ফল তুমিই ভোগ করিয়া থাক। তাহা অন্য কেহ ভোগ করে না। সে কর্ম্মের ফল তুমি ত্যাগও করিতে পার না। কিম্বা সে ফল অন্য কাহাকেও অর্পণ করিতে পার না। ১৩

কর্ম্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্য থাকিলে, কর্ম্ম সম্পাদনের তাৎপর্য্য থাকিলে, কর্ম্ম সম্পাদনের কারণ থাকিলে কোন কর্ম্মকেই নিষ্কাম বলা যায় না, কোন কর্ম্মকেই অকাম্য কর্ম্ম বলা যায় না। ১৪

কর্ম্ম করিলে তাহার ফল ভোগ কোন না কোন ব্যক্তি করিয়া থাকে। কর্ম্মকর্ত্তাও যদি কর্ম্মফল ভোগ না করেন তাহা হইলে তাহার ফল অন্য কেহও ভোগ করিয়া থাকেন। কর্ম্মফল ত্যাগ একেবারেই হইতে পারে না। ১৫

কৃত-কর্ম্মের ফলভোগী যদি কেহই না হয় তাহা হইলে বৃথা কর্ম্ম করিবার প্রয়োজনই বা কি? কর্ম্ম করা হয়, কেহ না কেহ তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য ত'। ১৬

"সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ"। বলিলে সকল প্রকার কর্ম্মই করা যাইতে পারে বোঝা যায়। তবে সে সকলের ফলত্যাগ করিতে পারিলেই ত্যাগী হইতে পারা যায় ইহাও বোঝা যায়। এইরূপ কোন্ জীব আছে যে তাহার স্বকৃত সকল কর্ম্মেরই ফল ত্যাগ করিতে পারে? তাহার কৃত কোন না কোন কর্ম্মের ফল তাহাকে গ্রহণ করিতেই হয়। কেবল পরমেশ্বরই সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিতে পারেন। ১৭

প্রারব্ধের অন্তর্গত নানা প্রকার সৎ কর্ম্মও আছে, নানা প্রকার অসৎ কর্ম্মও আছে। ১৮

প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ যাহাকে করিতে হয় তাঁহাকে সদসৎ উভয় প্রকার কর্ম্ম ভোগই করিতে হয়। ১৯

প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ যাঁহার হয় তাঁহাকে পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্য ভোগও করিতে হয় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ২০

অন্তরে যে জ্ঞান বিকাশিত হয় তাহাও কর্ম্মদ্বারা হয়। কারণ বিকাশিত হওয়াও কর্ম্ম।২১

কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান বিকাশিত হয়, কর্ম্মদ্বারা ভক্তি বিকাশিত হয়, কর্ম্মদ্বারা প্রেম বিকাশিত হয়, কর্ম্মদ্বারা যোগ হইয়া থাকে। ২২

অক্রিয়া জড়া। তাহা শক্তি নহে। ২৩

বিবিধ।

যদি বলি ব্রহ্ম আমাদের সৃজন করিয়াছেন তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু সকল দিবেনই, সে জন্য তাঁহাকে দয়াময় ও দয়াল বলিব কেন? আমি বলি ব্রহ্ম যে সকল পদার্থ সৃজন করিয়াছেন সে সকল তিনি নাশ করেন কেন? ব্রহ্ম যদি আমাদের পিতামাতা হ'ন্ তবে তাঁহার কাছে আমাদের আবার অপরাধ, দোষ ও পাপ কি? তাঁহাকে আমাদের ভয় আশঙ্কাই বা কি? তাঁহার সাধনভজনাই বা করিব কেন? তাঁহার অংশ তিনি আমি, তবে আমার আবার পরাধীনতা কি? আমি ত' স্বাধীন। আমি উদ্ধার হইব কি? আমি মুক্ত হইব কি? আমি ত' কখনও বদ্ধ নই। তাঁহার অংশ তিনি, সে আবার বদ্ধ কিসে? সে আবার বদ্ধ কেন? ১

আগমনী।

আসিছে আনন্দময়ী, এই নিরানন্দ পুরে,
মঙ্গলারি আগমনে, অমঙ্গল যাবে দূরে।
হাসিছে প্রকৃতি সতী, গাইছে বিহগকুল,
মৃদুমন্দ সমীরণে ফুটিছে ফুল মুকুল,
বারিধারা শুকাইল, উমা আগমন হেরে॥
(আস্‌ছে) সিদ্ধিরূপে গজানন, সৌর্য্যরূপে ষড়ানন,
বিদ্যারূপে বীণাপাণি, বঙ্গ মন্দিরে,
অসুর নাশিনী দুর্গে, দশ প্রহরণ ধরে,
নাশিছে মহিষাসুরে হেরিব নয়ন ভরে,
বাজিল মঙ্গলবাদ্য, সর্ব্বমঙ্গলার তরে॥
(ও ভাই) দুঃখ দৈন্য ঘুচে যাবে, ধনধান্যে পূর্ণ হবে,
কমলা আসিছে আমার এ শূন্য ঘরে,
ক্ষীণদেহে পাবে শক্তি, মহাশক্তি মায়ে হেরে,
গাওরে মঙ্গল গীতি, সন্তানে সব ভক্তিভরে,
গৌরবে পূরিবে ধরা, পূজিলে মা অভয়ারে॥

ভক্তাধীন—
শ্রীহেমন্তকুমার মৌলিক।
কালীঘাট।

(সর্ব্বধর্ম্মরক্ষিণী সভায় পঠিত।)

"বল হরি বল,—শুধু মুখের কথায়
হবে না রে,—না হ'লে পাগল।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

সভ্যগণ বলা বাহুল্য যে ইহাই সংসারের শেষ দশা। সূতিকা-গৃহই আগম-দ্বার, এবং ইহাই গমন-দ্বার। এতদুভয়ের অন্তর অতি অল্প। জন্মগ্রহণ হইতেই আমরা এই গমন-দ্বারের দিকে অগ্রসর হই। কিন্তু ভ্রম ও মায়াবশতঃই আমরা দিন দিন বড় হইতেছি মনে করি। আমরা সংসারের দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকি—মিথ্যা ধনজন সেবায় মত্ত হইয়া পড়ি। আমাদের মনে করা উচিত যে, জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে যে সময়, অনন্ত কালের তুলনায় তাহা অতি অল্প। এই সময়ের মধ্যে আমাদের অতি গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতে হইবে। অনেক ধন, অনেক বন্ধুর প্রয়োজন নাই, এক ধন এবং এক বন্ধু হইলেই চলিবে। এই এক ধন এবং এক বন্ধুই ইহ-পরকালে সহায় হইবেন। আমরা যে ধনের কথা বলিতেছি তাঁহার নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মধন মরণান্তে সঙ্গে যায়, অতএব ভাইসকল এমন ধন সংসারে আর নাই। যৌবনে যদি ধনার্জ্জন করিতে হয়, তবে আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি তোমরা সকলেই ধর্ম্ম ধনার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হও। আর যে বন্ধুর কথা বলিতেছিলাম—তিনি সর্ব্বজন-বন্ধু, পরমদয়াল, দয়ারসাগর, দীন-ধনীর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ। যদি বন্ধুর প্রয়োজন বলিয়া মনে হইয়া থাকে, যদি প্রণয়ে ইচ্ছা হইয়া থাকে—হে সভ্য-মহোদয়গণ! আপনারা সকলে আমায় এই আশীর্ব্বাদ করুন—যেন আমার সেই পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেম হয় এবং প্রেমাকাঙ্ক্ষা পরিবর্দ্ধিত হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণই কেবল সকল সময়েই সকলের বন্ধু। সেই বন্ধুই কেবল প্রাণান্তেও উপকার করিয়া থাকেন। আমার যেন সেই জগদ্বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমাকাঙ্ক্ষা হয়—যেন তাঁহার শ্রীচরণে রতি-মতি থাকে। আমি যেন তাঁহাকে সর্ব্বভাবে ভাবিতে পারি—শ্রীগুরুর নিকট আমি এই ভিক্ষা করিতেছি। সংসারের শেষ যে এই তাহা যেন আমি সর্ব্বদা বুঝিতে পারি—তাহাতে আমার মায়া-মমতা এবং অহঙ্কার অনেক সময়ে কমিয়া যাইবে। আরও যেন আমি সেই দীননাথ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইতে পারি। তাহাতেই আমি স্থির হইব, শান্তিলাভ করিব।

শেষ যে এই তাহাত সকলেই অবগত আছেন। প্রতিদিনই তো এমন ঘটনা ঘটিতেছে। মানুষ যে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। হে নাথ! তবে উপায় কি? সংসারাবদ্ধ জীব তবে কি প্রকারে সুখী হইবে? অনেকেই মনে করেন সময় বেশ যাইতেছে। বাস্তবিক সুখ

দুঃখে দিন তো গেল। কিন্তু এ দীনহীন কি দিন পাইবে না? দীননাথ এ জন্ম-মৃত্যু রোগ-শোকাদি কি জীবের নিত্য ভোগ্য? তোমার ইচ্ছাতেই কি এই অনিত্য সুখভোগ? প্রভো! শুনিয়াছি তুমি অনাদি, অনন্ত, নিত্য, সত্য-সনাতন। তবে কি তোমার সৃষ্ট মানবকুল কেবল অনিত্য সুখভোগ করে ইহাই তোমার ইচ্ছা? ইচ্ছাময়! দয়াময় তুমি! তবে কি তোমার দয়া সীমাবদ্ধ? তাহা নহে। তবে আমাদের যাবতীয় বৃত্তি সীমাবদ্ধ। তাহাতে একটী পদার্থ পূর্ণ পরিমানে থাকিলে আর একটীর স্থান হয় না। তাই তোমার দয়ার সীমাবদ্ধ মনে করিয়া তোমাকে কত কটূক্তি করিয়া থাকি। দয়াময়! তোমার দয়ার পাত্র কবে হইব? কবে তোমার পূর্ণ দয়া উপলব্ধি করিতে পারিব? দীননাথ তুমি! কিন্তু আমি যে সুদীনও নহি, পতিত-পাবন তুমি! কিন্তু আমি যে পতিতের ন্যায়ও থাকিতে পারি না—দম্ভাহংকারে সততই মত্ত থাকি, নাথ অধমের প্রতি সদয় হইয়া দয়াময়ের কার্য্য কর—তোমার অসীম দয়ার বিকাশ কর। তুমি ছাড়া সবই অনিত্য দয়া করিয়া একথা বুঝাইয়া দাও নাথ।

অনিত্য আশা স্নেহ ভালবাসায় আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। তাই আমরা স্ত্রী, পুত্র, ধন লইয়াই ব্যস্ত। কখনও কারাগারে কষ্ট অনুভব করিতে পারি না। প্রভো! ধন্য তোমার কৌশল! ধন্য তোমার মোহিনীমায়া! তোমারই কৌশলে তোমাহেন অসীম-মহিম, দয়াময়, গুণসাগর, সর্ব্বজন-বন্ধুকে ত্যাগ করিয়াও সুখে আছি বলিয়া বোধ হয়। তোমার অভাবে কোন কষ্ট অনুভব করা দূরে থাকুক তুমি যে আবার একজন আছ বা ছিলে, তাহাও মনে করিতে অবসর পাই না। এবার মিথ্যা উৎসাহ দিয়া মূঢ়জনে খুব খাটাইয়া লইলে। ভোগ দিয়া দুটা ভালমন্দ বস্তু দেখাইয়া আচ্ছা বেগার খাটাইয়া লইলে। পাপ করিয়াছি, দণ্ড দিলে ভুগিতে রাজি আছি। কিন্তু নাথ দণ্ড দিয়া আপন বলিয়া নিকটে টানিয়া লও। নতুবা পুনরায় কারাগারেও যে কত দণ্ডার্হ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি সে কার্য্যের যে দণ্ড দিবে তাহা ভাবিতেও প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে,। শুনিয়াছি কারাগারাবদ্ধ জীব কোন দণ্ডার্হ কার্য্য করিলে তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ কারাবাস দণ্ড হয়। তবে কি প্রভো! ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল কারাবাসেই সুখী হইব? কে একজন লোক নাকি কারাগারে থাকিয়া এতই অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, কোন রাজকীয় উৎসবোপলক্ষে রাজা তাঁহাকে মুক্তি দিতে চাহিলে, তিনি কারাগার ত্যাগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি এমন অন্ধকার ঘর না হইলে থাকিতে পারিব না।" আমাদের মধ্যে অনেকের যে সে দশাই উপস্থিত। কারাবাসই যে আমাদের ভাল লাগে পেচকের ন্যায় অন্ধকারই যে আমাদের ভাল লাগে। সামান্য রাজ-কারাগারে আবদ্ধ মানব তাহার অনিত্য বন্ধু ও স্ত্রীপুত্রের জন্য কাঁদিয়া মরে, ভাবিয়া আকুল হয়; নাথ! আমরা এত বড় কারাগারে আছি, কিন্তু তোমার মত বন্ধুকে, তোমার মত আত্মীয়কে, তোমার মত জীবন-দাতা জীবনসর্ব্বস্বকে মনেও পড়ে না। তোমার নিকট যাইবার জন্য মন কাঁদে না। তোমার অভাব বোধ হয় না। তোমার বিচ্ছেদ অনুভব হয় না। বলি বিচ্ছেদই যদি অনুভব না হয়, তবে কি মিলনে সুখানুভব হইতে পারে? তাই বলি নাথ! তোমার মিলন সুখ অনুভব করিতে চাহি না। তোমার বিচ্ছেদের দুঃখে আমার ভিতরবাহির পূর্ণ করিয়া দাও। তোমার বিরহে আবার প্রাণ কাঁদিতে থাকুক। আমি যেন এই কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়াও তোমার

জন্য কাঁদিতে পারি। এ দ্বীপান্তরে থাকিয়াও যেন তুমি আমার বন্ধু আছ বলিয়া সুখানুভব করিতে পারি। সুখদুঃখে যেন তোমাকে মনে থাকে। যেন তোমার প্রেমপীযূষপুরিত নাম করিতে আমার হৃদয় নাচিয়া উঠে। আমার হৃদয় যেন তোমার নামরসে গলিয়া যায়। তোমার নাম-কীর্ত্তনানন্দে যেন মত্ত থাকিতে পারি। আমার মন যেন সদা তন্ময় হইয়া থাকে। আমার মনে যখন যে ভাবের উদয় হয় তাহা যেন তোমাতে বিলীন হইয়া যায়।

আমাদের হৃদয় স্ত্রী-পুত্র ধনজনের স্নেহ মমতায় ও অহংকারে পরিপূর্ণ। তাহাতে এমন স্থান নাই যে ঈশ্বর-প্রেমের কণিকাও প্রবেশ করিতে পারে। তবে আর আমরা কি করিয়া তাঁহাকে পাইব? চক্ষু আছে বলিয়াই আমরা দেখিতে পাই। ইন্দ্রিয়াদি আছে বলিয়াই তাহাদের কার্য্য হইয়া থাকে। ঈশ্বরকৃপায় মানবহৃদয়ে প্রেমের বীজ নিহিত আছে সত্য; কিন্তু তাহা অন্যান্য আওতায় এবং অযত্নে প্রায়ই অঙ্কুরিত হইতে পারে না। যদি বা কাহারও অঙ্কুরিত হয় তথাপি বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং কেহই সহজে ও শীঘ্র সেই প্রেম-কণিকার বিকাশ দেখিয়া সুখী হইতে পারেন না।

স্ত্রীলোকে জগন্নাথক্ষেত্রে একবার যাইব মনে করিলে আর রক্ষা নাই। তাহাকে ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিলেও, অনেক সময়ে রক্ষা করিতে পারা যায় না। কেন না মনকে বাধা দেওয়া সহজ নহে। সংসারের সকল সুখ ত্যাগ করিয়া পথশ্রম সহিয়া সে কোলের শিশু-সন্তানকেও ত্যাগ করিয়া থাকে। তথাপি জগন্নাথ দর্শনে যায়।

বালকও তদ্রূপ কোন আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ করিতে চাহিলে তাহাকে সান্ত্বনা করা বড়ই কঠিন হয়।

পুরুষ কর্ত্তব্যানুরোধে এবং ধনলাভাশায় নানা কষ্ট সহিয়া থাকে।

কোন কোন স্ত্রী-লোক, বিদেশস্থ স্বামীর সহবাসসুখ-লালসায় পুত্রাদিকে, বৃদ্ধ শ্বশুর-শ্বাশুরীকে, পিতামাতাকে, চিরসহচরীদিগকে, প্রতিবেশীদিগকে, অক্লেশে ত্যাগ করিয়া পাথেয় নাই তাহা না ভাবিয়া, স্বদেশের অশেষ সুখ ত্যাগ করিয়া, বিদেশের অশেষ দুঃখ স্বীকার পূর্ব্বক স্বামীর অনুগমনই শ্রেয়ঃ মনে করেন। অসুবিধা বশতঃ স্বামী নিবারণ করিলে অথবা বাধা দিলেও তাঁহার অনুগমন কল্পনাই প্রবলা থাকে। গমনে কোন বিঘ্ন ঘটিলে সেই স্ত্রী তখন, "হে নাথ, আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিব না—তুমিই যে আমার সর্ব্বস্ব!" এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন, এবং ঘরে বসিয়াও পাগলিনীপ্রায় পতিপদ অনুধ্যান করিতে থাকেন। ইহা ত' অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

এরূপ কেন হয়? কৌতূহল-পরবশ হইয়া স্ত্রীলোক জগন্নাথ দর্শন করিতে চাহেন সে কৌতূহল না মিটিলে তিনি আর ফিরিতে পারেন না। বালকও তদ্রূপ। পুরুষ ধনলাভে বা কর্ত্তব্যানুরোধে ওরূপ নানা কষ্ট সহিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পুরুষ ধনাদি লাভ জন্য যে সকল কষ্ট অবলীলাক্রমে সহিয়া থাকেন, সেরূপ কষ্ট ধর্ম্মার্জ্জনে সহিলে, ঈশ্বর লাভেচ্ছায় সহিলে তাঁহার বোধ হয় তদ্বিষয়ে কোন অভাবই থাকে না—সুতরাং তাঁহার সর্ব্বাভাব নষ্ট হয়।

আর স্ত্রী-হৃদয় স্বামীর ভালবাসায় পরিপূর্ণ হইলেও ঐরূপ হইয়া থাকে। সংসারের যাবতীয় পদার্থ একদিকে এবং স্বামী একদিকে করিতে পারেন। যে স্ত্রী স্বামী-সোহাগিনী হওয়াই অধিক সুখ বলিয়া মনে করেন, যিনি স্বামী-সেবাকেই ইহ-পরকালের সারকার্য্য জ্ঞান

করেন, যাঁহার মনে স্বামী ছাড়া অন্য কোন বস্তু স্থান পায় না—তিনিই পাগল হইয়া পতিপদধ্যান-সুখ কামনা করিয়া থাকেন। তাঁহার স্থির মনে কেহই বাধা দিতে পারে না।

আমাদের সীমাবদ্ধহৃৎপাত্র মমতাদিরূপ স্নেহেই পরিপূর্ণ; পবিত্র ঈশ্বর-প্রেমগঙ্গোদকে তাহা পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলে, আপনিই স্নেহ ভাসিয়া উঠে এবং পাত্র গঙ্গোদকে পূর্ণ হইলে স্নেহ-পাত্রস্খলিত হইয়া পড়ে। তখন ঈশ্বরকে আমরাও শেষোক্ত স্ত্রী-লোকের মত, "নাথ! আর তোমার বিচ্ছেদ আমার সহিতেছে না। তুমি বিনা অভাগিনীর আর কেহই নাই। তুমি আশ্রয় না দিলে আর কে পদে স্থান দিবে নাথ! —প্রাণনাথ আমাকে তোমার সঙ্গিনী কর, আমি তোমার পদসেবা করিব—তোমার দাসী হইয়া থাকিব। দাসীকে চরণ ছাড়া করিও না নাথ, চরণে ঠেলিও না। তোমার অনেক আছে নাথ, আমার যে আর কেহ নাই।" বলিয়া সংসারের মায়া-মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া উধাও ছুটিতে পারি। বিশেষ প্রতিবন্ধক হইলেও পাগল হইয়া তাঁহার চরণ অনুধ্যান করিতে পারি।

দয়াময় তোমার রাজ্যে দয়ার অভাব নাই। যেখানে অভাব সেখানেই পূর্ণতা দেখা যায়। অমাবস্যার পরেই পূর্ণ-চন্দ্রের উদয় হয়। তাই বলি কবে আমার তোমার অভাব হইবে, কবে আমি তোমার বিচ্ছেদ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, কবে আমি তোমার রাতুল চরণ অনুধ্যান করিয়া সময় যাপন করিব? কবে তুমি ভিন্ন আর কিছুই আমার মনে স্থান পাইবে না। কবে তুমি ভিন্ন আর কেহই আমার প্রিয় থাকিবে না। কবে আমি তোমার বিরহ-দুঃখে পাগল হইয়া যথা-তথা তোমারই অনুসন্ধান করিব। কবে লোকে আমাকে পাগল মনে করিয়া তোমার কথা কহিয়া আমাকে ভুলাইবে। কবে "হা দীননাথ! হা জগন্নাথ! শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখা দাও" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমি ক্রন্দন করিব, কবে আমার আর্ত্তি দেখিয়া সকলেরই আমার প্রতি দয়া হইবে। কবে তোমার হৃদয় আমার আর্ত্তি শুনিয়া চঞ্চল হইবে? সভ্যগণ! আমার মত পাপীর প্রলাপ কি সত্য হইবে? আপনারা একবাক্যে একমনে আশীর্ব্বাদ করুন শ্রীকৃষ্ণ যেন আমাকে এইরূপ কৃপা অচিরকাল মধ্যেই করেন।

তাই বলি আগে তোমার অভাব আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও, তাহা হইলে এই জন্মেই তোমাকে পাইয়া মানবজন্ম সফল করিতে পারিব। সংসারী, যোগী, ভক্ত, সন্ন্যাসী যাহাই বল সবই হইতে পারিব। মায়া-মমতায় আবৃত থাকায় কোন জ্ঞানই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। তুমি আমার পাষাণময় কঠিন হৃদয়ে তোমার তেজোময় হস্ত সজোরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রেমকূপ খনন করিয়া দাও তাহাতে আমার ধারণাশক্তি জন্মিবে, অর্থাৎ পাত্রতা জন্মিবে। পাত্রতা জন্মিলে তোমাকে ধারণা করিবার শক্তি জন্মিবে। যখন ধারণা করিবার শক্তি জন্মিবে অথচ তোমাকে দেখিতে পাইব না, তখন অভাব জন্মিবে। এই অভাব বা তোমার বিচ্ছেদ জন্মানই মানবের বড় ভাগ্য। নরদেহে তোমার সহিত চিরসম্ভোগ হইতে পারে কি না জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এরূপ অভাব জন্মিলে অচিরেই তোমাকে পাইব। তোমার পদতলে বসিয়া তোমার পদসেবা করিতে পারিব। আমি গৃহেই থাকি, ভোগীই হই, যোগীই হই, আর সন্ন্যাসীই হই, এরূপ হইলে পার্থিব সুখে আমাকে আর কোনরূপেই প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না। জন্ম, মৃত্যু, রোগ-শোকাদির হস্ত

হইতে এই জন্মের যৎসামান্য ভোগ ভুগিয়াই নিস্তার পাইব। তাই বলি "প্রাণনাথ, আমাকে পাগল কর। তোমার কৃপায় মনুষ্য জন্ম পাইয়াছি, তোমারই কৃপায় হরিনাম-মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারি—সুতরাং প্রেমবীজ আছে, কিন্তু থাকা না থাকায় যে তুল্য। আমার হৃদয় যে মরুভূমি, তাহাতে সে বীজ অঙ্কুরিত হয় কই? করুণাময় তোমার অপার কৃপাবারি ব্যতীত সে বীজত' অঙ্কুরিত হইবে না। সে বীজ অঙ্কুরিত না হইলে তোমার বিচ্ছেদ ত' অনুভূত হইবে না। তাই বলি নাথ, কৃপা করিয়া তোমার প্রেমাস্বাদ করিবার শক্তি—বিরহ দাও। হরি বলিয়া পাগল হইতে আমাকে শিখাইয়া দাও। কবে আমার তেমন দিন হইবে। কবে আমি 'হরি বোল' 'হরি বোল' বলিয়া উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিব। কবে হরিনাম করিতে করিতে প্রেমভরে আমার চক্ষে জল আসিবে। কবে হরিনামে গদগদ হইয়া আমি নাচিতে থাকিব? কবে হরিনাম জপ, হরিধ্যান, হরিজ্ঞানই কেবল আমার সার হইবে। কবে আমি মানাপমান ভুলিয়া বালকের ন্যায় সরল হইব? কবে আমি বুঝিব যে "শুধু মুখের কথায় হবে নারে না হ'লে পাগল, ব'ল হরি ব'ল।" কবে আমি বুঝাইতে পারিব যে "শুধু মুখের কথায় হবে না রে, না হ'লে পাগল, ব'ল হরি ব'ল।" কবে কৃপাময় শ্রীগুরুদেব আমায় সে অবস্থা দিবেন? কবে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিয়া আমায় তাঁহার প্রণয়ভিখারী করিবেন? আমি শ্রীগুরু এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। সভ্যমহোদয়গণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমি পূর্ব্ব-দিবসে সঙ্গগুণের কথা যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছিলাম। বাস্তবিক আমার এই সভ্যগণের সঙ্গ বাঞ্ছনীয়। আপনাদের নিকট আমার শিখিবার অনেক আছে কিন্তু আমার নিকট আপনাদের শিখিবার মত কিছুই নাই। তাহা আমি বেশ জানি, তথাপি যে কিছু প্রলাপ বকিলাম তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়। ইতি সন ১৩০৪ সাল। ১৪ই কার্ত্তিক শনিবার।

শ্রীনিত্যপদগত—
নিমাইচন্দ্র দত্ত।

ভক্ত-সঙ্গ-মহিমা।

—*—

"রাধানামে সাধা" পাখী।

যশোহরের অন্তর্গত সাধুহাটী গ্রামে ভগবতী-চরণের আবাসবাটী। ভগবতী ভক্তপ্রাণ—ঠাকুরের আশ্রিত ভগবতীর রাধানাম বড় প্রিয়। একটি ময়না পুষিয়া বড় আদর করিয়া, বড় যত্ন করিয়া ভগবতী তাহাকে রাধানাম শিখাইয়াছেন। পাখীও বড় আদর করিয়া বড় যত্ন করিয়া আমার আদরিনী গরবিনী রাধার মধুমাখা নাম গাহিতে শিখিয়াছে। পাখী সকাল জানে না, সন্ধ্যা জানে না—দুপুর জানে না, নিশীথ জানে না—পাখীর মুখে সুধামাখা রাধানাম লাগিয়াই আছে। ভগবতী যখন প্রভাতে শয্যায় নিদ্রিত থাকেন, তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইতে উষাসমীরণ-

স্পর্শে পাখী গায়,—"রাধা—রাধা।" ভগবতী যখন মধ্যাহ্নে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে গৃহে ছুটিয়া আসেন, তখন তাঁহার সন্তপ্তপ্রাণে শান্তির ধারা বর্ষণ করিতে পাখী গায়,—"রাধা—রাধা।" অপরাহ্নে গৃহ-অঙ্গনে বসিয়া ভগবতী যখন পরমার্থ-চিন্তায় রত থাকেন তখন তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের জন্য পাখী গায়,—"রাধা—রাধা।" নিশীথে ঘুমাইতে ঘুমাইতে জাগিয়া জাগিয়া ভগবতী শোনেন পাখী গায়,—"রাধা—রাধা।"

ভগবতীর অপার আনন্দ। তাঁহার অধ্যাপনা সার্থক হইয়াছে। তাঁহার বহুদিনের বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে—শ্রবণের সাধ মিটাইয়া ভগবতী সর্ব্বক্ষণ শুনিতেছেন,—"রাধা—রাধা।" পাখীর মুখে লাগিয়াই আছে—"রাধা—রাধা।" "রাধা-নামে সাধা" পাখী অহর্নিশি গায়,—"রাধা—রাধা" বন্যপাখী স্বভাবজ ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে, স্বভাব বিস্মৃত হইয়াছে, ভক্ত-সঙ্গ প্রভাবে পাখীর পাখীত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। ময়না রাধানামে মাতোয়ারা—রাধানাম তাহার হৃদয়টুকু অধিকার করিয়া বসিয়া আছে—পাখী রাধানাম ছাড়া জানে না। জীবগণ দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে অক্ষম, নির্ব্বোধ ভাষাহীন বন্যপাখী একমাত্র ভক্ত-সঙ্গ প্রভাবে, মনুষ্যত্বত' দূরের কথা, মহাসিদ্ধের অবস্থা লাভ করিয়াছে। ভক্ত-সঙ্গপ্রভাবে—ভক্তকৃপায় অজ্ঞপাখীর হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান স্ফূরিত হইয়াছে। পাখী রাধানামানন্দ হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে, তাই আর নাম ভুলিতে পারিতেছে না; পাখী অহর্নিশি গাহিতেছে,—"রাধা—রাধা।"

একদিন পাখীর মহাপ্রস্থানের সময় আসিল, ভগবতী দেখিতে পাইলেন, তাঁহার বড় সাধের—বড় আদরের 'রাধা নামে সাধা' পাখী পাখা ছড়াইয়া পিঞ্জরে পড়িয়া আছে। তাঁহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না, এতদিন ধরিয়া রাধানাম গাহিয়া গাহিয়া পাখী বিগতকল্মষ হইয়াছে, রাধারাণী তাহাকে নিত্যধামে লইতে অভিলাষ করিয়াছেন, পাখী ইহধাম ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ভগবতী ধীরে ধীরে তাহাকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া আপনার অঙ্কে স্থাপন করিলেন। ভগবতী ভাবিলেন, অন্তিমকালে পাখী কি রাধানাম ভুলিয়া গেল? এত দিন রাধানাম করিয়া পাখী হতজ্ঞান অবস্থায় দেহত্যাগ করিবে? তিনি প্রকাশ্যে স্নেহ-বিজড়িত কোমলকণ্ঠে ডাকিলেন,—"ময়না! পড় দেখি।" অমনি "রাধা—রাধা।" মৃত্যু-শয্যায় মরণযাতনায়, 'রাধা নামে সাধা' পাখী রাধানাম ভোলে নাই—বিন্দুমাত্র জ্ঞান হারায় নাই—শুধু কায়িক ক্লান্তিতে নীরব ছিল মাত্র। যেই ভগবতী ডাকিলেন,—"ময়না! পড় দেখি।" অমনি 'রাধানামে সাধা' পাখী ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট এবং মধুরকণ্ঠে গাহিল,—"রাধা—রাধা।" কি মধুর দৃশ্য—কি আনন্দময়ী লীলা—কি অপার্থিব অভিনয়! ভগবতী ডাকিতেছেন,—"ময়না! পড়।" ময়না গাহিতেছে,—"রাধা—রাধা।" "ময়না! পড়।" "রাধা—রাধা।" "ময়না! পড়।" "রাধা—রাধা।" "রাধা—রাধা।" "রাধা—রাধা।" "রাধা—।" "রা—ধা।" "রা—।" আর নয়, পাখী 'রা' বলিয়া শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। রাধানামের আধা 'রা' বলিয়া পাখী শেষ চক্ষু মুদ্রিত করিল। রাধানামের শুধু 'রাধা' বলিয়া পাখী নিত্যধামে প্রস্থান করিল। ভগবতী বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে ময়নার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহার্থে উদ্যোগী হইলেন। রাধানাম গাহিতে গাহিতে পাখী ভবধাম পরিত্যাগ করিয়াছে, ভগবতী হরিষে বিষাদে কীর্ত্তন করিতে করিতে পাখীর মৃতদেহ বহিয়া লইয়া গ্রামপ্রান্ত প্রবাহিনী নবগঙ্গার শীতলগর্ভে জল-সমাধি

প্রদান করিলেন এবং যথাসময় হরিনাম-কীর্ত্তন সহকারে মহামহোৎসব প্রদান করিয়া ময়নার তিরোভাব—উৎসব নির্ব্বাহ করিলেন।

যাও, 'রাধানামে সাধা' পাখি! রাধারাণীর দেশে যাও! সেখানে দিব্যদেহ ধারণ করিয়া প্রেমময়। রাধার নামামৃত ঢালিয়া দশদিক প্লাবিত কর; সে আনন্দের ঢেউ এ মরজগতে আসিয়া নিরানন্দের কালিমা মুছিয়া দিক্। পাখি! তুমি কে জানি না; কিন্তু লীলার সময় শ্রীনিত্য-গোপাল আজ তোমাকে দিয়া যে লীলা অভিনয় করিলেন—শ্রীনিত্যগোপালের ইঙ্গিতে যে কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়া গেলে, সে অভিনয়ের চিত্র---কার্য্যের স্মৃতি চিরদিন ভগবৎ-চরণ-পিয়াসী ভক্ত-হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে। একদিন প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাচলে দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি প্রভাবে ঘৃণিত কুকুরও কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করিতে পারে। আজ লীলারসৈকবিগ্রহ শ্রীনিত্যগোপাল জগতে দেখাইলেন, তাঁহার ভক্ত-সঙ্গপ্রভাবে—তাঁহার ভক্তের কৃপালাভ করিয়া বনের পাখীও রাধানাম করিতে করিতে ভবধাম ত্যাগ করিতে সমর্থ, ভক্তসঙ্গের এত মহিমা বলিয়াই'ত' জ্ঞানমূর্ত্তি শঙ্কর গাহিয়াছেন,—

"ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতি রেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

ক্ষণকালের জন্যও যে সাধুসঙ্গ, তাহা ভবার্ণব পারের তরণী।

"সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সার।
লওয়ামাত্র সাধুসঙ্গ করে ভবপার॥"।

যাঁহারা ভগবল্লাভে অভিলাষী তাঁহাদের ভক্তকৃপা এবং ভক্তসঙ্গলাভ বিশেষ আবশ্যক। কারণ ভক্তই ভগবানের স্নেহের পাত্র, ভক্তেই ভগবানের বিকাশ। ভগবানই ভক্তের একমাত্র প্রিয়। আবার ভগবানেরও ভক্তই একমাত্র প্রিয়। ভক্তকে ভালবাসিতে পারিলেই যে ভগবানকে ভালবাসা হয়, ভগবৎকৃপা লাভ করিতে হইলেই যে ভক্তপ্রসন্নতা আবশ্যক তৎ-সম্বন্ধে যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেব বলিতেছেন,—"ভক্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ স্নেহ। সেইজন্য তাঁহার সেই ভক্তের প্রতি যাঁহাদের যত্ন, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভালবাসা আছে তিনি তাঁহাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট। সেই সকল লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ। ভক্তের প্রতিকূল যাঁহারা তাহারা নিশ্চয়ই ভগবানেরও প্রতিকূল। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং অনুরাগ যাঁহাদের আছে তাঁহাদের সেই ভগবানের ভক্তগণের প্রতি আন্তরিক প্রতিকূলভাব থাকিতেই পারে না। শ্রীভগ-বান্‌কে পাইতে হইলে তাঁহার ভক্তই সে সম্বন্ধে প্রধান অবলম্বন। ভক্ত-সাহায্যে অতি শীঘ্রই ভগবানের প্রসন্নতা এবং অনুগ্রহ লাভ করা যায়। * * * * * * ভক্তই ভগবানের বিশেষ প্রেমাস্পদ। সেইজন্য কোন প্রকারেই ভক্তের বিরুদ্ধাচরণ করিতে নাই। * * * *। শুদ্ধ-ভক্ত চরিত্রই ধর্ম্মের প্রধান নিদর্শন। ভক্ত তুল্য তাঁহার কেহই নহে।" (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও সাধকসুহৃদ, ৮ম অঃ, ১৬১—৬২ পৃঃ)। "ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের ভক্তগণের প্রতি যত অধিক প্রেম হইতে থাকে, ততই সংসার সম্বন্ধীয় প্রেমের হ্রাস হইতে থাকে। সংসার সম্বন্ধীয় প্রেম, অনিত্যপ্রেম। ভগবান এবং ভক্ত-সম্বন্ধীয় প্রেম নিত্য।" (সাধক সহচর, ২২ পৃ, ৫১ শ পাঠ।) "শ্রীভগবান কিম্বা তাঁহার ভক্তমহাপুরুষগণ জীবগণের প্রতি যে কোন প্রকার ব্যবহার করেন, তাহাই জীবগণের মঙ্গলের কারণ হয়, (ভক্ত, শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকা ১ম বর্ষ, ২৬৪ পৃঃ।)

ভক্তসঙ্গের অসীম মহিমা, অচিন্তনীয় প্রভাব। তাই শ্রীশ্রীদেব বলিতেছেন,—

"দেখিলে ভক্তের ভাব ভক্তিলাভ হয়,
ভক্তসঙ্গ করিলে যে অভক্তি না রয়।
ভক্তে হরির প্রকাশ, হওরে ভক্তের দাস,
ভক্তের কৃপায় হরিপদ পাওয়া যায়।
চণ্ডাল হইলে ভক্ত, তাঁতে হ'য়ো অনুরক্ত,
হ'তে যেন পার রত ভক্তের সেবায়॥"

(নিত্যধর্ম্ম, ৭৯ পৃঃ)

ভক্তপ্রসাদ, ভক্ত-সঙ্গ যে একজন ঘৃণিত দাসীপুত্রকেও ঋষিত্ব প্রদান করিতে সক্ষম, তৎ-প্রসঙ্গক্রমে নারদ-চরিত্র বর্ণনচ্ছলে শ্রীশ্রীদেব বলিতেছেন,—"ভক্ত ঋষিগণের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে একত্র বাস করিয়া তিনিও ভক্তিমান্ হইয়াছিলেন, তিনিও ঋষিতুল্য হইয়াছিলেন। ভক্তসঙ্গ করিলে, ভক্তের সেবা করিলে, ভক্তকথিত উপদেশ শ্রবণ করিলে এবং ভক্তের প্রসাদ ভোজন করিলে, অশুদ্ধও শুদ্ধ হয়, অভক্তও ভক্ত হয়, একজন ঘৃণিত দাসীপুত্রেরও ঋষিধর্ম্মে অভিরুচি হয়, একজন দাসীপুত্রও শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়। সেইজন্যই ভক্ত অতি মহান্। (নিত্যধর্ম্ম, ৩৫ পৃঃ।)

ভক্ত এবং ভক্তসঙ্গ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া ভক্তি-আচার্য্য দেবর্ষি নারদ স্বরচিত 'ভক্তিসূত্রে' বলিতেছেন,—

"ওঁ মহৎসঙ্গস্তু দুর্ল্লভোঽগম্যোঽ গম্যোঽ মোঘশ্চ॥"

"যে ভক্তি-সম্পন্ন মহতের কৃপায় ভক্তিলাভ হয়, তাঁহার সংসর্গ দুর্ল্লভ। অনেক দুর্ভাগ্য ব্যক্তি তাঁহার নিকটে যাইতেই পারে না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে তাঁহার সংসর্গ অগম্যই বলিতে হয়। তবে কেহ যদি ঐরূপ মহতের সংসর্গ করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সংসর্গজনিত অমোঘ ফল অবশ্যই পাইয়া থাকেন।" (ঠাকুর কৃত অনুবাদ, সাধনা ও মুক্তি, ৩৯শ পাঠ।)

ভক্তসঙ্গ লাভের উপায় যে একমাত্র ভগবৎ-কৃপা তৎ প্রসঙ্গে 'নারদ ভক্তিসূত্র' বলিতেছেন,—

"ওঁ লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব।"

'শ্রীহরির কৃপাদ্বারাই ঐ প্রকার মহৎসঙ্গ হইয়া থাকে।' (সাধনা ও মুক্তি; ৪০শ পাঠ।)

যে ভক্তের কৃপায় ভক্তিলাভ হয়, যে ভক্ত-সঙ্গলাভ ভগবানের বিশেষ কৃপাসাপেক্ষ, সেই ভক্তে এবং ভগবানে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া মহামতি নারদ 'ভক্তিসূত্রে' বলিতেছেন,—

"ওঁ তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।"

'কারণ, সেই শ্রীহরি এবং তাঁহার ভক্ত-মহজ্জন পরস্পর অভেদ'। (সাধনা ও মুক্তি, ৪১শ পাঠ।)

ভক্ত-ভগবান অভেদ বলিয়াও তাঁহার পরি-তৃপ্তি হইল না, তাই ভক্তাবতার মহর্ষি নারদ পুনরায় বলিতেছেন,—"ওঁ তদেব সাধ্যতাং তদেব সাধ্যতাং।" 'সেই ভক্তের সহিত অভিন্নহরির সাধনা কর—সেই ভক্তের সহিত অভিন্নহরির সাধনা কর।' (সাধনা ও মুক্তি, ৪২শ পাঠ।)

ওঁ তৎসৎ।

নিত্যগৌরবানন্দ।

মানব-জীবন

(শব্দ-ব্রহ্ম।)

সংকীর্ত্তন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

হরি ব'লে হোক্, আল্লা ব'লে হোক্, যীশু ব'লে হোক্ কালী ব'লে হোক্; সংকীর্ত্তন-মন্ত্র, সংকীর্ত্তন-তন্ত্র, সংকীর্ত্তন বেদ, সংকীর্ত্তন-পুরাণ, সংকীর্ত্তন-বাইবেল সংকীর্ত্তন-কোরাণ—এ বিশ্বাস কোটী কোটী কণ্ঠ-নাদ বিশ্বকে আলোড়িত করিয়া তুলুক।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামিমা শুচ॥"

শ্রীভগবানের এ বাণী আবার নিত্য সংকীর্ত্তনের ভিতর দিয়া সফলীকৃত হউক। সংকীর্ত্তনের পর মন দুর্ব্বল হইয়া আসে অনেকের এ ধারণা; তাহা হইতে পারে, কারণ সংকীর্ত্তনে মন ভীষণবেগে উপরের দিকে যায়, অতএব পুনরায় দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু নাম-ব্রহ্মের নিত্য সংকীর্ত্তনে কোন ভয় নাই। মনের-গতি নিত্য সংকীর্ত্তনে নিম্ন-গামী হইবার অবসর পায় না। ভীষণ বেগে উর্দ্ধাধোগতির মধ্যে মন একবার চরমে উঠিলে আর কোন ভয় নাই। সর্ব্ব-বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, সকল লোকের পক্ষে, সকল দেশে, সকল কালে, সকল অবস্থায় সংকীর্ত্তনের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ও সহজসাধ্য উপায় আর দ্বিতীয় নাই। আমাদের জীবনের সার, ধর্ম্মের সার, কর্ম্মের সার, জ্ঞানের সার এক নাম-কীর্ত্তনে লভ্য। এই হেতু পুনরায় বলি ভাই সব, বন্ধু সব, আমাদের প্রধান অবলম্বন **শ্রীভগবানের সুমধুর নাম-সংকীর্ত্তন।**

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি, এ।

ভক্তবর সুধেন্দু।

অহেতুক-কৃপাসিন্ধু শ্রীভগবান কখন কাহাকে কি ভাবে কৃপা করেন তাহা কেহই বলিতে বা জানিতে পারে না। শ্রীভগবান অযাচিতভাবে মানব-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক প্রাণে মরুদ্যানের সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং এইরূপে ক্রমে মানবগণকে তাঁহার প্রেমে বিহ্বল করিয়া রাখেন

জনৈক ভক্তের প্রতি ভগবান শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ দেবের অসাধারণ কৃপার কথা বর্ণনা করিয়া আপনাকে ধন্য করিব। প্রভো! তোমার ভক্তের কাহিনী তোমার নিকট ভিন্ন অন্য কাহার নিকট বর্ণনা করিব? তুমি ভিন্ন কে তোমার ভক্তের

কাহিনী তেমন আগ্রহের সহিত শুনিবে ? তাই হে ঠাকুর, তোমার ভক্তের কাহিনী তোমার পাদপদ্মেই নিবেদন করিলাম। জানি না তুমি দয়া করিয়া শ্রবণ করিবে কি না—তবে তোমার ভক্তের কাহিনী তোমার অতি প্রিয় সেই সাহসে নিবেদন করিতে যাইতেছি অনুগ্রহ করিয়া আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিও। আমি তোমার ভক্ত হইব এ গৌরব রাখি না। যেন চিরকাল তোমার ভক্ত-দাসানুদাস থাকিয়া তোমার ভক্তদের জীবনী আলোচনা করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ করিও।

আজ প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল আমি মৈমনসিংহ জেলায় সন্তোষ-জাহ্নবী স্কুলে পড়িতাম। সেই সময় শ্রীমান্ সুধেন্দুচন্দ্র দাস গুপ্ত বলিয়া একটী ছেলে বোর্ডিংয়ে থাকিয়া উক্ত স্কুলে পড়িবার জন্য আইসে। প্রথমাবধিই ধর্ম্মে তাহার অচলা মতি দেখিতে পাইতাম এবং সেই কারণে অল্পদিনের মধ্যেই আমার সহিত তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। আমরা উভয়েই একই প্রকোষ্ঠে বাস করিতাম এবং সর্ব্বদাই তাহার সহিত আমার নানা বিষয়ে আলোচনা হইত। যতই আমি তাহার হৃদয়ের পরিচয় পাইতে লাগিলাম ততই তাহার প্রতি আমার মন অধিকতররূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। অন্যান্য লোকেও তাহার উচ্চান্তঃকরণের প্রমাণ পাইয়া মুগ্ধ হইতে লাগিল। সুধেন্দুর কতকগুলি গুণ ছিল যাহার জন্য সে সকলেরই প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিল। সুধেন্দু পরোপকারী ছিল—কখনও কাহারও দুঃখ দেখিলে সে স্থির থাকিতে পারিত না। যে রূপেই হউক তাহা নিবারণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইত। অন্যায় কার্য্য কেহ কিছু করিলে তাহার দরুণ ন্যায্য কথা বলিতে সে কখনও পশ্চাৎপদ হইত না। শরীরে তাহার যথেষ্ট শক্তি ছিল। সর্ব্বোপরি তাহার সরল ও উদার হৃদয়ের জন্য সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। সুধেন্দু এমন সরল বিশ্বাসী ছিল যে অনেক দুষ্ট লোক, অনেক সময়, তাহার নিকট দারিদ্র্যের ভান করিয়া টাকা পয়সা চাহিয়া লইত।

আমি অনেক সময় "এইরূপ দুষ্ট লোক দানের পাত্র নহে; ইহাদিগকে দান করিলে দানের সার্থকতা হয় না" এই কথা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু সে তাহার উত্তরে বলিত "না ভাই, তুমি বুঝিতে পার না, উহারা যদি দরিদ্র না হইবে তবে কি শুধুই আমার কাছে আসিয়া হাত পাতে? আমি তুমি ত পারি না? উহারা প্রকৃতই দরিদ্র।" আমি তাহার কথা শুনিয়া অবাক হইতাম। তাহার বাহ্যদৃশ্য দর্শন করিয়া স্বতই তাহাকে ভক্ত বলিয়া মনে হইত। তাহার পবিত্র-হৃদয়ে যে কখনও কালিমা স্পর্শ করে নাই তাহা তাহার পবিত্র মুখ-মণ্ডলই ব্যক্ত করিত। বোর্ডিংয়ের সকল বালকই তাহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সম্মান করিত এবং প্রাণপণে তাহার আজ্ঞা পালন করিত। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই আমার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমি তাহাকে অত্যধিক ভাল বাসিতে লাগিলাম। আমরা উভয়েই একসঙ্গে আহার-বিহার করিতাম এবং সর্ব্বদাই একসঙ্গে থাকিতাম। যদিও তাহার সহিত আমার অতিরিক্ত পরিমাণে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল তথাপি তাহার নিকট আমি একটী কথা অব্যক্ত রাখিয়াছিলাম। সে কথাটী শ্রীশ্রীদেবের কাহিনী। প্রায় দুই বৎসর হইতে আমি শ্রীশ্রীদেবের একখানি প্রতিকৃতি আমার বাক্সে অতি গোপনে রক্ষা করিতাম। খুব কম লোকেই ইহা জানিত। একদিন সুধেন্দু

কোন বিশেষ কারণে আমার বাক্স খুলিতে গিয়া ঠাকুরের প্রতিকৃতিখানা বাহির করে এবং আমাকে তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করে। আমি প্রথমে গোপন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে অন্য কথায় ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু সে আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আমাকে বিশেষভাবে অনুনয় করিতে আরম্ভ করিল সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়াই তাহার নিকট আমি যাহা জানিতাম তাহা বলিতে হইল। সে যতই ঠাকুরের কথা শুনিতে লাগিল ততই তাহার উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। অবশেষে সে ঠাকুরের একখানা প্রতিকৃতি আনিয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিল। আমিও সাধ্যমত যত্নে তাহার নিকট শ্রীশ্রীদেবের কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে অচিরেই একখানা প্রতিকৃতি আনাইয়া দিলাম। ইহার পর সে মধ্যে মধ্যেই আমাকে ঠাকুরের বিষয় বলিবার জন্য অনুরোধ করিত এবং যতক্ষণ আমি সেই সকল কথা বলিতাম ততক্ষণ সে অতিশয় মনোযোগের সহিত সেই সকল শ্রবণ করিত। একদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে তখন আমি ঠাকুরের নবদ্বীপ-বাসকালীন কয়েকটী লীলা বর্ণনা করিতেছিলাম; সুধেন্দু আমার সমক্ষে বসিয়াছিল। আমি দেখিলাম, দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া আমার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া অতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিল।

সে শ্রীশ্রীদেবের প্রতিকৃতি কখনও বাহিরে রাখিত না। কৃপণ যেমন আপনার ধন অতি গোপনে রক্ষা করে এবং সকলের অসাক্ষাতে বাহির করিয়া দেখে তাহার ধন ঠিক আছে কিনা, সুধেন্দু সেইরূপ তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ধনকে একখানা রুমালদ্বারা আবৃত করিয়া অতি সন্তর্পণে নিজ বাক্সে রাখিত এবং অবসর মত বাহির করিয়া দেখিত। শ্রীশ্রীদেবের প্রতি যে তাহার অসাধারণ প্রেম জন্মিয়াছিল তাহা তাহার প্রতিকার্য্যেই প্রকাশ পাইত। কখনও সে ঠাকুরের ফটো বুকের উপর চাপিয়া ধরিত, কখনও বা ফটোর দিকে চাহিয়া কেবল কাঁদিত, কখনও বা ফটোস্থিত মূর্ত্তির পদে চুম্বন করিত, কখনও বা নিজ মনে ফটোর দিকে চাহিয়া কি যেন বলিত। এইরূপ কতকগুলি ভাব দেখিয়া তাহার প্রতি আমার ভালবাসা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গে আমার ভক্তিরও উদয় হইয়াছিল। অনেক সময়ে তাহাকে আমি উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতাম। ভাবিতাম, যে ঠাকুরকে কখনও দেখে নাই, আমার নিকট শুনিয়া ফটো আনাইল তাহার এরূপ গাঢ় প্রেম কিরূপে আসিল! আমি তখন বুঝি নাই যে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এইরূপ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া যে কত জীব উদ্ধার হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমি আজ আশ্চর্য্য হইতেছি, কিন্তু তাঁহার কৃপা হইলে আমিও এক দিন সুধেন্দুর মত ঠাকুরের নামে বিভোর হইয়া যাইতে পারি। কিন্তু দয়াল ঠাকুর আমার, সে শুভ মুহূর্ত্ত আসিবে কি? আমি সুধেন্দুর মত তোমায় প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিব কি? তাহার মত আমার আমিত্ব তোমার চরণে চিরকালের মত উৎসর্গ করিতে পারিব কি? তাহার মত তোমার মধুর নাম লইতে লইতে চ'খের জলে ভাসিতে পারিব কি? শুনিয়াছি তুমি দয়ার সাগর, দয়া করিয়া এই দীনের প্রতি এক বিন্দু কৃপা বিতরণ করিও।

বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। এই এক বৎসরের মধ্যে সুধেন্দু যেন আরও উন্নত হইয়া উঠিল। তাহার মুখের জ্যোতি আমি

অনেক সময় চাহিয়া চাহিয়া দেখিতাম। তাহার সুন্দর মুখের সুন্দর সুন্দর কথা শুনিতে আমার বড়ই ভাল লাগিত। সে আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত। কিন্তু ইহার পর হইতে আমারই তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করিত। সুধেন্দু সে বৎসর পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিল। হতভাগ্য আমি ফেল্ হইয়া গৌহাটী চলিয়া গেলাম। ফেল করিয়াছি বলিয়া লজ্জায় আর কাহারও নিকট পত্রাদি লিখিতাম না। মাঝে মাঝে দুই একটী ছেলে দুই এক খানা পত্র লিখিত তাহাতেই সকলের সংবাদ জানিতাম। এইরূপে আরও একটী বৎসর অতীত হইল। জানুয়ারী মাসে সুধেন্দুর এক পত্র পাইলাম তাহাতে সে লিখিয়াছে যে সে ভাল ভাবেই বাছনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। শুনিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাহার পর ইংরাজী মার্চ্চ মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া সে বাড়ী গিয়া আমাকে আর একখানা পত্র লিখিল। এই পত্রই তাহার শেষ পত্র। তাহার কয়েক দিন পর একদিন সন্তোষ-জাহ্নবী স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর গুপ্ত মহাশয়ের এক পত্রে জানিতে পারিলাম সুধেন্দু আর ইহলোকে নাই। আমি যেন বজ্রাহত হইলাম কিন্তু পরক্ষণে সুধেন্দুর মৃত্যু-বিবরণ পাঠ করিয়া আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সুধেন্দুর দেহ-ত্যাগ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। সুধেন্দু খুব সবল-কায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিন্তু সহসা একদিন কোথা হইতে কাল বিসূচিকা-রোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। ইহার কারণ কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না। কারণ গ্রামে তখন কলেরার বিশেষ কোন প্রকোপ ছিল না। বোধ হয় সুধেন্দুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার জন্তই শ্রীশ্রীদেবের এই ব্যবস্থা। সুধেন্দু ভক্ত, তাহার প্রাণ শ্রীশ্রীদেবের চরণে উৎসর্গীকৃত, সে এই সঙ্কটের সময়ও ঠাকুরের নাম করিতে ভুলে নাই। বরং ইহা তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত জানিয়া আরও অধিক মাত্রায় ঠাকুরের নাম জপ করিতে লাগিল। কিন্তু দেহত্যাগের পনর মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সে তাহার প্রাণের দেবতার কথা কাহাকেও বলে নাই। কিন্তু এখন আর লুকাইয়া রাখিতে পারিল না। তাহার চক্ষের নিকট ক্রমে জগৎ বিলুপ্ত হইতেছে দেখিয়া সে তাহার সময় অতি নিকট বুঝিতে পারিল এবং—আত্মীয়-স্বজনদিগের নিকট যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিয়া শেষ করিল। এখন তাহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইবার আর বেশী বিলম্ব নাই বুঝিতে পারিয়া সুধেন্দু তাহার এক ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিল "আমার সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে, তুমি একটী কার্য্য কর, আমার বাক্সে রুমালে আবৃত একখানা ফটো আছে তাহা আনিয়া আমায় দাও আর অন্ত কোন বাহিরের কথা আমার নিকট এখন বলিও না।" সুধেন্দুদের পরিবারের সকলেই ঈশ্বর-বিশ্বাসী এবং ভক্ত। সুধেন্দুর ভ্রাতাদের মধ্যে সুনীল বাবু এবং সুধীর বাবু আমার বিশেষ পরিচিত। তাঁহাদের উভয়ের প্রাণই সরস এবং ভগবদ্ভাবে পূর্ণ। সুধেন্দুর ভ্রাতা তখনই বাক্স খুলিয়া ফটো খানা আনিয়া সুধেন্দুর হাতে দিল। সুধেন্দু অমনি ফটোখানি বুকের উপর রাখিয়া দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিল, যেন সে ভাবে বিভোর হইয়া তাহার প্রাণের ধন শ্রীনিত্যগোপালকেই জড়াইয়া ধরিল! তাহার পর সে ফটোখানি বুকের উপর রাখিয়া মনে মনে ঠাকুরের উদ্দেশে কি যেন বলিয়া অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। কখন কখনও এই ক্রন্দনের মধ্যেও তাহার মুখ-মণ্ডলে স্বর্গীয় জ্যোতি দৃষ্ট হইয়াছিল। সুধেন্দু

দেহত্যাগের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও সুস্থ ছিল—তাহার জ্ঞানের কোন প্রকার ন্যূনতা দৃষ্ট হয় নাই। তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার দুই এক মিনিট পূর্ব্বে তাহার ভ্রাতা এই ফটো কোন্ মহাপুরুষের তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন; সুধেন্দু উত্তর দেয় "ইহা আমার গুরুদেবের ফটো" জানিনা সুধেন্দু দীক্ষা পাইয়াছিল কিনা, তবে আমার বিশ্বাস সে স্বপ্নে দীক্ষা পাইয়াছিল। আমি অনেক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছি বটে কিন্তু সে প্রায়ই নানা প্রকার বাহিরের কথা তুলিয়া আমার সে কথা চাপা দিত। আমি বুঝিতে পারিয়াও কিছু বলিতাম না কারণ এ রাজ্যের এই নিয়ম। তাহার পর সুধেন্দু ফটোখানি বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিল আর সঙ্গে সঙ্গে সুধেন্দুর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল; মনে হয় সে যেমন ঠাকুরকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়াছিল ঠাকুরও তাহাকে তেমনি কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

সুধেন্দু আজ অনন্তের ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। আজ তাহার ভয় নাই, ভাবনা নাই। ঘুমাও, সুধেন্দু, ঘুমাও। শ্রীশ্রীদেবের চির-আদরের সন্তান আজ তোমার পরম-পিতার ক্রোড়ে ঘুমাও। অনন্তের ক্রোড়ে অনন্তকালের জন্য ঘুমাও। যদি কখনও তোমার এই শান্তি-পূর্ণ নিদ্রা ভঙ্গ হয় তবে সেই সময় তোমার এই বাল্যবন্ধুর কথা মনে করিও। তুমি না ভাই এক-দণ্ড আমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারিতে না? তবে এই তিন বৎসর কেমন করিয়া আমায় ছাড়িয়া আছ? যাহা হউক ভাই, তোমার বাল্য-বন্ধুর এই প্রার্থনা যেন তাহাকে একেবারে ভুলিও না। ঠাকুরের ক্রোড়ে আছ—থাক—অনন্তকালের জন্য থাক; আর যেন তোমাকে ঐ ক্রোড় ত্যাগ করিতে হয় না। ভাই, ধন্য তোমরা, ধন্য তোমাদের গুরু-ভক্তি। তোমরা মুক্ত-পুরুষ লোক-শিক্ষার জন্য জগতে আইস। তোমাদের চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম।

নিত্যপদাশ্রিত
শ্রীসরোজকুমার চৌধুরী।

প্রার্থনা।

হে চির-সুন্দর নদিয়া-নাগর
গৌর কলেবর বন্ধু।
পতিত পাবন অধম তারণ
দীন-পতি কৃপাসিন্ধু॥
অধম তারিতে এলে অবনীতে
ল'য়ে সে সাঙ্গোপাঙ্গে।
পাইয়ে তোমারে ধন্য নারী নরে
কীটাদি যতেক বঙ্গে॥
নামেতে তোমার প্রেম-পারাবার
উছলে হৃদয় মাঝ।
তোমার কারণ ছাড়ে ধন-জন
পাইতে ছুটেছে আজ॥

অদোষ দরশী তুমি হে জগতে
সেই সে ভরসা প্রাণে।
পতিত-শরণ প্রাণ-রমন
স্থান দাও শ্রীচরণে॥
যে দিকে নেহারি সবে বলে হরি
সুমধুর এই নাম।
নেচে গেয়ে হায় সব ত'রে যায়
পুরাইয়া মনস্কাম॥
আমি অতি দীন সতত মলিন
কি হবে আমার হায়।
(হে) দয়ার মূরতি অধম অকৃতী
জানিয়া ঠেলনা পায়॥

যদি না রাখিবে কোথা যাব তবে
কেহত আমার নাই।
কেহ নাহি যার তুমি যে তাহার
এইত শুনিতে পাই॥

শ্রীনিত্যগোপাল গোস্বামী

স্বপ্ন-দর্শন।

(১৩২০ সাল ২৭শে কার্ত্তিক।)

অনুমান রাত্রি ৩টার সময় দারুণ হৃৎপিণ্ডের প্রতিঘাতের সহিত আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সেই সময়ে যতদূর স্মরণ হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই বিষয় জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলে যদি কাহারও কোন উপকার হয় মনে করিয়া প্রকাশ করিলাম।

আমি নিদ্রাবস্থায় দেখিতেছি আমি আমাদের দোতালা ঘরে বসিয়া আছি এমন সময়ে একটী ছেলে হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কে? তোমার নাম কি?" ছেলেটী উত্তর করিল "আমার নাম তারাকমল—নাবালক অবস্থায় আমার মৃত্যু হইয়াছে। আমার বাটী বর্দ্ধমান জেলায় কেরালকাতা গ্রামে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার কি পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে এবং এখানে কি জন্য আসিয়াছ?" ছেলেটী উত্তর করিল "আমার অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে এবং এই বাড়ীতেই থাকিব মনে করিয়া আসিয়াছি—আমাকে একটু স্থান দিন।

প্রঃ—তুমি কি জাতি, কাহার ছেলে এবং এখন কি অবস্থায় কোথায় আছ?

উঃ—কি জাতি স্মরণ নাই, একজন বাবুর ছেলে, এখন প্রেত হইয়াছি ও নরকে আছি।

প্রঃ—তুমি এখানে কিরূপে আসিলে এবং কি অবস্থায় এখানে থাকিতে চাহ?

উঃ—অনেক জ্যোতিপূর্ণ লোকেরা এখানে আসিয়া থাকেন তাহা দেখিয়া তাঁহাদের পথানুশরণ করিয়া এখানে আসিয়াছি আপনার নিকট কিছু দিনের জন্য এখানে থাকিতে ইচ্ছা করি দয়া করিয়া আমাকে একটু স্থান দিউন।

আমি বলিলাম "তুমি কেমন করিয়া কিরূপে এবাটীতে থাকিবে আমিত ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। তবে জ্যোতিপূর্ণ যে সকল মহাপুরুষেরা এখানে আসেন তাঁহারা যদি তোমাকে এখানে থাকিতে অধিকার দেন তবে থাকিতে পার।"

ছেলেটী বলিতেছে "আমার বড় পিপাসা"। আমি বলিলাম—"আমার নিকট ত এখন কিছুই নাই তবে আমার মাথার নিকট সেল্‌ফে কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল আছে তুমি লইয়া খাও।" ছেলেটী গঙ্গাজল খাইয়া বলিল আমি তৃপ্ত হইলাম।

প্রঃ—তোমাকে যদি এবাটীতে স্থান দেওয়া হয় তুমি ভগবানের নাম করিতে পারিবে?

উঃ—হাঁ শিখাইলে পারিব।

হঠাৎ আমার ঘরে একটী শব্দ হইতে লাগিল ও একটু পরেই ঘর আলোকময় হইয়া গেল। একটী জটাজুটধারী মহাপুরুষ তাঁহাকে যেন চিনি তাঁহার মুখে তারা তারা ধ্বনি, গলে রুদ্রাক্ষ-মালা, হস্তে রুদ্রাক্ষ-জপমালা, সুন্দর কান্তি বিশিষ্ট তেজঃপুঞ্জ পট্টবস্ত্র পরিহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ছেলেটী ভয়ে অভিভূত হইয়া কম্পিত কলেবরে বলিতে লাগিল "কে আসিতেছেন, এখন আমি কোথায় যাই; আমাকে বলিল "আমাকে একটু স্থান দিউন"। আমি তখন আমার নিকটে জানালা দেখাইয়া দিলাম, ছেলেটী জানালার টোয়াতে গিয়া দাঁড়াইল। সেই সময় তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় দেখিতে পাইলাম সে অত্যন্ত ভীত

এবং মুখ দেখিয়া আরও বোধ হইল যে যেন অসহ্য যন্ত্রণা পাইতেছে।

আমি ভক্তিভরে মহাপুরুষকে প্রণাম করিলাম। তখন তিনি স্নেহপূর্ণ-স্বরে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই ছেলেটী কে? কি মনে করিয়া এখানে আসিয়াছে এবং কেনই বা এখানে থাকিবার জন্য স্থান চাহিতেছে"? মহাপুরুষ প্রত্যুত্তরে বলিলেন "ঐ ছেলেটী কোন সদ্‌ব্রাহ্মণের পুত্র, দ্বাদশ-বৎসর বয়সে অনাহারে উহার মৃত্যু হইয়াছে। ছেলেটী মায়ের এক প্রকার ভক্ত ছিল। জগতের পাপের জন্য দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। উহার পূর্ব্ব জন্মের সাংসারিক দৈনন্দিন সামান্য সামান্য পাপ ছিল সেই জন্যই অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে এবং অপমৃত্যু জন্য ব্রহ্মদৈত্য হইয়াছে। এক্ষণে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে আসিয়াছিল।

"মুকুন্দ! আজ তোমার ও উহার সৌভাগ্য সেই জন্য এই বালক এখানে উপস্থিত হইয়াছে।"

আমি বলিলাম "এই বালকের ইচ্ছা কি পূর্ণ হইতে পারে? তিনি বলিলেন" না উহার সে ইচ্ছা পূরণ হইবে না।"

আমি বলিলাম "তবে দয়া করিয়া উহার মুক্তির উপায় করুন।

মহাপুরুষ তখন বালককে বলিতেছেন "বালক কেন তুমি নরলোকের পুত্র হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছ? জগজ্জননী মায়ের পুত্র হও। মানবের পুত্র হইলে ত পুনরায় অনাহারে মরিতে পার? তোমার নাম তারাকুমার, যাহাতে যথার্থ তারাকুমার হইতে পার তাহার জন্যই প্রার্থী হও"। ছেলেটী কোন উত্তর না দিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। অনেক ডাকাডিকা সত্ত্বেও বালক কিছুতেই মহাপুরুষের নিকট আসিল না। মহাপুরুষ তখন জগজ্জননী শ্যামা মাকে মা মা রবে ডাকিতে লাগিলেন। মাগো! জগজ্জননী মা। দয়াময়ী করুণাময়ী মা আমার! একবার দয়া ক'রে এস, একবার দয়া করিয়া এসে তোমার পরমভক্ত তারাকুমারের সকল যন্ত্রণা দূর করিয়া তোমার শান্তিময় কোলে তুলিয়া লও। মা! তোমার শিশুভক্ত তারা কুমারের অজ্ঞানতা নষ্ট করিয়া তাহার সকল ভুল ভাঙ্গিয়া দাও। মা! সে আজ ভয়ে অভিভুত হইয়া আমার দিকে চাহিতে পারিতেছেনা। মা! তুমি আসিয়া তাহাকে অভয় দিয়া কোলে তুলিয়া লও। পুনরায় আমার ঘরের চতুর্দ্দিকে শব্দ হইতে লাগিল। পরে সেই মহাপুরুষের আশ্রিত সন্তানগণ যোগী ও যোগিনীবেশে উপস্থিত হইলেন এবং অপর একটী যোগিনী রুদ্রাক্ষ-মালা জপ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের জ্যোতিতে আমার ঘর আরও আলোকিত হইয়া উঠিল। আমার এই সমস্ত দর্শন করিয়া শ্বাসরুদ্ধ হইবার মত হইয়া উঠিয়াছে বুঝিতে পারিতেছি। তখন মহাপুরুষ আমাকে অভয় দিয়া বলিতেছেন মুকুন্দ! তোমার কোন ভয় নাই। ইহা বলিয়া তিনি পুনরায় দুইটী-হস্ত যোড় করিয়া মা মা বলিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "মুকুন্দ দেখ, দেখ, মা আসিতেছেন"। আমি চাহিয়া দেখি মা দক্ষিণা-কালিকা মূর্ত্তিতে শ্মশান-কালী হইয়া উপস্থিত। চতুর্ভূজা মা আমার পতিত কলির জীব সকলকে অভয়দান করিতে করিতে মহাকালের বুকে তাথৈ তাথৈ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। মায়ের রাঙ্গাচরণ তাহে নুপুর বাজিতেছে। মাথায় সোণার মুকুট যেন গগন স্পর্শ করিতেছে। এলাইত কেশ চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছে। মুখে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে দক্ষিণ-

হস্তে জীবকে অভয়দান করিতেছেন। বাম-হস্ত লইয়া পতিত জীবের হৃদয়স্থিত পাপাসুর বিনাশ করিতে করিতে মা আমার ঘরে আসিতেছেন। মহাপুরুষ তখনি মায়ের চরণে মা মা করিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। অন্যান্য যোগী যোগিনীরাও মামা বলিয়া মায়ের চরণে পড়িলেন। আমিও কম্পিত কলেবরে ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে মায়ের চরণে প্রণাম করিলাম। পরে মহাপুরুষ বলিলেন "মাগো তোমার এই শিশুভক্ত তারাকুমার আজ অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নরলোকের সন্তান হইতে আসিয়াছিল। মা! তুমি তোমার সন্তানের সকল কষ্ট দূর করিয়া তোমার শান্তিময় কোলে স্থান দাও।" তখন মা মৃদু মৃদু হাঁসিতে হাঁসিতে বালককে ডাকিতে বলিলেন। মহাপুরুষ বালককে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ-স্বরে নিকটে আসিবার জন্য বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন কিন্তু বালক কম্পিত কলেবরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল। মা তখন বলিলেন "আমাকে লাভ করার উহার একটু বিলম্ব আছে এক্ষণে আমরা লুকাই"। ইহার পর মা আনন্দ-ময়ী তারা, গৃহস্থিত মায়ের ছবিতে ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া গেলেন। মহাপুরুষ এবং সকলেও গোপন হইলেন। একটু পরে ব্রাহ্মণ-বালক জানালা হইতে ঘরের মেজেতে নামিয়া ধীরে ধীরে আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার মুখ দেখিয়া সেই সময় বোধ হইল তাহার হৃদয়ে পূর্ব্বের ন্যায় আর তীব্র জ্বালা নাই।

বালক তখন বলিতেছে "আমার সম্বন্ধে সমস্ত কথা আপনাকে বলিতেছি শুনুন। আমি আমার মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলাম কিন্তু কখনও আমি মায়ের স্নেহ-যত্ন পাই নাই এবং তাঁহাকে দেখিও নাই কারণ আমার মা আমাকে অতি শিশুকালেই পিতার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া মারা গিয়াছেন। আমার পিতা বেশ অবস্থাপন্ন ছিলেন এবং তিনিই আমাকে মাতা ও পিতার স্নেহ দান করিয়া আমাকে লালন-পালন করিয়া ছিলেন। তিনি শাক্ত ছিলেন এবং মা কালীর পরম ভক্ত ছিলেন। সর্ব্বদা মামা করিয়া তারা নামের গান করিতেন এবং আমাকেও কালী নামের গান শিখাইয়াছিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীমুকুন্দলাল গুপ্ত

বিজয়া।

নবমী ফুরাল, দশমী আসিল
কি কাল হইয়ে হের হে রাজন্!
প্রাণের প্রতিমা, উমাশশী আজ
কৈলাসেতে পুন করিবে গমন।
যাও যাও গিরি, যাও ত্বরা ক'রে
বুঝাইয়া বল ভোলা দিগম্বরে,
মৈনাকের শোক, ভুলিয়াছি আমি
হেরে উমাচাঁদের চাঁদ বদন।

যেওনা যেওনা গৌরী
ভাসাইয়া দুখনীরে
তুই যে জগত জননী দুর্গে
মমতা নাই কি অন্তরে।
(মায়ের মমতা নাই কি অন্তরে।)

* * * *

একান্ত যাইবি চ'লে যদি গো মা ঈশানী
এস এস সবে মিলে করি দুর্গানাম-ধ্বনি
(দুর্গানাম জপি জুড়াব জীবন।)

শ্রীহেমন্তকুমার মৌলিক,
কালীঘাট।
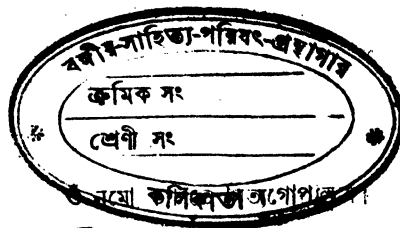
শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

২য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬১। সন ১৩২২, অগ্রহায়ণ। } ১১শ সংখ্যা।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

পরমেশ্বর।

(ক)

ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় এ কথা সর্ব্বদেশীয় সাধু মহাত্মাগণই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মুশাচার্য্য তাঁহার জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিলেন। ঈশা যোহনকর্ত্তৃক জর্দ্দন-জলে অভিষিক্ত হইবার সময় ঈশ্বরের জ্যোতিকে কপোত রূপে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়াছিলেন! ১

ঈশ্বর নিত্য। সংসারের সমস্ত তাঁহার লীলা। তোমার একটি সামান্ত ক্ষুদ্র জীবের জীবন দানে পর্য্যন্ত সামর্থ্য নাই। তবে তাঁহার লীলা নষ্ট করায় তোমার কি অধিকার আছে? ২

সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্ট। অতএব সকলেই তাঁহার পুত্র। মহাত্মা ঈশাও সেই ঈশ্বর-পুত্রগণের মধ্যে একজন। সেই জন্য তাঁহাকেও ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়। ৩

ঈশ্বরের করুণা অসীম। জীবের করুণাই সীমাবদ্ধ। ৪

মানবের মৃত্যু নিবারণ মানব করিতে পারে না। সে ক্ষমতা কেবল ঈশ্বরেরই আছে। ৫

ঈশ্বর কেবল সাকার কিম্বা তিনি কেবল নিরাকার বলিলে প্রকারান্তরে তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান নন্ বলা হয়। প্রকারান্তরে তাঁহাকে ক্ষুদ্র করা হয়। ঈশ্বর সাকার নিরাকার উভয়ই ন'ন বলিলেও তাঁহাকে বাড়ান হয় না। তিনি অবতার হইতে পারেন না বলিলেও তাঁহার সর্ব্বশক্তি আছে স্বীকার করা হয় না। বরঞ্চ তাহাতে তিনি ক্ষুদ্রই, প্রমাণ করা হয়। ৬

এক প্রদীপ হইতে বহুপ্রদীপ জ্বালিলেও তাহার হ্রাস হয় না। সে প্রদীপ যেমন তেমনি থাকে। এক ব্রহ্ম থেকে অসংখ্য অবতার হইলেও তাঁহার হ্রাস হয় না। তিনি যেমন তেমনি থাকেন। ৭

প্রত্যেক অবতার ব্রহ্মের এক একটি অংশ। ব্রহ্মকে নিত্য-মহাপ্রদীপ মনে কর। সেই হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য ব্রহ্মরূপ নিত্য প্রদীপ হইতে কত অবতার হইয়াছেন, আবশ্যক মতে আরও কত অবতার হইবেন। ৮

নিবিড় অন্ধকারময়ী কৃষ্ণপক্ষীয়া রজনীতে এমন কি দূরস্থ আকাশের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাবলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। শুক্লপক্ষীয় পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে বড় বড় নক্ষত্রগণও ম্লান এবং হীনজ্যোতিঃ যেন হয়। ধরণীতে ভগবান অবতীর্ণ হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধুরাও ঐ প্রকার হ'ন। পূর্ণচন্দ্র যেন ভগবান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধু। ৯

নাস্তিক-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা 'কম্‌টি'র মতেও মনুষ্য-পূজার ব্যবস্থা আছে। মনুষ্যগণ মধ্যে যাঁহাদের বিশেষ শক্তি আছে তাঁহাদের অবশ্যই পূজা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা জগতের বিশেষ বিশেষ কল্যাণ সাধন জন্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হ'ন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভূতিযোগ অনু-সরণ করিলেও বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে পূজা করিতে হয়। সে মতে বিশেষ শক্তি যাঁহার আছে তাঁহাতেই ভগবানের আবির্ভাব আছে। ১০

ঈশ্বর সম্বন্ধে তর্ক করা উচিত নয়। ঈশ্বরের সহিত জগতের কোন বস্তুরই তুলনা হয় না। ১১

খৃষ্টানরা পরমেশ্বরকে 'অল্-মাইটী' বলেন. 'অল্‌মাইটী' অর্থে সর্ব্বশক্তিমান। 'মাইট্' অর্থ শক্তি। পরমেশ্বরকে 'অল্-মাইটী' বলিলে 'অল্-মাইটী' ও স্বীকার করিতে হয়। ১২

ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিলে তাঁহার অনেক প্রকার শক্তি আছেও স্বীকার করিতে হয়। ঈশ্বর নিঃশক্তি নহেন। নিঃশক্তি জড়। ১৩

ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিলে রাধা, কালী প্রভৃতি সকল শক্তিই তাঁহার শক্তি বলিতে হয়। শাস্ত্র অনুসারে রাধা এবং কালী উভয়ই শক্তি। ১৪

যে প্রকারে শক্তি আর শক্তিমান অভেদ সেই প্রকারে পরমেশ্বর, তাঁহার শক্তি 'হোলি-ঘোষ্ট' এবং যিশু অভেদ। ১৫

ঈশ্বরেরও চক্ষু আছে সত্য। কিন্তু সে চক্ষু আমাদের চক্ষুর মতন নয়। সে চক্ষে তিনি সর্ব্ব দর্শন করেন। তিনি সর্ব্বদর্শী। আমাদের এ চক্ষুদ্বারা সর্ব্ব দর্শন করিবার সামর্থ্য নাই। ১৬

আর্য্যদিগের ধর্ম্মপুস্তকসকলে ঈশ্বরের যে সকল মূর্ত্তির বর্ণনা আছে সে সকল বর্ণনা অসত্য এবং ভ্রান্তিমূলক নহে। তাঁহার সেই সকল মূর্ত্তি নানা সময়ে নানা সিদ্ধপুরুষ দর্শন করিয়া ছিলেন। ১৭

যে ঈশ্বর নানা প্রকার সামগ্রী সৃজন করিয়াছেন তিনিই নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার উপদেশ দিয়াছেন। ১৮

ঈশ্বর সকল সাধকের পক্ষে এক প্রকার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন নাই। এই জন্য তাঁহার কথিত সকল কথার পরস্পর ঐক্য নাই। ১৯

সমস্ত লোকই ঈশ্বরের সৃজিত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরের শরণাগত তাঁহারাই সংসারিক প্রলোভনের গ্রাস হইতে নিরাপদ হইয়াছেন। ২০

'পারসি' হাওয়া শব্দ হইতে' জেহোভ' শব্দ। হিব্রু ভাষায় জেহোভ অর্থে পরমেশ্বর। ২১

কোন কোন আর্য্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে শক্তিই সর্ব্বৈশ্বর্য্য। সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য স্বরূপ শক্তি যাঁহাতে আছেন তিনিই সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহাকেই পরমেশ্বর বলা হইয়া থাকে। ২২

একই সত্য। সেই সত্যকেই আদি সত্য বলা হইয়াছে। সেই এক সত্যেরই অনন্ত বিকাশ। সেই সত্যই পরমেশ্বর। ২৩

বিষ্ণু কেবল মাত্র সত্বগুণান্বিত, বলি না। তাঁহাতে কি এক সত্য গুণই আছে?—তাহা নহে। সত্ব, রজঃ ও তমঃ তিন গুণই তাঁহাতে আছে। আবার তিনি গুণাতীতও বটেন। ২৪

পরমেশ্বর সময়ে সময়ে ভক্তগণকে নানা প্রকার বিপদে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করেন। অথচ তিনিই আবার তাহাদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করেন। সেই জন্যই তাঁহাকে বিপদ-ভঞ্জন বলা হয়। ২৫

অধিক কুজ্ঝটিকা হইলে তাহার মধ্যগত অতি নিকটস্থ পদার্থ সকলও দৃষ্টিগোচর হয় না। সচ্চিদানন্দ তোমার অতি নিকটস্থ। তিনি মায়া কুজ্ঝটিকার মধ্যগত রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে দেখিতেছ না। ২৬

জগতে কত পদার্থ আছে, সকল পদার্থ আমি দেখি নাই আর সকল পদার্থের বিষয়ও শুনি নাই। তবে ঈশ্বর নাই, একেবারে কি প্রকারে স্থির করিবে? ঈশ্বর নানা অবতার হন নাই এবং হইতে পারেন না, তাহাই বা কি প্রকারে নিশ্চয় করিবে? ২৭

পরমাত্মা চৈতন্য। তিনি মহাকারণ। সেই পরমাত্মা-মহাকারণ হইতে অন্যান্য কারণ বিকাশিত হইয়া থাকে। ২৮

পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি। তিনি ইচ্ছা করিলে কত সৃষ্টি করিতে পারেন, কত অবতার হইতে পারেন, কত অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিতে পারেন। ২৯

ভগবান শ্রীবিষ্ণু জাতি বিচার করিয়া অবতীর্ণ হন না। তাহা হইলে তিনি কেবল ব্রাহ্মণ-কুলেই জন্মগ্রহণ করিতেন। তাহা হইলে তিনি মৎস্যাবতারও হইতেন না, তাহা হইলে তিনি কূর্ম্মাবতারও হইতেন না, তাহা হইলে তিনি বরাহ-অবতারও হইতেন না। ৩০

মহাত্মা জয়দেবকৃত স্তব অনুসারে বুদ্ধও বিষ্ণুর এক অবতার। কোন কোন পুরাণমতেও বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার। ৩১

যিনি কৃষ্ণনারায়ণ তিনিই রামনারায়ণ,

তিনিই হরিনারায়ণ, তিনিই শিবনারায়ণ, তিনিই ব্রহ্মনারায়ণ, তিনিই সূর্য্যনারায়ণ। তাঁহার অনন্ত বিকাশ। ৩২

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে সৎও বলিতে হয়, চিৎও বলিতে হয়, আনন্দও বলিতে হয়। ৩৩

যামল অনুসারে দুই কৃষ্ণ। যিনি বৈকুণ্ঠ-নাথ কৃষ্ণ, তিনি দেবকী-নন্দন। যিনি গোলক-নাথ কৃষ্ণ, তিনি যশোদানন্দন। ৩৪

কৃষ্ণের বর্ণ ঘনশ্যাম। সেইজন্য তাঁহাকে ঘনশ্যাম বলাও হয়। ঘন অর্থে মেঘ। ৩৫

শ্রীকৃষ্ণের রূপে যে প্রেমচন্দ্র বিভাসিত রহিয়াছে তাহার আলোকে অপ্রেম তিরোহিত হয়। ৩৬

যামলে দুই কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। যে কৃষ্ণ দেবকীনন্দন, তিনি বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু। যশোদানন্দন কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু ন'ন্, তিনি গোলোক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ। ৩৭

গীতার মতে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ। কালমূর্ত্তি ধারণের পূর্ব্বে তিনি যে চতুর্ভুজ গদাচক্রধর ছিলেন তাহাও গীতা পড়িলে জানা যায়। গীতার একাদশ অধ্যায়ে আছে,—

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে" ॥ ৪৬

৩৮

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণকে চরাচর জগতের পিতা ও গুরু বলা হইয়াছে মূল শ্লোকে। এইরূপ লিখিত আছে,—

"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।" ৩৯

তুমি নিজে সমুদ্র দেখিয়াছ, কিন্তু তাহা অন্যান্য লোককে দেখাইবার জন্য বাঁধিয়া আনিতে পার নাই। তাঁহাদের সমুদ্রের বর্ণনা শুনাইতেছ মাত্র। সমুদ্রের সঙ্গে সমুদ্রের বর্ণনার অনেক প্রভেদ। যিনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি অন্যান্য লোকের জন্য তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারেন নাই। অন্যান্য লোকের কাছে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ রূপগুণের বর্ণনামাত্র করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের বর্ণনার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অনেক প্রভেদ। ৪০

চৈতন্য-চরিত যে গ্রন্থে লিখিত আছে সেই গ্রন্থকেও যে প্রকারে চৈতন্যচরিত বলা হয়, সেই প্রকারে গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তিকেও গোবিন্দ বলা হয়। ৪১

(খ)

ব্রহ্ম নির্গুণ অথচ শক্তিমান। সগুণা তাঁহার শক্তি। ১

পাতঞ্জলদর্শনের মতে যিনি পুরুষ তিনিই জ্ঞানময় ব্রহ্ম, তিনিই ইচ্ছাময় ব্রহ্ম, তিনিই ক্রিয়াশক্তিময় সক্রিয় ব্রহ্ম। ২

ব্রহ্ম যখন সগুণ ও সাকার হ'ন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর ও সবিশেষ ব্রহ্ম বলিতে হয়। তিনি যখন শুদ্ধ নির্গুণ নিরাকার তখন তিনি নির্ব্বিশেষ। ৩

ব্রহ্ম কেবল নিরাকার ন'ন। প্রত্যেক জীবাত্মাও নিরাকার; তবে ব্রহ্ম, মনুষ্য অথবা অন্য কোন জীবের মতন হস্তপদ বিশিষ্ট হইলেই বা দোষ হইবে কেন? ৪

এই পঞ্চপ্রকার পঞ্চপুত্তলিকাই স্বর্ণ। সকল গুলিকে গলাইলে এক স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিবে না। এই পঞ্চদেবতাকেও জ্ঞানবহ্নিতে

গলাইলে কেবল এক ব্রহ্মই দেখিবে। এখন সেই এক ব্রহ্মের পঞ্চরূপ দেখিতেছি। ৫

প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত সূর্য্য হইতে তেজঃ-রাশি প্রকাশিত হইয়া জগতে ব্যাপ্ত হয়। পুনশ্চ সেই তেজঃরাশি সেই সূর্য্যতেই লয় হইয়া যায়। ঐ ব্রহ্ম-সূর্য্য হইতে ক্ষরিত তেজঃ-রাশিও সর্ব্বত্রে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। প্রলয়কালে উহা ব্রহ্মেতেই লীন হইবে। ৬

এখানে কেবল একটী মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিটীর সম্মুখে দর্পণ রাখিলে এই মূর্ত্তিটীর প্রতিবিম্ব—অপর আর একটী মূর্ত্তি সেই দর্পণের মধ্যে দেখিবে। এক ব্রহ্ম মায়াপ্রভাবে এই প্রকারে দুই হইয়াছেন। ৭

একটী টাকা দেখিতেছ। চৌষট্টি পয়সার এক টাকা, তা' তুমি জান। সকল দেবদেবীর সমষ্টি ব্রহ্ম, তা' তুমি জান। ৮

বায়ু স্পর্শ করা যায়। কিন্তু তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। নিরাকার পরমেশ্বরকে অনুভব দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। ৯

আমি আছি, বোধ করি; তাই আমি আছি, বিশ্বাস করি। কতকগুলি পদার্থের অস্তিত্ব কেবল বোধ দ্বারা বিশ্বাস করি। কতকগুলি দেখিয়া বিশ্বাস করি। নিরাকার ব্রহ্মের অস্তিত্ব কেবল বোধ দ্বারা বিশ্বাস করি। সাকার ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি। ১০

প্রায় সকল শাস্ত্র-মতেই পুরুষ নির্গুণ। বেদ-বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম নির্গুণ। ব্রহ্মও পুংলিঙ্গ-বাচক। ১১

জ্যোতিঃও প্রকৃতির এক প্রকার বিকাশ। ব্রহ্ম অপ্রকৃতি। সেইজন্য তিনি জ্যোতিঃ নহেন। যখন তিনি সগুণ হ'ন্ তখন তিনি জ্যোতির্ম্ময় হ'ন্। ১২

সকল সামগ্রীর এক প্রকার গুণও নহে। সকল সামগ্রী এক প্রকারও নহে। নিরাকার ব্রহ্মে এবং নিরাকার জীবে অনেক প্রভেদ আছে। ১৩

নিরাকার সুন্দরও ন'ন্, অসুন্দরও ন'ন্। সাকার সুন্দরও ন'ন্, অসুন্দরও ন'ন্। আকারের সৌন্দর্য্য আছে, রূপের সৌন্দর্য্য আছে। ১৪

নিরাকারের অস্তিত্ব বোধের দ্বারা জানিতে হয়। নিরাকার দর্শনীয় নহেন। দর্শনীয় আকার। ১৫

আকার নিঃশক্তি। আকার জড়। সাকার শক্তিমান। সাকার জড়ও নয়, সাকার শক্তিও নয়। ১৬

নিরাকার-শব্দ লিখিলে তাহা সাকার হয়। নিরাকার আকার বিশিষ্ট হইলে সাকার হ'ন্। ১৭

মূর্ত্তি আকার। মূর্ত্তিমান সাকার। ১৮

সাকার নিরাকারে কোন প্রভেদ নাই। নিরাকারই আকার-বিশিষ্ট হইলে সাকার হ'ন্। ১৯

সাকার নিরাকার উভয়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি আকার দেখিতে পান। বোধ দ্বারা সাকার-নিরাকার উপলব্ধি করি। ২০

বাইবেল-অনুসারে পরমেশ্বর সাকার প্রতিপন্ন হয়। বাইবেলে "God made man after His own image" বলা হইয়াছে। ২১

ঈশ্বরকে জড় বলিয়া কেহই স্বীকার করেন না। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। জগতে যত শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সে সমস্তই তাঁহাতে ছিল। ২২

ঈশ্বরের সৃষ্ট চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, এবং অগ্নির জ্যোতিঃ আছে। অথচ ঈশ্বরকেও জ্যোতির্ম্ময় এবং জ্যোতিঃ বলা হয়। ঈশ্বরকে জ্যোতির্ম্ময় এবং জ্যোতিঃর পরিবর্ত্তে অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় এবং অপরূপ জ্যোতিঃ বলাই উচিত। ২৩

কত স্ত্রীলোক আপন আপন পুত্রকে সৃষ্টিধর

বলিয়া আদর করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিধর স্বয়ং ঈশ্বর। ২৪

ঈশ্বরের যে সমস্ত প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করা যায় সেই সমস্ত প্রতিমূর্ত্তি হইতে সময়ে সময়ে ঈশ্বর কত সিদ্ধগণকে দর্শন দিয়াছিলেন। সেই সকল সিদ্ধগণ ভবিষ্য-বংশের উপকারের জন্য সেই সকল প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২৫

নানা শাস্ত্র মতে ঈশ্বর যদ্যপি জ্যোতির্ম্ময় হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আকাশময়, বায়ুময়, জলময় এবং পৃথিবীময়ই বা হইতে পারিবেন না কেন? ২৬

চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি কিম্বা কোন মণির ন্যায় ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ নহে। ঐশ্বরিক জ্যোতির তুলনা নাই। তাহা অপরূপ জ্যোতিঃ। ২৭

ঈশ্বর অনেক নিয়ম করিয়াছেন। সে সমস্ত নিয়মই অপরিবর্ত্তনীয়। ঈশ্বর যাঁহার সম্বন্ধে যে নিয়ম করিয়াছেন তাঁহাকে সে নিয়ম পালন করিতেই হইবে। ২৮

কোন মনুষ্যই যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে না। যাহা ইচ্ছা তাহা কেবল সেই সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বরই করিতে পারেন। ২৯

নিয়তির বশবর্ত্তী কেহ নিজ ইচ্ছায় হইতে পারে না। ঈশ্বরেচ্ছায় জীব নিয়তির বশ। ৩০

অতি প্রাচীন পাতঞ্জলদর্শনেও ঈশ্বর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে তিনি সাকার কি নিরাকার তাহা তাহাতে বলা হয় নাই। ৩১

ধর্ম্মই স্বয়ং ঈশ্বর। সমস্ত ধর্ম্মই একই ঈশ্বর হইতে বিকাশিত হইয়াছে। ৩২

বাইবেলের মতে ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তি। যথা—"God is Spirit" Spirit অর্থে শক্তি। ৩৩

ঈশ্বর সগুণ এবং সক্রিয়। তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমানও বলা যায়। ৩৪

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। সেইজন্য তিনি সমস্ত বিপদ হইতেই উত্তীর্ণ করিতে পারেন। তিনি বিপদ-ভঞ্জন দয়াময়। ৩৫

ঈশ্বর পুরুষ-প্রকৃতি নহেন বলিলে তুমি তাঁহাকে কি বাড়াবে? ঈশ্বরের সৃষ্ট নপুংসক ত' পুরুষও নহে, প্রকৃতিও নহে! তবে তোমার মতে ঈশ্বর কি নপুংসক? ৩৬

সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই নহে। ৩৭

ঈশ্বর প্রতিগৃহে বিরাজ করিতেছেন, ঈশ্বর প্রতিহৃদে বিরাজ করিতেছেন। ঈশ্বর সৃষ্টি ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তবে কেবল গির্জ্জাই পবিত্র স্থান বলিতে পার না। ঈশ্বর সর্ব্বত্রে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া জগতের কোন স্থানই অপবিত্র নহে। ৩৮

ঈশ্বর নিজ শক্তিদ্বারা সমস্ত সৃজন করিয়াছেন। ঈশ্বরের শক্তি না থাকিলে তাঁহাকে কেহই মানিত না। তাঁহার শক্তি আছে বলিয়াই তাঁহাকে সকলে মানে। ৩৯

ঈশ্বর নিয়তই সৃজন করিতেছেন। ঈশ্বর নিয়তই পালন করিতেছেন। ঈশ্বর নিয়তই নাশ করিতেছেন। ৪০

ঈশ্বর যে সমস্ত মনুষ্য সৃজন করিয়াছেন তাহারা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন। ঈশ্বর তাহাদের কখনও অধীন হ'ন না। ঈশ্বর চিরস্বাধীন। ৪১

বাইবেলীয় মুশা ঈশ্বরকে জ্যোতির্ম্ময় দেখিয়াছিলেন। আর্য্য এবং অপরাপরদেশীয় অনেক সাধুপুরুষই ঈশ্বরের জ্যোতিঃ দেখিয়া থাকেন। ৪২

কেবল ঈশ্বর বলিলে কেবল 'গড' বলিলে, কেবল 'জেহোভা' বলিলে ঈশ্বরের সমস্ত গুণ প্রকাশ করা যায় না। সেইজন্যই ঈশ্বরের বহুগুণ প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার বহুগুণবাচক বহু শব্দও আছে। ৪৩

ঈশ্বরের সাধু-প্রতিনিধিগণ দ্বারা যে কার্য্য সাধিত না হয় সে কার্য্য তাঁহার পুত্র দ্বারাই সাধন করেন। তাঁহার পুত্র দ্বারা যে কার্য্য সাধিত না হয়, সে কার্য্য তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াই করিয়া থাকেন। ৪৪

(গ)

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ। সেইজন্য তাঁহাকে নিত্য, যোগমায়া এবং রাধা বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণই নিত্য। কারণ তিনিই সৎ। সৎ অর্থে নিত্য। শ্রীকৃষ্ণই যোগমায়া, শ্রীকৃষ্ণই যোগিনীশক্তি। চিৎই সতের সঙ্গে আনন্দের যোগ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া চিৎ অর্থে যোগিনীশক্তি। শ্রীকৃষ্ণই আনন্দ। ১

সচ্চিদানন্দ শব্দের অর্থ যিনি বুঝিয়াছেন তিনি কৃষ্ণ, কালী এবং রাধা যে অভেদ, তাহাও বুঝিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ শব্দ অর্থেই যে কৃষ্ণ-কালী-রাধা। ২

প্রথমতঃ বীজ স্থূল থাকে। সেই স্থূল-বীজের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে স্থূলবৃক্ষ থাকে। স্থূল-বীজ বপন করিলে তাহাই অব্যক্ত সূক্ষ্ম হয়। আবার সেই বীজমধ্যগত অব্যক্ত সূক্ষ্মবৃক্ষই স্থূলবৃক্ষ হয়। স্থূল সূক্ষ্ম হয় এবং সূক্ষ্ম স্থূল হয়, জড় চৈতন্য হয় এবং চৈতন্য জড় হয়। সেইজন্য বলি একরূপে সচ্চিদানন্দ জড় এবং অপর রূপে সেই সচ্চিদানন্দই চৈতন্য। ৩

সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কারণেরও কারণ সেইজন্য তাঁহাকেই মহাকারণ বলা যাইতে পারে। ৪

সচ্চিদানন্দ সর্ব্বব্যাপী। সেইজন্য ভক্তগণ তাঁহার যে সমস্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গিয়াছেন সেই সমস্ত মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি অভক্তগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইলেও সেই সকল প্রতিমূর্ত্তিতেও সচ্চিদানন্দ বিরাজিত থাকেন। ৫

কৃষ্ণবিষ্ণুকে এবং তাঁহার প্রত্যেক অবতারকেই সচ্চিদানন্দ বলা যায়। সচ্চিদানন্দ সর্ব্বশক্তিমান। সেই শ্রীকৃষ্ণই নিত্যজ্ঞান এবং নিত্যানন্দ। ৬

সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ কোন জীবের পিতা নহেন বলিতে পার না। কারণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্মমহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা"॥ ৪

৭

সচ্চিদানন্দ বলিলে সচ্চিৎ ও সদানন্দ বোঝায়। সচ্চিদানন্দ বলিলে নিত্যচিৎও বোঝায় আর নিত্যানন্দও বোঝায়। ৮

সচ্চিদানন্দ শব্দ পুরুষবাচক। সেইজন্য সচ্চিদানন্দকে পুরুষ বলা হয়। সচ্চিদানন্দ শব্দ পুরুষবাচক। সেই জন্য সচ্চিদানন্দকে পুরুষ প্রকৃতির অতীত বলা হয় না। ৯

পুরুষ-প্রকৃতির অতীত যিনি, তিনিই সদংশে পুরুষ, চিদংশে প্রকৃতি-যোগমায়াশক্তি ও আনন্দাংশে প্রকৃতি-রাধাশক্তি হইয়াছিলেন। ১০

অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ। অল্প অগ্নিও অধিক হইতে পারে। পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও অপরিমিত সচ্চিদানন্দ হইতে পারেন। ১১

সচ্চিদানন্দ কেবল প্রেমভক্তির সমুদ্র নহেন, তিনিই প্রেমভক্তি, তিনিই জ্ঞানবিজ্ঞান। ১২

যেমন বৃক্ষে বৃক্ষশাখা আছে তদ্রূপ সচ্চিদানন্দে সৃষ্টি আছে। ১৩

সচ্চিদানন্দের কতকগুলি গুণপ্রকাশক নাম, সচ্চিদানন্দের কতকগুলি রূপপ্রকাশক নাম, সচ্চিদানন্দের কতকগুলি স্বরূপ প্রকাশক নাম। সচ্চিদানন্দের আরও কত কি-প্রকাশক নাম আছে। ১৪

মানবজীবনে যখন ভক্তিলাভেচ্ছারূপ ক্ষুধার

সময় হয় তখন সে ক্ষুধা নিবৃত্তি গুরুরূপে স্বয়ং সচ্চিদানন্দই করিয়া থাকেন। ১৫

শাস্ত্ররূপ সমুদ্রসকলের সমস্ত রত্ন সচ্চিদানন্দের বিশেষ কৃপা ব্যতীত একত্রে সংগ্রহ করা যায় না। ১৬

বিজ্ঞান যাঁহার সীমা করিতে পারে না তিনিই সচ্চিদানন্দ। তিনি বিজ্ঞানের অতীত পুরুষ। ১৭

সচ্চিদানন্দ তোমার অন্তরে থাকায় তোমার প্রতি তাঁহারই করুণা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তোমার ভিতরে রহিয়াছেন অথচ তুমি তাঁহাকে ভালবাস না। ১৮

সচ্চিদানন্দ তোমার অন্তরে আছেন অথচ তাঁহার প্রতি তোমার অনুরাগ নাই। পুত্রকলত্র তোমার বাহিরে রহিয়াছে। তথাপি তোমার তাহাদের প্রতিই বিশেষ অনুরাগ। ১৯

সচ্চিদানন্দ শব্দের সং নিত্যসত্য, সচ্চিদানন্দ শব্দের চিৎ জ্ঞান, সচ্চিদানন্দ শব্দের আনন্দ আহ্লাদ। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ তিনই হরি। ২০

বৃক্ষের রসের মধ্যে ফল, ফলের ত্বক, ফলের বীজ, ফলের রস কিম্বা ফলের শস্য অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ সকল সূক্ষ্ম রূপে বৃক্ষরসের মধ্যে অব্যক্ত থাকে। সচ্চিদানন্দের মধ্যেও ঐ প্রকারে সমস্ত বস্তু অব্যক্ত ভাবে ছিল। ২১

নিরঞ্জন কোন জীব হইতে পারে না। নিরঞ্জন স্বয়ং সচ্চিদানন্দ। ২২

এক প্রকার কথাই বিভিন্ন ব্যক্তি উচ্চারণ করিলে তাহা বিভিন্ন স্বরযুক্ত হয়। এক সচ্চিদানন্দও বহুপ্রকার হইতে পারেন। ২৩

সচ্চিদানন্দ আন্তরিকই বটেন। কিন্তু তুমি তাঁহাকে আন্তরিক ত' ভাব না। তুমি যদি তাঁহাকে আন্তরিক ভাবিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার কোন আন্তরিক কষ্টও হইত না। ২৪

সচ্চিদানন্দ তোমার অন্তরে আছেন, কেবল বলিলে কি হ'বে? যে চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করা যায় সে চক্ষু ত' তোমার নাই। সচ্চিদানন্দ তোমার মধ্যে আছেন যদি তুমি নিশ্চিত জানিতে তাহা হইলে তুমি কোন কুকার্য্যই করিতে পারিতে না। ২৫

সচ্চিদানন্দ অন্তরে আছেন, তুমি শুনিয়াছ। যে দিন তাঁহাকে অন্তরে দর্শন করিবে সেদিন হইতে আর তাঁহাকে অন্তরে ভাবিবে না। ২৬

সৎ-স্বরূপ বীজ হইতে জ্ঞান-বৃক্ষ বিকাশিত হয়। জ্ঞান-বৃক্ষে আনন্দ-ফল ফলে। ২৭

বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণই পতি। পতির যেমন নিজ পত্নীর উপর আধিপত্য আছে তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণেরও প্রত্যেক জীবের উপর আধিপত্য আছে। ২৮

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন রূপ। সেই তিন রূপ ভঙ্গ করিয়া যিনি একরূপ হইয়াছেন, তিনিই ত্রিভঙ্গ। সেই ত্রিভঙ্গের এক নাম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পিতা-পুত্র-পবিত্রাত্মার সমষ্টি। ২৯

অগ্নিদ্বারা ঐ তিনটী স্বর্ণমূর্ত্তি গলাইয়া একটী মূর্ত্তি করা যাইতে পারে। পিতা-পুত্র-পবিত্রাত্মাও জ্ঞানপ্রভাবে এক হইতে পারেন। সেই এককেই ত্রিভঙ্গ বলা যাইতে পারে। সেই ত্রিভঙ্গ স্বয়ং চৈতন্য। সেই ত্রিভঙ্গ অদ্বৈত-নিত্যানন্দ। তিনি সর্ব্বশক্তিমান পরম পুরুষ। তাঁহাকেই মহাপুরুষ এবং পুরুষোত্তম বলা হয়। ৩০

অগ্নিকে অগ্নি বলিলেও অগ্নি যাহা তাহাই থাকিবে, অগ্নিকে 'ফায়ার' বলিলেও অগ্নি যাহা তাহাই থাকিবে। ঈশ্বরকে শিব বলিলেও ঈশ্বর যাহা তাহা থাকিবেন, ঈশ্বরকে 'গড' বলিলেও ঈশ্বর যাহা তাহা থাকিবেন। ৩১

নারায়ণ নিজ ইচ্ছায় সূর্য্যমণ্ডলে প্রকাশিত রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম স্বপ্রকাশ। ৩২

বিষ্ণু-মধু কৈটভ বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর নাম মধুসূদন। ৩৩

ঐ সংবাদ-পত্রকে যে ভাবে 'আলোক' বলা হইয়াছে, সেই ভাবে পরমেশ্বরকেও অগ্নি, চন্দ্র এবং সূর্য্য বলা যাইতে পারে। ৩৪

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে অনেক পুরাণেই পরমেশ্বরকে পিতা বলা হইয়াছে। বাইবেলীয় যিশু সেই পরমেশ্বরকেই পিতা বলিতেন। ৩৫

সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছাধীন কে নহে? তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। ৩৬

জীবিত মনুষ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করিলেও তন্মধ্যে আত্মা দৃষ্ট হ'ন্ না। কোন প্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করতঃ চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেও তন্মধ্যে সচ্চিদানন্দকে দর্শন করা যায় না। ৩৭

মস্তকে যে দিব্য গৃহ রহিয়াছে তাহার মধ্যেই পরম-শিবস্বরূপ পরমদীপ হইতে দিব্যালোক নিঃস্বারিত হইতেছে। সেই দিব্যালোকই বিবেকীর দিব্য জ্ঞানের কারণ। ৩৮

সমস্ত কারণের কারণ যিনি তিনিই মহাকারণ। মহাকারণই শিব। ৩৯

পরমেশ্বর শিবের সহিত পরমেশ্বরী কালীর কোন প্রভেদ নাই। যিনি শিব, তিনিই কালী। জনকরূপে যিনি শিব, জননীরূপে তিনিই কালী। শিব জগজ্জনক। কালী জগজ্জননী। ৪০

কোন কোন কাশীবাসী রাধানাম পর্য্যন্ত শুনিতে পারেন না, রাধার প্রতি তাঁহাদের অতিশয় হতশ্রদ্ধা। মহাভাগবত-অনুসারে শিবই রাধা হইয়াছেন যিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার রাধার প্রতি শিব অপেক্ষা কম ভক্তি নাই। ৪১

শিবকে তমোগুণান্বিত বল কেন? সত্ত্বগুণের শ্বেতবর্ণ। শিবেরও রজতগিরির তুল্য শ্বেতবর্ণ। ৪২

জীবের মৃত্যু আছে। জীব অমর নহে। শিব মৃত্যুঞ্জয়, তিনি অমর। তিনিই আত্মা। জীব অনাত্মা। ৪৩

জীব নানা প্রকার অবস্থার অধীন। শিব কোন অবস্থারই অধীন ন'ন্। ৪৪

জীব সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে না। সর্ব্বত্যাগী হইবার শক্তি শিবেরই আছে। ৪৫

মৃণালে কণ্টক আছে বলিয়া কি মৃণালিনী গ্রহণ করিবে না? শিবের অঙ্গে সর্প আছে বলিয়া কি শিবপূজা করিবে না? ৪৬

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শিবকে—

"সদাশিবং সদানন্দং করুণামৃতসাগরং"—

বলা হইয়াছে, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে তাঁহাকেই "শুদ্ধসত্ত্বময়ং বিভুম্" বলা হইয়াছে। অথচ তিনিই আবার আবশ্যক মতে রুদ্র এবং মহারুদ্র হ'ন্। ৪৭

মহাভাগবতের মতে স্বয়ং কালী শ্রীকৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায় অনুসারে জানা যায় সেই শ্রীকৃষ্ণই লোকক্ষয়কারক সর্ব্বসংহারক কাল-মূর্ত্তি হইয়াছিলেন। কাল যিনি তাঁহাকেই রুদ্র বলা যাইতে পারে, কারণ রুদ্রব্যতীত অপর কাহারও সংহার করিবার ক্ষমতা নাই। ৪৮

কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থ মতে শিব পরম বৈষ্ণব। কোন কোন তন্ত্রমতে শিব পরমশাক্ত। বিষ্ণু আর শক্তিতে কোন ভেদ নাই বোঝাইবার জন্যই শিব কখনও বৈষ্ণব এবং কখনও শাক্ত হইয়াছিলেন। ৪৯

শিব কাশীশ্বর কাশীর রাজা হইলেও ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অস্থিমালা, সর্প এবং বিভূতি প্রভৃতি অতি হেয় এবং সামান্য পদার্থ সকল তাঁহার বেশ ও ভূষণ। কিন্তু সেই কাশীশ্বরের কৃপায় কাশী এবং

বিশ্ববাসীগণ অন্নবস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হইতেছেন। শিবের পরিচ্ছদ এবং স্বভাব সত্ত্বগুণী ধনীগণের আদর্শনীয়। ৫০

এ রত্নাকরে রত্ন ভিন্ন অন্যান্য কত সামগ্রী আছে, এ রত্নাকরে রত্ন ভিন্ন কত হিংস্র জন্তুও আছে। কিন্তু শিবরত্নাকরে জ্ঞানরত্ন ভিন্ন অন্য কোন সামান্য সামগ্রী নাই। ৫১

শুকদেব গোস্বামী যে জন্মে শুকপক্ষী ছিলেন সেই জন্ম তিনি যে শিবপ্রদত্ত ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছিলেন সেই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে তিনি মায়াবিহীন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। যে শিবপ্রদত্ত ব্রহ্মজ্ঞানবলে ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধে শুকদেব অদ্যাপি অতুল হইয়া রহিয়াছেন, সে শিব যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে শিব যে সর্ব্বপূজ্য সে সম্বন্ধে আর সংশয় নাই। ৫২

যে সমস্ত পুরাণে হরির প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে সেই সমস্ত পুরাণের মধ্যে কোন এক পুরাণে বলা হইয়াছে,—

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"॥

যে সমস্ত পুরাণে শিবের মাহাত্ম্য বিশেষ রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, সে সমস্ত পুরাণে শিবকেই প্রধান বলা হইয়াছে। সে সমস্ত পুরাণের মধ্যে কতকগুলিতে কলিতে শিবনাম ও শিবই সার বলা হইয়াছে। সে সম্বন্ধে কাশীখণ্ড বিশেষ প্রমাণস্থল। কাশীখণ্ডের দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ের ১২৫ শ্লোকে এইরূপ বর্ণিত আছে,

"কলৌ বিশ্বেশ্বরোদেবঃ কলৌ বারানসীপুরী।
কলৌ ভাগীরথী গঙ্গা কলৌ দানং বিশিষ্যতে"॥ ৫৩

শিব অপেক্ষা যদি কিছু উৎকৃষ্ট থাকিত তাহা হইলে তাহা শিবও দিতে পারিতেন না। শিবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৫৪

শিবই বিশ্বনাথ। তিনি অনাদি-অনন্ত। কাশীখণ্ডে আছে, ব্রহ্মা তাঁহার আদি জানিতে পাতালে গিয়াছিলেন। তথাপি তিনি তাঁহার আদি পান নাই। বিষ্ণু স্বর্গে তাঁহার অন্ত জানিতে গিয়াছিলেন তিনিও তাঁহার অন্ত পান নাই। ৫৫

শিব আশুতোষ। তিনি পরমেশ্বর। ৫৬

স্বয়ং শিবই কারণ। কারণ যিনি, তিনি আনন্দ। যে কোষে তিনি থাকেন তাহা আনন্দময় কোষ। ৫৭

শিবই কারণ। সেই কারণই পরমাত্মা। তিনি যে শরীরমধ্যে থাকেন তাহাই কারণ-শরীর। ৫৮

সকল কারণের কারণ শিব। তিনিই মহাকারণ। মহাপ্রলয়ের সময় সকল কারণই সেই মহাকারণে লয় হয়। ৫৯

শিবের গলায় অস্থিমালা, শিব চিতাভস্ম ভূষিত। তিনি শ্মশানে বাস করেন বলিয়া তাঁহাকে শ্মশানবাসী বলা হয়। শিব নিজে শ্মশানে বাস করেন, তুমি শ্মশান অপবিত্র বলিতে পার না। ৬০

রাঢ়দেশে যে তারকেশ্বর আছেন, তিনিও অশাস্ত্রীয় নহেন। তাঁহার উল্লেখও মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে আছে। তিনি সমস্ত শিব-পীঠের মধ্যে এক মহাপীঠ। ৬১

জল যেমন মৃত্তিকার অন্তর্ব্বাহ্যে পরিপূর্ণ থাকিতে পারে, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ শিবও দিব্যজ্ঞানীর অন্তর্ব্বাহ্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। ৬২

কাল শিব। সেই কালের শক্তি কালী। সেই শক্তিপ্রভাবে নানা কার্য্য সম্পন্ন হয়। অধ্যাত্ম-রামায়ণ মতে সেই কাল ও শ্রীরামচন্দ্র অভেদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সেই শিব-কাল রূপে নিজের ঐশ্বর্য্য সকল অর্জ্জুনকে দেখায়েছিলেন। সেই কাল-পুরুষেরই অপার

নাম গীতায় বিশ্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। কাল-পুরুষ বিশ্বরূপ। আর সেই বিশ্বরূপ-কালপুরুষ-ব্যাপিনী কালী। সেই কালী-শক্তি প্রভাবে কালপুরুষ সগুণ ও সক্রিয়। ৬৩

শক্তিমান স্বয়ং শিব। শিবও নিত্য, শিবের শক্তিও নিত্য। শক্তি নিত্য না হইলে, সৃজন-কালে শিব শক্তি কোথা পান? ৬৪

সৎ বীজস্বরূপ। যখন কেবল মাত্র সৎ ছিলেন তখন অপর কিছুই সৃষ্ট হয় নাই। তখন সমস্তই সতে ছিল। সেইজন্য সৎ অদ্বৈত। অদ্বৈতই শিব। ৬৫

শিবই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। তিনি জগতের সকল ভাষাতেই কথা কহিতে পারেন। তিনি জগতের সকল ভাষাই বুঝিতে পারেন। জগতের সকল ভাষা অবলম্বনেই ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারে। ৬৬

জীবের পরিমিত দৃষ্টি-শক্তি। জীব সর্ব্বদর্শী নহে। সর্ব্বদর্শী যিনি তিনিই পরমেশ্বর। পরমেশ্বরই শিব। ৬৭

শিব কাহারও অনিষ্ট করেন না। শিব যে মঙ্গল-কারণ। তিনি মঙ্গলই করিয়া থাকেন। ৬৮

শিব মঙ্গল-মূর্ত্তি, শিব মায়াবিহীন দিগম্বর। সেইজন্য শিব সদানন্দ। সেইজন্যই শিবের চিন্মায়ার সহিত যোগ নাই। সেইজন্য তাঁহাকে মায়াতীত বলা হয়। ৬৯

শিবেরই এক মূর্ত্তি রুদ্র। যথার্থই রুদ্র সংহারকর্ত্তা। রুদ্রই সমস্ত পাপ সংহার করিয়া থাকেন। রুদ্র যখন যাহার পাপ সংহার করেন তখন তিনি তাঁহার পক্ষে শিব হইয়া থাকেন। ৭০

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে "সদাশিবং সদানন্দং" বলা হইয়াছে। শিবকেই সদানন্দ বলা হয়। ৭১

শিবের মধ্যদেশ কেবল কাশীতে আছে বলি না। কেবল কাশীতে শিবের মধ্য আছে স্বীকার করিলে শিবের অন্ত আছেও স্বীকার করা হয়। সমস্ত জগৎ শিবের মধ্য। ৭২

পাতালে শিবের আদি নাই, তিনি যে অনাদি। স্বর্গে শিবের অন্ত নাই, তিনি যে অনন্ত। ৭৩

শিবব্যতীত অন্য কেহই মদন ভষ্ম করিতে পারেন নাই। শিবের ন্যায় অন্য কাহারও মদন ভষ্ম করিবার ক্ষমতাও নাই। ৭৪

যোগানন্দ-শিব-মহেশ্বর মহাযোগের অনুষ্ঠান করতঃ জগতকে যোগ-শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতা এবং উত্তরগীতা দ্বারা অর্জ্জুনকে বাচনিক যোগ-শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাকে যোগাচার্য্য বলা হয়। ৭৫

আনন্দ ও শিব প্রভৃতি পরমেশ্বরের গুণবাচক নাম। সুন্দর ও ভুবন-মোহন প্রভৃতি তাঁহার রূপবাচক নাম। সৎ ও চৈতন্য তাঁহার স্বরূপবাচক নাম। ৭৬

মস্তকে কারণ শরীর। সেই কারণ-শরীরে জ্ঞানের কারণ শিবগুরু রহিয়াছেন। ৭৭

দেহী জীবাত্মা। বিদেহী পরমাত্মাশিব। ৭৮

শিবই বিদ্যাধর। কারণ সকল প্রকার বিদ্যাই তাঁহাতে নিহিত আছে। ৭৯

অধ্যাত্মতত্ত্বপক্ষে স্বয়ং কালীই বিদ্যা। সেই বিদ্যা শিবে আছেন। সেইজন্য শিবকে বিদ্যাধর বলা যায়। ৮০

শিবের মধ্যে শক্তি আছেন। সেইজন্য শক্তির স্বামী শিব। শিব ঈশ্বর। কেহ কেহ সেই শিবকেই পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন। ৮১

শিবের ন্যায় মদন ভষ্ম করিবার ক্ষমতা কোন জীবের নাই। শিব যে উর্দ্ধরেতা-কামজয়ী-নিষ্কাম-নিরঞ্জন। তিনি যে সর্ব্বশক্তিময়ী আদ্যা-শক্তি কালীর স্বামী! তাঁহার হৃদয়ে সেই কালী

যে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত! তিনি যে কালীনাথ! ৮২

অনন্ত-শক্তিমান যিনি, তিনিও অনন্ত। অনন্ত যে সদানন্দ। ৮৩

সদানন্দের নিরানন্দ নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তন নাই। তিনি সদাশিব। ৮৪

কোন ব্যক্তিই পূর্ণ নহে। সেইজন্য কোন ব্যক্তিই সর্ব্বতত্ত্ব শিক্ষা দিবার উপযুক্ত নহেন। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞান যাঁহার আছে তিনি মনুষ্য ন'ন্। তিনি সদানন্দ সদাশিব। ৮৫

সদাশিব পরমাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মায় অনেক পার্থক্য আছে। পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান, তিনি কাহারও অধীন ন'ন্। জীবাত্মা পরমাত্মার অধীন, সে সর্ব্বশক্তিমান নহে। ৮৬

চকমকির পাথরের ভিতরে যত কাল অগ্নি অব্যক্ত থাকে, তত কাল তাহা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। ব্যক্ত হইয়া দাহ প্রভৃতি কার্য্য করিলেই তাহা সগুণ ও সক্রিয়। শিবচৈতন্য যতকাল জড়ের মধ্যে অব্যক্ত থাকেন তত কাল তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। ব্যক্ত হইয়া কার্য্য করিলেই তিনি সগুণ ও সক্রিয়। ৮৭

তপস্যা।

তপস্যাও নিন্দনীয় নহে। প্রেমভক্তিলাভ করিয়াও মাধাই মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে আছে,—

"পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই॥" ১

তপস্যার অন্তর্গত অনেক সাধনা আছে। ২

নিজের নিন্দা সহ্য করা, নিজ প্রেমাস্পদগণের নিন্দা সহ্য করা মহাতপস্যা। ৩

তপস্যার অন্তর্গত অনেক সাধনা আছে। প্রথমতঃ সাধক-তপস্বী হইয়া পরে সিদ্ধ-তপস্বী হইতে হয়। ৪

তপস্যার ফলও এক প্রকার সিদ্ধি। ৫

তপস্যাদ্বারা সিদ্ধ হইতে হইলে সুদীর্ঘ কালের প্রয়োজন হয় বলিয়া বিশ্বামিত্রকে ষাট হাজার বৎসরে ব্রহ্মর্ষি হইতে হইয়াছে। বাল্মিকী-রামায়ণ অনুসারে ত্রেতার আচরিত তপস্যার ফল শীঘ্র ফলে না। ৬

তপস্যার অদ্ভুত প্রভাব। পুরাকালে তপস্যা প্রভাবে কত অদ্ভুত কার্য্য সকল সাধিত হইয়াছে। তপস্যা প্রভাবে নানা প্রকার দৈহিক কষ্টবোধ নিরুদ্ধ হইতে পারে। ৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিন প্রকার তপস্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই তিন প্রকার তপস্যায় গৃহস্থের অধিকার নাই বলা হয় নাই। সেই তিন প্রকার তপস্যায় কোন অশ্রেষ্ঠ বর্ণের অধিকার নাই তাহাও বলা হয় নাই। ৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তিন প্রকার তপস্যার উল্লেখ করিয়াছেন। কলিকালের পক্ষে তপস্যা নহে, তাহা ত' তিনি ঐ গ্রন্থে বলেন নাই। কলিকালে তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না, তাহাও তিনি বলেন নাই। ৯

ভগবদ্গীতায় যে ত্রিবিধ তপের উল্লেখ আছে কলিকালেও সেই ত্রিবিধ তপ করা যাইতে পারে। সেই ত্রিবিধ তপ কলির পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। ১০

বাঙ্ময়-তাপসের বাক্য প্রয়োগ সম্বন্ধে নানা প্রকার নিয়ম আছে। ১১

বাঙ্ময়-তাপস যে বাক্য প্রয়োগ করিলে কাহারও লজ্জা বোধ হয় সে বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। যে বাক্য প্রয়োগ করিলে কাহারও দুঃখ বোধ হয় সে বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। যে বাক্য প্রয়োগ করিলে কাহারও অপমানना বোধ হয় সে বাক্যও

প্রয়োগ করিবেন না। যে বাক্য প্রয়োগ করিলে কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট হয় সে বাক্য প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য। ১২

যখন তোমাকে বহু লোক তিরস্কার, ঘৃণা, বিদ্রূপ, অবমাননা এবং ভয়ানক নির্যাতন করিলেও সেই সকল লোকের প্রতি তোমার রাগ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা কিম্বা দুঃখ বোধ কিম্বা অবমাননা বোধ হইবে না তখনই তোমার মানসী তিতিক্ষা লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১৩

জপ।

জপ তিন প্রকার। বাঙ্ময় জপ, মনোময় জপ এবং প্রাণময় জপ। ১

বাক্যের সাহায্য ব্যতীত কেবল মনের সাহায্যে যে জপ করা হয় তাহাই মনোময় জপ। সে জপে মন্ত্র কেবল স্মরণ করিতে হয়। ২

গুরুর মুখপদ্ম হইতে মন্ত্র বাঙ্ময় হইয়া নির্গত হয়। মন্ত্র যখন বাঙ্ময় হয় তখন তাহা সাকার। নতুবা তাহা নিরাকার। ৩

কেবল প্রাণের সাহায্যে যে মন্ত্র ধ্বনি করা হ তাহাই প্রাণময় জপ। প্রাণের সাহায্যে রেচক করিবার সময়েও মন্ত্র-ধ্বনি করা যাইতে পারে, প্রাণের সাহায্যে পূরক করিবার সময়ও মন্ত্রধ্বনি করা যাইতে পারে। অধোবায়ু ঊর্দ্ধে তুলিবার সময় মন্ত্রধ্বনি করা যাইতে পারে। ৪

যখন প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে তখন বায়ু হইতে শব্দ উত্থিত হইতে থাকে। বাক্য স্ফুরণও শব্দসহযোগে হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রাণময় জপের সময়ে বাঙ্ময় মন্ত্র প্রাণবায়ুর উত্থান সময়ে স্ফুরিত হইতে পারে, প্রাণবায়ু রেচন এবং পূরণ সময়ও স্ফুরিত হইতে পারে। ৫

কুম্ভকের সময় প্রাণ স্থির থাকে। সেই জন্য সে সময়ে প্রাণধ্বনি হয় না। প্রাণধ্বনি ব্যতীত প্রাণময় জপও হইতে পারে না। সেই জন্য কুম্ভক সময়ে প্রাণময় জপ হইতে পারে না। ৬

স্থির ভাবে প্রাণকে রাখার নাম কুম্ভক। স্থির ভাবে প্রাণকে রাখিতে হইলে প্রাণবায়ু স্তম্ভন করিতে হয়। প্রাণবায়ু রোধ করার নামই প্রাণবায়ু স্তম্ভন করা। ৭

দয়া।

(ক)

শোক, দুঃখ এবং দারিদ্র্য দর্শনে দয়ার উদ্রেক হয়। ১

অপর ব্যক্তির অভাব পূরণের অভিলাষ যে বৃত্তিপ্রভাবে হয়, অপরের দুঃখ ও শোক নিবারণের ইচ্ছা যে বৃত্তি প্রভাবে হয় সেই বৃত্তিকেই দয়া বলা যায়। ২

অধিক দয়া যাঁহার আছে তিনি দয়া করা কর্ত্তব্য বোধে দয়া করেন না। তিনি নিজ দয়াল স্বভাব-বশতঃই দয়া করিবার যোগ্য ব্যক্তির প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। ৩

যাঁহার দয়া আছে, তাঁহাকে দয়া করিলে পুণ্য হইবে না বলিলেও তিনি দয়া কবিবেন। যাঁহার দয়া আছে, তাঁহাকে দয়া করিলে পাপ হয় বলিলেও তাঁহার দয়াবৃত্তি কুণ্ঠিত হইতে পারে না। ৪

কাহারও প্রহার দ্বারা কোন বিষধরও যদি নিজ আহার্য্য অ.হরণে অপারগ হয় অতি সাবধানে তাহাকেও আহার্য্য দিবে। তোমার সম্মুখে সেও যেন অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। ৫

পরম শত্রুও যদি বিপদে পড়ে, তাহার

প্রতিও দয়া করিবে। কিন্তু সেই শত্রুর সঙ্গ অতি সাবধানে করিবে। ৬

তুমি ঈশ্বরের, তোমার দয়া ঈশ্বরের, তুমি যাহার প্রতি দয়া কর সে ঈশ্বরের, তুমি দয়াবশতঃ যাহাকে যাহা দান কর তাহাও ঈশ্বরের। তবে তুমি কাহারও প্রতি দয়া করিলে তাহার নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা কর কেন? তাহার মাথা কিনিয়াছ, এরূপ বোধই বা কর কেন? ৭

মহানির্ব্বাণতন্ত্র-অনুসারে সৎ-ক্রিয়ান্বিত দরিদ্রকেই দান করা কর্ত্তব্য। ঐ মহাতন্ত্রে কোন অসৎ পাত্রে দান করিবার বিধি নাই এবং কোন ধনীকে দান করিবারও বিধি নাই। ঐ তন্ত্রে লিখিত আছে,—

"কলৌ দানং মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ।
তৎপাত্রং কেবলং জ্ঞেয়োদরিদ্রঃ সৎক্রিয়ান্বিতঃ॥

(খ)

কাহারও দুরবস্থা দর্শনে যদ্যপি তোমার দুঃখোদয় হয় এবং তোমার সেই দুঃখোদয় বশতঃ যদি সে ব্যক্তির প্রতি তোমার দয়া হয়, তুমি সেই দয়াধীন হইয়া যদ্যপি সেই ব্যক্তির দুরবস্থা দূর করিতে পার তাহা হইলে অবশ্যই তোমার সেই দুঃখের অভাব হয়। দুঃখের অভাবই সুখ। তাহা হইলে অবশ্যই তোমার সুখ বোধ হয়।

কাহারও প্রতি দয়া করিয়া যাহার সুখ বোধ হয়, তাহার দয়া অহেতুকী নহে। ২

যাঁহার প্রতি দয়া করা হয় কেবল তাঁহারই উপকারার্থ যদি দয়া করা হয়, তাহা হইলেও সে দয়াকে অহেতুকী দয়া বলা যায় না। কারণ যাঁহার প্রতি দয়া করা হইবে, তাঁহার উপকারের জন্যই করা হইল; তখন সেই উপকারই হেতু হইল। ৩

যাঁহার কাহারও দুঃখ দর্শনে, দুঃখবশতঃ দয়ার উদ্রেক হয় না নিশ্চয় তিনি সেই ব্যক্তির দুঃখ মোচন করিতে পারিলে তাঁহার সুখোদয়ও হয় না। সুতরাং তাঁহার সে দয়া আপনার স্বার্থবশতঃ নহে। সে দয়াকেও এক প্রকার অহেতুকী দয়া বলা যায়। ৪

(গ)

কাহারও দুঃখ, শোক বিপদ, অবমাননা কিম্বা উৎপীড়ন দর্শনে কিম্বা অন্য কোন দুর্দ্দৈব দর্শনে যে দয়ার উদ্রেক হয়, তাহা হেতুকী দয়া। যদ্যপি যাঁহার সেই প্রকার দয়া উদ্রেক হয়, তাঁহার সেই দয়াবশতঃ দুঃখ বোধ হয়, তাহা হইলে অবশ্য সেই দয়াকে হেতুকী দয়া বলিতে হইবে। ১

যাঁহার স্বীয় দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারিলে দুঃখ বোধ হয়, দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাঁহার সুখবোধ হয়। অতএব দয়াবৃত্তি চরিতার্থ হওয়ার জন্য যাঁহার সুখ বোধ হয়, তাঁহার দয়াকে কখনই স্বার্থশূন্য বলা যায় না। ২

যাহার কাহারও দুঃখ, শোক, বিপদ, অবমাননা, উৎপীড়ন কিম্বা অন্য কোন দুর্দ্দৈব দর্শনে দুঃখবশতঃ দয়া করিবার প্রবৃত্তি না হয়, কেবল সেই দুঃখার্ত্তের দুঃখমোচন জন্য, বিপন্নের বিপদ মোচন জন্য, অবমানিতের অবমাননা মোচন জন্য, কিম্বা কোন দুর্দ্দৈবগ্রস্তের দুর্দ্দৈব মোচন জন্য যদ্যপি কোন মহাত্মার দয়া করিতে প্রবৃত্তি হয় এবং তিনি দয়া করিতে পারিলে তজ্জন্য তাঁহার সুখ বোধ পর্য্যন্ত যদ্যপি না হয়, তাহা হইলে সেই স্বার্থপরিবর্জ্জিতা দয়াকেই অহেতুকী দয়া কহা যায়। ৩

স্বধর্ম্ম।

একই পরমেশ্বরের যেমন নানা প্রকার বিকাশ তদ্রূপ একই ধর্ম্মের নানা প্রকার বিকাশ। ১

যে স্থানে ধার্ম্মিক লোকের অবস্থিতি সে স্থান অতি পবিত্র। ধার্ম্মিক লোকের হৃদয়ে সততই ধর্ম্মের অধিষ্ঠান; সেইজন্ত সততই সেই স্থানেও ধর্ম্মের অধিষ্ঠান। তাই শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"যত্র লোকাশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠাস্তত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ"। ২

ধর্ম্মলাভ না হইলে কৃষ্ণ-লাভ হয় না। ধর্ম্মই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির কারণ। যে হৃদয়ে ধর্ম্ম বিরাজিত সেই হৃদয়েরই কৃষ্ণ বিরাজিত। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

"যতোধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণঃ"। ৩

শরীরিক বল দ্বারা আভ্যন্তরিক শত্রুদিগকে পরাস্ত করা যায় না। বিনা ধর্ম্ম অন্ত কিছু দ্বারাই তাহারা পরাজিত হইতে পারে না। একমাত্র ধর্ম্মই আভ্যন্তরিক শত্রুদিগের ভয় হইতে রক্ষা করেন; সেই জন্যই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় প্রকৃতিখণ্ডে বলা হইয়াছে,—

"ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং"। ৪

প্রকৃত ধার্ম্মিক স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারেন। তাঁহার বিবেচনায় পার্থিব সকল বস্তু অপেক্ষাই স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। ৫

ধর্ম্ম কাহারও ব্যবসায়ের অবলম্বন হইতে পারেন না! প্রকৃত ধর্ম্ম যাঁহার লাভ হইয়াছে তাঁহার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিই নাই। ৬

ভগবদগীতায় স্বধর্ম্ম অর্থে কেবল আর্য্যধর্ম্মই বুঝিবার কোন কারণ নাই। ঐ গীতার সেই স্বধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শ্লোকের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ত' বলেন নাই যে আর্য্যশাস্ত্র সকলে যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তাহাই আর্য্যের স্বধর্ম্ম? আমার বিবেচনায় প্রথম হইতে যিনি যে ধর্ম্মের আশ্রিত তাঁহার তাহাই স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম অপরিত্যজ্য। সেই স্বধর্ম্ম যিনি পরিত্যাগ করেন তিনি অবিশ্বাসী, স্বধর্ম্মে নির্ভর শূন্য এবং সন্দিগ্ধচিত্ত। ৭

প্রথম হইতে যিনি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম! সেই স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যদি নিধন অর্থাৎ মৃত্যু হয় তাহাও শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মঙ্গল জনক। কারণ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিশ্বাস সহকারে অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই সেই অনুষ্ঠানের সুফল পাওয়া যায়। সেই জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে বলা হইয়াছে,—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"। ৮

যে ধর্ম্ম প্রথম হইতে অবলম্বন করা হইয়াছে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে ধর্ম্ম হইতে মন বিচলিত হইয়া যত্তপি অন্য কোন ধর্ম্মে না যায়, যত্তপি সেই অবলম্বিত ধর্ম্মেই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে সেই ধর্ম্মে থাকিয়া সেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে মৃত্যু হইলে শ্রেয়ঃই লাভ হইয়া থাকে। সেই শ্রেয়কে মঙ্গল বলা যাইতে পারে! ৯

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" যখন বলা হইয়াছে তখন স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মৃত্যুতে কখনই অশ্রেয় অর্থাৎ অমঙ্গল হয় না। স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মৃত্যু হইলে অশ্রেয় হয় না যখন বলা হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে যাঁহার মৃত্যু হয় তাঁহাকে নরকভোগজনিত যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয় না এবং বারম্বার জন্মমৃত্যুজনিত যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয় না। অর্থাৎ তিনি জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধন হইতেও নিষ্কৃতি পাইয়া

থাকেন। স্বধর্ম্ম হইতে মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত যাঁহার মন বিচলিত হয় না, যিনি তাহা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারেন তিনি সেই স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রভাবে সিদ্ধিলাভও করিয়া থাকেন। ১০

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ"। প্রথমে যিনি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম তাঁহার পরিত্যাগ করা উচিৎ নহে। সে ধর্ম্মে থাকার জন্য যদি তাঁহার বিনাশ হয় তাহাও তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক। কারণ সকল ধর্ম্মই ঈশ্বর সম্বন্ধীয়। সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হ'ন না। বরঞ্চ সেই ধর্ম্মে নিবিষ্টাবস্থায় যদ্যপি সেই ধর্ম্ম ত্যাঁহাকে পরিত্যাগ করাইবার জন্য কেহ তাঁহাকে বিনাশ করিবার উপক্রম করিলেও কিম্বা সেই অবলম্বিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করার জন্য যদি তিনি বিনষ্ট হ'ন্ তাহা হইলেও তাঁহার মঙ্গল হইয়া থাকে। কারণ ঈশ্বর তাঁহার সেই ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস, নির্ভর এবং অনুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্টই হইয়া থাকেন। ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইলে অবশ্যই মঙ্গল হইয়া থাকে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"। ১১

শ্রীকৃষ্ণ গীতার এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ"। ঐ শ্রীকৃষ্ণই আবার ঐ গীতারই অষ্টাদশ অধ্যায়ের একস্থানে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" ঐ দুই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শ্লোকদ্বয়ে বোঝা যায় অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা দিতে হয়। ১২

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইলে স্বধর্ম্মও ত' পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ সর্ব্বধর্ম্মের অন্তর্গত স্বধর্ম্মও বটে। ১৩

জগতের সকল খাদ্যই কি খাইয়াছ, সকল বস্ত্রই কি পরিয়াছ? তবে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তির আবশ্যক। তোমার দেশীয় কত খাদ্য আছে সে সকলই তুমি খাইতে পার নাই। তবে আর অন্য দেশীয় খাদ্যের জন্য এত ব্যস্ত কেন? দেশে ত' খাদ্যের দুর্ভিক্ষ হয় নাই, দেশীয় খাদ্যে ক্ষুধা নিবৃত্তি কর। এ দেশে ত' ধর্ম্মের অভাব নাই। তবে আর অন্য দেশীয় ধর্ম্মের জন্য লালায়িত হও কেন? ১৪

ঈশা ও তাঁহার মাহাত্ম্য।

ঈশা পবিত্র আত্মা হইতে উৎপন্ন। তিনিও মহাপবিত্র। তাঁহার অলৌকিক চরিত্র কখনও অপবিত্রতা স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমা এবং সহিষ্ণুতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যতই তাঁহার আলোচনা করি, ততই তাঁহার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। ১

মহাপুরুষ যিশুর আত্মত্যাগের উপমা নাই। তাঁহার সুদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে মহাপাপীও নিষ্পাপ হয়। তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমা ইহ জগতে দুর্লভ। ২

ঈশার অলৌকিক চরিত্র বুঝিবার জন্য ঈশ্বরের বিশেষ দয়ার প্রয়োজন। কেবল বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা কেহ কখনও ঈশাকে বুঝিতে পারেন নাই। বিদ্যা বুদ্ধিদ্বারা বুঝিবার বস্তু ঈশা ন'ন্। ৩

প্রভু যিশুখৃষ্ট যে সমস্ত উপদেশ দিবার জন্য ক্রুশে হত হইয়াছিলেন সেই সমস্ত মহামূল্য উপদেশ এখন জগতের কত লোক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেছেন, সেই সমস্ত উপদেশ-অনুসারে কত লোক কার্য্য করিয়া মুক্ত হইতেছেন। ৪

বিষ্ণুস্মরণ মাহাত্ম্য।

পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিলে বাহ্যাভ্যন্তর শুচি হয়। তবে তাঁহাকে অপবিত্র স্পর্শ করিলে কি তিনি অপবিত্র হইতে পারেন? তবে তাঁহাকে অপবিত্র স্পর্শ করিলেই বা তাঁহাকে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইতে হইবে কেন? পঞ্চগব্য কি তাঁহা অপেক্ষাও পবিত্রতা জনক? অপবিত্র তাঁহাকে স্পর্শ করিলেও যে পবিত্র হয়! তিনি যে পতিতকেও নিজ দয়াগুণে পাবনতা প্রদান করিতে পারেন! তিনি কোন প্রকারে অপবিত্র হইতে পারেন না। তিনি যে পরম পবিত্র! তাঁহার ন্যায় তাঁহার পবিত্রতারও যে নিত্যতা আছে! সেই জন্য তাঁহাকে কখনও পবিত্র এবং কখনও বা অপবিত্র বলা যায় না। যিনি পবিত্রতার কারণ, তিনি কোন ক্রমেই অপবিত্র হ'ন্ না। তবে যে সকল কর্ম্মকাণ্ডী আপনাদিগের ন্যায় শ্রীভগবানকে মনে করিয়া থাকে, তাহারাই ভগবানের কখন কখন অপবিত্রতা দর্শনও করিতে পারে। সেই জন্য তাহারা পঞ্চগব্য দ্বারা পরমপবিত্র শ্রীভগবানকে পবিত্র করিবার জন্য প্রয়াসও পাইতে পারে। অজ্ঞান জন্য মনুষ্য অনেক কুকর্ম্মও করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানসম্পন্ন তাঁহারা কুকার্য্যে রত হ'ন্ না। যাঁহারা দিব্যজ্ঞানী, যাঁহারা শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্ত তাঁহারা কোন কারণেই শ্রীভগবানকে অপবিত্র বোধ করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন সেই পুণ্ডরীকাক্ষ পরম-পবিত্র শ্রীভগবান-দেবকে স্মরণ করিলে জীবের পরমবাহ্যাভ্যন্তর শুচি পবিত্র হয়।

বিবিধ।

অস্থি, মাংস, শোণিত, মজ্জা ও মূত্রপুরীষের সংস্রবে সর্ব্বদা রহিয়াছ। তবে ঐ সমস্তে তোমার ঘৃণা কেন? যে হস্তদ্বারা আহার কর, সে হস্ত অস্থি, মাংস ও শোণিত নির্ম্মিত। যে মুখে আহার কর, সে মুখ অস্থি, মাংস ও শোণিত নির্ম্মিত। যে রসনায় লেহন ও আস্বাদন কর সে রসনা মাংস। তন্মধ্যে শোণিতাদিও আছে। যে দন্তশ্রেণী দ্বারা খাদ্য চর্ব্বণ কর, তাহা অস্থি। ভক্ষিত খাদ্য দ্রব্যনিচয় যে উদরে প্রবিষ্ট হয়, সেই উদরও অস্থি-মাংস-শোণিতাদির সমষ্টি।

তোমার নিজের মূত্রপুরীষ তোমাকে প্রত্যহ স্পর্শ করিতে হয়। তবে তুমি মূত্রপুরীষকে ও মূত্রপুরীষ পরিষ্কারক জাতিকে বিশেষ ঘৃণা কর কেন? ঐ জাতিকে যে কারণে ঘৃণা কর, তুমিও কি সেই কারণে ঘৃণিত হইবার যোগ্য নহ? ঐ জাতি যদ্যপি মূত্রপুরীষ স্পর্শ জন্য তোমার নিকট ঘৃণের হয় তাহা হইলে তুমি নিজে তোমার নিজের নিকট ঘৃণের হও না কেন? ঐ জাতিও মূত্রপুরীষ স্পর্শ করিয়া থাকে, ঐ জাতিও মূত্রপুরীষ পরিষ্কার করিয়া থাকে, তুমিও আপনার, আপনার পুত্র কিম্বা কন্যাগণের অথবা তোমার কোন পীড়িত আত্মীয় কিম্বা আত্মীয়ার মূত্র এবং পুরীষ প্রয়োজনানুসারে স্পর্শ এবং পরিষ্কার করিয়া থাক। তুমি নিজে মেথরের কার্য্য করিয়াও যদ্যপি ঘৃণিত না হও তাহা হইলে মেথরজাতি নামে যে জাতি বিদ্যমান আছে তুমি তাহাকেই বা ঘৃণা কর কেন? ২

একই পিতার কন্যাপুত্রে বিভিন্নতা আছে। অথচ তাঁহার কন্যাপুত্র তাঁহারই দুই অংশ। তাহারা উভয়ে স্বরূপতঃ তিনি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য এবং শূদ্রাদি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। তাঁহারা গুণকর্ম্মানুসারে পরস্পর বিভিন্ন। ৩

অনেক তন্ত্রেই কৌলাচারের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সকল তন্ত্রের মধ্যে কয়েকখানি তন্ত্রের মতে কলিযুগের পক্ষে বীরাচার এবং কৌলাচার বিশেষ ফলপ্রদ। ঐ সকল তন্ত্রে কৌলাচারের বিশেষ শ্রেষ্ঠতা সূচিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কুলার্ণবতন্ত্রমতে তান্ত্রিক সকল প্রকার আচারাপেক্ষা কৌলাচারই শ্রেষ্ঠ। ঐ তন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডে বলা হইয়াছে,—"কৌলাৎ পরতরং নহি"। ৪

দূরবীক্ষণ দ্বারা দূরস্থ বস্তু নিকটস্থ দর্শন হয়। দিব্যজ্ঞান নামক দূরবীক্ষণ দ্বারা অতি দূরস্থ গোলকবৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ধাম সকলকেও নিকটে দর্শন হয়। ৫

দীক্ষাই পরমা বিদ্যা। গুরুকৃপায় দীক্ষালাভ হইয়া থাকে। ৬

ক্ষুদ্র বীজই ক্রমে মহান্ বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। ক্ষুদ্র জ্ঞানই পরে মহান্ হইয়া থাকে। ৭

একেবারে কেহ মহাবিদ্বান হয় না। একেবারেই পরমভক্ত হওয়া যায় না। ৮

বিদ্যা সম্বন্ধীয় উন্নতি করিতে হইলে বিশেষ চেষ্টা এবং একাগ্রতার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভক্তি সম্বন্ধীয় উন্নতি করিতে হইলেও বিশেষ চেষ্টা এবং একাগ্রতার প্রয়োজন হয়। ৯

ধ্যানের সহিত একাগ্রতা থাকিলে ধ্যেয় দর্শন দিয়া থাকেন। ১০

শ্রীভগবানের রূপ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাকেও ধ্যান করিবার ক্ষমতা হয়। ১১

ধর্ম্ম-প্রচার জন্য সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠালাভ হইবার সম্ভাবনা। সেই সম্ভ্রম এবং প্রতিষ্ঠা লাভ হইলে ধর্ম্ম-প্রচারকের অহঙ্কার হইলে তাঁহার অধঃপতন হইবার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য ঐ বিষয়ে ধর্ম্ম-প্রচারকের বিশেষ সাবধান হইবার প্রয়োজন আছে।

আপনাকে শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মাচার্য্য বোধে ধর্ম্ম প্রচার করিতে নাই।

ধর্ম্ম-প্রচার জন্য ধর্ম্ম-প্রচারকের মনে অহঙ্কার হইলে নিশ্চিত তাঁহার ধর্ম্মোন্নতি সম্বন্ধে বিঘ্ন হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাঁহার অধঃপতনও হইয়া থাকে। তবে ধর্ম্মপ্রচার করিবার যোগ্য আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম প্রচারিত হইলেই অজ্ঞানীদিগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্ম প্রচারিত হইলেও অনেকের উপকার হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্মপ্রচার হইবারও প্রয়োজন আছে।

তবে ধর্ম্মবিষয়ক কোন প্রকার নিগূঢ় সাধন করিতে হইলে তাহা গোপনে করিতে হয়। ১২

আত্মজ্ঞানে দ্বৈতবোধ থাকিতে পারে না। আত্মজ্ঞানবশতঃই অদ্বৈতবোধ হইয়া থাকে। বহু মনুষ্যের মধ্যে, বহু জীবজন্তুর মধ্যে একই আত্মা বিরাজিত রহিয়াছেন। আত্মজ্ঞানে তাহা নিশ্চয় বোধ হয়। অনাত্মজ্ঞান বশতঃ বহু আত্মা রহিয়াছেন এই প্রকার বোধ হয়।

নিজের অস্তিত্ববোধ এবং আত্মবোধ নিরুদ্ধ হইলে নিজাভ্যন্তরে সমস্ত গুণকর্ম্মই নিরুদ্ধ হয়। নিজের অস্তিত্ববোধ ও আত্মবোধ নিরুদ্ধ না হইলে নিজের আভ্যন্তরিক গুণকর্ম্মসকল নিরুদ্ধ হয় না। ১৩

মন্ত্র অর্থে মনের ত্রাণকর্ত্তাও বলা যায়। শিবাপেক্ষা তারকমন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিতে অনেক শিবভক্তের ইচ্ছা হয় না। তাঁহাদিগের বিবেচনায় শিব কাশীক্ষেত্রে তারকমন্ত্র প্রদানে জীবকে নির্ব্বাণ প্রদান করেন, বলা অপেক্ষা শিব নিজে মন্ত্র, শিবের দর্শনে জীবন্মুক্তি হয়,

শিবের দর্শনে নির্ব্বাণ হয় বলা অধিক সঙ্গত বলেন। তাঁহারা শিবাপেক্ষা শিবপ্রদত্ত তারক মন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিতে পারেন না। আমি জানি শিবের একটী নাম তারক, তাঁহার অপর নাম মন্ত্র। যে ব্যক্তি নিষ্পাপ ভাবে কাশীবাস করিয়া কাশীতেই দেহত্যাগ করেন তিনি দেহত্যাগ সময়ে শিবের দর্শন পান। সেই দর্শন প্রভাবে তাঁহার জীবত্বের নির্ব্বাণ হয়। ১৪

নিবেদন

ঠাকুর!

তুমি মোরে ভাল বাসিছ নিয়ত,
আমি তব পানে ফিরে তো চাহি না;
তুমি আমা ব'লে কত ব্যাকুলিত,
আমি তব তরে কিছু তো ভাবি না।

২

তুমি সদা মোরে রাখ কোলে করি,
আমি ছুটে যাই তোমারে ফেলিয়া;
তুমি কভু মোরে থাক না পাশরি,
আমি সদা থাকি তোমারে ভুলিয়া।

৩

তুমি বাঁধ মোরে প্রেমের বাঁধনে,
সে বাঁধন আমি খুলিবারে চাই;
তুমি রাখ মোরে আদর যতনে,
আমি তোমা পানে ফিরে না তাকাই।

তুমি থাক সদা মোর সাথে সাথে,
আমি তোমা ছেড়ে থাকিতে চাই;
তুমি কর মানা যাইতে কুপথে,
আমি তবু সদা সেই পথে ধাই।

৫

তুমি কর মোর সুখ অন্বেষণ,
আমি তব সুখে সুখী না হই;
তুমি কর মোর দুঃখ নিবারণ,
আমি তব দুঃখে দুঃখী কভু নই।

তুমি কহ কত অমিয় বচন,
আমি বলি কত কর্কশ বাণী;
তুমি দাও কত অমূল্য রতন
আমি ফেলে দেই হেলাতে অমনি।

৭

তুমি দাও মোরে সংসারে বিরতি,
আমি চাই সদা সংসার করিতে;
তুমি দিতে চাও প্রেম ভকতি,
আমি চাই সদা বিষয়ে ডুবিতে।

৮

তুমি দিতে চাও বৈরাগ্য আমারে,
আমি চাই সদা কামিনী-কাঞ্চন;
তুমি নিতে চাও তোমার সংসারে,
আমি তোমা দেখে করি পলায়ন।

৯

তুমি বল কত "আমি তোর আপন,"
আমি কভু তাহা শুনেও শুনি না;
তুমি বল কত "আমি নিজ জন",
আমি কভু তাহা ভ্রমেও ভাবি না।

১০

করিতেছি প্রভো! কত অনাদর,
তবুতো রাখিছ হৃদয়ে ধরি;
তবুতো করিছ কত সমাদর,
তোমার করুণা বুঝিতে নারি।

১১

বল হে দয়াল! বল কত দিনে,
তুমি যে আমার—মরমে বুঝিব;
দেহ মন প্রাণ সঁপিয়ে চরণে
তোমারে লইয়ে আনন্দে থাকিব।

বিনয়

নিত্যলীলা-প্রসঙ্গ

পিণ্ড-গ্রহণ।

ঠাকুর হুগলী আশ্রমে। শীত কাল—১৩১৬ সালের মাঘ মাস। সে দিন কৃষ্ণা চতুর্থী। রামবাবু, হরিবাবু, সত্যেনবাবু, কুমারীশবাবু এবং দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখ কয়েক জনমাত্র ভক্ত বর্ত্তমানে আশ্রম বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। সাধারণতঃ শনি, রবিবার এবং ছুটীর দিনেই ভক্তগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আজ কোন ছুটীর দিন না হওয়ায় বাহিরের ভক্তগণ কেহ নাই; কেবলমাত্র যাঁহারা শ্রীনিত্যগোপালকেই সর্ব্বস্বসার জ্ঞানে আশ্রম বাটীকেই আপনার বাড়ীঘর করিয়াছেন অথবা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই কএকজন উপস্থিত আছেন। পাবনার দক্ষিণারঞ্জন ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি ধনাঢ্যের সন্তান, যুবক, গৃহে নবপরিণীতা পত্নী; প্রায় বৎসরেক পূর্ণ হইতে চলিল পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং স্বীয় পৈত্রিকসম্পত্তিও সম্পূর্ণরূপে আপনার করতলগত। মোটা কথায় সংসারের যাবতীয় প্রলোভন লোলরসনা বিস্তার করিয়া ইঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ঠাকুরের অহেতুকী কৃপাদৃষ্টি ইঁহার উপর নিপাতিত হইল—পতিতপাবন দয়ালঠাকুর পাপতাপময় সংসারের অনলকুণ্ড হইতে তুলিয়া আপনার চিরশান্তিময় ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। দীক্ষাপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর ইঁহার অন্তর হইতে কামিনীকাঞ্চনের মায়ামোহ দূর করিয়া দিলেন। ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্তির পর হইতেই বাড়ীঘরের সংস্রব একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণারঞ্জন আশ্রমে ঠাকুরের সঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দক্ষিণারঞ্জনের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। আগামী কল্য সপিণ্ডকরণ। এই উপলক্ষে মধ্যমভ্রাতা কুমুদবাবু তাঁহাকে বাড়ী যাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে অনেক পত্র লিখিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনের কোন উত্তর না পাইয়া অবশেষে ঠাকুরকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়া এক পত্র লিখিলেন।

সন্ধ্যার পরে ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হইল। ভক্তগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কোপরি আসীন বিদ্যুদ্দাম বিজড়িত কনক-মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপালরূপ দর্শন করিয়া নয়নমন সার্থক করিলেন। ভক্তগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। পরমদয়াবতার 'অভক্ত-বৎসল' শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার সেই বীণা-বিনিন্দিত স্নেহসিঞ্চিত কোমল কণ্ঠে "নারায়ণ" "নারায়ণ" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঠাকুরের সম্মুখে কম্বল বিছান হইলে ভক্তগণ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। ঠাকুর দক্ষিণারঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"দক্ষিণারঞ্জন! কুমুদবাবু চিঠি লিখিয়াছেন, আগামী কল্য তোমার পিতার সপিণ্ডকরণ। তোমাকে তিনি না কি দেশে যাইতে চিঠি লিখিয়াছিলেন? বাড়ী গেলে না—এখন শ্রাদ্ধের কি করিবে?"

দক্ষিণারঞ্জন বিনয়বিনম্র কণ্ঠে বলিলেন,—"আপনার চরণে পিণ্ডার্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াই বাড়ী যাই নাই।"

এই কথা শুনিয়াই জনৈক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণমহিলা জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"ছি, ছি, এমন কথা বলিতে আছে? ইহাতে যে ওঁর অমঙ্গল হইবে!"

সমাগত মাধুর্য্যভাবাপন্ন ভক্তগণও ইহা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

ঠাকুর একটু গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিস্ময় বিজড়িত-কণ্ঠে বলিলেন,—"দক্ষিণা! এও কি কখন সম্ভব হয়? তোমায় এ দুর্ব্বুদ্ধি কে দিল? গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম রহিয়াছে, সেখানে যাইয়া পিণ্ডদান করিতে পার। কিম্বা এই নিকটেই গঙ্গা—গঙ্গাতীরও শ্রাদ্ধ-কার্য্যাদির পক্ষে অতি উত্তম স্থান। আমার পায়ে পিণ্ডদান করিবে কেন?"

দক্ষিণারঞ্জন ঠাকুরের এবম্প্রকার উত্তর শুনিয়া অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন; প্রকাশ্যে বলিলেন,—"অমি গঙ্গাতীরও জানি না, বিষ্ণুপাদপদ্মও জানি না; আমি প্রত্যক্ষ ভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্ম দেখিতে পাইতেছি। আমার ধ্রুববিশ্বাস আপনার শ্রীচরণে পিণ্ডার্পণ করিলেই আমার পিতৃলোকের উদ্ধার হইবে। আপনি শ্রীচরণে পিণ্ডগ্রহণ না করিলে আমি আর কোথাও পিণ্ডদান করিব না।"

দক্ষিণারঞ্জনের এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে অন্যভাবে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন,—বলিলেন,—"দক্ষিণা! দেখিতে পাইতেছ—মানুষ, এই রক্তমাংসের শরীর, তাহাতে আবার নানাবিধ ব্যাধি। তুমি এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। পবিত্র জাহ্নবীতীরে শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিয়া পিতৃপুরুষের তৃপ্তিবিধান কর।"

দক্ষিণারঞ্জন পূর্ব্ববৎ অবিচলিত ভাবে উত্তর করিলেন,—"আমি জানি না আপনি মানুষ কি দেবতা। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনার চরণে পিণ্ডার্পণ করি। ইহাতে যদি আপনি অনুমতি না করেন, আমার পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য আর করা হইবে না।"

সেই বৃদ্ধা দক্ষিণারঞ্জনকে সঙ্কল্পবিচ্যুত করিতে 'ঠাকুরের অকল্যাণ হইবে' 'শরীর ভাল নয়' ইত্যাদি নানা বাক্য বলিতে লাগিলেন; কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না।

ঠাকুর আবার বলিলেন,—"দক্ষিণা! তুমি বালক; এরূপ অসৎ ইচ্ছা সঙ্গত নয়। তুমি একটি কাজ কর,—শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি সংগ্রহ কর, আমার এই ঘরে আমার সম্মুখে শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করিও।"

দক্ষিণারঞ্জন ঠাকুরের এ প্রস্তাবেও সম্মত হইতে পারিলেন না; বলিলেন,—"আমার আর কিছু বলিবার নাই। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি এখনও তাহাই বলিতেছি। আপনার চরণে পিণ্ডার্পণ করিয়া পিতাকে প্রেতলোক হইতে মুক্ত করিব—পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইব, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। আপনি যদি অনুমতি না করেন—আমি আর কোথাও কখনও শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান কার্য্য করিব না। ইহাতে আমার পিতার স্বর্গপ্রাপ্তি না হয়—না হউক।"

ঠাকুর আমার স্নেহ এবং মাধুর্য্যের খনি—একটু চিন্তিত হইলেন, ভক্তের প্রার্থনা সম্পূর্ণ

রূপে উপেক্ষা করিতে পারেন না। এখন ভক্তকেও বিমুখ হইতে না হয়, আপনাকেও পিণ্ডগ্রহণ করিতে না হয় এ জন্য একটি মধ্য-পথ অবলম্বনের আশায় দক্ষিণারঞ্জনকে বলিলেন,—"আচ্ছা, দক্ষিণা! আমার পায়ে না দিয়া আমার সম্মুখেই এক খানা থালায় পিণ্ডদান করিতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

দক্ষিণারঞ্জন ভক্তি গদগদ কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"আমায় ক্ষমা করুন আর পরীক্ষা করিবেন না, আমার প্রার্থনা আপনাকে পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করিয়াছি; তদ্ভিন্ন অন্য আমার কিছু বলিবারও নাই—কিছু চাহিবারও নাই। আপনি অনুমতি করুন, আমার প্রার্থনা পূর্ণ হউক, পিতার স্বর্গলোকপ্রাপ্তি হউক, সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডার্পণ করিয়া আমার জীবন-জন্ম সার্থক হউক।"

ঠাকুর দেখিলেন তাঁহার এ কৌশলও ব্যর্থ হইল। একটু ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা দক্ষিণা! কল্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিও। আমার ঘরেই শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।"

দক্ষিণারঞ্জন বুঝিলেন তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে। পিতৃশ্রাদ্ধে দুই চারিজন ভক্ত ঠাকুরের প্রসাদ পান এইরূপ ইচ্ছা হইল; কিন্তু তখন নিজের হাতে টাকা নাই, ঠাকুরের নিকট ছয়টি টাকা হাওলাত চাহিয়া বলিলেন,—"পাঁচটি টাকায় ভক্তগণের প্রসাদ পাওয়ার আয়োজন করিবেন, আর একটি টাকা আমাকে দিবেন।"

ঠাকুরও সম্মত হইয়া সে দিনের মত ভক্তগণকে বিশ্রাম করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

পর দিবস অতি প্রত্যুষেই ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা ব্রাহ্মণমহিলাকে দিয়া দক্ষিণারঞ্জনকে একটি টাকা পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যেন শীঘ্র শীঘ্র শ্রাদ্ধদ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হয়। দক্ষিণারঞ্জন টাকা পাইয়া অনতিবিলম্বে বাজার হইতে ঠাকুরের জন্য ছানার সর্ব্বপ্রকার মিষ্ট সামগ্রী আনয়ন করিলেন এবং শ্রাদ্ধের জন্য চরু, কলার খোলা এবং কুশ প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় রহিলেন। পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৯ ঘটিকার সময় ঠাকুরের আহ্বানে ভক্তগণ ঠাকুর-ঘরে সমাগত হইলেন। ঠাকুর দক্ষিণারঞ্জনকে শ্রাদ্ধদ্রব্যাদি আনয়নের জন্য অনুমতি করিলে দক্ষিণারঞ্জন অনতিবিলম্বে তৎসমুদয় আনয়ন পূর্ব্বক ঠাকুরের শয়নখট্টার উত্তর দিকে স্থাপন করিলেন। আজ সাক্ষাৎ শ্রীগদাধর স্বীয় চরণপদ্মে পিণ্ডগ্রহণ করিবেন এই অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিবেন ভাবিয়া ভক্তগণের প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু ঠাকুর কি জানি কি ভাবিয়া দক্ষিণারঞ্জন ব্যতীত অন্যান্য সকলকে বাহিরে বিশ্রাম করিতে অনুমতি করিলেন। হঠাৎ এরূপ আদেশ শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ চমকিয়া উঠিলেন কিন্তু কি করিবেন, ঠাকুরের আদেশ অবশ্য প্রতিপালনীয়—সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিমর্ষচিত্তে তাঁহারা বাহিরে চলিয়া আসিলেন। সেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণমহিলা পিণ্ডার্পণ দর্শন করিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন কিন্তু ঠাকুর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা তিনিও বাহিরে আসিতে বাধ্য হইলেন। অনন্তর দক্ষিণারঞ্জন ঠাকুরের আদেশক্রমে ঘরের দরজাগুলি রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

ঠাকুর এতক্ষণ শয়ন খট্টার উপরে পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্ট ছিলেন; এইবার উত্তরাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। সম্মুখে একখানি বৃহৎ পিত্তলের থালায় আপনার

পদদ্বয় সংস্থাপন করিলেন। উজ্জ্বল চম্পকবর্ণ ঠাকুর আমার আজ গয়াধীশ গদাধরের ভাবে পিণ্ড-গ্রহণে উদ্যত। সমস্ত শরীর হইতে তেজঃপুঞ্জ যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ভাষায় সে রূপের বর্ণনা অসম্ভব। ঠাকুর বামপায়ের উপর দক্ষিণ পদ বিন্যস্ত করিলেন; পাদপৃষ্ঠদ্বয় একে অন্যের সম্মুখীন—বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় পরস্পর অগ্রভাগে মিলিত হইল। দক্ষিণারঞ্জন ঠাকুরের তাৎকালিক ভাব সন্দর্শন করিয়া আনন্দে বিস্ময়ে আত্মহারা হইলেন।

এইবার পিণ্ডগ্রহণ করিবেন, ঠাকুর বলিলেন,—"দক্ষিণা! তোমার পিতার পিণ্ড হাতে নাও।" দক্ষিণারঞ্জন পিণ্ড তুলিয়া লইলেন; ঠাকুর যথাবিধি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক উভয় হস্তের সম্মিলিত তর্জ্জনী দ্বারা স্বীয় পাদদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশ-মধ্যবর্ত্তী স্থান দেখাইয়া দিয়া তথায় পিণ্ডার্পণ করিতে আদেশ করিলেন। দক্ষিণারঞ্জন ভক্তিগদগদচিত্তে প্রত্যক্ষ গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পিতার পিণ্ড অর্পণ করিয়া কৃতার্থমন্য হইলেন! অতঃপর ঠাকুর মন্ত্রপাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অঙ্গুলিদ্বারা পাদদ্বয়ের মধ্যদেশ দেখাইয়া দিয়া পিণ্ডার্পণ করিতে বলিতে লাগিলেন আর দক্ষিণারঞ্জন পিতৃকুল, মাতৃকুল, পিতামহীকুল, মাতামহীকুল, ভ্রাতাভগ্নী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সকলের প্রেতাত্মার উদ্দেশে ঠাকুরের পাদমূলে পিণ্ডার্পণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপনান্তে ঠাকুর যজ্ঞাবশেষ গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষিণারঞ্জন পবিত্র গঙ্গোদকে শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করিয়া দিলে ঠাকুর পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দক্ষিণারঞ্জন ঠাকুরের জন্য নানাবিধ মিষ্টসামগ্রী আনয়ন করিয়াছিলেন। এখন ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে ঠাকুরকে তৎসমুদয় খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। আহারান্তে ঠাকুর ভক্তগণকে আহ্বান করিলেন। ভক্তবর্গ গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই বৃহৎ পিত্তল-পাত্রে পিণ্ডরাশি সন্দর্শন করিয়া এবং পবিত্র পাদোদক গ্রহণ করিয়া অতিমাত্র আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

আশ্রমে তখন আট নয়টি ভক্তমাত্র উপস্থিত ছিলেন কিন্তু দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের অদ্ভুত আকর্ষণ-প্রভাবে তৎস্থলে প্রায় ত্রিশজন ভক্তের সমাগম হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দক্ষিণারঞ্জন পাঁচ টাকায় একটি মহোৎসব দিবার জন্য ঠাকুরের নিকট অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের অত্যাশ্চর্য্য মহিমা-প্রভাবে উক্ত টাকায় ত্রিশজন ভক্ত যথাসময়ে আনন্দোৎফুল্লচিত্তে ঘি-ভাত, লুচি, নানাবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জন, রাবড়ী, সন্দেশ, রসগোল্লা, দধি প্রভৃতি অতি উপাদেয় প্রসাদ ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন।

এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে দক্ষিণারঞ্জন একদিন স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতার মস্তক মুণ্ডিত, পরিধানে গৈরিক বসন। তিনি সন্ন্যাসীবেশে হুগলী আশ্রমে ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন। আরও কিছুদিন পরে দেখিতে পাইলেন, তিনি (দক্ষিণারঞ্জনের পিতা) শ্রীনিত্যগোপাল-সারূপ্য লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ ঠাকুরের তুল্য কলেবর ধারণ করিয়াছেন। এই ঘটনার পর কোন কোন দিন দক্ষিণারঞ্জন স্বপ্নে ঠাকুরকে দর্শন করিলে তাঁহার পিতা বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হইত; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়

এরূপ সংশয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর তাহা নিরাকৃত করিয়া দিতেন। *

ধন্য দক্ষিণারঞ্জন! জীবন্মুক্ত মুনিঋষিগণ ধ্যানে যাঁহার রাতুল চরণ ধারণ করিতে পারেন না, যাঁহার কেবলমাত্র পদচিহ্নে পিণ্ডার্পণ করিয়াই যুগচতুষ্টয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ পরিতৃপ্ত এবং কৃতার্থমন্য হইয়া থাকেন ব্রহ্মবাঞ্ছিত সেই 'প্রত্যক্ষ পরম দেবের শ্রীচরণমূলে তুমি আজ পিতৃপিণ্ড প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছ। কে তোমার এ পরম সৌভাগ্যের ইয়ত্তা করিবে? যজ্ঞ, দান এবং কঠোর তপস্যা প্রভাবেও মুনিঋষিগণ এরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। তাই তাঁহার অহেতুকী অসীম কৃপার অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহু বিস্মিত এবং পুলকিত হইতেছি। তাই আজ অজ্ঞাতসারে তাঁহার অহেতুকী অসীম কৃপার জয়, তাঁহার অপ্রাকৃত লীলার জয় জগতে ঘোষণা করিতে প্রাণ স্বতঃই নাচিয়া উঠিতেছে।

জগতে কুত্রাপি যাহা কখনও পরিলক্ষিত, সংঘটিত এবং শ্রুত হয় নাই এরূপ একটি পরম মনোরম বিস্ময়কর দৃশ্য আজ শ্রীনিত্যলীলারঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইল। এই লীলা আস্বাদনের সামর্থ্য বুঝি এখনও জগতের জন্মে নাই—তাই লীলামৃতমূর্ত্তি ঠাকুর আমার গোপনে আসিয়া, গোপনে লীলাভিনয় সম্পন্ন করিয়া, গোপনে স্বধামে প্রস্থান করিলেন। কে জানে ভবিষ্যতের কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে জগতের আকুল দৃষ্টি পিপাসা বিদূরিত করিতে এই অপূর্ব্ব লীলা-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে? ভগবান যতবার অবতাররূপে ধরায় আগমন করিয়াছেন, আর কখনও এরূপ প্রত্যক্ষ ভাবে স্বীয় শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ডগ্রহণ করেন নাই। যিনি স্বীয় পাদমূলে প্রেতাত্মার পিণ্ডগ্রহণ করিয়া সারূপ্যমুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ—আজ কেন না তাঁহার পূর্ণাবতারত্ব মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিব? আমরা বিশ্বাস করি আর না করি সেই অনন্ত পূর্ণ-পূর্ণতম পরাৎপর শ্রীনিত্যগোপাল আমার খর্ব্বীকৃত হইবার নহেন। আজ ধন্য আমারা—তাঁহার লীলা দর্শন, কীর্ত্তন এবং শ্রবণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি! আজ ধন্য আমরা—পরস্পর তৎ-কথা প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিবার মহান্ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি! আজ ধন্য আমরা—সেই মহত্তোমহীয়ানের উজ্জ্বল মহিমময়ী স্মৃতির অর্চ্চনা করিবার উৎকৃষ্ট অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি!

নিত্যগোপাল! আজ তোমার কথা বলিতে গিয়া তোমাকেই মুহুর্মুহু স্মরণ হইতেছে। হে আমার স্মরণপথের চিরপথিক, আজ কি বলিয়া তোমার সম্বর্দ্ধনা করিব? এত আদরের, এত সোহাগের, এত অভিলাষের তুমি আমার কে? মনে হয়—

"ত্বমেব মাতাচ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব"!

দেবদেব! তুমি মাতা তুমি পিতা মম।
তুমি বন্ধু তুমি সখা প্রাণপ্রিয়তম॥
তুমি মোর সারবিদ্যা তুমি ধনবল।
তুমিই সর্ব্বস্ব মোর জীবন সম্বল॥

ওঁ তৎসৎ।

নিত্যগৌরবানন্দ।

* বক্ষ্যমাণ ঘটনার কয়েক দিবস পরেই দক্ষিণারঞ্জনকে ঠাকুর কৃপা পরবশ হইয়া সন্ন্যাস-আশ্রম প্রদান করেন। তাঁহার বর্ত্তমান আশ্রমের নাম শ্রীমৎ নিত্যানন্দ অবধূত। লেখক।

বেলা যায়।

মন, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছ কেন? দেখিতেছ না কি তোমার সময় হইয়া আসিল! কোন ভরসায় আর বসিয়া আছ? এতদিন ভাব নাই আজ একবার শেষ মুহূর্ত্তের কথা ভাবনা কর। ভাবিয়া দেখ কি জন্য আসিয়াছিলে আর কি করিয়া ফিরিয়া গেলে। শেষের সম্বল ত কিছুই লইলে না; পার হইবে কি করিয়া? যখন জননীর গর্ভে ছিলে তখন কত কাকুতি মিনতি করিয়াছিলে, কত বার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিয়াছিলে—"নাথ! আমায় এই যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর।" কত বার বলিয়াছিলে—"আমি এইবার প্রাণ পণে তোমার কার্য্যই করিব; আর পাপের পথে যাইব না। আজ বুঝি আর সে কথা মনে পড়ে না? এত দিন কি করিয়া ভুলিয়া ছিলে? একবারও কি তাহা তোমার মনে পড়ে নাই? হায়! তুমি এমন অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়া হেলায় তাহা হারাইয়াছ। একবারও কি ভাব নাই—এক দিন এই জীবনের শেষ হইবে একদিন প্রতিপলে পলে শেষ মুহূর্ত্তের তাড়না সহ্য করিতে হইবে? হায়! তুমি না বুঝিতে পারিয়া কি অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছ। যাহা হউক আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধি-স্থলে একবার তাঁহার কথা ভাব। ভাবিয়া যে সকল অপরাধ করিয়াছ তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর। কি বলিলে কাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে? ধিক্ তোমায়! আজ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে পদার্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ —কাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবে? এত দিন সুখে বিলাস-দ্রব্যে মজিয়া ইন্দ্রিয়াদির দাস্য-বৃত্তি করিয়া আসিয়াছ বলিয়া কি একবারও সর্ব্বশক্তির আধার ভগবানকে ভাবিবার অবসর পাও নাই? যাহা হউক যখন জিজ্ঞাসা করিলে তখন বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এখনও যে এক মুহূর্ত্ত সময় আছে তাহার মধ্যেই স্বকৃত পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর। কাতর ভাবে প্রার্থনা কর—"হে অনাথের নাথ! আমি না বুঝিয়া পাপ করিয়াছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি এত দিন বিষয় মদে মত্ত হইয়া তোমার কথা একবারও ভাবিবার অবসর পাই নাই। আজ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইয়া তোমার কথা মনে পড়িয়াছে, তাই তোমায় ডাকিতেছি। আমার উপায় কি হইবে প্রভু? আমি যে এতদিন তোমায় ভুলিয়াছিলাম, তোমায় ডাকি নাই, তোমায় ভাবি নাই; আমার কি হইবে প্রভু! তুমি ত সবই পার; তুমি ত দয়ার অবতার; আমায় দয়া করিয়া উদ্ধার কর! এত দিন তোমায় ডাকি নাই; আজ তোমায় ডাকিতেছি আমায় কৃপা কর। হে পতিত-পাবন! দয়া করিয়া আমায় তোমার চরণে স্থান দাও।"

আর তোমাকেই বা কি বলিব। শিশুকালে বাক্ শক্তি রহিত বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পার নাই, বাল্যে ক্রীড়াসক্ত ছিলে, যৌবনে কুসঙ্গে মিশিয়া সময় নষ্ট করিয়াছ, প্রৌঢ়ে সাংসারিক কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছ, এখন বার্দ্ধক্যে আসিয়া শেষ মুহূর্ত্তে, মরণের দুই দণ্ড পূর্ব্বে আর কি করিবে? বিশেষতঃ তোমার সঙ্গীরা তোমাকে মন্দ কার্য্যেই প্রশ্রয় দিয়াছে, ভগবানের পবিত্র পথ হইতে তোমাকে একেবারে বহুদূরে রাখিয়াছে। তুমি কি করিয়া আর জানিবে বল? কিন্তু তাহা বলিলে ত আর তুমি রক্ষা পাইবে না! তোমায় একটা উপায় করিতেই হইবে। সুতরাং

যাহাতে তিনি তোমায় ক্ষমা করেন তাহাই কর। তোমার যে বেলা চলিয়া যায়! আর যে সন্ধ্যার বিলম্ব নাই, ঐ দেখ পশ্চিম গগন লাল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার আয়ু-সূর্য্য যে এখনই অস্ত যাইবে। সুতরাং আর বসিয়া থাকিও না—এই সময়ের সদ্ব্যবহার কর।

যাহা করিয়াছ তাহার আর ভাবিবার অবসর নাই। এখন কেবল স্বকৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হও। ঐ দেখ সূর্য্য ডুবিতে বসিয়াছে; আর বিলম্ব নাই; এখনই তোমাকে এ সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। যে মুহূর্ত্তটুকু আছে তাহা বৃথা নষ্ট করিও না। শ্বাস প্রশ্বাসে তাঁহার নাম জপ কর। অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা আলোচনা কর। এতদিন ত কত কথাই বলিয়াছ—এখনও কি সাধ মিটে নাই? সমস্ত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া একবার কাঙ্গালের ভাষায় বল—"আমি তোমারই দাস, তোমা ব্যতীত আমার আর অন্য গতি নাই। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। এতদিন আমি তোমায় স্মরণ করিতে পারি নাই, আজ শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত দেখিয়া বড় ভীত হইয়াছি। তাই তোমায় ডাকিতেছি আমার প্রতি কৃপা কর। হে নাথ! বেলা যে যায়—আমার উপায় কি হইবে? তুমি যদি কৃপা না কর তবে আর আমার মত মহাপাপীর উদ্ধারের উপায় কোথায়? তাই আমায় কৃপা করিয়া চরণে স্থান দাও। বেলা যায়—শেষ মুহূর্ত্তে তোমায় ডাকিতেছি, আমায় চরণে স্থান দাও—আমায় ক্ষমা কর!"

বেলা যায় দেখিয়া ঐ দেখ সংসার-সমুদ্রের মহাকর্ণধার পূর্ণ-জ্ঞানের অবতার মহাগুরু জ্ঞানানন্দ তোমায় দুই বাহু তুলিয়া ডাকিতেছেন—"আয় পাপী, তাপী, সকলে আয়—আজ তোদের জন্য আমি মহাসমুদ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তরণী লইয়া আসিয়াছি—নিত্যধর্ম্মের পবিত্র আলোকে আয়, আর সময় নাই, বেলা যায়—এই শেষ মুহূর্ত্তে একবার আয়—হরি বলিয়া মহা সমুদ্র পাড়ী দি। আর কিছুই চাই না—একবার হরি বলিয়া নৌকায় ওঠ। এ নৌকা ডুবিবে না; মহা সমুদ্রের মহাতরঙ্গ এ তরণীর কাছে আসিতে পারিবে না; আয়, এ মহা-সুযোগ হারাস্‌ নে।"

মন! তবে আর কেন? কিসের ভয়? এস এই মাহেন্দ্রক্ষণে চল, একবার চেষ্টা করি। বহুদিন এ সুযোগ মিলে নাই। বহু পুণ্যের ফলে এ সুযোগ পাইয়াছি। এস, এই সংসার-সাগরের মহাকর্ণধারের আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমরা অসহায় দুর্ব্বল; এস দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, মহাগুরু জ্ঞানানন্দের আশ্রয় লইয়া এ সংসার-সমুদ্র পার হই। আর সময় নাই—বেলা গেল। এস, এস, শীঘ্র এস, তাঁহার কৃপার অংশ লইয়া সংসার-সমুদ্রের পর পারে গিয়া চরম শান্তি লাভ করি।

অবধূত-কিঙ্কর—শ্রীসরোজকুমার চৌধুরী।
গৌহাটী, আসাম।

সদ্‌-গুরু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

যদি কেহ ঐ সমস্ত গুণবিশিষ্ট মহাপুরুষকে অবতার বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে বলিতে হইবে তিনি অবতারের সমস্ত লক্ষণ জানেন না এবং তিনি আজীবন তমসাচ্ছন্ন জ্ঞানকেই পোষণ করিয়া থাকেন। জগতে এই প্রকার লোক বিস্তর আছে যাঁহারা অষ্টসাত্ত্বিক ভাব-মহাভাব ও সমাধিকে স্নায়ু-দুর্ব্বলতা বা Nervous debility বলিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উত্তম সাধক ব্যতীত ঘোর বিষয়ীর হৃদয়ে ঐ প্রকার স্নায়ু-দুর্ব্বলতা কখন তো প্রকাশ হইতে দেখি নাই। যে সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা মনের উর্দ্ধগতি হয় এবং যে সাত্ত্বিক ভাবাক্রান্ত সাধকের সুস্থ শরীরে চিকিৎসকগণ নাড়ী খুজিয়া পান না, তাহাকে স্নায়ু-দুর্ব্বলতা রোগ বলিয়া যাঁহারা ব্যাখ্যা করেন বুঝিতে হইবে তাঁহারা কখনও প্রেমের আস্বাদ পান নাই, তাঁহারা শুষ্ক ভূষা জ্ঞান লইয়াই বসিয়া আছেন। এই প্রকার ভক্তের জন্য প্রেমিক সদ্‌গুরুর আবশ্যক এবং এই প্রকার ভক্তের হৃদয়েই সাত্ত্বিকভাব বুঝাইবার জন্যই প্রেমিক সাধকের গুরুগিরি করিবার আবশ্যকতা হয়। ইহা দ্বারা জীবের মঙ্গল সাধিত এবং প্রেমিক সাধকের সাধনার অঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে গুরুগিরি করা বলে না। প্রেমিক সাধক তাঁহার কর্ত্তব্যানুসারেই ঐ প্রকারে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের বিধি অনুসারে প্রেমিক সাধককে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা এই দুই তত্ত্বই সাধনা করিতে হয়। অধ্যাপনা দ্বারা দানের কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। দানের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। কারণ এই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারাই জীব অভয় প্রাপ্ত হইয়া ভব-সমুদ্র হইতে পার হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্যের কৃত মণিরত্নমালায় উক্ত হইয়াছে যে, "দেয়ং পরং কিং ত্বভয়ং সদেব।" অর্থাৎ দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান কি, না, অভয়। অতএব শক্তি-সম্পন্ন ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারাই যে জীব অভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহা অস্বীকার করিবার অহঙ্কার (?) নাই। এই জন্যই সাধকগণ জীবকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়া থাকেন। কোন কোন সাধক বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়া থাকেন এবং কোন কোন সাধক মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়া থাকেন। ভক্তগণের রুচি অনুসারেই কেবল ঐরূপ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভক্ত-কবির বাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। উত্তম সাধক বা বৈষ্ণবগণের এই গুরুভার বহন করিবার বিধি শাস্ত্রেই দেওয়া আছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিতেছেন যে ভক্তির এক একটি কর্ম্মকে এক একটী অঙ্গ বলে। ঐ অঙ্গ চতুঃষষ্টি প্রকার। তাহার দ্বাদশ অঙ্গে লেখা আছে যে, "শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বং।" অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ অনধিকারী বা বেশী শিষ্য করিবেন না তাহা হইলেই শিষ্য করিবেন ইহাই বিধি দেওয়া হইল। আরও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-লীলায় দেখা যায়, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিতেছেন যে,—

"বাবধাঙ্গ সাধন ভক্তির বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার॥
গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন॥
কৃষ্ণ প্রীতে ভোগ-ত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস॥

ধাত্র্যশ্বথ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব পূজন।
সেবানামাপরাধাদি বিদূরে বর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব-সঙ্গ বহু শিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥
হানি-লাভ সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণি-মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্ম নিবেদন॥ ইত্যাদি"

ইহার দ্বারাই প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রেমিক বৈষ্ণবের শিষ্যকরিবার অধিকার আছে। এই প্রকার সাধকের মধ্যে যিনি আপনাকে সক্ষম বিবেচনা করেন তিনি গুরুত্ব ভার লইতে পারেন। তাহাতে তাঁহার কোন প্রকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ব্রহ্মবিদ্যা দান করিলে ক্ষয় হয় না। যথা—মণিরত্নমালা বলিতেছেন,—"কিমেধতে দান বশাৎ সুবিদ্যা॥" অর্থাৎ কোন বস্তু দান করিলে ক্ষয় হয়না?—সুবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। সুতরাং এই কার্য্যের জন্য উপদেষ্টাকে পাপপঙ্কে পড়িয়া যাইতে হয় না। যে বৈষ্ণব প্রয়োজনানুসারে প্রার্থীকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিয়া থাকেন, বাহ্য চক্ষে তাঁহার কোন গুণ দেখিতে না পাইলেও তাঁহার নিন্দা করা উচিত নহে বরং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস রাখাই উদারতা। এরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার এমন কোন শক্তি আছেই আছে যে শক্তির প্রভাবে তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইতে সাহসী হইয়াছেন। আজকালকার বাজারে সেবা করিবার জন্য কেহই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন না। বরং সেবা পাইবার জন্য গুরু করিয়া থাকেন। যিনি প্রকৃত বৈষ্ণব তিনি কখনই শিষ্যের সেবা লইতে ইচ্ছা করেন না তিনি জানেন যে ভক্ত ভগবান অভিন্ন। বরং বৈষ্ণবগণ তাঁহার শিষ্যকে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা পাইবার অধিকারী করিয়া দেন। তবে যদি কোন শিষ্য জোর করিয়া তাঁহার কোন বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে যান তাহা হইলে গুরু নাচার। তাই দেখিয়াও সংসারী লোকের বৈষ্ণব-গুরুর নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। নিন্দা করিলে সেই নিন্দা শ্রীকৃষ্ণে গিয়া পৌঁছিয়া থাকে। কারণ বৈষ্ণবের হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান এবং বৈষ্ণবের অঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের গুণ সঞ্চার হইয়া থাকে। যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলায়,

"সর্ব্ব মহাগুণ গণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥"

আরও একস্থানে বৈষ্ণবের লক্ষণ কি, তাহা বলিয়া গিয়াছেন এই যে,

"যাঁহাকে দেখিলে মুখে আসে কৃষ্ণ নাম।
সেই সে জানিবে ভবে বৈষ্ণব প্রধান॥"

এই ভাবের বৈষ্ণবও সদ্‌গুরু। প্রেমিক বৈষ্ণবের মধ্যে জাতি ভেদ রাখা উচিত নহে। বৈষ্ণব যে জাতি হউন না কেন তিনিই গুরু হইবার যোগ্য। ইহা ব্যতীত সাধারণ ব্রাহ্মণ সমাজও গুরু হইবার যোগ্য। তাঁহাদের কৌলিক প্রথানুসারে তাঁহারা সংসারী হইয়াও যে শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন তাহাতে যে একেবারে শিষ্যগণের কোন ফল লাভ হয় না তাহা কে বলিতে পারে?* গুরুবাক্যে বিশ্বাস

* স্বীয় বিশ্বাসবলেই যদি শিষ্য উন্নতি সাধন করিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে আর গুরু-ব্যবসায়ী সাধারণ ব্রাহ্মণ সমাজের গুরুত্ব কোথায়? শ্রীশ্রীদেব রচিত সর্ব্বধর্ম্ম-নির্ণয়সার হইতে দুইটি লাইন উদ্ধৃত হইল,—"সাধারণ কুলগুরু মন্ত্ররূপ কাষ্ঠে দেন, কিন্তু তার সঙ্গে চৈতন্যরূপ অগ্নি দিতে সক্ষম হন না।" পুনশ্চ সাধকসহচর ২য় ভাগ ৬৩ উপদেশ দ্রষ্টব্য। নিং সং।

রাখিতে পারিলেই শিষ্যের উন্নতি হইয়া থাকে। কারণ বিশ্বাসই মূল। গুরু যেমনই হউন না কেন তাঁহাতে বিশ্বাস থাকিলে মায়ান্ধকার হইতেও আলো দেখিতে পাওয়া যায়। তবে প্রেমিক সদ্গুরুর কৃপা আশু ফলপ্রদ।” শিষ্য বলিল,—“প্রভু! এখন আমার মনের সন্দেহ অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। এবার আত্ম নিবেদন কাহাকে বলে কৃপা করিয়া বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা নিবারণ করুন।” গুরু বলিলেন,—“ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার কৃপা করুন, এই প্রশ্নই তোমার যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে। যদি তোমার জানিবার আবশ্যক হয় তবে বারান্তরে আমি তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।” শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ

প্রার্থনা।

গুরু গুরু গুরু সকলেই কহে
গুরু যে কি ধন কে জানে।
মধু হতে মধুর ও দুটী আখর
তুলনা নাহিক ভুবনে॥
ভজন সাধন শ্রীগুরু-চরণ
সাধনের সার ত্রিলোকে।
যাঁহার মূরতি বিশ্ব চরাচর—
ভাবিলে হৃদয় পুলকে॥
শিব, ব্রহ্মা, আদি কালী, কৃষ্ণ, রাম,
গুরুর(ই) বিকাশ জানিয়া।
কেন ওরে মন কিসের লাগিয়া
রয়েছ সে পদ ভুলিয়া॥
শ্রীগুরু-চরণ যে লয় স্মরণ
কি ভয় তাহার জীবনে।
কল্পতরু গুরু দয়ার আধার
নাহিক এমন ভুবনে॥
মহামন্ত্র গুরু যে জন
সরস করেছে রসনা।
সুরাসুর নর গন্ধর্ব্ব, কিন্নর
তাঁহারে করে ভজনা॥
মোক্ষাদি সম্পদ জানিয়ে কৈতব
প্রেমানন্দ সুখে মজিয়া।
নিত্যানন্দ নীরে ভাসে দিবানিশি
গুরুপদে মন সঁপিয়া॥
অধম নৃত্য জীবন ব্যর্থ
না করি গুরুর সাধনা।
নিকট যে কাল কি হবে এখন
দিবানিশি তার ভাবনা॥
কাতর কণ্ঠে ডাক ওরে মন
আর কেহ নাই সে দিনে।
সব পরিহরি জপ “গুরু গুরু”
তরে যাবি নাম সাধনে॥

নৃত্য গোপাল গোস্বা

সবসিয়ান্ কে এক বাৎ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

" দ্বিতীয় স্তবক।

He who knows himself well, becomes vile in his own eyes and has no delight in the praises of men.

আপন প্রকৃতি যেই করি আলোচনা,
আপনার পরিচয় পাইয়াছে বেশ।
"আপনি সামান্য" সে ত কখন ভুলে না,
নাহি হয় প্রশংসায় অহঙ্কারলেশ॥

Men pass away, but the truth of the Lord endureth for ever.

মানব জীবন আর জগৎ সংসার,
কালের করাল মুখে পাইবে বিনাশ।
অনাদি অনন্ত সেই হরি সারাৎসার,
সত্য সনাতন বিভু সদা স্বপ্রকাশ॥

God speaks in many ways, to us, without respect of persons.

ধনী হও, দীন হও অতি অকিঞ্চন;
হরির কৃপায় কভু না হবে বঞ্চিত।
কত রূপে কথা ক'ন সেই নারায়ণ,
কত কৃপা পায় তাঁর অধম পতিত॥

The proud and covetous are never easy. The poor and humble in spirit lives in abundance of peace.

বিষয় লোলুপ আর অহঙ্কারী জন,
কভু নাহি পায় শান্তিসুধার সন্ধান।
আপনারে মানে দীন হীন অকিঞ্চন,
লভয়ে পরমা শান্তি সেই ভাগ্যবান॥

The peace of heart is found by resisting the passions not by serving them.

রিপুগণে সেবা করে পরম যতনে,
ইন্দ্রিয় সুখের তরে সতত প্রয়াস।
ভোগের লালসা তার বাড়ে দিনে দিনে
শান্তি ধনে হ'তে হয় একান্ত নিরাশ॥

Be not a flatterer with the rich, nor desire to be in the presence of the great.

ধন মদে মত্ত যেই অবিবেকী জন,
আপনা মহৎ বলি করে অহঙ্কার।
তাহার সন্তোষ তরে ক'রো না যতন,
বিষয়ীর সঙ্গ সদা কর পরিহার॥

Be not familiar with any woman; but commend all good women in general to God.

অবধান ভাই সব সাধক-সুজন,
নারীসঙ্গে মিশামিশি কখন কর'না।
সুশীলা রমণীজাতি-মঙ্গল-কারণ
দয়াময় হরি-পদে করহ প্রার্থনা॥

Fire tries iron and temptation tries a just man.

লৌহের পরীক্ষা-ভূমি জ্বলন্ত অনল,
ধার্ম্মিকে পরীক্ষা করে মায়া-প্রলোভন।
মানব জানে না তার কতটুকু বল,
প্রলোভনে পড়ি তবে হয় সচেতন॥

Miserable art thou whereever thou be, and which way soever thou turnest, unless thou turn thyself unto God.

বিজন কানন কিম্বা নৃপতি-ভবন,
করহ বসতি তুমি যথায় বাসনা।

নানা দেশ নানা স্থান কর পর্য্যটন,
হরিপদ-বিনু সুখ কোথাও পাবে না ॥

Why will thou putoff thy purpose from day to day? Arise, and begin this very moment, and say: "Now is the time for doing, and now is the time to fight; now is the proper time to mend my life." To-morrow is an uncertain day; and how dost thou know that thou shall be alive to-morrow?

আজ কাল করি ভাই দিন চলে যায়,
করাল কালের হাতে নাহি পরিত্রাণ।
এখনি আরম্ভ কর যাহা অভিপ্রায়,
সাধন-সমরে ভাই হও অগ্রসর ॥
(স্বকার্য্যমদ্যকর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকং।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুং কৃতমস্য নবাকৃতং ॥)

Thou must pass through fire and water before thou come into a place of refreshing.

অমৃত লভিতে যদি করহ বাসনা,
অনল-পরীক্ষা তবে হ'ত হবে পার।
প্রবল শাসনে কর রিপুর তাড়ন',
পাপের কবল হ'তে পাইবে নিস্তার ॥

What good is it to live long when we advance so little? Ah! long life does not always make us better but oftener adds to our guilt.

কি কাজ লভিয়ে বল দীরঘ জীবন,
সাধন-ভজনে যদি মন নাহি হয়।
নিতি নিতি বৃথা কাজে সময় যাপন,
পরিশেষে রাশি রাশি পাপের সঞ্চয়।

Trust not in thy friends and kinsfolk nor put off the welfare of thy soul to hereafter; for men will forger the sooner than thou thinkest.

আত্মীয় স্বজনে ভাবি প্রাণের সমান,
আত্মার মঙ্গলে ভাই কর না হেলন
ভবধাম ছাড়ি যবে করিবে প্রয়াণ,
প্রিয় পরিজন তোমা হবে বিস্মরণ ॥

Whilst thou hast time, gather up for thyself everlasting riches; think of nothing but thy salvation; care for nothing but the things of God.

যতদিনে এই ভবে পেয়েছ জীবন,
অক্ষয় অনন্ত ধন কর অধিকার।
মুকুতি লাভের তরে করহ যতন,
অসার সংসারে ভাব হরি সারাৎসার ॥

ক্রমশঃ
সম্পাদক।

২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যায় ১৩২২ সালের কার্ত্তিক মাসের
শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় মাসিক পত্রের

শুদ্ধি পত্র।

৩০৭ পৃঃ "মহাপুরুষ" শীর্ষক উপদেশাবলীর শেষ প্যারাটী ছাড় হইয়াছে। যথা—

অন্তরে কোন প্রকার বিকার না থাকিলে অন্তর নির্ব্বিকার বলা হয়। বাহ্য বিকার না থাকিলে বহির্নির্ব্বিকার বলা হয়। অঘোর-মন্ত্রে সিদ্ধে ঐ দ্বিবিধ নির্ব্বিকারাবস্থাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩৫

ইহার পরেই 'তন্ত্র' শীর্ষক উপদেশাবলী না হইয়া 'অভেদতত্ত্ব' শীর্ষক উপদেশাবলী সন্নিবেশিত হইবে। যথা—

অভেদতত্ত্ব।

ব্যাকরণানুসারে হরিকে সম্বোধন করিতে হইলে যেমন 'হরে' বলিতে হয়, তদ্রূপ ব্যাকরণানুসারে হরাকে সম্বোধন করিতে হইলেও 'হরে' বলা হয়। হরি শব্দ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন হরা শব্দও সেই ধাতু হইতে উৎপন্ন। হরি এবং হরা অভেদ। ১

হরা অর্থে শিবা। আকারান্ত লতা শব্দের মতনই হরা শব্দ রূপ করিতে হয়। লতা শব্দের সম্বোধনের একবচনে যেমন লতে বলা হয় তদ্রূপ হরা শব্দের সম্বোধনের একবচনেও হরে বলা হয়। ২

শিবের শক্তিকে যেমন শিবা বলা যায়, তদ্রূপ হরের শক্তিকেও হরা বলা যায়। শিবাকে সম্বোধন করিতে হইলে যেমন শিবে বলা হয়, তদ্রূপ হরাকে সম্বোধন করিতে হইলে হরে বলা হয়। 'হরে ওঁ' যিনি বলেন, তাঁহার শিবশক্তিরও নাম করা হয়। ৩

অতঃপর ৩১০ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ৮, ৯, ১০ নং উপদেশাবলী যথাক্রমে ৪, ৫, ৬ নম্বরে নির্দ্দেশিত হইয়া 'অভেদতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে ৩নং উপদেশের পরে সন্নিবেশিত হইবে।

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯৯	২	৮	লাঘব	লাঘবতা
৩০০	১	৬	কত অবতার	কত অবতার কত
৩০১	১	৮, ৯	কৃষ্ণ কৃষ্ণ	কৃষ্ণ
৩০২	১	১৮	ঐশ্বিক	ঐশ্বরিক
৩০৩	১	২	অবশ্যই	অবশ্য
৩০৩	১	২০	ক্কো	কোন
৩০৩	২	২৬, ২৭	সুতরাং বিষ্ণুই	বিষ্ণুই
৩০৪	২	১৯	মৃত্তিকা	মৃত্তিকাও
৩০৫	১	১১	করিবার	করিবারও
৩০৫	১	২৩	যাহাতে	যাঁহাতে
৩০৫	১	২৫	এই	ঐ
৩০৫	২	৩০	দীব্যবীজ	দিব্যবীজ
৩০৬	২	৮	চরণাকাঙ্ক্ষী	চরণাকাঙ্ক্ষা
৩০৬	২	২২	ঈশ্বর	ঈশ্বরের
৩০৮	১	৩	তাহাকে	তাঁহাকে
৩০৯	২	৯	"তন্ত্রে	তন্ত্রে
৩১০	১	২১	নানাপ্রকার তান্ত্রিক	তান্ত্রিক নানাপ্রকার
৩১২	১	৩	যাহাকে	যাঁহাকে
৩১২	১	১০	হওয়াও	হওনও
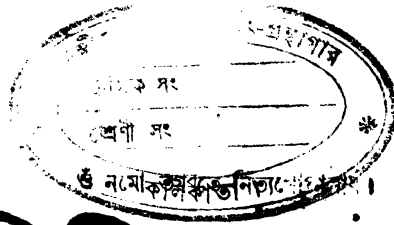
"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

২য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬১। সন ১৩২২, পৌষ। } ১২শ সংখ্যা।

যোগাচার্য্য

শ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

পরমেশ্বর।

(ক)

দল করা কি মুখের কথা? প্রকৃত দলপতির নিজের দলের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। দলের কোন লোকই দলপতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারেন না। দলের কোন ব্যক্তির যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা নাই দলপতি নিজ ক্ষমতানুসারে সে কার্য্যও তাহাকে করাতে পারেন। প্রকৃত দলপতির

অসাধারণ ক্ষমতা। দলপতি হ'তে পারে কে? দলপতি যে স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান। সমস্ত জীব যেন একটী দল। সেই দলের দলপতি ঈশ্বর। দলপতি অর্থে দলের প্রভু বলা যাইতে পারে। ১

অত বড় চন্দ্রলোককেও আমরা ক্ষুদ্র রজত-নির্ম্মিত থালার ন্যায় দেখিতেছি। মহান্ ঈশ্বরকেও অনেকে ক্ষুদ্র দেখিয়া থাকেন। চন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হইলে যত বড় চন্দ্র ঠিক্ তত বড়ই দেখা যায়। মহান্ ঈশ্বর সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান হইলে তিনি যত বড় তত বড়ই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায়। ২

ঈশ্বর আলোক অন্ধকার সৃজন করিয়াছেন অথচ আলোক অন্ধকারে ঐক্য নাই। ঈশ্বর পুরুষ প্রকৃতি সৃজন করিয়াছেন অথচ পুরুষ প্রকৃতিতে ঐক্য নাই। ঈশ্বর অগ্নি আর জল সৃজন করিয়াছেন অথচ অগ্নি আর জলে ঐক্য নাই। ঈশ্বর দয়াও সৃজন করিয়াছেন, ঈশ্বর নির্দ্দয়াও সৃজন করিয়াছেন অথচ উভয়ে ঐক্য নাই। ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়াই নিজের অনেক কথার খণ্ডন করিয়াছেন। ৩

মানব যে সমস্ত সামগ্রী সম্ভোগ করিতেছেন, মানব যে প্রকার সুখ শান্তি উপভোগ করিতেছেন সেই সমস্ত সামগ্রী অপেক্ষা, সেই সমস্ত সুখশান্তি অপেক্ষা আরো অধিক উত্তম সম্ভোগ্য সামগ্রী সকল প্রাপ্ত হইলে, আরো অধিক উত্তম সুখশান্তি প্রাপ্ত হইলে কি তিনি সে সমস্ত সম্ভোগ করেন না? সে সমস্ত সম্ভোগ করিতে কি তিনি ইচ্ছা করেন না? ঈশ্বর-প্রাপ্তিতে নিত্যসুখ শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই নিত্য সুখশান্তি কাহার না প্রার্থনীয়? ৪

এক পরমেশ্বরের প্রত্যেক রূপেরই নানা নাম আছে। ৫

ভগবানের নানা গুণবাচক নানা নাম আছে। ভগবান এক্। তাঁহার অনন্ত রূপ। ৬

হরি পতিতজনকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করেন। সেইজন্য তাঁহাকে পতিতপাবন আর করুণাময় বলা হয়। ৭

যাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত হয় তিনি ইচ্ছা করিলে যুদ্ধ না করিয়াও ভূভার হরণ করিতে পারেন। ৮

পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী অথচ তাঁহাকে দেখিতে পাও না। পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী অথচ তিনি সর্ব্বত্রে আছেন বোধ কর না। যে কখন চকমকির পাথর থেকে অগ্নি বহির্গত হইতে দেখে নাই সে তাহার ভিতরে অগ্নি আছে, কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে? বিশ্বময় পরমেশ্বর যে কখন দেখে নাই সে তন্ময় তিনি কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে? ৯

মহাত্মা অবদোল্লা খফিফ পারসীর সময়ে রোম নগরে অগ্নি-পূজকদিগের একজন সিদ্ধ পুরোহিত ছিলেন। সেই পুরোহিতের মৃত্যুর পরে তাঁহার শরীর ভস্মীভূত হইলে যে সকল রোগী সেই ভস্ম ভক্ষণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে সেই ভস্ম অনেক অন্ধ চক্ষে প্রয়োগ করিয়া দর্শনক্ষম হইয়াছিলেন। অগ্নি-রূপী পরমেশ্বরকে অন্তরের সহিত পূজা করিলে ঐ প্রকার অনেক অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন হওয়া যায়। ১০

আওল হোসেন খরকানি কোন মানবকে গুরু বলিতেন না। তিনি পরমেশ্বরকে গুরু বোধ করিতেন। গুরুগীতার মতেও পরমেশ্বর গুরু। ১১

নিত্যানন্দ পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর এক্ অবতার ছিলেন। নিত্যানন্দেরও সাধুতা ছিল, সেই জন্য নিত্যানন্দকেও সাধু বলা যায়।

নিত্যানন্দেরও প্রেম ছিল, সেইজন্য নিত্যানন্দকেও প্রেমিক বলা যায়। নিত্যানন্দেরও ভক্তি ছিল, সেইজন্য নিত্যানন্দকে ভক্ত বলা যায়। নিত্যানন্দেরও ঐশ্বর্য্য ছিল, সেইজন্য নিত্যানন্দও ঈশ্বর। ১২

যত প্রকার চরিত্র আছে ভগবান সেই সমস্ত চরিত্রের আদর্শ। ভগবান আদর্শ রাজা। তাহা তিনি রাম অবতারে রাজা হইয়া দেখাইয়াছেন। ১৩

লোক সামান্য অর্থের লোভ ত্যাগ করিতে পারে না। ভগবান রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য সমস্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া যোগীবেশে বনবাসী হইয়াছিলেন। অদ্ভুত রামচরিত্রে সমস্তই অলৌকিক ব্যাপার! ১৪

মানব পিতামাতাকে কত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে পারে? রামরূপে ভগবান পিতৃসত্য পালনার্থ সমস্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর যোগীবেশে বনবাস করিয়া পিতার প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৫

ভগবান আদর্শ গৃহস্থ। তাহা তিনি কৃষ্ণরূপে দেখাইয়াছেন। তিনি যে আদর্শ সন্ন্যাসী চৈতন্য অবতারে তাহার প্রমাণ পাও। ১৬

ভগবান চৈতন্য পরমেশ্বর। তাঁহার পরমা সুন্দরী যুবতী সংসর্গেও কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি কেবল দুর্ব্বলমতিদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই স্ত্রীলোকের সঙ্গ পরিহার করিতেন। তিনি দীনদয়াল পতিতপাবন ছিলেন। তিনি প্রায় সমুদায় কার্য্যই জীবের উপকারের জন্য করিতেন। ১৭

চৈতন্যদেব মহাপ্রভু ছিলেন। তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে দাস্যভাবে পূজা করিতেন এইজন্য তাঁহারা মহাপ্রভু বলিতেন। ১৮

আর্য্যদিগের মতেও বহু পরমেশ্বর নাই। আর্য্যদিগের মতেও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। সেই পরমেশ্বরের বহু মূর্ত্তি অনুসারে তাঁহার বহুনাম আছে বলিয়া ভ্রমবশতঃ মার্শম্যান প্রভৃতি মহাশয়গণ সেই পরমেশ্বরের উপাসকগণকে প্যান্থিইষ্ট বলিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্রনিচয়ে যে বিদেশীর সম্যক্ ব্যুৎপত্তি আছে তিনি কোন আর্য্যকেই বহু ঈশ্বরের উপাসক বলিতে পারেন না। ১৯

বাইবেলে যেমন এব্রাহিমের ঈশ্বর বলা হইয়াছে তদ্রূপ কাশীখণ্ডে ব্রহ্মেশ্বর, গরুড়েশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর প্রভৃতি বলা হইয়াছে। একেশ্বরই সকলের ঈশ্বর। ২০

ছয়টী ঋতু একই কালের ছয় প্রকার বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণের বহু বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকার বিকাশ। ২১

অনলবিভাকেও জ্যোতিঃ বলা যায়। জ্যোতিঃ অনলেরও হইয়া থাকে। অনল ঈশ্বরের সৃষ্ট পঞ্চভূতের মধ্যে এক ভূত। ঈশ্বর যদ্যপি এক ভূতের অন্তর্গত হইতে পারেন তবে তিনি অন্যান্য ভূতের অন্তর্গত হইবেন না কেন? যে ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় হইতে পারেন এবং যাঁহাকে সেই আখ্যা প্রদানে কোন দোষ হয় না তিনি জলময়, তিনি বায়ুময়, তিনি পৃথিবীময়, তিনি আকাশময়ই বা হইবেন না কেন? তাঁহাকে ঐ সকল আখ্যা প্রদান করিলে দোষই বা হইবে কেন? ২২

মহাত্মা ঈশা ঈশ্বরীয় জ্যোতিকে কপোত হইতে দেখিয়াছিলেন। কপোত ঈশ্বরের সৃষ্টির একটী সামান্য পক্ষী মাত্র। যে ঈশ্বর অসীম তিনি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া ক্ষুদ্র কপোত হইয়াছিলেন স্বীকৃত হইলে তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কর্ণকে ছলনা করিয়াছিলেনই বা স্বীকার করা যাইবে না কেন? তিনি বিবিধ সময়ে বিবিধ মূর্ত্তিতে বিবিধ সাধুকে দর্শন দিয়া

থাকেনও স্বীকার করিতে হয়। তিনি কাহাকে চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তিতে, তিনি কাহাকে কালী মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া থাকেনও স্বীকার করিতে হয়। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার পক্ষে কোন কার্য্যই দুষ্কর নহে। ২৩

কোন জড় সুন্দর, কোন জড় অসুন্দর। চৈতন্য যিনি, তিনি সুন্দরও অসুন্দরও নন্। ২৪

কোন ব্যঞ্জনবর্ণ দেখিয়া জানা যায় না তাহার মধ্যে অব্যক্তভাবে স্বরবর্ণের অকার আছে। দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সকল দেখিতে জড়। কিন্তু ঐ প্রকারে সে সকলের অভ্যন্তরেও চৈতন্য বিরাজিত আছেন। চৈতন্যই শিব। শিবই বিশ্বেশ্বর। ২৫

কোন কোন শাস্ত্রমতে প্রকৃতি জড়া, পুরুষ চৈতন্য। চৈতন্য পুরুষ সেই জড়া প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে ব্যাপ্ত আছেন। অব্যক্ত--চৈতন্য--পুরুষের শরীর ব্যক্ত--জড়া-প্রকৃতি। অব্যক্ত-চৈতন্য-পুরুষ স্বয়ং বিশ্বেশ্বর। তাঁহার শরীর ব্যক্ত-জড়া-প্রকৃতি কাশী। ২৬

দেহকে পুরী বলা যায়। সেই দেহরূপ পুরীতে আত্মা নামক দেহী বাস করেন। কাশীখণ্ডের মতে কাশীপুরী বিশ্বনাথের দেহ। বিশ্বনাথ দেহী। ২৭

এই বিশ্বের বহু ঈশ্বর আছেন বলা যাইতে পারে না, এক বিশ্বেশ্বরই আছেন। কাশীখণ্ডের মতে সেই বিশ্বেশ্বর শিব এবং গীতার মতে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। গীতার একাদশ অধ্যায়ে এইরূপ আছে—

"অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ২৮

ঐ স্বচ্ছ কাচপাত্র জলে পরিপূর্ণ। কেবল উহার উপরিভাগে কিঞ্চিৎ তৈল রহিয়াছে। উপরিভাগ দিয়া দেখিলে ঐ পাত্রটীতে জল আছে বোধ হয় না; বোধ হয় উহা তৈলে পরিপূর্ণ। এই বিশ্বরূপ কাচপাত্রে বিশ্বেশ্বর পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। মায়া আবরণ বশতঃ সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে সক্ষম হয় না। ২৯

কাশীখণ্ডে শিবকে বিশ্বেশ্বর বলা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরই পরমেশ্বর। ৩০

কত বিশ্ব আছে কত প্রকার বিশ্বরূপও আছেন। অর্জ্জুন যে প্রকার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, যশোদা সে প্রকার দর্শন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত বিভূতি। তিনি অসংখ্য বিশ্বরূপ। ৩১

কৃষ্ণ-দর্শন করিলে কে না মুগ্ধ হয়? কৃষ্ণ কাহার মন না আকর্ষণ করিতে পারেন? যে মদন মোহিত করে নাই এমন প্রাণী নাই তিনি সেই মদনকে পর্য্যন্ত মোহিত করিয়াছিলেন। জগতে অনেকের সহিতই সম্বন্ধ আছে। কিন্তু মাতার সহিত যে প্রকার শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ সে প্রকার আর কাহারো সহিতই নয়। মাতার ন্যায় আর কেহ স্নেহ করিতে পারে না। সেই মাতার স্নেহের সহিত ঈশ্বরের স্নেহ তুলনা করিলে ঈশ্বরের স্নেহই বলবৎ হয়। ঈশ্বর জীবের প্রতি কত স্নেহ করেন তাহা জীব বুঝিবার চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারে। ৩২

আর্য্যদিগের সেই প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা হইতে জগতের অন্যান্য সমস্ত ভাষার জন্ম হইয়াছে। আর্য্যদিগের বৈদিক ধর্ম্ম হইতে জগতের অন্যান্য সমস্ত শাখাধর্ম্মের উৎপত্তি। এমন কি ইংরাজদিগের আরাধ্য ঈশ্বরবাচক গড্ শব্দ পর্য্যন্ত আর্য্যভাষামূলক। সংস্কৃত গুহ শব্দ হইতে ইংরাজী গড্ শব্দের উৎপত্তি। গুহ ধাতু হইতে গুহ শব্দ বিকাশিত হইয়াছে। ৩৩

সামান্য মানবের সমস্ত গুণই এক কথায় বর্ণিত হয় না। তবে কিরূপে অনন্ত পুরুষের বর্ণনা করা যাইবে? ৩৪

নিরাকার অচৈতন্য আকাশের সঙ্গে নিরাকার চৈতন্য আত্মার যে প্রভেদ নরের সহিত নর-নারায়ণেরও সেই প্রভেদ। ৩৫

একাক্ষর ব্যতীত বহু অক্ষর নাই। সেই একাক্ষর ব্রহ্ম। তদ্ভিন্ন সমস্তই ক্ষর। ৩৬

ব্রহ্ম পুরুষও নন্ তিনি প্রকৃতিও নন্। তিনি উভয়ের অতীত। ৩৭

পুরুষও জীব, প্রকৃতিও জীব। যাহা পুরুষ নয়, যাহা প্রকৃতি নয় তাহা অজীব। অজীব ব্রহ্ম। ৩৮

ব্রহ্মেরই এক নাম পরম ব্রহ্ম। সেই পরম ব্রহ্মের অধীনতা নাই। তিনি নিজেরও অধীন নন্। সেই জন্য তিনি স্বাধীনও নন্। তিনি স্বাধীনও নন্, পরাধীনও নন্। ৩৯

ব্রহ্ম কোন পদার্থ নন্। তিনি অপদার্থ। ৪০

সকল পদার্থেরই গুণ আছে। কেবল অপদার্থ ব্রহ্মই নির্গুণ। ৪১

ত্রিগুণই মায়িক। মায়া গুণময়ী। ব্রহ্মই কেবল নির্গুণ। ৪২

(খ)

অমঙ্গল দ্বারাই অসুখ এবং অশান্তি হইয়া থাকে। সুখ-শান্তির কারণ মঙ্গল। সেইজন্য শিবই সুখশান্তির কারণ। ১

শিব পরমেশ্বর। তিনি বিচারপতি এবং সাক্ষী উভয়ই। তাঁহার বিচারই ভ্রান্তিশূন্য। ২

শঙ্কর যোগীও নন্, শঙ্কর জ্ঞানীও নন্। শঙ্কর জ্ঞানাতীত নিরঞ্জন, শঙ্কর কেবলাত্মা, শঙ্কর নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। এইজন্য মুণ্ডমালা তন্ত্রে বলা হইয়াছে—"ন যোগী শঙ্করো জ্ঞানী"। ৩

গায়ত্রীতন্ত্রের মতে "যঃ শিব কৃষ্ণ এবাত্মা যঃ কৃষ্ণঃ শিব এব সঃ।" গায়ত্রীতন্ত্র মতে শিবকৃষ্ণে কোন প্রভেদ নাই। যাঁহার আত্ম-জ্ঞান হয় নাই, যাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাই তিনি শিবকৃষ্ণ যে এক, শিবকৃষ্ণ যে অভেদ তাহা কোন ক্রমেই বুঝিতে পারেন না। ৪

শিব যোগী। শব অযোগী। শিব সগুণ ও সক্রিয়। শব নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। ৫

মহাশক্তি 'ই' কারের সঙ্গে শবের যোগ হইলে শবই শিব হন। সেই শবই শিবযোগী হন্। ৬

সমস্ত জীবই মৃত্যুর অধীন। কেবল শিবই মৃত্যুর অধীন নহেন, কেবল শিবই মৃত্যুঞ্জয়। কেবল শিবেরই মৃত্যু সঞ্জীবনী শক্তি আছে। ৭

অদ্ভুত রামায়ণের পঞ্চদশ সর্গ অনুসারে রাম বহুরূপী। বহুরূপই তাঁহার বহু অবতার। মূলে এই প্রকার আছে—

ত্বামেকমাহুঃ পরমঞ্চ রামং
প্রাণৈশ্চরন্তং হরিমিন্দ্রমীশম্।
ইন্দুং মৃতুমমলঞ্চেকিতান্
ধাতারমাদিত্যমনেকরূপম্॥ ১৫

রাম রাজা ছিলেন, রাম পুত্র ছিলেন, রাম শিষ্য ছিলেন, রাম পিতা ছিলেন, রাম প্রভু ছিলেন, রাম ভ্রাতা ছিলেন, রাম সখা ছিলেন, রাম পতি ছিলেন। ঐ সকল রামের মনুষ্যত্বের অন্তর্গত। ৯

পুরুষও প্রকৃতির রূপ হইয়া থাকেন। ১০

নিরাকারা আদ্যাকালীর রূপ স্বয়ং মহাকাল। সে সম্বন্ধে স্বয়ং সদাশিবই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের চতুর্থোল্লাসে বলিয়াছেন—

"তব রূপং মহাকাল জগৎসংহারকারকঃ।" ১১

রাধাকৃষ্ণ একাত্মা। রাধাকৃষ্ণ স্বরূপে অভিন্ন। প্রেমাত্মিকা লীলা করিবার জন্যই একই কৃষ্ণ পুরুষ এবং প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত

হইয়াছেন। আত্মা সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান আছে তিনি জানেন যিনি কৃষ্ণ তিনিই রাধা। ১২

(গ)

পরমেশ্বরকে স্বয়ম্ভূ বলিলে বুঝিতে হয় পরমেশ্বর ছিলেন তিনি পরে আবার হইয়াছেন। তিনি ছিলেন অথচ পরে হইয়াছেন যুক্তিসঙ্গত নহে। ১

যাহা ছিল তাহা হইতেছে কিম্বা তাহা হইয়াছে বলিতে পার না কিম্বা তাহা হইবেও বলিতে পার না। যাহা ছিল তাহা আছে। তাহা হইতেছে বলিতে পার না, তাহা হইয়াছে বলিতে পার না, হইবেও বলিতে পার না। ২

জীবের প্রতি পরমেশ্বরের দয়া না থাকিলে সৃষ্ট হইয়াই জীব বিনষ্ট হইত। তাহা হইলে জীব প্রতিপালিতও হইত না। ৩

ভগবান অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ রক্ষক নহে তাহা প্রত্যেক জীবই জানে। বিপদ এবং ভয়ের সময়ে যিনি রক্ষা করিতে সমর্থ তাঁহাকেই বারম্বার ডাকা হয়। জীবের মৃত্যুকাল অপেক্ষা মহা বিপদ এবং মহা ভয়ের আর অন্য সময় নাই। আর মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে ভগবান ব্যতীত অন্য কেহ উদ্ধার করিতে পারে না তাহাও জীব জানে। সেইজন্য মৃত্যুকালে প্রায় প্রত্যেক জীবই কাতরতার সহিত ভগবানকে ডাকিয়া থাকে, ভগবানকেই স্মরণ করিয়া থাকে। ৪

ভগবান অবতীর্ণ হইয়া বিধিকে নিষেধ এবং নিষেধকে বিধি করিতে পারেন। কিঙ্কর যেমন প্রভুর আজ্ঞাধীন বিধিনিষেধও তদ্রূপ অবতীর্ণ ভগবানের আজ্ঞাধীন। বিধি নিষেধ তাঁহার দুইটী কিঙ্কর মাত্র। ৫

(ঘ)

কৃষ্ণের রূপ আছে। কৃষ্ণ রূপ নহেন। কৃষ্ণের নিত্যরূপ। কৃষ্ণের রূপ জড় নহে। তাহা চৈতন্যময়। ১

অনেক পুরাণমতেই শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথ। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও নাথ বলিয়া স্বীকার করিলে ব্যভিচারিণী হইতে হইবে। রাধা যথার্থই কৃষ্ণপরায়ণা সতী ছিলেন। সেই জন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া জানিতেন না। ২

(ঙ)

কর্ত্তা যিনি তাঁহার স্বাধীনতা আছে। তিনি কাহারও অধীন নহেন। তাঁহার উপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। তাঁহার সকলের উপরই কর্ত্তৃত্ব আছে। তাঁহার ষড়রিপুর উপরও কর্ত্তৃত্ব আছে। ষড়্‌রিপু তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন। তিনি পরমেশ্বর। ১

জীব অকর্ত্তা। তাহার নিজমনের উপরই কর্ত্তৃত্ব নাই। জীবের ষড়রিপুর উপরও কর্ত্তৃত্ব নাই। সে সম্পূর্ণ মন এবং ষড়রিপুর অধীন। সে অধীন বলিয়াই না দাস! ২

(চ)

বীজের আবরণ মোচন করিলে দুই দৃষ্ট হয়। সেই বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে তাহাই বহু। এক পরমেশ্বরই শক্তি ও শক্তিমান এবং বহু। তিনি এক, তিনি দুই এবং তিনিই বহু। ১

শক্তিরও বহু অবতার সম্ভব। পরমেশ্বরের শক্তিরই অংশে অপূর্ণরূপে অনেক অবতার। ঐ অগ্নিতে যত পাত্র জল উষ্ণ করিবে তত পাত্র জলই উষ্ণ হইবে। অথচ প্রত্যেক পাত্রস্থ জলে অগ্নি থাকিবে না! প্রত্যেকে অগ্নির উষ্ণতা শক্তিই শক্তিমানের সহিত অভেদ না থাকিয়াও পৃথক রূপে থাকিবে। ২

(ছ)

তোমার মতে অহংকার তত্ত্বও প্রাকৃত, তোমার মতে অহংকার আত্মার অংশ নয়। আত্মা আছেন বোধ করেন তাহাও প্রাকৃত

অহংকারের সাহায্যে। তোমার মতে আত্মার অহংকারের সহিত সংস্রব থাকিলেও আত্মা নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন না। কারণ আত্মা আছেন বোধ করিলেও তাঁহাকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বলা যাইতে পারে না। সেইজন্যই আত্মার সহিত অহংকারের অসংস্রবের প্রয়োজন। আত্মার সহিত অহংকারের অসংস্রব হইলে আত্মাকেও এক প্রকার জড় বলা যাইতে পারে। তোমার মতে আত্মা নিত্য। সুতরাং তোমার মতানুসারে আত্মাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নিত্য জড় বলা যাইতে পারে। তোমার মত অনুসরণ করিলে আত্মাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নিত্য চৈতন্য বলা যায় না। কারণ চৈতন্যই বোধশক্তি। ক্রিয়াও গুণ-বোধাত্মক। নিজ অস্তিত্ববোধও অবোধাত্মক নহে সুতরাং অহংকার শূন্য নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় আত্মাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নিত্য চৈতন্যের পরিবর্ত্তে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নিত্য জড়ই বলিতে হয়। ১

যাঁহার কোন গুণ নাই, যিনি কোন কর্ম্ম করিতে সক্ষম নহেন ভক্তের তাঁহাতে প্রয়োজনই নাই। ভক্তের দুঃখ বোধ হইলে যিনি তাঁহার দুঃখ বোঝেন ভক্তের তাঁহাতে প্রয়োজন আছে। প্রার্থনা করিলে যিনি শুনিতে পান ভক্তের তাঁহাতে প্রয়োজন আছে। যিনি দয়া করিতে পারেন ভক্তের তাঁহাতে প্রয়োজন আছে। যিনি স্নেহ করিতে সক্ষম ভক্তের তাঁহাতে প্রয়োজন আছে। ভক্ত যাঁহাকে দর্শন করিতে সক্ষম ভক্তের তাঁহাকে প্রয়োজন আছে। ভক্ত যাঁহার পদানত হইতে সক্ষম ভক্তের তাঁহাকে প্রয়োজন আছে। ভক্ত কাতর হইলে যিনি সান্ত্বনা করিতে সক্ষম ভক্তের তাঁহাতে প্রয়োজন আছে। যিনি কেবল নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় তিনি কাহারো অভাবই দূর করিতে সক্ষম নহেন। নানা প্রকার অভাব দূর কেবল সগুণ-সক্রিয়ই করিতে পারেন। •সগুণ-সক্রিয় পরমেশ্বর। তিনিই জীবের সকল অভাবই দূর করিতে পারেন, তিনিই জীবের প্রতি স্নেহ মমতা করিতে সক্ষম এবং প্রয়োজন হইলে তিনি জীবের প্রতি স্নেহ মমতা করিয়াও থাকেন। জীবকে বিপদ হইতে তিনি রক্ষা করিতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুসারে তিনিই জীবকে বিপদ হইতে রক্ষাও করেন। সর্ব্বশক্তিমান দয়াময় পরমেশ্বর হইতে সকল আশা ভরসাই করা যাইতে পারে। কেন না তিনি ভক্তবৎসল, কেন না তিনি অধমতারণ, কেন না তিনি বিপদভঞ্জন, কেন না তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। ২

পরমেশ্বর সাকার হইলে ক্ষুদ্র জীবের তাঁহাকে ধরিবার বড়ই সুবিধা। বাস্তবিক তিনি সাকার হইতেও পারেন এবং তিনি পতিত জীবের হিতের জন্য সাকারও হন। ৩

বাইবেলে আছে "The Spirit of God moved on the water." জলে যাহা সঞ্চরণ করে তাহা অবশ্যই নিরাকার নহে। তাহা সাকারই বটে। ৪

বাইবেলের ওল্ড টেষ্টমেণ্টে আছে "God created man after His own Image." ইমেজ্ অর্থে মূর্ত্তি। বাইবেল্ অনুসারে পরমেশ্বর আপনার মূর্ত্তির অনুকরণে মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন। মনুষ্যের মূর্ত্তি আছেও দেখা যায়। মনুষ্যের যে প্রকার আকার সে প্রকার আকার ব্যতীত মনুষ্য হইতে পারে না তাহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। সুতরাং God created man after His own Image বলিলে বুঝিতে হইবে ঈশ্বরেরও মূর্ত্তি আছে, তিনিও সাকার। "Of the Imitation of Christ" নামক গ্রন্থের মতেও ঈশ্বর সাকার।

কারণ সে মতে তাঁহার কর্ণ আছে। ঐ গ্রন্থের একস্থলে বলা হইয়াছে "——, I will say in the ears of my God." ৫

জড়ের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন আছে। জড় বিকৃত হইয়া থাকে। চৈতন্যের কোন প্রকার পরিবর্ত্তনই নাই। চৈতন্য বিকৃতও হন না। ৬

যিনি নিত্য নিরাকার তিনিই নিত্য সাকার। যিনি নিরাকার তিনিই সাকার। সেইজন্যই অনিত্য সাকার নহে। ৭

যিনি নিত্য তাঁহার নামও নিত্য। যিনি নিত্য তাঁহার শক্তিও নিত্য। যিনি নিত্য তিনি নিত্য নিরাকার। যিনি নিত্য তাঁহার আকার নিত্য। আকার যাঁহার নিত্য তিনিই নিত্য সাকার। ৮

ঈশ্বরের অনন্ত সাকার রূপ। সেই সমস্ত কোন রূপেরই উপমা হয় না। সে সমস্ত অসাধারণ অপরূপ অত্যাশ্চর্য্য সাকার রূপ। সেই সকলের কতকগুলি সম্বন্ধে আভাষেও বলা যায় না। কতকগুলি সম্বন্ধে কোন কোন পদার্থের উপমা দ্বারা আভাষ মাত্র বলা যায়। ৯

যিনি কাশীশ্বর তিনিই বিশ্বেশ্বর। শুদ্ধ ভক্তি হইলে সর্ব্বত্রই বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করা যায়। ১০

পুরীর বাসুদেব সার্ব্বভৌম অতি কঠোর তপস্যা করিয়া চৈতন্যদেবকে চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং ষড়ভুজ হইতে দেখেন নাই। ঈশ্বরের ঐ দুই প্রকার রূপ দর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে কোন প্রকার তপস্যাও করিতে হয় নাই। তিনি কেবল ভক্তিযোগ প্রভাবেই ঈশ্বরের ঐ দুই প্রকার দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তিও শুদ্ধ-ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়াই মানসিক জপ করিতে করিতে স্থিরভাবে সতৃষ্ণ নয়নে কালীর প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছেন। ঐ প্রকার সাধনায় উনি অবশ্যই কালীদর্শন করিবেন। কালীতো উঁহার অন্তরের ভক্তিভাব বুঝিতেছেন, কালীর প্রতি উঁহার প্রগাঢ় ভক্তিভাব আছে তাহা কালীত' জানিতেছেন। ১১

শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে ব্রহ্মমোহনের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকার গাভী, নানা প্রকার গোবৎস এবং নানা প্রকার রাখাল একই সময়ে কতবারই হইয়াছিলেন। একই সময়ে কত লোকই শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকার গাভীরূপ, নানা প্রকার গোবৎসরূপ এবং নানা প্রকার রাখালরূপ দর্শন করিয়াছিলেন অথচ তাঁহারা সেই সকল এবং শ্রীকৃষ্ণ অভেদ বোধ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণই ঐ সকল তাহাও বোধ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন ভক্ত নহেন তাঁহাদের সমক্ষে পরমেশ্বর বহু প্রকারের বহুরূপী হইয়া প্রকাশিত হইলে একই পরমেশ্বর তাঁহাদের বোধ হয় না। ১২

কোন অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন ভক্ত পরমেশ্বরীয় নানা প্রকার বহুরূপকে এক বলিয়া এক ভাবাপন্ন হইলে অজ্ঞানেরা তাঁহার ভাবের ব্যতিক্রম হইতেছেই বলিয়া থাকেন। ১৩

রাম এবং কৃষ্ণের মূর্ত্তিও এক প্রকার নহে। উভয়ের গুণকর্ম্মও এক প্রকার ছিল না। উভয়ের মূর্ত্তি এবং গুণকর্ম্ম অনুসারে উভয়কে দুইটি বলিয়াই বোধ হইতে পারে। কিন্তু স্বরূপবোধ যাঁহার হইয়াছে তিনি রাম এবং কৃষ্ণকে একই বলিয়া জানিয়াছেন। ১৪

রূপ এবং গুণকর্ম্মের প্রভেদ অনুসারে একই পরমেশ্বরের দুইটি বিকাশ দেখিলে আত্মজ্ঞান বা স্বরূপবোধ প্রভাবে যাঁহার ঐ উভয় বিকাশকেই এক এবং অভেদ বোধ হইয়াছে তিনিই অদ্বৈতমতের মহাপুরুষ। ১৫

একই সময়ে ভগবান দুইটি বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া দুইটি হইয়া প্রকাশ হইতে পারেন।

যেমন একই সময়ে রাম এবং পরশুরাম প্রকাশিত ছিলেন। ১৬

যে ভক্তের স্বরূপবোধ আছে তিনি একই সময়ে ভগবানের দুইটি স্বতন্ত্র বিকাশ দেখিলেও সেই দুইটি বিকাশকেও এক বোধ করেন। ১৭

পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। সেইজন্য তিনি ইচ্ছা করিলে একই সময়ে বহু হইতে পারেন। পরমেশ্বর রাসে একই সময়ে বহু হইয়াছিলেন। ১৮

সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর একই সময়ে একই ভক্তকে বহু হইয়া দর্শন দিলেও সেই ভক্তের যদি পরমেশ্বরে স্বরূপ বোধ থাকে তাহা হইলে সেই বহুকেও তিনি একই বোধ করেন। ১৯

তুমি এই অন্তবিশিষ্ট দেহে অবস্থান করিতেছ অথচ তুমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বলিতেছিলে তুমি নির্গুণ,নিষ্ক্রিয়, অনন্ত, নিঃসঙ্গ। তুমি এই ক্ষুদ্র পরিমিত দেহে অবস্থান করিয়াও যদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী প্রভৃতি প্রমাণ হইতে পারে তাহা হইলে বিষ্ণুও পরিমিত দেহ বিশিষ্ট হইলেও তিনি সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত অস্বীকারই বা করিবে কেন? ২০

তুমি বলিতে পার না নিরাকার সগুণ সক্রিয় সবিশেষ প্রভৃতি হইতে পারেন না। কারণ তুমি নিজে নিরাকার যখন ঐ সকল হইয়াছ তখন সর্ব্বশক্তিমান নিরাকার ব্রহ্ম সাকার, শরীরী ও ঐ সমস্ত হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি?—হইতেই পারেন। ২১

একই পরমেশ্বরের অনন্তরূপ, একই পরমেশ্বরের অনন্তমূর্ত্তি, একই পরমেশ্বরের অনন্ত অবতার, একই পরমেশ্বরের অনন্ত নাম। একই পরমেশ্বরের অনন্ত ভাব। প্রকৃত আস্তিক সে সকলই স্বীকার করেন এবং মান্য করেন। তবে পরমেশ্বর তাঁহার যে মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া ইষ্টদেবতা হইয়াছেন সেই মূর্ত্তিই তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ এবং পরম ভক্তিভাজন। প্রেমাত্মক যে ভাবে তিনি সেই ইষ্টদেবতাকে পাইয়াছেন সেই ভাবই তাঁহার অতি প্রিয়। ২২

ঈশ্বরের আকার প্রাকৃতিক নহে। তাহা অপ্রাকৃত। তাহা অজড়। ২৩

এই দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য কোন দেহ অবলম্বনে যদ্যপি আমি আর দেহী না হই, যদ্যপি আমি আর সাকার না হই তাহা হইলে আমার প্রতি আর কেহ স্নেহ যত্ন আদরও করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে কেহ আর আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রেম করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে আমাকে আর কেহ পানাহারও করাইতে পারিবেন না। ঈশ্বর সাকার হইলে তাঁহাকে লইয়া সম্ভোগ করিবার উপায় হয়। তিনি কেবল নিরাকার থাকিলে তাঁহাকে সম্ভোগ করা যায় না, তাহা হইলে প্রেমাত্মক কোন ভাবও তাঁহার প্রতি হইতে পারে না। ২৪

অদ্ভুত রামায়ণের ষষ্ঠ সর্গেও হরির প্রতিমা পূজার উল্লেখ আছে। সাধনা সংযোগে হরির প্রতিমা অবলম্বনে হরিদর্শন করা যাইতে পারে। ২৫

আনন্দের অনুভবই আত্মানুভব নহে। অথচ পঞ্চদশীমতে আত্মাকে আনন্দ বলা হয়। প্রেমের অনুভবই ঈশ্বরানুভব নহে। অথচ বাইবেলে ঈশ্বরকে প্রেম বলা হইয়াছে। ২৬

যে প্রকারে পঞ্চদশীতে আত্মাকে আনন্দ বলা হইয়াছে সেই প্রকারে বাইবেল অনুসারে "গড্ ইজ্ লাভ্" বলা যাইতে পারে। পঞ্চদশী যদি আত্মাকে আনন্দ বলিতে পারেন তাহা হইলে বাইবেল গড্‌কে প্রেম বলিতে পারেন। ২৭

মহাত্মা ম্যাথিউ ঈশার যে জীবনচরিত

লিখিয়াছেন সেই জীবনচরিতে পৃথিবী ঈশ্বরের পাদপীঠ বলা হইয়াছে। তাহা হইলে বাইবেল অনুসারেও জানা যায় ঈশ্বরের পাদও আছে। পাদ আছে যাঁহার তাঁহার শরীরও আছে এবং শরীরের অন্যান্য অংশও আছে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে বাইবেলের মতেও ঈশ্বর সাকার এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে। ২৮

হরির জন্য মত্ত যিনি তাঁহাতে হরিবিষয়িণী একাগ্রতা আছে। ২৯

প্রায়শ্চিত্ত।

নিয়তই জীবের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। শোক দ্বারা জীবের প্রায়শ্চিত্ত হয়, দুঃখ দ্বারা জীবের প্রায়শ্চিত্ত হয়, প্রহার দ্বারা জীবের প্রায়শ্চিত্ত হয়, অবমাননা দ্বারা জীবের প্রায়শ্চিত্ত হয়, ঘৃণা দ্বারা জীবের প্রায়শ্চিত্ত হয় এমন কি মৃত্যু দ্বারা পর্য্যন্ত জীবের প্রায়শ্চিত্ত হয়। অপরাধ করিলেই নানা প্রকার কষ্ট ও নির্য্যাতন দ্বারা দণ্ড ভোগ করিতে হয়। কোন কোন অপরাধে কারাবাস এবং নানা প্রকার দণ্ডভোগ করিতে হয়। অপরাধ অনুসারে যতদিন দণ্ডভোগ এবং কারাবাস করিবার প্রয়োজন ততদিন পরে কারাবাসেও থাকিতে হয় না এবং দণ্ডভোগও করিতে হয় না। অপরাধ অনুসারে যতদিন শোকার্ত্ত থাকিবার ততদিন শোকার্ত্ত থাকিতে হয়, যতদিন দুঃখ ভোগ করিবার ততদিন দুঃখ ভোগ করিতে হয়, যতদিন উৎপীড়িত হইবার ততদিন উৎপীড়িত হইতে হয়, যতদিন অবমানিত হইবার ততদিন অবমানিত হইতে হয়, যতদিন ঘৃণিত হইবার ততদিন ঘৃণিত হইতে হয়, যতদিন বিপদগ্রস্থ হইবার ততদিন বিপদগ্রস্থ হইতে হয়। জীবের জীবনে ঐ সকল ঘটনা দ্বারা জীবের নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। যখন জীব আর ঐ সকলে অভিভূত হয় না কিম্বা যখন ঐ সকল ঘটে না তখনই জীবের সর্ব্ব প্রায়শ্চিত্তের অবসান হয়। যখন জীবের সর্ব্ব প্রায়শ্চিত্তের অবসান হয় তখনই জীব প্রকৃত সুখী হয়, তখনই জীব শান্তি উপভোগ করিতে থাকে। উপরোক্ত নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জীব সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইলে পরমেশ্বর আপনাতে পর্য্যন্ত জীবকে স্থান দিয়া থাকেন। ১

জীবের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন যাহা তাহা কখনই ঘটিতে পারে না। জীবের মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবের পক্ষে প্রয়োজন। তাই জীবের মৃত্যু হয়। জীবের মৃত্যুর যদি অপ্রয়োজন হইত তাহা হইলে বিধাতা পরমেশ্বর কখনই জীবের মৃত্যু হওয়া নিয়ম করিতেন না। তিনি জীবের মৃত্যু হওয়া নিয়ম না করিলে কখনই জীবের মৃত্যু হইত না। জীবের শোক হওয়ার প্রয়োজন বলিয়াই জীবের শোক হইয়া থাকে। জীবের দুঃখ হওয়ার প্রয়োজন বলিয়াই জীবের দুঃখ হইয়া থাকে। জীবের প্রতি উৎপীড়ন হওয়ার প্রয়োজন হইলেই জীবের প্রতি উৎপীড়ন হইয়া থাকে। জীবের অবমানিত এবং ঘৃণিত হইবার প্রয়োজন হইলেই জীব অবমানিত ও ঘৃণিত হইয়া থাকে। জীবের সুখশান্তি ভোগ করিবার প্রয়োজন হইলেই জীব সুখশান্তি ভোগ করিয়া থাকে। জীবের যথার্থই যখন যাহা ভোগ করিবার প্রয়োজন হয় পরমেশ্বর তখনই তাহাকে তাহাই ভোগ করাইয়া থাকেন। যথার্থই জীবের যাহা ভোগ করিবার

প্রয়োজন নাই জীব তাহা ভোগ করিতেই পারে না। কারণ পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বজ্ঞ। জীবের জীবনে যাহা ঘটিবার নহে তাহা হইলে অবশ্যই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাহা ঘটিতে দিতেন না। জীবের জীবনে যাহা ঘটে তাহা ঘটিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই তাহা ঘটিয়া থাকে। জীবের জীবনে যখন কোন বিপদ ঘটে তখন তাহাও ঘটিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই তখন তাহা ঘটিয়া থাকে। ২

সম্প্রদায়।

সকল ধর্ম্ম-প্রচারকদিগকে তোমার নিজের মতে আনিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি তোমার বিদ্বেষ অথবা ঘৃণা না থাকে। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো প্রতি যদ্যপি তোমার বিদ্বেষ অথবা ঘৃণা হয় তাহা হইলে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অবমাননা করা হইবে। কারণ সকল সম্প্রদায়ই ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কারণ সকল সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকই ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ১

সমস্ত প্রাচীন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের প্রচারিত সমস্ত ধর্ম্মোপদেশই প্রায় বেদবেদান্ত-মূলক। তাঁহাদের মধ্যে কেহই বেদবেদান্ত ছাড়া কোন নূতন কথা বলিয়া যান নাই। ২

প্রায় সকল সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকই স্ত্রীপুত্র ত্যাগী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিবাহ পর্য্যন্ত করেন নাই। ৩

কবির তুলসী উভয়েই রামাৎ ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়েরই মত এক প্রকার নহে। তুলসীর অধিকাংশ কথাই রামাৎ-সম্প্রদায়ের পরিপোষক। কবির এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যে সকল কথার সঙ্গে রামাৎ-সম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধই নাই। ৪

জগতে নানা প্রকার রুচির নানা প্রকার লোক রহিয়াছেন বলিয়া নানা সম্প্রদায়ও হইয়াছে। ৫

কাল।

এক কালেরই ত্রিসন্ধ্যায় তিন প্রকার বিকাশ। প্রাতঃসন্ধ্যায় সেই কাল ব্রহ্মরূপী, মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় সেই কাল বিষ্ণুরূপী, সায়ংসন্ধ্যায় সেই কাল রুদ্ররূপী। কাল স্বয়ং শিব। এক শিব কালই যেমন প্রাতঃকালে ব্রহ্মা, এক শিব-কালই যেমন মধ্যাহ্ন কালে বিষ্ণু, এক শিব-কালই যেমন সায়ংকালে রুদ্র। প্রাতঃকালের ব্রহ্মা-কালের শক্তি ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নকালের বিষ্ণু-কালের শক্তি বৈষ্ণবী, সায়ংকালের রুদ্র-কালের শক্তি রুদ্রাণী। কালে যে শক্তি ব্যাপ্ত তিনি কালী। ব্রহ্মা-কালের যে শক্তি তিনি ব্রহ্মাণী-কালী, বিষ্ণু-কালের যে শক্তি তিনি বৈষ্ণবী-কালী, রুদ্র-কালের যে শক্তি তিনি রুদ্রাণীকালী। কাল বহু নহে। সেইজন্য ব্রহ্মা-কাল, বিষ্ণু-কাল ও রুদ্র কাল অভেদ। কাল এক। সেইজন্য সেই এক কালের শক্তি কালীও এক। সেই একই কালীর ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিবিধ বিকাশকেই ত্রিবিধ কালী বলা যাইতে পারে। সেই ত্রিবিধ বিকাশ সেই একই কালীশক্তির তিন প্রকার বিকাশ।

কৃতজ্ঞতা।

পিতামাতা হইতে তোমার জন্ম। আবশ্যক মতে পিতামাতা তোমায় লালন পালন করিয়াছেন, কত যত্ন করিয়াছেন, কত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের সাহায্য

ব্যতীত তোমার চলে বলিয়া কি তাঁহাদের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা হওয়া উচিত নয়? তাঁহাদের প্রতি কি তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি হওয়া উচিত নয়? তোমাদের সাহায্য তাঁহাদের আবশ্যক না হইলেও তাঁহাদের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি থাকা উচিত। ঐরূপ ঈশ্বরের সাহায্য এখন তোমার আবশ্যক না হইলেও তাঁহাকে তোমার ভালবাসা উচিত, শ্রদ্ধা-ভক্তি করা উচিত, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ১

আত্মজ্ঞানী।

গুবাক পরিপক্ক হইলে যেমন খোসার সঙ্গে নিঃসম্বন্ধ হয় তদ্রূপ যিনি প্রকৃত আত্মজ্ঞানী, তিনিও শরীরের সঙ্গে ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ রাখেন।

নিরাকার।

যিনি আকার নহেন তিনি নিরাকার। তোমার আকার তুমি নও। তবে তুমি সেই আকার বিশিষ্ট বলিয়া তুমি সাকার।

অদ্বৈত তত্ত্ব

(ক)

খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলের মতে পিতা,পুত্র এবং পবিত্র আত্মা পরস্পর অভেদ। সে মতে তিনই এক। আর্য্য-পৌরাণিক মতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভেদত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে। ১

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং মহেশ্বর ধ্বংসকর্ত্তা। সৃজন, পালন এবং নাশ একই পরমেশ্বর ত্রিরূপে করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর এক প্রকার শক্তিকে বৈষ্ণবী বলা হয়। সেই বৈষ্ণবীকেই মধ্যাহ্নকালের সন্ধ্যা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে বিষ্ণুমন্ত্রাবলম্বিনীকেও বৈষ্ণবী বলা হয়। ২

(খ)

কোন প্রসিদ্ধ মতে বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর লক্ষ্মী ব্যতীত অপর জায়া নাই। অধ্যাত্মরামায়ণের মতে সীতা যোগমায়া। সেই যোগমায়া সীতা রামের ভার্য্যা। ১

যোগমায়া এক ব্যতীত বহু নাই। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতীয় যোগমায়া এবং অধ্যাত্মরামায়ণো-ল্লিখিত যোগমায়া সীতা অভেদ। কৃষ্ণাবতারে যোগমায়া কৃষ্ণের রমণী ছিলেন না। অথচ রুক্মিণীকে সীতালক্ষ্মীর অবতার বলা হয় এবং অধ্যাত্মরামায়ণে সীতাকে যোগমায়া বলা হয়। ২

(গ)

পরম পিতা পরমেশ্বর শিবই রাধা হইয়াছেন। সেইজন্য রাধার প্রতি শৈবদিগেরও বিশেষ প্রেমভক্তি করা উচিত। পরমা জননী কালী কৃষ্ণ হইয়াছেন। সেইজন্য কালীভক্ত-দিগের কৃষ্ণের প্রতিও বিশেষ প্রেমভক্তি করা উচিত। মহাভাগবত মতে শিব রাধা, কালী কৃষ্ণ।

অভেদ তত্ত্ব।

শঙ্করাচার্য্য শিব। তিনি বারম্বার নানা শরীর পরিগ্রহ করিবেন। সেইজন্য তাঁহারও অসংখ্য অবতার। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণীয় উত্তর খণ্ডে লিখিত আছে—

মৃত্যুসঞ্জীবনীং বিদ্যাং সমাশ্রিত্য পুনঃ পুনঃ।
ভিন্ন ভিন্ন শরীরৈস্তু কাব্যব্যাকরণাদিকান্॥
করিষ্যতি শুভান্ গ্রন্থান্ পুণ্যাংশ্চ পঠতাং নৃণাম্।

শঙ্করাচার্য্য শিবের অবতার। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে গঙ্গাকে 'শঙ্করাচার্য্যরূপিণী' বলা হইয়াছে।

সুতরাং শিব শঙ্করাচার্য্য এবং গঙ্গা অভেদ। শঙ্করাচার্য্য গঙ্গার স্তব করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকেই আপনি স্তব করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাসাধকদিগের হিতের জন্য আপনি আপনার গঙ্গামূর্ত্তির স্তব রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১

ভগবতী গীতা অনুসারে জানা যায় যিনি ভগবতী তিনিই শিব, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভগবতী গীতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে

দেব্যুবাচ।

দদামি চক্ষুস্তে দিব্যং পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্।
ছিন্ধি হৃৎসংশয়ং বিদ্ধি সর্ব্বদেবময়ীং পিতঃ॥ ১৮

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং গিরিশ্রেষ্ঠং দত্ত্বা বিজ্ঞানমুত্তমম্।
স্বং রূপং দর্শয়ামাস দিব্যং মাহেশ্বরং তদা॥ ১৯
শশিকোটিপ্রভং চারুচন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্।
ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ জটামণ্ডিতমস্তকম্॥ ২০
ভয়ানকং ঘোররূপং কালানলসহস্রভং।
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
দীপিচর্ম্মাম্বরধরং নাগেন্দ্রকৃতভূষণম্॥ ২১
এবং বিলোক্য তদ্রূপং বিস্মিতো হিমবান্ পুনঃ।
প্রোবাচ বচনং মাতা রূপমন্যৎ প্রদর্শয়॥ ২২
ততঃ সংহৃত্য তদ্রূপং দর্শয়ামাস তৎক্ষণাৎ।
রূপমন্যন্মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপা সনাতনী॥ ২৩
শরচ্চন্দ্রনিভং চারুমুকুটোজ্জ্বলমস্তকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং নেত্রত্রয়োজ্জ্বলম্॥ ২৪
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
যোগীন্দ্রবৃন্দসংবন্দ্যসুচারুচরণাম্বুজং॥ ২৫
সর্ব্বতঃ পাণিপাদঞ্চ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
দৃষ্ট্বা তদেতৎ পরমং রূপমৈশ্বরমুত্তমম্।
প্রণম্য তনয়াং প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্লমানসঃ॥ ২৬

হিমালয় উবাচ।

মাতস্তবেদং পরমং রূপমৈশ্বরমুত্তমম্।
বিস্মিতোঽস্মি সমালোক্য রূপমন্যৎ প্রদর্শয়॥ ২৭
ত্বং যস্য সা হ্যশোচ্যোঽপি ধন্যশ্চ পরমেশ্বরি।
অনুগৃহ্নীষ মাতর্মাং কৃপয়া তে নমোনমঃ॥ ২৮

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা শৈলরাজেন পার্ব্বতী।
তদ্রূপমপি সংহৃত্য দিব্যং রূপং সমাদধে॥ ২৯
নীলোৎপলদলশ্যামং বনমালাবিভূষিতম্।
ত্রিনেত্রং দ্বিভুজং রক্তপঙ্কেরুহপদাম্বুজম্॥ ৩০
ঈষৎসহাস্যবদনং দিব্যলক্ষণলক্ষিতম্।
চন্দনাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতম্॥ ৩১

শিবরূপে রাধা কালীরূপী কৃষ্ণকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালীরূপী কৃষ্ণ শিবরূপী রাধার পদধারণ করিয়াছিলেন। যিনি রাধা তিনিই কৃষ্ণ তিনিই কালী। ৩

মহাভাগবত মতে কালীই কৃষ্ণ। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণমতে কৃষ্ণই কালী হইয়াছিলেন। অতএব সেইজন্যই কৃষ্ণকালী অভেদ বলি। মহাভাগবত মতে শিবই রাধা। গায়ত্রীতন্ত্র মতে শিবকৃষ্ণ একই। সেইজন্য বলি রাধাই শিব, রাধাই কৃষ্ণ। মানভঞ্জন সময় রাধাই কৃষ্ণরূপে নিজের মানভঞ্জন করিয়াছিলেন। ৪

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে জগদীশ্বরী কাত্যায়নীই রাধা। অপত্য কামনা পূর্ব্বক রাজা বৃষভানু কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়াই স্বয়ং কাত্যায়নী রাধারূপে তাঁহার কন্যাস্বরূপ হইয়াছিলেন। ৫

রাজা বৃষভানু কর্ত্তৃক উগ্র তপস্যা এবং যোগ দ্বারা কাত্যায়নী আরাধিতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রাধা হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীর উত্তর খণ্ডে রাধাহৃদয়ে এই প্রকার আছে—

"রাধিতা তপসোগ্রেণ বাধ্যরাধ্যন্তরা মুনে।
তেন রাধেতি তস্যা স নাম চক্রে পিতা তদা॥
১০১

ভগবানের কৃষ্ণকালী হইবার বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের কোন স্থলেই কৃষ্ণ কালী হইয়াছেন, বলা হয় নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে কৃষ্ণ কালী হইয়াছিলেন। ৭

কালীর কৃষ্ণ হইবার কথা মহাভাগবতে আছে। মহাভাগবত মতে শিবই রাধা হইয়াছিলেন। ৮

শিব আনন্দ। কালী আনন্দময়ী। শিব চৈতন্য। কালী চৈতন্যময়ী। ৯

আকার, সাকার এবং নিরাকারের অভেদত্ব।

বীজ মধ্যে বৃক্ষ যখন অব্যক্তভাবে থাকে তখন সেই বৃক্ষ সাকারও নহে, আকারও নহে। তখন সেই বৃক্ষ নিরাকার। যখন সেই বৃক্ষ প্রকাশিত হয় তখন তাহা আকার। ১

বীজের মধ্যে বৃক্ষ যখন অব্যক্তভাবে থাকে তখন তাহা নিরাকার বলিয়া, তখন সেই বীজ সেই নিরাকার-বৃক্ষবিশিষ্ট বলিয়া তখন সেই বীজ সাকার। সাকার-আকার বীজই নিরাকার বৃক্ষ বলিয়া সাকার, আকার ও নিরাকার পরস্পর অভেদ। ঐ প্রকারে ব্রহ্ম আকার, সাকার এবং নিরাকার। ব্রহ্ম যখন নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়-নিরাকার তখনও তাঁহাতে সাকারত্ব থাকে যেমন বীজে অব্যক্তভাবে সাকারবৃক্ষ এবং আকারবৃক্ষ থাকে। ২

ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম কিছুর কারণ স্বীকার করিলে তাঁহাকে নির্গুণনিষ্ক্রিয়ও বলিতে পার না। যিনি কিছুর কারণ তাঁহাকে গুণসম্পন্ন এবং ক্রিয়াশীল অবশ্যই বলা যাইতে পারে। ১

ব্রহ্মের কোন কারণ নাই। সেইজন্য ব্রহ্ম অকারণ। জন্ম মৃত্যুর যাঁহার কারণ আছে তিনি অকারণ নহেন। ব্রহ্মের জন্ম মৃত্যুর কারণ নাই সেইজন্য তিনিই অকারণ। ২

ব্রহ্মের যেমন কোন কারণ নাই আত্মানাত্মবিবেক অনুসারে তদ্রূপ অজ্ঞানেরও কোন কারণ নাই। ৩

অবতার-তত্ত্ব।

(বুদ্ধ)

উৎকলখণ্ড নামক শাস্ত্রীয় গ্রন্থে শ্রীজগন্নাথ দেবের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ঐ গ্রন্থে শ্রীজগন্নাথদেবকে বুদ্ধাবতার বলা হয় নাই। ঐ প্রসিদ্ধ পৌরাণিক গ্রন্থ মধ্যে শ্রীবুদ্ধদেবের শ্রীজগন্নাথরূপে অবতীর্ণ হইবার কোন প্রসঙ্গও নাই। ঐ গ্রন্থমধ্যে শ্রীবিষ্ণুর বুদ্ধরূপে জগতের কোন স্থানে অবতীর্ণ হইবার কোন প্রসঙ্গও নাই। ঐ গ্রন্থানুসারে জগতের কোন স্থানে পূর্ব্বতন কোন কালে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়াও বুঝিবার কোন কারণ নাই। ঐ গ্রন্থানুসারে ভবিষ্যকালে শ্রীবিষ্ণুর বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইবার কোন প্রসঙ্গ নাই। প্রসিদ্ধ কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থেই বর্ত্তমান কালের পরে কোন কালে বুদ্ধ অবতার হইবার কোন প্রকার প্রসঙ্গ নাই। যে সমস্ত গ্রন্থে বুদ্ধাবতার হইবার প্রসঙ্গ আছে, সে সমস্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থানুসারে বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহাই অবগত হওয়া যায়। ঐ সকল প্রসিদ্ধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থনিচয় মতে পরবর্ত্তী কোনকালে বুদ্ধাবতার হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বুঝিবার কোন কারণ নাই। তবে ভবিষ্যকালে বুদ্ধাবতার

হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে ?

গঙ্গা।

বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে গঙ্গার অবতার চন্দ্রাবলী। সে পুরাণে বলা হইয়াছে—
"গঙ্গাসরিদ্বরা রাধাশাপতো ব্রজমণ্ডলে। জাতা চন্দ্রাবলী নাম্নী রূপেণাসদৃশী ভূবি॥" ১

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে কোন সময়ে স্বয়ং নারায়ণ উক্ত গঙ্গাদেবীকে স্বীয় শরীরে লয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ক এই প্রকার শ্লোক আছে—

"হিমালয়োদারগিরেঃ সুতাং গঙ্গাসরিদ্বরাম্। গাত্রে নিলীয়াভ্যরক্ষৎ ভীরুর্বাণাঃ স্বীয়শ্চ সঃ॥" ২

হরি ও তাঁহার মাহাত্ম্য

কেবল নারদ কর্ত্তৃকই ভগবান হরি বলা হইত না। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হরি বলা হইয়াছে। শিবাবতার পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের আদিতেও শ্রীহরির উল্লেখ আছে।

সেই উল্লেখ এই প্রকার—
"শ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরং। ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহম্॥"

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদেও শ্রীহরির উল্লেখ আছে।

হরিচরণ প্রাপ্তির সদুপায়।

কেবল কনক এবং কান্তা পরিত্যাগ করিলে হইবে না। কাম, ক্রোধ ও লোভাদি দুষ্প্রবৃত্তি সকলও পরিত্যাগ করিতে হইবে। সেই সকল পরিত্যক্ত হইলে তবে হরিচরণপ্রাপ্তির সদুপায় হইবে।

চৈতন্যের প্রভুত্ব।

তোমার ক্ষুধা হইয়াছে। ক্ষুধা খাদ্যদ্বারা নিবৃত্ত হয়। তুমি খাদ্য না খাইয়া অখাদ্য প্রস্তর, দারু বা ইষ্টক খাইলে কি তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে? অথবা ঐ সকল দ্রব্যকে কি তোমার খাদ্য বলিয়া বোধ হইবে? তোমার এরূপ ভক্তিবল নাই যে পুষ্করিণীকে গঙ্গাবোধ হইবে এবং সেই বোধে তাহাতে স্নান করায় তোমার গঙ্গাস্নান করা হইবে। ভক্তিভাবে গঙ্গাস্নান করিলে নিশ্চয় পাপক্ষয় হয়। তুমি ভক্তিভাবে গঙ্গাস্নান না করিয়া কোন পুষ্করিণীতে মুখে মাত্র সেই পুষ্করিণীকে গঙ্গা বলিয়া তাহাতে স্নান করিলে তদ্দ্বারা তোমার পাপক্ষয় বা হইবে কেন? আর সেই পুষ্করিণীকে তোমার গঙ্গা বোধই বা হইবে কেন? তোমার সেই পুষ্করিণীকে গঙ্গা বলিয়া ভক্তি হইবে কেন? পুষ্করিণীকে গঙ্গা বোধ সাধারণ ভক্তিতে হয় না। পুষ্করিণীকে প্রগাঢ় ভক্তিভাব বশতঃ গঙ্গা বোধ হইলে তবে তাহাতে স্নান করিলে ভক্তিভাবে গঙ্গাস্নান করিলে যেরূপ পাপক্ষয় হয় তাহাতে স্নানেও তদ্রূপ পাপক্ষয় হইবে। শ্রীধামের শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের এক সময়ে গঙ্গাকে যমুনা বোধ ও বেত্রবনকে শ্রীবৃন্দাবন বোধ হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান, তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব। তিনি যখন যথায় অবস্থান করেন, তিনি ইচ্ছা করিলে, তথায় নিয়ত শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীযমুনা বর্ত্তমান থাকিতে পারেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর। অতএব তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। নিষেধ বিধি উভয়ই তাঁহার কিঙ্কর স্বরূপ। তিনি

ইচ্ছা করিলে গঙ্গাকেও যমুনা করিতে পারেন, যমুনাকেও গঙ্গা করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে বেত্রবনকেও শ্রীবৃন্দাবনরূপে পরিণত করিতে পারেন। তাঁহার মহতী ইচ্ছাদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনও সামান্য বেত্রবনরূপে পরিণত হইতে পারে। যেহেতু তিনি তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া দ্বারা কত অদ্ভুতকার্য্যই সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। যে মায়া সকলকেই অধীনস্থ করিয়া রাখিয়াছে, সে মায়াও তাঁহার কিঙ্করী। তিনি মায়ার প্রভু, তিনি মায়ার ঈশ্বর। জীব মায়াধীন। তিনি মায়াধীশ।

নবদ্বীপ।

পৃথিবীতে সচরাচর যে প্রকার দ্বীপ দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে, নবদ্বীপ যে দ্বীপকে বলা হয়, সে দ্বীপ সে প্রকার নহে। তাহা অপার্থিব বলিয়া তাহার পুর্ব্বে নব বিশেষণ আছে। তাহার পৃথিবীর অন্যান্য দ্বীপের সহিত তুলনা করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু তাহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। সেই জন্যই তাহা নবদ্বীপ। ১

পৃথিবীর সম্বন্ধে যে দ্বীপ নূতন, তাহাই নবদ্বীব। সে নবদ্বীপ যে ভবসমুদ্রে মগ্ন নিরাশ্রয়গণের আশ্রয়। যিনি ভবসমুদ্র হইতে সেই নবদ্বীপ ধামে উঠিতে পারিয়াছেন, তিনিই নিরাপদ হইয়াছেন। ২

বৈরাগ্যই চৈতন্য ধাম। সেই চৈতন্যধামই নবদ্বীপ। যে ধাম যিনি লাভ করিয়াছেন তিনি চৈতন্য লাভও করিয়াছেন। ৩

নবদ্বীপই চৈতন্যধাম। নবদ্বীপই বৈরাগ্য নামক পরম ধাম। সেই নবদ্বীপ যাঁহার আশ্রয় হইয়াছে, তিনি ত অজ্ঞান সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি ত নিরাপদ হইয়াছেন। ৪

যোগ ও যোগানুষ্ঠান।

চতুর্ব্বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, নানা উপপুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্র সকল জীবের কল্যাণের জন্য প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু কোন যোগসাধক সংসারে পুত্রকলত্র প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হইয়া ঐ সকল পাঠ করিলে ঐ সকলও তাহার বিঘ্নের কারণ হইয়া থাকে। সেই জন্যই উত্তরগীতায় বলা হইয়াছে :—

"পুরাণং ভারতং বেদাঃ শাস্ত্রানি বিবিধানিচ।
পত্রদারাদি সংসারে যোগাভ্যাসস্য বিঘ্নকৃৎ॥"

যোগ।

(ক)

আত্মা তেজোময়। সমাধিযোগে আত্মা পরমাত্মার সন্নিকটবর্ত্তী হইলে সমাধিস্থ মহা পুরুষের মস্তক হইতে জ্যোতিঃ বিনির্গত হয়। সে জ্যোতিঃর তুলনা চন্দ্র-সূর্য্য-বিদ্যুৎপ্রভার সহিত হইতে পারে না। সে জ্যোতিঃ নিরুপমা।

(খ)

মৃত্যুকালে দৈহিক নবদ্বারের একদ্বার দিয়া আত্মা বিনির্গত হন্। কোন মতে দেহের নয়টী দ্বার। অপর কোন মতে বা তাহার দশটী দ্বার। যাঁহারা দেহের দশটী দ্বার বলিয়া থাকেন তাঁহাদের মতে ব্রহ্মরন্ধ্রও একটী দ্বার। ১

আত্মা চক্ষুদিয়া নির্গত হইলে চক্ষু উন্মীলিত থাকে। কর্ণ কিম্বা নাসিকা দিয়া নির্গত হইলে কর্ণ কিম্বা নাসিকা বিবর প্রসস্ত হয়। ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া নির্গত হইলে মস্তকের মধ্যস্থলে একটী গোলাকার রন্ধ্র দৃষ্ট হয়। দেহ হইতে আত্মার নির্গমন সম্বন্ধে উত্তম দ্বার ব্রহ্মরন্ধ্র, মধ্যম নাসিকা ও কর্ণরন্ধ্র। পায়ু এবং উপস্থ এতদুভয়কে অধমদ্বার বলিয়া পরিগণিত করা যায়। ২

মুদ্রাদোষ।

হাস্যের সময় বদন ব্যাদন প্রভৃতি নানাপ্রকার মুখভঙ্গি হয়। সে সমস্তের প্রত্যেকটী মুদ্রা। শোকে ও দুঃখে ক্রন্দনের সময়ও নানা প্রকার মুখভঙ্গি হয়। সে সমস্তের মধ্যে প্রত্যেকটীও মুদ্রা। আহার ও পানের সময় নানাপ্রকার মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি হয়, সে সমস্তের মধ্যে প্রত্যেকটীও মুদ্রা। নিদ্রাকালে আমাদের অজ্ঞাতসারে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি হয়, সে সমস্তের প্রত্যেকটীও মুদ্রা। কোনপ্রকার মাদকদ্রব্য সেবনে মত্ত হইলেও আমাদের অজ্ঞাতসারে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি হয়, সে সমস্তের প্রতেকটীও মুদ্রা। নানাপ্রকার উৎকট রোগেও আমাদের নানা প্রকার মুখভঙ্গি হয়, সে সমস্তের মধ্যে প্রত্যেকটী মুদ্রা। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্ব্বে মুমূর্ষু দশায় ও মৃত্যুতে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি হয়, সে সমস্তের মধ্যে প্রত্যেকটীও মুদ্রা। শৈশবে যখন শিশু শয্যায় নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি দ্বারা খেলা করে, তাহার সে সমস্ত অঙ্গভঙ্গির মধ্যে প্রত্যেকটিও মুদ্রা। সুতরাং আমাদের মুদ্রাদোষসকলের মধ্যেই বাস করিতে হইতেছে। মুদ্রাদোষ ব্যতীত আমরা থাকিতে পারি না। ঐ সমস্ত সামান্য কার্য্যে মুদ্রাদোষ অপরিহার্য্য হয়, তবে কোন মহাত্মার ঈশ্বরে মনোলীন হইলে সমাধিতে নানাপ্রকার মুদ্রা স্বভাবতঃ হইলে দোষণীয় হইবে কেন? ভগবদ্ভাব এবং মহাভাবের মুদ্রা সকলই বা দোষণীয় হইবে কেন? হরিসংকীর্ত্তনে নৃত্য প্রভৃতি মুদ্রা সকলি বা দোষের হইবে কেন?

মমতা।

জীব নিজে সীমাবিশিষ্ট, তাহার মমতাও সীমাবিশিষ্ট। ঈশ্বর অসীম। জীবের সর্ব্বজীবের প্রতি মমতা নাই। তবে আর তাহার মমতা সর্ব্ববস্তুর প্রতি কি প্রকারে থাকিবে? প্রত্যেক জীবের অন্যান্য কতকগুলি জীবের প্রতি ও কতকগুলি বস্তুর প্রতি মমতা আছে। সর্ব্বজীব এবং সর্ব্ববস্তু ঈশ্বরের সৃজিত। সুতরাং তাঁহার সর্ব্বজীবে এবং সর্ব্ববস্তুতে সমান মমতা আছে, অথচ তিনি সে মমতায় অভিভূত নহেন। তাঁহার সে মমতা মায়াবিহীন। জীবের মমতা মায়ায় পরিপূর্ণ। সেই জীবের মমতা আবার দ্বিপ্রকার। সাধু এবং ভক্তজীবের মমতা বিদ্যামায়াসম্ভূত! অসাধু এবং অভক্তের মমতা অবিদ্যামায়াপ্রসূত।

বর্ত্তমান ও বর্ত্তমান ভজন।

পরমেশ্বর কখনও অবর্ত্তমান ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। সেইজন্য তাঁহার একটী নাম বর্ত্তমান বলা যাইতে পারে। যে সকল ভক্ত তাঁহাকে বর্ত্তমান বলিয়া জানেন, যে সকল ভক্ত তাঁহাকে বর্ত্তমান দর্শন করেন তাঁহারা অনুমান ভজনের পক্ষপাতী নহেন। বাস্তবিক যে ভগবান চিরবর্ত্তমান তাঁহাকে আনুমানিক বলিয়া ভজনা করা সঙ্গত নহে। যিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন তিনি অবশ্যই বর্ত্তমান। অতএব তাঁহার ভজনা করিতে হইলে বর্ত্তমান ভজনা করিতে হয়। যাঁহারা সেই বর্ত্তমানকে কর্ত্তা বলিয়া জানেন তাঁহারা বর্ত্তমান ভজন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের অনুমান প্রীতি নাই।

ঈশ্বর ও ঈশ্বর দর্শনের উপায়।

ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তপস্যায় যাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়াছে তিনি প্রচুর মানসিক বল পাইয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বরও তাঁহাকে দর্শন দিবেন। ১

ঐশী বিধি।

পরমেশ্বর নূতন নহেন। তাঁহার বিধিও নূতন নহে। পরমেশ্বর নিত্য। তাঁহার বিধিও নিত্য। ১

পরমেশ্বরীয় বিধি নিত্য। সে তাহা পুরাতন। জগতে যে সমস্ত ধর্ম্মবিধি বিদ্যমান রহিয়াছে সে সমস্তই সেই নিত্যবিধির নানা অংশ। ২

পরমেশ্বরীয় নিত্যবিধির নাম বেদ। তাহা অপৌরুষের। ৩

বিবিধ।

(ক)

জ্ঞানীর মধ্যেই জ্ঞান থাকে। জ্ঞানীই জ্ঞানাধার। জ্ঞানীর অস্তিত্ব না থাকিলে জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিত না। যেমন ক্ষুধার্ত্তের অস্তিত্ব বশতই ক্ষুধার অস্তিত্ব তদ্রূপ জ্ঞানীর অস্তিত্ব বশতই জ্ঞানের অস্তিত্ব। যেমন কোন ব্যক্তির মধ্যে ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে তদ্রূপ কোন ব্যক্তির মধ্যেই জ্ঞানের উদ্রেক হইয়া থাকে। ক্ষুধার ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, জ্ঞানের জ্ঞানোদ্রেক হয় না। জ্ঞানের আধার কোন ব্যক্তি যদ্যপি না থাকিতেন তাহা হইলে জ্ঞান থাকিত না। আত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে তাহাতে আত্মজ্ঞানেরও অস্তিত্ব থাকিতে পারিত না। আত্মারই আত্মজ্ঞান। আত্মাতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত রহে। সেই আত্মার বিদ্যমানতা দেহে। দেহের মধ্য ব্যতীত অন্যত্র আত্মার বিদ্যমানতা বুঝিতে পারা যায় না। দেহ আধার। আত্মা সেই দেহ বা আধার বিশিষ্ট সাকার। আত্মা নিরাকার। সেইজন্য সেই আত্মা-নিরাকার সাকার। সেই আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট আত্মাই গুরু। আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট আত্মা না হইলে তাঁহাকে গুরু বলা যায় না। তিনি আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট না হইলে গুরু হইতে পারেন না।

জ্ঞান উপদেষ্টা নহে। জ্ঞানীই উপদেষ্টা। জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানী উপদেষ্টা উপদেশ দিয়া থাকেন। উপদেশ দিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির জ্ঞান না থাকিলে তিনি গুরু হইবার উপযুক্তই হইতে পারেন না। জ্ঞান দ্বারাই গুরু হইবার উপযুক্ত হইতে হয় অথচ জ্ঞান স্বয়ং উপদেষ্টা নহে; জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি উপদেশ দিতে পারেন। সেই ব্যক্তি আত্মা। জ্ঞান ব্যক্তি নহে। সেইজন্য জ্ঞান-উপদেশ দিতে পারে না।

কেবল কোন ব্যক্তিকে জ্ঞানী বলা যায় না। যে ব্যক্তিতে জ্ঞান আছে, তিনিই জ্ঞানী। কোন ব্যক্তিতে জ্ঞানাভাব রহিলে, তিনি গুরু হইতে পারেন না। সেইজন্য যে ব্যক্তিকে গুরু হইতে হইবে তাঁহাতে জ্ঞানের বিদ্যমানতার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

(খ)

কৃষ্ণপক্ষ না থাকিলে, শুক্লপক্ষের গৌরব বৃদ্ধি হইত না। ছোট না থাকিলে বড়র গৌরব হইত না।

দুঃখ না থাকিলে সুখের গৌরব বৃদ্ধি হইত না। অশান্তি না থাকিলে শান্তির গৌরব বৃদ্ধি হইত না। শোক না থাকিলে অশোকের গৌরব হইত না। বিরহ না থাকিলে সম্মিলনের গৌরব হইত না। কৃষ্ণ বিরহ আছে বলিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে সুখশান্তি বোধ হইয়া থাকে।

অনেক অশান্তির পরে শান্তি পাইলে সেই শান্তিতে বড়ই আনন্দ পাওয়া যায়। বহুদিন কৃষ্ণের জন্য বিরহবোধের পরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইলে বিশেষ শান্তি সম্ভোগ হইয়া থাকে।

অনেক অশান্তির পর শান্তি পাইলে শান্তির দুর্ল্লভতা বোধ হয়। বহুদিনের কৃষ্ণ-বিরহের পরে কৃষ্ণ লাভ হইলে সেই লাভের দুর্ল্লভতা বুঝিতে পারা যায়।

প্রেমিকের ঠাকুর।

১৯০৭ সালে গুরু পূর্ণিমার পূর্ব্ব একাদশীতে যে দয়াল ঠাকুর আমার কর্ণে শ্রীশ্রীমন্ত্র দান করেন সেই দিবস স্মরণ হইলে আজও আমার শরীর পুলকিত হয়। তাহা অদ্য ৮ বৎসরের কথা। যে দিন পরম ভাগবৎ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঘোষ দাদা মহাশয় হ্যারিসন রোডের মেসের ছাদে বসিয়া সেই পরম দয়াল ঠাকুরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইলেও শরীর পুলকিত হয়। সে গান সামান্য একটু মনে হয়, তাহার ভাবার্থ এই যে "হে পরম দয়াল প্রভো! তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছ, কিন্তু আমি দূরে পলাইয়া গিয়াছি, তবু তুমি আমাকে নিকটে ডাকিয়াছ। আমি অসৎ কর্ম্ম করিতে গিয়াছি, তুমি আমাকে সেখান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়াছ।" ঐ গীতটি রজনী বাবুর কৃত গীতাবলীতে আছে। আমরা ৫।৭ জন ছাদে বসিয়া ঐ গান শুনিতে-ছিলাম, তাহার মধ্যে ঐ দাদা মহাশয় সঙ্কেতে এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে দেখ এই গান শুনিয়া আমার দয়াল ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ হইয়া গিয়াছিলেন। এই কথায় সকলে কর্ণপাত করিলেন না কিন্তু আমার কর্ণে যেন অমৃত বর্ষিত হইল। আমি দ্বিজ দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "দাদা তিনি কে? আমি কিরূপে তাঁহার দর্শন পাইব? আমার উপর কি তাঁহার দয়া হইবে?" তিনি বলিলেন "লালু তুমি চুপ কর পরে বলিব।" এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ গেল আমার আবেগ আরও বাড়িতে লাগিল। তিনিও কিছুই বলিতে চান না। আমি সে সময় শ্রীশ্রীমৎ পরমহংসদেব কথিত কথামৃত পড়িতাম। তাহাতে সমাধি প্রভৃতির বিষয় লেখা আছে দেখিতাম; তারপর দ্বিজ দাদার ঐ কথা শুনিয়া আরও আগ্রহ বাড়িতে লাগিল, কিন্তু তিনি আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতে চান না। তারপর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দে মহাশয়ের সহিত আলাপ হয়। তিনি ও দ্বিজ দাদা এক আফিসে কাজ করেন। তিনি (পুলিন) আমার আগ্রহ দেখিয়া দ্বিজ দাদাকে বলিলেন "কেন বলিয়া দাও না; তিনি দয়াল ঠাকুর একটী সন্ন্যাসী মাত্র।" আমি শুনিয়া বলিলাম "দাদা আমাকে দেখাইতে হইবে, তিনি কোনখানে থাকেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন "তিনি হুগলীঘাট ষ্টেশনের সন্নিকট ভুদেব বাবুর পুরাণ বাটীতে থাকেন; তোমার সময় হইলে আপনি টানিয়া লইবেন।" কিন্তু আমার অবস্থা এরূপ হইতে লাগিল যে কিছুই ভাল লাগে না। কতদিনে তাঁহার দর্শন পাইব। পুলিন আমায় অতিশয় আশা দিতে লাগিলেন। আমি দ্বিজেন দাদাকে বলিতে লাগিলাম "চল একবার দেখিয়া আসি।" তিনি তাহার উত্তর দিলেন "আগামী শনিবার যাইব।" এইরূপ করিয়া দুই সপ্তাহ কাটিল। এক শনিবার তাঁহার বাটীতেও যাইলাম, কারণ তাঁহার সহিত আমার দৈহিক সম্পর্ক আছে বলিয়া আমার একটু আদরও ছিল। আমি জিদ ধরাতে অগত্যা এক শনিবার পুলিন আমি ও দ্বিজেন দাদা আফিসের ছুটীর পর একত্রে হুগলী অভিমুখে শিয়ালদহ ট্রেণে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার পর আশ্রমের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত; বাহির হইতে পুলিন "হরি দাদা" "হরি দাদা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আমি মনে করিলাম "একি ব্যাপার! সন্ন্যাসীর এত বড় বাটী! সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরে কোথায় ভষ্ম বিভূতি মাখিয়া জটাজুট সমন্বিত হইয়া ধুনি রাখিয়া বসিয়া থাকিবেন, তাঁহার এত বড় বাটীর প্রয়োজন কি! তবে ইহার ভিতর

নিশ্চয় কিছু সত্য বস্তু আছে, তাহা গুপ্ত। কিন্তু আমার প্রাণে দর্শন-লালসা পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িতে লাগিল। ইতি মধ্যে হরি দাদা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। আমরা ভিতরে গেলাম। তারপর দ্বিজ দাদা চুপিচুপি বলিলেন "খুব ভগবানের নাম লও কারণ তোমার মত অনেকে বিমুখ হইয়া যান, দর্শন পান না।" তাহাতে আমার আরও আগ্রহ বাড়িল। আমার কাঁদিবার ইচ্ছা হইল, মনে মনে বলিলাম "হে মহেশ্বর, হে কৃষ্ণ, হে মা কালী, তুমি যদি সত্য সাক্ষাৎ দেবতা হও তবে আজ দর্শন পাইব নচেৎ নহে।" তারপ আহারাদির ব্যবস্থা হইল। তাহার পর দ্বিজেন দাদা ভিতর গেলেন; ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "তোমার অদৃষ্ট শুভ দর্শন পাইবে।" সে দিন দশমী তিথি সন ইংরাজী ১৯০৭ সাল জুলাই মাস। আমরা সকলে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। তার পর দেখিলাম কি সুন্দর গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি! কি অঙ্গ সৌষ্ঠব! দেখিয়া চক্ষু ও প্রাণ চরিতার্থ হইল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?" কি সুমিষ্ট স্বর। তাহাতে কি অমিয়া মাখা! এমন সুমিষ্ট কণ্ঠ আমার জীবনে কখনও শুনি নাই। আমার বাপ মায়ের নিকটেও এমন সুমিষ্ট কথা কখনও শুনি নাই। এই মধুর কথায় যাহাতে হৃদয়ের তন্ত্রীসব যেন স্বর্গের অমৃত পান করিয়া সবল হইল। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন যে "তোমার কে কে আছেন। তোমার সাংসারিক গুরু আছেন? তাঁ'র নিকটে কেন যাও নাই?" ইহাতে আমি বুঝিলাম যে আমার আশা ভরসা বুঝি সব ফুরাইল। আমি উত্তর দিলাম যে "আমার সাংসারিক গুরু কেহ নাই। অতএব আপনি যদি দয়া করেন তবে আমার উপায় হয়! নচেৎ এই হতভাগ্য অনন্ত নরকে পচিতে যাইতেছে, ইহার কোন উপায় নাই।" ভগবানের নিকট যদি একমনে প্রার্থনা করা যায় তাহার নিশ্চয়ই পুরণ হয়। এই হেতু আমার আশা পুরণ হইবার উপায় হইল। বলিলেন "আচ্ছা লাল গোপাল বস; আহারাদি হইয়াছে ত?" কত সুমিষ্ট স্বর ইহাতে যেন স্বর্গের অমৃতধারা বর্ষিত হইল।

সেদিন প্রথম রাত্রে হরিদাদা গীতা পাঠ করেন; তারপর দ্বিজেন দাদার গান হয়, তাহাতে ঠাকুরের মুহুর্মুহু সমাধি হইতে লাগিল। এই দিন সমাধি কি বস্তু তাহা সামান্য চক্ষে দর্শন করিতে লাগিলাম; কিন্তু যতক্ষণ না ভিতরে প্রবেশ করা যায়, ততক্ষণ রসাস্বাদন হয় না। সেইজন্য সমস্ত ব্যাপার ভাল রকম বুঝিতে পারিলাম না। তজ্জন্য মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম যে "হে ভগবান দয়া করিয়া সমাধি কি বুঝাইয়া দাও।" আর ঠাকুর কেবলই "নারায়ণ নারায়ণ" বলিতে লাগিলেন। সে দিন রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত গান, কথা ইত্যাদি হইল তবুও বসিতে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি বলিলেন "আজ তোমরা বিশ্রাম কর, রাত্রি তিনটা বাজিল।" এই কথা শ্রীমুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই জনৈক বৃদ্ধা ভক্ত রমণী (ঠাকুর ইহাকে ভুলু বলিয়া ডাকিতেন) বলিলেন যে আজ শরীর বড়ই অসুস্থ তোমরা যাও। তবুও কি ভক্তগণ ছাড়েন; কেহ বাহিরে আসিতেছেন কেহ বলিতেছেন "ঠাকুর আমার প্রতি দয়া করুন"। কেহ বলিতেছেন "আমার প্রার্থনা?" কেহ বলিতেছেন "আমার একটি কথা" সব যেন স্পষ্ট বাহির হইতেছে না অমনি ঠাকুর বলিতেছেন "তোমার বিষয় আমার স্মরণ রহিল।" আর মুখে "নারায়ণ নারায়ণ" এই বুলি বাহির হইতেছে।

তারপর সকলে প্রণাম করিয়া বিশ্রামের

জন্য বাহিরে আসিলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলাম "ঠাকুর! দয়ানিধি! আমার উপর দয়া করুন"। তাহাতে তিনি বলিলেন "আচ্ছা তোমাকে কাল সকালে ডাকিব।" এই কথা বাহির হইবামাত্র "আমি যেন অমর ভুবনে যাইয়া পঁহুছিলাম।" ঠাকুর বলিলেন "কাল সকালে স্নান করিয়া প্রস্তুত থাকিও।" দ্বিজেন দাদা, পুলিন, হরিদাদা ও শ্রীযুক্তকুমারীশ আমরা বাহিরে আসিলে এতই প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিলেন যে তাহা আজ পর্য্যন্তও আমার হৃদয়ে আঁকা আছে। আর হরিদাদা বলিতে লাগিলেন "অন্তরঙ্গ দেখিলে, অন্তরঙ্গ বন্ধু বা ভাইয়ের কি আনন্দ হয় তাহা যেমন হনুমান আপনার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া সীতারাম মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন সেইরূপ দেখাইলেও বুঝান যায় না"

তারপর দিবস একাদশী তিথি। প্রত্যুষে উঠিয়া কেহ হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন, কেহ কেহ অদ্যকার কি রন্ধন হইবে, ঠাকুর কি খাইতে ভাল বাসেন তাহার যোগাড় করিতেছেন, কেহ বা গাছ পালা মেরামত করিতে লাগিলেন, কেহ বা বাজারে শাক শব্জি ইত্যাদি খরিদ করিতে যাইতেছেন। আমিও তাঁহাদের সহিত ইমাম বাড়া বাজারে যাইলাম। বাজার হইতে আসিয়া গঙ্গার পূত সলিলে স্নান করিয়া পুলিন ও দ্বিজ দাদার সহিত আশ্রমে আসিলাম, দেখি যে কেহ তানপুরা লইয়া কেহ খোল (মৃদঙ্গ) লইয়া, কেহ করতাল লইয়া হরিনাম গুণ-গান করিতেছেন। আমার কোন কাজ নাই, মনে মনে এই ভাবনা যে "কোন সময় ডাকিবেন, কোন সময় দয়া করিবেন," আমার মনে হইতেছে যে "এখানে আসিয়া কি করিলাম! এমন মজার খাচ্ছিলাম বেড়াচ্ছিলাম না কোথায় সন্ন্যাসীর আশ্রমে কতকগুলা ভণ্ডের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।" আবার মনে হইতে লাগিল যে যখন এখানে আসিয়াছি তখন ভগবানের নিশ্চয়ই কোন সদুদ্দেশ্য আছে; ভগবান যখন যে অবস্থায় লইয়া যান সেই অবস্থায় থাকাই ভাল। নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কিছু সত্য আছে। যখন এতগুলি লোক ভগবান লিয়া প্রত্যয় করিয়াছে—তখন আমি কোন ছার, সামান্য নরকের কীট। ঠিক এই সময় পুলিন আসিয়া আমায় বলিলেন "লালু দা ভাবিও না ঠাকুর আমাদের পরম দয়াল, তিনি তোমাকে যখন টানিয়া আনিয়াছেন নিশ্চয়ই তোমায় উদ্ধার করিবেন। এই বলিয়া তাঁহার নিজের কৃত এই গানটী গাইলেন :—

(প্রসাদি সুর)

মন ক'রো না তিলেক সন্দ।
এই কালী, কৃষ্ণ শিবরাম সবাই আমার জ্ঞানানন্দ।
যত্ন ক'রে হৃদে রাখ সদাই তুমি পাবে আনন্দ,
আর অবিশ্রান্ত ভাবরে মন ভাব তাঁ'রই পদারবিন্দ।
অনিত্যে ম'জোনারে মন ফল ফলবে অতি মন্দ,
মজ'রে মন ঐ রাঙ্গা পায় তোমার মিটে যাবে
সকল ধন্দ।
ভজরে মন ভজ আমার ভজপ্রভু জ্ঞানানন্দ,
তোমার বেলা গেল সন্ধ্যা হলো আর থেকেনা
মন হ'য়ে অন্ধ।

ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ডাক হইল। সকলে ঠাকুর দর্শন করিতে গেলাম। সে দিন রবিবার একাদশী তিথি তিনি আমাকে বলিলেন "তোমার আহারের কি হইবে?" আমি বলিলাম "ঠাকুর আমি একাদশীতে ভাত খাইনা, কিছু প্রসাদ খাইয়া থাকিব। কিন্তু ঠাকুর আমার উপর আপনার ত' দয়া হইল না;" এই কথা বলিতে না বলিতে "হাঁ আমার স্মরণ আছে, তোমরা সকলে বিশ্রাম করগে, ইহার সহিত আজ কিছু

কাজ আছে সময়ও অনেক লাগিবে" এই কথা বলিয়া সকলকে যাইতে বলিলেন, আর জনৈক বৃদ্ধা ভক্ত রমণীকে বলিলেন, যে "লাল গোপালের খাবার ধরিয়া রাখ, আর আমার প্রসাদ উঁহাকে কিছু দিও"। তখন আমার দেহে প্রাণ আসিল আর বুক দুড় দুড় করিতে লাগিল, আর মনে মনে বলিতে লাগিলাম যে 'দেখরে মন! আমার মত পাপী আর কেহ নাই। আহা ঠাকুর তোমার কত দয়া! যদি পাপীকে ভগবান দয়া না করিবেন তবে তাঁহার অধম তারণ নামে কলঙ্ক হইবে যে।" তারপর আমায় হাত পা ধুইয়া আসিতে বলিলেন। হাত মুখ প্রক্ষালন করিয়া আসিবার পর দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন, তারপর আসল কথা যাহা তাহা আর কি লিখিব? তবু লিখিতে বাধ্য হইতেছি বলিলেন "তোমার এই তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহার মধ্যে কোন মূর্ত্তিটী ভাল লাগে?" আমি উত্তর করিলাম "আমার সবই ভাল লাগে। তবে ব্রহ্ম কি? এইটী বুঝাইয়া দিন।" তাহাতে অনেক কথা বলিলেন। তাহার মর্ম্ম এই দুইটী মত আছে দ্বৈত আর অদ্বৈত। সাকারবাদী আর নিরাকারবাদী। তবে সাকারবাদীরা কোন প্রতিমূর্ত্তি উপলক্ষ্য করিয়া সেই পরব্রহ্মের আরাধনা করেন, আর আমার মতে তাহাই জীবের প্রকৃষ্ট উপায়। আর নিরাকার-বাদীরা সমস্ত শূন্য, আত্মা এক আর কিছুই নহে বলিয়া আরাধনা করেন। সবই এক তবে উপায় বিভিন্ন। যেমন কালী বাটী যাইবার রাস্তা কেহ আলিপুর ঘুরিয়া যাইতেছেন, কেহ সোজা ভবানীপুর হইয়া কালী বাটী যাইতেছেন। মতলব একস্থানে যাইবার বিভিন্ন রাস্তা দিয়া। আমাকে বলিলেন তোমার পক্ষে সাকারবাদটিই ভাল। কোন মূর্ত্তিটী ভাল বাস?" আমি বলিলাম "জোড়ের মধ্যে—এই মূর্ত্তিটী ভাল লাগে; কিন্তু সাক্ষাৎ আপনাকে সেই মূর্ত্তি মনে করিয়া জপ ধ্যান ধারণা করিব এমন উপায় বলিয়া দিন।" তাহাতে তিনি বলিলেন যে "তোমার ইহাতে সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-স্বরূপ তিনিই বিরাজমান থাকিবেন; আর সর্ব্বদা আনন্দ উপভোগ করিবে; খুব কম নিরানন্দে থাকিবে। ইহার পর আসন ইত্যাদি সাধন দেখাইয়া দিলেন। আর বলিয়া দিলেন উপবাস করিয়া ধর্ম্ম করিও না। যখন সুবিধা পাইবে এখানে আসিবে। আর এখানে আসিয়া পূজা ধ্যান ইত্যাদি করিও না। আর আগামী বৎসর গুরু পূর্ণিমার পর রবিবার স্মরণ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিও। সেইদিন কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। আজ বিশ্রাম কর। এমন সময় ইমাম বাড়ার ঘড়িতে ২টা বাজিল, সকলের আহারাদির ব্যবস্থা হইল। আমি অতিশয় আশ্চর্য্য হইলাম যে প্রত্যহ ২৫।৩০টী ভক্ত রোজ দুই বেলা আহার করেন ইহা কোথা হইতে আসে? আবার প্রায়ই উৎসব আছে। অতিথি অভ্যাগত সাধু সন্ন্যাসী ও বিভিন্ন স্থান হইতে যে কত ভক্ত আসেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথা হইতে আসে কেহ বলিতে পারে না। ঠাকুর আমার বসিয়া আছেন; একখানি তক্তপোষের উপর। একটী মাদুর বিছান আছে তাহাতে খাটমল (ছারপোকা) ভরা, মশায় কামড়াইতেছে তাহাতে রক্ত বাহির হইতেছে কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহা দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যায়। ইহাতে শিক্ষা দিতেছেন যে দেখ "কত সহ্য গুণ।" তোমরা সামান্য একটী মশায় কামড়াইলে অস্থির হও, কত জীব কামড়াইতেছে তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। যদি ইচ্ছা হইল তবে আঙ্গুল দিয়া একটু সরাইয়া দিলেন আর মুখে কেবলই

"নারায়ণ নারায়ণ" এই বুলি বাহির হইতেছে! যখন সকল ভক্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হন সেই সময় কোন কোন ভক্ত পাখার হাওয়া করিতে থাকেন। এত সেবক, সেবিকা, বিছানা, মৃগচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম সব রহিয়াছে কেহ তাহা বিছাইবার সাহস করেন না। যদি কেহ বলেন তবে তাঁহার কথার উত্তর নানা কথায় চাপা দেন। তিনি কখনও কাহারও উপর রাগ করিতেন না। যদি কখনও রাগ করিতেন তাহা এই দুষ্ট দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য। কোন কোন সময়ে কাহারও উপর রাগ করিয়া অন্যকে এমন শিক্ষা দিতেন যে সে কথা আমার একবার মনে হয়। সে বিষয় আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। তজ্জন্য আজও দুঃখ করিতে হইতেছে।

অনেক সাধু, শান্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও অবধূত তাঁহার কৃপাতে দর্শন হয় কিন্তু অমনটী আর দৃষ্টি গোচর হইল না। তাঁহার আমার উপর আদেশ ছিল যে অনেক রকম শান্ত সাধু তোমার সহিত মিলিবেন কাহারও নিন্দা বা অমর্য্যাদা করিও না। কি শান্ত ভাব! কি গঠন! কি মূর্ত্তি! অমনটী আর দেখিতে পাইব কিনা সন্দেহ। যেন স্বয়ং ভোলানাথ বসিয়া শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিতেছেন।

তার পর দিবস সোমবার হুগলী ঘাট হইতে কলিকাতায় আসি। সেই দিন হইতে আর আফিস বা কাজকর্ম্ম যেন ভাল লাগিতনা। সন্ধ্যার সময় বাসাতে আমার দেশস্থ খুবই নিকট সম্বন্ধ একটী বন্ধুর নিকট সব কথা প্রকাশ করি। তাহাতে সে বন্ধুটী বলেন যে "কাজটী ভাল কর নাই"। আমি বলিলাম "কেন?" তাহাতে আমার বন্ধুটী যতই কথা বলেন আমি সমস্তই কাটাইয়া আমার উদ্দেশ্য স্থির রাখি। রাত্রে আমি একা থাকিতাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দেখিলাম যেন জটাজুট সমন্বিত দীর্ঘ দাড়ী গোঁপ বিশিষ্ট ত্রিনেত্র আমার উপর হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলিতেছেন যে "চল তোর স্থানে" ইহার অর্থ আজিও কিছুই বুঝি নাই। একথা কোন দিবস জিজ্ঞাসা করাতে ঠাকুর কেবলই হাসিয়া ছিলেন। কোন উত্তর দিলেন না। তারপর গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে থাকি এবং প্রার্থনা করিতে থাকি "হে, দয়াল! আমাকে বিভূতি দেখাইয়া পাগল করিও না। আমাকে সত্য বস্তু দাও।" এ বিষয় পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

তার পর বুধবারে লুপ্ মেল ধরিয়া পুনরায় আমি পুলিন ও বিনোদবিহারী তিনজনে হাওড়া লাইনে হুগলী যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি এমন সময় দেব দাদা ও প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত। এক আফিসে কাজ করি অথচ কেহ কাহাকে বলিতে পারিতেছিনা "যে তুমি কোথায় যাইতেছ?" একত্রে হুগলি ঘাট ষ্টেশনে আসিয়া আশ্রমাভিমুখে যাইতেছি তার পর আলাপ হয়। (তখন প্রবোধ আমার সহিত কোন কথা ভাঙ্গিয়া বলে নাই।) কিন্তু প্রবোধকে দেখিয়া আমার হৃদয় বলিয়াছিল এইটী তোমার অন্তরঙ্গ ভ্রাতা। ইহার সহিত তোমার গাঢ় সম্বন্ধ আছে। বাহিরে কিছুই প্রকাশ পায় নাই।

হুগলি আশ্রমে যাইয়া দেখি যে মহাতুমুল ব্যাপার, লোকে লোকারণ্য—কোথায় গান, কোথাও নৃত্য, যেন বাবা ভোলানাথের সব পার্শ্বচর একত্র হইয়া নৃত্য করিতেছে আর সদাশিব যেন ভাঙ্গ খাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। আর আমার অদৃষ্টে সে সব উদ্দণ্ড নৃত্য বা গান বা ভক্ত সঙ্গ আবার ঘটাবে কি না সন্দেহ। একটী গান মনে হয়।

(বারে বারে যত দুঃখ)

সুর।

কবে কাঁদিব জয় জ্ঞানানন্দবলেক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়ে।
কবে পাগল হইব আমি সুধামাখা নাম জপিয়ে॥
কবে জুড়াব তাপিত প্রাণ, হৃদেধরি শ্রীচরণ,
কবে বিহ্বল হইবে প্রাণ দয়াময়ে নিরখিয়ে॥
কবে হেরিবে নয়নদ্বয়, ত্রিভুবন জ্ঞানানন্দ ময়,
কবে চরণেরই ধূলা হব রিপুজয়ে জয়ী হয়ে॥
শুনরে অবোধ মন, যদি লভিবে জ্ঞানানন্দ ধন,
তুমি কাটিরে সংসার বন্ধন সুখ দুঃখ পায়ে দলিয়ে

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিত্য পদাশ্রিত
শ্রীলাল গোপাল ঘোষ।
গোয়ালিয়র ষ্টেট।

গীত।

প্রাণের নিত্যগোপাল আমার প্রাণের প্রাণ
হৃদয়রমণ।
কিসের ভাবনা কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য
কিভয়রে মন॥
যদিগো পেয়েছ তাঁ'রি দরশন,
বুঝেছ গো প্রাণে তিনি নারায়ণ,
কিসের চিন্তা পারের কারণ,
তবেরে কেনবা বিষাদমগন
যাঁ'র লাগি ভবে সাধন ভজন,
তাঁ'র দরশন পেয়েছে যে জন,
তা'র কি ঘুচেনি জনম মরণ,
তা'র কি ঘুচেনি মায়ার বন্ধন।
যাঁ'র দরশন লাগি দেবগণ,
দিবানিশি সদা সমাধি মগন,
সে পরশমণি করি পরশন,
লৌহ দেহ কি হয়নি কাঞ্চন?
তা'র কি আবার সাধন ভজন,
তা'র কি আবার ধরম করম,
(সেজন) লভেছে জীবন মুকতি ভুষণ;
নরদেহধারী সেই নারায়ণ॥
মিথ্যা যদিরে এসব ভাষণ,
মিথ্যা যদিরে এসব কথন,
তবেরে মিথ্যা পুরাণ আগম,
তবেরে মিথ্যা বেদের বচন॥
ত্যজরে দৈন্য ত্যজ আবরণ,
সিংহ শিশু কি মেষরে কখন,
জীবের দশা কর দরশন,
নিত্যনামেতে মাতাও ভুবন॥

শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত।

স্বপ্ন-দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

আমি আধ আধ স্বরে গান করিতাম তিনি শুনিতেন। বাবা আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন এবং আমাকে তারাকুমার বলিয়া ডাকিতেন। অন্যান্য লোকে আমাকে তারাকমল বলিত। আমার বাবা কোন প্রকার সুখের চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বদা আমাকে যত্ন করিতেন। পিতার এতদূর স্নেহ লাভ করিয়াও মায়ের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিত। জগতে মা কেমন জানি না। মার স্নেহ বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্নেহ কখন পাই নাই। সর্ব্বদা মায়ের স্নেহ পাইতে এবং

মার মুখখানি দেখিবার জন্য আমার ক্ষুদ্র হৃদয় আকুল হইত। লুকাইয়া লুকাইয়া হৃদয় পটে মায়ের ছবি অঙ্কিত করিতাম এবং মা মা বলিয়া ডাকিয়া মাকে কত কথা বলিতাম। কিন্তু আমার সেই কল্পিত মায়ের মুখে কখনও কোন উত্তর পাইতাম না। আমার বুকে সেজন্য বড়ই বেদনা অনুভব হইত। বাবার কোলে বসিয়া বাবাকে বলিতাম "বাবা আমার মা কই? আমার মাকে আমার বড় দেখিতে ইচ্ছা করে।" বাবা বলিতেন "তোমার মা ঐ নীলাকাশে মেঘের কোলে আছেন। সেখানে তাহার মা এবং জগতের মা আছেন। অর্থাৎ তোমার মা সেই জগজ্জননী মায়ের নিকট আছেন। কেন বাবা মায়ের জন্য দুঃখ কেন? আমি ত তোমার মায়ের দুঃখ রাখি নাই। আমিই তোমাকে মা ও বাবার স্নেহ যত্ন দয়া লালন পালন করিয়া আসিতেছি। প্রকৃত মা সেই জগজ্জননী। তিনি ভিন্ন কে কাহার মা হইতে পারে? তুমি তোমার যে মায়ের কথা বলিতেছ সেত তোমার মা নহে সে তোমার ধাত্রী ছিল; তাহার প্রতি তোমার লালন পালনের ভার ছিল কিন্তু সে তাহার কাজ না সমাধা করিয়াই চলিয়া গিয়াছে। এখন আমার প্রতি সেই ভার পড়িয়াছে। আবার হয়ত আমিও কোন্ দিন তোমায় রাখিয়া চলিয়া যাইবা।

বাছা এক্ষণে আনন্দময়ী জননীকে পাইতে চেষ্টা কর। তিনি আমার তোমার এবং জগতের মা। তুমি যে মার জন্য দুঃখ করিয়া থাক সে মা বড় দুষ্ট, সে তোমার কোল হইতে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই আমার জগজ্জননী আনন্দময়ী মা বড়ই শান্তিময়ী এবং দয়াময়ী। তিনি একবার যাহাকে কোলে ল'ন তা'কে কখনও আর কোল হইতে ফেলিয়া দেন না। "এইরূপ নানা প্রকার সান্ত্বনা পূর্ণ কথা বলিয়া বাবা আমার হৃদয়ে শান্তিদান করিতেন এবং আমি ঐ সমস্ত কথা শুনিতে শুনিতে বাবার কোলে ঘুমাইয়া পড়িতাম। হায়! আজ আমার সেই স্নেহময় পিতা কোথায়! তিনি আমায় লইয়া সংসার সাগরে ভাসাইয়াছিলেন এবং প্রাণপণে আমাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু আমি তাঁহার এতদূর স্নেহ পাইয়াও হৃদয়ে জ্বালা অনুভব করিতাম। আমি অত্যন্ত দুর্বৃত্ত এবং নরাধম তাই বাবার এতস্নেহ পাইয়াও আমার মন উঠিত না; সেই পাপেই আমার আজ এ দুর্দ্দশা।

"জগজ্জননী মা! আজ আমার সেই বাবা কোথায়" ইহা বলিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল। পরে আমি বলিলাম "তুমি কি কখনও জীবিতাবস্থায় সেই জগজ্জননী মাকে দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, কিরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছ আমাকে বল"। ছেলেটী বলিতে লাগিল,—"আমাদের বাড়ীতে প্রতি বৎসর শ্যামা পূজার দিন মা আসিতেন। লোকে মাকে মাথায় করিয়া আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিত। মা গলায় মুণ্ডমালা পরিয়া পান খাইয়া ঠোট দুই খানা টুকটুকে করিয়া হাতে একখানি বড় দা লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিতেন।" বাবা বলিতেন,—"তারা, ঐ দেখ তোমার মা আসিয়াছেন" বলিয়া মা মা বলিয়া ডাকিয়া মাকে ঘরে তুলিতেন। মায়ের সম্মুখে বসিয়া আমাকে কোলে লইতেন এবং বলিতেন, "তারা কুমার একটিবার সেই 'আর মা সাধন সমরে' গানটী গাও।" আমি বাবার কোলে বসিয়া গান গাইতাম—আমার গান শুনিয়া বাবা নিজেও তারা তারা কালী কালী বলিয়া গান গাইতেন। একবার বাবা একবার আমি প্রায়ই সমস্ত রাত্রিই গান গাইতাম। পরদিন মাকে সকলে মিলিয়া জলে দিতে যাইত, বাবাও সঙ্গে

যাইতেন এবং আমায় বলিতেন,—"তারা চল মকে বাড়ী রাখিয়া আসি।" আমার তখন বড় কান্না আসিত। আমি বলিতাম "না বাবা মাকে জলে ফেলিয়া দিও না; তাহ'লে মা ডুবে যাবে—মা ডুবে গেলে আমার বড় কান্না পাবে।" বাবা হাসিতে হাসিতে বলিতেন "পাগল ছেলে! মা কি কখনও ডুবে যায়; মাকে আমরা জলে ছাড়িয়া দিলেই মা স্বর্গে চলিয়া যান। কান্না কেন? মা আবার আর বৎসর আমাদের বাড়ীতে আসিবেন। আর মা'ত কখনও আমাদের ছাড়িয়া থাকেন না সর্ব্বদা আমাদের কাছে কাছে থাকেন। যখন তুমি একলা থাক তখন মা তোমায় পাহারা দেন। যদি কোন ভূত প্রেত বা বাঘ ভালুক তোমার কোন ক্ষতি করিতে আইসে তবে মা সেই দা দিয়া তাহাদের মাথা কাটিয়া দেন।"

সকলে মিলিয়া মাকে স্বর্গে পাঠাইয়া বাড়ী আসিতাম। আসিবার সময় বাবা বড় কাঁদিতেন আমারও মার জন্য কত কান্না আসিত ও মন কেমন করিত। দুই তিন দিন মন খুব খারাপ থাকিয়া পরে আবার সারিয়া যাইত। সেই সময় বাবা কোন স্থানে গেলে যদি রাত্রি হইত, তখন আমি ভয় পাইতাম কিন্তু তখনই মনে করিতাম, ভয় কি, মা যে দরোয়ান হইয়া আমায় পাহারা দিতেছেন।

মা গত বৎসরেও আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন এবং বাবা আমাকে কোলে বসাইয়া কত গান গাহিয়াছিলেন। বাবা আমাকে বলিতেন; "তারা! সেই বলমা তারা দাঁড়াই কোথা গানটি গাওতো।" আমিও বাবার কোলে বসিয়া সেই গান গাহিয়াছিলাম। মাগো আমার গত বৎসর দাড়াইবার স্থানেরও অভাব ছিল না। তখন আমার সুন্দর শান্তিপূর্ণ পিতার কোল ছিল পিতার শীতল ছায়ায় আমার অপূর্ব্বস্থান ছিল। আমার সে দিন কোথায়? আমার বাবা আজ কোথায়? গত বৎসরেও আমার অনেক স্থান ছিল। এখন আমার কোথাও স্থান নাই! একটু স্থান দাও, মা! স্থান দাও! ওমা! গত বৎসরে আমাদের বাড়ী এসেছিলে এবার আর সেখানে যাও নাই। এখন আমার বাবাও নাই। মা! কেন আমাদের ছেড়েছ? কি দোষে আর আমাদের বাড়ী যাও না? মা এবার আমি গাছের ডালে পা দুলাইয়া বসিয়া দেখেছি তোমায় জনৈক লোকে মাথায় কোরে নিয়ে যাচ্ছিল—তুমি অনেক লোকের বাড়ী গিয়াছিলে কেবল আমাদের বাড়ী যাও নাই। মা তুমি আর আমাদের বাড়ী যাবে না—এখন পরের বাড়ী যেতে শিখেছ; তা বেশ আমাদের বাড়ী যেও না। একবার এই বাড়ীতে এস! এওত পরের বাড়ী। এখানে এস, একবার তোমায় দেখি। মা! আমার বাবা কোথায়? আমার বাবাকে নিয়ে তেম্নি করে এসে তুমি দাঁড়াও ও বাবাকে তোমার সামনে বসাও আমি দেখি। এখন আমিতআর বাবার কোলে বসিবার যোগ্য নই। বাবার চরণে বসিবারও যোগ্য নহি। তোমার সম্মুখে পিতার চরণ ধরিয়া মা মা ক'রে ডাকব। এইমাত্র তুমি এসেছিলে। ঠিক তোমায় দেখেছি কিন্তু সে যে বড় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তোমার ও রক্ত-মাখা মূর্ত্তি দেখে আমার বড় ভয় হইয়াছে। মা একবার সেইরূপ পান খেতে খেতে ছেলে মানুষ হয়ে দা হাতে করে এস। একবার এস তোমাকে আর বাবাকে আমি অনেক দিন দেখি নাই। একবার দেখা দাও মা এ অভাগাকে দেখা দাও"—ইহা বলিয়া বালক অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল।

মহাপুরুষ তখন ধীরে ধীরে বালকের দিকে আসিতে লাগিলেন। বালক বলিল,—"কে

তুমি? ঠাকুর না মানুষ? তুমি যেই হও আসিয়া আমায় মারিয়া ফেল। আর আমার মরণে ভয় নাই এখন মরিতে পারিলেই বাঁচি।" মহাপুরুষ হাসিতে হাসিতে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। বালক তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল এবং বলিল "তুমি আমার জ্বালা জুড়াইয়া দাও ও তোমার ঐ চরণে স্থান দাও।" মহাপুরুষ তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"কেন বাবা আমার পায়ে হাত দিতেছ? তুমি আমার বড়ই আদরের ধন এবং বুকে রাখিবার যোগ্য। এস বাপ আমার বুকে এস।" বালক বলিতেছে; "আমি আপনার চরণে স্থান পাইবার যোগ্য নহি। আপনি দয়া করিয়া আমায় চরণ দিন আর মাকে দেখাইয়া দিন।" মহাপুরুষ বলিলেন,—"বৎস! এস তোমায় একটী অমূল্য রত্ন দিই। যত্ন করিয়া এই রত্ন লও, তোমার সকল কষ্ট দূরে যাইবে।" বালক বলিল,—"আমি আর কোন রত্ন চাই না চাই কেবল মাকে, আপনি কি আমায় রত্নের লোভ দেখাইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন? না না আমি রত্ন চাহি না, রত্নে আমার প্রয়োজন নাই।' মহাপুরুষ বলিলেন,—"উঠ বাছা আমি তোমায় অন্য লোভ দেখাইতেছিনা। আমি তোমায় একটী মহারত্ন দিব সে রত্নটী অতি সুন্দর।" বালক বলিল "না আমার রত্নে আবশ্যক নাই। আমি কিছুতেই কোন রত্ন লইয়া লোভের বশবর্ত্তী হইব না।" মহাপুরুষ বলিলেন,—"বাছা আমি তোমায় রত্ন দিবই। তুমি আমার নিকটে এস, এ রত্নে লোভ হওয়ায় মঙ্গল। এ রত্নে লোভ হইলে মাকে পাওয়া যায়। পাগলছেলে এখনও তোমার ভ্রান্তি রহিয়াছে? এ রত্ন অসার মণিমুক্তা নহে ইহা সকল রত্নের সার, মায়ের নাম। এস তোমার কানে কানে মায়ের নাম দিই এখনি মাকে পাইবে। এস আমার স্নেহের তারাকুমার! তুমি আজ যথার্থ তারাকুমার হইবে।" তখন বালক মহাপুরুষের নিকট গেল, তিনি তাহাকে কোলে লইয়া তাহার কানে কানে অমূল্য রত্ন মায়ের নাম দিলেন। মহাপুরুষ শেষে মাকে ডাকিতেছেন "এস মা তারা, এস তোমার তারা কুমারকে আজ কোলে নেও। একবার তোমায় দর্শন করিয়া তাহার প্রেতত্ব ঘুচিয়াছে, এখন আর একবারটী আসিয়া তোমার শান্তিময় কোলে তুলিয়া লও।" মা তৎক্ষণাৎ সেইরূপ শ্মশানকালী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইলেন। বালক তাঁহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং মহাপুরুষের পশ্চাতে গিয়া চক্ষু ঢাকিয়া দাঁড়াইল। মহাপুরুষ মাকে বলিলেন, "মা তোমার শিশুভক্ত তোমার ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইতেছে। তোমার ঐ ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখিয়া শিশু কি স্থির থাকিতে পারে? সে তোমার সেইরূপ ছোট মেয়ে হ'য়ে পান খেতে খেতে দা হাতে করে আসবার জন্য ডেকেছে। মা তোমার ঐ মূর্ত্তি সম্বরণ করিয়া সেই মূর্ত্তিতে এস এবং পরম ভক্ত এই বালকের পিতাকে লইয়া আসিয়া তোমার বালক ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ কর।" তখন মা সেই ছোট মেয়ের মূর্ত্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারা কুমারের পিতা তাঁহার চরণে বসিলেন। মহাপুরুষ তখন বালককে বলিলেন,—"বাবা তারা কুমার! ঐ দেখ তোমার **সেই মা** এবং তোমার পিতা।"বালক নয়ন ভরিয়া সেই রূপ দেখিতে লাগিল। মহাপুরুষ বালকের হাত ধরিয়া লইয়া মাকে বলিলেন "লও মা, তোমার ভক্তকে লও।" তাহার পিতাকে বলিলেন,—"হে মায়ের ভক্ত, এই ধর তোমার এক মাত্র সন্তান তারা কুমারকে ধর। ধন্য তুমি যে এমন পুত্রের পিতা হইতে পারিয়াছিলে এবং বালকের হৃদয়

এমন সুন্দর ভাবে গঠন করিয়াছিলে। তারা, তুমি আজ ধন্য! তুমি এমন পিতার পুত্র হইয়া তারা কুমার নামের সার্থক করিলে। যাও বৎস যাও, মায়ের কোলে পিতা, পিতার কোলে তুমি বসিয়া তেমি করিয়া মা মা বলিয়া মায়ের নাম গান কর, তাপিত হৃদয় শীতল হউক। মহাপুরুষ তারা কুমারকে তাহার পিতার কোলে বসাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তুমি আজ ধন্য আমিও ধন্য হইলাম। আহা মরি মরি কি সুন্দর দৃশ্য! মায়ের চরণে ভক্ত বসিয়া ভক্তের কোলে বালক ভক্ত বসিয়া মা মা করিয়া ডাকিতেছে। মরি মরি কি সুন্দর কি সুন্দর! মুকুন্দ! দেখ দেখ মায়ের কি অপরূপ রূপ এবং মায়ের ভক্ত আজ কেমন শোভা পাইতেছে? ঐ দেখ মা দুই ভক্তকে কোলে লইয়া গৌরাঙ্গিনী রূপ ধারণ করিলেন। এই রূপই আনন্দময়ী উমামূর্ত্তি। আবার দেখ দেখ মা আমার তারা কুমার এবং তাহার পিতাকে দুই কোলে লইয়া স্বর্গে গমন করিতেছেন। তারাকুমার যাও তারাকুমার হইয়া চিরদিনের জন্য মায়ের কোলে শান্তিলাভ কর।

মা আমার স্নেহের আধার, মা আমার আনন্দের খনি! প্রাণ ভরিয়া মাকে মা বলিয়া ডাকিলে মা আর থাকিতে পারেন না। মাকে মা বলিয়া ডাকিলেই মা স্নেহ পূর্ণ হৃদয়ে সন্তানকে কোলে তুলিয়া লন এবং তাঁহার স্তনের অমৃত দান করিয়া চিরদিনের জন্য ভবের ক্ষুধা নিবারণ করেন। হায় হায় আমরা অসার বিষয়ে মত্ত হইয়া মায়ের এমন করুণা এমন স্নেহ ভুলিয়া মায়ের স্তনের সুধা ভুলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে জাগতিক অসার বিষয়ের হলাহল পান করিতেছি। এস এস পাঠক ভ্রাতৃগণ এস প্রাণ খুলিয়া সেই আনন্দময়ী করুণার রাণী মাকে মা বলিয়া ডাকিয়া আশা মিটাই।

নিত্যপদাশ্রিত— শ্রীমুকুন্দ লাল গুপ্ত।

আমি ও আমার

তোমারি দেওয়া প্রাণে
কেন গো আমার করি,
আশার ছলনে ভুলি
নিশি দিন ঘুরে মরি
একবার যদি প্রভু,
কেটে দাও মোহ মোর,
আঁখি মেলি দেখি শুধু
কেন হই ভবে ভোর।
একবার দাও প্রভু
মোহ আবরণ খুলে,
বারেকের তরে শুধু
দেখিব নয়ন মেলে।
জেলে দাও প্রাণে মোর,
তব পুত প্রেম ধার;
একবার দেখি শুধু
কতদুরে তুমি আর।

অভাগা
শ্রীঅমূল্যমোহন চৌধুরী।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

২য় বর্ষের

—:*:—

বিষয়	নাম	পত্রাঙ্ক।
উপদেশাবলী	যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব	১,৩৩,৬৬,৯৯,১৩৭,১৬৯,২০১, ২৩৩,২৬৫,২৯৭,৩২৯,৩৬১,
শ্রীরাধা	ঐ	৬৫
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাস	ঐ	১৩৭
শ্রীপত্রের নববর্ষ		১৯
স্তব	শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য	২০
শ্রীশ্রীনিত্যচৈতন্য		২১
অহেতুকী কৃপা	শ্রীঅক্ষয়কুমার গুহ	২৭
দত্ত ঠাকুরের মেয়ে		৩০
ত্রুটী স্বীকার	সম্পাদক	৩২,
শ্রীশ্রীদোল	শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য	৪৬
শ্রীমীরাবাই	শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস	৪৮
পরমেশ	শ্রীরমণীভূষণ শাস্ত্রী	৫৩
ভক্তবীর কৈলাশচন্দ্র		৫৪
প্রার্থনা	ভিখারিণী	৫৯
"	শ্রী বি, এ, বি, টি,	১২০

বিষয়	নাম	পত্রাঙ্ক।
	শ্রীকাঙ্গালকৃষ্ণ দত্ত	১৬৮
	শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী	৩২৫,৩৫৭,
শ্রীশ্রীজন্মতিথি	সেবকমণ্ডলী	৬০,১৩০,
পূর্ব্বস্মৃতি	শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল	৬০
গীত	গিরীন্দ্রনাথ মিত্র	৬৩
"	সত্যেন্দ্রকুমার দে সরকার	২৬৫
সমন্বয়তত্ত্ব	শ্রীমৎ হরিপদানন্দ অবধূত	৬৪,৯০
ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের আবির্ভাব	জনৈক সেবক	৭৫
স্তোত্র	শ্রীদাশরথি স্মৃতিতীর্থ	৮০
শ্রীসধনা	শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস	৮২
নিত্যচন্দ্র	শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য	৮৪
অসহায়ের সহায়	শ্রীমুকুন্দলাল গুপ্ত	৮৫
আগমনী	শ্রীঅনন্তকুমার হালদার	৯০
"	শ্রীহেমন্তকুমার মৌলিক	৩১২
স্বরোদয়	জনৈক ব্রহ্মচারী	৯৫
নিত্যলীলা	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	৯৬
শ্রীশ্রীদেবের শতনাম স্তুতি	নির্ম্মলাবালা রায়	১১২
মানব জীবন	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী	১১৪,১৬৩,২৫২,২৯৬,৩২১
লয়-সিদ্ধি-যোগ	জনৈক ব্রহ্মচারী	১১৮
ভজন বিষয়ক	শ্রীমৎ হরিপদানন্দ অবধূত	১২০,
অশ্রু বিন্দু	শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য	১২২,
শ্রীশ্রীনিত্যলীলা	সম্পাদক	১২৬,
"	শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস	২১৬,২৫০,
"	শ্রীঅন্নদানন্দ	২৮৮,
নিবেদন	সম্পাদক	১২৮
জ্ঞানানন্দ চতুষ্পাঠী		১৩০
বিরাম	শ্রীঅমূল্যমোহন চৌধুরী	১৫২
শ্রীশ্রীসত্যনাম মাধুরী	শ্রীশরৎকুমার ঘোষ	১৫৩
শ্রীশ্রীকরমৌত বাই	শ্রীমণীন্দ্রকিশোর সেন	১৬০
মোহমুদ্গর	৺কৈলাশচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ	১৮৭
শ্রীগ্রন্থালোচনা	শ্রীমৎ হরিপদানন্দ অবধূত	১৮৮
গুরু-শিষ্য-সংবাদ	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ	১৯২
গোরা	শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য	১৯৫

বিষয়	নাম	পত্রাঙ্ক ।
অশরীরী বাণী	শ্রীমুকুন্দলাল গুপ্ত	১৯৫
আধারে আলোক বা বেদান্ত রহস্য	শ্রীদাশরথি ব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ	১৯৮
মায়া	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ	২০০
শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি		২০০
গুরুস্তোত্রম্	শ্রীরমণীভূষণ শাস্ত্রী	২১৭
গৌড়াম্ভাব	শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য	১১৮
কেন না বলিবে তুমি ভগবান ?	শ্রীমৎ হরিপদানন্দ অবধূত	২২২
সাধনা	শ্রীলালগোপাল ঘোষ	২২৪
অর্ঘ্য	শ্রীঅনন্তকুমার হালদার	২২৬
এখন উপায় কি ?	শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী	২২৬
সদ্ গুরু	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	২২৯,২৬৩,৩৫৫,
সমন্বয় দর্শন	শ্রীঅনন্তকুমার হালদার	২৪৯
আক্ষেপ	শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু	২৫৫
চিন্ময়-লীলা	শ্রীমকুন্দলাল গুপ্ত	২৫৬
পূর্ণশান্তি	শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য	২৬০
ভ্রম সংশোধন		২৬৪
অভয়বাণী	ঐ	২৮১
শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ দত্তের প্রবন্ধ		২৮২,৩১৩
ভক্ত-সঙ্গ-মহিমা	শ্রীমৎ নিত্যগৌরবানন্দ পরিব্রাজক	৩১৭
ভক্তবর সুখেন্দু	শ্রীসরোজকুমার চৌধুরী	৩২১
স্বপ্ন-দর্শন	শ্রীমুকুন্দলাল গুপ্ত	৩২৬,৩৮৪
বিজয়া	শ্রীহেমন্তকুমার মৌলিক	৩২৮
নিত্যলীলা-প্রসঙ্গ	শ্রীমৎ নিত্যগৌরবানন্দ পরিব্রাজক	৩৪৭
বেলাবায়	শ্রীসরোজকুমার চৌধুরী	৩৫৩
সব্ সিয়ান্ কো এক্ বাৎ	শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস	৩৫৮
শুদ্ধি পত্র		৩৫৯
প্রেমিকের ঠাকুর	শ্রীলালগোপাল ঘোষ	৩৭৯
গীত	শ্রীমৎ নিত্যানন্দ অবধূত	৩৮৪
প্রার্থনা	শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী	৩৯২
আমি ও আমার	শ্রীঅমূল্যমোহন চৌধুরী	৩৮৮

প্রার্থনা।

গৌর হে!

সুখ আর দুঃখ সম্পদ বিপদ
যা কিছু দিয়াছ আমারে।
সকলি ত জানি তব আশীর্ব্বাদ
(তাই) ধরেছি প্রসাদ অন্তরে॥
চিরদিন তরে আমি যে তোমার
(তব) অধিকার আছে আমাতে।
যাহা ইচ্ছা হয় দাও মোর মাথে
কিছু ভয় নাই তাহাতে॥
সুখ হতে দুখ অতি সুমধুর
সে দেয় তোমারে আনিয়া।
সুখের সাধন সুধু প্রলোভন
তোমারে যাই যে ভুলিয়া।
মোর অধিকার নিবেদন মাত্র
ফলাফল দাতা আপনি।
যাহা ভাল হয় কুরু দয়াময়
(মোর) ভরসা ওপদ দুখানি॥
হৃদয় রতন তুমি হে আমার
করি নিবেদন চরণে।
যা হয় হউক জীবনে মরণে
থাকিও হৃদয় আসনে॥

দীন
নৃত্যগোপাল।

প্রাণের গোপাল।

প্রাণের গোপাল নিত্যগোপাল আমার।
ওগো সোহাগের ধন! মম সাধের রতন!
সাগর সেঁচিয়া তোলা মানিক আমার।
প্রাণের গোপাল নিত্যগোপাল আমার॥

হৃদয় সরসে মোর তুমি ফুল্ল শতদল,
নীরবে প্রেমের বায়, মন মধুকর তায়
মধুপিবে আশে ঐ ধাইতেছে বার বার
প্রাণের গোপাল নিত্যগোপাল আমার॥

আশার আকাশে মোর তুমি স্থিরসৌদামিনী,
উজলিয়া দশদিশি, হাঁসিতেছ কত হাঁসি,
আঁধার যেতেছে স'রে, হাস তুমি বার বার
প্রাণের গোপাল নিত্যগোপাল আমার॥

সর্ব্বস্ব আমার মোর জীবন সম্বল,
দেহে মনে প্রাণে তুমি তুমিই নিবাস তুমি
চরমে পরম শান্ত বিশ্রাম আগার।
প্রাণের গোপাল নিত্যগোপাল আমার॥

শ্রী—

---*---